কবি বিজয়গুপ্তের

পদ্মাপুরাণ

শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, এম্, এ
প্রধান-শিক্ষক, বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়
কর্তৃক
সম্পাদিত
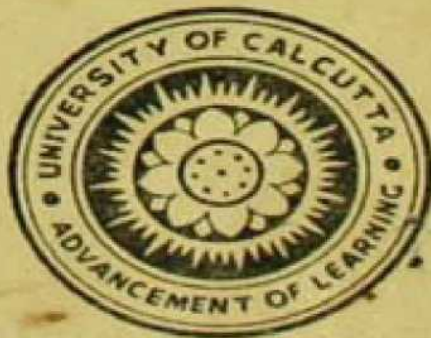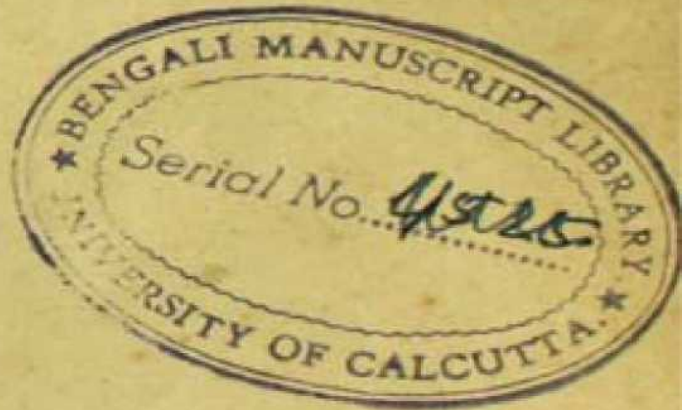
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৬২
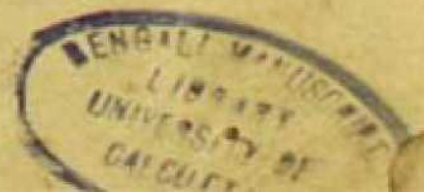
বরিশালের ধর্মগুরু

আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

—শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত

প্রাক্‌কথন

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ; কিন্তু ইতঃপূর্বে এই গ্রন্থখানির কোনও নির্ভর-যোগ্য পাঠ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ৺প্যারীমোহন দাসগুপ্ত মহাশয়ের সংস্করণ-খানিই দীর্ঘদিন পদ্মাপুরাণের জনপ্রিয় সংস্করণ ছিল ; কিন্তু সে পাঠ নানা পুথি মিলাইয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত পাঠ ছিল না। শ্রীযুত জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, এম্, এ মহাশয়ই সর্বপ্রথমে গ্রন্থখানিকে নানা পুথির পাঠ মিলাইয়া সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনা করিয়াছেন। তিনি বিজয়গুপ্তের জন্মভূমি বরিশাল জিলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পদ্মাপুরাণের পাঁচখানি পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই পুথিগুলির মধ্যে একখানি পুথির পাঠকে মূলরূপে ধরিয়া অন্যান্য পুথিগুলির সাহায্যে পাঠ নির্ধারণের চেষ্টা হইয়াছে। যেখানে অমিল দেখা দিয়াছে সেখানে তিনি পাদটীকায় পাঠান্তর দিয়াছেন এবং প্রয়োজনবোধে অন্যান্য পুথির অংশবিশেষের দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়াছেন। পুথিগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ তিনি তাঁহার ভূমিকার মধ্যেই দিয়াছেন ; কোন্ পুথিকে কেন আদর্শ পুথি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে এ-বিষয়েও তিনি যুক্তি-তথ্যসহ বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এইভাবে সম্পাদিত পুথিখানি মধ্যযুগের একজন প্রসিদ্ধ কবির কাব্যের একটি প্রামাণিক সংস্করণ হইয়া উঠিয়াছে, ইহা সকলেরই আনন্দের বিষয়। শ্রীযুত দাসগুপ্ত মহাশয় নির্ভুল পাঠ নির্ণয় করিবার জন্য যে কি পরিমাণ পরিশ্রম করিয়াছেন এবং কি-জাতীয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন গ্রন্থের ভিতরে সর্বত্র তাহার পরিচয় রহিয়াছে। এই দুরূহ সাধনার জন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদের পাত্র।

গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত মহাশয় এখনও পাকিস্তানে থাকেন, বর্তমানে তিনি বরিশালের প্রসিদ্ধ ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাজ করিতেছেন। প্রাথমিক সম্পাদনাকার্যের পরে তিনি গ্রন্থ-প্রকাশের সময়ে আমাদিগকে আর সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতে পারেন নাই। প্রাচীন ও মধ্যবাঙ্গলার পুথির সম্পাদনায় তৎসম শব্দগুলির বানান শুদ্ধ রাখিবার নীতিই এখন স্বীকৃত ; এই নীতি অবলম্বনে পাণ্ডুলিপির বানান সংস্কার করিবার কাজ করিয়াছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী গবেষণা-

সহায়ক শ্রীনীরদপ্রসাদ নাথ, এম্, এ। তৎপরে গ্রন্থখানির মুদ্রণকার্য আরম্ভ হইলে প্রুফ সংশোধন এবং আবশ্যকীয় সংশোধনাদির ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা প্রকাশন বিভাগের তদানীন্তন সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম্, এ মহাশয়। কয়েকটি ফর্মা ছাপা হইবার পরে অধ্যাপক চক্রবর্তী মহাশয় অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; তাহার পরে এই কার্যের ভার স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা বিভাগের রীডার ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, এম্, এ, পি-এইচ্-ডি মহাশয়। ডক্টর ভট্টাচার্য মহাশয়ের তত্ত্বাবধানেই শ্রীযুত সনৎ মিত্র, এম্, এ মহাশয় গ্রন্থখানির একটি শব্দসূচী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গলা প্রকাশন বিভাগের বর্তমান সম্পাদক শ্রীযুত পীযূষকান্তি মহাপাত্র, এম্, এ মহাশয়ও মুদ্রণকার্যের দেখাশুনা করিয়া মুদ্রণকার্য ত্বরান্বিত করিয়াছেন।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের একটি নির্ভরযোগ্য সংস্করণ সুধীমণ্ডলীর হাতে তুলিয়া দিতে পারিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। ইতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর ১৯৬২

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

সূচীপত্র

ভূমিকা

পুঁথি-পরিচয়

কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের পাঁচখানা অনুলিখিত পুঁথি বরিশালের বিভিন্ন গ্রাম হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে বরিশাল শহরস্থ তালতলা কালীবাড়ীতে প্রাপ্ত পুঁথিখানাকে (ক পুঁথি) আমি আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। উক্ত পুঁথিখানা ১২৪২ সাল হইতে ১২৪৪ সালের মধ্যে শ্রীরামপুর-নিবাসী তিলকচন্দ্র ঘোষের পুত্র ভৈরবচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনুলিখিত।

(ক) সংগৃহীত পাঁচখানা পুঁথির ভিতরে এইখানাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

(খ) গ্রন্থারম্ভে স্বপ্ন অধ্যায় পালার ভিতরে কবি সমগ্র কাব্য-কাহিনীর যে ছক্ অঙ্কিত করিয়াছেন, মনসা দেবী কর্তৃক আদিষ্ট স্বপ্ন বৃত্তান্তের ভিতরে, এই পুঁথিখানার কাহিনী-অংশে সর্বত্র সেই ধারা যথাযথ ভাবে অনুসৃত হইয়াছে।

(গ) অন্যান্য পুঁথিতে কানা হরিদত্তের রচিত একটি কবিতা গ্রন্থারম্ভে প্রথমে সংযোজিত হইয়াছে। এই পুঁথিখানাতে সে কবিতাটি নাই।

(ঙ) অপরাপর পুঁথির প্রক্ষিপ্তাংশ যেরূপ সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এই পুঁথিখানাতে সেরূপ অংশ অপেক্ষাকৃত কম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিজয় গুপ্তে বন্দিয়া ভাই গীতে দেও মতি, এই চরণটি আদর্শ পুঁথিতে নাই। তবে নির্দ্দিষ্ট এই চরণটি না থাকিলেও অনুলেখক মাঝে মাঝে যে তাঁহার প্রভু জগচন্দ্র সাহা এবং রাধাকৃষ্ণ সাহার স্তুতিবাচক পদ কাব্যাংশে সংযোজিত করিয়াছেন তাহার পরিচয় একাধিক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত প্রক্ষিপ্তাংশ যথাসম্ভব বাদ দিয়া গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

(চ) কাব্য-সৃষ্টির সর্ব্বত্র কাহিনী-অংশের পারম্পর্য এই পুঁথিখানায় রক্ষিত হইয়াছে। অপরাপর পুঁথিতে সেরূপ দৃষ্ট হয় না।

(ছ) কাহিনী-অংশ বর্ণনায় কাব্যের স্বচ্ছন্দ ধারাটি পুঁথিখানির কোথাও বাধা প্রাপ্ত হয় নাই।

(জ) অপরাপর পুঁথিতে যে সকল স্থান হইতে উহা সংগৃহীত হইয়াছে সেই

সকল স্থানের কথ্য ভাষার প্রয়োগ রচনার ভিতরে দেখা যায়। কিন্তু আদর্শ পুঁথিখানাতে ফুল্লশ্রী গ্রামের কথ্য ভাষার প্রভাব বেশী বলিয়া মনে হয়। (একই বরিশাল জিলার বিভিন্ন অংশে ভাষা এবং উচ্চারণ-রীতির যথেষ্ট পার্থক্য আছে।)

এই সমস্ত লক্ষণ যথাসম্ভব বিচার করিয়া ক-পুঁথিখানিকে আদর্শ পুঁথি হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত পুঁথিগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে

১। (ক) পুঁথি—বরিশাল, তালতলা কালীবাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। শ্রীভৈরবচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক অনুলিখিত। ইনি—তিলকচন্দ্র ঘোষ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র। সাকিন শ্রীরামপুর, শাণ্ডিল্য গোত্র, হাল সাকিন মেঘা, মোকাম পরগণে রাজনগর। তপেলক্ষিরদিয়া। কিসমত মেঘা শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ সাহাজি মহাশয়ের বাড়ী মোকামের সিরিস্তার মহরের চাকরি করিত।

গ্রন্থারম্ভ—১২৪২ সন—গ্রন্থ শেষ—১২৪৪ সন রোজ মঙ্গলবার। (এই পুস্তকের মালিক—শ্রীজগচন্দ্র সাহা, ওলদে—শ্রীরাধাকৃষ্ণ সাহা—সাকিন খারিজা রাজনগর তপেলক্ষিরদিয়া, কিসমত মেঘা) এই পুঁথিখানাকেই আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

২। (খ) পুঁথি—ফুল্লশ্রী মজুমদার বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। শ্রীকালীমোহন দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক অনুলিখিত। ইনি গৈলা ফুল্লশ্রী মজুমদার বাড়ীর শ্রীদেবীপ্রসাদ মজুমদারের বৃদ্ধ-প্রদৌহিত্র। শ্রীদেবীপ্রসাদ মজুমদারের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র শ্রীরাজকুমার মজুমদারের অনুরোধে ইনি শ্রীদেবীপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক অনুলিখিত পুঁথি যাহা ১১৮১ সনে অনুলিখিত হইয়াছিল, তাহার নকল পুঁথি তৈরী করেন। শ্রীকালীমোহন দাশগুপ্তের এই পুঁথি শেষ হয় ১২৯৪ সনের ২৭শে চৈত্র (বেদরন্ধ্র যুগ্মচন্দ্র বঙ্গদেশী সনে, মিনগতে দিননাথে সপ্তবিংশ দিনে)। ১১৮১ সনের লিখিত পুঁথির সঙ্গে ইহার সম্পূর্ণ মিল আছে।

৩। (গ) পুঁথি—গৈলা বড় দাশের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। শ্রীপ্যারীমোহন দাশগুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত পুরাতন পুঁথি কয়েকখানা সংগ্রহ করিয়া ইনি এই পুঁথি সঙ্কলন করিয়াছেন। গৈলা বড় দাশের বাড়ী ভবদাশ বংশে ইহার জন্ম, যে বংশের আদি পুরুষের পরিচয় প্রসঙ্গে নিরূপণ করা হইয়াছে যে কবি বিজয় গুপ্ত ভবদাশ বংশের সঙ্গে দৌহিত্র সম্পর্কে সম্পর্কিত। ফরিদপুর জিলার বুলিয়া গ্রামের অধিবাসী ৺হেরম্ব দাশগুপ্ত; ডিংসাই বংশজাত কুল-পুরোহিত রামটুরী চক্রবর্ত্তী এবং চন্দবংশজাত ভৃত্য কাশীরাম চন্দ সমভিব্যাহারে গৈলা গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ ত্রিলোচন দাশ কবিরত্ন (ইনি কলাপব্যাকরণের টীকাকার), কনিষ্ঠ রাঘবেন্দ্র দাশ; এবং এক কন্যা রুক্মিণী। এই রুক্মিণী দেবীর বিবাহ হয়—ফুল্লশ্রী গ্রাম নিবাসী সনাতন গুপ্তের সঙ্গে। আলোচ্য কবি বিজয় গুপ্ত এই রুক্মিণী দেবীর গর্ভজাত পুত্র। এই পুঁথি সঙ্কলনের আরম্ভ ইং ১৮৯৫ সনের ১৫ই আগষ্ট তারিখ, বৃহস্পতিবার এবং শেষ হয় ইং ১৮৯৫ সনের ১৬ই নভেম্বর শনিবার।

৪। (ঘ) পুঁথি—উত্তর সাহবাজপুর গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। কালীচরণ শর্মা ও কালীপ্রসন্ন শর্মা নামক দুই সহোদর কর্তৃক এই পুঁথি অনুলিখিত হইয়াছে। অনুলেখকদের পরিচয়ের অংশ পুস্তকে খণ্ডিত। তবে এই পুঁথি বরিশাল জেলার উত্তর সাহবাজপুর গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। ইহার লিপিকাল সম্পর্কে লিখিত আছে—সূর্য্যপক্ষ অষ্টনাগ পরিমিত সনে। ইহাতে মনে হয় ইহা ১২২৮ সনে অনুলিখিত। কিন্তু বইয়ের অক্ষর বা লেখা দেখিয়া উহা হইতে আধুনিক বলিয়া মনে হয়।

৫। (ঙ) পুঁথি—উত্তর সাহবাজপুর গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুত কাশীশ্বর দত্ত রায়, সাং হাল—গোবিন্দপুর। পুঁথি লেখার আরম্ভ-কাল ১২৬৪ সন। পুঁথির ভিতরে আছে শ্রীকাশীশ্বর দত্ত দাশস্য লিখিত,—মনে হয় ইনি কায়স্থ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। পুঁথি লেখা শেষ হয় ১২৬৬ সনে। এই পুঁথি খানিও বরিশাল জেলার উত্তর সাহবাজপুর গ্রামে পাওয়া গিয়াছে।

(ক) পুঁথিখানিকে আদর্শ পুঁথি ধরা হইল, কারণ—

(১) উপরোক্ত পাঁচখানা পুঁথির ভিতরে এইখানাই সর্বাপেক্ষা বেশী পুরাতন। যদিও (ঘ) পুঁথির শেষভাগে লিখিত অনুলেখকের পরিচয় প্রসঙ্গে পুঁথি নকল করার কাল সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায়; (সূর্য্যপক্ষ অষ্টবসু, ১২২৮ সাল) তাহাতে এই (ঘ) পুঁথিখানাকেই সর্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু ইহার লেখার ধরন বা হরপ তত পুরাতন বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থের প্রারম্ভে যে বন্দনা বা মনসার স্তুতি সম্পর্কিত কবিতা আছে তাহা অনেক আধুনিক বলিয়া মনে হয়। যেমন—

প্রথমে বন্দম হরগৌরীর চরণ।
যাহার শরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন॥
মাতা পিতার চরণ কমলে করি স্তুতি।
যাহার প্রসাদে এইযে দেখি এই ক্ষিতি॥
শ্রীগুরুর··· ··························।
যাহার প্রসাদে দেখি এসব কবিতা॥
ক্রমে ক্রমে বন্দিলাম সর্ব্ব দেবগণ।
পশ্চাতে বন্দনা করি পদ্মার চরণ॥
···················আমায় কর দয়া।
চরণে স্মরণ নিলাম দেও পদছায়া॥
··································
তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি আশা।
অধম যেইনে নিজ গুণে যাই কর মনসা॥
ভজন বিহীন এজনেরে কৃপা করি।
নাগ সঙ্গে এইস রঙ্গে দেবী বিষহরি॥ (ঘ)

এই কবিতার ভাষা এবং "যেইনে", "এইযে", প্রভৃতি ক্রিয়াপদগুলি ফুল্লশ্রী গ্রামের ভাষা নহে। স্বপ্ন অধ্যায়ের ভিতরেও—

স্বপ্ন দেইখে বিজয় গুপ্ত নিদ্রা নাহি গেল।
হরি হরি বিষহরি মনেতে ভাবিল ॥ (ঘ)

এখানে একই রূপ ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায়। কাহিনীর প্রায় সর্বত্রই এজাতীয় ক্রিয়াপদের কিছু কিছু ব্যবহার দেখা যায়। এইগুলি ঠিক ফুল্লশ্রী গ্রামে প্রচলিত ক্রিয়াপদের অনুরূপ নহে। ইহার হরপও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সম্ভবতঃ ইহা ১২২৮ সনে লিখিত কোন পুঁথির নকল।

(২) আদর্শ পুঁথির কাহিনীর সর্বত্র ঘটনার পারম্পর্য একটি সুসম্বদ্ধ একটানা স্রোতের টানে বহিয়া চলিয়াছে। কোথাও অসঙ্গতির রেশ অনুভূত হয় না। কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে চাঁদসদাগর কর্তৃক মনসা দেবীর পূজা, বেহুলার পরীক্ষার কথা ও বেহুলা-লক্ষীন্দরের স্বর্গগমন, চাঁদ-সোনেকার অনুশোচনা এবং সর্বশেষে—পুত্র-পুত্রবধূসহ চাঁদ-সোনেকার ইন্দ্রপুরী গমন প্রভৃতি বৃত্তান্তের কোথাও অসঙ্গতির বাধা নাই।

(৩) (খ) ও (গ) পুঁথির যেসব অংশ অন্য কবির ভণিতায় লিপিবদ্ধ আছে, তাহার অনেক কবিতাই এই পুঁথিতে নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,—অমৃত মন্থনের বহু অংশ (খ) ও (গ) পুঁথিতে কবি কর্ণপুর, কবি জানকীনাথ প্রভৃতির ভণিতায় পাওয়া যায়। এই সকল অংশ আদর্শ পুঁথি (ক)-তে নাই। পতিব্রতা সতীর উপাখ্যান মাতঙ্গ মুনির উপাখ্যান প্রভৃতি অংশ কবি বর্ধমান দাসের ভণিতায় আছে। এই অংশগুলিও আদর্শ পুঁথিতে নাই। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পুঁথির বহু অংশে কবিতার ভণিতায় ভিন্ন ভিন্ন কবির নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু আদর্শ পুঁথিতে এক বিজয় গুপ্তের ভণিতাই দৃষ্ট হয়, কেবল প্রথম বন্দনায় এবং শেষের অংশে কোন কোন স্থলে অনুলেখকের কর্তাদের ভণিতায় দুই-চারি চরণ পাওয়া যায়। তাহাতে হয়ত কর্তৃপক্ষের মনস্তুষ্টির জন্য লিপিকার তাঁহাদের নাম বিজয় গুপ্তের ভণিতার পরে দুই তিন স্তবক কবিতা বাড়াইয়া সৌজন্য এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র। যথা, স্বপ্ন অধ্যায়ের ভিতরে আছে—

ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম নাম রামজয়ে।
লিখিতে আরম্ভ হইল রচিত বিজয়ে ॥ (ক)

সম্ভবতঃ এই রামজয় লিখিত পুঁথি হইতে আদর্শ পুঁথির অনুলেখক উহা নকল করিয়া থাকিবেন। কাহিনীর মাঝখানে অন্য কোন কবির ভণিতা-

যুক্ত বিশেষ কোন কবিতা ইহাতে নাই। কেবল, গৌরী কোন্দল সূত্রের মাঝখানে কবি রামপ্রসাদ রচিত একখানা "মালসী" সঙ্গীত দেখিতে পাওয়া যায়,

আমি যাব নাগ মা যাব না যাব না হরের গৃহেতে ॥ ধুয়া ॥

হরের দুইটি শিশু প্রভাতকালে উঠিয়া খির সর চাহে খাইতে।
হরের গৃহেতে কিছু নাই কি দিয়া বুঝাইব প্রবোধ নাহি পারি রাখিতে।
ভাঙ্গ ধুতুরা খায়ে শিবে বসিছে ব্যাঘ্র ছালেতে।
নিকটে যাইতে চাহি তাহা বড় ভয়ে পাই ভুজঙ্গ ধরে শিবের জটাতে ॥
ত্রৈলোক্য তারিণী গনেশ জননী কহে এ জগতে।
তোমরা সবে বল পার্ব্বতী আছে ভাল আমি সে মরি মন দুঃখেতে ॥
সর্ব দেবে বলে মেনকা কান্দ কেন মন দুঃখেতে।
রামপ্রসাদ বলে গঙ্গাধর আইলে এইবার গৌরী না পারিবা রাখিতে ॥ (ক)

আর কাহিনীর শেষের দিকে বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের ভাসানের পরে একটি কবিতা কবি পুরুষোত্তম ঘোষের ভণিতায় পাওয়া যায়।

দেবসভায় লক্ষ্মীন্দর পুনর্জীবন লাভ করিয়া দেশে মাতৃ-সন্নিধানে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িল, বেহুলাকে ত্বরান্বিত করিয়া দেশে যাত্রা করিবার জন্ম কত অনুনয় জানাইল। সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

চল চল শীঘ্র যাই মা-বাপের মুখ চাই
তবে মায়ে ঘুরাবে পরাণি।
বিজয়ে গোপ্তে অনুবন্দে ভবানী জয়ে সানন্দে
জোড় হাতে বেউলা কহে উপদেশ ॥ (ক)

ডোমনারী বেশে বেহুলার দেশের সংবাদ আনয়ন এবং লক্ষ্মীন্দরের নিকট উহা বর্ণনা প্রসঙ্গে পাওয়া যায় :—

মনসার পদে আশ করে রামদুর্গায়ে।
দেশের বার্ত্তা পাইয়া লখাই আনন্দ হৃদয়ে ॥ (ক)

পিতামাতার সঙ্গে লক্ষ্মীন্দরের মিলনের প্রসঙ্গে আছে—

নানা বিধি রঙ্গ করে পুত্র লইয়া চলে ঘরে
বিজয়ে গোপ্তের সরস লাচারি।

সেই অনুসারে পুনি রামগতি করে ধ্বনি
পদ্মাবতী রাখহ চরণে ॥ (ক)

অন্যত্র আছে—

বিজয়ে রামদুর্গায়ে করে জগতগৌরী আস।
জন্মে জন্মে হই জেন তোমার নিজ দাস ॥ (ক)

এই রামদুর্গা এবং রামজয় একই ব্যক্তিও হইতে পারেন, ইহা অসম্ভব নয়। কিন্তু ইনি লিপিকার শ্রীভৈরবচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কর্তৃপক্ষীয় কোন লোক অথবা মনসা দেবীর ভক্ত পূজারী হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

এতদ্ভিন্ন সামান্য দুই এক স্থল ব্যতীত—অন্য কোন কবিতার ভণিতায় এই পুঁথিতে বিজয় গুপ্ত ভিন্ন পৃথক্ কোন কবির ভণিতা যুক্ত কবিতা নাই।

(৪) স্বপ্ন অধ্যায়ের শেষাংশের লেখা পড়িয়া মনে হয় উহা বিজয় গুপ্ত ভিন্ন অন্য কাহারও লেখা ; যথা—

(১) স্নান করি বিজয় গুপ্ত পূজিল মনসা। (খ)
(২) স্বপ্ন দেখী বিজয় গুপ্তের দুরে গেল নিদ। (খ)
(৩) বিজয় গুপ্তে বোলে গাইন হও সাবহিত (খ)

প্রভৃতি পদ পড়িয়া মনে হয় ইহা বিজয় গুপ্ত সম্বন্ধে অন্য কবির বা গায়কের লেখা। কিন্তু প্রাচীন কালের কাব্যের ভিতরে ভণিতার অংশে নিজগুণ-প্রকাশক পদ অনেক স্থলে দেখা যায়, এবং তৃতীয় পুরুষে ক্রিয়াপদ রচিত হওয়ার এইরূপ রীতিই সম্ভবত সেদিনের কবিদের প্রচলিত ছিল।

বিজয় গুপ্তে বন্দিয়া ভাই গীতে দেও মতি ॥

এই চরণটি (খ) ও (গ) পুঁথিতে পাওয়া যায় কিন্তু আদর্শ পুঁথিতে এই চরণটি নাই। ইহাতে মনে হয় ইহা গায়কদের রচিত এবং মূল পুঁথিতে প্রক্ষিপ্ত অংশ।

শিবের পুষ্পবনে গমন প্রসঙ্গে আদর্শ পুঁথিতে কিছু বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। মহামুনি নারদের মুখে চণ্ডীদেবীর পুষ্পবাড়ী সম্পর্কে খবরাখবর গ্রহণ করিয়া শিব ঠাকুর সাব্যস্ত করিলেন যে তিনি পুষ্পবন-দর্শনে একাকী গমন করিবেন। কলহপ্রিয় নারদ মুনি গোপনে সকল বৃত্তান্ত চণ্ডী দেবীকে বলিয়া দিয়া কোন্দল বাধাইবার চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। সকল জানিয়া চণ্ডীদেবী

ক্রুদ্ধা হইলেন এবং শিব ঠাকুরের মন বুঝিবার জন্য কৌশলে নানা প্রশ্নের অবতারণা করিলেন। শয্যায় শয়ন করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন না,

> দড় মুষ্টে ধরিলেক শিবের আচলে ॥
> আচলে আচলে গাইট বান্দিয়া নিয্যাশ।
> সিংহাসনে শুইলা দেবী শিব বাম পাশ ॥ (ক)

কিন্তু আদর্শ পুঁথি অনুসারে এই সমস্ত কার্যের সঙ্ঘটন অতি প্রত্যূষে হইয়াছিল। বেলা অবশেষে চণ্ডিকার আওয়াসে শিব প্রবেশ করিলেন এবং

> দুইজনে নানা কথা মনে মনে হাসি।
> হাস্য পরিহাস্যে দুহে পসাইলা নিসি ॥
> প্রভাত সময়ে কাক ডাকে চারি ভিতে।
> শয্যা ত্যাগিলা শিব পুষ্পবনে জাইতে ॥ (ক)

কিন্তু—

> পুষ্পবনে যাইতে শিব স্থির নহে মতি।
> শিবের চঞ্চল দেখি জিজ্ঞাসে পার্বতী ॥
> আজু কেনে তোমার মন না বুঝি গোসাই।
> আমারে ছাড়িয়া তুমি জাবা কোন ঠাই ॥

ইহার পরে—

> আচলে আচলে গাইট বান্দিয়া নিয্যাস।
> সিংহাসনে শুইলা দেবী শিবের বাম পাশ ॥ (ক)

সমস্ত রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে তখন চণ্ডীদেবীর চক্ষু নিদ্রায় ঝাপিয়া আসিল, তখন—

> চঞ্চল শরীরে শ্বাস বহে খরতর।
> চণ্ডীরে নিদ্রালি দিয়া বাহের হইল হর ॥ (ক)

এবং হাতসানে নন্দীকে বৃষ সাজাইয়া আনিবার আদেশ দিয়া অতি সন্তর্পণে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অন্যান্য পুঁথিতে এখানে আছে যে, রাত্রিবেলা শয়নাগারে শিব-চণ্ডী গমন করিলে চণ্ডীদেবী শিবের উচাটন মন দেখিয়া কৌতূহলী হইলেন এবং তাঁহার চঞ্চলতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশেষ কোন সদুত্তর না পাইয়া তিনি সন্দিগ্ধ হইয়া শিবের কার্যক্রম গোপনে লক্ষ্য

করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে নিদ্রার ভান করিয়া শিবঠাকুর ঘনঘন শ্বাস টানিতে লাগিলেন। শিবকে নিদ্রাগত অনুভব করিয়া চণ্ডীদেবীও নিশ্চিন্তে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সময় বুঝিয়া শিব উঠিয়া পড়িয়া হাতসানে নন্দীকে বৃষ সাজাইয়া আনার ইঙ্গিত করিলেন এবং গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। শেষোক্ত বর্ণনায় বুঝা যায় শিব রাত্রিবেলাই পুষ্পবাড়ী উপলক্ষে যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু মুহূর্তে সেস্থান হইতে বৃষ খেয়া-ঘাটে উপস্থিত হইল এবং পাটনীর খেয়া-নায়ে পার হইয়া পুষ্পবনে গমন করিল। আঁখির নিমেষে গেল সরযুতের কূল। রাত্রিবেলা পাটনীর খেয়া-ঘাটে উপস্থিত থাকিয়া শিবকে পার করিয়া দেওয়ার কাহিনী স্বাভাবিক নহে। ভোর হইলে পর শিব গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। পরে অধিক বেলায় চণ্ডী জাগরিতা হইয়া দেখিলেন গৃহ শূন্য। শিব ঠাকুর পলায়ন করিয়াছেন। তখন খেয়া-ঘাটের উদ্দেশ্যে তিনি আথালি বিথালি ছুটিয়া চলিলেন স্বামীকে জব্দ করিয়া সমুচিত শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে। আদর্শ পুঁথির এই বর্ণনা যথাযথ বলিয়া মনে হয়।

(৫) কাহিনীর ক্রমবিকাশ এই আদর্শ পুঁথিতে অতি স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দগতিতে প্রবাহিত। কিন্তু অন্যান্য পুঁথিতে কোন কোন স্থলে উহা রক্ষিত হয় নাই। (গ) পুঁথিতে ধন্বন্তরী ওঝা বা শঙ্কর গাড়রী বধের পরে চাঁদ সদাগরের উপবন-ধ্বংসের কাহিনী সংযোজিত হইয়াছে। তাহার পরে চাঁদ সদাগরের ছয়পুত্র বধের প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু, স্বপ্ন অধ্যায় শীর্ষক কবিতাটির ভিতরে বর্ণনা আছে—

> প্রথম বাদে কাটিলাম চান্দর গুয়াবাড়ী।
> ধন্বন্তরী ওঝা বধি সঙ্কর গাড়রী ॥
> মহাজ্ঞান হরিলাম চান্দর বধিলাম ছয় পো।
> ঝালুয়ার মণ্ডবে সোনা লুকাইয়া পূজে মো ॥

কাহিনীর ক্রমবিকাশ এই আদর্শ পুঁথিতে রক্ষিত হইয়াছে।

আদর্শ পুঁথি অনুসারে চান্দর গুয়াবন নষ্ট করার পরে মনসা দেবী শঙ্কর গাড়রীকে নিধন করার কৌশল রচনা করেন। কাহিনীর শেষাংশে মনসার বারমাসের বর্ণনায় আছে—

ওঝা ধন্বন্তরি বেটা বড় আচাভূয়া।
হুঙ্কারে জিয়াইল বেটা যত কাটা গুয়া॥
সেই বেটা মহাজ্ঞান জানে।
কাটা গাছ জিয়াইল সবার বিদ্যমানে॥

তবে গুয়াবন নষ্টের পূর্বে ধন্বন্তরী ওঝার বধ ব্যাপার কিরূপে মনসাদেবী কর্তৃক সঙ্ঘটিত হইতে পারে? এইখানে, (গ) পুঁথিতে ঘটনার পারম্পর্য রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু আদর্শ পুঁথিতে চাঁদ সদাগরের গুয়াবন নষ্টের পরে শঙ্কর গাড়রীর বধ-সাধন ব্যাপার যথাযথভাবে নিয়োজিত হইয়াছে। কবি বিজয় গুপ্ত এতবড় প্রতিভাবান কবি হইয়া ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত অপটু এবং স্বল্পশিক্ষিত গায়কদের ত্রুটীর জন্য ইহা সম্ভবপর হইয়াছে।

(ঘ) পুঁথিতে পদ্মাবতীর সঙ্গে চাঁদসদাগরের বিবাদের প্রথম পর্যায়ে মনসাদেবী চাঁদের গুয়াবন নষ্ট করিলেন। পরে মহাজ্ঞান হরণের প্রসঙ্গ লিখিত আছে। স্বপ্নাদিষ্ট ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা এখানেও রক্ষিত হয় নাই। এই পুঁথিতে অষ্টনাগের জন্মবিবরণ ও মনসার বুকের দুগ্ধ শুকাইয়া যাওয়ায় সুরভীর দুগ্ধে ধবলনদী পূর্ণকরণ প্রভৃতি কাহিনী নাই।

(ঙ) পুঁথিতে মনসা কর্তৃক গুয়াবাড়ী নষ্ট করার পরেই মহাজ্ঞান হরণের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, তাহার পরে শঙ্কর গাড়রীর নিধন পালা। এখানেও ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নাই।

এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন পুস্তকে অনেকগুলি উপাখ্যান অতিরিক্ত সংযোজিত হইয়াছে। (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে অষ্টনাগের জন্ম-বিবরণ সম্পর্কে উতঙ্ক মুনির কুণ্ডল আনয়নের এবং নাগ কর্তৃক উহা হরণ করিয়া পাতালে গমন, পরিশেষে উতঙ্ক মুনির কুণ্ডল পুনঃপ্রাপ্তি সম্পর্কিত ঘটনাটি অতিরিক্ত বা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। এই কাহিনীটি আদর্শ পুঁথিতে এবং (গ) ও (ঘ) পুঁথিতে নাই। (ঘ) এবং (ঙ) পুঁথি দুইটি উত্তর সাহবাজপুর গ্রাম হইতে প্রাপ্ত, কিন্তু (ঘ) পুঁথিতে এ প্রসঙ্গ নাই অথচ (ঙ) পুঁথিতে আছে। তাহাতে মনে হয় এক গ্রাম হইলেও বিভিন্ন পুস্তক হইতে এই দুইখানা পুঁথি সঙ্কলিত হইয়াছে।

আবার (খ) ও (গ) পুঁথি ফুলশ্রী ও গৈলা গ্রামে প্রাপ্ত, এখানেও (খ)

পুঁথিতে এই প্রসঙ্গ আছে কিন্তু (গ) পুঁথিতে নাই। তাই মনে হয় এই অংশ প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত হইলেও ভণিতায় বিজয় গুপ্তের নামই পাওয়া যায়। মাঝখানে কোন কবির কবিতার অংশ হয়ত এখানে গ্রহণ করা হইয়াছে।

অষ্টনাগের জন্ম, মনসার বনবাস, রাখাল বাড়ীর পূজা পালার পরে (খ) পুঁথিতে অমৃতমন্থন পালা সন্নিবেশিত হইয়াছে। উহা স্বপ্ন-অধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী নহে।

(ঙ) পুঁথিতে মনসার বনবাস, রাখালবাড়ীর পূজা, চাঁদের নন্দন-বাড়ী নষ্ট, মহাজ্ঞান হরণ, এবং তাহার পরে ধন্বন্তরি বধ পালা। এখানেও স্বপ্নাদিষ্ট আদেশের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু আদর্শ পুঁথিতে এই সমস্ত বৈষম্য নাই।

(৬) চাঁদ সদাগরের সমুদ্র যাত্রার বর্ণনায় সকল পুঁথির মূল সুর এক হইলেও বর্ণনার বৈষম্য যথেষ্ট। দক্ষিণ পাটনে যাওয়ার কাহিনী এক হইলেও চৌদ্দ ডিঙ্গার নামকরণ এবং বর্ণনা বিভিন্ন পুঁথিতে বিভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়।

আদর্শ পুঁথিতে ডিঙ্গাগুলির নাম— (১) মঙ্গলা, (২) চন্দ্রপাট, (৩) সিন্দুর কটুয়া, (৪) হাসমোড়া, (৫) মগর (৬) ধুতুরার ফুল, (৭) গৌরাঙ্গা, (৮) সমুদ্র উথান, (৯) সুমন্ত বহাল, (১০) সঙ্খচুর, (১১) গরুর মহারতী (১২) সিংহমুখ, (১৩) চন্দ্ররেখা (১৪) মধুকর।

(খ) পুঁথিতে আছে :—(১) বিজুসিজু, (২) গুয়ারেখী, (৩) ভারার পাটুয়া, (৪) অজয় ছেল পাট, (৫) ধবল, (৬) কেদার, (৭) পক্ষিরাজ, (৮) ভিমাক্ষ, (৯) পঙ্কজানি, (১০) আজেলা কাজেলা, (১১) উদয়তরা, (১২) টিয়াঠুটি।

এই দুই পুঁথিতে মাত্র দুইখানি ডিঙ্গির [(১) সঙ্খচুর এবং (২) মধুকর] একই নামকরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

(গ) পুঁথিতে—ডিঙ্গার নাম (খ) পুঁথির অনুরূপ।

(ঘ) পুঁথিতে (১) বেড়াভাট, (২) মেথুর ধার, (৩) ভাণ্ডার পেটুয়া, (৪) পাগলা, (৫) মেমমুখী, (৬) মগর মুখীয়া, (৭) সিংহের বদন, (৮) হুরা, (৯) শসিকলা।

অপর পাঁচখানা ডিঙ্গার ভিতরে মধুকর, সঙ্খচুর, আদর্শ পুঁথির অনুরূপ। ইহার ভিতরে মগর মুখীয়া এবং সিংহের বদন নাম দুইটি, আদর্শ-পুঁথির মগর

ও সিংহমুখ ডিঙ্গার নামের অনুরূপ। অন্য দুইখানা, গুয়ারেখী ও ভারার পাটুয়া (খ) পুঁথির অনুরূপ।

(ঙ) পুঁথির একটি ডিঙ্গার নাম গুয়ারেখী, (খ) পুঁথির অনুরূপ। অপর সকল আদর্শ পুঁথির অনুরূপ নাম। কিন্তু সকল পুঁথিতেই মধুকর নামক ডিঙ্গার বর্ণনা আছে এবং তাহাতে আরোহণ করিয়াছেন চাঁদ সদাগর স্বয়ং। এই পরিবর্তন সম্ভবতঃ পরবর্তী যুগের গায়কদের কৃতিত্ব। তাহারা মূল পুঁথির নামগুলির পরিবর্তন করিলেও প্রধান ডিঙ্গা মধুকরের নাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। অপর নামগুলির ভিতরে কোন্‌টা খাঁটী বিজয় গুপ্তের দেওয়া নাম, অতীতের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা আজ একরূপ অসম্ভব। তাই আদর্শ পুঁথির নামকরণকেই মূল বলিয়া ধরিয়া লইয়া এখানে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

কনে দেখিতে চাঁদ সদাগরের উজানি নগরে গমন বৃত্তান্তের ভিতরে একটি ঘটনার বিভিন্ন পুঁথিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। বেহুলা মুক্তা সরোবরের জলে স্নান কার্য শেষ করিয়া মনসাদেবীর পুরীতে গমন করিল তাঁহাকে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিবার অভিপ্রায়ে। পথে, (গ) পুঁথি অনুসারে, কৌশলে চাঁদ সদাগর লক্ষীন্দরকে পাঠাইলেন বেহুলার সন্দর্শনে এক মরা শৌল মৎস্য সাথে দিয়া।

চান্দ বলে শুন বাছা সুন্দর লখাই।
মরা শৌল লইয়া তুমি ধাও বেউলার ঠাই॥
এতেক শুনিয়া লখাই না করিল আন।
মরা শৌল লইয়া গেল বেহুলার বিদ্যমান॥
লখাই বলে শুন বেউলা আমার বচন।
আচম্বিত শৌল গোটা মরিল কি কারণ॥
সাহের কুমারী বেউলা নানা মায়া জানে।
কালিকার মন্ত্রে শৌল জিয়াইল তখনে॥
এতেক দেখিয়া লখাই ভাবে মনে মনে।
দেবের কুমারী বেহুলা বুঝি অনুমানে॥
শুভক্ষণে লখাই বেহুলার হইল দরশন।
কামবাণে মনসা হরিল দোহার মন॥

এই প্রসঙ্গে আদর্শ পুঁথিতে ও (৬) পুঁথিতে আছে,

সাহের বাড়ির পূর্ব দিকে উত্তম নগর।
তথা আছে পদ্মাবতীর পুরী মনোহর॥
সেই পুরীতে গেলা বেউলা সুন্দরী।
ভক্তি ভাবে পূজিলেক দেবী বিষহরি॥
পদ্মারে পূজিয়া বেউলা হরিষ অন্তর।
মরা সওল লইয়া হাতে গেলা সদাগর॥
চান্দো বলে মোর কথা শোন গুণবতী।
মরা সউল জিয়াইয়া তুমি দেও শীঘ্রগতি॥
মরা সউল জিয়াইতে পারহ আমার।
তবেসে পৃথিবীত ধন্য জনম তোমার॥
এতেক শুনিয়া বেউলা চান্দের উত্তর।
মন্ত্র পটী জল দিল সউলের উপর।
ততক্ষণে মড়া বাঁচিয়া উঠিল।
তাহা দেখি সদাগর হরষিত হইল॥
মরিলে জিয়াইতে পারে হারাইলে পাই।
হেন গুণবতী কন্যা ত্রিভুবনে নাই॥
তাহা দেখি সদাগর হরিষ অন্তর।
সউল লইয়া গেল সোমাই পণ্ডিত গোচর॥
হেন গুণবতী কন্যা বড় ভাগ্যে পাই।
অবশ্য করাব বিহা সুন্দর লখাই॥

পূর্বোক্ত বর্ণনা হইতে আদর্শ পুঁথির বর্ণনা অনেক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কনে দেখিতে যাইবার সময় চন্দ্রধর বণিক লক্ষীন্দরকে সঙ্গে নিয়াছিলেন এরূপ বর্ণনা কোন পুঁথিতে নাই। বিবাহোপলক্ষে উজানী নগরে গমন প্রসঙ্গে পথের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় উজানী ও চম্পক নগর একেবারে পার্শ্ববর্তী রাজ্য নহে। সুতরাং উজানী নগরে চাঁদ মরা শোল দিয়া লক্ষীন্দরকে বেহুলা সন্দর্শনে কিরূপে পাঠাইতে পারেন। সে সময়কার লৌকিক প্রথাও সেরূপ ছিল বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং চাঁদ সদাগর নিজে মরা শোল নিয়া বেহুলাকে পরীক্ষা করিয়াছেন ইহাই স্বাভাবিক।

(খ) ও (ঘ) পুঁথিতে এই প্রসঙ্গ নাই। গীতের পালা সংক্ষিপ্ত করিয়া সহজে শেষ করিবার প্রবৃত্তি কোন কোন গায়কের আসিতে পারে, তাই মনে হয় সেই সব গায়কের নিকট হইতে যে সব পুঁথি লিখিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাতে কোন কোন অংশ কাহিনী হইতে বাদ পড়িয়া থাকিবে। আবার হয়ত কোন কোন চতুর গায়ক কাহিনীর ভিতরে নিজেদের রুচি অনুযায়ী অপরের লিখিত সুন্দর সুন্দর গীতি-কবিতা যোগ করিয়া কাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে সেই সব ভিন্ন কবির ভণিতা অক্ষুণ্ন রাখা হইয়াছে, আবার কোথাও তাহা পরবর্তী অনুলেখকগণ বিজয়গুপ্তের ভণিতার সঙ্গে একত্র গ্রথিত করিয়া অথবা অন্য কবির নামের স্থানে বিজয়গুপ্তের নাম ভরিয়া দিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—

কবি কহে বিজয়গুপ্ত যে জানে পরম তত্ত্ব
মনসা দেখিল বিদ্যমান।··· (গ)

আবার

কবি কহে হরিদত্ত যে জানে পরম তত্ত্ব
মনসা দেখিল বিদ্যমান।··· (খ)

এই জন্য কাহিনীর ভিতরে বিভিন্ন পুঁথিতে গল্পাংশের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কোথাও কোথাও পরিলক্ষিত হয়। এই কবিতাটি আদর্শ পুঁথিতে নাই।

লক্ষীন্দরের বিবাহের পূর্বে মনসা দেবীর সনকার মাসীরূপ ধারণ করিয়া আশীর্বাদ ছলে লক্ষীন্দরকে অভিশাপ দিবার কাহিনী (গ) পুঁথিতে নাই, কিন্তু (ক), (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে আছে।

(৭) পুঁথিগুলির ভিতরে কয়েকটি স্থানে একটি কবিতা এক পুঁথিতে কাহিনীর যে অংশে সন্নিবেশিত হইয়াছে, অপর পুঁথিতে উহার কিছু পরে বা পূর্ব্বে লিখিত হইতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় লোহার বাসর ঘরে প্রবেশের পর (ক) পুঁথিতে বেহুলা প্রথমে অষ্টনাগ বন্দী করিল। তাহার পরে আছে যে লক্ষীন্দর অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিবার অনুরোধ জানাইল।

নববধূ বেহুলা প্রথম স্বামী সন্দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বাসর ঘরে আদেশ পাইয়া কিছুটা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অনন্যোপায় হইয়া বরণ ঘট, বরণ ঘটের জল,

বরণের চাউল প্রভৃতি উপকরণ লইয়া কৌশলে স্বামীর আদেশ পালন করিলেন এবং (খ) ও (গ) পুঁথি অনুসারে,—স্বামীর ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। লক্ষীন্দর ভোজনে তৃপ্ত হইয়া খাটের উপরে বরশয্যায় শায়িত হইয়া নবপরিণীতা বেহুলার আলিঙ্গন প্রার্থনা করিলে লজ্জাবনতা নববধূর বিনয়নম্র বচনে উহা প্রত্যাখ্যানের কাহিনী বর্ণিত আছে। (খ) ও (গ) পুঁথিতে কাহিনীর এই অংশের পরে অষ্টনাগ বন্দী করার পালা লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আদর্শ পুঁথিতে অষ্টনাগ বন্দী করার পরে লক্ষীন্দরের জন্য বেহুলার অন্ন প্রস্তুত করার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। আদর্শ পুঁথিতে কাহিনীর বিবরণে কিছুটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অন্ন-প্রস্তুত-রতা বেহুলার নিকটে লক্ষীন্দর আলিঙ্গন প্রার্থনা করিলে লজ্জাবতী নববধূ অতি সাবধানে স্বামীকে ধর্মবিরোধী কর্মের অনুষ্ঠানে বিরত করিলেন। তাঁহার কথায় লক্ষীন্দর নিদ্রাগত হইয়া পড়িলেন। প্রস্তুত অন্ন হাঁড়িতে পড়িয়া রহিল। খাওয়া আর হইল না। পতিহারা বেহুলা শোকের আবেগে সেই সব কথার উল্লেখ করিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন—

বিবাহের রাত্রে প্রভু মাগিলা আলিঙ্গন।
লজ্জার কারণে আমি না করিলাম মন॥
কান্দে সুন্দরী বেউলা বাসরে করে রোল।
লখাইর সন্তাপে বেউলা বালিশে দিল কোল॥
কি ক্ষুধা লাগিল তোমার অন্ন চাইলা খাইতে।
না খাইলা অন্ন তুমি দুঃখ রইল চিত্তে॥

এই দুইয়ের ভিতরে আদর্শ পুঁথির বর্ণনা কবি বিজয় গুপ্তের বর্ণনা বলিয়া মনে হয়। কারণ, ক্ষুধার্ত লক্ষীন্দরের ভোজনে তৃপ্ত হইয়া শয়ন করা অপেক্ষা অভুক্ত অবস্থায় থাকার কাহিনী বেশী কবিত্বপূর্ণ। ক্ষুধা ও সম্ভোগ-স্পৃহা এই দুই ব্যাপারেই অতৃপ্ত বাসনা নিয়া লক্ষীন্দর জীবনলীলা সংবরণ করিল। ইহাই সাধ্বী বেহুলার পক্ষে বেশী পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। বেহুলার জীবনে এই অনুশোচনার কাহিনীই বিশেষ শোক জাগাইয়া দিয়াছে। এই শোক-গীতিকাই কাব্যের প্রাণবস্তু; অপূর্ব্ব করুণ রসধারার সৃষ্টি করিয়া পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। কবি বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গলের একজন শ্রেষ্ঠ কবি তাই রস পরিবেশনে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিবেন ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

(৮) লক্ষীন্দরের মৃত্যুর পরে বাসরে বেহুলার বিলাপের কবিতাটি (খ) পুঁথিতে কবি চন্দ্রপতির ভণিতায় লিখিত আছে। ক্রন্দনের শব্দে চাঁদ সদাগর জাগিয়া উঠিয়া মৃত পুত্রের জন্ম যে বিলাপ করিলেন তাহা (গ) পুঁথিতে কবি পুরুষোত্তমের ভণিতায় লিখিত আছে। (গ) পুঁথিতে আছে—

বধূর ঠাই জিজ্ঞাসা কর কি আছে সাহস।
লখাইর সঙ্গে পুড়িয়া মরুক ঘুচুক অপযশ॥

কিন্তু (গ) পুঁথিতে এই চরণ দুইটি নাই। ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। এই সমস্ত অংশ আদর্শ পুঁথিতে নাই।

লক্ষীন্দর বেহুলার ভাসানের পরে চম্পক নগরের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা (খ) ও (গ) পুঁথিতে আছে—

কানা হরি দত্ত হরির কিঙ্কর
মনসা হউক সহায়।
তার অনুবন্দ লাচারি সু ছন্দ
শ্রীপুরুষোত্তমে গায়॥

কিন্তু আদর্শ পুঁথিতে আছে—

বিজয়ে গোপ্তে ভণে মনসার চরণে
মনসা হইয় সহায়ে।
তার অনুবন্দে রচিল লাচারি ছন্দে
পুরুষোত্তম ঘোষে গায়॥

এখানে কবিতাটি বিজয় গুপ্তের রচনা বলিয়া বর্ণিত আছে। আদর্শ পুঁথিতে কবিতাটির শেষের দিকের কয়েক চরণ নাই।

সাত পুত্র হইল একটি না রহিল
কেবল পদ্মার বাদে।
লখাইরে ভাসাইয়া শিরে হাত দিয়া
ঘন ঘন সাধু কান্দে॥
ছয় পুত্র হারাইলাম তোমা ধনে পাইলাম
কেবল পদ্মার বরে।
হরি হরি কেন হইলা নিদারুণ
কি লইয়া বঞ্চিব ঘরে॥

(খ) ও (গ) পুঁথিতে এই অংশটুকু অতিরিক্ত। অন্যান্য চরণে কিছু কিছু পরিবর্তন থাকিলেও সামঞ্জস্য যথেষ্ট আছে। তবে পুরুষোত্তম ঘোষ নামে কোন গায়ক থাকিলে বিজয় গুপ্তের বা কানা হরিদত্তের ভণিতার সঙ্গে তাহার নাম যুক্ত হইতে পারে।

কিন্তু গ্রন্থারম্ভে (খ) পুঁথিতে

কবি কহে হরিদত্ত জো জানে পরম তত্ব
মনসা দেখিল বিদ্যমান ॥

কবিতাটির ভণিতায় পরিবর্তন হয় নাই বলিয়া এই কবিতাটিও হরিদত্তের রচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।[১] বেহুলার সমুদ্র যাত্রার পথে গোদার ঘাটের পরে (গ) পুঁথিতে আছে আপু ডোমের ঘাট। ইহা আদর্শ পুঁথিতে বা (খ) পুঁথিতে অথবা (ঙ) পুঁথিতে নাই, শুধু (গ) পুঁথিতে আছে। পরে (ঘ) পুঁথিতে নেতার চিলরূপধারণ শীর্ষক কবিতা আদর্শ পুঁথিতে নাই, যদিও এই অংশ (খ) পুঁথিতে, (ঘ) পুঁথিতে এবং (ঙ) পুঁথিতে আছে।

দেবসভায় নৃত্যপরায়ণা বেহুলার করুণ কাহিনীতে দেবাদিদেব মহাদেবের হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। তিনি মনসাদেবীকে সভামধ্যে ডাকাইয়া আনিলেন। কিন্তু বেহুলার সমস্ত অনুযোগ মনসাদেবী অস্বীকার করিয়া বলিলেন—

কাল পাইয়া যেবা মরে বিধাতা রাখিতে নারে
কেমতে জিয়াব উহার পতি।
বলে বেহুলা ঘরে যাউক নৃত্য ছাড়ি গীত গাউক
উহার স্বামী জিয়াইতে নারিব ॥

ইহাতে মহাকালী বা চণ্ডীদেবী কুপিতা হইয়া শিবকে ভর্ৎসনা-ছলে বলিলেন—

পদ্মার কথা শুনিয়া কোপিত মহাকালী।
কোপ মনে চণ্ডিকা শিবেরে পাড়ে গালি ॥
সংসারের সার তুমি জগত ঈশ্বর।
জগতের ভালমন্দ তোমার গোচর ॥
আপন স্বামী খায় অন্যেরে দয়া কি।
বড় ভাগ্যে পাইলা তুমি পদ্মা হেন ঝি ॥

---

১ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য

বেহুলার স্বামী না জিয়াইলে তোমার সত্য নাই।
সত্যভ্রষ্ট হইলা তুমি মহুষ্যের ঠাই॥
তোমার চরিত্রে মোর মনে লাগে ঘোন।
তুমি সত্য না পালিলে পালিবে কোন জন॥
হেন মতে মহামায়া ভর্ৎসিল নির্ঘাস।
সিংহ পৃষ্ঠে চড়ি উঠিলা আকাশ॥
রহ রহ করি শিব ডাকে পরিত্রাহি।
অন্তরিক্ষে রহিলা মহামায়া আই॥
মহামায়া কোপে গেলা পদ্মা আনন্দিত।
ঘন পাকে নাচে বেহুলা ফিরে চারিভিত॥

এই অংশ আদর্শ পুঁথিতে এবং (ঘ) পুঁথিতে নাই। কিন্তু (গ), (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে আছে। ইহা কাহিনীতে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও মূলের সঙ্গে এই অংশ বাদ পড়িলেই যেন ঘটনার পারস্পর্য বেশী বজায় থাকে। কারণ, বর্ণনায় আছে যে চণ্ডীদেবীর এই কোপ-প্রকাশে মনসা দেবী আনন্দিতা হইলেন। এ বর্ণনা রসিক কবি বিজয় গুপ্তের স্বভাবসিদ্ধ সরস ব্যঙ্গ বা রসিকতার পরিচয় সত্য, কিন্তু বেহুলার এই সমস্ত করুণ নিবেদন যখন শিবের হৃদয় একবার স্পর্শ করিয়াছে, তখন উত্তরের বা শিব, চণ্ডী এবং মনসার ভিতরে এই প্রসঙ্গ আলোচনার পরিণতি নীরবে প্রবল করার প্রয়াস বেহুলার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সেদিকে কণামাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন লীলাছন্দে নৃত্য-বিহ্বল বেহুলার যে বর্ণনা আমরা অন্য পুঁথিতে পাই তাহা বোধ হয় রসের দিক দিয়া স্বাভাবিক হয় নাই, তাই মনে হয় মূল পুঁথিতে হয়ত এ-প্রসঙ্গ ছিল না, ইহা পরবর্তী কবির বা গায়কদের রচনা।

মনসাদেবীর বর্ণিত বার মাসের সংবাদ কাহিনীর ভিতরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে আছে—

এইত আষাঢ় মাসে মনসা পঞ্চমী॥
আওয়াসে সোনেকা পূজে তথা গেলাম আমি॥
শুনিয়া কুপিত চান্দ মনে পাইল শঙ্কা।
হেতালের বাড়ি দিয়া কাকাইল করিল বেঁকা॥

কিন্তু আদর্শ পুঁথিতে এবং (ঘ) পুঁথিতে ও (ঙ) পুঁথিতে আছে,—

এইত শ্রাবণ মাসে মনসা পঞ্চমী।
লুকাইয়া সনকা পূজে তথা গেলাম আমি ॥
শুনিয়া কুপিল চান্দো মনে নাহি শঙ্কা।
হেতালের বাড়ি দিয়া কাকাইল করে বেঁকা ॥

প্রচলিত মতে আমরা জানি শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী বা মনসাপঞ্চমী বলে। স্বপ্ন অধ্যায়ের ভিতরেও আছে—

শ্রাবণ মাসে রবিবারে মনসা পঞ্চমী।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে নিদ্রা যায় স্বামী ॥ (গ)

সুতরাং আদর্শ পুঁথির বর্ণনারই মূলের সহিত মিল আছে বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

মৃত লক্ষীন্দর পুনর্জীবিত হইয়া দেবসভামধ্যে উলঙ্গ অবস্থায় উঠিয়া বসিল। এইখানে (গ) পুঁথিতে আছে,—

সভামধ্যে লক্ষীন্দর নাহিক বসন।
হেট মাথা করিয়া রহিল লজ্জিত হইয়া মন ॥
বিজয় গুপ্ত বলে সবে কার্য্যে দেও চিত।
বকসিস্ কাপড় দেওয়া গাইনেরে উচিত ॥
স্বামী দেখিয়া বেউলা হইল কুতূহল।
আথে ব্যাথে ছিঁড়ি দিলা পরণ কাপড় ॥

(খ) পুঁথিতে আছে—

স্বামী দেখিয়া বেউলা মন কুতূহল।
অর্ধখানি বস্ত্র দিল ছিঁড়িয়া অঞ্চল ॥

(ঘ) পুঁথিতে এই অংশ নাই, (ঙ) পুঁথিতে আছে—

বৈদ্য বিজয় গুপ্তের সরস বচন।
লখাইরে পরিতে দেও বেউলার বসন ॥

কিন্তু আদর্শ পুঁথিতে আছে—

সভামধ্যে লখিন্দর দাঁড়াইল লেঙ্গট।
তাহা দেখি লখিন্দর মাথা করে হেট ॥

বস্ত্র আদি খণ্ড নাহি দেবের ভবন।
সভা মধ্যে পরাইল বিচিত্র বসন ॥
সর্বাঙ্গ ভরিয়া দিল আগর চন্দন।
জয়ে জয়ে শব্দ হইল দেবের ভবন ॥

এই সমস্ত বিভিন্ন বর্ণনার ভিতরে আদর্শ পুঁথির বর্ণনাই সম্ভবতঃ বেশী গ্রহণ-যোগ্য। কারণ, দেবতাদের ভিতরে সকলেই বেহুলার দুঃখে বিশেষ দুঃখিত, এবং মনসা দেবীর ব্যবহার দেবতাদের কাহারও অনুমোদিত বলিয়া কাহিনীর কোথাও আভাসমাত্র কবি দেন নাই। বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ-সভায় মনসাদেবীকে দেখিয়া সকলেই অমঙ্গল আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়াছিলেন। এখানে দেবসভায়ও সকলেই বেহুলার শুভকামনায় উন্মুখ হইয়া মনসাদেবীর কার্যক্রম দর্শন করিতেছিলেন। লক্ষ্মীন্দর পুনর্জীবিত হইলে দেবগণ জয়জয়কার দিয়াছিলেন। এ হেন অবস্থায় লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলার সব-রকম সাহচর্য যে তাহারা করিবেন, তাহাতে আমাদের সন্দেহের কোন অবকাশ কবি রাখেন নাই। তাই, লক্ষ্মীন্দর পুনর্জীবিত হইলে দেবগণ যে তাহাদের সব রকম সাহচর্যে ও আশীর্বাদে এই দম্পতি-যুগলকে অভিনন্দিত করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। বস্ত্র, অলঙ্কার, অগুরু, চন্দন এই সমস্তই আনুষ্ঠানিক সামগ্রী। লক্ষ্মীন্দরের নূতন জীবন প্রাপ্তিতে এই সমস্ত মাঙ্গলিক উপকরণ দ্বারা দেবগণ তাঁহাকে সাদরে বরণ করিয়া বেহুলার পাতিব্রত্য ধর্মের জয়জয়কার ঘোষণা করিলেন। এখানে দেবরোষানলে হৃতসর্বস্ব রাজা নল এবং তৎ-পত্নী দময়ন্তীর খণ্ডবাস পরিধানে লজ্জা নিবারণের কাহিনী একত্র করিলে বর্ণনা-বৈচিত্র্য নষ্ট হয় বলিয়াই মনে হয়।

পুনর্জীবন লাভের পরে লক্ষ্মীন্দর অপরিচিত সমস্ত দেবমুখ চারিদিকে দর্শন করিয়া কিছুটা বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। একমাত্র পরিচিত বেহুলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সেখানকার পরিবেশের পরিচয়। তাঁহার ক্ষীণ স্মৃতিতে জাগিয়া আছে চম্পক নগরে বাসর-ঘরের কথা, সেখানে নব পরিণীতা বানিয়া সুন্দরী বেহুলাসহ তিনি ছিলেন বিবাহরাত্রের উৎসব-মুখরিত পুষ্পশয়নে শায়িত। চারিদিকে শত শত গাড়রিয়া ওঝা সমাকুল সাতালীর বন, অসংখ্য সর্পভুক খেচর এবং ভূচর প্রাণী, তৎসঙ্গে হিন্তাল যষ্টি হস্তে ভীম-রূপী চন্দ্রধর বণিক। সেই পরিচয় ভরা ধরণীর কোল হইতে কোন মায়া-

বলে যেন অজানা রাজ্যের চক্রব্যূহের ভিতরে তাঁহারা খসিয়া পড়িয়াছেন। তাই চিরপরিচয়ভরা মাটীমায়ের অমোঘ আকর্ষণ তথা গর্ভধারিণী জননীর অনাবিল স্নেহ স্মরণ করিয়া মানব শিশুর অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠিল। বেহুলাকে সম্বোধন করিয়া লক্ষীন্দর তাঁহার পুত্রশোকাতুরা জননীর করুণ চিত্র নিবেদন করিলেন এবং সত্বর হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার আকুতি জানাইলেন। ইহাই আদর্শ-পুঁথির বর্ণিত বিষয়। কিন্তু (খ), (গ) ও (ঙ) পুঁথিতে এই স্থলে, বেহুলার বাসর ঘর হইতে দেবপুরে গমন এবং স্বামী জীয়াইবার সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বর্ণনা করিয়া, বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া দিবার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মনে হয় এই শেষের বর্ণনা হইতে পূর্বের বর্ণনার ভিতরে কাব্যরস অধিক পরিমাণে ক্ষরিত হইয়াছে।

ছয় ভাসুর জিয়াইবার প্রসঙ্গে (খ) পুঁথিতে এবং (ঙ) পুঁথিতে আছে—

পদ্মার বচনে গঙ্গার হইল মোহ।
খাটের তল হইতে আনে চান্দের ছয় পো॥

এই স্থানে (গ) পুঁথিতে আছে—

বেহুলার কথা শুনিয়া গঙ্গার হইল মো।
পদ্মার হাতে আনিয়া দিল চান্দর ছয় পো॥
চান্দর ছয় পুত্র দেখি পদ্মার কৌতুক।
রথে তুলিয়া আনে দেবী বেহুলার সম্মুখ॥

কিন্তু আদর্শ পুঁথিতে আছে,—

দিব্য বেশে বসিয়াছে কুমার ছয়েজন।
পদ্মারে দেখিয়া হইল চমকিত মন॥
গঙ্গা বলে শোনরে কুমার ছয়েজন।
আপনার নিজ দেশে করহ গমন॥
পদ্মা সঙ্গে ছয়ে ভাই করিলা গমন।
আঁখির নিমিষে গেলা মহাদেবর ভবন॥

এই সব বর্ণনার ভিতরে (খ) পুঁথির বর্ণনা অপেক্ষা (গ) পুঁথি, বিশেষ করিয়া আদর্শ পুঁথির বর্ণনা বেশী যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

(গ) পুঁথিতে এই অংশে একটি পদ পাই—

সর্ব্ব নষ্ট হইল দুষ্ট শ্বশুরের বাদে।
মল স্বামী জিয়াইলাম তোমার প্রসাদে॥

বেহুলার ন্যায় ভক্তিপরায়ণা বধূর মুখ হইতে শ্বশুর সম্বন্ধে এরূপ ভাষা উচ্চারিত হওয়া একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, অন্ততঃ, কবি বিজয় গুপ্তের ন্যায় আদর্শ-পরায়ণ শ্রেষ্ঠ কবির পক্ষে এরূপ রচনা সম্ভবপর নহে।

ইহার পরে (গ) পুঁথিতে ও (ঙ) পুঁথিতে আছে ধন্বন্তরী ওঝা জিয়ান পালা, কিন্তু (খ) পুঁথি, (ঘ) পুঁথি এবং আদর্শ পুঁথিতে এই প্রসঙ্গ নাই। চৌদ্দ ডিঙ্গা ও তাহার সমস্ত ধন জন উদ্ধারের পরে সকল নিয়া বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর ডিঙ্গা আরোহণে দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। ফিরিবার পথে বিভিন্ন ঘাটে ডিঙ্গা রাখিয়া মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়া তাঁহারা অগ্রবর্তী হইতেছিলেন। কিন্তু ঘাটগুলির বর্ণনার ভিতরেই বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে যাওয়ার পথে বিভিন্ন রাজ্যের ঘাটে পৌছিয়া সেই সকল রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিয়া লইবার অভিপ্রায়ে লক্ষ্মীন্দর খালুয়া মালুয়াকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। সেই সমস্ত রাজ্যের বর্ণনা চাঁদ সওদাগরের দক্ষিণ সফর কালীন রাজ্য-বর্ণনার অনুরূপ। এখানে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। ইহা অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও অতিরিক্ত মনে হয়।

তৎপরে ধোপাঝির ঘাট, এবং বাঘিনীর ঘাটের প্রসঙ্গ আদর্শ পুঁথিতে নাই। কিন্তু টেটনের ঘাট, গোদার ঘাট আছে, ধনামনার ঘাট নাই। (খ) পুঁথিতে হরিসাধুর ঘাটের বর্ণনার অংশ খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহাতে আছে—

কলার মাজুষে প্রভু তোমায় লইয়া যাই।
এইখানে মিলিল মোর হরিসাধু ভাই॥
কিরূপে আছেন রাজ্য চম্পক নগর।
কিরূপে আছেন মোর শ্বশুর সদাগর॥

এইখানে বর্ণনার ভিতরে পূর্বাপর-সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই। মনে হয়, এইখানে মিলিল মোর হরিসাধু ভাই, এই চরণের পরে পুঁথিতে কিছুটা অংশ খণ্ডিত হইয়াছে।

(গ) পুঁথিতে ও (ঙ) পুঁথিতে এই স্থান হইতে বেহুলার প্রার্থনামতে লক্ষীন্দর শ্বশুর এবং শাশুড়ীর নিকট পত্রে আপনাদের কুশলবার্তা লিখিয়া পাঠাইলেন। (ঘ) পুঁথিতে এই অংশ নাই। কিন্তু আদর্শ পুঁথিতে দেখা যায়, বেহুলা স্বামীর অনুমতিক্রমে মধুকর ডিঙ্গা হইতে কূলে অবতরণ করিলেন, এবং সত্বরপদে মাতা-পিতা সন্দর্শনের জন্য উজানী নগরে একক গমন করিলেন। এইখানে মাতা-পুত্রীর মিলনকাহিনীটি বড়ই করুণরসপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ঘটনা-পরিবেশনের ভিতরে কোথাও অসঙ্গতির সুর বাজিয়া ওঠে না, অথচ একটি করুণ মূর্চ্ছনায় পাঠকের চিত্ত আপ্লুত হইয়া যায়। এই সমস্ত বর্ণনার ভিতরে আমরা কবি বিজয় গুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাই।

চম্পক নগরের ঘাটে চৌদ্দ ডিঙ্গা পৌছিলে প্রথমে বেহুলা ডোমনারী বেশে রাজ্যের খবর লইতে পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দর্শনে সোনেকা রাণী বেহুলার সাদৃশ্য দেখিয়া শোকাকুলা হইয়া মৃত পুত্র লক্ষীন্দরের জন্য আর্তি প্রকাশ করিতে থাকেন।

(গ) পুঁথিতে আছে যে ডোমনী বেশে বেহুলাকে দর্শন করিয়া সোনেকা রাণীর পুত্রশোক উথলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—

কহ কহ আগ বেহুলা বার্তা কহ সার।
ডোম বেশে দেখি তোমায় ডোমনীর আকার॥
এত বলি সোনেকা কান্দে দীর্ঘ রায়।
মনসার চরণে বৈদ্য বিজয় গুপ্ত গায়॥

এর পরেই আছে—

হেথায় সোনেকা দেখে চারি নিদর্শন।
ক্রমে ক্রমে তথিত করে জনে জন॥

* * *

সিদ্ধ হরিদ্রায় দেখে মেলিয়াছে পাত।
দেখিয়া সোনেকার মন বড় আশ ঘাত॥
ডালাকুলা মাথায় করি দাণ্ডাইল সম্মুখ।
অনিমেষে চাহে সোনা বেহুলার মুখ॥

এই প্রসঙ্গের ভিতরেই আছে—

হেথা নিদ্রালয়ে চান্দ করিছে শয়ন।
হেনকালে সদাগর দেখিল স্বপন॥
স্বপন দেখিল জিয়ন্ত সব বেটা।
হিরার ঘাটে লাগাইয়াছে ডিঙ্গা চৌদ্দ গোটা॥
মধুকর নায়ে চড়ে কৌতুক বিস্তর।
মনসার ঘট বাড়ী মাথার উপর॥

ইহার পরের পদেই পাই—

সোনেকা বলেন শুন সুন্দরী বেহুলা।
আমার প্রাণ লক্ষীন্দর কোথা থুইয়া আইলা॥
ডোমনী বলেন মাতা মোরে দেহ ভাত।
কহিব সকল কথা তোমার সাক্ষাৎ॥

উপরোক্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত (খ) পুঁথিতেও পাওয়া যায়। কিন্তু বেহুলার সঙ্গে সোনেকা রাণীর কথোপকথনের সময় দিবাভাগ। অন্তঃপুরে ক্রন্দনের রোল শুনিয়া চাঁদ সদাগর চমকিত হইলেন এবং কারণ নির্ণয় করিবার জন্য অন্তঃপুরে গমন করিলেন। ইহার ভিতরে কখন তিনি নিদ্রাতুর হইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

(গ) পুঁথিতে আছে—

ক্রন্দনের হুড়াহুড়ী শুনি অন্তঃপুরী।
মহাক্রোধে ধাইয়া আসে চান্দ অধিকারী॥

চারি নিদর্শন পরীক্ষা করিবার পরে (গ) পুঁথিতে আছে সোনেকা রাণীর বিলাপের কবিতাটি—

ওগো কোন ঘাটে ভাসাইলা লক্ষীন্দর।

এই-সকল কাহিনীর পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই। মনে হয় ইহা গায়কদের ত্রুটী। কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া তাঁহারা চলিতে পারেন নাই। কিন্তু আদর্শ পুঁথিতে এই ত্রুটী নাই বলিলেই হয়। সেখানে সোনেকা রাণীর সঙ্গে ডোমনারীর পরিচয় প্রসঙ্গের সঙ্গে উপরোক্ত কবিতাটি সমাবেশিত হইয়াছে। অন্তঃপুরে ক্রন্দনের শব্দ পাইয়া চাঁদ সদাগর সেখানে

প্রবেশ করিতেই ডোমনারী সেখান হইতে ভয়াকুলা হইয়া পলায়নপর হইল।

ক্রোধ করি বলে চান্দো কোথায়ে ডোমনি।
কলার বাগুরির মত কাঁপে বেউলার প্রাণি॥
পাচ থরকি দিয়া ডোমনি পলায় ডরে।
আঁখির নিমেষে গেল লখাইর গোচরে॥

এই ঘটনার পরে সোনেকা রাণীর হঠাৎ বেহুলার প্রদত্ত চারি নিদর্শনের কথা স্মরণ হইল—

তথা সোনাই শোকাকুলি হইয়া।
নিসান চাহিতে গেলা ছয়ে বধূ লইয়া॥

*　　*　　*

সেখানে—

ছয়ে বধূ বলে মাগ দুঃখ কর মাথ।
বাসরেতে গিয়া দেখ ফুটিয়াছে ভাত॥
লখাইর কুশল রাণী ভাবে মনে মন।
হেনকালে আসিল তথা মুকাই ব্রাহ্মণ॥

মুকাইকে দেখিয়া তাঁহাদের কৌতূহল জাগরিত হইল। চাঁদ সদাগর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

ডিঙ্গা সমেত তুমি ডুবিলা সাগর।
কেমতে আসিলা তুমি কহ তথ্য সার॥

এইখানে রহস্য উদ্ঘাটিত হইল,—মুকাই ব্রাহ্মণের নিকটে চাঁদ সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। শুনিয়া সোনেকা রাণী ত্রস্তপদে গাঙ্গের কূলে ছুটিয়া চলিলেন—

মুকাইরে দেখিয়া সবের আনন্দ হইল।
গাঙ্গের কূলেতে সোনাই তখনে চলিল॥

আদর্শ পুঁথিতে চাঁদ সদাগরের স্বপ্নের কাহিনী নাই। কাহিনীর স্বাভাবিকতা এবং স্বচ্ছন্দ গতি এই পুঁথিতেই বিশেষভাবে রক্ষিত হইতে দেখা যায়।

সমস্ত খবর লইয়া বেহুলা ডিঙ্গায় ফিরিয়া গেলে লক্ষীন্দর পুরের বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল—

সাত পুত্র বিদায় দিয়া পাষাণে বান্ধিছে হিয়া
মায় আমার কেমতে রহিছে ঘরে।
না দেখিয়া সাত পুত্রের মুখ অন্তরে বিদরে বুক
পুত্রের বেদন মায়ের প্রাণে জানেগো ॥ (খ)

ইহার পরে—

হরষিত হইলা সর্ব ডিঙ্গার লোক।
বার্তা পাইয়া খণ্ডিল সভার শোক ॥ (খ)

এই বর্ণনার ভিতরে আছে—

বৈদ্য বিজয় গুপ্তের সরস রচিত।
বেউলারে প্রশংসা করেন রোঙ্গাই পণ্ডিত ॥

ফেরার পথে শালবনের রাজ্যে পৌছিয়া বেহুলা বলিলেন—

বেহুলা বলে প্রভু শুন মোর কথা।
এইখানে বাঘরূপে আসিছিল নেতা ॥
বাঘের দিক চাহিয়া বড় পাইলাম ডর।
ঝাঁপ দিয়া নিতে চাহে তোমার পাঁজর ॥
বাঘের স্তব করিলুম জোড় করি কর।
নিজরূপ ধরিয়া তবে নেতা গেল ঘর ॥
এতেক শুনিয়া লখাই বেহুলার হাতে ধরি।
বড় ভাগ্যে পাইলাম তুমি হেন নারী ॥ (খ)

এইভাবে দেবসভা হইতে চম্পকনগরে পৌছিবার পথের সর্বত্রই বেহুলা সম্পর্কে লক্ষীন্দরের প্রীতিপূর্ণ প্রেমনিবেদনই আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ডোমনী বেশধারী বেহুলার নিকট পিতামাতার খবর পাওয়ার পরেই (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে বেহুলা সম্পর্কে লক্ষীন্দরের হঠাৎ বিরূপ ভাব দেখিয়া আমাদের রসপিপাসু মন ক্ষুব্ধ হইয়াছে—

দুই হাত নাকে দিয়া হাসে সাত ভাই।
এক দৃষ্টে বেহুলার মুখ নেহালে লখাই ॥

শোকে দুঃখে বেউলার রূপ অধিক উজ্জ্বল।
মনে মনে লক্ষ্মীন্দর চিন্তিয়া বিকল॥
লখাই বলে স্ত্রীজাতি কিবা কর্ম্ম বোঝে।
অরণ্য মধ্যে বসিয়া নানা সুখ ভোজে॥
শ্বশুর শাশুড়ি আর বাপ ভাই রাখে।
স্বতন্তর হইলে তার নানা দোষ ঠেকে॥
সতী পতিব্রতা হউক ধর্ম্মেত তৎপর।
স্বতন্তর হইলে নারী ফলে আতান্তর॥
জলে স্থলে দূর দেশে করিল প্রবাস।
একেশ্বর হইয়া বেউলা ভ্রমে ছয় মাস॥
সঙ্গতি দোসর নাহি পথে নানা ভয়।
এতেক পাষণ্ড কোথা স্ত্রীধর্মে বয়ে॥
মনসুখে একেশ্বর ভ্রমে ছয় মাস।
হেন নারী ঘরে নিলে লোকে উপহাস॥

(খ) ও (ঙ) পুঁথির এই বর্ণনা পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। বেহুলার গুণমুগ্ধ লক্ষীন্দর এবং তাহার অনুচরবর্গ, বেহুলাবধূ হইতে সকল উদ্ধার হইয়াছে, এই বিশ্বাসে তাহাদের সকলের অন্তর বধূসম্পর্কে প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতায় ভরপুর হইয়া আছে। এ হেন পরিবেশের ভিতরে হঠাৎ এই বিরূপ ভাবের প্রকাশ, ঘটনার স্বচ্ছন্দ গতিকে রুদ্ধ করিয়া রসাভাসের সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। (খ) পুঁথি, (গ) পুঁথি এবং আদর্শ পুঁথিতে এই অংশ নাই। এই প্রসঙ্গে (ঘ) ও (ঙ) পুঁথিতে বেহুলার পরীক্ষার কথা সংযোজিত করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য এবং আদর্শ পুঁথিতে আছে চাঁদ সদাগর মনসাদেবীকে পূজা করার পরে একদিন সমস্ত জ্ঞাতিকে সংবাদ দিলেন এবং যে বেহুলা বধূদ্বারা তাঁহার সমস্ত হারান জিনিষের পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হইল, তাঁহাকে সম্মানিত করিবার জন্য সমস্ত জ্ঞাতিকুলকে নিমন্ত্রণ জানাইলেন বধূর প্রস্তুত অন্ন সকলকে পরিবেশনের জন্য। কিন্তু দীর্ঘদিন একাকী সমুদ্র-ভ্রমণ করার জন্য জ্ঞাতিগণ বেহুলার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করিল—

একেশ্বরী গেল বেউলা নাহিক দোসর।
আপনি সকল জান মহা সদাগর॥
নানা দুষ্ট লোক আছে সমুদ্রের জল।
দুষ্টে লাগ পাইয়া নি না করিছে বল॥ (খ)

তাহাদের এই সন্দেহের উত্তরে চাঁদসদাগর বেহুলার পরীক্ষার আয়োজন করিলেন।

বধূরে পরীক্ষা দিব সভা বিদ্যমান॥
বেহুলা হতে হইল মোর সকল উদ্ধার।
হেন বধূ বর্জিলে হয় কুৎসিত আচার॥
তিন পরীক্ষা দিতে না লয় মোর মন।
এক পরীক্ষা দিব ঘৃত কাঞ্চন॥
আর পরীক্ষায় ঘরে থাকে একেশ্বর।
চৌদিকে অগ্নি দিয়া পোড়ে সেই ঘর॥
ঘরের পরীক্ষা অগ্নি ধর্ম্ম অধিষ্ঠান।
সে পরীক্ষা সীতারে দিলেন শ্রীরাম॥
এই তিন পরীক্ষায় যদি পায় প্রতিকার।
বেউলার সতীত্ব হইবে পৃথিবী প্রচার॥ (খ)

বেহুলাকে পরীক্ষা গ্রহণের আহ্বান করার সঙ্গে সঙ্গে শিবপুরী হইতে রথ নামিয়া আসিল। বেহুলা সকলকে নমস্কার জানাইয়া রথে চড়িয়া শিবলোকে গমন করিলেন। যাইবার পূর্বে তাঁহারা যে শাপভ্রষ্ট দেব-দেবী সেই পরিচয় সকলকে প্রদান করিলেন। আদর্শ পুঁথিতে কাহিনীর পরিণতি এইভাবে লিখিত আছে। পরে পরিণত সময়ে ইন্দ্রপুরী হইতে রথ নামিয়া আসিল। সাত পুত্র, সাত বধূসহ চাঁদ সদাগর এবং সোনেকা দেবী সেই রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গপুরে গমন করিলেন। ইহার ভিতরে একটা সুসমঞ্জস ধারাবাহিকতার আভাস আছে, কিন্তু (গ) পুঁথিতে মিলনের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ সদাগর কর্তৃক মনসাদেবীর পূজা প্রসঙ্গ এবং পূজা ও স্তোত্রপাঠের পরে পুঁথির পরিসমাপ্তি। বেহুলা লক্ষীন্দরের শিবপুরী গমন এবং পুত্র-পুত্রবধূসহ চাঁদ-সনকার ইন্দ্রপুরী গমনের বৃত্তান্তের ভিতরে তাঁহাদের শাপমুক্তির কাহিনীটি

জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া ওঠে, এবং ইহাই সকল মঙ্গলকাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। স্বর্গের অধিবাসী কোন দেব বা দেবী শাপভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিশেষ বিশেষ দেব বা দেবীর পূজা জগতে প্রচার করিয়া আবার শাপমুক্তির পর স্বর্গধামে গমন করেন। ইহাই মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ লক্ষণ। আদর্শ পুঁথিতে বা (ক) পুঁথিতে এই সমস্ত লক্ষণ এবং কাব্যে বর্ণিত কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া এই পুঁথিখানাকে আদর্শ পুঁথি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

(খ) ও (গ) পুঁথিতে গ্রন্থের প্রারম্ভে যে কবিতাটি পাওয়া যায় উহা কানা হরিদত্তের লেখা। (খ) পুঁথিতে উহাতে কানা হরিদত্তের ভণিতাই রক্ষিত হইয়াছে—

কবি কহে হরিদত্ত যে জানে পরম তত্ত্ব
মনসা দেখিল বিদ্যমান।

কিন্তু (গ) পুঁথিতে এই কবিতাটি কবি বিজয় গুপ্তের ভণিতায় পাওয়া যায়—

কবি কহে বিজয় গুপ্ত যে জানে পরম তত্ত্ব
মনসা দেখিল বিদ্যমান।

এই কবিতাটি আদর্শ পুঁথিতে এবং (ঘ) ও (ঙ) পুঁথিতে নাই। ইহাও (ক) পুঁথিতে কবি বিজয় গুপ্তের মৌলিকতা প্রমাণ করে।

আদর্শ পুঁথির প্রথমের খানিকটা অংশের পরেই লেখা আছে, সেই পর্যন্ত গাহিয়া গীতের অধিবাস করা হইল। প্রারম্ভের দিনকে এতদ্দেশে অধিবাসের দিন বলা হয়। দেবদেবীর পূজার ভিতরে পূজার পূর্বরাত্রে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান পূজার অধিবাস নামে বিখ্যাত। বিবাহাদি ব্যাপারে বিবাহের পূর্বরাত্রের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের নাম অধিবাস। ব্রত-পার্বণের পূর্বদিন পূর্বরাত্রের অনুষ্ঠানকে কোন কোন স্থলে অধিবাস আবার কোন কোন স্থলে সংযমও বলিয়া থাকে। এখানে পুরাপুরি ভাবে গীত আরম্ভের পূর্বরাত্রে বন্দনা, স্বপ্ন অধ্যায়, পুষ্পবন, মনসার জন্ম প্রভৃতি গ্রন্থের প্রারম্ভিক কবিতা-গুলি গীতচ্ছলে বর্ণনা করিয়া গায়কগণ পালার অধিবাস করিতেন। সেই প্রথা আজও সমান ভাবে অক্ষুণ্ণ আছে। বিভিন্ন গায়কের মুখে মুখে মৌলিক

রচনার কিছুটা পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন স্বাভাবিক। কবিতার অনেক চরণের ভিতরে সামঞ্জস্য থাকিলেও বহু অংশে বিভিন্নতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহা আদর্শ পুঁথির সমালোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। পুঁথির ভিতরে এমন পরিচয়ও আছে যে বিজয় গুপ্ত নিজেই তাঁহার রচিত কবিতার গায়কও ছিলেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার লিখিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" লিখিয়াছেন যে প্রথমাংশ বিজয় গুপ্তের নিজের রচনা কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। কারণ ঐ অংশের অব্যবহিত পরেই এই দুই পংক্তি পাওয়া যায়—

গাইন হইয়া তাল ধরে জন্মে নানা জাতি।
বিজয় গুপ্ত বন্দিয়া গাইন গীতে দেও মতি ॥

ইহা গুপ্তকবির কাব্যগায়কের বন্দনা, মূলের অন্তর্গত নহে। বিজয় গুপ্তকে বন্দনা করার কথা সম্বলিত কবিতা কখনও বিজয় গুপ্তের নিজস্ব রচনা হইতে পারে না।

কবি বিজয় গুপ্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কোন গায়ক হয়ত কবিতার ভিতরে এই পদটি ভরিয়া থাকিবেন।* আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে বিজয় গুপ্তের ভণিতার সঙ্গে অনুলেখকগণ মনসা দেবী বা বিজয় গুপ্তের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-প্রকাশক পদের সঙ্গে তাঁহাদের প্রভুদের পদ অথবা অপর কোন শ্রদ্ধাস্পদের কথা একসঙ্গে জড়িত করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—

প্রভাত সময়ে প্রকাশিত দশ আশা।
স্নান করি বিজয়ে গোষ্ঠে পূজিল মনসা ॥
হরি মনে করিয়া নির্ম্মল কৈলা চিত্ত।
রচিতে আরম্ভ কৈল মনসার গীত ॥
ব্রাহ্মণকুলেতে জন্ম নাম রামজয়ে।
লিখিতে আরম্ভ হইল রচিত বিজয় ॥ (ক)

এখানে শুধু শেষের পদটি প্রক্ষিপ্ত। সম্ভবতঃ রামজয় নামধারী কোন ব্রাহ্মণ বিজয় গুপ্তের পুঁথির অনুলেখক ছিলেন, যাঁহার লিখিত পুঁথি হইতে বর্তমান

* উপরোক্ত পদটি আদর্শ পুঁথিতে নাই

(ক) পুঁথি শ্রীভৈরবচন্দ্র ঘোষ নকল করিয়াছেন। লেখার ভঙ্গিমায় ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

অন্যত্র আছে—

বৈদ্য বিজয়ে গোপ্তে বুদ্ধিতে অপার।
দ্বিজ রামগতি ভাবে চরণ পদ্মার॥

এই পদটি প্রক্ষিপ্ত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রামগতি বা রামজয় সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি। তাঁহার অনুলিখিত পুঁথিতে নিজ নাম ভণিতার প্রসঙ্গে সন্নিবেশিত করিয়া হয়ত অনুলেখক মনসা দেবীর উপরে অচলা ভক্তির নিদর্শন প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। কাহিনীর কোন কোন স্থলে এইরূপ রামগতি বা রামজয়ের ভক্তিমিশ্রিত দুই একটি পদ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন কবি বিজয় গুপ্তের ভণিতাই সর্বত্র দেখা যায়। উপরোক্ত পদগুলির ভিতরেও কবি বিজয় গুপ্তের নামের সঙ্গে সর্বত্রই অনুলেখকের নাম যুক্ত রহিয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত পুঁথিগুলিতে ঘটনার এবং পদের সামঞ্জস্য বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে এই ধারণা হয় যে গায়কদের দ্বারা কোন কোন স্থলে পদের বা ঘটনার পরিবর্তন সাধিত হইলেও মূল কাহিনীতে বিজয় গুপ্তের মৌলিকতার পরিচয় আছে।

আদর্শ পুঁথির ভাষা

আমরা কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের যে পাণ্ডুলিপিখানাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহা কবি বিজয় গুপ্তের কাব্যরচনা-সমাপ্তিকালের বহু পরবর্তী সময়ে লিখিত। সুতরাং ইহার ভিতরে আমরা কবি বিজয় গুপ্তের খাঁটি ভাষাটি পাইতে পারি না। আদর্শ পুঁথিতে আমরা দেখিতে পাই, ইহার ভাষা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল প্রয়োগের ভারে কোথাও ভারাক্রান্ত হয় নাই। আভিধানিক দুরূহ শব্দসম্ভারে ইহার রচনা কোথাও দুর্বোধ্য হইয়া ওঠে নাই। সর্বত্রই দেশজ বা স্থানীয় কথ্য ভাষা প্রয়োগে উহা অত্যন্ত সরল এবং অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সকলের নিকটেই সহজবোধ্য ও সুখ-পাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। কবির পিতৃভূমি ফুল্লশ্রী গ্রামের কথ্য ভাষার রূপ এবং শব্দোচ্চারণের স্থানীয় ভঙ্গী বা রীতি যথাযথভাবে রচনার ভিতরে ব্যবহৃত হইয়াছে। স্থানীয় শব্দোচ্চারণের অনুরূপ বর্ণ-বিন্যাসের উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত পদগুলি দ্রষ্টব্য :

তবত=তবুও (পদ—১৭৬, ২৪৮০), লাফ=লম্ফ (পদ—১০৩), কূলাও =কূলে আস (পদ—২৪৫), পুখরি=পুকুর (পদ—২২৯৩, ২৩৩৬, ২৩৫৭), প্রভু নি=প্রভু কি ? (পদ—২০৭), খাটাল=মাঝ কোঠা (পদ—২১০৬), গুয়া=গুবাক (পদ—৫৩৫, ৯৬৭, ১০০১), কাইত=এক দিকে হেলিয়া পড়া (পদ—২৬২), গাইন=গায়ক (পদ—১১০, ১৪৭, ৪১২, ৪১৬, ৪৩৭, ৭২৭, ৮৬৪), আরের=অপরের (পদ—৩৮৬, ৫৩৭, ৪৩৯), আইয়=সধবা (পদ—৫৩৪, ৫৩৫, ৫৪৮, ২৮৫৩, ২৮৫৮), সাতাইশ=সপ্তবিংশতি (পদ—২৭৩৯), সুধা=শূন্য (পদ—২১৫১), চড়াইল=চাপাইল (পদ—২১৩৪, ২১৪৫), দীঘল=দীর্ঘ (পদ—১০০), তিতৈল—তেন্তুলি (পদ—২০৭৭, ২০৯৫), থুইয়া=রাখিয়া (পদ=৩১৪), তল=তলান (পদ—২১৮৬), আগে=অগ্রে (পদ—২৪৭), পাছার=আছাড় (পদ—৪১০), রহ=থাক (পদ—৪১৯), জোকার=জয়জয়কার, মুখবিবরের দুই পার্শ্বে গালদেশে জিহ্বা দ্বারা আঘাত করিলে একরূপ শব্দ উত্থিত হয় (পদ—৪৩৭), লড়ে লড়ে যায়=লড়াইয়া যায় (পদ—৮২৮, ৯৮৭, ৯৮৯, ২২৩১), লাম=নাম (পদ—১২০৮), আমাঘরে= আমাদেরে (পদ—৭১৬), তোমাঘরে=তোমাদেরে (পদ—১১৩৬), কাকে=

কক্ষে (পদ—১৬৪), শুইয়া=শয়ন করিয়া (পদ—৩০৮), বাইগন=বেগুন (পদ—২০৭৯, ২০৮২), থুইয়া=রাখিয়া (পদ—২৬৬, ২৬৭), বেউলার জামাই=এখানে 'বর' অর্থে 'জামাই' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা বাখরগঞ্জ জেলার কথ্য ভাষার বৈশিষ্ট্য। অন্যত্র 'জামাই' অর্থে "কন্যার বর" কথ্য ভাষায় প্রচলিত (পদ—২৮২৭, ২৮৪৮), কাঠি=চাউল বা ধান্যের মাপের একক। ইহাও বাখরগঞ্জ জেলার কথ্য ভাষার লক্ষণ (পদ—২১৪৭), উদলা =আবরণহীন (পদ—৪৭৯), কেমত=কি রকম (পদ—৬৭), পসাইলা= পোহাইলা (পদ—৮৮), যাবত=যতক্ষণ (পদ—৩৪৮), ভেজাও কোন্দল= কোন্দল পার (পদ—৩৬০), বিহাদার=বিবাহার্থী (পদ—২৭৮২), ঘাড়-কাতা=ঘাড়ধাক্কা (পদ—২৩৯, ২০৫৮), রাইতে=রাত্রে (পদ—৯২২, ৯২৩, ৯২৪), চায়=চাহে (পদ—১০৭৪), লাগ=লাগল (পদ—১২১৮), খেদাইয়া =খেদারিয়া (পদ—২০৫৯), কুমারের ডোগা=কুমড়া গাছের অগ্রভাগের ডাঁটা (পদ—২০৭১), তিতা=ভিজা (পদ—২৩৬৮), পইরন=পরিধান (পদ—১৭৩৭, ১৭৫০, ১৭৬৫, ৩৩৮২), ধান্য নিরায়=ধান কাটে (পদ—২০৫০, ২০৫১), পাকলাড়া=ঘুরপাক (পদ—২০৩৮), আউয়াস=আবাস (গৃহ) (পদ—২৫৬৭, ২৬৭৪, ২৭১৬, ২৮২৯), ছাওাল=ছেলে (পদ—৬১৯, ৬২৩), বিয়নি=ব্যজনী (পদ—৩০৮২), লাগুর—লাগ (পদ—১৭৫)।

বাখরগঞ্জ জেলায় প্রচলিত—শব্দোচ্চারণের বিধিতে 'উ'-কার স্থলে 'ও'-কার এবং 'ও'-কার স্থলে 'উ'-কারের ব্যবহার পুঁথিখানাতে প্রচুর রহিয়াছে। যথা,—

সোবর্ণ→সুবর্ণ (পদ—৯৮, ৪৯৩), গোণমণি→গুণমণি (পদ—১৩৪), ভোবন→ভুবন (পদ—১৩৯), ত্রিভোবন→ত্রিভুবন (পদ—১৪০), তোমি→তুমি (পদ—৩০, ৭২, ৯১, ৩৩৮, ৩৬০), রোগীর→রুগীর (পদ—৪৮), বোঝিয়া→বুঝিয়া (পদ—৩৪৮), শোন→শুন (পদ—৯৭৩, ৯৮২, ৯৯৬, ৯৯৯, ১০২৯, ১০৩৩, ১০৩৮, ১০৬০, ২১৫৩, ২১৫৯, ২১৮২, ২২১৭, ২২২২, ২২৩২, ২৭৮২), দোরাচার→দুরাচার (পদ—২০৭), তবোত→তবুত (পদ ৩৭৯) নেওটিল→নেউটিল (পদ—৩০১৩), যুগিনী→যোগিনী (পদ—৭৫) অযুনি→অযোনি (পদ—১৩০), থাওক→থাউক (পদ—১৮০)।

কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ কবি বিজয় গুপ্তের রচনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ

করে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও এরূপ দুই একটি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু তাহা কবি বিজয় গুপ্তের অনুকরণ হওয়াও কিছু অসম্ভব নহে :

দূর ঘোচ = দূর হও (পদ—৩৫১, ১৮৯৭)

সালিয়ানা নারী = সম্ভবতঃ সেয়ানা নারী অর্থে (পদ—৩৫০, ৩৫২)

সাবহিত = অবহিত (পদ—৩০, ২০৬, ৪৫৯, ৯০২)

ঝিয়ারি, বৌয়ারি = ঝি, বউ (পদ—১২০৬)

অভ্যাসন—(পদ—৩২০), সতাই = সৎ-আই, সৎমা (পদ—৩৬৫)

আচাভুঞা = অদ্ভুত অর্থে (পদ—২৭৭৮)

নেওটিল = পরিবর্তন করিল (পদ—৩০১৩)

বিমরিষ = বিষাদ অর্থে (পদ—৬২২)

সম্বেদ = সংবাদ অর্থে (পদ—৩৪)

অন্তস্‌পুর = অন্তঃপুর (পদ—১৮১৩)

সামাইল = প্রবেশ করিল (পদ—৯১৮)

বড়ি = বড় অর্থে (পদ—৬৬৬, ৯৫৫, ১৪১০, ১৫৩৩, ১৫৫৯, ১৬৭৪, ১৭২২, ১৭৩৭, ১৭৫০, ১৭৬৫)

সুসার = সুন্দর অর্থে (পদ—১৪১৭)

সাপালক্কের ঘুম অন্যত্র সাপালক্কের পূজা (পদ—৭৪৭, ১১৭৫)

সমোসর = সমান অর্থে (পদ—২০৪৬, ২৪৮৮)

সোসর = বিভিন্ন অর্থে এই শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে—(যোগ্য অর্থে) সোসর সম্ভাষ, রচিল সোসর (সুন্দর অর্থে), পদ্মাবতীর জন্মপালা—এইখানে সোসর (পদ অর্থে) (পদ—১৯৫, ৩৬৮, ৪৪৩, ১৫০৪) ঘুরিয়া চাহিলে বল হইবে সোসর

'আ', 'ই' প্রভৃতি স্বরবর্ণের স্থানে 'ঞ'র ব্যবহার অনেক দেখিতে পাওয়া যায় :

মাঞা (পদ—১৮৩, ১৮৪, ১৯৩, ২০৫, ২১৯, ২৭৭, ২৮৭, ১০৯৩, ২৩০৫)

আচাভুঞা (পদ—২৭৭৮)

জঞা, বিজঞা (পদ—৩৩৩, ৩৭৫)

মহামাঞা (পদ—২৬০, ২৬৪, ৩৪৬, ৩৭৫, ৩৯৮, ৪০২, ৪৫৮)

দঞা (পদ—৭৬, ২০৩, ২৬০, ৩৫৯, ৫৯৪, ৩০৫৪)

কাঞা (পদ—৮৫, ৩৯৮, ৪৫৮, ১০৯৩)

শুঞা (পদ—১৭০), ছাঞা (পদ—১২১, ৫৬৯)

ইহা ছাড়া 'য়' 'উ' স্থানে 'এ', 'ও' প্রভৃতি স্বরের ব্যবহার আছে। যথা,—

ঘাএ (পদ—৪০১), কাএ, খাএ (পদ—৬৩৬), বিজএ—(পদ ৬৭৩, ৬৯০), জএ (পদ—৬৭১, ৬৭২, ৬৭৩), মাএ (পদ—৪০১), বিষমএ (পদ—১৯১৩), ঘাও (পদ ৩৯৩, ৫৬)

মাও (পদ—১২৭, ১৮৯, ৩৪৩, ৩৯৩, ৪৩৬)

বাও (পদ—১২৭, ২১২৯)

গাও (পদ—৩৯৩, ৪৫৩, ৪৫৬, ২১০২, ২১০৪)

নাও (পদ—২৫১, ২৫২, ২৬২, ৩০৪)

গলাএ (পদ—১৩৪৫)

শব্দ উচ্চারণে অপিনিহিতির ব্যবহার বেশী। কোন কোন স্থলে অপিনিহিতির নিয়মানুসারে শব্দের মধ্যস্থিত যুক্তবর্ণ ভাঙ্গিয়া উহাতে স্বরবর্ণের পরস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হইতে দেখা যায়। ইহা বাখরগঞ্জ জেলার উচ্চারণ-রীতির বৈশিষ্ট্য :

আইল<আসিল (পদ—১৩৮, ২০১, ৩৩৩, ৩৩৬, ৪০৪, ৪৩১)

মইল<মরিল (পদ—৩৯৮, ৪০৮, ৪২৬)

বেউলা<বেহুলা (পদ—৪২, ২২৯৪, ২২৯৬, ২২৯৭, ২৩০২, ২৩০৫, ২৩০৬ ২৩০৮, ২৩১২, ২৩১৫, ২৩২০, ২৩২৮, ২৩৭১, ২৩৭২)

গাইয়<গাহিয় (পদ—৪২)

সইতে<সহিতে (পদ—৩৩০), বাইয়া<বাহিয়া (পদ—৬৬৯, ৬৭৫)

রইয়া<রহিয়া (পদ—২১৩৯, ২৩৬৪), রাউ<রাহু (পদ—১৮১)

আইল<আসিল (পদ—৪০৪, ৪০৮, ২০৫৩, ২৩০৮, ২৩৩৯)

গাইল<গালি (পদ—২৩৫৪), খাইল<খালি (পদ—৩২৯৮)

আইজ<আজি (পদ—২১৪২)

চাইর<চারি (পদ—২১১৫)

অসমাপিকার সহিত 'আছ' ধাতুর যোগে যুক্ত ক্রিয়াপদ গঠিত হইয়াছে এবং 'আছ' ধাতুর আদিস্বর লুপ্ত হইয়াছে। যথা,

হইছি<হইয়াছি (পদ—১১৭৬, ২০৮৭, ২২৭১)

পড়িছে<পড়িয়াছে (পদ—৪০৯)

পাইছি<পাইয়াছি (পদ—২১৮৬, ২২৭৮)

মরিছে<মরিয়াছে (পদ—২০৪৪)

আনিছে<আনিয়াছে (পদ—২৪৮১)

আসিছে<আসিয়াছে (পদ—১১৭৬)

চড়াইছি<চড়াইয়াছি (পদ—৩৩০৩)

ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার চিহ্ন 'ইব' হইতেও অনুরূপভাবে আদিস্বর লুপ্ত হইতে দেখা যায় :

খাবে<খাইবে (পদ—২১৩৩)

জাবা<যাইবা (পদ—১৫৯১, ২৪৬, ৩২৬২)

পাব<পাইব (পদ—২০৪৯, ২২৭৭)

লবা<লইবা (পদ—৬০, ১১১৮)

ব্যঞ্জনবর্ণের ভিতরে 'য' ও 'জ' এই উভয় স্থানেই সাধারণতঃ 'জ' ব্যবহৃত হইয়াছে। 'য' এর ব্যবহার অতি বিরল।

অনেক স্থানে মহাপ্রাণ বর্ণের স্থানে অল্পপ্রাণ বর্ণ এবং অল্পপ্রাণ বর্ণের স্থানে মহাপ্রাণ বর্ণের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

বান্দিয়া→বান্ধিয়া (পদ—৯৪, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০১)

বিভা→বিবাহ (পদ—১৪৩)

বোজিয়া→বুঝিয়া (পদ—২৭, ৯১, ১০৭, ২৯২, ২৯৫, ৩৫২, ১৩৫২, ২৩৫৯)

সন্দান→সন্ধান (পদ—৩১৮)

অবিষ্ট→অভীষ্ট (পদ—৪৯)

লোবে→লোভে (পদ—১১৯)

ভেশ→বেশ (পদ—১৮৯, ২১২, ২২০, ২৪০, ২৯৩, ২৯৭, ৩৩৬)

রন্দন→রন্ধন (পদ—২৮৫, ২৮৭, ২৮৮)

সভার→সবার (পদ—১৭৩, ১৭৯, ৫০৯, ২৮০৯)

সম্বন্দে→সম্বন্ধে (পদ—৩৪৩)

কতকগুলি শব্দকে অযথা রেফাক্রান্ত করিতে দেখা যায়। ইহা পূর্ব-

বাংলার একটি বৈশিষ্ট্য। কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণেও এই রীতিটি অবলম্বিত হইয়াছে। যথা,

ব্রর্ম্মা (পদ—৩, ৪৪২, ৪৪৩, ৬৭০, ৬৮৭, ৬৮৯, ৭০৪, ৭০৬, ১৪৯০, ২২৪৯), দির্ব্য (পদ—৭৯), উর্দ্ধারে (পদ—৪৩, ১২১০, ১২৪৩), জর্ম্ম (পদ—৩৩, ৪২, ৩৪০, ৬০৬, ৬১০, ৭৯২, ১২০৯), সির্দ্ধি (পদ—৪৯), প্রসর্ন্ন (পদ—১২৬, ১২৭), বৃর্দ্ধ (পদ—১৯৭), উর্দ্দেশ (পদ—২০২), মর্ধ্যে (পদ—২২১, ২২৪, ১২০৩), উর্চ্চৈশ্বরে (পদ—৩৩০, ৪০৫), বর্জ্জ (পদ—৩৮৭), অন্তরির্ক্ষে (পদ—৩৯২), সর্জ্জ (পদ—৩৮৭), শুর্দ্ধ (পদ—৫৭২, ১৬৯৪), মহের্শ্বর (পদ—৬১১), দুর্গ্ধ (পদ—৬৯৫, ৭৬৬), একের্শ্বর (পদ—৮৪), জার্হ্নবী (পদ—৩৩৪), উর্ত্তর (পদ—৪৩৬, ৪৩৯), ভির্ন্ন (পদ—৪৪১), দ্রর্ব্য (পদ—১৭২৭, ১৭২৯), প্রসর্ন্ন (পদ—৪৫৮), ব্রার্হ্মণ (পদ—৬০৩, ৭৮৮, ৭৯৪, ৭৯৬, ৭৯৮, ১৬৮৯, ১৭২৩), লর্জ্জিত (পদ—৭৫৩), ইর্চ্ছা (পদ—৭৯৯), আর্ম্রা (পদ—৮৩৩), মোর্ম্রা (পদ—৮৪২), উর্ত্তর (পদ—৪৩৯, ২৬৬৬), সর্ম্মতি (পদ—৫১৫, ১৯০৩, ১৯০৫, ১৯০৭), তর্তক্ষণ (পদ—১৫০১), তর্ক্ষক (পদ—১৯১৯), বৃর্দ্ধ (পদ—২৫৩২), বুর্দ্ধি (পদ—১১৮৯, ১১৯০)

য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি তখনও ভাষায় সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাই শব্দের বর্ণ-বিন্যাসে নিম্নলিখিত রূপ পাওয়া যাইতেছে :

বাউ (পদ—১৮১), ছাওাল (পদ—৬১৯, ৬২৩) খেওার (পদ—২১২, ২৪৭), আঁউয়াস (পদ—২৫৬৭, ২৬৭৪, ২৭১৬, ২৮২৯), আউ (পদ—১২৯৮), মউর (পদ—৭১৯)

বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির উদাহরণও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। যথা,

শব্দ অর্থে শবদ (পদ—৯৬), অদ্ভুত অর্থে অদভুত (পদ—১৪৩), বর্ষণ অর্থে বরিষণ (পদ—১২৮, ৪৭০, ২১৭৭), হর্ষ অর্থে হরষ (পদ—১২৯, ৭৮০, ৭৮৬, ৮১৬, ১২৩০), দর্শন অর্থে দরশন (পদ—২৩৬, ৮১৫, ১৭২৬, ৩২০৫, ৩৭৪১), ব্যাকুল অর্থে বেয়াকুল (পদ—৩৪৩), স্পর্শন অর্থে পরশন (পদ—৮০৩), স্বপ্ন অর্থে স্বপন (পদ—২১৮১), যুক্তি অর্থে যুকুতি (পদ—১০০১), শুক্না (বা শুষ্ক) অর্থে শুকুনা (পদ—১৭২৪), মুক্তা অর্থে মুকুতা (পদ—১০০১)।

অতীতকালের ক্রিয়ারূপের ভিতরে বিশেষ লক্ষণীয় 'ই' যোগে ক্রিয়াপদ গঠন। যথা,

আমি সাধু চন্দ্রধর রাজ্যের অধিকারী।
না চিনিয়া এত মোরে অপমান করি ॥ (পদ—২২৩০)
দুই হাতে পাঁজিখান দৃঢ় করি ধরি।
কিন্তু নিপুণ হইয়া সভামাঝে পড়ি ॥ (পদ—২৪৩২)
শিশুকালে হইল বিহা তোমি তার সাক্ষী।
লোহার কলাই রাঁধিতে তোমারে নহে দেখি ॥ (পদ—২৪৬৫)

স্বরসঙ্গতি বা স্বরসাম্যের সূত্র অনুসারে পরবর্তী অ-কার (ও-কার), আ-কার এবং এ-কারের প্রভাবে পূর্ববর্তী ই, উ এবং এ যথাক্রমে এ, ও এবং অ্যা হইয়া যায় :

সুবর্ণ<সোবর্ণ (পদ—৯৮), গুণমণি<গোণমণি (পদ—১৩৪), বিজয় গুপ্ত<বিজয় গোপ্ত (পদ—১১০, ১২৬, ১৩৪, ২৭২, ৩৬১), তুমি<তোমি (পদ—৩০, ৭২, ৩১, ৩৬০), রুগীর<রোগীর (পদ—৪৮), বুঝিয়া<বোঝিয়া (পদ—৩৪৮), শুন<শোন (পদ-৯৭৩, ৯৮২, ৯৯৬, ৯৯৯, ১০২৯, ১০৩৩, ১০৩৮, ১০৬০, ২১৫৩, ২১৫৯, ২১৮২, ২২১৫, ২২৩২, ২৭৮২), দুরাচার <দোরাচার (পদ—২০৭), তবুত<তবোত (পদ—৩৭৯)।

কয়েকটি ক্রিয়াপদে স্বার্থিক—ক, প্রত্যয় দেখা যায়। যেমন,

বান্দিলেক (পদ—১০০, ১০১), টুটিলেক (পদ—১২৩), কহিবেক (পদ—২৯৮), ঘুচিবেক (পদ—৪২৯), পাইলেক (পদ-১১৫৮), জন্মিবেক (পদ—১২২৯), ভাবিলেক (পদ-১২৩২), চাহিলেক (পদ—১২৪০); ধরিলেক (পদ—৯৩)*

বহু পরিমাণে আরবী, ফারসী (তাহার সঙ্গে তুর্কী) শব্দের প্রয়োগ ইহাতে আছে। যথা,—

আস্মান (পদ—৮১১), খোদাতাল্লা (পদ—৮৪৪, ৯০৪, ৯০৭), বাত্ (পদ—৮৪৪), পেয়াদা (পদ—৮২৫, ৮৬৮, ৮৭১), মোল্লা (পদ—৮২৬, ৮৩৪, ৮৩৮), ইজার পৈরন (পদ—৮২৬, ৮৩৬, ৮৫৫), মুছাপ (পদ—৮৪৬),

---

* পাঠকের বুঝিবার সুবিধার জন্য ছাপার সময়ে সাধারণ তৎসম শব্দে এবং সচরাচর প্রচলিত শব্দে অনাবশ্যক রেফের ব্যবহার ও অন্যান্য বিকৃতি বর্জন করা হইয়াছে। তবে আশা করা যায় ইহাতে কবি বিজয় গুপ্তের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় নাই।

কাজি (পদ—৮৩২, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫১, ৮৫৫, ৯১৮, ৯২৮, ৯২৯, ৯৩৩, ৯৩৮), বদনা (পদ—৮৫০), খত্ (পদ—৮৪২), মজলিস্ (৮৫২), পেরণ (পদ—৮৫৪), গুমান (৮৪৬), মোছলমান (পদ—৮৫৬), খিলাম্ (পদ—৮৫৭), পাইক (পদ—৮৫৭), শেখ, শাইদ (পদ—৮৫৯), গোস্ত (পদ—৮৬৯, ৮৯১), খিলাইয়া (পদ—৮৬৯, ৮৮১), জোলা (পদ—৮৬২), খোজা (পদ—৮৬৩), নের (পদ—৮৬৬), তাজিয়া (পদ—৯০৫), হাট বেসাতি (পদ—৯১৯), বিবি (পদ—৯১৮, ৯১৯), কেতাব, কোরান (পদ—৯১৯), বান্দী (পদ—৯২০, ৯২১), আজব (পদ—১৫৬৬), নফর (পদ—১৮৫৮), বোলান, বা বোলে (পদ—৫৯০, ১৮৬৩, ৩১৮৯, ৩২২৫), সফর (পদ—১৮৬৩)।

মনসা দেবীর বিবাহোপলক্ষে গহনার বর্ণনায় আছে,

পায়ের খারা (পদ—৫৫৮), গলার হাসলি (পদ—৫৫৮), নাকের বেসর (পদ—৫৫৮), পাসলি (পদ—৫৫৮), ইনাম (পদ—২৫৯২)।

ছন্দের দিক হইতে দেখা যায়ঃ সমস্ত কাব্যখানি পয়ার এবং ত্রিপদীতে রচিত। ত্রিপদীর ভিতরে $\frac{৮+৮}{১০}$ এই মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। পয়ারের সর্বত্র চতুর্দশ অক্ষর রক্ষিত হয় নাই। যথা,

কার্ত্তিকে বলেন দেবী আসনে কার্য্য নাই। (১৫)
বিষ খাইয়া চলিয়াছেন ত্রিলোকের গোসাঁই ॥ (১৭)

(পদ—৭২২)

মুনিগণের রূপ তখন নারী সবে চায়। (১৬)
মনসার চরণে বৈদ্য বিজয় গোপ্তে গায়ে ॥ (১৬)

(পদ—৫৫৪)

মোর বাক্য লঙ্ঘিয়া যদি উযারে দেও তাপ। (১৬)
তুমি আমার নহ আমি নহে বাপ ॥ (১৫)

(পদ—১২৩৫)

স্বামীর পাতে না দিও ভাত না পুড়িয় হাঁড়ি। (১৬)
বিবাহের রাত্রে তুমি হইয় কাঁচা রাঁড়ী ॥ (১৫)

(পদ—২৩৫১)

মিছা গালি দেও ব্রাহ্মণী। (৯)
নহে জায়ে চরণ গোলাণী ॥ (১০)

(পদ—২৩৫৩)

অক্ষর সম্বন্ধে এই অনিয়মের কারণ বোধ হয় এই যে, এই কাব্যগুলি সুর-সংযোগে গীত হইত। পাচালী রচনার রীতি অনুসরণে সুর এবং তালের দিকে বেশী লক্ষ্য রাখিবার দরুন আক্ষরিক সমতা সর্বত্র রক্ষা করিয়া চলা হয় নাই। এমন কি ছন্দের মিল বা এক চরণের শেষ পদের সঙ্গে পরবর্তী চরণের শেষ পদটির মিলও রচনার সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। এরূপ ত্রুটী রচনার অনেক ক্ষেত্রে থাকিলেও ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহারের ভিতরে উহা বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। যথা,

স্বামী মোর দুরাচার পরদারে মতি তার
তে কারণে গালি দিলাম কোপে।
দারুণ মনের কোপে জানি গেল কোথা তাপে
বিচারিয়া না পাইলাম লাগ ॥ (পদ—২০৮)
ত্রিদশ দেবতা সাধে মনসা উত্তর না দে
বাপের ঘুচিল সনমান।
ব্রহ্মা বলে পদ্মা শোন আমি জানি তব গুণ
কামরূপে যুগে যুগে রতা ॥ (পদ—৪৪২)

আদর্শ পুঁথিতে প্রায় প্রত্যেক কবিতার শেষে, সংবাদ পড়িল গাইন বলহে লাচারী (৮৬৪) অথবা, এই কালে বল গাইন করুণা লাচারী (৯৫০) প্রভৃতি বর্ণনা, উহা যে সুর সহযোগে গীত হইবার জন্য লিখিত তাহা প্রমাণ করিতেছে।

বিজয় গুপ্তের কবি-প্রতিভা

মনসা-মঙ্গল কাব্য করুণরসপ্রধান। বিভিন্ন রসের সমাবেশে এই কাব্যখানি রচিত হইলেও করুণরসই ইহার মূল সুর। পৌরাণিক কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ কাব্যেরই মূল সুর করুণরস। তমসা নদীর তীরে ক্রৌঞ্চ-বিরহ-বিধুর মহামুনি বাল্মীকি যেদিন ভাবভোলা অবস্থায় আপনার সাধনলব্ধ "ছন্দের" নব-জাগরণ প্রত্যক্ষ করিয়া কোন অমৃতময়ী কাহিনীর সন্ধানে ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন এবং তাপস-কুলশ্রেষ্ঠ নারদের সাহচর্যে অপূর্ব শ্রীরামচরিত্র আবিষ্কার ও ছন্দোবদ্ধ করিয়া বিশ্ববাসীর রস-তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহাও এই একই করুণরসের অমৃত-নির্ঝর। বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ শ্রীরাধিকার শতবর্ষব্যাপী বিরহ-কাহিনী, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া বাঙ্গালীর মনীষা এবং ধী-শক্তির পরিচয় দিতেছে এবং শত শত রসপিপাসু নরনারীর জীবনে অপূর্ব তৃপ্তির এবং আনন্দের রসদ যোগাইয়া চলিতেছে, তাহাও এই একই করুণরসের খনি। কালের প্রভাবে তাহা এতটুকুও ম্লান হয় নাই। তাহা চিরদিন আনন্দ-রস-ধারা সিঞ্চন করিয়া মানুষের উপলব্ধির ক্ষেত্র সবুজের সম্পদে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারে উহা চির-যুগের অমূল্য সম্পদ।

মনসা-মঙ্গল বিয়োগান্ত কাব্য। কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে লক্ষীন্দর ও বেহুলার বিয়োগজনিত ব্যথায় ইহা ভরপুর। শাপভ্রষ্ট কামদেব-তনয় অনিরুদ্ধ এবং বাণ-কুমারী উষা জগতে মনসাদেবীর পূজা-প্রচারের কার্য সমাধা করিয়া শাপান্তে শিবপুরে গমন করিলেন। পুত্র-পুত্রবধূর বিরহকাতর চন্দ্রধর বণিক এবং সোনেকা দেবীর আকুল ক্রন্দনে চম্পকনগর ভরিয়া উঠিল,

> সোনকা কহে বধূ হেন কহ কি কারণ।
> জ্বালিয়া দিলা মোর নিভিল আগুনি ॥
> ... ...
> লখাই বেউলা শিবপুরে করিল গমন।
> চান্দ সোনকা স্মরে পদ্মার চরণ ॥

—বিজয় গুপ্ত

এইখানে কিন্তু চন্দ্রধর বণিক এবং সোনেকা দেবীর শোকের তীব্রতা কবি বিজয় গুপ্ত বিশেষভাবে বর্ণনা করেন নাই। কারণ মনসাদেবীর চরণে তাহাদের যুগল মন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সংসারের সুখ-দুঃখের সীমার উর্দ্ধে স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। সুতরাং আরাধ্যা দেবীকে স্মরণ করিয়া তাঁহারা শোক-সিন্ধু অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মনসাদেবীর আশীর্বাদে কিছুদিন সংসার-ভোগের পরেই,

ইন্দ্রপুর হইতে দেবী রথ আনাইল।
হরষিত হইয়া চান্দ রথেতে চড়িল ॥
ছএ পুত্র ছএ বধূ আপনারা দুই জন।
ইন্দ্ররথে চড়ি গেলা স্বর্গ ভুবন ॥

—বিজয় গুপ্ত

এইখানেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি। সুতরাং দেখা যায় ঘটনার শেষের অঙ্কে কবি ইহার বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। সে বিয়োগ একটি শান্তিময় শুচিতায় ভরপুর হইয়া পাঠক-চিত্তে তৃপ্তির আস্বাদন আনিয়া দেয়, কোথাও বিক্ষোভের অবকাশ রাখে না।

গ্রন্থের প্রারম্ভে দেবদেবী-বন্দনার অংশ সংক্ষিপ্ত এবং সরস, পৌরাণিক পুস্তকের অনুরূপ খটমট সংস্কৃতশব্দবহুল রচনার ভারে উহা ভারাক্রান্ত নহে। বর্ণনার এবং ভাষার সরসতার জন্য ইহা সর্বত্র সুখপাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন কবির রচনার ভিতরে কাহিনী-ভাগে বিশেষ সামঞ্জস্য থাকিলেও বর্ণনার পারিপাট্যে এবং কাব্য-রস পরিবেশনে তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

একই কবির রচিত ভিন্ন ভিন্ন পুঁথিতে কাহিনী-অংশেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ইহার ভিতরে কোন্‌টা কবির স্ব-রচনা এবং কোন্‌টা পরবর্তী কালের প্রক্ষিপ্ত অংশ তাহা নিরূপণ করা আজ একরূপ অসম্ভব। প্রত্যেক পুঁথিতেই বেশীর ভাগ অংশ অনুরূপ দর্শনে, ইহা যে একই কবির মৌলিক রচনা, এ বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না।

ভারতীয় কাব্যসাধনার আদর্শ পুস্তক 'রামায়ণে'র সঙ্গে পদ্মাপুরাণ-বর্ণিত কাহিনীর অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের কোন মণি-দীপ-দীপ্ত প্রকোষ্ঠে বসিয়া যখন সীতাদেবী অভিষেকের আয়োজনে

নিজ দেহ রাণীর সজ্জায় পরিপাটি করিয়া বিন্যস্ত করিবার উৎসাহে একান্ত-ভাবে ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই বিমাতা কৈকেয়ীর দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত উৎসব বাতি নির্বাপিত হইল। জটাবল্কলপরিহিত শ্রীরামচন্দ্রের সুদুঃসহ দুঃখময় বনবাসজীবনের অংশীরূপে সমস্ত বিলাসের আয়োজন নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া, বনচারিণীর বেশে অযোধ্যার রাজপথে তাঁহাকেও দাঁড়াইতে হইল শ্রীরামচন্দ্রের পার্শ্বে। তারপরে আরম্ভ হইল দীর্ঘতর তপশ্চর্যার দুঃখময় জীবন, পঞ্চবটীর বনে। রাবণের অশোকবনে ইহা চরম অবস্থা লাভ করিল। সাধ্বী সীতার জীবনে দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটিল সেইদিন, যেদিন মহামুনি বাল্মীকির আশ্রমবন হইতে তাঁহার নির্বাসিত জীবনে মুক্তির ডাক আসিল শ্রীরামচন্দ্রের তরফ হইতে। ধরণীর এই গ্লানিকর পরিবেশ হইতে সেইদিন মাতা বসুমতী তাঁহার দুঃখিনী কন্যার দুঃখময় জীবনের অবসান ঘটাইলেন, আপনার সুশীতল বক্ষে তাঁহাকে স্থান দিয়া। তেমনিতর মর্ত্যের শোক-দুঃখের জীবন্ত মূর্তি আমাদের বেহুলা সতী। উজানি-নগরের উৎসব-মুখরিত, হাজার আলোক-উদ্ভাসিত বিবাহসভায় বধূবেশিনী সুন্দরী বেহুলার সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় ঘটিয়াছিল,—ছায়ামণ্ডপের তলে বরকনের প্রথম শুভদৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিষাদময় অশুভ যোগ আরম্ভ হইল এবং বাসরঘরে লক্ষীন্দরের সর্পদংশনে তাহা বিশেষ ঘনীভূত অবস্থা ধারণ করিল। তারপরে বেহুলার অভিশপ্ত জীবনে ঘটনার পরে ঘটনা বহিয়া চলিয়াছে একটানা স্রোতের টানে। পাঠকের চিত্তে প্রথম বিবাহরাত্রে যে অশ্রু উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছিল, বেহুলার সমবেদনায়, কাহিনীর শেষপর্যন্ত তাহা মুছিয়া ফেলিবার অবকাশ ঘটে নাই। সীতার জীবনে বনবাসকালেও যে পরিতৃপ্তির কাহিনী আমরা মহাকবি মাইকেল বর্ণিত সীতা-সরমা সংবাদের ভিতর পাই, বেহুলার জীবনের কুত্রাপি তাহার আভাস মাত্র নাই। সুদুঃসহ দুঃখভারে বেহুলার জীবন জর্জরিত, ক্ষণিক হাসির রেখাপাতের আভাস কবি ইহার কোথাও আঁকেন নাই। দুস্তর সাধন-সমুদ্র পার হইয়া বেহুলা যেদিন শিবপুরে প্রবেশ লাভ করিল, সেখানেও নানারূপ নিরুৎসাহের দমকা হাওয়ায়, তাহার হৃদয়ের ক্ষীণ আশার দীপশিখাটি বারে বারেই নির্বাপিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। অসীম ধৈর্যের সাধনায় বুক বাঁধিয়া কম্পিত পদ-বিক্ষেপে দেবের সভায় উপস্থিত হইয়া নৃত্যের ছন্দে বেহুলা দেবাদিদেবের

নিকটে আপন প্রাণের আকুতি নিবেদন করিয়াছে। তারপরে স্বামী সহ ছয় ভাসুর, চৌদ্দ ডিঙ্গা, ধনজন সমস্ত উদ্ধার করিয়া বেহুলার স্বদেশ-যাত্রা প্রভৃতি কাহিনীর ভিতরে কবি বিজয় গুপ্তের বর্ণনা-মাধুর্য এরূপ প্রাঞ্জল এবং হৃদয়গ্রাহী যে, পাঠকের চিত্ত কোথাও যেন বিরামলাভের অবকাশ পায় না। শেষ অঙ্কে জ্ঞাতিকুলের প্ররোচনায় চাঁদ সওদাগর কর্তৃক বেহুলার পরীক্ষার আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিরদুঃখময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিল। দেবপুর হইতে রথ নামিয়া আসিয়া বেহুলা-লক্ষীন্দর সহ শিবপুরে গমন করিল। যে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা বেহুলাকে বিদায় দিয়াছি আজও তাহা স্মরণ করিয়া আমরা অশ্রু নিবেদন করি। সীতার জীবন হইতেও করুণ বেহুলার কাহিনী। এই করুণ আখ্যায়িকা বর্ণনায় বিভিন্ন কবির বৈশিষ্ট্য আমাদের আলোচ্য বিষয়। বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের রচনার ভিতরে একের এক অংশে বর্ণনার মাধুর্যে, কবিপ্রতিভায় যেরূপ শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, অপরের হয়ত অপর কোন অংশে তাহারই অনুরূপ অথবা তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর সৌন্দর্য রচনার পরিচয় আছে। কিন্তু পূর্বাপর বিচার করিলে গল্পাংশের স্বাভাবিকতার এবং রচনার সরলতা এবং পারিপাট্যে, সৌন্দর্যসৃষ্টিতে বিজয় গুপ্তের রচনা অতুলনীয়। ইহাতে ঘটনার পরে ঘটনা এরূপ সহজ গতিপ্রবাহে পূর্বাপর সংযোগ এবং সঙ্গতি রক্ষা করিয়া সর্বত্র বহিয়া চলিয়াছে যে, শেষ পর্যন্ত না পৌঁছিয়া পাঠকচিত্ত আর কোথাও বিরাম লাভ করিবার অবকাশ পায় না। কিন্তু অন্যান্য কবির বর্ণনায় গল্পাংশে কাহিনীর যোগসূত্র বারে বারেই খসিয়া পড়িয়াছে। উহাতে কাব্যের স্বচ্ছন্দ ধারাপ্রবাহটি বাধাপ্রাপ্ত হইয়া রসাভাসের সৃষ্টি করিয়াছে। মূল সুর এক হইলেও গল্পাংশে বিভিন্ন কবির রচনায় বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার ভিতরে পূর্ববঙ্গের কবি নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের বর্ণিত কাহিনী-অংশে সাদৃশ্য অধিক দেখা যায়। কবি বিপ্রদাসের রচনার অংশেও পূর্বসূরীদের সঙ্গে কাহিনীগত ঐক্য কিছুটা বেশী আছে। কিন্তু পরবর্তী কবি কেতকা দাস ক্ষেমানন্দের রচনায় বিভিন্নতা অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে দেবদেবীর বন্দনার অংশও বিস্তারিত এবং তাহার পরেই উষা-হরণ পালার ভিতরে অনিরুদ্ধ-উষার কাহিনীটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়া গল্পাংশের একটি বিশেষ স্থান

অধিকার করিয়া আছে। অন্যান্য প্রাচীন পুঁথিতে এই অংশটি নাই, কিন্তু পরিবর্তে যমরাজার সঙ্গে মনসাদেবীর যুদ্ধের প্রসঙ্গটি বর্ণিত আছে। কবি বিপ্রদাসের "মনসাবিজয়ে" এবং ক্ষেমানন্দের পুঁথির "স্থাপনা পালা" প্রভৃতি পৌরাণিক অংশে যেন বৌদ্ধ-প্রভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। শূন্য-পুরাণের আদিদেব নিরঞ্জনের ভূমিকা ইহাতে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। পুষ্পবনে গমন প্রসঙ্গে শিবের বৃষ-সজ্জার বর্ণনা পাওয়া যায় নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের পুঁথিতে, কিন্তু দ্বিজ বিপ্রদাস বা ক্ষেমানন্দের পুঁথিতে এই অংশ নাই। ডোম-নারীর বেশে শিবকে পার্বতীর ছলনার অংশটি এবং এই প্রসঙ্গে মনসাদেবীর জন্মবিবরণ একটু ভিন্নতর হইলেও সকল পুঁথিতেই আছে। পুষ্পবনের বর্ণনাটি অন্যান্য কবির তুলনায় বিজয় গুপ্তের রচনায় বিশেষ সরস হইয়া ফুটিয়াছে। দ্বিজ বিপ্রদাস ও ক্ষেমানন্দের পুঁথিতে পুষ্পবনের প্রসঙ্গ আছে কিন্তু উহার বর্ণনা নাই। কবি নারায়ণ দেবও মাত্র দুই চরণ কবিতায় উহার বর্ণনা শেষ করিয়াছেন,

> কমলবনে মহাদেব চলিল একেশ্বর ॥
> দেখিলেক পশুপক্ষী যত থাকে বনে।
> কেলি কলা কুতূহলে বঞ্চে নারী সনে ॥
>
> —নারায়ণ দেব

কিন্তু কবি বিজয় গুপ্তের বর্ণনা বিস্তারিত এবং রসাল,

> দেখিয়া পুষ্পের বন আনন্দিত ত্রিলোচন
> সুললিত গন্ধে মনোহর।
> শরত বসন্ত কালে বিকশিত ডালে ডালে
> মধুলোভে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
> চাপা নাগেশ্বর জাতি কেবল মালতি যুতি
> কেওয়া কেতকি বকফুল।
> টগর মাধবীলতা থাকে অপরাজিতা
> বান্দুলি তিল দ্রোবণ বকুল ॥
> গুলাপ মল্লিকা-ধাই কুটক কাঞ্চন জাই
> কস্তুরি ধুতুরা শতবর্গ।

তুলসির ফুল জত তাহাবা কহিব কত
জবা পুষ্প দিতে সূর্য্য-অর্ঘ ॥
শ্যামলতা শ্রীফল করবি পুষ্প কমল
ভূমি চাপা আর গন্ধরাজ।
কুসন্ত কুঞ্জ গুলাচি অতীসি গেন্দা এলাচী
কৃষ্ণচূড়া পদ্ম গোলরাজ ॥
পলাশ সেবতী জত মাধবি দুলাল শত
সূর্য্যমুখী আর শেফালিকা।
বিষ্ণুপদি চন্দ্রমণি নীলকণ্ঠ সূর্য্যমণি
জয়ন্ত বেল চন্দ্রমল্লিকা ॥
ঝিকটী নন্দদুলাল ভাল্লীক দন্ত ভাল
পুষ্প সব ফুটিছে বহুল।
মলয়া বসন্ত বায়ে ভ্রমরা ঝঙ্কারে তায়
নানা পক্ষী করে কোলাহল ॥
মধুলোভে মত্ত কায়ে কুকিলে পঞ্চম গায়ে
ভ্রমর-ভ্রমরী যায় সঙ্গ।
ফুটিল কমলকলি তাহা দেখি মত্ত অলি
তাহা দেখি ক্ষেপিল অনঙ্গ ॥
পূর্ব্বে জারে কৈল সেবা বৈরি পাইয়া পদপ্রভা
মধুমাস পাইয়া পুষ্পগণে।
কে বোজে দেবের মতি জে দেব সিজ্জীর পতি
হেন শিব পীড়িত মদনে ॥

—বিজয় গুপ্ত

শেষোক্ত বর্ণনার সঙ্গে নারায়ণ দেবের বর্ণনার প্রথমাংশের কাহিনীগত মিল থাকিলেও, পুষ্পবনের বর্ণনা এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া শিবের মনে বসন্ত-সাথে বসন্তসখার প্রভাবটি সুন্দর কবিত্বপূর্ণ, এবং সরস হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে কবি বিজয় গুপ্তের রচনার ভিতরে। পুষ্পবন হইতে মনসাদেবী সহ শিবের গৃহাগমন, চণ্ডীদেবীর কোন্দল, মনসার বিবাহ, অষ্টনাগের জন্ম, ক্ষীরোদমন্থন, মনসার বনবাস প্রভৃতি কাহিনী নারায়ণ দেব বা কেতকাদাস

ক্ষেমানন্দের পুঁথিতে নাই, দ্বিজ বিপ্রদাসের পুঁথিতে কিছুটা অংশ থাকিলেও সম্পূর্ণ অংশ নাই এবং যাহা আছে তাহাও অত্যন্ত খাপছাড়াভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কবি বিজয় গুপ্তের রচনায় এই অংশগুলি পূর্বাপর এরূপ সুসংবদ্ধ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে পড়িতে পড়িতে মনে হয় আমরা অতীতকালের বহুবিবাহ প্রথার যুগে হঠাৎ যেন কেমন করিয়া সরিয়া আসিয়াছি। তাহাদের নিত্যকলহশীল বিড়ম্বিত গার্হস্থ্যজীবনের সঙ্গে একান্তভাবে মিশিয়া গিয়া তাহাদের সুখদুঃখের চিত্র প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাহাদের অভাব অভিযোগে সমবেদনা অনুভব করিতেছি। সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া প্রতিবাদ জানাইবার অধিকার লাভ করিতেছি। কবির বর্ণনা-প্রতিভায় কালের ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়া মন্ত্রবলে সেই পুরাতন দিনগুলি, তাহার রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি যেন চক্ষুর সম্মুখে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া ওঠে।

কলহপ্রিয়া চণ্ডীদেবী স্বপত্নীপুত্রী মনসাদেবীকে দর্শনমাত্রই যে অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন, তাহাতে অস্থির মনসাদেবী অনন্যোপায় হইয়া আপন শক্তি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার বিষদৃষ্টিতে চণ্ডীদেবী ঢলিয়া পড়িলেন। শুনিয়া শিবঠাকুর ধৈর্যহারা হইয়া করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। শিবের অনুরোধে মনসাদেবী চণ্ডীদেবীর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। চণ্ডীদেবী তখন মনসাদেবীর প্রতাপ বুঝিতে পারিয়া নিরস্ত হইলেন। আবার স্বাভাবিক নিয়মে চলিল তাহাদের সংসারযাত্রা,

> মা নাহি পদ্মাবতীর বাপের বড় দয়া।
> বিক্রম জানিয়া পালেন দেবী মহামায়া ॥
>
> —বিজয় গুপ্ত

এই সকল পৌরাণিক অংশের বর্ণনায় কবি বিজয় গুপ্তের কবি-প্রতিভা সে যুগে অতুলনীয়।

মনসাদেবীর সর্প-সজ্জার বর্ণনাটি সকল পদ্মাপুরাণ গ্রন্থেই পাওয়া যায়। কবি বিজয় গুপ্তের এই বর্ণনা কবি কানা হরিদত্তের সম্পূর্ণ অনুকরণ না হইলেও অনুরূপ। কবি ক্ষেমানন্দ এবং নারায়ণ দেবের পুঁথিতে এই অংশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সুতরাং বৈশিষ্ট্যবর্জিত। দ্বিজ বিপ্রদাসের গ্রন্থে ইহার

একটি বিস্তৃত এবং রসাল বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে ইহার ভিতরে যেন কানা হরিদত্ত বা বিজয় গুপ্তের গন্ধ মিশিয়া আছে বলিয়া মনে হয়,

সিন্দুরিয়া নাগ হইলা সীমন্তে সিন্দূর।
—বিপ্রদাস

কালি-নাগিনী হইল নয়নে কাজল।
—বিপ্রদাস

শঙ্খ নিয়া চিতি হইল দুই ভুজে শঙ্খ।
—বিপ্রদাস

প্রভৃতি চরণগুলি বিজয় গুপ্তের রচনা,

সিন্দুরিয়া নাগে পরে শিরেতে সিন্দুর ॥
... ...
কালি নাগেতে দিল অঞ্জনের রেখা।
শঙ্খিনী নাগে দেবী হাতের পরে শাঁখা ॥
—বিজয় গুপ্ত

অথবা কানা হরিদত্তের লেখা,

কজ্জলিয়া নাগে কজ্জল শোভে ভাল।
... ...
দুই হস্তে শঙ্খ হইল গরল শঙ্খিনী।
—হরিদত্ত

প্রভৃতি বর্ণনার ভিতরে বিশেষ সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় সত্য, তবুও এই বিভিন্ন রচনার তুলনামূলক আলোচনায় কবিদের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে অনুভব করা যায় এবং বর্ণনার সরলতায় কবি বিজয় গুপ্তের রচনাই আদর্শস্থানীয় বলিয়া মনে হয়।

কাহিনীর লৌকিক অংশে সোনেকাদেবীর রন্ধন-পারিপাট্যের বর্ণনাটি নারায়ণ দেবের গ্রন্থে বেহুলার বিবাহ-রাত্রে তারকা-রাণীর রন্ধন-কৌশলের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। উভয় কবিরই এই বর্ণনার ভিতরে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নারায়ণ দেব দুই একটি ক্ষেত্রে তারকাদেবীর রন্ধনকার্যের

বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিলেও বর্ণনার মাধুর্যে উভয় কবির যোগ্যতার বিশেষ তারতম্য অনুভূত হয় না। কিন্তু কবি বিজয় গুপ্তের সোনেকাদেবী রন্ধনক্রিয়ার প্রারম্ভে যে অগ্নিপূজার আচরণটি পালন করিয়াছেন, নারায়ণ দেবের পুঁথিতে তাহা নাই,

নানা দ্রব্য উপহার কিছু দুঃখ নাই।
রন্ধনের দ্রব্য যত থুইল ঠাঁই ঠাঁই ॥
আগে পূজিল অগ্নি ধূপ দীপ দিয়া।
চড়াইল রন্ধন রাণী হরষিত হইয়া ॥

—বিজয় গুপ্ত

রন্ধনকার্যের এই প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানটির বর্ণনা কবি বিজয় গুপ্তেরই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছে। দ্বিজ বিপ্রদাসের বা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের গ্রন্থে এই বর্ণনার ভিতরে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য ফুটিয়া ওঠে নাই।

দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কবি বিপ্রদাস এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের বর্ণনায় পাওয়া যায় চন্দ্রধর বণিক সপ্ত-ডিঙ্গা সহ বাণিজ্যযাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ববঙ্গের কবি বিজয় গুপ্ত এবং নারায়ণ দেবের চন্দ্রধর চৌদ্দ ডিঙ্গা সহ বাণিজ্যযাত্রায় রওয়ানা হইয়াছিলেন। সাগরপথে ডিঙ্গাগুলির যাত্রা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বিজয় গুপ্তের রচনায় নিরেট ডিঙ্গাগুলির ভিতরেও যেন প্রাণের ব্যঞ্জনা জাগিয়া উঠিয়াছে,

পরম সুন্দর ডিঙ্গা বায়ুগতি ধায়।
দক্ষিণ সফরে ডিঙ্গা জল বুঝি যায়ে ॥

... ...

তার পাছে চলে ডিঙ্গা ধুতরার ফুল।
জার রূপে আলো করে দশ দিগ কুল ॥

... ...

সকল সমুদ্রের জল তুলিয়া যায় জল ॥
এই আ[ছে] এই নাই কেহ নহে দেখে।

... ...

ডিঙ্গা দেখি সর্ব্ব পায়েত তরাসে।
মুখে কাপড় দিয়া তবে ডিঙ্গানিয়া হাসে॥

—বিজয় গুপ্ত

তার পরে,

প্রতি নায়ে জয় সাড়া ঢাকঢোল বাজে কাড়া
চৌদ্দ ডিঙ্গা দেখিতে সুন্দর।
নানা শব্দে বাদ্য বাজে বিষম সমুদ্র মাঝে
বাইয়া ধর দক্ষিণ সফর॥
চঞ্চল সমুদ্রনীর চৌদ্দ ডিঙ্গা নাহি স্থির
বাইয়া ধর রাজার নগর।
প্রতি নায়ে নৃত্য গীত শুনি বড় সুললিত
বাইয়া ধর বিশ্বশ্রবার ঘাট॥

—বিজয় গুপ্ত

এই সমস্ত বর্ণনার ভিতরে আরোহীদের উৎসাহ আনন্দের অংশ যেন ডিঙ্গাগুলিও ভাগ করিয়া লইয়া দক্ষিণ সফরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ইহার সমকক্ষ বর্ণনা সেকালের আর কোনও কবির রচনার ভিতরে পাওয়া যায় না।

স্নানার্থিনী আসন্নযৌবনা বেহুলার মুক্তা-সরোবরে গমনের কাহিনীটি কবি বিজয় গুপ্ত অতি মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন,

স্নানানে চলিলা বেউলা গ বেউলা সাহের কুমারী।
আগে পাছে সখিগণ চলিল সারি সারি॥
বাপে সাজাইয়া দিল স্নানে করে মেলা।
মুখখানি পূর্ণিমার চন্দ্র ছথে দন্ত ছোলা॥
আগে নহে জায় বেউলাগ পাছে না জায় লাজে।
রহিয়া রহিয়া মঙ্গল গাহে সখিগণের মাঝে॥
চাচর চিকুর শোভে তিলক ললাটে।
পূর্ণিমার চন্দ্র জেন মেঘের নিকটে॥
দশনে মুকুতাপাতি অধরে তাম্বূল।
নাসিকার শোভা জেন জিনি তিল ফুল॥

নিতম্ব বিস্তার জেন নয়নে কাজল।
কমল উপরে জেন ভ্রমর উঝল ॥
ক্ষীণ কটি আর স্তন হিয়ায়ে শোভে বড়ি।
সরোবর মধ্যে জেন কমলের কড়ি ॥
গজইন্দ্র গমনে বেউলা ধীরে ধীরে জায়।
বিজয়ে গোপ্তে স্তুতি করে মনসার পায়ে ॥

—বিজয় গুপ্ত

এই স্থলে দ্বিজ বিপ্রদাসের বর্ণনায় পাওয়া যায় :

নানা অলঙ্কার পরি অতি অনুপাম।
কবরী বেড়িয়া মাল্য সুগন্ধি কুসুম ॥
ললাটে সিন্দূরবিন্দু জিনিয়া অরুণ।
কি কহিব তার রূপ মোহে জগ-জন ॥
চারিভিতে সখীগণ চলে ধীরে ধীরে।
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে উনে সরোবরে ॥

—দ্বিজ বিপ্রদাস

কবি নারায়ণ দেব ও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের পুঁথিতে মুক্তা সরোবরে স্নানের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু স্নানার্থিনী বেহুলার সেখানে যাত্রা-পথের কোন বর্ণনা নাই। এরূপ বিভিন্ন বর্ণনার ভিতরে কবি বিজয় গুপ্তের বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা যায়। তাঁহার রচনা অধিক ক্ষেত্রেই সংক্ষিপ্ত হইলেও বর্ণনার ভিতরে এক বিশুদ্ধ রুচির বা পবিত্র পরিবেশের আভাস সর্বত্র পাওয়া যায়, যাহা অন্যান্য কবির রচনায় দুর্লভ। ইহার বিশেষ পরিচয় আছে বাসর ঘরে বেহুলা-লক্ষীন্দরের বর্ণনার ভিতরে। কামব্যাকুলিতচিত্ত লক্ষীন্দরকে তাঁহার পূর্ব-জীবন-বৃত্তান্ত এবং বর্তমান জীবনের বিধিলিপি স্মরণ করাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করার কাহিনী প্রায় সকল কবির বর্ণনায়ই পাওয়া যায়। ইহাতে কাব্যরস বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিতে হইবে। এক্ষেত্রেও বিজয় গুপ্তের রচনা আদর্শস্থানীয়। কাহিনী-ভাগে, মধ্যযুগের প্রভাবে, আদিরসের প্রাধান্য থাকিলেও, কবি বিজয় গুপ্তের লেখনী যতটা সম্ভব সংযতভাবেই উহা চিত্রিত করিয়াছে। সমস্ত কাব্যসৃষ্টির ভিতরে এরূপ পবিত্র আবহাওয়াটির

পরিচয় শুধু বিজয় গুপ্তের রচনায়ই পাওয়া যায়। উহা তাঁহার বিশুদ্ধ কবি-মনের পরিচয় সন্দেহ নাই।

বেহুলার মাজুষ যাত্রার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রূপকচ্ছলে কবি বিজয় গুপ্ত মনুষ্যজীবনে সাধনপথের পরীক্ষাগুলি অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন। যাত্রাপথে গোদার ঘাট, ধনামনার ঘাট, টেটনের ঘাট, শালবনের ঘাট প্রভৃতি বিভিন্ন ঘাট অতিক্রম করিয়া বেহুলাকে চলিতে হইয়াছে। দুস্তর সাধনসমুদ্র পার হওয়ার পথে প্রত্যেক সাধককেই এরূপ বহু পরীক্ষা পার হইয়া সাধ্যবস্তুর সম্মুখীন হওয়ার অধিকার লাভ করিতে হয়। সুতরাং বেহুলার সমুদ্র-যাত্রা এবং বিভিন্ন ঘাটে তাহার পরীক্ষার কাহিনীটি সম্পূর্ণভাবে রূপকচ্ছলে সাধক-জীবনের পরীক্ষা বলিয়াই ধরিয়া লওয়া চলে। বেহুলার মাজুষ ভাসিয়া চলিয়াছে বিভিন্ন ঘাটে তাহার অভীষ্টসাধনের পথে। কোথাও কোথাও মানুষের দুর্দশায় বেহুলার দরদী মন জগতের কল্যাণ-কামনায় উছলিয়া উঠিতে দেখা যায় মাত্র। কিন্তু অন্তর-রাজ্যে স্থির যোগাসনে অধিষ্ঠিতা বেহুলা সতীর ধ্যানের শান্তিতে পরিপূর্ণ মনের চিত্রটি কবি বিজয় গুপ্ত যেমনটি আঁকিয়াছেন অন্য কোন কবির হস্তে সেরূপটি হয় নাই। তাঁহারা সর্বত্র রচনার গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারেন নাই।

ধনামনার ঘাটে খলচরিত্র ধনামনা বেহুলাকে উদ্দেশ করিয়া ইতর ভাষা ব্যবহার করিয়াছিল এবং সর্বশেষে তাহাকে বলে ধরিতে উদ্যত হইয়াছিল। সেখানে সাধন-ভঙ্গের আশঙ্কায় বিজয় গুপ্তের বেহুলা কাতরভাবে মনসাদেবীর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন,

> বেউলা বলে কিসেরে আসিলাম এতদূর।
> যাইতে না পারিলাম মনসার পুর॥
> উদ্দেশে প্রণাম মোর মনসার পায়ে।
> অসময়ে কালে পদ্মা হও ত সদয়ে॥
>
> —বিজয় গুপ্ত

বেহুলার আকুল ক্রন্দনে মনসাদেবীর আসন টলিল। ধনামনাকে সমুচিত শাস্তি দিতে তিনি উদ্যত হইলে—অবুঝ সন্তানের দুর্দান্তপনায় ক্ষমাশীলা স্নেহাধার জননীর ন্যায় বেহুলার কাতর প্রার্থনাটি অতি মনোরম হইয়াছে,

জল খাইয়া দুই ভাই হইল ফাফর।
পরিত্রাহি ডাকে কন্যা প্রাণ রক্ষা কর ॥
মুইত না জানি তুমি সাক্ষাতে দেবতা।
আজি হইতে হইলা তুমি আমার মাতা ॥
বেউলা বলে পদ্মা আমি কি কাজ করিলাম।
স্বামী জিয়াইতে আমি পুরুষবধি হইলাম ॥
কৃপা কর পদ্মাবতী রাখ দুই জন।
একবার রাখ মাগ দাসীর সাধন ॥
বেউলার সাধনে বর দিলা পদ্মাবতী।
পদ্মার বরে দুই ভাই পাইল অব্যাহতি ॥

—বিজয় গুপ্ত

এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও কত দুঃখ, দৈন্য, নিরাশার দমকা হাওয়ায় তাঁহার হৃদয়ের ক্ষীণ আশার দীপশিখাটি বারে বারেই নির্বাপিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। অসীম ধৈর্যে বুক বাঁধিয়া একমাত্র সাধ্যবস্তুর দিকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া সাধককে পথ চলিতে হইবে, তবেই না আসিবে সাধ্যবস্তু লাভের শুভক্ষণ! দেবপুরে প্রবেশলাভ করিয়াও বেহুলার মনে এতটুকু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ মিলিল না। কৌশলে মনসাদেবীর নিকটে যতবারই তিনি প্রাণের আকুতি জানাইতে চাহিয়াছেন, ততবারই তাঁহার সমস্ত ভরসা নির্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রথমে দাসী শ্যামার জলের কলসীর ভিতরে স্বীয় অঙ্গুরীয় নিক্ষেপ করিয়া, পরে তাঁহার কাপড়ে নানারূপ চিত্রকলা অঙ্কনে বিচিত্র সৌন্দর্যের সমাবেশ করিয়া, বিভিন্ন কর্ম-সাধনার ভিতরে তিনি আজ মনসাদেবীকে তুষ্ট করিয়া আপন অভীষ্টসিদ্ধির আবেদন জানাইতে চাহেন। কিন্তু প্রতিবারেই তাঁহার মানস-সাধনা হৃদয়হীনা মনসা-দেবীর দ্বারে প্রতিহত হইয়া নিরাশার প্রতিধ্বনিরূপে ফিরিয়া আসিয়াছে,

নেতা বলে কেন তুমি আইলা এই ঘর।
জিয়ন্তে মরা স্বামী পরের কুর্পর ॥
এত দুঃখ পাইয়া হইলা সমুদ্রের পার।
পদ্মা হতে নাহি দেখি তোমার প্রতিকার ॥

—বিজয় গুপ্ত

বারে বারে প্রতিহত হইয়াও যে অসীম ধৈর্যের সাধনায় মন বাঁধিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারে, সিদ্ধির জয়মাল্য তাহারই। নিরাশার এই গাঢ় অন্ধকারে হাত ধরিয়া যাহা সাধককে তাঁহার সাফল্যের পথে বহিয়া নিয়া চলে তাহারই নাম 'বিবেক'। বেহুলার সাধিকা-জীবনে নেতাদেবীরূপা 'বিবেক' বিভিন্ন নিরাশার ভূমিকা হইতে ধাপে ধাপে পার করিয়া তাঁহাকে দেবসভায় পৌছাইয়া দিয়াছেন, সেখানে বসিয়া আছেন সিদ্ধিরূপী শিবঠাকুর তাহার সাধনার জয়মাল্য হাতে লইয়া। বেহুলার সাধনা স্বর্গ ও মর্তের ব্যবধান ঘুচাইয়া ক্ষণভঙ্গুর মর্ত্যের ধূলিকণাকে অমরার শাশ্বত জীবনের রসে সিঞ্চিত করিয়া মহিমময় করিয়া তুলিয়াছে। মহাকবি কালিদাস-রচিত শকুন্তলা কাব্যের যে মহিমা সুরসিক সমালোচক গ্যেটের বর্ণনায় আছে, তাহার অনুরূপ রস-পরিবেশন মনসামঙ্গল কাব্যের ভিতরেও পাওয়া যায় এবং এরূপ রসসৃষ্টিতে কবি বিজয় গুপ্তের প্রতিভা সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য কবির রচনায় মাজুষযাত্রার সর্বত্রই বর্ণনা এরূপ বৈচিত্র্যহীন যে উহাতে বেহুলার কোন বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয় নাই। বিভিন্ন ঘাটে বেহুলা সম্পর্কে তাঁহার পূর্বজীবনে বাণরাজকুমারী উষার স্মৃতি টানিয়া আনিয়া এবং মনসাদেবীর দোহাই পাড়িয়া রচনা ভারাক্রান্ত করা হইয়াছে।

মাজুষযাত্রার প্রথম ভাগে উজানি নগরের ঘাটে বেহুলার সঙ্গে ভ্রাতা নারায়ণের সন্দর্শনের প্রসঙ্গটি কবি নারায়ণ দেবের বর্ণনায় অতি করুণ হইয়াছে,

কান্দে নারায়ণ সাধু বেউলার দিগে চা[ই]য়া।
প্রাণে না ধরে দুঃখ দিতে ছাড়িয়া ॥
আবুধিয়া সদাগর তার বুদ্ধি নাহি চিত্তে।
জিঞতা পাঠাইয়া দিছে মরার সহিতে ॥
বিষম সাগরের ঢেউ প্রাণ তোলপাড়ে।
জলেতে পড়িলে খাইবে মৎস্য মগরে ॥
আকাশ প্রমাণ ঢেউ তাথে বাতাস প্রচুর।
ক্ষেণে মেঘ আইসে উড়ে ক্ষেণে যায় দূর ॥
অদ্ভুত দেবের পুরী যাইবা কি কারণ।
দেবে আর মনুষ্যে কি হইব দরশন ॥ —নারায়ণ দেব

এস্থলে বিজয় গুপ্তের বর্ণনায় পাওয়া যায়,

যে বাঁকে রহিয়া গেছে সাহের কুমারী।
সেই বাঁকে মিলে গিয়া মহা সাধু হরি॥
হরি সাধু বলে বেউলা ফিরিয়া ঘরে আয়ে।
তোর লাগি কান্দিয়া বেয়াকুল হইল মায়ে॥
কঙ্খ বদলে দিমু সুবর্ণের ছড়া।
সিন্দূর বদলে দিমু খাসা ফাউগের গুঁড়া॥
বেউলা বলে ভাই তুমি না বল উচিত।
স্বামী অভাবে নারী জীবন কুৎসিত॥

—বিজয় গুপ্ত

এ বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হইলেও স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। ভগ্নীর জন্য ভ্রাতার দরদবোধ আছে সত্য, কিন্তু মায়ের নাড়ীর ভিতরে যে টান, সেরূপ প্রবলতা ভ্রাতাতে স্বাভাবিক নহে। নারায়ণ দেবের বর্ণনায় এখানে শোকের যে আতিশয্য প্রকাশ পাইয়াছে, উহা মেয়েদের বেলায় স্বাভাবিক হইলেও পুরুষের প্রসঙ্গে সেরূপ শোকের উদ্বেলতা কখনও স্বাভাবিক নহে। দ্বিজ বিপ্রদাসের বর্ণনায় এস্থলে শুধু বেহুলার আক্ষেপের বর্ণনাই আছে, ভ্রাতাদের হৃদয়ের কোন পরিচয় কবি আঁকেন নাই। কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের রচনায় বর্ণনাটির এই স্থলটি বিশেষত্ব-বর্জিত বলিয়াই মনে হয়,—

বিভা রাত্রে পতি মৈল তোমার কপাল।
স্বামীর সৌভাগ্য নাহি ভুঞ্জ চিরকাল॥
তিন ভাই কান্দি মোরা দাণ্ডাইয়া কূলে।
তুমি কেন জলে ভাস ঢেউয়ের হিল্লোলে॥
শুনিয়া অমলা মাতা মরিব এখনি।
ফিরা আস্য ঘরে যাই বেহুলা নাচনী॥

—কেতকদাস ক্ষেমানন্দ

দেবপুরে বার মাসের সংবাদ বর্ণনায় মনসাদেবীর আক্ষেপের প্রসঙ্গটি কবি বিজয় গুপ্ত এবং দ্বিজ বিপ্রদাসের কাব্যে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কবি নারায়ণ দেব এবং কেতকদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে উহার আভাস আছে মাত্র,

বিস্তারিত কোন বর্ণনা নাই। নারায়ণ দেব "কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি শ্রাবণ যে মাসে" বলিয়া একটি মাসের নামোল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। বৎসরের সকল মাসের তালিকা তাহাতে নাই। ক্ষেমানন্দের পুঁথিতে চাঁদ সওদাগরের দুর্ব্যবহার সম্পর্কে মনসাদেবীর খেদোক্তি আছে, কোন মাসের বর্ণনা নাই। এই "বারমাসী" মধ্যযুগের কাব্যের বৈশিষ্ট্য। এখানেও কবি বিজয় গুপ্তের রচনা দ্বিজ বিপ্রদাস অপেক্ষা সুললিত এবং প্রাঞ্জল।

*করুণরস ইহার স্থায়ী ভাব হইলেও অন্যান্য রসের সমাবেশও এই কাব্যখানিতে অপ্রতুল নহে। সেই সব বিভিন্ন রস পরিবেশনের ভিতরে বিশেষ করিয়া ব্যঙ্গরস বা হাস্যরসসৃষ্টিতে কবি বিজয় গুপ্ত অতুলনীয়। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বিজয় গুপ্তের কবিতা কথায় কথায় ব্যঙ্গের দিকে ধাবিত হয়, সেই ব্যঙ্গেই তাঁহার কবিতা বেশ ফুটিয়া উঠে। এই নগ্নপদ, উত্তরীয়সার, ঔষধের পুটলিকক্ষ সেনমহাশয় সেকালের একজন বিশিষ্ট রসিক লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই।" মনসাদেবীর বিবাহপ্রসঙ্গে লক্ষীন্দর-বেহুলার বিবাহ-বাসরে, গোদার কাহিনীর ভিতরে এই রস পরিবেশনের বহুল পরিচয় আছে।

কাহিনীর শেষ অংশে আপনার হৃত সর্বস্ব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াও পুরুষকারের অটল বিগ্রহ চন্দ্রধর বণিক, এই সমস্ত সাংসারিক সৌভাগ্যের বিনিময়েও আপন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিতে স্বীকৃত হইলেন না, মৃত্যুর দ্বার হইতে সাত পুত্র, আত্মীয়স্বজন, চৌদ্দডিঙ্গাসহ ধনজন সমস্ত ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা জানাইল মনসাদেবীর পায়ে নতি স্বীকার করিতে, তাহাদের সমস্ত উপরোধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সেই গর্বোন্নতশির আপন সঙ্কল্পে ও মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত রহিল, একটুও বিচলিত হইল না। সঙ্কল্পের সেই সুদৃঢ় বন্ধন তখনই শিথিল হইয়া পড়িল, যখন সতীত্বের পরিপূর্ণ আদর্শস্বরূপা বেহুলা বধূ আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন, শ্বশুর বিষহরির পূজা না করিলে তাঁহার জীবনব্যাপী কঠোর সাধনা যে একেবারে নিরর্থক হইয়া যায়, সাধ্বী বধূর সেই সাধন-স্পর্শ এতদিনের কঠিন হৃদয় গলাইয়া ভক্তি-রসের প্রস্রবণ বহাইল। শৈবধর্ম-সাধনার কৃচ্ছ্রতায় তাঁহার হৃদয়ের কোমল মানবীয় বৃত্তিগুলি এতদিন ঢাকা পড়িয়া ছিল, বেহুলার স্পর্শে তাহা আবার জাগিয়া উঠিল। কিন্তু তখনও সংস্কার একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। তাই বামহস্তে

মনসাদেবীর পূজা করিবার সম্মতি দান করিলেন। কিন্তু যখন স্বচক্ষে দেখিলেন পার্বতী ও মনসায় কোন ভেদ-বৈষম্য নাই, উভয়েই এক দেবীত্বের আসনে থাকিয়া স্বরূপে নিজেদের অভিন্নতা প্রমাণ করিয়া দিলেন, যখন—

চান্দোকে ডাকিয়া চণ্ডী বলিলা বচন ॥
তোমার ঠাঁই কহি শুন চান্দ সদাগর।
এক মূর্ত্তি আমি সেই নহি অন্য পর ॥
যেই ব্রহ্মা সেই বিষ্ণু সেই মহেশ্বর।
কুবের বরুণ আদি চন্দ্র দিবাকর ॥
পদ্মা আমি দেখ তুমি হই এক মূর্ত্তি।
এ বলিয়া সাক্ষাত হইলা ভগবতী ॥

—বিজয় গুপ্ত

তখন— এক দৃষ্টে দুই জন চাহে সদাগর।
ভিন্ন ভেদ নাহি কিছু এক সমসর ॥

—বিজয় গুপ্ত

এতদিনে চন্দ্রধরের ভ্রম সংশোধিত হইল। আপন কৃতকর্মের অনুশোচনায় তখন তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠিল,

এতেক দেখিয়া চান্দ লাগে চমৎকার।
ভূমে পড়ি অষ্ট অঙ্গে করে নমস্কার ॥
এতদিন মা কেনে না কহিলা হে কথা।
মুই নহে জানি পদ্মা সাক্ষাতে দেবতা ॥
তোমার চরণে মাগ মাগি পরিহার।
এই ক্ষণে পূজা আমি করিব পদ্মার ॥
জগতজননী পদ্মা আদ্যের দেবতা।
মুই নহে জানি পদ্মা জগতের মাতা ॥

—বিজয় গুপ্ত

গল্পের শেষাংশে যখন শাপমুক্ত বেহুলা-লক্ষীন্দর শিবপুরে গমন করিলেন, তখন পুত্র-পুত্রবধূর বিরহে কাতর চন্দ্রধর বণিককে জোড়হস্তে মনসাদেবীর পায়ে হৃদয়ের আকুতি জানাইতে দেখিয়া শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়

লিখিয়াছেন যে, ইহা স্বভাববিরুদ্ধ বর্ণনা হইয়াছে ; পুরুষকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চন্দ্রধরের চরিত্রে এ বর্ণনা স্বাভাবিক হয় নাই। কিন্তু আমরা বলি,—যতক্ষণ মনসা দেবীর সঙ্গে চন্দ্রধরের বিরোধ ছিল, ততক্ষণ তাঁহার সমস্ত ব্যথার দানে দ্বিগুণতর বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া তাঁহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। শোক ক্রোধে রূপান্তরিত হইয়া মনসাদেবী সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব বা ঘৃণা শত-গুণে বর্ধিত করিয়াছে। হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা অশ্রুরূপে উৎসারিত হইয়া সে অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থা করে নাই। কিন্তু যখন বিদ্বেষ টুটিয়া গিয়া ভক্তি-মন্দাকিনীর কূলপ্লাবী স্রোতধারা জাগিয়া উঠিয়াছে, যখন দুর্গা ও মনসা হৃদয়ের পূজাবেদীতে একাসনে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন, তখন হৃদয়ের উৎস হইতে ভক্তি-অশ্রুধারা সমুৎসারিত হইয়া ভক্তের হৃদয়াকাশে ঘনকৃষ্ণ মেঘের ছায়া সৃজন করিয়া চক্ষুর দ্বার বাহিয়া অজস্র ধারায় বর্ষিত হইয়াছে। সে বর্ষণ চন্দ্রধরের ঊষর হৃদয়ক্ষেত্রেও লতা-পাতা ফুলের সমৃদ্ধি জাগাইয়া দিয়াছে। আরাধ্যা দেবীর পায়ে হৃদয়ের জ্বালা নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া ভক্তহৃদয় গলিয়া শান্তির প্রলেপ রচনা করিয়াছে। এইখানেই বিজয় গুপ্তের রচনার স্বাভাবিকত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব।

রসবোধের দিক্ হইতে বিচার করিলে অন্যান্য কবির তুলনায় কবি বিজয় গুপ্তের রচিত কাহিনীর যে পরিণতি, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। দৈবের হাতে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই যে পরাজয়, তখনকার দিনে সাধারণ সমাজ ইহাতেই প্রীতিলাভ করিত। কবির অনুভূতি সাধারণের সীমা অতিক্রম করিয়া এক বিশেষ ভূমি আরোহণ করিয়া চলে সত্য, কিন্তু সেই উচ্চ ভূমি হইতে সাহিত্যে বা কাব্যে কবির তুলিকা যাহা রূপায়িত করিয়া তোলে, তাহা চিরদিনই সাধারণের প্রাণের ছবি। বর্ণে, সুষমায় তাহা সাধারণের প্রাণের বস্তু হইয়া উঠিবে এবং পাঠকচিত্তে অনুপম কাব্যের রসাস্বাদন জাগাইয়া তুলিবে। নারায়ণ দেবের চন্দ্রধর শেষ পর্যন্ত মনসাপূজায় সম্মতি দান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কাহিনীভাগে এরূপ উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টি হয় নাই। দ্বিজ বিপ্রদাস ও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে মনসাদেবীর পূজায় চন্দ্রধরের স্বীকৃতির ভিতরে কোন বৈশিষ্ট্যের উপকরণ পাওয়া যায় না। তাই বলিতেছিলাম বিভিন্ন লেখকের রচনার তুলনামূলক আলোচনা করিলে কাব্যাংশে বা রচনাকৌশলে কবি বিজয় গুপ্তের শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই

প্রতিপন্ন হয়। তাঁহার লিখিত কাব্যগ্রন্থ যেরূপ অপূর্ব রস-মাধুর্যে ভরপুর তেমনি উহা তৎকালীন সামাজিক এবং রাজনৈতিক আবহাওয়ার একটি নিখুঁত চিত্র। প্রথমটি বাদ দিয়া দ্বিতীয়টির আদর্শমাত্র বলিয়া কবির পরিচয় দিলে, তাঁহার উপর সুবিচার না করার অপরাধেই অপরাধী হইতে হইবে।

দ্বিজ বিপ্রদাসের রচনা পাণ্ডিত্যের আলোকে ভরপূর। বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বর্ণনা এবং রচনাকৌশলের ভিতরে কবির শাস্ত্রজ্ঞান এবং অপরিসীম পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ছন্দের বাঁধুনি এবং বিষয়-বস্তু বিশ্লেষণের ভিতরেও সর্বত্র পণ্ডিতজনোচিত বিবৃতির পরিচয় আছে। কিন্তু কবি বিজয় গুপ্তের রচনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় অপেক্ষাকৃত কম। ছন্দের বন্ধন কোন কোন ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়া উহা আভিধানিক পরিভাষানুসারে সর্বাংশে উচ্চাঙ্গ কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু স্বভাব-কবিত্বের সৌন্দর্যসম্ভারে তাহা ভরপূর। বর্ণনার প্রাঞ্জলতায় এবং রচনার সরসতায় উহা অধিকতর প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। এইজন্যই হয়ত বা সেদিনকার সাহিত্যামোদী বাংলার নবাব হুসেন সাহ কবিকে "ছোট বিদ্যাপতি" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।[১]

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। কানা হরিদত্ত সম্পর্কে কবি বিজয় গুপ্তের বিবৃতিতে পাই—

সর্ব্বলোকে গীত গাহে না বোঝে মাহিত্ম।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত ॥
হরিদত্তের গীত লোপ পাইল এই কালে।
জোড়া-গাঁথা নাহি কিছু ভাগে বোলে চালে ॥
গীতে মতি না দেয়ে কেহ ভাবে বোলে চাল।
তাহা দেখি পুত্র মোর উপজে বেতাল ॥

—বিজয় গুপ্ত

১ His literary appreciation was not confined to Arabic and Persian only, but was extended in an increasing degree to the vernacular literature. Bipradas, *Bejoy Gupta* (*Chotto-Vidyapati*) and Jasoraj Khan mentioned his name with gratitude.

—*History of Bengal* (Jadunath Sirker)

এখানে কবি বিজয় গুপ্তের বর্ণনায়, কানা হরিদত্ত মিত্রাক্ষর বা সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারেন নাই, অথবা তাঁহার কবিতা কিছুটা নিকৃষ্ট ধরনের, এরূপ কোনও অভিব্যক্তি নাই। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার সময়ে কানা হরিদত্তের কবিতা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল। গায়কগণ তাঁহার ছিটাফোঁটা দুই-চারিটি কবিতা লইয়া তাহার সহিত তাহাদের স্বরচিত পদের যোগান দিয়া যে গাথা রচনা করিয়াছিল, তাহাতে পূর্বাপর কাহিনীর সংযোগ রক্ষিত হয় নাই। অন্যান্য অনুলিখিত পুঁথিতে আছে,

কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥

—বিজয় গুপ্ত

অনেক স্থলে হরিদত্তের পদের সঙ্গে মিত্রাক্ষর রক্ষা করিয়া তাহারা পদের যোগান দিতে পারে নাই। কানা হরিদত্তের কবিপ্রতিভার তুলনায় সেই গায়কদল অনেক নিকৃষ্ট ধরনের ছিল। তাই,

সর্ব্ব লোকে গীত গাহে না বোঝে মাহিত্ম॥

—বিজয় গুপ্ত

সেই সব গায়কের শুধু যে ছন্দজ্ঞান কম ছিল তাহাই নহে, যেরূপ সুরের যোজনা করিয়া তাহারা মনসার ভাসান গাহিত তাহাও দেবীর পছন্দ হয় নাই,

গীতে মতি না দেয় কেহ ভাবে বোলে চাল।

—বিজয় গুপ্ত

অন্যান্য অনুলিখিত পুঁথিতে আছে,

কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।

—বিজয় গুপ্ত

তাহাদের না ছিল কথার সম্পদ, না ছিল সুরের মাদকতা। পালার এক অংশের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অপর কোন অংশ যোজনা করিয়া তাহারা কথার তাল ভঙ্গ করিয়া থাকিবে। তাই দেবী উহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বিজয় গুপ্তকে গীত রচনা করিতে স্বপ্নাদেশ দিয়াছিলেন,

জোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাওে বোলে চালে।

—বিজয় গুপ্ত

সেই গায়কদল ভাবের তালও সর্বত্র রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। এ সকলই কবি, গায়কদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,

হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত এই কালে।

—বিজয় গুপ্ত

ইহার অর্থ হরিদত্তের গোটা পুঁথির কবিতামালা তাঁহার সময় লুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তাঁহার সমস্ত কবিতা নিশ্চিহ্ন হয় নাই। তাহা হইলে হরিদত্তের গীত গাহিতে গায়কেরা "গীতে মতি দেয় না" বা তাহারা "স্বর-সঙ্গতি বা কথার পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া চলে না"—এ সকল কথা আসে না।

কবি বিজয় গুপ্ত পাঁচালী রচনার প্রারম্ভে তাঁহার পূর্বসূরী কানা হরিদত্তকে স্মরণ করিয়া লইতে কার্পণ্য করেন নাই। কাহিনীর কিছুটা আভাস এই পূর্ববর্তী কবি হইতে পাইলেও তিনি উহার সম্পূর্ণাঙ্গ তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং কাহিনীর বহুলাংশে তাঁহার মৌলিকতার পরিচয় আছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পদ্মাপুরাণের পুঁথিগুলির অনুসন্ধান ও প্রাপ্তির পথে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন গৈলা নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুত সুশীলকুমার ঠাকুর চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ মহাশয় এবং ফুলশ্রী গ্রামনিবাসী শ্রীযুত ক্ষীরোদবিহারী সেন মজুমদার মহাশয়। তাঁহাদের সহায়তা ভিন্ন পুঁথিগুলি সন্ধান করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। বিশেষ করিয়া সুশীলবাবু বরিশালের বিভিন্ন গ্রামে যাইয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং পুঁথিগুলি সংগ্রহ করিয়া আমাকে প্রদান করিয়াছেন। আদর্শ পুঁথিখানি এবং দক্ষিণ সাহবাজপুরের পুঁথিগুলি তিনিই সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আমাকে দিয়াছেন। তাঁহাদের সহৃদয় সাহায্য ভিন্ন আমার পক্ষে উহা সংগ্রহ করা সম্ভব হইত না। তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিজয় গুপ্তের

পদ্মাপুরাণ

[বন্দনা]
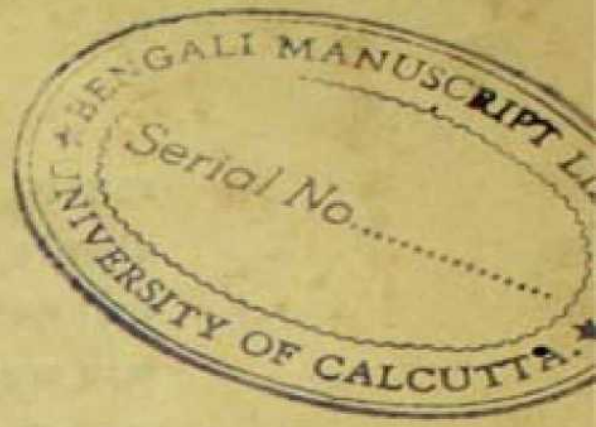
শ [ঙ্খ] চক্র [গ] দাহস্ত ভার্য্যা সরস্বতী।*
বন্দম দেবতাগণ করিয়া ভকতি ॥ ১
প্রথম বন্দিব মুই দেব গণপতি।
অষ্ট লোকগণ বন্দম করিয়া ভকতি ॥ ২
ব্রহ্মা হরি হর বন্দম তালে দিয়া ঘা।
কশ্যপ ক [দ্রু] প বন্দম নাগের বাপ মা ॥ ৩
জরৎকার মুনি বন্দম মুনি পুরন্দর।
অ [া] স্তিক মুনিরে বন্দম দেখিতে সুন্দর ॥ ৪
স্বর্গের দেবতা বন্দম আর সপ্ত ঋষি।
একে একে বন্দিলাম জত স্বর্গবাসী ॥ ৫
স্বর্গের রাজা ইন্দ্র বন্দম শচী যার [ভ] ার্য্যা।
বারাহী চামুণ্ডা বন্দম দেবী মহামায়া ॥ ৬
দেবগুরু দ্বিজ বন্দম অশ্বিনীকুমার।
গুরুর চরণে মোর কুটী নমস্কার ॥ ৭
মগর বাহনে বন্দম গঙ্গা ভাগীরথী।
সিংহ বাহনে বন্দম দেবী ভগবতী ॥ ৮

---

* ১-১৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

আইলা মনসা দেবি গো দেবি না কর বিচার।
উনকুটী নাগ লইয়া দিলা পাটয়ার ॥
হরষিতে পৃথিবীতে নামিলা হরসুতা।
আসন চাপিয়া বসে দেবী হরের দুহিতা ॥
সোনার খাটে বস দেবী রূপার খাটে পাও।
দণ্ডেকে দণ্ডেকে পরে যেত চামরের বাও ॥
রত্নময় সিংহাসনে বসিলা বিষহরি।
বাম পাশে পাত্র নেতা রজককুমারী ॥

হংসরথে ব্রহ্মা বন্দম কমললোচন।
বন্দিলাম গোবিন্দ পদ গরুড়বাহন ॥ ৯
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দম হইয়া এক মন।
আর জত দেবগণ করিল বন্দন ॥ ১০
চন্দ্র স্থর্য্য বন্দিলাম করিয়া ভকতি।
উত্তরে হিমালয়ে দক্ষিণে ক্ষীর নদী ॥ ১১

জানু মালু তাহারা সেবক দুই ভাই।
বাম পাশে পুষ্প জোগায় মালিনী গোড়াই॥
ক্ষীর নদী হতে উঠে গরলের ফণা।
মুখ বাহিয়া পড়ে বিষ জেন অগ্নিকণা॥
শ্রীহরি নারায়ণ ভাবিয়া এক চিত্তে।
মনসার চরণে গীত রচিল বিজয় গুপ্তে॥

বন্দনা

বন্দিলাম বন্দিলাম মাগো যন্ত্রে দিয়া ঘা।
অবধান কর গো জগৎগৌরী মা॥
তাল যন্ত্রে বন্দি আর মন্দিরার ঘা।
কশ্যপ কদ্রুপ বন্দি নাগের বাপ মা॥
জরৎকারু মুনি বন্দম অঙ্গ সুন্দর।
জাহার বরে হইল পদ্মার অষ্ট কোঙর॥
অস্তকমুনি বন্দম পদ্মার তনয়।
ব্যাস বশিষ্ঠ বন্দম সানন্দ হৃদয়॥
স্বর্গের রাজা ইন্দ্র বন্দম শচী জার জায়া।
বারাহী চামুণ্ডা বন্দম দেবী মহামায়া॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু হর বন্দম করিয়া ভকতি।
ভক্তি পুরঃসর বন্দি দেবগণপতি॥
মহিষ বাহনে বন্দম যম শমন।
ময়ূর বাহনে বন্দম দেব ষড়ানন॥
হংস বাহনে বন্দম দেবপ্রজাপতি।
গরুড় বাহনে বন্দম দেব লক্ষ্মীপতি॥
সিংহ বাহনে বন্দি দেবী ভগবতী।
মকর বাহনে বন্দম গঙ্গা ভাগীরথী॥

পূর্ব্বে উদয়ে গিরি বন্দম পশ্চিমে অস্তাচলে।
এক চিত্তে বন্দিলাম স্বর্গ মর্ত্য পাতালে ॥ ১২
জাহার দ্বারে মাগ মের তালের ঘা।
ধনে জনে বাড়াইবা জগৎগৌরী মা ॥ ১৩
একচিত্ত হইয়া বন্দম বিষহরি মাই।
দেবপুরে রহো জদি ধর্ম্মের দোহাই ॥ ১৪
জথায়ে শুন গ গীত বিজয়ে রচিত।
সত্যভাবে কহো তথা জাবা সুনিশ্চিত ॥ ১৫

ছাগলে আনল বন্দম হরিণে পবন।
কুবের বরুণ বন্দম দেব হুতাশন ॥
দেবগুরু বন্দি আর অশ্বিনীকুমার।
ভক্তিভাবে বন্দি মাগো চরণ তোমার ॥
বৃষভ বাহনে বন্দম দেব মহেশ্বর।
সপ্ত ঘোড়া রথে বন্দি দেব দিবাকর ॥
নারদ আদি করিয়া বন্দম সপ্তঋষি।
একে একে বন্দিলাম জতেক স্বর্গবাসী ॥
জনক জননী বন্দম শিরের ভূষণ।
জাহান প্রসাদে দেখি এ তিন ভুবন ॥
সরস্বতী দেবী বন্দম বচনদেবতা।
জাহান প্রসাদে বলি সরস কবিতা ॥
গাইন বন্দম বাইন বন্দম সঙ্গের পক ভাই।
ঘটে অধিষ্ঠান কর বিষহরি মাই ॥
হেম ঘটে বৈস মা আসনে মেল পাও।
যেথানে না আইসে ছন্দ আপনে জোগাও ॥
বালক বচনে জেন সুখী মাতাপিতা।
তেনমত প্রসন্ন হইয়া শুন মোর কথা ॥
আইস গো মনসা মা এ মহীমণ্ডলে।
শ্রীমন্ত ঘটে ভর কর কুতূহলে ॥
আসন চাপিয়া মা ঘটে কর ভর।
তবে সে বলিতে পারি তোমার মঙ্গল ॥

নিরন্তর প্রথম মাগ অষ্ট নাগ সংহে।
হরিষে শুনহ গীত বসিয়া সানন্দে ॥ ১৬
জাহা হতে জন্মিব গীত দেবে জানে দড়।
শিশু হতে বিজয়ে গোপ্ত পদ্মা ভক্তিবর ॥ ১৭

[স্বপ্নাধ্যায় পালা]

শ্রাবণ মাসে রবিবারে মনসা পঞ্চমী।
তৃতীয়[১] প্রহর রাত্রি নিদ্রা জায়ে স্ব [া] মী ॥ ১৮
নিদ্রার আবেশে না জানে কোন জন।
হেনকালে বিজয়ে গোপ্তে দেখিল সপন ॥ ১৯
গৌরবর্ণ শরীর ব্রাহ্মণের নারী।
রত্নময় অলঙ্কার দিব্য বস্ত্র পরি ॥ ২০
তপ্ত কাঞ্চন হেন শরীরের জুতি।
[২]সতি স্থশ্রী কাসিত পরম স্থরতী[২] ॥ ২১

যতক্ষণ জুড়িয়া তোমার গুণ গাই।
ঘট হতে লড় যদি শিবের দোহাই ॥
আমার কণ্ঠ ছাড়ি জদি অন্তের কণ্ঠে জাও।
শিবের দোহাই লাগে আস্তের মাথা খাও ॥
ধূপ দীপ জালিয়া করিছে অঙ্গীকার।
মনসার মণ্ডবে দেও জয় জয় জোকার ॥
জেখানে পড়ে মা গো তোমার তালের ঘা।
নেতার সঙ্গতি আইস জগৎগৌরী মা ॥
মা বন্দম বৈতরিণী বাপ জন্মদাতা।
একে একে বন্দিলাম স্বর্গের দেবতা ॥
মনসার পাদপদ্ম ভাবিয়া হৃদয়।
কহিব কবিত্ব কিছু অতি রসময় ॥
ছাড়িলাম বন্দনা গাইন গীতে দেও মন।
স্বপ্ন অধ্যা পালা বলি শুন সর্ব্বজন ॥

১ দ্বিতীয় (খ), (গ)। ২—২ ইন্দ্রের শচী কিম্বা মদনের রতি, (খ), (গ)।

চাচর মাথার কেশ জিনিয়া চামর।
সকল শরীরে দেবীর সর্প অজাগর ॥ ২২
নাগরথ হইতে লামিলা হেম ঘটে।
উঠ উঠ পুত্র বলি ঘা[১] দিলা পীষ্টে। ২৩
[২]দেবী বোলে[২] আরে পুত্র কত নিদ্রা যাও।
শিয়রে মনসা তোমার চক্ষু মেলি চাও ॥ ২৪
মনে ভয় না করিয় দেখিয়া নাগজাতি।
[৩]শিবের কুমারী[৩] আমি দেবী পদ্মাবতী ॥ ২৫
মোর প্রিয়[৪] ভক্ত তোমি সেবক-প্রধান।
স্বপ্নে উপদেশ বলি না ভাবিয় আন ॥* ২৬
[৫]সর্ব্ব লোকে গীত গাহে না বোজে মাহাত্ম্য[৫]।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত ॥ ২৭
হরিদত্তের গীত লোপ্ত পাইল এই কালে।
জোড়া গাথা নাহি কিছু ভাণ্ডে[৬] বোলে চালে ॥** ২৮
গীতে মতি না দেয়ে কেহ [৭]ভাবে বোলে চাল[৭]।
[৮]তাহা দেখি পুত্র মোর উপজে বিশাল[৮] ॥ ২৯
মোর বোলে পুত্র তোমি হও সাবহিত।
নানা ছন্দে নানা রাগে রচ মোর গীত ॥ ৩০

---

১ হাত, (খ), (গ)। ২—২ গাঁ তোল, (খ), (গ)। ৩—৩ মহাদেবের কন্যা, (খ), (গ)। ৪ পায়, (খ), (গ)।

* ২৬ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদটি অতিরিক্ত :—

আজু নিশি অবসান এড়িয়া বসন।
গীত ছন্দে বোল কিছু আমার স্তবন ॥

৫—৫ মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য, (খ), (গ)। ৬ ভাবে (খ), (গ)।

** ২৮ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদ অতিরিক্ত :—

কথার সংহতি নাহি না শুনি সুসার।
এক গাহিতে আর গাহে নাহি মিত্রাক্ষর ॥

৭—৭ মিছা লাপ ফাল, (খ), (গ)। ৮—৮ দেখিতে শুনিতে আমার উপজে বেতাল, (খ), (গ)।

মনে কিছু না চিন্তিয় মুই দিলুম বর।
[১]না ভাবিয়া বোল যদি হইব সরল[১] ॥ ৩১
ছিকলির [২]ছন্দে পয়ার মধ্যে লাচারি[২]।
গীতের আগে রচিয় গোসাইর পুষ্পবাড়ি ॥ ৩২
পুষ্পবনে আমার জন্ম পৃথিবীর অধ।
রাগের সঙ্গে পরিচয় চণ্ডিকার বধ ॥ ৩৩
চণ্ডীর চেতন গীত রচিয়া সভেদ।
আমার বিবাহের পরে স্বামীর বিচ্ছেদ ॥ * ৩৪
আমার দুঃখের কথা শুনি না ভাবিয় ত্রাস।
সত মায়ের বাক্যে বাপে দিল বনবাস ॥ ৩৫
বাপের বিচ্ছেদে মোর প্রাণ পোড়ে শোকে।
জেন মতে পৃথিবীতে পোজে নরলোকে ॥ ৩৬
মোর পূজা করি লোকে পাইল বহু ধন।
জেন মতে বিরস্তিলুম হাসন হোসন ॥ ৩৭
সোনকার ঘরে গিয়া পাইলাম সঙ্কট।
জেন মতে চান্দ বানিয়া ভাঙ্গে মোর ঘট ॥ ৩৮
ক্রোধ করি কাটিলাম তাহার গোয়াবাড়ি।
জেন মতে বধিলাম শঙ্কু ধন্বন্তরি ॥ * * ৩৯

১—১ না বুঝিয়া বল যদি হবে মিত্রাক্ষর।—(খ), (গ)। ২—২ মধ্যে পয়ার তাহাতে লাচারি।—(খ)।

* ৩৪ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদটি অতিরিক্ত :—

অষ্টনাগের জন্ম গাইও ক্ষীরোদ মথন।
বিষ খাইয়া মহাদেব হল অচেতন।

* * ৩৮-৩৯ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ), (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

চান্দোর সনে বাদ মোর ছিল জান রীত।
ভাল করিয়া রচিও বাপু সেই সব গীত।
প্রথম বাদে কাটিলুম চান্দর গুয়াবাড়ী।
ধন্বন্তরি বধিলাম শঙ্কর গাড়রি।

মহাজ্ঞান হরিলাম [১]ছয়ে পুত্র বধিল[১] ।
জালুয়ার [২]ঘরে সোনকা লুকাইয়া পুজিল[২] ॥ ৪০
পুত্রবর দিয়া তারে পাঠাইলাম ঘরে ।
ধনে জনে চান্দের[৩] ডিঙ্গা ডুবাইলাম সাগরে ॥ ৪১
লখাইর বেউলার জন্ম গাইয় লোহার ঘরে বাস ।
জেনমতে কালি নাগে প্রাণ কৈল নাশ ॥ ৪২
সাহস করিয়া বেউলা উদ্ধারে সকল ।
জেন মতে চান্দ বানিয়া দিল পুষ্প জল ॥ ৪৩
স্বর্গ হইতে দেবের রথ পাঠাইল পরে ।
স্বর্গে গেল চান্দ বানিয়া [৪]সব পরিবারে[৪] ॥ ৪৪
[৫]কহিল সকল কথা যত ওর পার ।
গীত ছন্দে বলিয় কিছু বন্দিয়া পয়ার ॥[৫] ৪৫
যথা গীত শুনি আমি তোমার রচিত ।
সত্য ভাবে কহিল তথা জাব সুনিশ্চিত ॥ ৪৬
আমার গীত শুনিতে জার হৃদয়ে কতুক ।
মোর বরে হবে তার নানা ধনে সুখ ॥* ৪৭

১—১ চান্দর বধিলাম ছয় পো, (খ), (গ) । ২—২ মোওবে সোনেকা লুকাইয়া পুজে মো, (খ), (গ) ।

৩ চৌদ্ধ (খ), (গ) । ৪—৪ গেল সবান্ধবে, (খ), (গ) ।

৫—৫ কহিলাম সকল কথা জে জানি বৃত্তান্ত ।
গীত নহে জানিও এই মনসার মন্ত্র ॥

* ৪৭ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

অহঙ্কারে মোর গীত করে উপহাস ।
মোর কোপে হয় তাহার সর্ব্বত্র বিনাশ ॥
জাহার ঘরে শুনি গীত আমার স্তবন ।
পাতিয়া বিচিত্র ঘট উত্তম আসন ॥
জয় জয় হুলাহুলি দিয়া বলিদান ।
মোর বরে হয় তাহার সর্ব্বত্র কল্যাণ ॥

অপুত্রার পুত্র হয় দরিদ্রের ধন।
রোগীর রোগ দূরে যায়ে [১]বন্দিত মোচন[১] ॥ ৪৮
নারী জার ঘরে নাই নারী হয়ে ঘরে।
মনের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়ে মোর বরে ॥ ৪৯
[২]এতেক স্বপ্ন দেখিয়া হরিষ বিশেষ[২]।
নাগ রথে চড়ি দেবী গেলা নিজ দেশ ॥ ৫০
স্বপ্ন দেখি বিজয়ে গোপ্তের [৩]নিদ্রাভঙ্গ হইল[৩]।
হরি হরি [৪]রাম রাম গোবিন্দ বলিল[৪] ॥ ৫১
প্রভাত সময়ে প্রকাশিত দগ্ধ আশা।
স্নান করি বিজয়ে গোপ্তে পূজিল মনসা ॥ ৫২

[মনসার জন্ম পালা]

হরি মনে ভাবিয়া[৫] নির্ম্মল কৈলা চিত।
রচিতে আরম্ভ কৈল মনসার গীত ॥ * ৫৩
ঋতু [শ]শী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতা[ন] হুসন রাজা পৃথিবীপালক ॥ ৫৪
সমরে দুর্জ্জয়ে রাজা বিপক্ষের যম।
দানে কল্পতরু রাজা রূপে কামসম ॥ ৫৫
যাহার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে [অ]ধিক।
মুলুক ফতোয়াবাদ বাঙ্গ রোর[া] [তম]সিক ॥ * * ৫৬

১—১ বন্দির মোচন, (খ) (গ)। ২—২ হেন মতে সপন কথা কহিয়া উপদেশ, (খ), (গ)। ৩—৩ দূরে গেল নিন্দ, (খ), (গ)। ৪—৪ নারায়ণ স্মরয়ে গোবিন্দ, (খ), (গ)।
৫ স্মরি (খ), (গ)।

* ৫৩ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদ অতিরিক্ত :—

জেই মতে পদ্মাবতী করিলা সম্বিধান।
তেন মতে করে সব গীতের নির্ম্মাণ ॥

** ৫৪-৫৬ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহা নৃপতিতিলক।

পশ্চিমে গর্গর নদী পূর্ব্বে ঘণ্টস্বর।
মধে[্য] ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥ ৫৭
বৈদ্য জাতি বৈসে তথা লেখনে চতুর।
একাদশীর ব্রত করে পূজয়ে ঠাকুর ॥ * ৫৮
স্থানগুণে জেই বৈসে[1] সেই জ্ঞানময়ে[2]।
[3]হেন [ফুল]শ্রী গ্রামে বাস করেন বিজয়ে[3] ॥ ৫৯
জোড় হস্তে গুনিনেরে[4] করি পরিহার।
গীতের জত দোষ [5]না লবা[5] আমার ॥ ৬০
সভার পাচালী গীত নানা দোষময়ে।
[6]তার দোষ না লইবা[6] পণ্ডিত জত[7] হয়ে ॥ ৬১
রাম রাম বোল ভাই মধুরস বাণী।
দেবগুরু বন্দিলাম জত নাম জানি ॥ † ৬২

সংগ্রামে অর্জ্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী ॥
রাজার পালনে প্রজা সুখে ভোঞ্জে [অ]ধিক।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া নিম ॥

* ৫৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

চারি বেদ ধারি তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্য জাতি বৈসে নিজ শাস্ত্রে কুশল ॥
কায়স্থ জাতি বৈসে তথা লিখনেত শূর।
আর জত জাতি বৈসে নিজ শাস্ত্রে চতুর ॥

১ জন্মে, (খ), (গ)। ২ গুণময়, (খ), (গ)। ৩—৩ ফুল্লশ্রী গ্রাম নিবাস বিজয়, (খ), ৪ সভাকারে (খ), (গ)। ৫—৫ ক্ষেমিয়া (খ), (গ)। ৬—৬ এহার দোষে মতি নাদে, (খ), গ। ৭ জেবা, (খ), (গ)।

† ৬২ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বিজয় গুপ্তে বোলে গাইন হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া গাই গীতে দেও চিত ॥
বিজয় গুপ্তে রচে পুথি মনসার বর।
স্বপ্ন অধ্যা পালা গাইলাম এইখানি সোসর ॥

*পৃথিবীর ছুর্লভ [১]স্থান নাম কাশীপুর[১] ।
তথায়ে বসতি করে স্থষ্টির ঠাকুর ॥ ৬৩
[২]পৃথিবীর বই পুরী দেব সর্ব্বে রাখে[২] ।
দেবগণ লইয়া শিব নিত্য তথা থাকে ॥ * * ৬৪
[৩]আর দিন বসিয়াছে[৩] শিব লইয়া দেবগণ ।
হেন কালে [৪]তথায়ে গেল[৪] নারদ তপোধন ॥ ৬৫

---

* স্বপ্ন অধ্যায়ের পরে (খ), (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

হরি ভজিবার সময় জায় বহিয়া । ধুয়া । (খ)
ওগো কাশীনাথ মোরে কর দয়া হে । ধুয়া—গ
পূর্ব্বে বারাণসী রাজা ছিল দ্বিজদাস ।
তাহারে ঘুচাইয়া শিব তথায় করে বাস ॥

১—১ স্থান সেই কাশীপুর, খ, গ । ২—২ ভূমি অন্তরিক্ষ পুরী যক্ষ সঙ্গে রাখে ।—খ, গ ।

* * ৬৪ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদ কয়টি অতিরিক্ত :—

মুনিগ্নের কিবা কথা দেবে বোলে ভাল ।
গৌরী লইয়া শিব তথা বঞ্চে চিরকাল ॥
কাশীর জতেক গুণ কহিতে নাহি অন্ত ।
হেনকালে ঋতুরাজ আসিল বসন্ত ॥
ছুর্লভ বসন্ত ঋতু পরম সুন্দর ।
বিকশিত নানা পুষ্প গন্ধে মনোহর ॥
মলয়া শীতল বাও বহে মন্দ মন্দ ।
ভ্রমরা ঝঙ্কার করে পে মকরন্দ ।
কু কু করিয়া স্বর কোকিল গায় সারি ।
চারিদিগ চাপিয়া মদনে করে ধারি ।
পুষ্পিত সকল বৃক্ষ লম্ব নানা ফল ।
কালের প্রভাবে লোকের বাড়ে কুতুহল ।

৩—৩ এক দিন আছেন, খ, গ । ৪—৪ আসিল তথা, খ, গ ।

শিবেরে দেখিয়া মুনি বন্দিলা চরণ।
আশিসিয়া বোলে শি [ব] বৈস তপোধন ॥* ৬৬
[১]শিবে বোলে নারদ তোমী[১] শুনহ বিশেষ।
কেমত [২]দেখিলা আমার[২] বারাণসীর দেশ ॥† ৬৭
হাসিয়া [৩]বোলেন মুনি[৩] শোনহ গোসাই।
বারাণসী হেন [৪]স্থান পৃথিবীতে[৪] নাই ॥ ৬৮
[৫]ভাল স্থান করিছ তোমি কাশী বারাণসী[৫]।
ইন্দ্রের অমরা[৬] হইতে অধিক হেন[৭] বাসি ॥ ৬৯
[৮]কাশীর যতেক গুণ কি কহিব অন্ত।[৮]
[৯]বিকশিত নানা পুষ্প[৯] পিয়ে মকরন্দ ॥ ৭০
[১০]কুহু কুহু করিয়া[১০] কুকিলা গাহে সারি।
চারিদিগে বেড়িয়া[১১] মদনে করে ধারি ॥ ৭১
ভাল স্থান করিছ তোমি কাশী বারাণসী।
তথায়ে মরিলে লোক হয়ে স্বর্গবাসী ॥ ৭২
হাসিয়া বোলেন মুনি শোনহ গোসাই।
আর এক কথা আছে কহি তোমার ঠাই ॥ ‡ ৭৩

---

* ৬৬ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ), (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

নারদ দেখিয়া শিব হাসে ঘন ঘন।
গৌরব করিয়া বোলে বৈস তপধন।

১—১ মহাদেব বোলেন মুনি, খ, গ। ২—২ শোভা দেখ মোর, খ, গ।

† ৬৭ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদটি অতিরিক্ত :—

অবিরোধে ত্রিভুবন ভ্রম তপধন।
বারাণসী হেন পুরী দেখ কোন স্থান।

৩—৩ নারদে বোলে, খ, গ। ৪—৪ পুরী কোন থানে, খ, গ। ৫—৫ ত্রিভুবনের মধ্যে তোমার পুরী কাশী, খ, গ। ৬ নগর, খ, গ। ৭ শোভা, খ, গ। ৮—৮ মলয়া শীতল বাও বহে মন্দ মন্দ।—খ, গ। ৯—৯ ভ্রমরা ঝঙ্কার করে—খ, গ। ১০—১০ কু কু করিয়া স্বর, খ, গ। ১১ চাপিয়া, খ, গ।

‡ ৭২-৭৩ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

তোমার প্রসাদে আমি এ ভুবন চরি।
কোনখানে নহে দেখি কাশী হেন পুরী।

সরযুতের দক্ষিণ কুলে এক[১] রম্য স্থান।
[২]চণ্ডী করিছে তাথে পুষ্পের উথান[২] ॥ * ১৪
রাত্রি [৩]কালে ডাকিনী যুগিনী লইয়া খেলা।[৩]
সেই পুষ্পবনে [৪]চণ্ডী নিত্য করে খেলা[৪] ॥ ১৫
[৫]আর কেহ নাহি দেখে অতি বহুদুর।[৫]
[৬]তাহার অধিক নহে[৬] তোমার কাশীপুর ॥ ১৬
[৭]এত শুনি হাসিলেক শিব শূলপাণি।[৭]
[৮]চণ্ডিকার পুষ্পবন আমিত না[৮] জানি ॥ ১৭
[৯]নিস্বরে কহিলা শিব[৯] নারদের কানে।
[১০]কবি তথা জাব আমি চণ্ডী নহে জানে[১০] ॥ ১৮
এতেক শুনিয়া মুনি বন্দিলা চরণ।
দিব্যরথে আকাশে উঠিলা তপোধন ॥ * * ১৯

আর স্থান নহে কাশী তোমার আলয়।
মোনে আছে এক কথা কহিতে বাসি ভয় ॥

১ আছে, খ, গ। ২—২ চণ্ডিকা করিলা তথা পুষ্পের নির্ম্মাণ।—খ, গ।

* ১৪ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদকয়টি অতিরিক্ত :—

নাহি মৃগ পাখী তথা মুনিষ্য গমন।
পরম সুন্দর ফুল ফোটে সেই বন ॥
ভাল স্থান করিল দেবী সরযূর কুল।
পারিজাত আদি করি আছে নানা ফুল ॥

৩—৩ কাল হইলে ডাকিনী লইয়া মিলি—খ, গ। ৪—৪ দেবী নিত্য করে কেলি, খ, গ। ৫—৫ আরে নহে দেখে স্থান আছে বহু দুর—খ, গ। ৬—৬ তেমত পুষ্প নহে দেখি, খ, গ। ৭—৭ নারদের কথা শুনি হাসিলা শূলপাণি। খ, গ। ৮—৮ চণ্ডিকা স্থজিল ফুল আমি নহে, খ, গ। ৯—৯ নিঃশবদে কহে কথা—খ, গ। ১০—১০ কাইল জাইব তথা চণ্ডিকা না জানে—খ, গ।

* * ১৯ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

দুইজনে গুপ্ত কথা কহিয়া কানাকানি।
চরণে পড়িয়া মুনি মাগিল মেলানি ॥

ত্রিভুবনে ফিরে মুনি কন্দলের আশে।
শিব [১]সম্ভোধিয়া গেল চণ্ডিকার পাশে[১] ॥ ৮০
[২]দেবীরে দেখিয়া মুনি[২] বন্দিলা চরণ।
[৩]সম্ভাষিয়া বোলে দেবী[৩] বৈস তপোধন ॥ ৮১
মুনি[৪] বোলে দেবী আসনে কার্য্য নাই।
[৫]একখানি কথা আমি কব[৫] তোমার ঠাই ॥ ৮২
সরযুতের দক্ষিণ কূলে তোমার পুষ্পবন।
[৬]ক[া]লি তথায়ে যাবে দেব ত্রিলোচন[৬] ॥ ৮৩
একেশ্বর যাবে শিব [৭]কেহ নাহি সাথে[৭]।
না জানি কি [৮]হয়ে তথা গেলে কাশীনাথে[৮] ॥ * ৮৪
[৯]এতেক বলিয়া মুনি বন্দিলা চরণ[৯]।
দিব্য রথে [১০]নিজ ঘরে গেল[১০] তপোধন ॥ ৮৫
ত্রিভুবনে ফিরে মুনি কন্দলের আশে।
ত্বরিতে মিলিল গিয়া আপনার দেশে ॥ † ৮৬
নারদ মুনি[১১] ঘরে গেল বেলা অবশেষ।
চণ্ডীর [১২]আসরে শিব করিল প্রবেশ[১২] ॥ ৮৭
দুইজনে নানা কথা মনে মনে হাসি।
হাস্য পরিহাস্যে দুহে পসাইলা নিশি ॥ ৮৮

১—১ সম্ভাষিয়া জায় চণ্ডিকার আওয়াসে, খ, গ। ২—২ ভূমিতে পড়িয়া মুনি, খ, গ। ৩—৩ আশীর্ব্বাদ করিয়া বোলে, খ, গ। ৪ নারদ, খ, গ, ৫—৫ মোনে আছে এক কথা কহিব, খ, গ। ৬—৬ তোমা ভাণ্ডি কালি তথা জাবে ত্রিলোচন, খ, গ। ৭—৭ স্ত্রী না নিবে মেলে, খ, গ। ৮—৮ দৈব ফলে শিব তথা গেলে, খ, গ।

* ৮৪ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদটি অতিরিক্ত :—

কহিলাম সকল কথা জে জানি সন্ধান।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম জে হয় সমাধান ॥

৯—৯ চণ্ডিকার তরে হেন কহিয়া কথন, খ, গ। ১০—১০ আকাশে চলিল, খ, গ।

† ৮৬ সংখ্যক পদটি অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১১ জদি, খ, গ। ১২—১২ গৃহেতে গিয়া প্রবেশিলা হর, খ, গ।

প্রভাত সময়ে কাক ডাকে চারিভিতে।
শয্যা ত্যাগিল শিব পুষ্পবনে যাইতে ॥ * ৮৯
[১]পুষ্পবনে যাইতে শিব স্থির নহে মতি[১]।
শিবেরে[২] চঞ্চল দেখি জিজ্ঞাসে পার্ব্বতী ॥ ৯০
আজু কেনে তোমার মন না বুজি গোসাই।
[৩]আমারে ছাড়িয়া[৩] তুমি যাবা কোন ঠাই ॥ ৯১
কার্য্যের গৌরবে যদি যাও দৈবগতি।
যথাতথা যাও আমি যাই সংহতি ॥ ৯২
[৪]কপট করিয়া কথা কহ নানা ছলে[৪]।
দড় মুষ্টে ধরিলেক শিবের আচলে ॥ ৯৩
আচলে আচলে গাইট বান্দিয়া নিয্যাস।
সিংহাসনে[৫] শুইলা দেবী শিব বাম পাশ ॥† ৯৪
[৬]চঞ্চল শরীরে শ্বাস বহে খরতর[৬]।
চণ্ডীরে নিদ্রালি দিয়া [৭]বাহের হইল[৭] হর ॥ ৯৫
হাতসানে কহে কথা না করে শবদ।
নন্দীরে আদেশ [৮]দিল সাজাইতে[৮] বলদ ॥ ৯৬
শিবের আদেশ নন্দী [৯]মস্তকে বান্দিয়া[৯]।
[১০]বলদ গোটা আনে নন্দী বাহির করিয়া[১০] ॥ ৯৭

---

* ৮৮-৮৯ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১—১ সাত পাঁচ ভাবিয়া শিব স্থির করি মতি, খ, গ। ২ প্রভুরে, খ, গ। ৩—৩ মোর ঘর হতে, খ, গ। ৪—৪ এতেক বলিয়া দেবি শুইলা কুতুহলে, খ, গ। ৫ হরিষ মনে, খ, গ।

† ৯৪ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদ অতিরিক্ত :—

চিত্তে স্বাস্থা নাহি গোসাঞী জাবে পুষ্পবাড়ি।
মিছা মিছা নিদ্রা জায় ঘন শ্বাস ছাড়ি।
নিদ্রায় ভুলিল মন জানিল নিশ্চয়।
হরিষ মনে শুইলা দেবি খণ্ডিল বিস্ময়।

৬—৬ নাসিকার শ্বাস দেবীর করে ঘর ঘর, খ, গ। ৭—৭ বাহিরে গেল, খ, গ। ৮—৮ করে সাজারে, খ, গ। ৯—৯ মস্তকেতে বন্দি, খ, গ। ১০—১০ আথে বেথে ব্রহ্মরথ সাজাইল নন্দী, খ, গ।

ঐরাবত হস্তী যেন বৃষের লক্ষণ[১] ।
[২]শিরেতে তুলিয়া দিল সে[া]বর্ণ ভূষণ[২] ॥ ৯৮
[৩]সর্বাঙ্গে তুলিয়া দিল মাণিক্য রতন[৩] ।
গলায়ে বান্দিল ঘণ্টা করে ঠন ঠন ॥ ৯৯
বুকে পীষ্টে [৪]বান্দিলেক সোদরি[৪] ঘাগর ।
লেজেতে [৫]বান্দিল শ্বেত দিগল[৫] চামর ॥ ১০০
[৬]শৃঙ্গেতে তুলিয়া দিল সোবর্ণের থোপ ।
চারিপাশে বান্দিলেক সোনার নপুর[৬] ॥ ১০১
সোবর্নের [৭]দীপ্তি হেন শোভে[৭] মুখখান ।
দেখিয়া কতুক শিব[৮] বলদের ঠান ॥ ১০২
আড়[৯] নয়ানে শিব চাহে এক দিষ্টে ।
লাফ দিয়া উঠে[১০] শিব বলদের পীষ্টে ॥ ১০৩
চল চল [১১]বলি শিব ঠেলা দিল[১১] পায়ে ।
[১২]অন্তরীক্ষে যায়ে বৃষ[১২] বায়ুগতি ধায়ে ॥ * ১০৪
[১৩]অতি শীঘ্র চলে বৃষ বায়ু সমতুল[১৩] ।
আঁখির নিমিষে গেল সরযুতের কুল ॥ * * ১০৫

---

১ শরীর, খ, গ। ২—২ সুবর্ণের খুড় দিল খুড়ের বাহির, খ, গ। ৩—৩ পৃষ্ঠেতে লাছিল রম্য পাটের বসন, খ, গ। ৪—৪ চারিপাশে বান্ধিল, খ, গ। ৫—৫ বান্ধিয়া দিল দিব্য শ্বেত, খ, গ। ৬—৬ শ্রবণ লাড়িতে শুনি কিঙ্কিণীর বোল।
দুই শৃঙ্গের উপরে দিল সুবর্ণের খোল ।—খ, গ।
৭—৭ ঝিলি মিলি সাজে, খ, গ। ৮ বর, খ, গ। ৯ উৰ্দ্ধ, খ, গ। ১০ চড়ে, খ, গ। ১১—১১ বলিয়া ঠেলা দিল বাম, খ, গ। ১২—১২ আকাশে উঠিয়া শিব, খ, গ।

* ১০৪ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—
দেব অধিষ্ঠান বৃষ পূজে দেবগণে ।
শিবের মতি বুঝিয়া বৃষ চলে পুষ্পবনে ॥

১৩—১৩ অন্তরীক্ষে জায় যেন বায়ু উড়ে ধুল ।—খ, গ

* * ১০৫ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—
সচকিতে চারিভিতে চাহে শূলপাণি ।
উশ্চস্বরে ডাকে শিব কেওয়ানি কেওয়ানি ॥

জালুয়া ডোমের নারী গৌরী নাম তার ।
খেওয়া নাও পাতিয়া [১]গোসাইরে ক[রে]র[১] পার ॥ ১০৬
দেব মেলে থাকে বৃষ বোজে দেবের মন ।
শিবের মন বুজি বৃষ মিলে পুষ্পবন ॥ ১০৭
পুষ্পবনের মধ্যে শিব গেল একেশ্বর ।
পুষ্প দেখি সন্তোষ্ট হইলা মহেশ্বর ॥ ১০৮
পুষ্পবন দেখিয়া শিবের রঙ্গ উপজিল ।
ফুটিল সকল ফুল তাহারে তুলিল ॥ ১০৯
বিজয়ে গোপ্তে বোলে গাইন কতুক হইল ভারি ।
সম্বাদ পরিল গাইন বোলহ লাচারি ॥ ১১০*

লাচারি

দেখিয়া পুষ্পের বন আনন্দিত ত্রিলোচন
স্থললিত[২] গন্ধে মনোহর ।
শরত বসন্ত কালে বিকশিত ডালে ডালে
মধুলোভে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ ১১১
চাপা নাগেশ্বর জাতী লবঙ্গ মালতী যুতী
কেওয়া [৩]কেতকী বক ফুল[৩] ।

১—১ শিবেরে করে, খ, গ ।

* ১০৭-১১০ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

সাগর তরিয়া শিব আনন্দিত মন ।
বৃষের পৃষ্ঠে চরিয়া মিলিলা পুষ্পবন ।
পুষ্পবনে গিয়া দেখে দেব মহেশ্বর ।
বনমধ্যে নানা পুষ্প গন্ধে মনোহর ।
মধুলোভে ভ্রমরা ভ্রমরে ঝাকে ঝাকে ।
কূ কূ করিয়া কুকিলা পক্ষী ডাকে ।
বিজয় গুপ্তে বোলে গাইন হও সাবহিত ।
পয়ার এড়িয়া বোল লাচারির গীত ।

২ বিকশিত, খ, গ । ৩—৩ কস্তুরি করুবক, খ, গ ।

টগর মাধবীলতা অশোক অপরাজিতা
[1]বান্দুলি তিল দ্রোবন বকুল[1] ॥ ১১২
গুলাপ মল্লিকা ধাই কুটজ কাঞ্চন জাই
কস্তুরি ধুতুরা সত বর্গ ।
তুলসীর ফুল[2] যত তাহা বা কহিব কত
জবা পুষ্প দিতে সূর্য্য অর্ঘ ॥ ১১৩
শ্যামলতা শ্রীফল [3]করবী পুষ্প কমল[3]
ভূমিচাপা [4]আর গন্ধরাজ[4] ।
[5]কুসন্ত কুন্দ গুলাচি অতসী গেন্দা এলাচী
কৃষ্ণচূড়া পদ্ম গোলরাজ ॥ ১১৪
পলাশ সেরতী যত মাধবী দুলাল সত
সূর্য্যমুখী আর শেফালিকা ।
বিষ্ণুপদী চন্দ্রমণি নীলকণ্ঠ সূর্য্যমণি
জয়ন্ত বেল চন্দ্রমল্লিকা ॥ ১১৫
ঝিকটা নন্দদুলাল ভাবী (?) কদম্ব ভাল
পুষ্প সব ফুটিছে বহল ।[5]
মলয় বসন্ত[6] বায়ে [7]ভ্রমরা ঝঙ্কারে তায়ে[7]
নানা পাখী করে কোলাহল[8] ॥ ১১৬
মধুলোভে মত্ত কায়ে কুকিলে পঞ্চম গায়ে
ভ্রমর ভ্রমরী যায়ে সঙ্গ ।
[9]ফুটিল কমল কলি তাহা দেখি মত্ত অলি[9]
তাহা দেখি কুপিল[10] অনঙ্গ ॥ ১১৭
পূর্ব্বে [11]যারে কৈল সেবা বৈরী পাইয়া পদ প্রভা[11]
মধুমাস পাইয়া পুষ্পগণে[12] ।

১—১ করবী জে বকুল তিলক, খ, গ । ২ মালসি, খ, গ । ৩—৩ সিয়লি কমল দল, খ, গ । ৪—৪ গন্ধে মনোহর, খ, গ । ৫—৫ এই অংশ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই । ৬ সমীপে, খ, গ । ৭—৭ কোকিলে পঞ্চম গায়, খ, গ । ৮ কেলি, খ । ৯—৯ কাম কৌতুকে মেলি দুই পক্ষী করে কেলি, খ, গ । ১০ ক্ষেপিল, খ, গ । ১১—১১ জাহারে করিলাম বধ সেই বৈরী পাইল পদ, খ, গ । ১২ বনে, খ, গ ।

কে বোজে [১]দেবের মতি[১] যে দেব সৃষ্টির পতি
হেন শিব পীড়িত মদনে ॥ ১১৮
কামে ব্যাকুল শিব কাতর চঞ্চল জীব
রতিলোভে [২]হইল প্রবেশ[২] ।
[৩]কামেতে হইল[৩] ভোল শ্রীফল গাছে দিল কোল
আচম্বিতে খসে মহারস ॥ ১১৯
খসিল অনঙ্গের[৪] ধন চমকিত ত্রিলোচন
বাম হস্তে ধরিল সন্ধানে ।
চন্দ্র হাতে মনে [৫]ভাবি সঙ্গে না আছে দেবী[৫]
এ অগ্নি ধরিব কোন জনে ॥ ১২০
লইয়া[৬] বিকল মন নেহারে কমল বন
চিন্তিতে মনেতে[৭] অসোয়াস্ত ।
[৮]সমুদ্র নেহারি বনে[৮] এড়িল কমল দলে
সরোবরে পাখালিল হস্ত ॥ ১২১
পদ্মপত্রে মহাধন রাখিলেক ত্রিলোচন
[৯]দূর হইতে পক্ষিণী দেখিল[৯] ।
তিষ্ণায়ে হইয়া[১০] ধন্দ না বুজিল ভাল মন্দ
জল জ্ঞানে [১১]পক্ষিণী গিলিল[১১] ॥ ১২২
[১২]যক্ষনে পিলেক[১২] জল ফুটিলেক[১৩] বুদ্ধি বল
[১৪]অগ্নি জলে সকল শরীরে[১৪] ।
[১৫]অনল সমান মনে উগারিল ততক্ষণে
আরবারে পদ্মবনে এড়ে[১৫] ॥ ১২৩

১—১ দৈবের গতি, খ, গ । ২—২ করে চব মধ, খ, গ । ৩—৩ অতি কামে হইয়া, খ, গ । ৪ অক্ষয়, খ, গ । ৫—৫ করি সঙ্গে না আনিলাম গৌরী, খ, গ । ৬ লজ্জায় খ, গ, ৭ হৃদয়, খ, গ । ৮—৮ সম্ভ্রমে নামিয়া জলে, খ, গ । ৯—৯ পাখিনী দেখিল দূরে থাকি, খ, গ । ১০—লাগিল, খ, গ । ১১—১১ পীল চক্রপাখী, খ, গ । ১২—১২ জেন মতে পীল, খ, গ । ১৩ টুটী আইসে, খ, গ । ১৪—১৪ সকল শরীরে অগ্নি জলে, খ, গ । ১৫—১৫ অগ্নি সম বেগ পাইয়া, এড়িলেক উগারিয়া আর বার থুইল পদ্মদলে ।

সুরঙ্গে[১] হইয়া বন্দী পাইয়া মৃণাল সন্দি
[২]মহারস পাতালে নামিল[২]।
প্রবেশিল[৩] পাতাল পুরী জন্মিল নাগিনী নারী
[৪]দেবকন্যা সোন্দর দেখিল[৪] ॥ ১২৪
বার্ত্তা পাইয়া নাগরাজে [৫]স্বর্গে ধুম ধুমি বাজে[৫]
[৬]নাগরাজে পুজিল সম্ভ্রমে[৬]।
[৭]বাসুকি দিল বেবহার[৭] দিল[৮] রত্ন অলঙ্কার
[৯]যত্নে স্থাপিল পুষ্পবন[৯] ॥ ১২৫
উপজিল বিষহরি আনন্দিত দেব[১০] পুরী
প্রসন্ন হইল বসুমতী।
বিজয়ে গোপ্তে বোলে[১১] সার মোর গতি নাহি আর
দয়া কর দেবী পদ্মাবতী। ১২৬

পয়ার

*উপজিল বিষহরি জগতের মাও।
দশদিগ প্রসন্ন হইল বহে শীতল বাও ॥ ১২৭
অন্তরীক্ষে [১২]দেবে করে পুষ্প বরিষণ[১২]।
[১৩]শঙ্খ ঘণ্টা ধুম ধুমী[১৩] বাজে বাদ্য ঘন ঘন ॥ ১২৮
মহাদেবের কন্যা হইল দবের[১৪] হরিষ।
তখনে হইল কন্যা ষোড়শ[১৫] বরিষ ॥ ১২৯

---

১ পদ্মপত্রে, খ, গ। ২—২ পাতালে নামিল মহারস, খ, গ। ৩ পাইয়া খ, গ।
৪—৪ দেবকায়া দেখিতে সুন্দর, খ, গ। ৫—৫ পাতালে বাজনা বাজে, খ, গ।
৬—৬ সম্ভ্রমে পূজিল নাগগণে, খ, গ। ৭—৭ জাহার জেই ব্যবহার, খ, গ।
৮ দিয়া, খ, গ। ৯—৯ বাড়াইয়া থুইল পদ্মবনে, খ, গ। ১০ সুর, খ, গ।
১১ কহে, খ, গ।

* ১২৭ সংখ্যক পদের পূর্ব্বে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত ছত্র—দয়া কর নারায়ণী সেবক উদ্ধারিণী—ধুয়া ॥

১২—১২ পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ, খ, গ। ১৩—১৩ আকাশে দুমদুমি, খ, গ।
১৪ জগত, খ, গ। ১৫ অষ্টম, খ, গ।

পুষ্পবনে শিবকন্যা[১] আছে একেশ্বরী।
অযোনিসম্ভবা কন্যা পরম সুন্দরী ॥ ১৩০
[২]দেবতার কন্যা হইয়া[২] না জানে আপনা।
নাগিনী লক্ষণ ধরে কেশমধ্যে ফণা ॥ ১৩১
নাগকন্যা হইল জন্মিল দেবকায়ে।
নায়কের কুশল কর দেবী মহামায়ে ॥ ১৩২
পুষ্পবনে জন্মিল কন্যা বাপে নাহি জানে।
পদ্মার বরে সভা সর্ব্বের হউক কল্যাণে ॥* ১৩৩
বিজয়ে গোপ্তে বোলে [৩]শুন গাইন[৩] গুণমণি।
[৪]মনসার প্রসাদে গাইলে পায়ে খনি[৪] ॥ ১৩৪
দয়া কর পদ্মাবতী পুরাও মনের আশা।
জোকার দেও আইয়গণ জন্মিল মনসা ॥ ১৩৫
বনমধ্যে [৫]পদ্মাবতী আছে একাকিনী[৫]।
পুষ্প তুলিতে [৬]তথা গেল শূলপাণি[৬] ॥ ১৩৬
একাকিনী আছে কন্যা হইয়া পুষ্পবন।
কন্যার রূপ দেখিয়া বিস্মিত ত্রিলোচন ॥† ১৩৭
[৭]এক দৃষ্ট হইয়া শিব চাহে ঘন ঘন[৭]।
কোথা হতে দিব্য কন্যা আইল পুষ্পবন ॥ ১৩৮
প্রথম যৌবন কন্যা ভুবনমোহিনী।
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা চন্দ্রের রোহিণী ॥** ১৩৯
ত্রিভুবনে[৮] নারী নাহি এহার সমতুল।
[৯]বিদ্যাধরী আইল কিবা তুলিবারে ফুল[৯] ॥ ১৪০

---

১ পদ্মাবতী, খ, গ। ২—২ দেবকন্যা হইয়া পদ্মা, খ, গ।
* ১৩২-১৩৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ), (গ) পুঁথিতে নাই।
৩—৩ নায়ক, খ, গ। ৪—৪ মনসা জন্মিল গাইনেরে দেও খুনি, খ, গ।
৫—৫ একাকিনী আছেন পদ্মাবতী, খ, গ। ৬—৬ শিব গেলা দৈবগতি, খ, গ।
† ১৩৭ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।
৭—৭ এক দৃষ্টে চাহে শিব চিন্তে মনে মন।
** ১৩৯ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।
৮ পৃথিবীতে, খ, গ। ৯—৯ ইন্দ্রের বিদ্যাধরী কিম্বা তুলিতে আইল ফুল, খ, গ।

কন্যার রূপ দেখি জুড়াইল হিয়া।
সুন্দরী লক্ষণ দেখি না হইয়াছে বিয়া॥* ১৪১
সোফল[১] নারদ মুনি কহিল গোপ্ত কথা।
পুষ্পবনে হেন কন্যা মিলাইল বিধাতা॥ ১৪২
কন্যার রূপ দেখি[২] অদভুত হেন বাসি।
করিব গন্ধর্ব বিভা লইয়া যাব কাশী॥ ১৪৩
সাত পাচ ভাবিয়া বিস্মিত ত্রিলোচন।
হাসিয়া জিজ্ঞাসে শিব তুমি কোন জন॥ ১৪৪
কাহার সন্ততি তুমি হও কোন জন।
পুষ্পবনে একা কেনে করয়ে ভ্রমণ॥ ১৪৫
পদ্মারে দেখিয়া শিব হইল বিকল।
সেই পদ্মার বরে হওক নায়কের কুশল॥ ১৪৬
বিজয়ে গোপ্তে বোলে গাইন না করিয় খেদ।
লাচারি পারল আসি করহ সন্তেদ॥† ১৪৭

লাচারি

[৩]শুন শুন ধনি রামা তুমি ত না চিন আমা[৩]
পরম সুন্দর প্রথম যৌবন
এ বনে কেন একাকিনী।

---

* ১৪১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১ সাফল, খ, গ। ২ যৌবন, খ, গ।

† ১৪৪—১৪৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

কাহার শক্তি বুঝিতে পারে দেবের পরিপাটী।
সংসারের নাথ হইয়া পদে পদে ঘাটী॥
বিজয় গুপ্তে বোলে গাইন হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া বোল লাচারির গীত॥

৩—৩ কহো কহো সুরধনি সাচে তুমি কোন যোনি, খ, গ।

এ বনে অসুর চরে নারী নাহি তুমি পরে
[১]হেন রূপ বেশ কে না লোভ করে
তুমা লোভ পাছে করে[১] ॥ ১৭৮

উদার চরিত্র রামা [২]আমি কি বলিব তোমা[২]
দেবের ঈশ্বর দেব মহেশ্বর
আমি সে [৩]সৃষ্টির সীমা[৩]।

[৪]দেও আসি পরিচয়ে কোন দেব পিতা হয়ে
সর্ব্বাঙ্গ শরীরে নাগ অবরণ[৪]।
ইহার কারণ কি ॥ ১৪৯

দেখিয়া তোমার ঠান কামে [৫]মহেশ্বর [হত] বান[৫]
মদনবাণেতে[৬] তনু জর জর
ধরিতে [৭]নবম প্রাণ[৭]।

তুমি কুমারী সতী অবশ্য চাহি তোমার পতি
তুমি রূপবতী আমি গুণবান[৮]
[৯]যে লয়ে তোমার মতি[৯] ॥ ১৫০
............................।

বুজিয়া কার্য্যের দশা প্রণাম হইল মনসা
[১০]বোলে তুমি আমার বাপ
বৈদ্য বিজয়ে গোপ্তের ভরসা[১০] ॥ ১৫১ *

১—১ হেন বেশে কেবা না ভোলে
পাছে তোমারে বল করে, খ, গ।

২—২ তুমি সে না চেন আমা, খ, গ। ৩—৩ সৃজিলাম তোমা, খ, গ।

৪—৪ আপন পরিচয় দেওসি তুমি কোন দেবের ঝি
দেবের শরীরে নাগিনী লক্ষণ—খ, গ।

৫—৫ মহন প্রাণ, খ, গ। ৬ রূপেতে, খ, গ. ৭—৭ নরি আপন, খ, গ।

৮ রূপবান, খ। ৯—৯ কি লয় তোমার মন, খ, গ।

১০—১০ জোড় হস্তে বোলে তুমি মোর বাপ
বৈদ্য বিজয় গুপ্তের ভাবা ॥ খ, গ।

* ১৫১ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে পয়ারের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ছত্র—
ভাল হইল মোরে পরিচয় দে ॥ ধুয়া ॥

পয়ার

কাম ভাবে মহাদেব বলে অনুচিত।
লাজে ব্যাকুল পদ্মা শুনিয়া কুৎসিত ॥ ১৫২
পদ্মা বোলে বাপু তুমি পরম কারণ।
না বুঝিয়া [১]বোল তোমি[১] কুৎসিত বচন ॥ ১৫৩
দেবের প্রধান[২] তুমি পূজে ত্রিজগতে।
সকল সংসার তুমি জান ভাল মতে ॥ ১৫৪
আপনে সকল জান আমি বলিব কি।
বাপ হইয়া না চিনিলা আপনার ঝি ॥ ১৫৫
[৩]চরণে পড়িয়া আমি করি নমস্কার[৩]।
[৪]এমত কুৎসিত কথা না বলিও আর[৪] ॥ ১৫৬
বিজয়ে গোপ্তে বোলে গাইন মনসার দাস।
[৫]লাচারি পড়িতে হবে করিয়া প্রকাশ[৫] ॥ ১৫৭

লাচারি

শিবের চরণ ধরি স্তুতি করে বিষহরি
কেন বাপু বল হেন বাণী।
তুমি ত না জান কি আমি ত তোমার ঝি
তুমি [৬]বাপ দেব[৬] শূলপাণি ॥ ১৫৮
দেব [ন] সুর যক্ষবর যার যত চরাচর
তোমা হতে জন্মিল সংসার।
মুক্তি হয়ে তব নামে তুমি কাতর হইলা কামে
নরপশু কিসে লাগে আর ॥ ১৫৯
হেন কহে দেব আদি তুমি সে সৃষ্টির আদি
দেবতায়ে পূজে তোমার পায়ে।

১—১ বোল কেন, খ, গ। ২ দেবতা, খ, গ। ৩—৩ চরণে ধরিয়া স্তুতি করি বারে বার, খ, গ। ৪—৪ হেন ছার বাক্য বাপু না বলিও আর, খ, গ। ৫—৫ পয়ার এড়িয়া বোল লাচারি প্রকাশ, খ, গ। ৬—৬ আমার বাপ, খ, গ।

যেই নরে তোমা সেবে মুক্তি হয়ে তোমা লোভে

জিয়নে পরম সুখ পায়ে ॥* ১৬০

যুগ ধ্যান মনে রাখ মনেতে[১] ভাবিয়া দেখ

কি ধন এড়িলা পুষ্পবনে।

নামিল পাতাল ভূমি তাহাতে জন্মিল আমি

মনসা নাম রাখে[২] দেবগণে ॥ ১৬১

[৩]তোমা করি নমস্কার[৩] যত[৪] পুষ্প তোল আর

[৫]রৌদ্রেতে হইল তনু[৫] খিন।

পুষ্পেত ভরিল সাজি চল ঘরে যাই আজি

মনে লয়ে আসিও আর দিন ॥ ১৬২

শুনিয়া পদ্মার বাণী [৬]আনন্দিত শূলপাণি[৬]

উত্তর মুখে নাহি আইসে লাজে।

পদ্মবনে উৎপত্তি নাম হইল[৭] পদ্মাবতী

মনসা নাম থুইল নাগরাজে ॥ ১৬৩

বাপে ঝিয়ে পরিচয় দেবলোকে[৮] জয়ে জয়

অন্তরীক্ষে পুষ্প বরিষণ।

[৯]মনসা করিয়া কাঁকে নাচে শিব উভাপাকে[৯]

[১০]বিজয়ে গোপ্তে রচিল চরণ[১০] ॥ ১৬৪

পয়ার

**পুষ্পবনে মহাদেব নাচে কুতূহলে।

ফুটিল যতেক পুষ্প সকলি তোলিলে ॥ ১৬৫

---

* ১৫৯-১৬০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১ আপনে, খ, গ। ২ থুইল খ, গ। ৩—৩ হের করি পরিহার খ, গ। ৪ কত, খ, গ। ৫—৫ রৌদ্রে শরীর হইল ক্ষীণ, খ, গ। ৬—৬ লজ্জিত হইল শুলপানি, খ, গ। ৭ থুইল, খ, গ। ৮ গনে, খ, গ। ৯—৯ পদ্মারে লইয়া কাখে শিব নাচে ঘন পাকে, খ, গ। ১০—১০ বিজয় গুপ্তের সরস রচন, খ, গ।

** ১৬৫ সংখ্যক পদের পূর্ব্বে (খ), (গ) পুঁথিতে অতিরিক্ত পদ—

মুই নি রে জানম এমন হবে রে মোর। ধুয়া

যত[1] পুষ্পের আগা ভাঙ্গে মোচড়ে কলিকা।
দেখিয়া বিষাদ যেন কান্দেন[2] চণ্ডিকা॥ ১৬৬
একেশ্বর [3]পুষ্প তোলে পাছে নাহি কেহ[3]।
নানা পুষ্পে [4]করণ্ডী ভরিল মহাদেব[4]॥ ১৬৭
কত পুষ্প সাজি ভরে কত দেয়ে গায়ে।
শূন্য ঘরে [5]চৈতন্য পাইল চণ্ডিকায়ে[5]॥ ১৬৮
[6]চারিদিগে চাহে দেবী পাছে নাহি কেহ[6]।
আমা ভাণ্ডি পুষ্পবনে [7]গেল মহাদেব[7]॥ ১৬৯
আচলে আচুলি বান্ধি সুঞা[8] এক ঠাই।
[9]তথাচ রাখিতে নারে[9] পাগল শিবাই॥ ১৭০
বন মধ্যে পুষ্প ফুটে কেহ নাহি কড়া।
এহার লাগি [10]ভাণ্ডে মোরে পাপিষ্ঠ[10] ভাঙ্গড়া॥ ১৭১
ভাল করিলা শিব রে ভাড়িয়া গেলা ছলে।
এবার পাইলে লাগ দেখিতাম কি ফল ফলে॥ ১৭২
কোপে গালি পাড়ে চণ্ডী হইয়া গদগদ।
সেই দেবীর বরে হওক সভার সম্পদ॥ * * ১৭৩
বিজয়ে গোপ্তে বোলে গাইন হও আগুসার[11]।
[12]লাচারি পড়িল আর কিসের পয়ার[12]॥ ১৭৪

লাচারি

ভাল ভাড়িলা শিব ভাড়িয়া[13] গেলা দূর।
এবার লাগুর পাইলে দর্প করিতাম চূর॥ ১৭৫

---

১ কত, খ, গ। ২ ভাবেন, খ, গ। ৩—৩ তোলে ফুল সঙ্গে নাহি চণ্ডী, খ, গ। ৪—৪ মহাদেব ভরিল করণ্ডী, খ, গ। ৫—৫ চণ্ডী এথা চৈতন্য পায়ে, খ, গ। ৬—৬ চৈতন্য পাইয়া দেখে শিব ঘরে নাই, খ, গ। ৭—৭ গিয়াছেন গোসাঞী, খ, গ। ৮ শুইলাম, খ, গ। ৯—৯ তমোত রাখিতে নারিলাম, খ, গ। ১০—১০ ভাড়ে মোরে পাগল, খ, গ।

* * ১৭২-১৭৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১১ সাবহিত, খ, গ। ১২—১২ পয়ার এড়িয়া বোল লাচারির গীত— খ, গ। ১৩ পালাইয়া, খ, গ।

আচলে আচলে বান্ধি ছিলাম[১] এক ঠাই।
তবত রাখিতে নারি[২] পাগলা শিবাই ॥ ১৭৬
কপট [৩]চরিত্রে তোমার না বুজি ত[ব] রঙ্গ[৩]।
যাবার কালে লাগ পাইলে [৪]দেখিতা মোর ভঙ্গ[৪] ॥ ১৭৭
পাপ কপালের ফলে পতি[৫] পাইলাম ভাল।
ভাঙ্গ ধুতুরা খায়ে পরে[৬] বাঘের ছাল ॥ ১৭৮
ভূত[৭] সঙ্গে শ্মশানে ফিরে মাথায়ে ধরে নারী।
সবে বলে পাগল শিব কত সইতে পারি ॥ ১৭৯
[৮]নিদ্রাতে ভাণ্ডিয়া গেলা মনে সন্দে লাগে[৮]।
চড়িয়া [৯]বেড়াও দু[ষ্ট] বলদ[৯] [তাহারে] খাওক বাঘে ॥ ১৮০
অগ্নি লাগুক কান্ধের ঝুলিত [১০]পড়িয়া ভাঙ্গুক লাউ[১০]।
[১১]যে আছে কপালের চন্দ্র তারে গিলুক রাউ[১১] ॥ ১৮১
ছিড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা [১২]ত্রিশূল নেওক চোরে[১২]।
[১৩]গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেন ভাড়িলা মোরে[১৩] ॥ ১৮২
[১৪]বারে বারে ভাণ্ডিয়া যাও ঠেকিয়াছ এবে[১৪]।
মাঞা [১৫]করি ধরিব তোমা শুনিয়া হাসে দেবে[১৫] ॥ ১৮৩
সাত পাচ ভাবে চণ্ডী বলে মনের কোপে।
মাঞা করি ধরিব তোমা ডোমনির রূপে ॥* ১৮৪
দুই হাতে পিতলের খাড়ু কানে মদন কড়ি।
বায়ুবেগে [১৬]জায়ে দেবী[১৬] সিংহ পৃষ্ঠে চড়ি ॥ ১৮৫

---

১ শুইলাম, খ, গ। ২ নারিলাম, খ, গ। ৩—৩ চরিত্র দেখি খলের সঙ্গে ঢঙ্গ, খ, গ। ৪—৪ দেখিতাম তরঙ্গ, খ, গ। ৫ স্বামী, খ, গ। ৬ পিন্দন, খ, গ। ৭ প্রেতের, খ, গ। ৮—৮ নিন্দে ভাড়িয়া গেলা প্রাণে ঝগড় লাগে, খ, গ। ৯—৯ বেড়ায় দুষ্ট বলদ তাহারে, খ, গ। ১০—১০ এ শূল নিক চোরে, খ, গ। ১১—১১ গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেন ভাড়িলা মোরে। ১২—১২ পড়িয়া ভাঙ্গুক লাউ, খ, গ। ১৩—১৩ কপালের তিলক চন্দ্র তাহারে গিলুক রাহু, খ, গ। ১৪—১৪ আগল দিগল বলিয়া দেবী মনের এড়ে কোপ, খ, গ। ১৫—১৫ রূপে ডোমনি বেশে বান্ধে পাটের খোপ—খ, গ।

* ১৮৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) (গ) পুঁথিতে নাই।

১৬—১৬ সরযূ গেলা, খ, গ।

হাতে হাতে কচালে দেবী বোলে হায়ে হায়ে।
ভাঙ্গড়া শিবাইরে লইয়া যাইব কথায়ে ॥ ১৮৬
ঘাটে খেওয়া দিতে দেবী চলে আস্তে বেস্তে।
ঘাটের নিকটে দেবী গেলেন ত্বরিতে ॥* ১৮৭
[1]ঘাটে দাঁড়াইয়া দেবি হইল উলঙ্গ[1]।
খেওয়া ঘাটে [2]গেল দেবী[2] আকাশে গেল শৃঙ্গ ॥ ১৮৮
বিজয়ে গোপ্তে বোলে চণ্ডী[3] জগতের মাও।
শিবের লাগ পাবা যদি খেওয়া ঘাটে যাও ॥† ১৮৯

পয়ার

ডোমনির সঙ্গে সহিয়ালা করে সাধিবারে কাজ।
সেই চণ্ডী রক্ষা কর সুজন সমাজ ॥‡ ১৯০
ঘাটে [4]দাঁড়াইয়া দেবী মনে মনে হাসে[4]।
হাসিতে হাসিতে গেল ডুমনির পাশে[5] ॥ ১৯১
কপট করিয়া দেবী[6] মিছা কথা কয়ে।
একই নাম জানিয়া [7]বোলে তুমি আমার সই[7] ॥ ১৯২
মাঞার পুতলি দেবী নানা মাঞা জানে।
ডোমনিরে সহি বলি ডাক দিয়া আনে ॥§ ১৯৩
অর্পে (?) দুই জনের প্রিয় বাক্য বলি।
সরযূর কুলে দোহে করে কোলাকুলি ॥ ১৯৪

---

* ১৮৬-১৮৭ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১—১ ঘাটে দাণ্ডাইয়া বোলে মই করব কি, খ, গ। ২—২ দেবী রহিলা, খ, গ। ৩ দেবী, খ, গ।

† ১৮৯ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত চরণটি ধুয়া :—

জগৎগৌরী জগতের মা ॥ ধুয়া ॥

‡ ১৯০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

৪—৪ দাণ্ডাইয়া দেবী মনে মনে পাচে, খ, গ। ৫ কাছে, খ, গ। ৬ সাচা, খ, গ।

৭—৭ তাহারে বোলে সহি, খ, গ।

§ ১৯৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

হাস্য পরিহাস্য করে সোসর সম্ভাষা।
ডোমনির স্থানে দেবী করেন জিজ্ঞাসা ॥ ১৯৫
চণ্ডী বোলে সই তোমি কহ তত্ত্বসার।
তোমার ঘাটে আজি কে হইয়াছে পার ॥* ১৯৬
[১]আমার দুঃখের কথা কহিতে বিস্তর।[১]
বৃদ্ধকালে স্বামী মোর পরনারী চোর ॥ ১৯৭
[২]পাগলের বেশে ফিরে[২] ঘরে নাহি মন।
বুড়া কালে অপযশ হাসে সর্ব্বজন ॥ ১৯৮
ঘরের স্বামী হইয়া করে পরদার কেলি।
সহিতে না পারি দুঃখে দিলাম বড় গালি ॥ ১৯৯
স্বামী না দেখিয়া মোর প্রাণ নাহি শান্ত।
কোপে ছাড়ি গেল আজি দিন পাঁচ সাত ॥ ২০০
ভাবিয়া মরি আমি স্বামী না দেখিয়া।
সরযূর কুলে আমি দিতে আইছি খেওয়া ॥ ২০১
বিচারিয়া না পাইলাম হইলাম বড় ক্লেশ।
কোনখানে না পাইলাম প্রভুর উদ্দেশ ॥** ২০২
দয়াশীল [!] [৩]সই তোমি[৩] প্রাণের দোসর।
তোমি নি দেখিছ সই[৪] প্রাণের ঈশ্বর ॥ ২০৩
তোমার ঘাটেতে কে[৫] হইয়াছে পার।
কথায়ে গেলে পাব লাগ কহ তত্ত্ব[৬] সার ॥ ২০৪

---

* ১৯৪-১৯৬ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১—১ চণ্ডী বোলে সহি মোর দুঃখের নাহি ওর।—খ, গ। ২—২ পরদার কৌতুকে তাহার, খ, গ।

** ১৯৯-২০২ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

সহিতে না পারি গালি দিলাম বিস্তর।
কোপ করি প্রভু মোর ছাড়িল বাসর ॥

৩—৩ সখী মোর, খ, গ। ৪ জাইতে, খ, গ।

৫ প্রভু কিবা, খ, গ। ৬ মোর, খ, গ।

মাঞা পাতিয়া দেবী করেন জিজ্ঞাসা।
সেই দেবীর বরে হওক নায়কের আশা ॥* ২০৫
বিজয়ে গোপ্তে বোলে গাইন হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া বলো লাচারির গীত ॥ ২০৬

লাচারি

প্রাণের সই স্বরূপে কহিবা মোর ঝাটে[১] ॥ ধুয়া ॥
[২]প্রাণ মোর আসোয়াস্ত না দেখিয়া প্রাণকান্ত[২]
প্রিভু নি দেখিছ [৩]এই রাজ[৩] ঘাটে।
স্বামী মোর দুরাচার পরদারে মতি তার
[৪]তে কারণে[৪] গালি দিলাম কোপে ॥ ২০৭
দারুণ মনের কোপে[৫] [৬]জানি গেল কোথা তাপে[৬]
[৭]বিচারিয়া না পাইলাম লাগ[৭]।
ডোমনি বোলে [৮]নাহি দেখি[৮] [৯]শুন কহি আগ সখি[৯]
জানিয়া জিজ্ঞাস কি কারণ ॥২০৮
লাখে লাখে লোক যায়ে [১০]কে কার খবর পায়ে[১০]
[১১]হুলা হুলি[১১] কেবা কারে চিনে।**
এক বুড়া হইল পার তিন নয়ন তার
দেখিতে সুন্দর পঞ্চমুখ ॥ ২০৯

---

* ২০৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১ সাচে, খ, গ। ২—২ এই অংশ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই। ৩—৩ বাজ, খ, গ। ৪—৪ মুই তাহারে, খ, গ। ৫ তাপে, খ, গ। ৬—৬ কথা জানি গেল কোপে, খ, গ। ৭—৭ চাহিয়া বেরাম দেশে দেশে, খ, গ। ৮—৮ সখি, খ, গ। ৯—৯ তোমার স্বামী নহে দেখি, খ, গ। ১০—১০ পার হয় খেয়া নায়, খ, গ। ১১—১১ হুড়াহুড়ি খ, গ।

** এই পংক্তির পর (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

সরযূর ঘাট জুড়ি খেয়া দিতে হইলাম বুড়ি
আজু বড় দেখিলাম কৌতুক।

কপালে [১]চন্দনের ফোটা[১] আকাশে পরমো জটা
বাম কান্ধে লোহার ত্রিশূল।
বলদে চড়িয়া যায়ে শিঙ্গা ডম্বুর গায়ে[২]
দুই কর্ণে ধুতুরার ফুল ॥ ২১০
গলায়ে হাড়ের মালা [৩]পরিধান ব্যাঘ্র ছালা[৩]
সকল শরীরে ভস্মময়ে।
হৃদয়ে ফোফায়ে ফণি তার শিরে জ্বলে মণি
[৪]দেখিয়া পরাণ কাপে ডরে[৪] ॥ ২১১
তপস্বীর [৫]ভেসে চলে[৫] নয়ানে অনল জ্বলে
লম্প লম্প করে গোপ দাড়ি।
[৬]দড় ভ্রূকুটি[৬] করে নগুণ তুলিয়া পরে[৭]
পার হইয়া না দেয়ে খেওয়ার কড়ি ॥ ২১২
ডুমনি যতেক কয়ে চণ্ডিকার মনে লয়ে
মনে [৮]চিন্তে এই মোর[৮] স্বামী।
বলে [৯]সহি যে কও[৯] আজ তুমি ঘরে যাও
[১০]তোমার খেওয়া দিব আমি[১০]। ২১৩
চল চল বলে গৌরী হাসেন ডোমের নারী
কতুকে দেবীর মুখ চাইয়া।
চণ্ডীরে রাখিয়া নায়ে ডোম নারী ঘরে যায়ে
সানন্দে বিজয়ে গোপ্তে গায়ে ॥ ২১৪ *

পয়ার

সেই পদ্মাবতী নায়কেরে দেও বর।
নৌকা দিয়া চণ্ডীরে ডোমনি গেল ঘর ॥** ২১৫

১—১ চাদের ছটা খ, গ। ২ বায় খ, গ। ৩—৩ পিন্দন বাঘের ছাল, খ, গ। ৪—৪ তাহারে দেখিতে করে ভয়, খ, গ। ৫—৫ করিয়া বোলে, খ, গ। ৬—৬ দন্ত ভ্রকুটী, খ, গ। ৭ ধরে, খ, গ। ৮—৮ ভাবে এই আমার খ, গ। ৯—৯ সখি ভাল কহো, খ, গ। ১০—১০ নাও লইয়া কেওা দিব আমি, খ, গ।

* ২১৪ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ—
আজু আনন্দের সীমা নাই। ধুয়া ॥

* * ২১৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ), (গ) পুঁথিতে নাই।

মনে মনে চিন্তে[১] দেবী কি হবে উপায়ে।
দাঁড় [২]হাতে করি দেবী উঠে গিয়া নায়ে[২] ॥ ২১৬
কাণ্ডার হইয়া নৌকার সরযূর জলে।
উত্তর কূল হইতে দেবী দখিন কূলে চলে ॥ ২১৭
দক্ষিণ কূলে আসিবেন দেব চূড়ামণি।
কূলে নাও চাপাইয়া রহিলা ভূমনি ॥* ২১৮
নানা মাঞা জানে দেবী জগত ঈশ্বরী।
কপট [৩]করিয়া হইল স্বর্গ[৩] বিদ্যাধরী ॥ ২১৯
অতি অদভুত ভেস ত্রিভুবন সার।
হেলায়ে মোহিতে পারে জগত সংসার ॥† ২২০
ক্ষেনে কূলে থাকে দেবী ক্ষেনে মধ্যে যায়ে।
[৪]পঞ্চম স্বরে ডোম নারী[৪] মধুর গীতি গায়ে ॥ ২২১
ক্ষেনে কটাক্ষে হাসে খেনে বাহু তোলে।
থাকুক মনিস্তের কার্য্য দেবের মন ভোলে ॥‡ ২২২
হেন মতে[৫] আছে দেবী জগতের মাতা।
পুষ্প[৬]বনে মহাদেব শুন তার কথা[৬] ॥ ২২৩
আপনার সুখে পুষ্প তুলিল সকল।
বন মধ্যে মহাদেব চিন্তিয়া বিকল ॥** ২২৪
কোন কায়ে কপটে ভাণ্ডিয়া আছি[৭] চণ্ডী।
ঘরে গেলে [৮]গালি দিব তাহা[৮] নহে খণ্ডী ॥ ২২৫

---

১ ভাবে, খ, গ। ২—২ বৈঠা লইয়া দেবী চড়ে কেয়া নায়, খ, গ।
* ২১৭-২১৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ), পুঁথিতে নাই।
৩—৩ রূপে হইলা দেবী স্বর্গের, খ, গ।
† ২২০ সখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ), (গ) পুঁথিতে নাই।
৪—৪ পঞ্চস্বরে ডাকিয়া, খ, গ।
‡ ২২২ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।
৫ রূপে, খ, গ, ৬—৬ তোলে মহাদেব শুন চণ্ডীর কথা, খ, গ।
** ২২৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।
৭ আইল, খ, গ। ৮—৮ দিবে গালি দৈবে, খ, গ।

দারুণ দুর্জন চণ্ডী বিবাদে আগল।
ঘরে গেলে চণ্ডিকায়ে ঠেকাবে কন্দল ॥* ২২৬
ভাল মন্দ না [১]বুজিব বিবাদে[১] আগলি।
মোর কোপে চণ্ডিকায়ে পদ্মারে দিব গালি ॥ ২২৭
[২]বিবাদের আশে চণ্ডী[২] একে মনে আছে।
এখনে না নিব পদ্মা চণ্ডিকার কাছে ॥ ২২৮
য [ে] তক বলিব চণ্ডী সেই ভাবে মনে।
ক্রোধ করি দিব গালি কত সবে প্রাণে ॥ ২২৯
ভাল মন্দ না বুজিব না রইব থানিক।
আমার কোপে পদ্মারে বলিব অধিক ॥† ২৩০
পদ্মার সনে [৩]বাদ হইলে[৩] কি জানি দৈব ঠেকে।
লুকাইয়া রাখিব পদ্মা চণ্ডিকায়ে না দেখে ॥ ২৩১
[৪]পদ্মারে লইয়া আমি কথায়ে যাইব[৪]।
[৫]কবে সতমায়ে ঝিয়ে পরিচয়ে হইব[৫] ॥ ২৩২
[৬]ভাবিয়া সদাশিব[৬] স্থির করিল মতি।
পুষ্পের পথরি[৭] মধ্যে থুইল পদ্মাবতী ॥ ২৩৩
হেটে পুষ্প উপরে পুষ্প থুইয়া[৮] চারিভিতে।
মধ্যে লুকাইয়া পদ্মা থুইল ভোলানাথে[৯] ॥ ২৩৪
[১০]শিবের পুষ্পের সাজি দেখি [তে] সুন্দর।
পদ্মা লইয়া মহাদেব চলিল সত্বর ॥[১০] ২৩৫

---

* ২২৬ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১—১ বুঝিয়া কোপেত, খ, গ। ২—২ বিরুধের আশে দেবী, খ, গ।

† ২২৯-২৩০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

৩—৩ বিবাদে, খ, গ। ৪—৪ আমারে ভশ্চিয়া যদি কোপ হইল ক্ষয়, খ, গ।
৫—৫ তবে সত মায়ে ঝি করাব পরিচয়, খ, গ,

৬—৬ চিন্তিয়া ভাবিয়া শিব, খ, গ। ৭ করণ্ডি, খ, গ। ৮ দিয়া, খ, গ।
৯ অলক্ষিতে, খ, গ।

১০—১০ গোসাঞীর পুষ্পের সাজি সাতা পাচা ঘর।
মনদুখে রহিলা পদ্মা পাইয়া সতন্তর। খ, গ

হেনকালে মহাদেব ভাবে মনে মন।
পুষ্প মধ্যে পদ্মাবতী না পায়ে দরশন ॥ * ২৩৬
[১]আবন্ধি দিয়া পুষ্পের সাজি ঢাকিল।
হস্তে সাজি করিয়া বৃষের পিষ্টেতে চড়িল ॥[১] ২৩৭

[চণ্ডীর সহিত শিবের সাক্ষাৎ ও বিবাদ]

[২]বায়ুতে করিয়া ভর বৃষ চলে ঝাটে[২]।
আঁখির নিমিষে গেল সরযূর ঘাটে ॥ ২৩৮
ঘাটে [৩]দাঁড়াইয়া শিব চাহে চারি ভিতে[৩]।
[৪]অকস্মাৎ দিব্য নারী[৪] দেখে খেওয়া নায়েতে ॥ ২৩৯
এক দিষ্টে চাহে শিব উভা দুই আঁখি।
এমত অপূর্ব্ব ভেষ কভু নহে দেখি ॥ ** ২৪০
হাত সানে মহাদেব ডাকে বারে বার।
কৌড়ি লইয়া ডুমনি আমারে কর পার ॥ ২৪১
আইস আইস ডুমনি[৫] ডাকে ঘন ঘন।
কুলে দাড়াইয়া[৬] শিব রহিল তখন ॥ ২৪২
উর্দ্ধবাহু করি শিব ডাকে উচ্চরায়ে।
সেই মহাদেবে কর নায়কের জয়ে ॥ † ২৪৩
বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন [৭]চিন্তা নাহি আর[৭]।
[৮]লাচারি পড়িল আসি কিসের পয়ার[৮] ॥ ২৪৪

---

* ২৩৬ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১—১ অনেক পুষ্প দিয়া শিব ঢাকিল করণ্ডি।
হাতে পুষ্পের সাজী বৃষের পৃষ্ঠে চড়ি ॥ খ, গ

২—২ বায়ু ভর করিয়া বৃষ চলি যায় ঝাটে, খ, গ। ৩—৩ দাণ্ডাইয়া শব চারি ভিতে চায়, খ, গ। ৪—৪ আচম্বিতে দিব্য কন্যা, খ, গ।

** ২৪০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

৫ বলি শিব, খ, গ। ৬ দাণ্ডাইয়া, খ, গ।

† ২৪৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) (গ) পুঁথিতে নাই।

৭—৭ হও সাবহিত, খ, গ। ৮—৮ পয়ার এড়িয়া বোল লাচারির গীত, খ, গ।

লাচারি

[১]আয়ে আয়ে ডোমের নারী গ[১] ॥ ধুয়া ॥ *

কুলাও কুলাও বলিয়া শিব ঘন ঘন ডাকে।
হাসিয়া ডোমনি বলে লাজ নাই তোর মুখে ॥ ২৪৫
যাবার কালে একটী দেও না দেও খেওয়ার কৌড়ি।
[২]উপরোধ নাহিক তোমার কাথ্যে লড়ালড়ি[২] ॥ ২৪৬
গনিয়া বাছিয়া আগে [৩]দেও খেওয়ার কৌড়ি[৩]।
[৪]আপনার হিসাবের কৌড়ি আপনে কেন ছাড়ি[৪] ॥ ২৪৭
[৫]কোপে কহে ডোমনারী মহাদেবে[৫] হাসে।
পার হইয়া [৬]কৌড়ি না দেয়ে এমত কথায়ে আছে[৬] ॥ ২৪৮
যেই ধন চাও সেই ধন দিব নাও আন ঘাটে।
আগে পাছে না যাইয় চাপাও নিকটে ॥ ** ২৪৯
দেখিয়া ডুমনির রূপ পাগল ত্রিলোচন।
মদনে মোহিত হইয়া ডাকে ঘন ঘন ॥ ২৫০
শিবের মন বুজি ডোমনি নাও চাপায়ে।
বিজয়ে গোপ্তে স্তুতি করে মনসার পায়ে ॥ † ২৫১

১—১ ডমনি আগো নারি আয় আয়, খ, গ।

* ২৪৪ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :

উচিত কৌড়ী লইয়া পার কর ক্ষেয়া নায়।
বন মধ্যে বেলি অবশেষ সঙ্গে কেহ নাই।
ডাকিলে বোলান না দেও অভরসা পাই ॥

২—২ উফরি ফাকরি ডাক এখন কেন ছাড়ি, খ, গ। ৩—৩ ক্ষেয়ার কৌড়ি দে, খ, গ। ৪—৪ কৌড়ি না পাইলে তোরে পার করিবে কে, খ, গ। ৫—৫ ছন্দে বন্দে ডোমনি বলে শুনিয়া শিব, খ, গ। ৬—৬ না দিব কৌড়ী তোমার মনে বাসে, খ, গ।

** ২৪৯ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :

হের দেখ কান্দের ঝুলি সকলি এহাং আছে।
জেই ধন চাহ সেই ধন দিব নাও আন কাছে ॥

† ২৫০-২৫১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

পয়ার

কুলে ডোমনি নাও চাপাইল যখন।
এক দিষ্টে চাহে তবে দেব ত্রিলোচন ॥ ২৫২
ডোমনি দেখিয়া শিব চিন্তিল উপায়ে।
লাপ দিয়া মহাদেব উঠে খেওয়া নায়ে ॥ * ২৫৩
[১]হাসি বোলে ডোমনি শিব তোমারে[১] ধরিয়াছে রসে।
[২]ভাগ্যর পুণ্যে তোমা ধরিছে[২] বলদ ধরিব কিসে ॥ ২৫৪
সমুদ্রে উথলে দেও দেখিতে ভয়ে লাগে।
বলদ এড়িয়া [৩]গেলে বলদ খাইব[৩] বাগে ॥ ২৫৫
হাসিয়া বোলেন শিব [৪]শুনগ ডোমনি[৪]।
[৫]বলদ না আটিলে তোমার দোষ কি[৫] ॥ ২৫৬
আমার বলদ সাতরিয়া হবে পার।
তুমি আমি পার হব কর অঙ্গীকার ॥ ২৫৭
শিবে বোলে ডোমনি শুন আমার বচন।
এক কথা কহি আমি তাহে দেও মন ॥ ** ২৫৮

---

* ২৫৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১—১ ডোমনি বোলে তোমা, খ, গ, ২—২ কোনখানে বসিবা তুমি, খ, গ, ৩—৩ পার হই যদি বলদ নিবে, খ, গ, ৪—৪ শুন ডোম ঝি, খ, গ, ৫—৫ নায় না ধরিবে বলদ তোমার হইবে কি, খ, গ।

** ২৫৭-২৫৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :

আমার বলদ দেখ তুলা হেন ভার।
যদি বা না ধরে বলদ সাতারিয়া হবে পার ॥
রহো রহো করিয়া শিব নৌকায় দিল পাও।
কথার ভাঙ্গরা মোর ভাঙ্গে হোড়া নাও ॥
ভাঙ্গ ধুতুরা আর নিম্ব কালকুট।
টনক করিয়া ধরি মুখে দিল এক মুট ॥
ভাঙ্গের ক্ষেয়ালে শিব ভোল হইয়া যায়।
দাড় দিয়া জল দিল ডোমনির গায় ॥

আমার [১]মনেতে লয়ে[১] তোমার মনে রুচে।
তোমার সঙ্গে গৃহবাসে মনের দুঃখ ঘোচে ॥ ২৫৯
কার্ত্তিকের [২]মায়ে আছে দেবী[২] মহামায়া।
তাহা হইতে তোমারে অধিক করব দয়া ॥ ২৬০
ক্ষে[ে]ণ চঞ্চল দেখি দেবীর মনে হাস।
নৌকা ডোবে দেখি বড় পাইল ত্রাস ॥ ২৬১
দুই কাইত করে নাও ঝলকে ঝলকে ডোবে।
ভয়ে পাইয়া মহাদেব গুড়া চাপি ধরে ॥ ২৬২
নৌকা বাহিবারে শিব ডোমনির হাতে ধরে।
নৌকা ডুবিয়া পাছে মোর বৃষ মরে ॥ * ২৬৩
বাহ বাহ বলিয়া শিব হইয়া হুতাশ।
তাহা দেখি মহামায়ার মনে মনে হাস ॥ ২৬৪
ডোমনি বলে শিব কৌড়ি দেও মোরে।
তবে সে বাহিব নৌকা কহিলাম তোমারে ॥ ২৬৫
শিব বোলে ডোমনি শুন আমার বচন।
থুইয়া যাব বলদ তোমার কৌড়ির কারণ ॥ ২৬৬
আমারে ভজিবা তুমি কহত নিশ্চয়।
বলদ থুইয়া যাব নাহিক সংশয় ॥ ২৬৭
এই মতে শিব ভাণ্ডিয়া ভগবতী।
ঘাটেতে লাগাইল নৌকা অতি শীঘ্রগতি ॥ ২৬৮
পরম সুন্দর কন্যা প্রথম যৌবন।
মদনে পীড়িত হইলা দেব ত্রিলোচন ॥ ২৬৯
শিব বলে ডোমনারী শুনহ বচন।
আমারে ভজহ তুমি কি লয়ে তোমার মন ॥ ২৭০
জোড় হাতে ডোম নারী করে নিবেদন।
আপনা পাসর কেনে দেব ত্রিলোচন ॥ ২৭১

১—১ মনে লয় যদি, খ, গ। ২—২ মাতা ঘরে আছে, খ, গ।
* ২৬১-২৬৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

শিবেরে ভর্ৎসনা করি দেবি মহামায়ে।
বিজয়ে গোপ্তে স্তুতি করে মনসার পায়ে ॥* ২৭২

লাচারি

তুমি শিব ত্রিলোচন না বুজি তোমার মন
তোমার ঘরে দিব্য নারী আছে।
আমি ত ডোমের নারী তুমি শিব অধিকারী
আমাকে লইবা তুমি কোলে ॥ ২৭৩
তুমি কোন গুণধর বাঘের ছাল তুলি পর
তাথে তোমার এত পরিপাটি।
মোর স্বামী থল বড় তারে দেখি দিবা লড়
সম্ভাবনা কেবল বলদ ॥** ২৭৪
মহাদেবে বোলে তুমি তুমি বোল পাগল আমি
আমার স্বজন এই ক্ষিতি।

---

* ২৬৪—২৭২ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :

ডোমনি বোলে তুমি ব্রাহ্মণের বেটা।
ব্রাহ্মণ হইয়া ডোম হরিবা কুলের রবে খোটা ॥
শিবে বোলে ডোমনি আমি দিবা করি।
তোমারে এড়িয়া জাই যদি গুরুপত্নী হরি ॥
ভালমন্দ জ্ঞান নাহি বুঝি হইল কে।
সদায় বোলে ডোমনি মোরে আলিঙ্গন দে ॥
আয় আয় বলিয়া শিব ডাকে বিপরীত।
বৈদ্য বিজয় গুপ্তের সরস রচিত ॥

** ২৭৩-২৭৪ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :

আমি হীন ডোম নারী তুমি তো সংসারধারী
আমা তুমি না লঙ্গিও সাচে।
মোর স্বামী বড় থল শেষে উঠিয়া দিবা লড়
সম্ভাবনা সভে বলদ ॥

তুমি ত না চিন আমা আমি সে সৃষ্টির সীমা
এ দোষে কি জানি হয়ে তোর ॥ ২৭৫
বিজয়ে গোপ্ত দ্বিজে কয়ে কামে শিব পীড়িত হয়ে
যোগতে ধ্যানে না বোজে আপনা ॥* ২৭৬

পয়ার

[১]আর না বলিয় গ ভাবে মজিল হিয়া[১] ॥ ধুয়া ॥

[২]দেবী পদ্মাবতী নায়কেরে দেও বর।
মায়া পাতি চণ্ডী তুলায়ে দিব্য ঘর[২] ॥ ২৭৭
[৩]মিছা কথা[৩] কহিয়া করয়ে কানাকানি।
শিব লইয়া সেই ঘরে চলিল ডোমনি ॥ ২৭৮
নানা দ্রব্য পরিপূর্ণ যেন স্বর্গবাস[৪]।
[৫]তেনমতে দীপ্তি[৫] হইল চণ্ডীর হাওয়াস ॥ ২৭৯
হাসিয়া দ্বারের বন্ধন খসাইল কতুকে।
শিব লইয়া ডোমনি ঘর মধ্যে গেলে ॥** ২৮০

---

* ২৭৫-২৭৬ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :

আমারে তর্জ্জিয়া বোল দাড় বৈঠা তরে তোল
তোর স্বামী মোর প্রতি মন।
জে কালে জেবস্তু চাও খুজিলে জদি না পাও
অভাবে বলদ বেচি দিব ॥
কপটে জে কথা কয় খেয়া দে ডোমের নায়
শিব চণ্ডী করে নানা রঙ্গ।
পদ্মাবতী পরসনে সানন্দে বিজয় ভনে
জাহারে সদয় নারায়ণ ॥

১—১ সেবক উদ্ধারিনী ॥ ধুয়া ॥ খ, গ
২—২ কায্য বুঝিয়া দেবী চিন্তে মনে মন।
মায়া পাতিয়া ঘর তোলাইল সেই বন ॥ খ, গ
৩—৩ সাচা মিছা, খ, গ। ৪ গৃহবাস, গ। ৫—৫ হেনমত সধ্য, খ, গ।
** ২৮০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

মদনে [১]পীড়িত শিব হাসে[১] কুতূহলে।
শূন্য ঘরে ডোমনিকে[২] ধরিতে চাহে বলে ॥ ২৮১
আমার মনের দুঃখ ঘুচিব নিশ্চয়।
জানিয়া করিব শেষে জেবা মনে লয় ॥ ২৮২
ডোমনি বোলেন জেবা হয়ে মহাজন।
পরদারি করিতে মতি না লয়ে তাহান ॥* ২৮৩
[৩]স্বরূপে আমারে লইয়া বঞ্চিতে থাকে মন।
আমি রন্ধন করি তুমি করহ ভোজন ॥[৩]† ২৮৪
ডোমনির বাক্যে[৪] শিব চিন্তে মনে মন।
[৫]রন্ধন করহ তুমি করিব ভোজন[৫] ॥ ২৮৫
শুনিয়া অন্তরে হাসে দেবী মহামাই।
সকল মনিষ্যে হাসে পাগলা শিবাই ॥‡ ২৮৬
[৬]স্নান করিয়া[৬] দেবী কার্য্যে দিল তাড়া।
মায়া বলে চণ্ডিকা [৭]রন্ধনে দিল[৭] সাড়া ॥ ২৮৭
রন্ধন করিল দেবী আপনার মন।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন হইল তখন ॥** ২৮৮

১—১ মোহিত শিব নাচে, গ. ২ চণ্ডীরে, খ, গ.

* ২৮২-২৮৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

৩—৩ ডোমনি বলে আমি রন্ধন করি তুমি খাও ভাত।
তবে সে জানিব তুমি আমার প্রাণনাথ।

† ২৮৪ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :

আমার হাতে খাও ভাত না কর বিস্ময়।
জানিয়া করিয়া কার্য্য যেন মনে লয়।

৪ বোলে, খ, গ। ৫—৫ খাইব তোমার হস্তে করহ রন্ধন, খ, গ।

‡ ২৮৬ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

৬—৬ সন্ধান বুঝিয়া, খ, গ। ৭—৭ রন্ধন করে, খ।

** ২৮৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

কদলীর পাত্রে অন্ন [১]দিলেন ভবানী[১]।
[২]ভোজন করিতে বসিলেন শূলপাণি[২] ॥** ২৮৯
ভাল মন্দ [৩]নাহি জ্ঞান[৩] কামে অচেতন।
সম্পূর্ণ ভোজন করি করিল আচমন ॥ ২৯০
রতিলোভে যায়ে শিব ডোমনির পাশে।
বলে ধরিতে চাহে অতি মন ত্রাসে ॥ ২৯১
কাম বিকল [শিব] ধরিতে নারে কায়ে।
শিবের মতি বুজিয়া কোপিল মহামায়ে ॥† ২৯২
কোপে রাঙ্গা [৪]দুই আখি[৪] প্রভাতের রবি।
ডোমনির ভেস এড়ি[৫] তখনে হইল দেবী ॥ ২৯৩
হাতে হাতে কচালে দেবী দন্ত কড়মড়।
কোপ মনে বোলে চণ্ডী ক্ষ্যো [ভা] রে ভাঙ্গড় ॥ ২৯৪
[৭]চণ্ডী বোলে গোসাই বুজিলাম তোর মন।
এহার জন্য আমা ভাণ্ডি গেলা পুষ্পবন ॥[৭] ২৯৫
দেবের [৮]দেব হইয়া তোমার কার্য্যের নাহি বাস[৮]।
[৯]পরনারী পথে পাইয়া[৯] জাতি হর নাশ ॥ ২৯৬

১—১ দিল নিয়া ঢালি, খ। ২—২ ত্বরিতে বসিল গিয়া দেব শূলপাণি, খ।

** ২৮৯ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :

শিবের চরিত্রে চণ্ডী মনে মনে পাচে।
ভোজন করিয়া শিব কুতুহলে নাচে ॥

৩—৩ না বুঝিয়া, খ।

† ২৯১-২৯২ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :

মুখেতে তাম্বূল দিয়া আর আখি হাসে।
হাসিতে হাসিতে গেল ডোমনারীর পাশে ॥

৪—৪ আখি দেখি, খ। ৫ ঘুচাইয়া, খ।

৭—৭ ইহার লাগিয়া ভাড়িয়া আসিলা পুষ্পবনে।
প্রাণে কেন আছ তুমি এসব লক্ষণে ॥ গ

৮—৮ দেবতা তুমি কার্য্যে নাহি ভায, গ। ৯—৯ দার লোভে তুই, গ।

পরদার লোভে তুমি যাও দেশে দেশে।
কোন কার্য্যে বেড়াও শিব তপস্বীর ভেষে ॥* ২৯৭

---

* ২৯৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :

মদন আনন্দে তোমার বুদ্ধি হইল ক্ষে।
খাইলা ডোমের অন্ন তোরে ছুইবে কে ॥
ক্রোধে রক্ত আখি দেখি শিব নিঃশবদ।
লাচারি পরিল ভাই পয়ার বিচ্ছেদ ॥

লাচারি

কিসেরে বেড়াও পাগল শিব তপস্বীর ছান্দে।
বারে বারে ভাণ্ডিয়া গেলা শিব এবার পরিলা ফান্দে ॥
ভাঙ্গ ধুতুরা খাও শ্মশান ঘাটে নাচ।
বৃদ্ধ কালে ডোমনি পরিবাদ এই ছার কার্য্যে আছ ॥
কার্য্যের গতি বুঝিলাম সাচা পাগল শিব।
ডোম লাগিয়া সংসার তেজিলি তাহা কহিয়া দিব ॥
অতি কোপে ব্রাহ্মণ বধিলা খাবার লইয়া হাতে।
বনের বাঘে বলদ মারিলে সে বধ লাগে কাথে ॥
লোকের আগে ভাঙ্গিয়া কহিতে সকল বড়াই ঘোচে।
কোথায় শুনিছ ডোমের অন্ন দেবের মুখে রোচে ॥
ভুতের সঙ্গে শ্মশানে থাক মাথায় ধর নারী।
দেখিয়া হাসে সকল লোকে প্রাণে সহিতে নারি ॥
বুড়া বয়সে অপযশ ঘরে নাহি ভাত।
আপনা পুষিতে নার বোল ত্রিজগতের নাথ ॥
তোমার চরিত্রে প্রাণ পোড়ে কহিতে ফুরালী নাই।
সাধ নাহি আর গৃহবাসে হের চলিয়া জাই ॥
খল চরিত্রে জগত ভণ্ডনা কাজ ঠেকিল তবে।
ভাঙ্গিয়া কহিতে সকল কথা হাসে সর্ব্ব দেবে ॥
আগল দিগল বলিয়া দেবী ঘরে জাইতে সাজে।
শুনিয়া কাতর অখিলের নাথ রাও না আইসে লাজে ॥
সরস করিতে বিজয় গুপ্তে মধুর গীত করিল।
ডোমনির ঘাটে ডোমনির নাও রহিল দেবী ঘরে গেল ॥
প্রাণ বন্ধুয়া রে ভাল হইল রে পরিচয় দে ॥ ধুয়া ॥

কোপে আগলি দেবী পাছে নাহি গণে[১]।
[২]কোপ মনে কহিবেক সর্ব্ব দেব স্থানে[২] ॥ ২৯৮
কামে মোহিত হইয়া করিলাম কোন কাজ।
আপনে বাড়াইলাম আমি আপনার লাজ ॥* ২৯৯

পয়ার

[৩]ত্রাস পাইল নিখিল দেব [গেলা] জাতি।
ভাবিয়া চিন্তিয়া গোসাই স্থির করিলা মতি[৩] ॥ ৩০০
এক দৃষ্টে মহাদেব চাহে [৪]বলদের ভিতে[৪]।
পিষ্টেতে ফুলের সাজি [৫]থুইয়াছে সেই মতে[৫] ॥ ৩০১
পরম কতুকে শিব [৬]ভাবে সাত পাচ[৬]।
[৭]গায়ে হাত দিয়া শিব বলে সাজ সাজ[৭] ॥ ৩০২
মনেতে কৌতুকী বড় চন্দ্র-চূড়ামণি।
ঘন ঘন ডাক পাড়িলা ডোমনি [ডোমনি] ॥ ** ৩০৩

নিজ ঘরে চলিয়া তখনে গেল দেবী।
সরস মনে বিজয় গুপ্তে দেবীর পদ সেবি ॥
সেই ভগবতী দেবী সবেরে করুক দয়া।
শিব ভণ্ডিয়া ঘরে গেলা দেবী মহামায়া ॥
চারিদিগ চাহে শিব ব্যাকুল চিত।
হেন ছার কর্ম্ম করিলাম চণ্ডীর বিদিত ॥

১ দয়া, খ, গ। ২—২ দেবলোকে সকল কথা দিবেক কহিয়া খ, গ।

* ২৯৯ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

৩—৩ ভাবিয়া চিন্তিয়া শিব স্থির করে মন।
বলদ উদ্দেশে শিব চলিল তখন ॥ খ।

৪—৪ পথে পথে, খ। ৫—৫ বলদ আছে তেন মতে, খ। ৬—৬ রহিল এক-কাছে, খ, গ। ৭—৭ বৃষের গায়ে হাত দিয়া বোলে আছে আছে। খ।

** ৩০৩ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :

কান্দের উত্তরী দিয়া গায় দিল বাও।
পদ্মারে জিজ্ঞাসা করে কি ক[র] গো মাও ॥
মনের কৌতুকে কহে দেব শূলপাণি।
উচ্চস্বরে ডাকে শিব ক্ষেওয়ানি ক্ষেওয়ানি ॥

শিব দেখিয়া ডোমনি করে নমস্কার।
খেওয়া নাও পাতিয়া শিবের করে পার ॥* ৩০৪

---

* ৩০৪ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :

পার হইয়া মহাদেব মনে মনে হাসি।
বৃষের পৃষ্ঠে চরিয়া গেলেন বারাণসী ॥
বিজয় গুপ্তে রচে পুথি মনসার বর।
পদ্মাবতীর জন্ম পালা এইখানি সোসর।

ইতি পদ্মাবতীর জন্ম পালা সমাপ্ত।

অথ গৌরী বিবাদ ॥

লাচারি ॥

জয় জয় বিষহরি শিবের কুমারি
বন্দম চরণ তোমার।
ভাবই গণপতি আর না লয় মতি
তুয়া চরণ কলিযুগে ॥
মথুরাতে দেবে সুর [র] মণী আহারে সেবে
কালিন্দীর জল ভরিতে।
সেই কালিন্দীর ভয় সুর [র] মণী স্থির নয়
উপরে উড়িতে নারে পাখী ॥
তোমার তেজ কেবা সহে দেবগণ কাঁপে ভয়ে
পাতালে মোহন রূপ চারু।
নাগবংশ রাখিবারে ব্রহ্মায় সৃজিল তোরে
বিহা করিল মুনি জরৎকারু ॥
ক্ষীরোদ মথন কালে সুরাসুর দেবগণে
তাহাতে পাতালে বিবিসিখা।
সেই মহাদেব হইয়া না বুঝে তোমার মায়া
যোগবলে মহাদেবের রক্ষা ॥

* * *

বিজয় গুপ্তে কবি ভনে বহুরূপী গুণ জানে
সে পুনি তোমার হইল দাস।

বন্দিলাম বন্দিলাম মাগো তালে দিয়া ঘা।
অবধান করগো জগৎগৌরী মা ॥

পার হইয়া মহাদেব মনে মনে হাসে।
বেলা অবশেষে গেল চণ্ডিকার পাশে ॥* ৩০৫
চণ্ডীর ঘরে বসিয়া শিব ভাবে মনে মন।
কপাট দিয়া রহিয়া দেবী কোপ করি মন ॥* ৩০৬
সাত পাঁচ [১]ভাবিয়া দেবীর হাত দিল[১] নাকে।
কপাটে ঘা দিয়া [২]শিব দেবী দেবী[২] ডাকে ॥ ৩০৭
বিরসবদন শিব হাতে ফুলের সাজি[৩]।
[৪]এত গালি দিয়া আমা শুইয়া রহিলা তুমি[৪] ॥ ৩০৮

জরৎকারু মুনি বন্দম মুনি পুরন্দর।
ভক্তি পুরঃসর বন্দম দেব মহেশ্বর ॥
আস্তিক নামে মুনি বন্দম পদ্মার তনয়।
ব্যাস বশিষ্ঠ বন্দম সানন্দ হৃদয় ॥
হংসরথ বাহনে ব্রহ্মা কমললোচন।
গরুড় বাহনে বন্দম বিষ্ণুর চরণ ॥
সরস্বতী দেবী বন্দম বচন দেবতা।
যাহার প্রসাদে গাই সরস কবিতা ॥
জনক জননী বন্দম শিবের ভূষণ।
সংক্ষেপে বন্দম গুরু গোসাঞাইর চরণ ॥
গুরুর চরণ ভাবিয়া যেবা নরে গায়ে।
সরস্বতী মায়ে তার পয়ার যোগায় ॥
একে একে বন্দিলাম দেবতা জনে জন।
সংক্ষেপে বন্দিলাম মাগো তোমার চরণ ॥
ছাড়িয়া বন্দনা গাইন গীতে দেও মন।
গৌরী কোন্দল পালা গাই শুন সর্ব্বজন ॥

* ৩০৫-৩০৬ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ:

পশ্চিম দিগে দিবাকর বেলা অবসান।
চণ্ডিকার আওয়াসে শিব করিলা পয়ান ॥
শিব ঘরে আসিলা চণ্ডী জানিল আটপে।
ঘরের কপাট দিয়া রহিল অতি কোপে ॥

১—১ ভাবে শিব হস্ত দিয়া, খ। ২—২ গৌরি গৌরি, খ, গ। ৩ করণ্ডী, খ, গ ॥ ৪—৪ কাকুতি করিয়া বোলে কোপ তেজ চণ্ডী, খ।

কোন দোষে দ্বার দিয়া ঘরে রহিলা বসি।
কপাট মেলিয়া দেও ঘরমধ্যে আসি ॥ ৩০৯
কাতর হইয়া শিব বোলে গদগদ।
কিছু হই না বোলে দেবী হইয়া নিশবদ ॥* ৩১০
বারে বারে মহাদেব করেন[১] বিনয়।
[২]তথাচ দারুণ চণ্ডী কঠিন হৃদয়[২] ॥ ৩১১
কপাট ধরিয়া শিব করে টানাটানি।
[৩]এইরূপে আছে তথা দেব চূড়ামণি[৩] ॥** ৩১২
প্রভাত সময়ে হইল[৪] কুকিলার ধ্বনি।
শয্যা [৫]হইতে বাহির হইল দেবচক্র[৫] চূড়ামণি ॥ ৩১৩
পদ্মার তরে চিন্তিয়া শরীর হইল কাল[৬]।
ঘরমধ্যে সাজি থুইয়া [৭]কপাট বান্ধিল[৭] ॥ ৩১৪
উপবাসে উজাগরে দুর্ব্বল শরীর।
প্রভাতে করিতে স্নান গেল গঙ্গাতীর ॥† ৩১৫
[৮]সেইত গঙ্গার জলে[৮] স্নান করে হর ॥
শূন্য ঘরে [৯]চণ্ডিকা ভেজাইল অত্যান্তর[৯] ॥ ৩১৬

---

* ৩০৯-৩১০ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :
দৈবগতি যেবা [হো]ইছে কি করিবা আমা।
এত গালি দিলা তুমি তমো নাহি ক্ষেমা ॥

১ করিলাম খ। ২—২ তমোত নাহি নেওটিল চণ্ডীর হৃদয়।—খ ৩—৩ চণ্ডিকা উত্তর না দে কোপে শূলপাণি, খ।

** ৩১২ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :
ভাবিয়া চিন্তিয়া শিব স্থির করে মন।
জেই ঘরে যোগ সাধে তথায় গমন ॥
উভা হাতে ফুলের সাজি তুলিয়া থুইল চালে।
শয়ন করিল শিব নিজ বাঘছালে ॥

৪ কাক, খ। ৫—৫ ত্যাগি বাহির হইলা চন্দ্র, খ, গ। ৬ কাট, খ। ৭—৭ লাগাইল কপাট, খ, গ।

† ৩১৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

৮—৮ মণিকর্ণিকার ঘাটে, খ, গ। ৯—৯ চণ্ডী এথা পাতে আথান্তর, খ, গ।

[১]বারে বারে যায়ে শিব যথা তথা মন।
কোন কালে নাহি দেখি দ্বারের বন্ধন[১] ॥ ৩১৭
আজি কেনে যত্নেতে বান্ধিছে দ্বারখান।
অবশ্য থাকিবে কিছু কার্য্যের সন্ধান ॥ ৩১৮
কপাট [২]খসাইয়া ঘরে প্রবেশিল[২] চণ্ডী।
চালের উপরে দেখে পুষ্পের[৩] করণ্ডী ॥ ৩১৯
দেখিয়া বিকল দেবী হাসে মনে মন।
মোর ফুল তুলিয়া শিব তোমার অভ্যাসন (?) ॥ * ৩২০
এহার [৪]তরে কপাট বান্ধিয়া[৪] গেলা আজি।
সকল ফুল তুলিয়া[৫] ভাঙ্গিব ফুলের সাজি ॥ ৩২১

[মনসাকে চণ্ডীর দর্শন ও প্রহার]

অতি কোপে ব্যাকুল[৬] পাছে নাহি গণি।
[৭]আস্তে বেস্তে[৭] ঘুচাইল ফুলের ঢাকনি ॥ ৩২২
হাতে [৮]ঠেলা দিয়া পুষ্প বিচে[৮] চারিভিতে।
পুষ্প মধ্যে এক[৯] কন্যা দেখে আচম্বিতে ॥ ৩২৩
পরম সুন্দর কন্যা মদনের রতি।
দেখিয়া বিস্মিত হইলা দেবী ভগবতী ॥ ** ৩২৪
খটখটি[১০] হাসে দেবী হাতে দিয়া তালি।
[১১]এহার তরে ভাঙ্গড়া পাতে এত ছুলি[১১] ॥ ৩২৫

১—১ ঘরের বাহির হইয়া দেবী চিন্তে মনে মন।
আচম্বিতে দেখি কেন দ্বারেত বন্ধন ॥—খ, গ।
২—২ মেলিয়া ঘরে সামাইল, খ। ৩ ফুলের, খ।
* ৩২০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।
৪—৪ কারণে ভাঙ্গরা ভাড়িয়া, খ, গ। ৫ বিচিব, খ। ৬ ব্যাকুলা দেবী, খ, গ।
৭—৭ আগে বেগে, খ, গ। ৮—৮ ঠেলা দিয়া দেবী চাহে, খ। ৯ দিবা, খ, গ।
* * ৩২৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।
১০ খলখলি, খ, গ। ১১—১১ পুষ্পবনে গিয়া কার নারী করিলা চুরি, গ।

ঘরের নারী ভাল না বাসে পরনারী সাধ।
পাকা দাড়িতে লাজ নাহি একি পরমাদ ॥ ৩২৬
ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা না করে মহাশয়ে।
আপন ইচ্ছায় লঘু কর্ম্ম করে যত মনে লয়ে ॥* ৩২৭
[১]আপোন ইচ্ছায় তাহারে যত পাড়ে গালি[১]।
চোপার চাপর মারে দেয়ে চুনকালি ॥ ৩২৮
[২]চুলে মুখে পেটে পিষ্টে মা [ে] র ঘারকাতা[২]।
[৩]বিপরীত বোলে পদ্মা মনে লাগে বেথা[৩] ॥† ৩২৯
[৪]নিঠুর হইয়া মারে চণ্ডী প্রাণে সইতে নারে[৪]।
[৫]বাপ বাপ[৫] বলি পদ্মা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ৩৩০
কথায়ে গেলা [৬]বাপ মোর ত্রিজগতের[৬] পতি।
ঝাটে[৭] আসি দেখ বাপু আমার দুর্গতি ॥ ৩৩১
তোমার[৮] বিদ্যমানে বাপু [৯]অন্য জনে[৯] মারে।
শূন্য ঘরে প্রাণ [১০]জায়ে চণ্ডিকার[১০] প্রহারে ॥** ৩৩২

---

* ৩২৬-৩২৭ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

আপন ইচ্ছায় গালি দেয় কারো ভয় নয়।
মুখে গালি পাড়ে দেবী কত মনে লয় ॥

১—১ খলখলি হাসে দেবী হস্তে দিয়া তালি, খ, গ। ২—২ বুকে পৃষ্ঠে কোখে মারে বজ্র চাপড়, খ, গ। ৩—৩ মারণের ঘাঁয়ে পদ্মা করে ধড়ফড় খ, গ।

† ৩২৯ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

বিপরীত ডাকে পদ্মা প্রাণে লাগে বেথা।
নিষ্ঠুর হইয়া মারে কাত্তিকের মাতা ॥

৪—৪ চণ্ডীর প্রহারে পদ্মা হইল কাতর, খ, গ। ৫—৫ বাপু বাপু, খ ৬—৬ বাপু মোর ত্রিদোষের, খ। ৭ শূন্য ঘরে, খ। ৮ তুমি, খ, গ ৯—৯ অন্যে কেনে। খ। ১০—১০ দিলুম চণ্ডীর, খ।

** ৩৩২ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

ব্যাধের হাতে পড়ি যেন পক্ষীর কুল কুলি।
বিপরীত ডাকে পদ্মা বাপু বাপু বলি ॥
উচ্চস্বরে ডাকে পদ্মা বোলে বাপ বাপ।
তমোত দেবীর শরীরে তিলেক নাহি তাপ ॥

আচম্বিতে হুড়াহুড়ি [১]দেবে নাহি দেখি[১] ।
জয়া বিজয়া আইল চণ্ডীর দুই সখী ॥ ৩৩৩
সুচরিত্রা সুমিত্রা[২] আসিল দুই দেবী ।
আছুক মনিষ্যের[৩] কাজ আসিল জাহ্নবী ॥ ৩৩৪
কানাকানি নারীগণে করে চারি ধারে ।
[৪]কথা হইতে আইল[৪] কন্যা চণ্ডী কেনে মারে ॥ ৩৩৫
পরম সুন্দরী কন্যা অকুমারী ভেস ।
চণ্ডীর প্রহারে পদ্মার[৫] তনু হইল শেষ ॥ ৩৩৬
অতি কোপে মারে চণ্ডী সহিতে না পারে ।
কাতর হইয়া [৬]পদ্মা চণ্ডীর পায়ে ধরে[৬] ॥ ৩৩৭
পদ্মা বোলে চণ্ডী[৭] তুমি জগতের মাতা ।
অবিচারে মার তুমি[৮] পাছে পাবা বেথা ॥ ৩৩৮
মন দিয়া শোন মা গ মোর[৯] কথা কই ।
[১০]মহাদেবের কন্যা[১০] আমি উদাসীন নই ॥ ৩৩৯
অবিচারে অনুচিত বলিলা[১১] অধর্ম্ম ।
[১২]মহাদেবের কন্যা আমি অযুনিতে জর্ম্ম[১২] ॥ ৩৪০
পদ্মবনে উপজিল[১৩] নাম পদ্মাবতী ।
তোমার ঘরে [১৪]আসিল জানি[১৪] বাপের সঙ্গতি ॥ ৩৪১
মা ভাই কেহ নাহি মনে বড় তাপ ।
তোমার কোপ[১৫] দেখিয়া লুকাইয়া থুইল বাপ ॥ ৩৪২
কোপে বেয়াকুল হইয়া[১৬] পাছে নাহি চাও ।
উচিত সমন্দে তুমি হও সত মাও ॥ ৩৪৩
কহিলাম সকল কথা যত মনে আইসে[১৭] ।
না জানিয়া কোপ[১৮] কর দুঃখ পাবা শেষে[১৯] ॥ ৩৪৪

১—১ দৈবের কারণ, খ । ২ বসুমাতা, খ, গ । ৩ অন্তের, খ, গ । ৪—৪ পরম সুন্দরী, খ, গ । ৫ এহার, খ । ৬—৬ বোলে দেবি বিষহরি, খ, গ । ৭ দেবী, খ । ৮ মোরে, খ । ৯ আদি, খ । ১০—১০ শিবের কুমারী, খ, গ । ১১ করহ, খ, গ । ১২—১২ শিবের কুমারী বিনে যোনিত জন্ম, খ । ১৩ উৎপত্তি, খ । ১৪—১৪ আসিলুম কালি, খ । ১৫—ক্রোধ, খ । ১৬—তুমি, খ, গ । ১৭—আছে, খ, গ । ১৮—কর্ম্ম, খ, গ । ১৯—পাছে, খ, গ ।

চরণে পড়িয়া পদ্মা ভূমে দিল গড়ি।
তথাচ দারুণ চণ্ডী পদ্মারে নহে এড়ি ॥* ৩৪৫

* ৩৪৫ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

চণ্ডী বোলে শুন পদ্মা আমার বচন।
মোর স্বামী লোভে তুই আশীষু কি কারণ।
মোর স্বামী লোভে তুই পাতিছ নারিকলা।
মোর ঠাই না লুকায় অন্তের নারিকলা।
চণ্ডীর প্রহার আর সহিতে না পারি।
গঙ্গা সম্বোধিয়া বোলে দেবী বিষহরি।
বিজয় গুপ্তে বোলে গাইন দুঃখ লাগে বড়ি।
সম্বেদ পড়িল ভাই বলিতে লাচারি।

লাচারি

গঙ্গা গো সত মাও বাহির হইয়া চাও
ভবানী আমারে কেনে মারে।
বাহির হইয়া চাও খণ্ড খণ্ড কৈল গাও
বুক নাড়িতে নারি ভারে।
ধরিয়া দিঘল চুলে মারে চণ্ডী উভা কিলে
ভবানী আমারে করে বশ।
জন্মিলাম কমল বনে আইলাম তোমা দরশনে
বুঝিতে তোমার মনের আশ।
বাপুর বোল ভর করি আসিলাম সুরপুরী
আমার নাম দেবী মনসা।
বিজয় গুপ্তে বোলে সার পদ্মারে না মার আর
প্রমাদ ফলিবে অবিচারে।

পয়ার

রাধানাথ হি হইল রে মোরে। ধুয়া।
ভাল মন্দ না বুঝিয়া কোপ মা এমন।
পদ্মার দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত নারীগণ।
কাতরস্বরে কান্দে পদ্মা করিয়া কাকুতি।
কোপস্বরে বলে গঙ্গা কি কর পার্ব্বতি।
মহাদেবের ঝি হেন বোলে বারে বার।
হেন জন মার তুমি কোন ব্যবহার।

তর্জ্জে গর্জ্জে মহামায়া করে অহঙ্কার।
স্নান করিতে গেছেন শিব গঙ্গার মাজার ॥ ৩৪৬
স্নান করিয়া শিব আসিব যে কালে।
পদ্মার পরিচয় পুনি পাইবা তখনে ॥* ৩৪৭
যাবত [১]আইসেন ঘরে শিব[১] অধিকারী।
ভালমন্দ না বুজিয়া এহারে[২] কেন মারি ॥ ৩৪৮
মহাদেবের কন্যা[৩] হইলে আপনার ঝি।
[৪]না জানিয়া[৪] মারিয়া কৌতুক বাস কি ॥ ৩৪৯
সালিয়ানা[৫] নারী তুমি বিবাদে আগল।
আপনার দোষে [৬]তুমি করহ[৬] কন্দল ॥ ৩৫০
[৭]দূরে যোচ সালিয়ান[৭] নারী।
আপনার[৮] ছাওয়াল কেন মারি ॥ ৩৫১

তোমার মনে লয়ে কি ও বোলে তোমার[৯] ঝি
তবে কেনে না বুজিয়া মারি।
তুমি [১০]সালিয়ানা বড়[১০] কলঙ্ক রাখিল [1] দড়[১১]
শুনিয়া হাসিব নারীগণে[১২] ॥ ৩৫২
[১৩]তেজি নিজ ধর্ম্ম[১৩] ভয়ে পেটের ছাওয়াল নয়ে
গৌরাভিত সতিনের ঝি।
চিকুর ধরিয়া করে অবিচারে [১৪]কেন মারে[১৪]
[১৫]স্বামীই শুনিলে হবে কি[১৫] ॥ ৩৫৩

---

* ৩৪৬-৩৪৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
স্নান করিতে গেছেন গোসাঞী জাহ্নবীর জলে।
স্নান করিয়া আসিলে তত্ত্ব জানিবা সকলে ॥

১—১ ঘরে আইসেন দেব, খ। ২ উহারে, খ। ৩ ঝি, খ। ৪—৪ হেন জন, খ। ৫ সাসিয়াল, খ। ৬—৬ নিত্য ভেজাও, খ, গ। ৭—৭ দূর যোচ সাসিয়াল, খ। ৮ চণ্ডি লো আপোন, খ। ৯ শিবের, খ। ১০—১০ সাসিয়াল ঘরে, খ। ১১ কুলে, খ। ১২ সর্ব্বনারী, খ। ১৩—১৩ তেজিয়া ধর্ম্মের, খ। ১৪—১৪ মারে তারে, খ। ১৫—১৫ স্বামী শুনিলে বলিবে কি, খ।

চণ্ডী বোলে গঙ্গা শোন [১]পর মন্দ বোল কেন[১]
[২]পর মন্দ বলিয়া কি বা বাস[২] ।
অনুচিত আমি করি [৩]শাস্তি দিবে ত্রিপুরারি[৩]
[৪]তুমি নহে শাস্তির ভাজন[৪] ॥ ৩৫৪
[৫]কহি কিছু তোমার গুণ কর্ণ পাতিয়া শুন[৫]
[৬]আমি কিছু[৬] জানি ভাল মতে ।
আনিতে [৭]ভগীরথ রাজে[৭] ঠেকিলা পর্বত মাজে[৮]
শৃঙ্গার মাগিল ঐরাবতে ॥ ৩৫৫
লোক মুখে হেন শুনি পথে পাইল জহ্নু মুনি
গণ্ডূষে তোমারে[৯] কৈল পান ।
[১০]ভগীরথ নৃপবরে মুনিরে প্রণতি করে[১০]
তবু তোমার নাহি অপমান ॥ ৩৫৬
[১১]মুনি যে পুরি সংহার[১১] অপবিত্র যত আর
[১২]নরকেত মুক্তি তোমার নীরে[১২] ।
অশেষ পাতক করে সেই তোমার জলে মরে
তবু তোমার নির্ম্মল শরীর ॥ ৩৫৭
গঙ্গা বোলে চণ্ডী রহো [১৩]কত বড় কথা[১৩] কহো
উচিত কহিতে কর[১৪] ধন্দ ।
জাহার তাহার ঘরে যাও মৎস্য মাংস বলি খাও
[১৫]কেনে অন্যেরে[১৫] বোল বোল মন্দ ॥ ৩৫৮
তুমি কিনা জান যবে মনিষ্য[১৬] শঙ্কর সেবে
[১৭]ভাবে বড় দিল শূলপতি[১৭] ।

১—১ বিবাদেত নাই গুণ, খ। ২—২ পরের বিবাদে কেন জুরি, খ। ৩—৩ তাহার ফল দিবে স্বামী, খ। ৪—৪ তাহাতে আরের গোতম্বরি, খ। ৫—৫ বোলে ভাল নিজ জনা যাহার যত সতীপনা, খ। ৬—৬ তাহা মুই, খ। ৭—৭ ভগীরথে, খ। ৮ পথে, খ। ৯ তুলিয়া, খ, গ। ১০—১০ তুষিয়া কাকুতি মতে বাহির হইলা উরূপথে, খ, গ। ১১—১১ মল মূত্র জত ছার, খ, গ। ১২—১২ নরকে পুণীত তোর নীর, খ, গ। ১৩—১৩ বড় কথা কত, খ, গ। ১৪ বোল, খ, গ। ১৫—১৫ সেহনি আরেরে বোলে, খ, গ। ১৬ অসুরে, খ, গ। ১৭—১৭ তাহারে বর দিল পশুপতি, খ, গ।

[1]যারে শিব দয়া করে সেব [i] কতক্ষণে থাকে
তবে আমি আসিলাম বসুমতী[1] ॥ ৩৫৯
কাহার কি না জানি আমি নিত্য গালি পাড়[2] স্বামী
তবু তুমি ভেজাও[3] কন্দল।
[4]মন সুখে কর খেলি[4] হের [5]ঘরে চলি আমি[5]
[6]খলের বিবাদে নাহি[6] ফল ॥ ৩৬০
চণ্ডীরে ভাণ্ডিয়া[7] ছলে কোপে গঙ্গা ঘরে চলে
সঙ্গী[8]গণ রহিলা চারিধারে।
বিজয়ে গোপ্তে বোলে সার [9]পদ্মারে না মারিয় আর[9]
প্রমাদে পড়িবে[10] অবিচারে ॥ ৩৬১

পয়ার

[11]না মারিয় আগ মা, ফেলো হাতের লড়ি[11] ॥ ধুয়া ॥
আমার নিকটে লোক মন্দ বুদ্ধি ছাড়ি।
গঙ্গার বচনে চণ্ডীর কোপ বাড়ী ॥ * ৩৬২
কোপে ব্যাকুলি দেবী বোলে অহংকারে।
চুলে ধরি পদ্মারে[12] মারে আর বারে ॥ ৩৬৩

১—১ অসুরে জাহারে ছোঁ করে সেজন তখনে মরে
সে তোর মাগিল সুরতি। খ, গ।

২ পারে, খ, গ। ৩ বেড়াও, খ, গ। ৪—৪ তুমি মন সুখে কর কেলি, খ, গ।
৫—৫ আমি ঘরে চলি, খ, গ। ৬—৬ পরের বিবাদে কোন, খ। ৭ ভশ্চিয়া, খ, গ।
৮ সখি, খ, গ। ৯—৯ মনসারে না-মার আর, খ, গ। ১০ ফলিবে, খ, গ।
১১—১১ মুইনি জানম এমন হবেরে মোরে, খ, গ।

* ৩৬২ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ) (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
সেই পদ্মাবতী নায়কের পুরাও আশ।
ভশ্চিয়া চলিলা গঙ্গা আপনার বাস।
আপদ নিকটে হইলে বুদ্ধি জায় ছাড়ে।
গঙ্গা জত বলিল চণ্ডীর কোপ বাড়ে।

১২ মনসারে, খ, গ।

চণ্ডীর প্রহারে পদ্মার[১] শরীর জর্জ্জর।
[২]কহিতে না পারে করে থর থর[২] ॥ ৩৬৪
পদ্মা বোলে সতাই কহিতে বাসি ভয়ে।
[৩]বিনা অপবাদে মার দারুণ হৃদয়ে[৩] ॥ ৩৬৫
[৪]নাহি দোষ অনুবাদ খেমা কর আমা[৪]।
প্রণতি করিয়া কহি[৫] তবু নাহি ক্ষেমা ॥ ৩৬৬
অতি কোপে করিলে [৬]কাম ঠেকে অত্যান্তর[৬]।
[৭]অধিক থন গঙ্গা ভাটী[৭] পড়ে চর ॥ ৩৬৭
[৮]গুরু গৌরাবিতেরে কেনেরে ভাঙ্গ ড [র][৮]।
যুরিয়া[৯] চাহিলে বল হইবে সোসর ॥ ৩৬৮
[১০]তবুত না চিনে চণ্ডী পদ্মা কোন জন।[১০]।
অহংকারে [১১]কোপ করে না চিনে[১১] আপোন ॥ ৩৬৯
কোপে রাঙ্গা দুই আঁখি করে ধরবর।
আরবার মারে পদ্মারে দারুণ চাপড় ॥ ৩৭০
আপোন সুখে মার মার কেহ নহে দেখি।
করজোড়ে মনসা সংসার করে সাখী ॥* ৩৭১
পদ্মা বোলে জল জন্তর[১২] আকাশ পবন।
চণ্ডিকার অপরাধে সবাই[১৩]দেও মন ॥ ৩৭২

---

১ দেবীর, খ, গ। ২—২ সহিতে না পারে পদ্মা বোলে খরতর, খ, গ। ৩—৩ বুঝিতে না পারি তোমার চঞ্চল হৃদয় খ, গ। ৪—৪ বিনে অপরাধে সতাই কেন মার আমা, খ, গ। ৫ বলি, খ, গ। ৬—৬ কাজ ঠেকে আতান্তর, খ, গ। ৭—৭ অতি বড় গাঙ্গ হইলে কাটে, খ, গ। ৮—৮ গৌরভিত বলি কেন ভাঙ্গ ডর, খ, গ। ৯ বুঝিয়া, খ। ১০—১০ তুমি নহে জান সতাই আমি হই কোন জন, খ, গ। ১১—১১ পথ বহো না জান, খ, গ।

* ৩৭০-৩৭১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

মন দুঃখে বোলে পদ্মা মনে নাহি ভয়।
সেই দেবীর [করে] হউক নায়কের জয়।

১২ স্থল খ, গ। ১৩ সভে, খ, গ।

[১]বিনে অপরাধে মারে দোষ সহিতে নারি[১] ।
জানিয়া দোষ[২] ন [া] দিয় সবাইকে[২] সাক্ষী করি ॥ ৩৭৩
অবিচারে [৩]প্রাণ যায়ে কত সব[৩] বেথা ।
বাপু ঘরে আসিলে কহিয় সত্য কথা ॥ ৩৭৪
সুচরিত্রা বসুমতী জয়া বিজয়া ।
[৪]সবাই যাও ঘরে কেন মারে[৪] মহামায়া ॥ ৩৭৫
[৫]তোমরা সবে জান আমার[৫] নাহি অপরাধ ।
মিছা মিছা কার্য্যে দেবী[৬] ঠেকায়ে প্রমাদ ॥ ৩৭৬
[৭]আপোনার প্রাণ যাইবে নানা বুদ্ধি রাখি[৭] ।
[৮]আপোন দোষে মরে চণ্ডী[৮] মোর দোষ কি ॥ ৩৭৭
বলিতে বলিতে পদ্মার [৯]ঘুচিল সম্ভ্রম[৯] ।
[১০]অখনে প্রকাশ করি[১০] আপোনা বিক্রম ॥ ৩৭৮
শিবের কুমারী পদ্মা দেবের প্রধান ।
বল বুদ্ধি বিক্রমে বাপের সমান ॥* ৩৭৯
চণ্ডীর প্রহার শরীরে[১১] সহিতে না পারি ।
[১২]দেবরূপ এড়িয়া নাগিনী বেশ[১২] ধরি ॥ ৩৮০
নাগ হইয়া মনসায়ে আকাশে ধরে ফণ[া] ।
কোপে রাঙ্গা দুই আঁখি পাসরে আপনা ॥ ৩৮১
সকল শরীর কৈলা মহাবিষময় ।
বিকট দন্ত সারিল দেখিতে লাগে ভয় ॥ ** ৩৮২

১—১ অকারণে মারে মোরে সহিতে না পারি, খ, গ। ২—২ দিবা দোষ সকল, খ। ৩—৩ মারে মোরে বড় লাগে, খ, গ। ৪—৪ সখি বুঝিও মোরে মারে, খ, গ। ৫—৫ তুমি সভে জানিও মোর, খ, গ। ৬ চণ্ডী, খ, গ। ৭—৭ মোর প্রাণ রক্ষা হেতু নানা বুদ্ধি শিখি, খ, গ। ৮—৮ না বুঝিয়া মোরে মারে খ, গ। ৯—৯ পূর্ণিত সম্ভ্রম, খ, গ। ১০—১০ তখনে প্রকাশ করে, খ, গ।

* ৩৭৯ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১১ আর, খ, গ। ১২—১২ দেবমূর্ত্তি এড়িয়া পদ্মা নাগমূর্ত্তি, খ, গ।

* * ৩৮১-৩৮২ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

সংসার সাক্ষী করে পদ্মা আপনার মনে।
পদ্মার নিকটে যোনাইতে না পারে কোন জনে।

সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া বিষ ফুরে ফুটে ফুটে।
[১]দংশিবার কার্য্য আছুক দেখিতে বল ফুটে[১] ॥ ৩৮৩
যত [২]পরনারী সব আছিল বিস্তর[২]।
[৩]পদ্মার মুখ দেখিয়া সকল দিল লড়[৩] ॥ ৩৮৪
হেন দৈব আছে পদ্মা পাইবে অপযশ।
একেশ্বরী রহিলা পদ্মা[৪] করিয়া সাহস ॥ ৩৮৫
মনে মনে [৫]হাসেন তবে[৫] তক্ষকের মাতা।
আপোন দোষে মরে চণ্ডী আরের কিবা কথা ॥ ৩৮৬
অতি কোপে পদ্মাবতী করে ধড়ফড়।
চণ্ডীর হৃদয়ে দিল বজ্রের কামড় ॥ ৩৮৭
পদ্মার কামড়ে চণ্ডীর প্রাণে[৬] লাগে বেথা।
[৭]উহু করিয়া উঠে জগতের[৭] মাতা ॥ ৩৮৮
[৮]সন্ধি পাইয়া পদ্মা নেহালে কৌতুক[৮]।
[৯]দন্তের বিষ উফারিয়া[৯] থুইল ঘাও মুখ ॥ ৩৮৯
বিষম পদ্মার [১০]বিষে কেবা হবে[১০] স্থির।
রক্তের [১১]মিসাল পাইয়া[১১] ঘুরিল শরীর ॥ ৩৯০
বৈরি নিপাতিয়া পদ্মা [১২]আড় আঁখি হাসে[১২]।
[১৩]বায়ুতে ভর করিয়া উঠিল আকাশে[১৩] ॥ ৩৯১
[১৪]কামরূপে অন্তরীক্ষে[১৪] রহিলা নিকট।
কাল বিষের জ্বালে [১৫]দেবী করে ধড়ফড়[১৫] ॥ ৩৯২
কার প্রাণে সহিতে পারে পদ্মার[১৬] ঘাও।
বিষের জ্বালে চণ্ডিকার পোড়ে সর্ব্বগাও ॥ ৩৯৩

১—১ এই ছত্রটি (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই। ২—২ পুরনারীগণ আসিল নিকটে, খ, গ। ৩—৩ এই ছত্রটি (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই। ৪ দেবী, খ, গ। ৫—৫ চিন্তে পদ্মা, খ, গ। ৬ মনে, খ। ৭—৭ উ উ করিয়া পরে কার্ত্তিকের, খ, গ। ৮—৮ এই ছত্রটি (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই। ৯—৯ কালদন্তে উগারিয়া বিষ, খ, গ। ১০—১০ বিষ কেবা হয়, খ, গ। ১১—১১ সন্ধি পাইয়া বিষ, খ, গ। ১২—১২ নেহালে কৌতুকে, খ, গ। ১৩—১৩ কালদন্তে উগারিয়া বিষ থুইল ঘাঁ মুখে, খ, গ। ১৪—১৪ কোপ অন্তরীক্ষে পদ্মা, খ, গ। ১৫—১৫ চণ্ডী করে ছটফট, খ, গ। ১৬ মনসার, খ, গ।

জলন্ত [১]আগুন যেন দহেত[১] শরীর।
[২]ছটফট করে দেবী[২] প্রাণ নহে স্থির॥ ৩৯৪
ক্ষেণে ক্ষেণে বোলে মইলুম মইলুম [৩]প্রাণ হইল শেষ[৩]।
কাল বিষে আচ্ছাদিল [৪]শরীরে বিশেষ[৪]॥ ৩৯৫
আমি জর্জ্জর হইলাম বোলে নাহি সার।
মন্দ করে হেন দেখি সকল সংসার॥* ৩৯৬
লড়বড় করে কন্দ[৫] মুখে উঠে ফেনা।
কাল বিষে [৬]চাপিয়া আইসে পাসরে আপোনা[৬]॥ ৩৯৭
নাকে মুখে শ্বাস নাহি একদন্ত[৭] কায়া।
[৮]অচৈ [ত] ন্য হইয়া পড়িল[৮] [দেবী] মহামায়া॥ ৩৯৮
একভিতে হাত পড়ে আর ভিতে পাও।
পদ্মার দায়ে[৯] প্রাণ দিলা কার্ত্তিকের মাও॥ ৩৯৯
[১০]ঢলিয়া পড়িল দেবী[১০] নাহিক চেতন।
টলমল করিয়া পড়ে[১১] ইতিন ভুবন॥ ৪০০
শিবের কুমারী পদ্মা [১২]জগতের মাতা[১২]।
[১৩]যাহার ঘাএ চণ্ডী মরে অন্যের[১৩] কিবা কথা॥ ৪০১
শক্তিরূপে[১৪] মহামায়া সৃষ্টির সহায়ে।
হেন দেবী[১৫] প্রাণ দিল মনসার ঘায়ে॥** ৪০২

১—১ অনলে জেন দগধে, খ, গ। ২—২ ধড়ফড় করে চণ্ডী, খ, গ। ৩—৩ ক্ষেণে বোলে উষ, খ, গ। ৪—৪ প্রাণ পুরুষ, খ, গ।

* ৩৯৬ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

৫ মুণ্ড, খ, গ। ৬—৬ চাপে হেন বাষয়ে আপনা, খ। ৭ অতিক্ষীণ, খ, গ। ৮—৮ অচেতন হইয়া পড়ে, খ, গ। ৯ ঘায়ে, খ, গ। ১০—১০ অচেতন হইয়া পড়ে, খ, গ। ১১ কাঁপে, খ, গ। ১২—১২ পরম দেবতা, খ, গ। ১৩—১৩ আপন দোষে মরে চণ্ডী আরের, খ, গ। ১৪ শক্তিরূপী, খ, গ। ১৫ জন, খ, গ।

** ৪০২ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

আর জনের কার্য্য আছে স্বরায় বিধাতা।
মোর মনে লয় পদ্মা দেবের দেবতা।
ভকত বৎস [লা] দেবী অনাথের গতি।
একভাবে পূজা কর দেবী পদ্মাবতী।

বিজয়ে গোপ্ত বোলে গাইন বোল রাম রাম।
[১]হাতে তালি দিয়া কর পদ্মারে প্রণাম[১] ॥ ৪০৩
[২]চণ্ডী ঢলিল হেন সবে দেখিল[২] লক্ষণ।
[৩]বায়ুবেগে আইল সবে পুরনারীগণ[৩] ॥ ৪০৪
[৪]কেহ ঝাড়ে কেহ মন্ত্র পড়ে কেহ ডোর বান্ধে[৪]।
দেবী দেবী বলিয়া কেহ উচ্চস্বরে কান্দে ॥† ৪০৫
অশেষ বিশেষ [৫]স্তব করিলা[৫] নারীগণ।
চণ্ডীর শরীরে নাহি জিয়নের[৬] লক্ষণ ॥ ৪০৬
[৭]ত্রাস পাইয়া[৭] গঙ্গাতীরে ধাইয়া গেল চর।
[৮]আস্তেবেস্তে ধাইয়া ঘরে আসিল শঙ্কর[৮] ॥ ৪০৭
আচম্বিতে মইল[৯] চণ্ডী ছোট নহে কথা।
শুনিয়া দেখিতে আইল জতেক দেবতা ॥ ৪০৮
ভূমিতে পড়িছে দেবী নাহিক চেতন।
দেখিয়া বিস্মিত হইল জত দেবগণ ॥* ৪০৯
[১০]চণ্ডীর মূর্ত্তি দেখিয়া[১০] স্থির নহে চিতে।
[১১]পাছার খাইয়া মহাদেব[১১] পড়িল ভূমিতে ॥ ৪১০
কাতর হইয়া কান্দে শিব চণ্ডিকার তরে।
নায়কের জয় হউক সেই দেবীর বরে ॥** ৪১১

১—১ পদ্মার চরণে সভে করয়ে প্রণাম, খ, গ। ২—২ চণ্ডিকা ঢলিল হেন বুঝিল, খ, গ। ৩—৩ আথেবেথে ধাইয়া আসিল জত দেবগণ, খ, গ। ৪—৪ কেহ কানে মন্ত্র জপে কেহো রক্ষা বান্ধে, খ, গ।

† ৪০৫ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

উঠ উঠ বলি কেহ কর্ণমূলে ডাকে।
মর্ম্মশ্বাস চাহে কেহ তুলা দিয়া নাকে।

৫—৫ করে জত, খ, গ। ৬ জীবের, খ, গ। ৭—৭ শীঘ্রগতি, খ। ৮—৮ শুনিয়া ত্বরিতে আসিল দেব মহেশ্বর, খ, গ। ৯ মরে, খ, গ।

* ৪০৯ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১০—১০ চণ্ডিকার মৃত্যু দেখি, খ, গ। ১১—১১ ভূমি আকর্ষিয়া শিব, খ, গ।

** ৪১১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

বিজয়ে গোপ্তে বোলে গাইন [১]বোল হরির নাম[১]।
[২]লাচারি পড়িল এ [৫] ব পয়ার বিশ্রাম[২] ॥ ৪১২
[৩]কান্দে শিব চণ্ডীরে লইয়া কোলে[৩] ॥ ধুয়া ॥

লাচারি

যত কহে দেবগণে তাহা কিছু না লয়ে মনে
গৌরী গৌরী ডাকে উচ্চস্বর।
করুণা করিয়া কান্দে আপোনার কর্ম্ম নিন্দে
শুনিয়া কাতর দেবগণ ॥ ৪১৩
... ... ।
অচৈতন্য ভগবতী কান্দে কার্ত্তিক গণপতি
সানন্দে বিজয়ে গোপ্তে ভণে ॥* ৪১৪

১—১ মনের ঘুচাও ধন্দ, খ, গ। ২—২ এই কালে বোল ভাই লাচারির ছন্দ, খ, গ। ৩—৩ এই চরণ (ধুয়া) অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

* ৪১৩-৪১৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

আজি বিধি হইল বাম ঘুচিল ঘরের কাম
দেশান্তরি হইব যোগী হইয়া।
হেন দেবী ভূমে লোটে দেখিয়া পরাণ ফাটে
আজু ঘরে জাইব কাহারে লইয়া।
কাহারে বিধি হেন করে বৃদ্ধকালে স্ত্রী মরে
কাহার মুখ চাহিবে দুই পোয়।
বাসরেত গৃহ শূন্য জীবনের কিবা পুণ্য
লোকের মুখ চাহিবে কোন লাজে।
পূর্ব্ব জন্মে কৈলুম পাপ শরীরে না সহে তাপ
নিশ্চয় মজিব জলমাঝে।
হিয়া হানে ছেঁড়ে চুল সঘন লোটায় ধুল
গৌরি গৌরি ডাকে উচ্চরায়।
যাত্রা করিলুন শুভক্ষণে কন্যা পাইলাম পুষ্পবনে
পুত্রের অধিক করি দয়া।

পয়ার

[১]কাতর স্বরে কান্দে শিব লোটাইয়া ভূমিত[১] ॥ ধুয়া ॥

হিয়া হানে চুল ছিঁড়ে ভূমে পড়ে গড়ি।
গৌরী গৌরী বলিয়া কাতর ডাক ছাড়ি ॥* ৪১৫
কাতর স্বরে কান্দেন শিব মনে লাগে বেথা।
[২]শিবের কান্দনে কান্দে সকল দেবতা[২] ॥ ৪১৬
[৩]নারদ মুনি বোলে শিব কর কোন[৩] কাজ।
[৪]স্ত্রীর জন্মে বিলাপ কর নহে বাস লাজ[৪] ॥ ৪১৭
[৫]চৈতন্য হইবে চণ্ডীর[৫] তুমি কান্দ কিসে।
[৬]জগতের নাথ তুমি সর্ব্ব লোকে হাসে[৬] ॥ ৪১৮
স্থির হইয়া রহ তুমি সম্বর ক্রন্দন।
কোন হেতু বাঁচে চণ্ডী তাহে দেও মন ॥** ৪১৯
[৭]বিমরষিয়া দেখ গোঁসাই চিত্তে কেমন[৭] আইসে।
যেই মুখে কণ্টক বৈসে সেই মুখে খসে ॥ ৪২০
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি করিলাম সার।
[৮]পদ্মাবতী না আসিলে নাহিক[৮] নিস্তার ॥ ৪২১

---

* লুকাইয়া রাখিলাম ঘরে অবিচারে মারে তারে
অহঙ্কারে মৈল মহামায়া ॥
... ... ।
পদ্মাবতী পরশনে সানন্দে বিজয় ভণে
তাহারে সদয় নারায়ণ ॥

১—১ দিন নাথ কি না হইল মোরে, খ, গ।

* ৪১৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

২—২ নারদে বোলেন মামা শুন আমার কথা, খ, গ। ৩—৩ মিছা কান্দনে আর কিছু নাহি, খ, গ। ৪—৪ স্ত্রীর লাগি কান্দ মামা মুখে নাহি লাজ, খ, গ। ৫—৫ অচেতন হৈল চণ্ডী, খ, গ। ৬—৬ সতেক কান্দনে আর চণ্ডিকা না আইসে, খ, গ।

** ৪১৯ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

৭—৭ বিমসিয়া চাহ মামা কেমত মনে, খ, গ। ৮—৮ বিনে পদ্মাবতী নাহি চণ্ডীর, খ, গ।

নারদের [১]বা [ে] ক্য গোঁসাই[১] এড়িলা ক্রন্দন ।
উচ্চস্বরে [২]পদ্মা বলি[২] ডাকে ঘন ঘন ॥ ৪২২
মহাদেবে বোলে পদ্মা মোর দোষ কি ।
বিনা দোষে বাপ এড়ি কোথা গেলা ঝি ॥ ৪২৩
যে জনে যে কর্ম্ম করে তাহার ফল পায়ে ।
মায়ে অপরাধ করিলে অন্যের কিবা দায়ে ॥ ৪২৪
কোপ রাখ এবে কন্যা ঘরে আইস ঝাটে ।
তোমাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটে ॥ * ৪২৫
মহাদেব বোলে পদ্মা তুমি আমার ঝি ।
আপোন দোষে মইল[৩] চণ্ডী তোমার দোষ কি ॥ ৪২৬
আগু পাছ নাহি চাহে বিবাদে আগল ।
করিল যেমন কর্ম্ম পাইল তাহার ফল ॥ † ৪২৭
লোকমুখে হইল পদ্মা তোমার অপযশ ।
চণ্ডীরে জিয়াইয়া দেও দেখি তোমার সাহস ॥ ৪২৮
লোকে বোলে শুদ্ধজন তায়ে অপবাদি ।
লোকে ঘুষিবেক তোমায়ে সতমাই বধি ॥ ** ৪২৯
লোকের অপযশ ঘোচাও আমার[৪] সাধন ।
চণ্ডীরে জিয়াইয়া দেও[৫] তোষে [া] দেবগণ ॥ ৪৩০ .

১—১ বাক্যে শিব, খ, গ। ২—২ পদ্মারে, খ, গ।

* ৪২৪-৪২৫ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

শিবের বচন পদ্মা খণ্ডাইতে না পারি ।
বাপের নিকট আইলা দেবী বিষহরি ।

৩ মরে, খ, গ।

† ৪২৭ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

** ৪২৮-৪২৯ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

সতম্বরে কহে লোক কাহার নহে বশ ।
লোকমুখে পদ্মা তোমার রহিল অপযশ ।

৪ রাখহ, খ, গ। ৫ তুমি, খ, গ।

লোকে তোমার বিক্রম দেখিব ভাল মতে।
অধর্ম্ম এড়িয়া পদ্মা আইস ধর্ম্মপথে ॥ * ৪৩১
মোর [১]বাক্য পদ্মা[১] [তুমি] না করিয় আন।
একবার দেও তুমি চণ্ডীর প্রাণ দান ॥ ৪৩২
কাতর স্বরে বোলে শিব করে গদগদ।
বোলচাল নাহি কিছু হইল নিঃশব্দ ॥ ৪৩৩
অধোমুখে মনসা না চাহে কার ভিত।
দেবগণে বোলে পদ্মা নহে ত উচিত ॥ ৪৩৪
সতমাও বধিয়া তোমার ধর্ম্মের নাহি ডর।
বাপ হইয়া সাধে শিব না দেও উত্তর ॥ ৪৩৫
দেবগণে যত বলে শুনে পদ্মাবতী।
সেই পদ্মার বরে হউক সভার আরতি ॥ ৪৩৬
বিজয়ে গোপ্তে বোলে গাইন চিত্ত কর সার।
লাচারি পড়িল আর কিসের পয়ার ॥† ৪৩৭

লাচারি

কোন মুখে রহিলা নিশবদে।
অধম পাপ বড় সতমাও বধে ॥ ৪৩৮
কিবা বোঝে দেবী পদ্মাবতী।
ছোট নহে দেব জাতি আর হতে বুদ্ধিমতী
আপোনে সকল বোঝ ভাল।
বাপ হইয়া স্তুতি করে উত্তর না দেও তারে
তুমি বড় অবোধ ছাওয়াল ॥ ৪৩৯
[অ] শী [ি]ত বৃদ্ধ তাহার বয়স করিলা কোন সাহস
ভয়ে তোরে না বোলি অনুচিত।

---

* ৪৩১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।
১—১ বোল পদ্মাবতী, খ, গ।
† ৪৩৩-৪৩৭ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

উৰ্দ্ধমুখে পাড়ে ডাক দেবের সাধন রাখ
লোকমুখে শুনিতে কুৎসিত ॥ ৪৪০
আমরা ত ভিন্ন নহি হিত উপদেশ কহি
এর কোপ কার্য্যে দেও মন।
অপদোষ কলঙ্কে চণ্ডিকা জিয়াইয়া দে
কৌতুকে রহুক দেবগণ ॥ ৪৪১
ত্রিদশ দেবতা সাধে মনসা উত্তর না দে
বাপের ঘুচিল সম্মান।
ব্রহ্মা বোলে পদ্মা শোন আমি জানি তোর গুণ
কামরূপে যুগে যুগে রতা ॥ ৪৪২
তুমি সে জিয়ন্তে মার নৈলে জিয়াইতে পার
বারেক চণ্ডীর প্রাণ রাখ।
ব্রহ্মার বোলে পদ্মা হাসে হেন কি তোমারে বাসে
মৈলে মড়া জিয়ে আরবার ॥ ৪৪৩
... ...।
তোমার বোলে কত খণ্ডি অথনে জিয়াইব চণ্ডী
বিজয়ে গোপ্তে রচিল সোসার ॥ * ৪৪৪

পয়ার

পদ্মার বরে হউক নায়কের হিত।
দেবের বচনে পদ্মার অন্তরে লজ্জিত ॥ ** ৪৪৫
পদ্মাবতী বোলে বাপু শোন দিয়া মন।
[১]মন দিয়া শোন বাপু[১] দুঃখের কথন ॥ ৪৪৬

---

* ৪১৮-৪৪৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

** ৪৪৫ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
ব্রহ্মা বোলেন পদ্মা তুমি কামরূপে থাক।
জিয়ন্তে মার তুমি মরা জিয়াইয়া রাখ ॥

১—১ তোমার আগে কহি মোর, খ, গ।

তোমার দুহিতা হেন দিলাম পরিচয়ে।
তবু [১]মোরে প্রহার করে যত মনে লয়ে[১] ॥ ৪৪৭
[২]চণ্ডীরে জিয়াই[২] বাপু তোমার কারণ।
পদ্মার বচনে শিব হরষিত মন ॥ ৪৪৮
জয়ে জয়ে করিয়া ডাকিলা দেবগণ।
চণ্ডীরে জিয়াইতে পদ্মা বসিলা আপন ॥ * ৪৪৯
নানা গুণ[৩] জানে পদ্মা গুরুর প্রতাপে।
চণ্ডীর বুকে হাত দিয়া মূল মন্ত্র জপে ॥ ৪৫০
পদ্মা বোলে [৪]চণ্ডী তোরে পোজে সর্ব্বজনে[৪]।
শিশুর ঘায়ে প্রাণ দিলা হাসে সর্ব্বজনে ॥ ৪৫১
কন্দলের রোষে তুমি বড়হি নিঃশঙ্ক।
আপোনার দোষে মর আমার কলঙ্ক ॥ ** ৪৫২
অধিক বলিতে নারি তুমি[৫] সত মাও।
কোপ লাজ পরিহরি ঝাটে তোল গাও ॥ ৪৫৩
উঠ উঠ চণ্ডিকা [৬]মোর দোষের[৬] ভয়ে নাই।
আর [৭]যদি নিদ্রা যাও পদ্মার[৭] দোহাই ॥ ৪৫৪
কর্ণে মন্ত্র [৮]পড়ে পৃষ্ঠে[৮] মারে ঘাও।
[৯]মন্ত্র পাইয়া বিষ চলিল সর্বব গাও[৯] ॥ ৪৫৫
[১০]পদ্মাবতী মন্ত্র পড়ে দেবগণ[১০] হরিষ।
চণ্ডীর অঙ্গের ক্ষেয়ে জা[১১] কালকূট বিষ ॥ ৪৫৬

১—১ কোপে মারে চণ্ডী দারুণ হৃদয়, খ, গ। ২—২ চণ্ডিকা জিবেন, খ, গ।

* ৪৪৯ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

ধ্যান করিয়া পদ্মা মনে মনে পাচে।
ধীরে ধীরে গেলা পদ্মা চণ্ডিকার কাছে।

৩ বিদ্যা, খ, গ। ৪—৪ সতাই তোরে পূজে এ ভুবনে, খ, গ।

** ৪৫২ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

৫ হও, খ, খ। ৬—৬ অপযশে, খ, গ। ৭—৭ নিদ্রা জাও যদি ধর্ম্মের, খ।
৮—৮ কহে দেবী পৃষ্ঠেত, খ। ৯—৯ চৈতন্য পাইয়া দেবী লাড়ে হাত পা, খ, গ।
১০—১০ পদ্মার মন্ত্রে দেবগণ হইলা, খ, গ। ১১ ক্ষে গল, খ।

নিদ্রা হইতে উঠেন নিদ্রাগত জন।
পদ্মার প্রতাপে হইল চণ্ডীর চেতন॥ * ৪৫৭
দুই আঁখি প্রসন্ন হইল নির্ম্মল হইল কায়া।
[১]গাও মোড়া দিয়া ওঠে[১] দেবী মহামায়া॥ ৪৫৮
গায়ের ধূলা [২]ঝাড়িয়া চণ্ডী হইলা সাবহিত[২]।
লাজে [৩]ব্যাকুল হইয়া বসিলা ভূমিত[৩]॥ ৪৫৯
চারিদিগে চাহে চণ্ডী[৪] কাতর নয়ান।
চণ্ডীর[৫] মুখ দেখিয়া কৌতুক দেবগণ॥ ৪৬০
বিজয়ে গোপ্তে বোলে গাইন [৬]কার্য্য ভাল আছে[৬]।
সরস লাচারি বোলো মহাদেব নাচে॥ ৪৬১

লাচারি

[৭]সবাই কৌতুকে নাচে গোঁসাই কৌতুকে নাচে[৭]॥
জগতমোহন শিব মহেশ।
সঙ্গে নাচে[৮] ভূত পিশাচ॥ ৪৬২
[৯]রঙ্গেতে নেহালিয়া চণ্ডীর[৯] মুখ।
নাচে [১০]মহেশ্বর মনে[১০] কৌতুক॥ ৪৬৩
... ...।
[১১]হাসিতে নাচিতে হর সঙ্গে নাচে গদাধর
বাম কান্ধে বাজেত মৃদঙ্গ[১১]॥ ৪৬৪

---

* ৪৫৭ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১—১ নিন্দে গাঁ মোড়া দিল, খ, গ। ২—২ ঝাড়ি শিব হইলা হরষিত, খ, গ।
৩—৩ ব্যাকুলি দেবী চাহে চারিভিত, খ, গ। ৪ দেবী, খ, গ। ৫ চণ্ডিকার, খ, গ।
৬—৬ মন দেও কাজে, খ, গ। ৭—৭ নাচেরে ভোলানাথ আপনে বিভোল, খ, গ।
৮ নাচে শিবের, খ, গ। ৯—৯ রঙ্গে নেহালিল গৌরীর, খ, গ। ১০—১০ গঙ্গাধর মনের, খ, গ, ঘ।

১১—১১ হাসিতে খেলিতে চলিতে রঙ্গে।
নন্দী মহাকাল বাজায় মৃদঙ্গে॥ খ, গ।

[১]শিব নাচে সুখে নন্দী বাদ্য বাজায়ে[১] ।
হাততালি দিয়া কিঙ্করে গীত গায়ে ॥ ৪৬৫
বিকট দশনে[২] ভ্রূকুটী ভাল সাজে ।
[৩]ডিম ডিম করিয়া তবে[৩] ডম্বুরা বাজে ॥ ৪৬৬
মরিয়াছিল চণ্ডী[৪] জিল আরবার ।
ডাকিনি যোগিনী দিল জয়ে[৫] জোকার ॥ ৪৬৭
কার্ত্তিক গণপতি দাঁড়াইয়া পাশে[৬] ।
গৌরীর মুখ নেহালিয়া [৭]মহাদেব হাসে[৭] ॥ ৪৬৮
দেবগণে বোলে হর দেখহ রঙ্গ ।
গৌরী জিল অখনে তোমার রঙ্গ ॥ * ৪৬৯
দেখিয়া কৌতুক [৮]হইল দেবতা সকলে[৮] ।
পুষ্প বরিষণ [৯]করি জয় জয় বোলে[৯] ॥ ** ৪৭০
ডাইনে [১০]পদ্মা বামে ভগবতী[১০] ।
হাসিয়া [১১]ঘরে চলে[১১] দেব পশুপতি ॥ ৪৭১
বৈদ্য বিজয়ে গোষ্ঠে সুরস গায়ে ।
[১২]মনসার বিক্রমে চণ্ডিকায়ে চায়ে[১২] ॥ ৪৭২

ধুয়া

মনসার প্রভাবে চণ্ডী জিল আর বার ।
ডাকিনী যোগিনী দিল জয়ে জোকার ॥ ৪৭৩

১—১ শিবাই নাচেরে মুখেতে গীত গাহে, খ, গ ।
২ দসনে, খ, গ । ৩—৩ ডমু ডমু বলিয়া, খ, গ । ৪ চণ্ডিকা, খ, গ ।
৫ জয় জয়, খ, গ । ৬ কাছে, খ, গ । ৭—৭ ত্রিলোচন নাচে, খ, গ ।
* ৪৬৯ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই ।
৮—৮ দেবসমাজে, খ, গ । ৯—৯ করে হুমহুমি বাজে, খ, গ ।
** ৪৭০ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—
পদ্মার চরিত্রে সম্ভ্রমে মনে মনে ।
প্রণতি স্তুতি করে সকল দেবগণে ॥
১০—১০ গৌরী বামে পদ্মাবতী, খ, গ । ১১—১১ চলিলা ঘরে, খ, গ ।
১২—১২ পদ্মাবতীর বিক্রমে সভের লাগে ভয়, খ, গ ।

হাস্তরসে দেবগণ নিজ স্থানে জায়ে।
শিবের পুরে রইলা পদ্মা আনন্দহৃদয়ে ॥ * ৪৭৪

[অথ পদ্মার বিবাহ]

মা নাহি পদ্মাবতীর ১বাপের বড়১ দয়া।
বিক্রম জানিয়া পালেন দেবী মহাময়া ॥** ৪৭৫

* ৪৭৩-৪৭৩ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ), (গ) ও (ঘ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

সেই পদ্মাবতী করুন নায়কের নিস্তার।
মরেছিল চণ্ডিকা জিল আরবার।
বাঁপ ঘরে আছে পদ্মা স্বতন্তরে থায়ে।
গৌরব করিয়া পালন করে মহামায়ে।
মা নাহি পদ্মাবতীর বাপে করে দয়া।
বিক্রম জানিয়া পালন করে মহামায়া।
বিজয় গুপ্তে রচে পুঁথি মনসার বর
গৌরী কোন্দল পালা গাহিলাম এইখানি সোসর।
ইতি গৌরী কোন্দল পালা সমাপ্ত।

১—১ বাপে করে, খ, গ।

* * ৪৭৪ সংখ্যক পদের পরে "অথ পদ্মার বিবাহ"—ইহার পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

আগচ্ছহ মনসা দেবী হইয়া অনুমতি।
সেবকে শরণ লইবে করিয়া ভকতি।
ফণী মনি মাণিক্যের রচিয়া অলঙ্কার।
উনকুটী নাগ লইয়া দিলা পাটয়ার।
শিবের তনয়া দেবী জগতে পূজিত।
গীত অনুসারে দেবি ওলাও ভূমিত।
কে তোমা পূজিতে পারে কাহার শকতি।
সেই যে পূজিতে পারে জে জানে ভকতি।
জনমে জনমে হই রাধা কানুর দাস।
তুয়া পদে ফুল দিতে মনে করেছি আশ।
জগতগৌরী জগতের মাতা। ধুয়া।
বন্দিলাম বন্দিলাম দেবি তালে দিয়া ঘাঁ।
অবধান করগো জগতগৌরী মা।

দিনে দিনে বাড়ে দেবী[1] ভুঞ্জিয়া বিশাল।
নানা সুখে মনসা আছেন[2] কত কাল ॥ ৪৭৬
একদিন সখীগণ সঙ্গে করি মেলা।
[3]সরযূর মধ্যে মনসায়ে করে[3] খেলা ॥ ৪৭৭

সর্ব্ব আগে বন্দম দেব নারায়ণ।
অনাদি কারণ প্রভু সৃষ্টির পালন ॥
হংসরথ বাহনে ব্রহ্মা কমললোচন।
বৃষভ বাহনে বন্দম দেব ত্রিলোচন ॥
সরস্বতী দেবী বন্দম বচন দেবতা।
যাহার প্রসাদে গাই সরস কবিতা ॥
ভক্তি পুরঃসর বন্দম গুরুর চরণ।
শুদ্ধ না আসিলে মুখে করাবা স্মরণ ॥
জরৎকারু মুনি বন্দম করিয়া ভকতি।
ভক্তি পুরঃসর বন্দম দেব গণপতি ॥
আস্তীক নামে মুনি বন্দম পদ্মার তনয়।
ব্যাস বশিষ্ঠ বন্দম সানন্দ হৃদয় ॥
একে একে বন্দিলাম যত দেবগণ।
সংক্ষেপে বন্দিলাম মাগো তোমার চরণ ॥
আসন চাপিয়া বস হরের দুহিতা।
ডাইনে সুগন্ধা দেবী বামে বসে নেতা ॥
বন্দনা বন্দিতে গীত হবে অনুক্ষণ।
অবশেষে বন্দি পদ্মা তোমার চরণ ॥
গাইন বন্দম বাইন বন্দম সঙ্গের পঞ্চ ভাই।
ঘট ছাড়ি লড় যদি শিবের দোহাই ॥
বৈদ্য বিজয় গুপ্তের মধুর ভারতী।
সর্ব্বক্ষণ রক্ষা যারে করেন পদ্মাবতী ॥
ছাড়িলাম বন্দনা ভাই গীতে দেও মন।
পদ্মাবতীর বিবাহ বলি শুন সর্ব্বজন ॥
বাপ ঘরে আছে পদ্মা স্বতন্তরে থায়।
বিক্রম জানিয়া পালন করে মহামায় ॥

১ ভোগ, খ, গ। ২ গোয়াইলা, খ। ৩—৩ জল মধ্যে মনসা করেন জল, খ, গ।

জলে সাতরে কেহ পায়ে মারে লাথি।
কেহ ডুব পাড়ে কেহ করে হাতাহাতি ॥* ৪৭৮
উদলা মাথার কেশ বুকে বস্ত্র নাই।
[১]অকস্মাৎ সেই পথে মিলিল[১] গোঁসাই ॥† ৪৭৯
প্রথম[২] যৌবন কন্যার রূপের নাহি সীমা।
ঘরে অকুমারী[৩] কন্যা বড় অমহিমা॥ ৪৮০
ঘরে অকুমারী কন্যা রহিল আমার।
ভাবিতে চিন্তিতে গেল গৃহে আপনার ॥‡ ৪৮১
সাত পাঁচ মহাদেব মনে মনে গণি।
নন্দীরে[৪] পাঠাইয়া আনে নারদ মহামুনি ॥ ৪৮২
মহাদেবে বলে মুনি শোন মন দিয়া।
প্রাণের দুর্লভ পদ্মা দিতে চাহি বিয়া ॥ § ৪৮৩
[৫]কন্যা বিহা দিতে চাহি দেবী পদ্মাবতী[৫]।
এই কার্য্য ঘটাইয়া দেও শীঘ্রগতি[৬] ॥** ৪৮৪

---

* ৪৭৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১—১ দৈবগতি সেই পথে চলিলা, খ, গ।

† ৪৭৯ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

জলকেলি করে পদ্মা যার নাহি চিত।
পদ্মার রূপ দেখিয়া শঙ্কর লজ্জিত।

২ সম্পূর্ণ, খ, গ। ৩ অবিবাহিতা, খ, গ।

‡ ৪৮১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

৪ সম্বাদ, খ, গ।

§ ৪৮৩ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

প্রণাম করিয়া মুনি রহিলা শিবের আগে।
নারদ দেখিয়া শিব কহিবারে লাগে।
শিব বোলেন নারদ মুনি শুনহ বচন।
ঘটাইয়া দেও মোরে এক প্রয়োজন।

৫—৫ কন্যারত্ন বিহা দিতে চাহি বিষহরি, খ, গ। ৬ করি, খ, গ।

** ৪৮৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

উত্তম কুলেতে জন্ম হয়ত সুজন।
দেখিয়া কৌতুক জেন হয় দেবগণ।

যে ছিল মনের কথা কহিল তোমার ঠাঁই।
সভে যেন ভাল বোলে দেখিয়া জামাই ॥ ৪৮৫
শিবের বচনে মুনি [1]চিন্তে মনে মনে[1]।
[2]বর অন্বেষণে আমি যাব কোন স্থানে[2] ॥ ৪৮৬
এতেক ভাবিয়া মুনি চলিল সত্বর।
বর অন্বেষণে গেলা সুমেরু পর্ব্বত ॥ ৪৮৭
নারদ দেখিয়া সবে চিন্তিলা কারণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন ॥ ৪৮৮
এক ঠাঁই বসিলেন সকল মুনিগণ।
অশেষ বিশেষ কহে যত বিবরণ ॥ ৪৮৯
বসুসাগ্র বিশ্বামিত্র মরিচ গৌতম।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি যার নাম শত্রুঘন ॥ ৪৯০
সত্যানন্দ পরাশর কপিল বশিষ্ট।
বসিল কপিল মুনি তপেতে বিশিষ্ট ॥ ৪৯১
তপের প্রভাবে মুনির শরীর দেখি চারু।
তাহার মধ্যে বসিছে সুন্দর জরৎকারু ॥ ৪৯২
অ [া] জানুলম্বিত বাহু সুন্দর ললাট।
বক্ষস্থলে শোভা করে সুবর্ণের পাট ॥ ৪৯৩
স্ফটিকের জপমালা জপে ধীরে ধীরে।
তপের প্রভাবে মুনি বিহা নাহি করে ॥ * ৪৯৪
[3]এহার তরে বিহার কথা কহন না যায়ে[3]।
[4]বিহার কথা শুনিয়া মুনি[4] কোন শাপ দেয়ে ॥ * * ৪৯৫

১—১ বন্দিলেক শিবে, খ, গ। ২—২ প্রণাম করিয়া মুনি চলে ধীরে ধীরে, খ, গ।

* ৪৮৭-৪৯৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

জরৎকারু মুনি আছে তমসার তীরে।
তথায় চলিয়া গেলা নারদ মুনিবরে ॥

৩—৩ তাহার সনে বিবাহের কথা কহিতে পারে কে, ক, খ, গ। ৪—৪ না জানি কথনে মুনি, খ, গ।

* * ৪৯৫ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

[১]এতেক ভাবিয়া মনে নারদ মুনিবর[১]।
[২]মহাদেবের ঠাঁই গিয়া কহিলা উত্তর[২] ॥ ৪৯৬
নারদের সঙ্গে শিব করিলা যুকতি।
সম্বাদ পাঠাইয়া আনে [৩]রতির কামপতি[৩] ॥ ৪৯৭
দ্বারে থাকিয়া প্রণাম করিলা পঞ্চবাণে।
ভক্তিভাবে কহে কথা শিব বিদ্যমানে ॥ * ৪৯৮
কোন কাজে দেবরাজে আমারে সম্বাদ।
এবে সে ঘোচিল আমার যত অপবাদ ॥ † ৪৯৯
কাম দেবের কথা শুনি [৪]দেবের কৌতুক[৪]।
[৫]কাম দেবের কথা শুনি মহাদেবের সুখ[৫] ॥ ৫০০
শিব বোলে কাম দেব শুনহ বচন।
ঘটাইয়া দেও মোরে [৬]শুভ প্রয়োজন[৬] ॥ ৫০১
কন্যা বিহা দিতে চাহি দেবী বিষহরি।
এই কর্ম্ম ঘটাইয়া আন শীঘ্রগতি ॥ ‡ ৫০২

বজ্র ধরিতে পারে জেবা দন্ত দিয়া।
সেই সে উহারে করাইতে পারে বিয়া ॥

১—১ উপায় চিন্তিয়া তবে নারদ তপোধন, খ, গ। ২—২ শিবের আগে কহিল গিয়া এ সব কথন, খ, গ। ৩—৩ রতি আর পতি, খ, গ।

* ৪৯৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

† ৪৯৯ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

মোর বোল অবধান কর দেবরাজ।
জানিয়া বিধান কর আছে কোন কাজ ॥
পূর্ব্বে শাপ দিয়া মোরে করিলা ভস্মরাশি।
মোর বাণের তেজে এখন তুমি গৃহবাসী ॥

৪—৪ মহাদেব হাসে, খ, গ। ৫—৫ যত কহে কামদেব শিবের মনে বাসে, খ, গ। ৬—৬ এক প্রয়োজন, খ।

‡ ৫০২ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

জরৎকারু মুনি আছে তমসার তীরে।
তপে আগল মুনি বিহা নহে করে ॥
জগতগৌরী নামে কন্যা আছে আমার ঘরে।
হেন মনে লয় কন্যা বিহা দি তাহারে ॥

একেত[১] কামদেব আর আজ্ঞা পায়ে।
[২]শর ধনু লইয়া কাম[২] মিলিলা তথায়ে ॥ ৫০৩
আকর্ণ পুরিয়া বাণ এড়ে যার ভিত।
ততক্ষণে তার অঙ্গ হয় পুলকিত ॥ * ৫০৪
কামবাণে মোহিত হইলা জরৎকারু।
[৩]নয়ান মেলিয়া দেখে বন উপচারু[৩] ॥ ৫০৫
মদন বিবাগে মুনির বাড়িয়া আইসে কোপ।
[হেন কালে দেখে তথা বিন্ন এক ঝোপ ॥ ৫০৬
এক শিকড় তাহার নামিছে পাতালে।
পূর্ব্ব পুরুষ রহিছে মুনির তাহার ডালে ॥ ৫০৭
ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে অ [া] র্ত্তনাদ করে।
জরৎকারু মুনি বলিআ ডাক পাড়ে ॥ ৫০৮
আমারদিগের বংশ তুমি হইলা কুমতি।
তে কারণে আমার সভার স্বর্গে নাহি গতি ॥ ৫০৯
বিবাহ হইলে তোমার সন্তান হইত।
তবে আমা সবাইর স্বর্গে গতি হইত ॥ ৫১০
এতেক শুনিয়া বোলে জরৎকারু মুনি।
বিবাহের কথা আমি কভু নাহি শুনি ॥ ৫১১
জগতগৌরী নামে কন্যা কর গিয়া বিয়া।
পশ্চাৎ আসিয় তুমি ফল জন্মাইয়া ॥ † ৫১২]

---

১ এক চাহে, খ, গ। ২—২ রতি সঙ্গে কামদেব, খ, গ।

* ৫০৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

নানা পুষ্প ফোটে সেই বনের ভিতর।
দেখিয়া কৌতুক বড় আনন্দ অপার ॥
ফুলের ধনু হাতে কাম জুড়িলেক বাণ।
কটাক্ষে হরিয়া নিল জরৎকারুর প্রাণ ॥

৩—৩ চক্ষু মেলি দেখে মুনি তপোবন চারু, খ, গ।

† ৫০৬-৫১২ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

শৃঙ্গ দিয়া হরিণে কামড়ায় হরিণীরে।
এই মতে রহিলা মুনি তমসার তীরে ॥

[১]এত শুনি সম্মত হইলা তপোধন[১] ।
অশেষ বিশেষ কথা কহে[২] দুই জন ॥ * ৫১৩
[৩]পিতৃলোকের আজ্ঞাতে আমি বিবাহ[৩] করিতে চাহি ।
[৪]আত্মনামানিকা কন্যা কোন স্থানে পাই[৪] ॥ ৫১৪
নারদ বোলে জরৎকারু শুন দিয়া মতি ।
মহাদেবের কন্যা আছে নাম পদ্মাবতী ॥ ৫১৫
নানা গুণ ধরে পদ্মা বড় গুণবতী ।
তাহারে করহ বিহা যদি লয় মতি ॥ ৫১৬
মহাদেবের ঠাঁই আমি আজ্ঞা লওয়া মাত্র ।
মোর মনে লয়ে মুনি তুমি তার পাত্র ॥ ৫১৭
এতেক শুনিয়া মুনি হরষিত মন ।
নারদের সঙ্গে মুনি করিলা গমন ॥ ৫১৮
সাজিয়া চলিল মুনি কৌতুক হইল বড়ী ।
সম্বাদ পড়িল গাইন বোলহ লাচারি ॥ * * ৫১৯

একথা শুনিয়া শিব আনন্দিত মতি ।
নারদ মুনি পাঠাইয়া দিলা শীঘ্রগতি ॥

১—১ জরৎকারু দেখিয়া আনন্দিত মন, খ, গ । ২ ছিল, খ, গ ।

* ৫১৩ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

আমার কি হইল ভাবনারে । ধুয়া ।
জরৎকারু বোলে নারদ কহিতে বাসি লাজ ।
না কহিলে সিদ্ধি নাহি আপনার কাজ ॥

৩—৩ বাপুর আজ্ঞা হইয়াছে আমি বিহা, খ, গ । ৪—৪ অপরূপ কন্যা আমি কোথা গেলে পাই, খ, গ ।

* * ৫১৫-৫১৯ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

নারদ মুনি কথা কহে অধিক বাড়ে আশ ।
এবে হোতে শিবের সুখ অভিলাষ ॥
পরম কারণ শিব এবে হইয়াছে সুখী ।
তাহার ঘরে কন্যা আছে পদ্মা চন্দ্রমুখী ॥
সহজে ঘটক জাতি বড়ই চতুর ।
মুনিরে লইয়া নারদ আসিল দেবপুর ॥

লাচারি

সাজিল মুনির স্থত রূপে গুণে অদভুত
গগন যুড়িল গন্ধবাসে।
চন্দনে লেপিত তনু হাতে ফুল করে ধনু
কাম যেন সাজে মধুমাসে॥ ৫২০
চৌদলে আরোহণ চলে যত মুনিগণ
দ্বিজ দৃষ্টি হইল সারি সারি।
তার যন্ত্রে গাহে গীত গাহে নাচে স্থললিত
পরম স্থন্দর দিব্য নারী॥ ৫২১
চলিয়াছে মুনি যত তাহা বা কহিব কত
কমণ্ডলু হাতে দণ্ড গোটা।
তুই হাতে লইয়া কুশা এইত মুনির দশা
কপালে ধরেন দীর্ঘ ফোটা॥ ৫২২
বিজয়ে গোপ্তে কবি কয়ে রসিকের মনে লয়ে
শিবপুরী মিলিল জামাই।
দেখিয়া মুনির সাজ পরিহরি রহে লাজ
দিব্য নারী আইল ঠাঁই ঠাঁই॥ ৫২৩

পয়ার

জরৎকারু আসিল হেন জানিল কারণ।
দেবতার নারীগণ আইল ততক্ষণ॥ ৫২৪
রত্নময় আসনে বসিল শূলপাণি।
হেন কালে আসিল তথায়ে জরৎকারু মুনি॥ ৫২৫

কার্ত্তিক গণেশ নন্দী, ডাকে তিন জন।
তিন জনের তরে কহে অশেষ বচন॥
তিন জনের তরে শিব করিয়া আদেশ।
চণ্ডিকার গৃহে শিব করিল প্রবেশ॥
চণ্ডিকারে কহে কথা কৌতুক হইল বড়ি।
সম্বাদ পড়িল ভাই বলিতে লাচারি॥

জরৎকারু দেখিয়া শিব হরষিত মন।
বিনয়ে করিয়া দিল বসিতে আসন ॥ ৫২৬
মহাদেবে বোলে মুনি শুন দেবগতি।
তুমি বিবাহ কর মোর কন্যা পদ্মাবতী ॥ ৫২৭
জরৎকারু বোলে গোঁসাই তুমি জগতের পতি।
তোমার বাক্য লঙ্ঘিতে কাহার শকতি ॥ ৫২৮
এত শুনি হরষিত হইলা শূলপাণি।
কার্ত্তিক গণপতি নন্দী ডাক দিয়া আনি ॥ ৫২৯
তিন জনে [র] প্রতি শিব করিলা আদেশ।
কল্য বিবাহ পদ্মার অন্ত অধিবাস ॥ ৫৩০
চণ্ডিকারে বোলে শিব মনে রঙ্গ ভারি।
সম্বাদ পড়িল গাইন বোলহ লাচারি ॥* ৫৩১

লাচারি

ধরিয়া চণ্ডীর হাতে, বোলে শিব ভোলানাথে
[১]চণ্ডীগ, বিবাহের সজ্জা দিবাগ আমারে[১]।
জামাই আসিছে[২] পুণ্যবান কন্যা করিব দান
বিহার সজ্জা কর গিয়া ঘরে ॥ ৫৩২
আসিছে[৩] মুনির সুত রূপে গুণে অদ্ভুত
কন্যা বিহা দিব তাহার তরে।
[৪]গৌরী বোলে কর কাজ[৪] তোমার মুখে নাহি লাজ
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে ॥ ৫৩৩
আইয় আসিবে মঙ্গল গাইতে তারা চাবে পান[৫] খাইতে
[৬]তৈল সিন্দুর পাইব কথায়ে[৬]।

---

* ৫২০-৫৩১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।
১—১ চণ্ডিলো সব সজ্জা দিবালো আমারে, খ, গ। ২ আনিছি, খ, গ।
৩ আনিছি, খ, গ। ৪—৪ হাসি বলে চণ্ডী আই, খ, গ। ৫ গুয়া, খ, গ।
৬—৬ আর চাহিবে তৈল সিন্দুর, খ, গ।

হাসি বোলে শূলপাণি আইয় ভাড়াইতে[১] জানি
[২]লেংগটা হইয়া মধ্যে দাঁড়াইব[২] ॥ ৫৩৪
দেখিয়া আমার ঠান আইয়র উড়িব প্রাণ।
লজ্জা পাইয়া [৩]জাবে পলাইয়া[৩]
[৪]লজ্জা পাইয়া আইয় যাবে কেবা পান গুয়া খাবে
তৈল সিন্দূর দিবা কার তরে[৪] ॥ ৫৩৫
বিজয়ে [৫]গোপ্ত কবি কয়ে একথা উচিত হয়ে
বিহার সজ্জা কর গিয়া ঘরে[৫] ॥ ৫৩৬

পয়ার

শিবের ঠাঁই কহেন গৌরী মনে বড় সুখ।
হইব পদ্মার বিহা মনেত কৌতুক ॥ ৫৩৭
রজত কাঞ্চন নাহি ভাল নাহি মণি।
সভে অলঙ্কার আছে গুটিকত ফণি ॥ ৫৩৮
চণ্ডীর বচনে শিব মনেতে ভাবিল।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্মা নিকটে আনিল ॥ ৫৩৯
শিব বোলে বিশ্বকর্মা শুনহ বচন।
রত্নময় পুরীখান করহ সৃজন ॥ ৫৪০
শিবের বচন শুনি বিশ্বকর্ম্মা চলে।
সোনালিয়া পুরীখান সৃজিল কুতূহলে ॥ ৫৪১
ঘষিয়া মাজিয়া ঘর করিল রূপস।
নেতের পতাকা চালে সুবর্ণ কলস ॥ ৫৪২

---

১ ভাণ্ডিতে খ, গ। ২—২ মধ্যে দাণ্ডাব লেঙ্গট হইয়া, খ, গ।
৩—৩ সভে জাবে ঘরে, খ, গ।
৪—৪ আছুক গুয়ার কাজ আইও পাইবে লাজ
গুয়া পান দিব আমি কাহারে।
৫—৫ গুপ্তে বোলে হয় এসব উচিত নয়
ঘরে গিয়া কর সম্বিধান। খ, গ।

তার যন্ত্র লহিয়া গন্ধর্ব গাহে গীত।
ঘণ্টা ঘাঘর বাদ্য বাজে সুললিত ॥ ৫৪৩
এতেক শুনিয়া শিব কৌতুক অপার।
কুবের আনিয়া সজ্জা ভরিল ভাণ্ডার ॥ ৫৪৪
দেবের ঈশ্বর শিব ধনে অন্ত নাই।
নানাবিধ বিহার সজ্জা থুইল ঠাঁই ঠাঁই ॥ ৫৪৫
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি আসিল সত্বর।
বিবাহের মঙ্গল স্নান করে মুনিবর ॥ * ৫৪৬

---

* ৫৩৭-৫৪৬ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

পয়ার

আজু আনন্দের সীমা নাই।
পদ্মাবতীর বিহা হবে আনন্দিত মতি।
মিলিল আসিয়া শিবের অরুন্ধতী।
পদ্মাবতীর অধিবাস করে নৃত্যগীত।
জরৎকারুর অধিবাস করে নানা রীত।
রজনী প্রভাত কালে হইল শুভক্ষণ।
বৃদ্ধি করিতে বসিল ত্রিলোচন।

লাচারি

স্নান করিয়া জলে বিচিত্র মোওব তলে
বৃদ্ধি করয়ে নারায়ণ।
উচ্চারিয়া বোলে হরি স্বস্তি বচন পড়ি
হাতে দূর্ব্বা ধান্য গঙ্গাজল।
আনিয়া বটের পাত সিন্দুর সুললিত তাত
ষোড়শ মাতৃকা পূজা করে।
গোমাই লিপিয়া ছিটা ধান্য দূর্ব্বা সিন্দূরের ফোটা
প্রণামে পূজিল বসুধারা।
লাছিয়া খোলের খালি. আতপ তণ্ডুল চালি
পাত্র লাছিল সারি সারি।
সারি দিল গুয়া পান কদলি কলা মর্ত্তমান
প্রতি সজ্যে মিষ্ট মিষ্ট নারিকেল।

লাচারি

[১]পঞ্চ স্বরে বাদ্য বাজে মনোহর[১]।
বিবাহের মঙ্গল স্নান করে মুনিবর ॥ ৫৪৭
কার হাতে আইয় সরা কার হাতে দীপ।
শতে শতে আইয় গেল মুনির সমীপ ॥ * ৫৪৮
পতি[২] পুত্রবতী যত দেবতার নারী।
বরণের[৩] সজ্জা লইয়া দাঁড়াইল সারি সারি ॥* * ৫৪৯

অষ্ট পাত্রে অষ্ট ধুতি দক্ষিণা দিল গুটি গুটি
বুঝিয়া বুঝিয়া পাত্রে করে দান।
শিব করে নান্দীমুখ পিতৃলোকের বড় সুখ,
বৃদ্ধি করিল নারায়ণ।
রজত কাঞ্চন দান ভাণ্ডারী ডাকিয়া আন
আজু হতে হউক সাফল।
পদ্মাবতী পরশনে সানন্দে বিজয় ভণে
জাহারে সদয় নারায়ণ।

পয়ার

স্থানে স্থানে নানা বাদ্য বাজে সুললিত।
কাশীর জতেক লোক হইলা আনন্দিত।
বিপ্রগণ সম্বোধন করিলা ত্রিপুরারি।
তথায় মুনির সুত চলে শীঘ্র করি।
বিবাহের বেশে আইসে তপোধন।
বিচিত্র সাজনে আইসে সঙ্গে মুনিগণ।
জরৎকারু দেখিয়া সভে আনন্দিত।
জেন রিত পদ্মাবতী বর তেন রিত।
মঙ্গল স্নান করে মুনি নারীর হুড়াহুড়ি।
এই কালে বোল ভাই সরস লাচারি।

১—১ ললিত মধুর বাদ্য বাজে মনোহর, খ, গ।
* ৫৪৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।
২ মতি, খ, গ। ৩ স্নানের, খ, গ।
* * ৫৪৯ সংখ্যক পদের পরে (খ), (গ) ও (ঘ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—
সমুখে প্রদীপ আনে জলপূর্ণ ঘট।
আপনে চণ্ডিকা আইলা মুনির নিকট।

তিল তৈল আমলকি[১] হরিদ্রা পীঠালি।
লেপিয়া মুনির অঙ্গে কৌতুকে জল ঢালি ॥ ৫৫০
[২]অষ্ট অঙ্গে ছোয়াইয়া[২] রজকে দিল যায়।
গঙ্গা[৩]জলে স্নান করাইল আরবার ॥ ৫৫১
স্নান [৪]করিয়া মুনি[৪] কেশের তুলে জল।
তিতা বস্ত্র এড়িয়া মুনি ধুতি পরিল নির্ম্মল ॥ ৫৫২
অগুরু চন্দন গন্ধ[৫] সুগন্ধি বিশেষ।
ধুপের ধুয়া [৬]দিয়া শুকায় মাথার কেশ[৬] ॥* ৫৫৩
[৭]মুনিগণের রূপ তখন নারী সবে[৭] চায়ে।
মনসার চরণে দ্বিজ[৮] বিজয়ে গোপ্তে গায়ে ॥ ৫৫৪

পয়ার

শিবে বোলেন গৌরী তুমি না করয় চিন্তা।
ধনের ঈশ্বর কুবের আছে আমার মিতা ॥** ৫৫৫

চারিদিকে হুলাহুলি জয় জয় জোকার।
কনক আসনে বৈসে মুনির কুমার ॥
পূর্ণ ঘট হাতে করি আরো দধিধান।
কৌতুকে নারীগণে করয়ে মঙ্গল স্নান ॥

১ আমলখী পীলা খ, গ। ২—২ পঙ্ক নখে লিপীয়া খ, গ, ঘ। ৩ জাহ্নবীর, খ, গ, ঘ। ৪—৪ করি মুনিবরের, খ, গ। ৫ চুয়া, খ, গ। ৬—৬ দিয়ারে বাসিত করে কেশ, খ, গ।

* ৫৫৩ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

বিচিত্র আসনে মুনি বসিলা কৌতুকে।
কনক দর্পণ নাপিত ধরিল সম্মুখে ॥
জয় জয় হুলাহুলি মঙ্গলবাদ্য গীত।
করিল ক্ষেউর কর্ম্ম দেবের নাপিত ॥

৭—৭ মুনিবরের রূপ এখন নারীগণে, খ, গ। ৮ বৈদ্য, খ, গ।

** ৫৫৫-৫৬২ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ—

পদ্মাবতীর বিহা হবে আনন্দিত মন।
পদ্মারে করয়ে বেশ জত নারীগণ ॥

তাহার ঠাঁই যত চাহি তত পাই ধন।
অবশ্য ব্যবহার মোরে দিবে দেবগণ॥ ৫৫৬
নন্দীরে পাঠাও বলুক যত দেবগণ।
বিশ্বকর্ম্মা গড়ুক পদ্মার আভরণ॥ ৫৫৭
নাকের বেসর আর গলার হাসলি।
পায়ের মল খাড়ু গড়ুক নূপুর পাসলি॥ ৫৫৮
হস্তের চারি তার গড়িল পরম সুন্দর।
বিদায় হইয়া বিশ্বকর্ম্মা গেল নিজ ঘর॥ ৫৫৯

কহিতে না পারি পদ্মার যত করে বেশ।
ধূপের ধোঁয়া দিয়ারে বাসিত করে কেশ॥
সুবর্ণের কর্ণফুল কর্ণে আনি দিল।
নাকেতে বেসর দিল করে ঝলমল॥
গলায় হাত দিল সুবর্ণের পাঁতি।
মধ্যে মধ্যে মণিমুক্তা লাগাইয়াছে তথি॥
দুই হাতে তাড় দিল দেখিতে শোভন।
শঙ্খের সমুখে দিল সুবর্ণ কঙ্কণ॥
পায়ে খাড়ু দিল আঙ্গুলে পাসলি।
পরম সুন্দর জেন সোনার পুতুলি॥
চক্ষুত কাজল দিল জেন নিলে [া] ৎপল।
নাসিকা নির্ম্মল জেন দেখি তিল ফুল॥
মৃগমদ মিশাইয়া চন্দন দিল গায়।
কনক নূপুর দেবীর তুলিয়া দিল পায়॥
পদ্মাবতীর বিহা হবে দেবে বোলে ভাল।
লাচারি প্রবন্ধে ভাই বোল এই কাল॥

লাচারি

মঙ্গল মৃদঙ্গ বাজে, আনন্দিত সর্ব্ব রাজ্যে
কৌতুকে চলিল আইওগণ।
মঙ্গল সরা লইয়া কাঁখে চণ্ডিকা চলিলা আগে
পট্টবস্ত্র ঘেরিয়া শরীর॥
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করি জেন স্বর্গের বিদ্যাধরী
আইয়গণ চলিল ধীরে ধীরে।

চারি দিকে নানা বাদ্য বাজে জয়ে জয়ে।
সাজিতে গাইতে হইল গোধূলি সময়ে ॥ ৫৬০
নানা আভরণে পদ্মা সাজে বাপের ঘরে।
সভাকার হিত হউক সেই পদ্মার বরে ॥ ৫৬১
বিজয়ে গোপ্তে বোলে সভা স্থির কর হিয়া।
মঙ্গল লাচারি বোল মনসার বিহা ॥ ৫৬২

আইয়গণ আসিল যত কেবা নাম জানে কত
চৌদ্দ আইও আসিল ব্রাহ্মণী ॥
দেখিয়া মুনির ঠান এক দৃষ্টে করে ধ্যান
ধন্য ধন্য মুনির নন্দন।
কমলা বিমলা সতী শশিপ্রিয়া ভানুমতী
রোহিণী রমণী হারাবতী ॥
সুগন্ধা সুভদ্রাবতী তিলোত্তমা সত্যবতী
চন্দ্ররেখা চলে সরস্বতী।
কৌশল্যা কুমারী ভামা চন্দ্ররেখা অনুপমা
দুর্ল্লভা বর্ল্লভা রত্নমালা।
সুশীলা জে চন্দ্ররেখা ভানুমতী দিল দেখা
যমুনা জাহ্নবী চন্দ্রকলা।
রোহিণী মলয়া মায়া বিজয়া জে জয়া জয়া
কমলা বিজয়ী বিদ্যাধরী।
পদ্মাবতী পরসনে সানন্দে বিজয় ভোগে
সারি দিয়া জ্বালিল প্রদীপ ॥

পয়ার

নারীগণে শিখাইল জতেক ঘটা ছটা।
মুনির কপালে দিল চন্দনের ফোঁটা ॥
একগুটি ফুল পদ্মা নিছিয়া ফেলিল।
আর গুটি ফুল পদ্মা চাপিয়া বসিল ॥
মুনিবরে ক্ষেপে পুষ্প চাম্পা নাগেশ্বর।
পদ্মাবতী ক্ষেপে পুষ্প ওড় টগর ॥

মতি সুললিত [১]বাজে বাজেন[১] মুনিতে ঘুরায়ে হিয়া।
সর্ব্ব দেবগণে চাহিতে [২]আইল দেবী[২] মনসার বিহা ॥* ৫৬৩
[৩]কনক আসনে বসিল জা [মা] ই অবশেষ ভানু[৩]।
পূর্ব্বমুখী হইয়া দেব মহেশ্বর ধরিল জামাইর জানু ॥ ৫৬৪
[৪]বিবিধ বিধানে বরিল শিব জামাই[৪] লোকরিত তর্ক (?)।
মাল্য আভরণ গন্ধ পুষ্প[৫] দিয়া আর দিল মধুপর্ক ॥ ৫৬৫
দেব বিধানে জামাই বরিয়া শিব বসিলা[৬] এক কাছে।
পুরনারীগণ সঙ্গতি করিয়া গৌরী আসিল তাহার[৭] কাছে ॥ ৫৬৬
নানা আভরণে সাজিয়া[৮] মুনি বসিল কনক পীঢ়ে।
[৯]ছায়নি করিতে আসিল মনসা[৯] চাহে এক দিষ্টে ॥ ৫৬৭
স্বামী [১০] দেখিয়া মনসার কৌতুক যেন প্রবিষ্ট হইল অন্তরে[১০]।
[১১]ভক্তি বিনয়ে পুষ্পাঞ্জ [লি] দিয়া সাতবার প্রদক্ষিণ করে[১১] ॥ ৫৬৮
[১২]লোকে বোলে পদ্মা পরম সুকৃতি[১২] স্বামী পাইছে ভালে [া]।
নানা [১৩]পুষ্পে পদ্মারে ছায়নি করিল[১৩] ছায়ামণ্ডপের তলে ॥* ৫৬৯

১—১ বাদ্য বাজে বাজন বাজে, খ। ২—২ আসিল মুনি, খ।

* ৫৬৩ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

আকাশ ভরিয়া ধুন্ধুভি বাজে অপরূপ বাদ্য শুনি।
কৌতুকে রচিয়া বিবাহের বেশে বাহিরে দাণ্ডাইল মুনি ॥

৩—৩ কাঞ্চন আসনে জামাই বসিল অবশেষ হইল ভানু, খ, গ। ৪—৪ বেদ বিধানে জামাই বরিল দেখিয়া, খ, গ। ৫ চন্দন, খ। ৬ রহিলা, খ, গ। ৭ জামাইর, খ। ৮ বেশ রচিয়া, খ, গ। ৯—৯ মনসা আইসে ছামনি করিতে মুনি, খ, গ। ১০—১০ নেহালিয়া মনসা কৌতুকি জেন মদন বিভিন্ন, খ, গ। ১১—১১ ভক্তি পুরহুরে প্রণাম করিয়া সাতবার প্রদক্ষিণ, খ, গ। ১২—১২ দেবগনে বোলে মনসা সুন্দরী, খ। ১৩—১৩ নানা ফুলে পদ্মা ছামনি করে, খ, গ।

* ৫৬৯ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

মুনির সমুখে মনসা বসিল
মধ্যে জলপূর্ণ ঘট।
নিজজল নয়নে মুখ নেহালিয়া
শেষে ঘুচাইল অন্তপ্পট।
শাস্ত্র বিধানে মন্ত্র পঠিয়া ব্রহ্মা হইলা হুমি।
স্রুক্ মুখে ঘৃত অনলে দিয়া চতুঃমুখে বেদ ধ্বনি।

হাতে কুশা জলে [১]শিব পুরোহিত[১] দেবগুরু।
কন্যা উৎসর্গিয়া হস্তে সমর্পিয়া জরৎকারু[২] ॥ ৫৭০
রূপ[৩] নেহালিয়া বাপের কৌতুক কন্যা দিল ভাল বরে।
সম্পূর্ণ আরতি[৪] যজ্ঞেতে দিয়া বরবধূ গেল ঘরে ॥ ৫৭১
জামাইর চরিত্রে ভোজন [৫]করিয়া কৌতুক মুনির মন[৫]।
[৬]কর্পূর তাম্বূলে মুখ শুদ্ধ করি করিল সুখ শয়ন[৬] ॥ ৫৭২
জয়ে জয়ে মঙ্গলের ধ্বনি কৌতুক বান্ধবের মনে।
স্বামীর সঙ্গে মনসা শুইল সানন্দে বিজয়ে গোপ্তে ভোগে ॥ * ৫৭৩

পয়ার

পদ্মাবতীর বরে হউক সভার নিস্তার।
পদ্মার বিবাহ হইল আইয়গণে দেও জয়ে জোকার ॥* * ৫৭৪
সুখ শয্যাত শুহিয়া মুনির চিত্ত আনন্দিত।
জাগিতে বলিতে নিদ্রার হইল আচম্বিত ॥ ৫৭৫
দুইজনে নিদ্রা যায়ে নাহিক চেতন।
শুভরাত্রি ভুঞ্জিয়া দুই আনন্দিত মন ॥ ৫৭৬

১—১ শিব বসিলা খ, গ। ২ স্বস্তি বলিলা জরৎকারু, খ, গ। ৩ মুখ, খ, গ।
৪ আহুতি, খ, গ। ৫—৫ করিল কৌতুক মুনির মনে, খ, গ।
৬—৬ মুখ সোধন পরেত শয়ন
সানন্দে বিজয় ভোগে।

* ৫৭৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

* * ৫৭৪-৬১১ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

পদ্মাবতীর বিহা হইল শুভ প্রয়োজন।
মুনি মনসা তবে করিল শয়ন ॥
ধীরে ধীরে এখন বলিলা মুনিবর।
মনসার তরে তত্ত্ব কহিলা সত্বর ॥
তুমি করহ জদি মোর ইচ্ছা ভঙ্গ।
আমি জাইব তোমা পরিহরি সঙ্গ ॥
মুনির ঘরনি হইলে দুঃখ মাত্র ধন।
আহার পানি নিদ্রাভোগ কিছু নাহি মন ॥

রজনী অবশেষ হইল তখন।
নিদ্রা হতে জাগিলা আগে মুনির নন্দন ॥ ৫৭৭
বিজয় গোপ্তে রচে পুথি মনসার বর।
মনসার বিবাহ হইল তুষ্ট মহেশ্বর ॥ ৫৭৮

দৈবগতি রাত্রি জদি হয়েত প্রভাত।
নিদ্রা হইতে চেয়াইয়া দিবা সহ সাত ॥
এতেক কহিয়া নিদ্রা জায় দুইজন।
কতক্ষণে নিশি হইল প্রভাত লক্ষণ ॥
গা তুলি মনসা দেখে নিশি জায় ঘর।
চরণে ধরিয়া চেয়ায় মুনির কোঙর ॥
গা তুলিয়া দেখে মুনি নহে হয়ে উষা।
মুনি বোলে পদ্মা মোরে আনিয়া দেও কুষা ॥
মুনি হইয়া আপন কথা কহিতে বাসি লাজ।
বিহার কৌতুকে আমি পাসরিলাম কাজ ॥
রাত্রি শেষ হইয়া আইসে নাহি হয় উষা।
গঙ্গাতীর হইতে মোরে আনিয়া দেও কুষা ॥
ঝাটে করি আন পুষ্প করিয়া তরাতরি।
তুমি পুষ্প আনিলে আমি সন্ধ্যা করি ॥
মুনির বোলে পদ্মা হাসিলা কৌতুকে।
হেন ছার বাক্য কেনে আইসে তোমার মুখে ॥
আজি মাত্র হইছে বিহা নহে পশায় রাতি।
পুষ্প তুলিতে বনে জাব বড়ই ক্ষেয়াতি ॥
বাপের প্রতাপে আমি নানা ভোগে ভোগী।
বন মধ্যে ফল ফুল কভু নহে তুলি ॥
কোপ করহ তাপ করহ জেবা মনে লয়।
কোন কালে হেন কর্ম্ম আমা হইতে নয় ॥
পদ্মার বচনে মুনি কোপে কম্পিত।
আর আঁখি করি চাহে মনসার ভিত ॥
হাতে হাতে কচালে দন্তের কটমটী।
কোপে বোলে কি বলিলি ভাঙ্গরার বেটী ॥

অথ বিচ্ছেদ পালা

নিদ্রা হইতে জরৎকারু উঠিয়া তখন।
মনসারে কহে মুনি শোন দিয়া মন॥ ৫৭৯
তিল তুলসী কুশা দেও আমার তরে।
ক্রুদ্ধমনে রহে দেবী উত্তর না করে॥ ৫৮০

মুই জরতকারু মুনি নানা তপে সলি।
মোর আগে দেখাও তোর বাপের ঠাকুরালি॥
বাপের অহঙ্কারে বড় বাসতো আপনা।
তোর বাপে জানে মুই হই কোন জনা॥
কুশ ফুল তুলিয়া থাকিবি আমার সঙ্গে।
তোর বাক্য থাকুক মোর বাক্য ব্রহ্মায় না লঙ্ঘে॥
আর দেবের কন্যা হইলে কহিতে থুইতুম কথা।
দণ্ডের বাড়ী দিয়া ভাঙ্গিমু তোর মাথা॥
তর্জে গর্জে মুনিবর কোপে ডাক ছাড়ে।
মুনির বাক্য শুনিয়া পদ্মার কোপ বাড়ে॥
মনে মনে চিন্তে পদ্মা কার্য্যের বিপাক।
কুশ কাটা বামনা কিসের পাড়ে ডাক॥
তপের প্রভাবে অহঙ্কারে পথ বহে।
বাপ তুলিয়া গালি পাড়ে প্রাণে কত সহে॥
অহঙ্কারে নহে বুঝে কেবা কত দুর।
ক্কেনেকে করিতে পারি অহঙ্কার চুর॥
ভাবিতে চিন্তিতে পদ্মা স্থির করে মন।
কোপে বিষ পূর্ণিত হইল দুনয়ন॥
বিষনয়নে পদ্মাবতী মুনিরে নেহালে।
পদ্মার কোপে পোড়ে মুনি কাল বিষের জালে॥
কথার জপ কথার তপ কথার বড়াই।
বল বুদ্ধি নষ্ট হইল জ্ঞানমাত্র নাই॥
ছটফট করে মুনি কিছু নাহি মন।
অচেতন হইয়া পড়ে মুনির নন্দন॥
রক্ত ফেনা উঠে মুখে স্কন্ধ স্থির নহে।
বোলচাল নাহি কিছু শ্বাসমাত্র বহে॥

তবে মহামুনি কহেন ক্রোধ হইয়া।
শীঘ্র সামগ্রী দেও কাল গেল বইয়া॥ ৫৮১
মুনির ক্রোধে মনসার চিত্তে নাহি ডর।
ক্রুদ্ধ হইয়া তখনে বলিলা মুনিবর॥ ৫৮২
ব্রাহ্মণের নারী হইয়া নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
ভাঙ্গড়ার ঝি তুই কিসে অপমান॥ ৫৮৩
পরম সুন্দরী তুমি প্রথম যৌবন।
তোমার যোগ্য আমি নহিত ব্রাহ্মণ॥ ৫৮৪

শয্যার উপরে মুনি হইল মূর্চ্ছিত।
কোপে রহিল পদ্মা ঘরের এক ভিত॥
পদ্মার কোপে মোহ পাইল জরৎকারু মুনি।
সেই পদ্মা রাখুক নায়ক গুণমণি॥
শয্যাত মূর্চ্ছিত হইল মুনির তনয়।
হুলা হুলি হইয়া গেল প্রভাত সময়॥
চারি দিক্ চাপিয়া কোকিলে করে ধ্বনি।
শয্যা তুলিতে চণ্ডী আসিলা আপনি॥
আগে পাছে সঙ্গে লইয়া জত পুরনারী।
হুলা হুলি দিয়া তোলে জামাইর মশারি॥
চৌদিকে চাপিয়া বাজে মঙ্গল বাজন।
জামাই মূর্চ্ছিত দেখি মূর্চ্ছিত নারীগণ॥
এক ভিতে হাত পড়ে আর ভিতে স্কন্ধ।
মড়া জামাই দেখিয়া সভের লাগে ধন্ধ॥
মুখ বাহি ফেনা পড়ে দেখিতে ডরাই।
দূরে বসিছে পদ্মা জামাইর কাছে নাই॥
চণ্ডী বোলে মনসা বার্ত্তা কহ সারা।
তুমি সুখে বসিছ জামাই কেন মরা॥
ঘন ঘন জিজ্ঞাসে চণ্ডী করিয়া আদর।
নিঃশব্দে রহিলা পদ্মা না দিলা উত্তর॥
পদ্মা হতে চণ্ডী জদি না পাইলা সন্ধান।
চরে বার্ত্তা কহিল গিয়া মহাদেবের স্থান॥

এত শুনি ক্রোধ হইলা জগতগৌরী মাই।
ক্রোধ হইয়া দেবী কহে মুনির ঠাঁই ॥ ৫৮৫
বাপুর প্রসাদে আমি রাজভোগে ভোগী।
বনপুষ্প দূর্ব্বা আমি কভো নাহি তুলি ॥ ৫৮৬
আমা নিন্দা কর তুমি দুঃখিত ব্রাহ্মণ।
চক্ষু মেলি দেখ তুমি আমার বিক্রম ॥ ৫৮৭
এত বলি বিষহরি চাহে মুনির ভিতে।
ঢলিয়া পড়িল মুনি পদ্মার সাক্ষাতে ॥ ৫৮৮

বার্ত্তা পাইয়া মহাদেব করে ছটফট।
ত্বরিত গমনে আইলা পদ্মার নিকট।
অচেতন মুনিবর না চাহে কোন ভিত।
পদ্মারে জিজ্ঞাসা করে এ কোন উচিত।
নাহি রোগ নাহি শোক মৃত্যু কি কারণ।
আচম্বিত হইল কিবা কহত লক্ষণ।
জিজ্ঞাসে মহাদেব পদ্মা না করে রাও।
সভার হিত করুক সেই পদ্মাবতী মাও।
বিজয় গুপ্তে বোলে গাইন বুঝিও সম্বেদ।
লাচারি প্রবন্ধে বোল পয়ার বিচ্ছেদ।

লাচারি

মোরে সত্য কহিবারে উচিত।
মুনি কেন মইল আচম্বিত।
মনে মনে ভাবিয়া চাই।
তোমার যোগ্য জামাই।
অনেক যতনে পাইলুম মুনিবর।
তাহারে আমি ভাল জানি অজর অমর মুনি
তাহে কেন এত আতান্তর।
তপের ফলে দেবের পুজিত।
হেন মুনি কেন মইল আচম্বিত।
আজি হইল বিভা না হইল বাসি রাতি।
একারণে পদ্মা বড়ই অখ্যাতি।

মুনি চলিল যদি দেখে সর্ব্বজন।
মুনিপুত্র অচেতন হইল কি কারণ॥ ৫৮৯
পদ্মাবতী বোলে বাপু শোন দিয়া মন।
যত গালি দিল মোরে না যায়ে কহন॥ ৫৯০
তোমার প্রসাদে বাপু কারে করি ভয়ে।
বারে বারে মন্দ বোলে কত সহে গায়ে॥ ৫৯১
এত শুনি মহাদেব ধরিলা পদ্মার হাতে।
মুনিরে জিয়াইয়া দেও আমার সাক্ষাতে॥ ৫৯২
শিবের বচনে পদ্মার কতহি আনন্দ।
এই কালে বোল গাইন লাচারির ছন্দ॥ ৫৯৩

জে মইল সে মইল আপন কর্ম্মদোষে।
তোমার কলঙ্ক লোকে কেন ঘোষে॥
মনসা বোলেন বাপু শুন শূলপানি।
এহার বৃত্তান্ত কিছু আমি ত না জানি॥
হেন কি তোমার মনে লয়।
নারী লোক হইয়া আপন স্বামী খায়॥
আজি নিশি অবসানে হইলেক উষা।
মোরে বোলে তুই মোরে আনিয়া দে কুশা॥
কোপ মনে মুনি মূর্ছিত হইল আপনি।
আমিত না জানম কেমতে মরিল মুনি॥
হাসিয়া তবে বোলেন মহাদেবে।
পদ্মা তোমার প্রতাপ কে সহিতে পারে॥
মুই বুঝিলুম কার্য্যের হেন দশা।
শীঘ্র করি জিয়াইয়া দেও গো মনসা॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না জায় খণ্ডন।
বিজয় গুপ্তের সরস বচন॥

পয়ার

ও আমি কেনে আইলাম রে না ভজিলাম গোবিন্দ চরণ—ধুয়া।
হেন মুনি মইল বড় অপযশ।
না জানি কিবা হয় অবশেষ॥

লাচারি

ব্রাহ্মণ বর জিয়াও মা মনসা ॥ ধুয়া ॥
শিবে বোলে মনসা বুঝিলাম তোমার মতি।
অবশ্য জিয়াইয়া দিবা তোমার নিজ পতি ॥ ৫৯৪
বাপুরে মুই হইলাম এক ভিত।
মুনি চলিল আচম্বিত ॥ ৫৯৫

বাপের বচন শুনিয়া পদ্মাবতী।
স্বামীর নিকটে গেলা অতি শীঘ্রগতি॥
মূল মন্ত্র জপিল মুনির শ্রবণে।
চৈতন্য পাইল মুনি দেখে সর্ব্বজনে॥
চারিদিকে নারীগণে হুলাহুলি দিল।
পদ্মার প্রতাপে মুনি চৈতন্য পাইল॥
চৈতন্য পাইয়া মুনি আখিত জল জল।
বল বুদ্ধি কিছু নাহি ধন্দ সকল॥
দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে মুনি বোলে রাম রাম।
পদ্মা হেন স্ত্রীতে মুনির নাহি কাম॥
মুনি বলেন শিব তুমি সংসারের সার।
আপনে দেখিলা সব কি কহিব আর॥
মহাদেবে স্থানে এত কহিয়া বচন।
আরবার মহামুনি করিলা শয়ন॥
সন্ধ্যা ভঙ্গ হয় দেখি মুনি অচেতন।
দেখিয়া মনসা চিন্তিত হইল মন॥
সত্বরে ধরিলা পদ্মা মুনির চরণ।
সাপ দিয়া উঠে মুনি পরম দারুণ॥
পদ্মা বলেন শুন প্রভু মুনি মহাশয়।
সন্ধ্যাভঙ্গ হয় দেখি মনে পাই ভয়॥
আমি সন্ধ্যা না করিলে কি মতে জাইতে পারি।
তাহা শুনি ভয় পাইলা দেবী বিষহরি॥
মুনি বলেন তুমি মোর করিলা ইচ্ছা ভঙ্গ।
হের আমি চলি জাই তোমা পরিসঙ্গ॥

হাতে ধরিয়া শিব নিলা মুনির পাশে।
মুনিরে দেখিয়া পদ্মা মনে মনে হাসে ॥ ৫৯৬
মূল মন্ত্র পড়িয়া পদ্মা গেলা মনে মনে।
কহিল গিয়া মন্ত্র মুনির দক্ষিণ কানে ॥ ৫৯৭
চৈতন্য পাইয়া মুনি বোলে রাম রাম।
পদ্মা হেন স্ত্রীতে আমার নাহি কিছু কাম ॥ ৫৯৮
এতেক বলিয়া তবে মুনি চলি যায়ে।
পদ্মার চরণে বৈদ্য বিজয়ে গোপ্তে গায়ে ॥ ৫৯৯

এতেক বলিয়া মুনি চলিল তখন।
সন্ধ্যা ভঙ্গ হয় মুনির বিস্মৃত হইল মন ॥
পদ্মার ক্রন্দন শুনি দুঃখ হইল বড়ি।
সম্বেদ পড়িল ভাই বলরে লাচারি ॥

লাচারি

অকান্দনে কান্দনে কান্দেন মনসা।
প্রভু মোরে না জাইও ছাড়িয়া ॥ ধুয়া ॥
আচলের নিধি আহারে দারুণ বিধি
অখন আমি মরিব কান্দিয়া।
নিশ্চয় বুঝিলাম আমি ছাড়িয়া যাইবা তুমি
চিন্তিতে হৃদয় লাগে তাপ।
করিয়া অনেক আশ বিহা দিল তোমার পাশ
ত্রিদশ ঈশ্বর মোর বাপ।
পূর্ব্ব জন্মে কল্যাম পাপ তে কারণে এত তাপ
প্রভু মোরে ছাড়িয়া জাও বোলে।
মা ভাই কারে কব দৈবে মরণ হব
না জানি কি হয়তো অখনে।
চারিভিতে বাহে ঝড় দেখি প্রাণে লাগে ডর
কি মতে বঞ্চিব স্বামী বিনে।

... ...

বিজয় গুপ্ত কবি ভনে বিষাদ না ভাব মনে
অকারণে কান্দ আর কেনে ॥

পয়ার

পদ্মার মন্ত্রে চৈতন্ত পাইয়া মুনিবর।
ক্রোধ ছাড়ি মহামুনি চলিলা সত্বর ॥ ৬০০
তাহা দেখি চিন্তিতা হইলা পদ্মাবতী।
মুনির চরণে ধরি করিল প্রণতি ॥ ৬০১

পয়ার

ছাড়িয়া না জাইও ওরে পরাণ নাথ জাবা হৃদয় শেল দিয়া ॥ ধুয়া ॥
বাপের দিক নেহালিয়া চাহে পদ্মাবতী।
স্বামীর পাশে চলি গেলা অতি শীঘ্রগতি ॥
ক্ষণিক হেন শুন বলি দেব ত্রিলোচন।
আমার চিত্তের কথা শুন দিয়া মন ॥
তোমার তনয়া পদ্মা সর্ব্বরাজ্যে পুজে।
পদ্মা হেন ঘরণী আমার নহে সাজে ॥
বনবাসী মুনি আমি ফল মূল খাই।
পদ্মা হেন ঘরণীতে আমার সাধ নাই ॥
মুই পদ্মারে জানিলাম ভাল ভাল।
সাধনে পদ্মা আমায় জিয়াইল তৎকাল ॥
পদ্মার চরিত্রে বড় পাইলাম চিন্তা।
আজু হতে পদ্মা আমার পরম গর্ব্বিতা ॥
শিবের তরে মুনি কহিয়া মনের কোপে।
দণ্ডহাতে করিয়া মুনি জায় মনের দুখে ॥
পদ্মারে ছাড়িয়া মুনি জায় নিজালয়।
থাকুক অন্তের কাজ শিব পাইলা ভয় ॥
ঝির দুঃখে মহাদেব জামাইর কুপ্পর।
হাতে ধরি বলেন শিব শুন মুনিবর ॥
পুত্র নাহি ঝি নাহি পোড়ে মোর হিয়া।
অতি দুঃখে জন্মিল পদ্মা আমার কন্যা হইয়া ॥
বিবিধ নির্ব্বন্ধ আমি মনে মনে গণি।
এ জন্ম হইল কন্যা তোমার ঘরণী ॥
শিবের কথা শুনিয়া বলেন মুনিবর।
নিবেদন করি কিছু শুন মহেশ্বর ॥

অপরাধ ক্ষমা কর রাখ রাঙ্গা পায়ে।
স্ত্রী লোকের অপরাধ ক্ষমিতে উচিত হয়ে ॥ ৬০২
করুণা শুনিয়া কহে মুনি তপোধন।
তপ করিতে যাই আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ ॥ ৬০৩

কহন না জায় জাহার জেই কর্ম্ম।
পদ্মার আমার গৃহবাস নাহি এই জন্ম ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ আমি না পারি লঙ্ঘিবার।
জানিয়া বল মোরে দেব মহেশ্বর ॥
এই নিবেদন আমি করি তোমার তর।
আমার ঠাই পদ্মা চাহে কোন বর ॥
মনের অভীষ্ট পদ্মা করুক প্রকাশ।
বর দিয়া পদ্মারে আমি চলি জাই দেশ ॥
মুনির বচন শুনিয়া মহেশ্বর।
আমি বলি মনসা মাগহ পুত্রবর ॥
কাত্তিক গণপতি নন্দী মহাকাল।
বর মাগো পদ্মাবতী নাহি বোলচাল ॥
চারিদিকে হুড়া হুড়ি মনসা ফাফর।
ভাবিয়া না পায় পদ্মা মাগিব কোন বর ॥
পদ্মাবতী রাওনা করে মুনির বাড়ে রাগ।
মুনি বলে মনসা ঝাটে বর মাগ ॥
হাসিয়া মুনি বোলে শুনহ মনসা।
মনসুখে বর মাগ জেবা মনে আসা ॥
চারি দিকে হুলা হুলি পদ্মা চমৎকার।
পুত্র পুত্র মনসা বলিল অষ্টবার ॥
পদ্মার বচনে হাসিলেন মুনি মহাশয়।
হাসিতে মুনিবর পূর্ব্ব কথা কয় ॥
তোমার দোষ নাহি পদ্মা আছে দৈব হেতু।
আজু হইতে হইবে তোমার বিনা গর্ভে ঋতু ॥
অষ্ট পুত্র হইবে তোমার শুন মনসায়।
হাসিয়া বলিল মুনি শুনয় নিশ্চয় ॥
নাগ জাতি জন্মিবেক বলে মহাতেজা।
এই অষ্ট জন হবে নাগগণের রাজা ॥

এক বর দিব আমি শোনহ বচন।
সত্য দিল বর তবে শুন দিয়া মন ॥ ৬০৪
আমার সন্তান হবে তোমার উদরে।
আস্তিক হইবে নাম জগত ভিতরে ॥ ৬০৫

নাগ জাতি জন্মিবে সহোদর অষ্ট ভাই।
তাহা হইতে হইবে তোমার অনেক বড়াই ॥
নাভিত হস্ত দিয়া আস্তিক করিলা স্মরণ।
আস্তিক সাক্ষাৎ হইল তপের কারণ ॥
বর দিয়া জরৎকারু স্থির হইয়া রহে।
পদ্মার পেটে হাত দিয়া পুনর্ব্বার কহে ॥
সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভে জাত।
সেই বিজয় গুপ্তেরে রাখ জগন্নাথ ॥
শিবের কুমারী পদ্মা জগতের মাও।
ভক্তিভাবে পূজা কর মনসার পাও ॥
বিজয় গুপ্তে রচে পুথী মনসার বর।
পদ্মাবতীর বিবাহ পালা এইখানি সোসর ॥

ইতি পদ্মাবতীর বিবাহ পালা সমাপ্ত ॥

অথ অষ্ট নাগের জন্ম পালা

আপনার বল বিক্রম বাড়ে নিজ কুল।
মন দিয়া শুন কহি এহার আদি মূল ॥
উতঙ্ক নামে মুনি তপে মহাবল।
গুরুর তরে গিয়া আনে রতন কুণ্ডল ॥
বনবাসে উপবাসে শরীর দুর্বল।
আচম্বিতে এক বৃক্ষে দেখে রম্যফল ॥
উপবাসে উজাগারে শরীরে বল টুটে।
ভূমিতে কুণ্ডল থুইয়া গাছে গিয়া উঠে ॥
অতি কোপে ফল পাড়ে বেলা অসকালে।
কুণ্ডল লইয়া এক নাগ নামিল পাতালে ॥
আচম্বিত কুণ্ডল লইয়া গেলা নাগপুরী।
গাছে হইতে নামে মুনি ধর ধর বলি ॥

তক্ষকের শাপ হইয়াছে অষ্ট নাগের তরে।
তাহারা আসি জন্ম হইব তোমার উদরে ॥ ৬০৬
পদ্মার উদরে হাত বুলাইয়া মুনিবর।
বিদায় হইল মুনি কহিতে সত্বর ॥ ৬০৭

হের হের বলিয়া মুনি ডাকে পরিত্রাহি।
গাছ হইতে নামে দেখে তথায় নাগ নাই॥
অনেক যত্নে পাইল ধন সেই নাগলোকে।
আহার পানি এড়ে মুনি সেই ধনের শোকে॥
পাতালে নামিল মুনি চিত্ত পরিপাটী।
হাতে দণ্ড লইয়া খোলে পাতালের মাটী॥
তপের বলে হইল দণ্ডের মুখ চোখ।
খান খান করিয়া চিরে পৃথিবীর বুক॥
এহা দেখি পৃথিবী লইয়া ইন্দ্রের স্মরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কহে যত বিবরণ॥
মুনির বৃত্তান্ত যত কহিলা ইন্দ্রের পাশ।
পৃথিবীরে সান্ত্বাইয়া পাঠাইলা দেশ॥
অশেষ বিশেষ মুনি বুঝাইলা বিশেষ।
তথাচ না এড়ে মুনি কুণ্ডলের আশ॥
মুনিবরে মোহ দেখি ইন্দ্রের দুঃখ লাগে।
বজ্র বান্দিয়া দিলা মুনির দণ্ডের আগে॥
সভের প্রধান অস্ত্র অতিবড় অঙ্গ।
বজ্রাঘাতে পৃথিবীর হইল সুরঙ্গ॥
দেখিয়া কৌতুক মুনি বলে ভাল ভাল।
সুরঙ্গ দিয়া উত্তঙ্গ মুনি নামিল পাতাল॥
পাতাল পুরী জায় মুনি অদ্ভুত বেশ।
কথায় নিল কুণ্ডল না পায় উদ্দেশ॥
সপ্ত পাতাল মধ্যে লামিয়াছে নাগ।
প্রথম পাতালে কেমতে পাইবে লাগ॥
নিরাহারে শ্রম করে প্রাণে লাগে ভয়।
বাড়ব অগ্নির সঙ্গে পথে পরিচয়॥
পাতালে বাড়ব অগ্নি ধর্ম্মে গেল মন।
তাহার পাকে পাইল মুনি হারাইয়া ধন॥

পূজ্যমানা হইয় তুমি নাগ সর্পের তরে।
আমার কারণে দুঃখ না কর অন্তরে ॥ ৬০৮

কুণ্ডল পাইয়া মুনি সব দুঃখ টোটে।
পাতাল হইতে উত্তঙ্গ মুনি মর্ত্ত্য লোকে উঠে ॥
মুনি বলে সাহস করি গেলাম পাতাল পুরী।
রাক্ষসে কুণ্ডল দিল নাগে কৈল চুরি ॥
এবে সে বুঝিলাম আমি কার্য্যের প্রবন্ধ।
রাক্ষস জাতি হইতে নাগ জাতি মন্দ ॥
গর্ভের বাহির হইতে জেন উৎকট।
পাতালে আসিয়া পাইল তেমত সঙ্কট ॥
ভাগ্যে সে পাতালে আছে বাড়ব অনল।
তাহার উপদেশে আমি পাইলাম কুণ্ডল।
অহঙ্কারে নাগে হরিয়া নিল ধন।
হেন মনে লয় সর্ব্ব প্রধান অষ্টজন ॥
মোর ধন হরি নিল না চিন্তিল ধর্ম্ম।
মোর সাপে অষ্ট জনের হউক আর জন্ম ॥
পাতাল গিয়া আমি পাইল যন্ত্রণা।
তে কারণে গর্ভে জন্ম পাউক অষ্ট জনা ॥
নাগ হইয়া মোরে দুঃখ দিল অহঙ্কারে।
এক গর্ভে অষ্টজন হইবে একেবারে ॥
কোপে সাপ দিয়া মুনি নিজালয় গেল।
গুরুর তরে দিল নিয়া রত্ন কুণ্ডল ॥
সেবক হইয়া থাকিবে তোমার জত নাগ লোক।
অষ্ট পুত্র জন্মিবে ঘুচিবে দুঃখ শোক ॥
বর দিয়া জরৎকারু মনে মনে গুনি।
পদ্মার পেটে হাত দিয়া করে বেদধ্বনি ॥
আশীর্ব্বাদ করিয়া বনে গেলা তপোধন।
ততক্ষণে হইল পদ্মার গর্ভের লক্ষণ ॥
মুনির প্রসাদে পদ্মার হইল গর্ভের লক্ষণ।
সেই পদ্মার বরে লোক ব্যাড়ে দিন দিন ॥
শিবের কুমারী পদ্মা জগতের মাও।
ভক্তিভাবে পূজ সেই মনসার পাও ॥

এত কহি মহামুনি তখনে বিদায় হইয়া।
তপস্যা করিতে গেল শিব প্রণমিয়া ॥ ৬০৯
কত দিন ব্যাজে আস্তিক জন্মিল।
অনন্ত বাসুকি আদি সাপে জন্ম হইল ॥ ৬১০
দেখি তুষ্ট হইলেন দেব মহেশ্বর।
আনন্দিত হইয়া পদ্মা রহিলা বাপের ঘর ॥ ৬১১

সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভ জাত।
সেই বিজয় গুপ্তেরে রাখ দেব জগন্নাথ ॥
মুনির বরে গর্ভ হইলা মনসা কুমারী।
অতি শীঘ্র হইল মাস তিন চারি ॥
ভালমতে ব্যক্ত হইল গর্ভের লক্ষণ।
পঞ্চমাসে পঞ্চামৃত করিলা ভক্ষণ ॥
ছয় মাস সাত মাস হইল মাস নয়।
দশ মাস হইল গর্ভ সম্পূর্ণ সময় ॥
বিজয় গুপ্তে বলে ভাই সদায় আনন্দ।
পয়ার এড়িয়া বল লাচারির ছন্দ ॥

লাচারি

মনসা প্রথম গর্ভবতী আনন্দিত পশুপতি
না চিন্তি অতি কুতুহল।
ভূমিত আচল পাতি নিদ্রা জায় পদ্মাবতী
উঠে বৈসে অতি কুতুহল ॥
দুর্ব্বল পাণ্ডুর গায়ে আড় নয়ানে চায়
অধর দশনে নাহি রঙ্গ।
তাম্বূল শর্করা ক্ষীর ঘৃত ননি না লয় জিব
বড় প্রিয় জামির ছোলঙ্গ ॥
আর কিছু না লয় মন ঝিকট পরম ধন
উঠিতে বসিতে নাহি বল।
গর্ভবেশে দুখীন দশ মাস দশ দিন
আচম্বিত উদর চলন।
... ...

পয়ার

[১]চণ্ডী বলে পদ্মা মোরে[১] ভাণ্ডিল বিদয়ে।
[২]এবে হইল[২] মোর জীবন সংশয়ে ॥ ৬১২
[৩]অখনে হইল পদ্মার অষ্ট যে কুমার[৩]।
না জানি কখন পদ্মা [৪]কি করে আমার[৪] ॥ ৬১৩
ভাবিতে চিন্তিতে [৫]প্রাণ কাঁপয়ে আমার[৫]।
[৬]কিরূপে মারিব আমি পদ্মার কুমার[৬] ॥ ৬১৪
সাত পাচ [৭]মনে ভাবিয়া ভবানী[৭]।
বিষম ডাকিনীগণ[৮] ডাক দিয়া আনি ॥ ৬১৫
চণ্ডী [৯]বলে ডাকিনীগণ[৯] আকাশে কর লুকি।
[১০]কামরূপী হইয়া[১০] পদ্মার ঘর ঢুকি ॥ ৬১৬
[১১]নির্ব্বল করিয়া দেবীর বলক টুট[১১]।
[১২]শুখাও পদ্মার দুগ্ধ না থাকে এক ফুট[১২] ॥ ৬১৭
বিষম ডাকিনী একে দেবীর আজ্ঞা পাইল।
পদ্মার বুকের দুগ্ধ সকল হরিল ॥ * ৬১৮

হরিষে আইলা শান্তা সীতা পদ্মার প্রসব ব্যথা
প্রভাতে জন্মিল অষ্ট নাগ।
উপজিল অষ্ট জন হরিষে নাচে দেবগণ
আকাশে কুসুম বরিষণ।
দেখি দেখি আষ্টজন মায়ের আনন্দিত মন
বিজয় গুপ্তের সরস রচন।

১—১ দৈব দোষে পদ্মা মোর, খ, গ। ২—২ এহাতে করি, খ, গ। ৩—৩ এতে হইল পদ্মার এই অষ্ট পো, খ, গ। ৪—৪ কিবা করে মো, খ, গ। ৫—৫ আমার প্রাণ কাঁপে ডরে, খ, গ। ৬—৬ হেন বুদ্ধি করে পদ্মার অষ্ট পুত্র মরে, খ, গ। ৭—৭ ভাবিয়া দেবী ভবানী, খ, গ। ৮ দেবী, খ, গ। ৯—৯ বলেন ডাকিনি, খ, গ। ১০—১০ কামরূপ ধরিয়া, খ। ১১—১১ দুগ্ধ মায়ের না পায় জেন বল টুটে, খ। ১২—১২ শুখাইল পদ্মার দুগ্ধ নাহি এক ফুটে, খ, গ।

* ৬১৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

[১]দুগ্ধ বিনে[১] ছাইলা কান্দে মায়ের বড় দুখ।
দেখিয়া বিকল পদ্মা ছাওালের মুখ ॥ ৬১৯
ভাবিতে চিন্তিতে পদ্মার মনে [২]লাগে দুখ[২]।
[৩]নয়নের জলে পদ্মার ভাসি গেল বুক[৩] ॥ ৬২০
কান্দিতে কান্দিতে পদ্মা চলিল সত্বর।
অষ্ট পুত্র লইয়া গেল শিবের গোচর ॥ *৬২১
[৪]তুমি বাপ আমার দেবের গোঁসাই[৪]।
তুমি [৫]বাপু বিনে মোর[৫] আর গতি নাই ॥ ৬২২
বুঝিতে না পারি মোর[৬] কি আছে কপালে।
[৭]স্তনেতে দুগ্ধ[৭] নাহি কি খাবে ছাওালে ॥ ৬২৩
চণ্ডীর আজ্ঞায়ে তাহার জত অনুচরী।
নানা গুণে মোর স্তনের দুগ্ধ নিল হরি ॥ ৬২৪
কি কহিব দুঃখ কহিতে নাহি ওর।
তুমি জান চণ্ডী যেমত মিত্র মোর ॥ ৬২৫
নাগের মুখে দুগ্ধ না দিব কোন জন।
মাএর দুগ্ধ না খাইলে মরিব অষ্টজন ॥ ৬২৬
মা ভাই নাহি কেহ তুমিত সহায়ে।
বুঝিয়া বিধান কর কহি তোমার পায়ে ॥ ৬২৭
শিবে বোলে পদ্মা না ভাবিহ মনে।
দুগ্ধের উপায় আমি করিব এখনে ॥** ৬২৮

১—১ শূন্য স্তনে, খ। ২—২ দুঃখ লাগে, খ, গ। ৩—৩ অষ্ট নাগ লইয়া গেলা মহাদেবের আগে, খ, গ।

* ৬২১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

দুই চক্ষুর জল পদ্মার বাহিয়া পড়ে বুক।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা শিবের সমুখ ॥

৪—৪ পদ্মা বোলেন বাপু তুমি আদী গোসাঞী, খ। ৫—৫ ছাড়িয়া পদ্মার, খ, গ। ৬ পদ্মার, গ। ৭—৭ এ সব কালে স্তন, খ।

** ৬২৪-৬২৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

শিব বলেন পদ্মা সহজে চঞ্চল।
কি হেতু লইয়া আসিলা তনজ ছাওাল ॥

মনেতে ভাবিয়া শিব যুক্তি করি সার।
ধবল [১]নদী আছে গোমতীর পার[১] ॥ ৬২৯
দশ যোজন [২]আরে হইল[২] পৃথিবী ভিতর।
সেই নদী [৩]ক্ষীরে ভরি[৩] দিবত সত্বর ॥ ৬৩০
উঠে গৌর ঢেউ জেন পর্ব্বতের চূড়া।
দিকে চল্লিশ যোজন সেই নদীর গোড়া ॥* ৬৩১
আপনে কহিলা শিব মনে[৪] [র] কৌতুকে।
গাছ পাথর দিল নদীর তুই মুখে ॥ ৬৩২
নদীর মুখ বন্ধ হইল হাসেন শূলপাণি।
গরুড় মহাবীর[৫] ডাক দিয়া আনি ॥ ৬৩৩
মহাদেবের [৬]আজ্ঞায়ে পক্ষীর[৬] বাড়ে বল।
পাক [৭]ছাটায়ে দূর করে নদীর যত[৭] জল ॥ ৬৩৪
নদীর [৮]কৌতুক দেখিয়া শিবের[৮] কৌতুক বিশেষ।
নানা জাতি পক্ষী সব আছে নানা দেশ ॥ ৬৩৫
নানা [৯]জাতি পক্ষীসব ধরে বড়[৯] কায়।
জলচর [১০]মধ্যে যত ধরি ধরি[১০] খায় ॥ ৬৩৬
[১১]বড় বড় পক্ষী সব[১১] পর্ব্বতের চূড়া।
[১২]মৎস্য খাইয়া পেট ভরি[১২] করিলেক গুড়া ॥ ৬৩৭

আপনার ঘরে পদ্মা চল অনুরোধে।
অষ্ট নাগের তরে সাগর ভরিয়া দিব দুগ্ধে ॥

১—১ নামে নদী আছে মহিমা অপার, খ, গ। ২—২ আছে হইয়া, খ। ৩—৩ ক্ষীর ভরিয়া, খ।

* ৬১৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

৪ মনের, খ, গ। ৫ মহাপক্ষী তবে, খ। ৬—৬ বোলে পদ্মার, খ। ৭—৭ সাটে দূর করিল মহানদীর, খ, গ। ৮—৮ ঠান দেখিয়া শিব, খ, গ। ৯—৯ রূপ পক্ষী সব ছোট ছোট, গ। ১০—১০ পক্ষী সব ধরিয়া ধরিয়া, গ। ১১—১১ ডাঙ্গর পক্ষী জেন, খ। ১২—১২ পেট ভরি মৎস্য খাইয়া, খ, গ।

রাজ্য নষ্ট হইল যেন ধরণীর রঙ্গ।
জল যত খাইয়া শুখাইল পঙ্ক ॥* ৬৩৮
আঁড় আখি [১]হাসে শিব কার্য্যের সন্ধান[১]।
সুরভীরে ডাক দিয়া [২]শীঘ্র করি আন[২] ॥ ৬৩৯
শিবের সম্বাদে ধেনু আসিল ত্বরিত।
শিবেরে প্রণাম করে পড়িয়া ভূমিত ॥ ৬৪০
ঘরে রহিছে বৎস তারে পড়ে মনে।
হাম্বা হাম্বা করি ধেনু ডাকে ঘন ঘন ॥** ৬৪১
প্রণাম করি [৩]দাঁড়াইল শিব[৩] বিগুমান।
[৪]আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব এখন[৪] ॥ ৬৪২
শিব বোলে ধেনু তুমি জগতের হিতা[৫]।
[৬]আমার রক্ষণে তুষ্ট হবে[৬] সকল দেবতা ॥ ৬৪৩

---

* ৬৩৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

না জিল এ সব জন্তু শিবের বড় রঙ্গ।
জলজন্তু না রহিল রহিল মাত্র পঙ্ক ॥
ঈষৎ হাসেন শিব কার্য্যের সন্ধানে।
দ্বাদশ আদিত্য তখন ডাক দিয়া আনে ॥
আজি যে বুঝিব ভাইরা তোমারঘর বিক্রম।
ক্ষেণেকে শুখাইয়া দেও নদীর কর্দ্দম ॥
শিবের বচনে আদিত্যগণ হাসে।
সকলে একত্র হইয়া তেজ প্রকাশে ॥
প্রলয়ের কালের রৌদ্র যেন হইল বিষম।
ক্ষেণেকে শুখাইয়া দিল নদীর কর্দ্দম ॥

১—১ করিয়া হাসেন সুরপতি, খ। ২—২ আনে শীঘ্রগতি, খ, গ।

** ৬৪০-৬৪১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

শিবের সম্বাদে ধেনু আসিল ত্বরিত।
অধর কুণ্ডল দুই ওষ্ঠ পড়িছে ভূমিত ॥

৩—৩ দাণ্ডাইল শিবের, খ, গ। ৪—৪ কি হেতু ডাকিছ মোরে কহোত বিধান, খ, গ। ৫ মাতা, খ, গ। ৬—৬ তোমার ক্ষীরে তুষ্ট হয়, খ, গ।

তুমি [১]জান কন্যা মোর হয়[১] পদ্মাবতী।
তাহার পেটে[২] জন্মিল অষ্ট নাগ জাতি ॥ ৬৪৪
দুগ্ধ অভাবে কান্দে [৩]না সহে শরীরে[৩]।
তাহার তরে ধবল নদী ভরি দেও ক্ষীরে[৪] ॥ ৬৪৫
কামধেনু হাসেন শুনি শিবের বচন।
এই [৫]কার্য্যের তরে গোঁসাই এতেক[৫] সাধন ॥ ৬৪৬
তুমি সৃষ্টি করিলা আমি ধেনু [৬]রূপ ধরি[৬]।
বনের ঘাস খাইয়া খাইয়া দেবে[৭] [র] হিত করি ॥* ৬৪৭
শিবের তরে এতেক কহিয়া [৮]ধীরে ধীরে[৮]।
[৯]আসিয়া মিলল ধেনু ধবল নদীর তীরে ॥ ৬৪৮
পূর্ব্ব কূলে দুই পাও পশ্চিম দুই পদ[৯]।
চারি পায়ের [১০]তলে রহিল[১০] মহানদ ॥ ৬৪৯
সাত পাঁচ ভাবিয়া মন করে[১১] স্থির।
নদীর তরে এড়ি[১২] দিল এক বানের ক্ষীর ॥ ৬৫০
খালে বন্ধ ভাঙ্গিল ঢেউ উঠে পানি।
মোটা[১৩] নালে পরে ক্ষীর মহা শব্দ শুনি ॥ ৬৫১
[১৪]গঙ্গার কূল ভরিল ক্ষীরে কূলে করে পদ[১৪]।
চারি দণ্ডের ক্ষীরে [১৫]ভরিয়া দিল নদ[১৫] ॥ ৬৫২

১—১ জানহ মোর কন্যা, খ, গ। ২ পুত্র, খ। ৩—৩ সব না সয় পরাণে, খ। ৪ দুগ্ধ আপনে, খ। ৫—৫ কাযে কর গোসাঞি আমার, গ। ৬—৬ রূপে চরি, খ, গ। ৭ দেবের, খ, গ।

* ৬৪৭ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ:—

জগতের নাথ তুমি দেবের দেবতা।
কাহার বাপে তোমার বাক্য করিবে অন্যথা।

৮—৮ সংবাদ, খ, গ। ৯—৯ এই চরণ দুইটি অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই। ১০—১০ মধ্যে রাখিলা, গ। ১১ করিলা, খ। ১২ ছাড়িয়া, খ। ১৩ বোঠের, খ, গ। ১৪—১৪ গাঙ্গের কুল ভাঙ্গিয়া ক্ষীর কুলে করিল পদ, খ, গ। ১৫—১৫ পূর্ণ করিলা মহানদ, খ।

ক্ষীর নদীর ¹শব্দ শুনি¹ মহাদেব হাসে।
নীল বর্ণ ঢেউ দেখি দেবতা² তরাসে ॥ ৬৫৩
ঢেউর টানে ফেনা ওঠে দেবতা তরাসি।
জলে ভাসি আইসে যেন তুলা রাশি রাশি ॥* ৬৫৪
³সবে বলে³ কাম ধেনু দেব কলেবর।
এক বানের দুগ্ধ দিয়া ভরিল সাগর ॥ ৬৫৫
শিবকার্য্যে কামধেনু ব্যথিত একান্তি।
নীল বর্ণ ফেনা দেখি দেবগণ চিন্তি ॥** ৬৫৬
দেবগণে বলেন⁴ না বুঝি কারণ।
⁵বিষের লক্ষণ এই জান সর্ব্বজন⁵ ॥ ৬৫৭
এহা খাইলে ⁶জান হইব⁶ মরণ।
ধ্যানে বুঝিলা⁷ শিব পরম কারণ ॥ ৬৫৮
জানিলেন এই সব বিষের লক্ষণ।
এহার কারণ ভয়ে পাইলা দেবগণ ॥† ৬৫৯
যোগাসন করি শিব বসিলা কৌতুকে।
গণ্ডূষ করিয়া বিষ তুলি⁸ দিল মুখে ॥ ৬৬০

১—১ ঠান দেখি, খ, গ। ২ দেবগণ, খ, গ।
* ৬৫৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।
৩—৩ লোকে বলে, খ, গ।
** ৬৫৬ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

শিবের কার্য্য কাম ধেনু ব্যথিত একান্ত।
মন দিয়া শুন কহি বৎসের বৃত্তান্ত ॥
আপনার ঘর ছাড়ি আসিল অন্যস্থানে।
শিবের কার্য্যে আসিল ধেনু বৎসে নহে জানে ॥
নদীর বর্ণ দেখি সব দেবতা বিস্মিত।
নীল বর্ণ ফেনা দেখি দেবতা কম্পিত।

৪ বলে এহার খ, গ। ৫—৫ অনুমানে বুঝি হইল বিষের লক্ষণ, খ, গ।
৬—৬ কিমত জানি হয়ত, খ, গ। ৭ বসিলা, খ, গ।
† ৬৫৯ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।
৮ তুলিয়া, খ, গ।

বল বুদ্ধি [১]টোটিল হরিলেক[১] জ্ঞান।
[২]সমাধি হইয়া পড়ে[২] কাতর নয়ান ॥ ৬৬১
ঢলিয়া মহদেব [৩]পড়িল আচম্বিত[৩]।
মাথাএ হাত দেবগণ কান্দে চারিভিত ॥ ৬৬২
ভূত পিচাসগণ কান্দে চারিধারে।
চণ্ডীর[৪] নিকটে ধাইয়া আসিল সত্বরে ॥ ৬৬৩
শুনিয়া ভবানী দেবী হইলা মূর্চ্ছিত।
সত্বরে ধাইয়া [৫]আইল শিবের বিধিত[৫] ॥ ৬৬৪
শিবেরে দেখিয়া দেবী কাতর নয়ন।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে ধরিয়া চরণ ॥ ৬৬৫
দেবীর কান্দন দেখি[৬] দুঃখ লাগে বড়ি।
এই কালে বোল ভাই করুণা[৭] লাচারি ॥ ৬৬৬

লাচারি

ওহে[৮] প্রভু জগদীশ কার বোলে খাইলা বিষ
বিষ খাইয়া পড়িলা ঢলিয়া।
[৯]শুন শুন[৯] আমার বাণী অহে প্রভু শূলপাণি
আজি প্রমাদ [১০]পড়ে মোরে[১০] দিয়া ॥ ৬৬৭
[১১]আজি করিলাম সার[১১] জীবন না রাখিব আর
প্রাণ দিব গরল খাইয়া।
যে হউক সে হউক মোর কার্ত্তিক গণপতি তোর
[১২]দুটি পুত্র যাব কারে[১২] দিয়া ॥ ৬৬৮
তোমারে না দেখি ভাল মুখ বাইয়া পড়ে লাল
কি করিব এহার উপায়।

১—১ হরিলেক টুটিলেক, খ, গ। ২—২ অচৈতন্য হইয়া পইলা, খ, গ।
৩—৩ পড়িলা ভূমিত, খ, গ। ৪ দেবীর, খ, গ। ৫—৫ দেবী আসিল ত্বরিত, খ, গ।
৬ শুনি, খ, গ। ৭ করুন, খ, গ। ৮ আরে, খ, গ। ৯—৯ শুনহে, খ, গ।
১০—১০ পড়িল তোমা, খ, গ। ১১—১১ আজীশে করিলাম মনে সার, খ, গ।
১২—১২ দুই পুত্র কারে জাও, খ, গ।

গলায়ে কাটারি দিয়া　　যাব প্রাণ তেজিয়া[১]
এ জীবনের আর নাহি সাধ ॥ ৬৬৯
শুনিয়া যে পদ্মাবতী　　আসিলেক শীঘ্রগতি
দেবগণ হইল হরষিত।
ব্রহ্মা বোলে পদ্মা শোন　　জিয়াও বাপ ত্রিলোচন
বিষ খাইয়া ঢলিল জগদীশ[২] ॥ ৬৭০
[৩]দেবে বলে[৩] জয়ে জএ　　বারেক জিয়াও মনসায়ে
তুমি রাখ দেবের সাধন।
[৪]চণ্ডী বোলে পদ্মা আইল　　এখন প্রভু প্রাণ পাইল[৪]
বাপ তোমার জিয়াও এখন ॥ ৬৭১
পদ্মা বোলে না ভাব তাপ　　এখনে জিয়াব বাপ
আর তুমি না হইও চিন্তিত।
শুনিয়া পদ্মার বাণী　　সবে করে জয়ধ্বনি
[৫]নাচে সবে হইয়া হরষিত[৫] ॥ ৬৭২
বাপের নিকটে পদ্মা যায়ে　　দেবগণে জএ জএ
জোড়হস্তে করেন স্তবন।
বিজয় গুপ্ত কবি ভণে　　মনসার চরণে
দেবের[৬] বরে সভার কল্যাণ ॥ ৬৭৩

পয়ার

ধ্যান [৭]যুড়িলা তবে[৭] দেবী বিষহরি।
পদ্মা বলে বাপু তুমি দেব অধিকারী ॥ ৬৭৪
কর্ণে মন্ত্র পঠিয়া[৮] বলে উঠ উঠ।
মুখ বাইয়া বিষ পড়ে ফুট ফুট ॥ ৬৭৫
বুকে হাত দিয়া পদ্মা জপে মহাজ্ঞান।
গাও মোড়া দিয়া শিব [৯]উঠিল তখন[৯] ॥ ৬৭৬

---

১ ত্যাগিয়া, খ, গ। ২ জগন্নাথ, খ, গ। ৩—৩ দেবগণে, খ, গ। ৪—৪ গৌরী বলেন ঝি আইল অথন প্রভুর জীবন রহিল, খ, গ। ৫—৫ না চিন্তিত হইয়া হরষিত, খ, গ। ৬ দেবীর, খ, গ। ৭—৭ জুড়িয়া বৈস, খ, গ। ৮ পড়িয়া দেবী, খ। ৯—৯ উঠে বিদ্যমান, খ, গ।

চৈতন্য পাইয়া শিব বলে রাম রাম।
ক্ষীর [১]খাও অষ্ট জন[১] সাধিলাম কাম ॥ ৬৭৭
মহাদেবের কথা [২]শুনিয়া হরিষে[২]।
কৌতুকে দেবগণ নাচে চারিপাশে[৩] ॥ ৬৭৮
মহামায়া লইয়া ঘরে করিলা গমন।
দেখিয়া পদ্মাবতী হরষিত মন ॥ ৬৭৯
দুগ্ধ [৪]খায়ে অষ্ট নাগ[৪] যত মনে লয়ে।
ক্ষীর সাগরের দুগ্ধ পেট ভরি খায়ে ॥* ৬৮০
একদিন মহামায়া [৫]বলে শিব স্থানে[৫]।
এথা রহিয়া কার্য্য নাহি চল[৬] অন্য স্থলে ॥ ৬৮১
আগে [৭]মোরে খাইয়া পদ্মার বাড়িল[৭] বড়াই।
তার প[া]ছে খাইল পদ্মা আপোনা জামাই ॥ ৬৮২
তার প[া]ছে হইল তোমার অচেতন।
এবে[৮] হইল পদ্মার পুত্র আষ্টজন ॥ ৬৮৩
না জানি মনসা[৯] কি করয়ে এখন।
আপোনে না জান কি[১০]দেব ত্রিলোচন ॥ ৬৮৪
এত শুনি মহাদেব ভাবে মনে মন।
[১১]অখনে করিব দেবী সমুদ্র মথন[১১] ॥ ৬৮৫

১—১ খাউক অষ্টনাতি, খ, গ। ২—২ শুনি সভে হরষিত, খ, গ। ৩ চারিভিত, খ, গ। ৪—৪ পীয়ে অষ্টজন, খ, গ।

* ৬৮০ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বিজয় গুপ্ত রচে পুথী মনসার বর।
অষ্ট নাগের জন্ম পালা এইখানি সোসর ॥
পথ বনবাস পালা।
মনসার পাদপদ্ম ভাবিয়া হৃদয়।
গাহিব বনবাস পালা অতি রসময় ॥

৫—৫ গোসাঞীর স্থানে বলে, খ। ৬ জাই, খ। ৭—৭ আমারে খাইয়া বাড়িছে, খ। ৮ অখনে, খ। ৯ মনসা মোরে, খ। ১০ তুমি, খ। ১১—১১ সমুদ্র মধ্যে এক চর করিলা তখন, খ।

অথ সমুদ্র মন্থন লিখ্যতে

হরিহর নারায়ণ দেব ষড়ানন।
সমুদ্র মথিতে গেল যত দেবগণ॥ ৬৮৬
দেবগণ সহিতে গেল ব্রহ্মা বিষ্ণু হর।
গন্ধর্ব অসুর আদি যত চরাচর॥ ৬৮৭
মন্দার পরবত হইল মথনের লড়ি।
বাসুকি সর্প হইল মথনের দড়ি॥ ৬৮৮
ব্রহ্মা বিষ্ণু হর করে সমুদ্র মথন।
আনন্দিত হইল তথন ইতিন ভুবন॥ ৬৮৯
বিজয় গোপ্তে বলে গাইন হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া বল লাচারির গীত॥ ৬৯০

লাচারি

মথন ছান্দন দড়ি বাসুকি করিয়া দড়ি
দেবগণ মিলিলা তথাত।
মথিতে মথিতে নীর উঠিল ধবল ক্ষীর
আর উঠে পুষ্প পারিজাত॥ ৬৯১
কমণ্ডলু হাতে করি উঠিলেন মহেশ্বরী
মধুর পঞ্চম গীত গায়ে।
নানা অস্ত্র হাতে করি উঠিলেন ধন্বন্তরী
ব্যাধি পলায়ে তাহার ভয়ে॥ ৬৯২
চন্দ্র উঠে আপনে আনন্দিত দেবগণে
প্রকাশিত হইল দেবগণ।
দেখিয়া লক্ষ্মীর মুখ দেবগণের হইল সুখ
তাহারে নিলেন নারায়ণ॥ ৬৯৩
উঠে উচ্চৈশ্রবা হাতি হরষিত শূলপতি
পারিজাত উঠে ততক্ষণ।
পারিজাত পুষ্প পাইয়া ইন্দ্র হরষিত হইয়া
রাখিলেক আপনা ভবন॥ ৬৯৪

সমুদ্রে মিসদি দিল দুগ্ধ ঘুচি দধি হইল
রাশি রাশি দধি হইল তখন।
দেবগণে টানে চোটে সাগর হইতে রত্ন উঠে
অমৃত জন্মিল ততক্ষণ ॥ ৬৯৫
অমৃত পাইয়া দেবগণ হইল আনন্দিত মন
বিষ্ণু হইলা লক্ষ্মীপতি।
বিজয়ে গোপ্তে বলে সার মোর গতি নাহি আর
দয়া কর দেবী পদ্মাবতী ॥ ৬৯৬

পয়ার

অমৃত পাইয়া দেবগণ আনন্দিত মন।
হেন কালে হইল তথা অশুভ লক্ষণ ॥ ৬৯৭
এথায়ে পুরীতে আইলা দেবী পদ্মাবতী।
সমুদ্র মথিতে তখন চিন্তে পশুপতি ॥ ৬৯৮
সর্ব্বদেবগণে করে ক্ষীরোদ মথন।
আমা না বলিল কে ঘৃণা করি মন ॥ ৬৯৯
নাগরথে চড়ি দেবী চলে শীঘ্রগতি।
অন্তরীক্ষে রহিলা দেবী আনন্দিত মতি ॥ ৭০০
অমৃত দেখিয়া দেবীর ক্রোধ হইল মন।
ফণিময় বিষহরি হইলা তখন ॥ ৭০১
সকল দেবগণে বসিছে চারি দিকে।
অমৃতের ভিতরে দেবী চাহে এক দিষ্টে ॥ ৭০২
সকল দেবতাগণে দেখে উপজিল বিষ।
মথন এড়িয়া দেবে করে কিল কিল ॥ ৭০৩
ব্রহ্মা বিষ্ণু নারায়ণে বিস্মিত হইল।
মনে মনে ভাবি ব্রহ্মা তখনে কহিল ॥ ৭০৪
বিষ দেখিয়া ভয়ে না করিয় দেবগণ।
(বাটিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু নারায়ণ ॥)
দেও যত যত্র আছে ত্রিভুবন ॥ ৭০৫

ব্রহ্মার কথায় বিষ করিল বাটন।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে যত জীব পশুগণ॥ ১০৬
অবশেষ কিছু আছে থুইতে ঠাই নাই।
তাহা দেখি বড় চিন্তা পাইলা গোঁসাই॥ ১০৭
কোন খানে থুইতে মনে হানি লয়ে।
যেইখানে থুইব তথা হইব প্রলয়ে॥ ১০৮
এই বিষে নষ্ট হইব ইতিন ভুবন।
আপনে করিব পান ভাবিল তখন॥ ১০৯
বিষ খাইয়া মহাদেব পড়িল ঢলিয়া।
কার্ত্তিক গণপতি কান্দে চরণে ধরিয়া॥ ১১০
যত দেবগণ তারা ভয় পাইল মন।
টলমল করিয়া কাঁপিল ত্রিভুবন॥ ১১১
নারদ মুনি চলি গেল দুর্গার গোচর।
কহিতে লাগিলা মুনি সকরুণ স্বর॥ ১১২
কি সুখে রহিচ দেবী ঘরেত বসিয়া।
বিষ খাইয়া ঢলিছে শিব দেখহ আসিয়া॥ ১১৩
নারদের মুখে দেবী শুনিয়া কাহিনী।
জয়া বিজয়া লইয়া চলিলা আপনি॥ ১১৪
বিলাপ করিয়া কান্দে লোটায়ে ধরণী।
আহা প্রভু কোথায় গেলা চন্দ্রচূড়ামণি॥ ১১৫
জয়া বিজয়া কান্দে ভূমে দিয়া গড়ি।
কোথায় গেলা ত্রিলোচন আমাঘরে ছাড়ি॥ ১১৬
আহা প্রভু কোথায় গেলা অনাথ করিয়া।
দেবগণে বলে দেবী শোন মন দিয়া॥ ১১৭
পদ্মারে আনিলে হয়ে শিবের চেতন।
কার্ত্তিকে বলেন শো [ন] যত দেবগণ॥ ১১৮
পদ্মারে আনিতে আমি চলিল আপনে।
বায়ুবেগে যায়ে বীর মউর বাহ [ে] ন॥ ১১৯

ত্বরিতে মিলিল গিয়া পদ্মার ভবন।
কার্ত্তিক দেখিয়া পদ্মা চমকিত মন ॥ ১২০
গৌরব করিয়া দিল বসিতে আসন।
পদ্মা বলে কহ ভাই শুনি বিবরণ ॥ ১২১
কার্ত্তিকে বলেন দেবী আসনে কার্য্য নাই।
বিষ খাইয়া চলিয়াছেন ত্রিলোকের গোঁসাই ॥ ১২২
অতএব আসিয়াছি তোমার পুরীতে।
বাপুরে দেখিবা যদি চলহ ত্বরিতে ॥ ১২৩
কার্ত্তিকের নানামতে করুণা শুনিয়া।
বাপু বলি কান্দে দেবী করুণা করিয়া ॥ ১২৪
হাতে ধরি ষড়ানন উঠিল তখন।
ত্বরিতে চলিয়া গেলা ক্ষীরোদ মথন ॥ ১২৫
শিব দেখি পদ্মাবতী চমকিত মন।
করুণা করিয়া কান্দে দেখে দেবগণ ॥ ১২৬
বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন বল হরিনাম।
লাচারি পড়িল এবে পয়ার বিশ্রাম ॥ ১২৭

লাচারি

শিব দেখি পদ্মাবতী ব্যাকুল হইল অতি
কোন [বি] ধি দিল সনতাপ।
কি করিব কোথায় যাব কাহারে বাপু বোলাইব
গা তোল তোল বাপু মোর ॥ ১২৮
জন্মিল কমল বনে তুষ্ট হইল দেবগণে
সতাই করিল বিড়ম্বন।
আনি মুনির নন্দন মোরে কৈলা সমর্পণ
ছাড়িয়া গেলা মুনি তপোধন ॥ ১২৯
সতাই সঙ্গে বাদ হইল বাম চক্ষু কানা কৈল
সেই কথা ঘোষে সর্ব্ব লোকে।

মোর সম দুঃখী জন আর নাহি ত্রিভুবন
প্রাণ মোর যায়ে তোমার শোকে ॥ ১৩০
দৈবে এত কৈল মোরে তাহে কেন বাপু মরে
কেনে হেন করিলা নারায়ণ।
পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে
সভাসদ রাথ দেবগণ ॥ ১৩১

পয়ার

দেবগণে বলে পদ্মা শুনহ বচন।
শোক না করিয় তুমি কার্য্যে দেও মন ॥ ১৩২
বিষ্ণু বলে আমার কথা শুন পদ্মাবতী।
শিবেরে জিয়াইয়া দেও রহুক সুখ্যাতি ॥ ১৩৩
কপট করিয়া দেবী কহিল তখন।
আমা হইতে না হইব বাপুর চেতন ॥ ১৩৪
নিশ্চয় জানিল সবে মনসার মন।
দেবগণে বলে পদ্মা শুনহ বচন ॥ ১৩৫
শিবের অগ্নিকার্য্য তোমার করিতে হয়।
এত শুনি কহে দেবী মনেতে বিস্ময় ॥ ১৩৬
পদ্মা বলে দেবগণ করিছ ভাল যুক্তি।
দুর্গা সতাই যাউক বাপুর সঙ্গতি ॥ ১৩৭
মনসার কপট জানিয়া দেবগণ।
ভগবতী দুর্গারে গিয়া করিলা স্তবন ॥ ১৩৮
শিব সঙ্গে যাও মাতা না কর অন্যথা।
তবে বশ হইয়া চলিল জগতের মাতা ॥ ১৩৯
শিব সঙ্গে শ্মশানে শুইয়া ভগবতী।
তাহা দেখি আনন্দিত দেবী পদ্মাবতী ॥ ১৪০
অগ্নি হাতে লইয়া পদ্মা আসিলা কৌতুকে।
শিবের মুখ এড়িয়া অগ্নি দিল দুর্গার মুখে ॥ ১৪১

অগ্নির তেজ দেবী সহিতে না পারে।
ঝাপ দিয়া পড়ে গিয়া জলের মাঝারে ॥ ৭৪২
খটখটী হাসে পদ্মা হাতে দিয়া তালি।
তাহা দেখি দেবগণ হাসে খলখলি ॥ ৭৪৩
অন্তরীক্ষে গণপতি চলিল হেটমাথে।
একেশ্বর মহাদেব রহিল কুণ্ডেতে ॥ ৭৪৪
মহামায়া পাইলা যদি এত দুর্গতি।
শিবেরে জিয়াইতে পদ্মা চলে শীঘ্রগতি ॥ ৭৪৫
ধ্যান করি মনসা শিবের বিষ ঝাড়ে।
পদ্মার বিক্রমে সকলের প্রাণ ওড়ে ॥ ৭৪৬
বিষ ঝাড়ে মনসা কপালে দিয়া চুম।
ভাঙ্গিল শিবের তবে সাপালক্ষের ঘুম ॥ ৭৪৭
মরিয়াছিল শিব জিল আরবার।
ডাকিনী যোগিনী দিল জয়ে জোকার ॥ ৭৪৮
চেতন পাইয়া শিব চতুর্দিকে চায়ে।
না দেখিয়া দুর্গারে কান্দে দীর্ঘরায়ে ॥ ৭৪৯
পদ্মাবতী বোলে বাপু কান্দ অকারণ।
অগ্নিতে পুড়িয়া গৌরী[র] হইল মরণ ॥ ৭৫০
মরিয়া গেল বাপু তোমার বালাই লইয়া।
আর এক ঋষির কন্যা করাইব বিয়া ॥ ৭৫১
মহাদেবে বলে পদ্মা শুনহ বচন।
চণ্ডীরে না দেখি আমার না রহে জীবন ॥ ৭৫২
শিবের কান্দনে লজ্জিত বিষহরি।
চণ্ডীর চক্ষুত জল পড়িয়া দিল তরাতরি ॥ ৭৫৩
পদ্মার মন্ত্রে চৈতন্য হইল দেবী গৌরী।
ইতিন ভুবনে উঠে জয়ে জয়ে করি ॥ ৭৫৪
সকল দেবগণে পদ্মারে প্রণমিয়া।
যার যেই নিজ স্থানে গেলেন চলিয়া ॥ ৭৫৫

পদ্মার বনবাস

তবে মহামায়া দেবী বড় লাজ পাইয়া।
শিবের তরে বলে দেখি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া ॥* ৭৫৬
ভাঙ্গড় পাগল তুমি জানে সর্ব্বজনে।
কন্যা লইয়া এথা হতে যাও অন্য স্থানে ॥ ৭৫৭
দেবী বলেন দেবগণ শোন মন দিয়া।
পদ্মারে লইয়া শিব যাও কেন চলিয়া ॥ ৭৫৮

---

* ৭৫৬-৭৮৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বিশ্বকর্ম্মা ডাকিয়া আনিল শীঘ্র করি।
বালুচর মধ্যে কর দিব্য এক পুরী ॥
দেখিয়া কৌতুক হইলা দেব অধিকারী।
বিশ্বকর্ম্মা গঠিলেন মনসার পুরী ॥
শিব বলেন পদ্মাবতী না করিও আন।
তোমার কারণ আমি সৃজিলাম ভাল স্থান ॥
কান্দিয়া বলিল পদ্মা শিবের চরণে।
সৎ মায়ের বাক্যে বাপু মোরে থুইলা বনে ॥
একা বঞ্চিব কিমতে অষ্ট পুত্র লইয়া।
নানা প্রমাদ পড়ে বাপু আমারে যে দিয়া ॥
মা নাই ভাই নাই সভে মাত্র তুমি।
তোমার চরণে আর কি বলিব আমি ॥
পদ্মার করুনা শুনি কান্দে ত্রিলোচন।
পদ্মার তরে শিব ভাবে মনে মন ॥
ললাটের দুঃখ শিবের তখনি ঘুচিল।
দিব্য এক কন্যা তবে তখনি জন্মিল ॥
দেবের বস্ত্র কাচিবে রজককুমারী।
পদ্মার তরে দিলা তবে দেব অধিকারী ॥
শিব বলেন শুন নেতা আমার বচন।
মনসারে দিলাম তুমি করিও পালন ॥
বাপের চরণে পদ্মা করি নমস্কার।
নেতারে লইয়া যায় পুরী আপনার ॥

পদ্মা লইয়া বনে যাও বলি বারে বার।
তোমার চরণে আমার কোটী নমস্কার ॥ ১৫৯
এতেক বলিলা দেবী নিঠুর উত্তর।
পদ্মারে লইয়া চলেন দেব মহেশ্বর ॥ ১৬০
নৌকস পর্ব্বতে গেল লইয়া পদ্মাবতী।
পদ্মারে থুইলা তথা করিয়া প্রণতি ॥ ১৬১

নেতা বল মোরে জীবন উপায় ॥ ধুয়া ॥
পুরীতে প্রবেশিলা মনসাকুমারী।
মোরে বুদ্ধি বোল নেতা ধোপার কুমারী ॥
দেবের আলয় নহে সাগরের জল।
চতুর্দ্দিক উপরে বোল হয় তারি সাল ॥
না জানি কখনে মোরে কিবা দৈব পড়ে।
চতুর্দ্দিক দেখিয়া আমার প্রাণ পোড়ে ॥
মহামায়ার বাক্যে বাপু দিল বনবাস।
মোর প্রাণ লইতে হইল চণ্ডীর প্রয়াস ॥
নেতা বলে মনসা তোমার ভয় নাই।
এই অষ্ট জনে তোমার বাড়িবে বড়াই ॥
নাগলোকের উপরে জগত মাতা তুমি।
তোমার তরে আর কি বলিব আমি ॥
অন্নপ্রাশন চূড়া পৈতা করে অষ্টজন।
মায়ের নিকটে থাকি বলিল বচন ॥
নাগলোকে বলে মা কারে তোমার ভয়।
সাগর শুষিতে পারি হেন মনে লয় ॥
এত শুনি পদ্মাবতী আনন্দিত মন।
আমন্ত্রণ করিল সকল নাগগণ ॥
পদ্মার সংবাদে নাগ আসিল ধাইয়া।
পদ্মার চরণে স্মরণ লইল গিয়া ॥
বিজয় গুপ্তে রচে পুথী মনসার বর।
বনবাস পালা হইল এইখানি শোষর ॥
ইতি পদ্মার বনবাস পালা সমাপ্ত ॥

শুন শুন পদ্মাবতী আমার বচন।
নিঠুর হইয়া তোমা থুইলাম কারণ॥ ৭৬২
তোমারে লইয়া যদি যাই কাশীপুরী।
দুই পুত্র লইয়া চণ্ডী হইব দেশান্তরি॥ ৭৬৩
এতেক কহিলা যদি দেব ত্রিলোচন।
কান্দিতে লাগিলা পদ্মা ধরিয়া চরণ॥ ৭৬৪
বাপ হইয়া বনে দিবা বল হেন বাণী।
কিরূপে রহিব আমি হইয়া একাকিনী॥ ৭৬৫
শুনিয়া দেবগণে করিব উপহাস।
বাপ হইয়া তুমি মোরে দিলা বনবাস॥ ৭৬৬
কান্দিতে কান্দিতে পদ্মা হইলা অচেতন।
পদ্মার কান্দনে কান্দে দেব ত্রিলোচন॥ ৭৬৭
এইরূপে তরুতলে রহিলা দুইজন।
নিদ্রায়ে আকুল পদ্মা করিল শয়ন॥ ৭৬৮
নিদ্রা হইল পদ্মার জানিল শূলপাণি।
স্নান হেতু সরযুতে গেলা চক্রপাণি॥ ৭৬৯
স্নান করিয়া শিব জটার তোলে জল।
তাতে এক কন্যা হইল নেতের অঞ্চল॥ ৭৭০
কন্যা দেখিয়া শিবের চমকিত মন।
কাহার কন্যা হই আসিলা কি কারণ॥ ৭৭১
শিবের বচনে কন্যা কহিতে লাগিল।
তোমার বসন হইতে আমার জন্ম হইল॥ ৭৭২
ত্রিজগতের নাথ তুমি সংসারের সার।
কোথায় রহিব আমি কর অঙ্গীকার॥ ৭৭৩
কন্যার বচনে শিব মনে মনে হাসে।
এ কন্যা লইয়া আমি যাব কোন দেশে॥ ৭৭৪
এক কন্যা লইয়া আমার দেশে নাহি ঠাই।
তাহাতে মোর আর কন্যা মিলাইল গোঁসাই॥ ৭৭৫

শিব বলে কন্যা তোমার নাম থুইলাম নেতা।
পদ্মার সেবা করিবা তুমি থাক গিয়া তথা ॥ ৭৭৬
কন্যা লইয়া পদ্মার নিকট গেল ততক্ষণ।
নেতার হাতে পদ্মারে করিলা সমর্পণ ॥ ৭৭৭
পদ্মবনে পদ্মারে থুইয়া চলি যাই আমি।
ভাল মন্দ পদ্মারে শিখাইবা তুমি ॥ ৭৭৮
এতেক কহিয়া শিব ত্বরিতে গমন।
শীঘ্রগতি মিলে গিয়া আপনা ভবন ॥ ৭৭৯
পদ্মা না দেখিয়া চণ্ডী হরষিত হইল।
শিবেরে প্রণাম করি কহিতে লাগিল ॥ ৭৮০
কোন স্থানে পদ্মারে দিলা বনবাস।
সত্য কথা কহ গোঁসাই তুমি আমার পাশ ॥* ৭৮১
এত শুনি মহাদেব কহে বিবরণ।
সাচা মিছা কহিয়া তোষিলা দেবীর মন ॥ ৭৮২
এত শুনি হইলা দেবী আনন্দিত মতি।
বনমধ্যে চৈতন্য পাইলা পদ্মাবতী ॥ ৭৮৩
শিব না দেখিয়া পদ্মা চাহে চারিভিতে।
বাপু বাপু বলিয়া পদ্মা লাগিল কান্দিতে ॥ ৭৮৪
পদ্মার কান্দন শুনি কহিলেন নেতা।
তোমা রক্ষা করিতে শিব মোরে থুইয়া গেল এতা ॥ ৭৮৫
এতেক শুনিয়া পদ্মা হরষিত মতি।
নেতার সহিতে তথা রহিলা পদ্মাবতী ॥ ৭৮৬
বিজয়ে গোপ্তে বোলে গাইন বল রাম রাম।
হাত তালি দিয়া কর পদ্মারে প্রণাম ॥ ৭৮৭
পদ্মারে বনে থুইয়া শিব শূলপাণি।
নেতার সহিতে রহিলা জয়ে ব্রাহ্মণী ॥ ৭৮৮

---

* ৬৮৩-৭৮১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই।

অথ রাখয়াল বাড়ীর পূজা

মনে মনে ভাবে দেবী যেবা চিত্তে দেখে।
কোন রূপে পূজা মোর করিব নরলোকে ॥* ১৮৯
নেতার সহিতে যুক্তি করিলা বিষহরি।
রাখয়াল বাড়িতে যায়ে যতিরূপ ধরি ॥ ১৯০
বাম হস্তে কমণ্ডলু ডাইন হস্তে কুশা।
যতিরূপে ক্ষিতিতলে নামিল মনসা ॥ ১৯১
বসিছে রাখয়াল সব একত্র হইয়া।
যত সব ধেনু তারা দিয়াছে ছাড়িয়া ॥ ১৯২

* ১৮৯-৮১৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বলে আইলা মনসা দেবী গো। ধুয়া।
বন্দিলাম বন্দিলাম মাগো তালে দিয়া ঘাঁ।
স্বর্গ ছাড়ি ওলা ওগো জগতগৌরী মা ॥
গনেশ দেবতা বন্দম পার্ব্বতীনন্দন।
হংসরথ বাহনে ব্রহ্মা কমললোচন ॥
বিষ্ণুর চরণ বন্দম গরুড়বাহন।
সূর্য্যের তনয় বন্দম মহিষবাহন ॥
বৃষভ বাহনে বন্দম দেব মহেশ্বর।
সপ্ত ঘোড়া রথে বন্দম দেব দিবাকর ॥
একে একে বন্দিলাম যত স্বর্গবাসী।
গঙ্গা আদি তীর্থ বন্দম আর বারাণসী ॥
গাইন বন্দম বাইন বন্দম সঙ্গের পঞ্চ ভাই।
ঘটে অধিষ্ঠান কর বিষহরি আই ॥
হেমঘটে বস দেবী আসনে মেল পাও।
যেখানে না আইস শুদ্ধ আপনে যোগাও ॥
সরস্বতী দেবী বন্দম বচনদেবতা।
যাহার প্রসাদে গাই সরস কবিতা ॥
পদ্মার চরণ ভাবি যেবা নরে গায়।
সরস্বতী মায় তার পয়ার যোগায় ॥
ছাড়িলাম বন্দনা তাই গীতে দেয় মন।
রাখাল বাড়ীর পূজা বলি শুন সর্ব্বজন ॥

হেনকালে পদ্মাবতী গেলা সেইখানে।
রাখয়ালের ঠাই দুগ্ধ মাগিলা তখনে ॥ ৭৯৩
ব্রাহ্মণের নারী আমি শোনরে রাখাল।
ফুটী দুগ্ধ দেও মরে যদি চাহ ভাল ॥ ৭৯৪
বিজয়ে গোপ্তে বোলে গাইন কৌতুক হইল ভারি।
সন্তেদ পড়িল গাইন বলহ লাচারি ॥ ৭৯৫

নেতার সঙ্গে পদ্মাবতী যুক্তি করে সার।
মর্ত্ত্য লোকে মোর পূজা নহিল প্রচার ॥
নেতা বলে পদ্মাবতী শুনহ বচন।
শীঘ্র করি জাও তুমি যথা ত্রিলোচন ॥
এ সব কথা কহো গিয়া তাহান সমুখে।
জেন মতে পৃথিবীতে পূজে নরলোকে ॥
নেতার বচনে পদ্মা চলিল সত্বর।
সত্বর গমনে গেলা যথা মহেশ্বর ॥
পদ্মা বলে বাপু তুমি সৃষ্টির অধিকারী।
তোমার চরণে আমি নিবেদন করি ॥
পৃথিবীত পূজা বাপু নহিল প্রচার।
কিরূপে হইবে পূজা কহো মোরে সার ॥
মহাদেব বলেন পদ্মা হইবে উপায়।
বিশ্বকর্ম্মার ঠাই এখন কহিয়া পাঠায় ॥
দিব্য এক ঘট সজ্জা করহ সত্বর।
শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মা হরিষ অন্তর ॥
দিব্য ঘট দিল নিয়া মহাদেবের স্থানে।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপ ধরিল তখনে ॥
সকল রাখালে মেলি খেলায় জুয়া খেলা।
মাথায় ঘট লইয়া বিপ্র সেইখানে গেলা ॥
সকলে খেলায় খেলা যত রাখালগণ।
কেহ হারে কেহ জেনে খেলার লক্ষণ।
লাটিক নামে চণ্ডাল হইল আগুসার।
কোথায় চলিছ গোসাঞি কি নাম তোমার ॥

লাচারি

আরে রাখয়াল ফুটা দুগ্ধ দেও মোরে ॥ ধুয়া ॥

একাদশী দ্বাদশী তিন দিনের উপবাসী
দুগ্ধ চাহি তোমার গোচর।
সহজে আমি অভাগিনী ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী
দুগ্ধ দিয়া প্রাণ রাখ মোর ॥ ৭৯৬
তোরা রাখাল সর্ব্বজন আমার বচন শোন
খিদায়ে আমি রহিতে না পারি।
যত কহে পদ্মাবতী রাখালে না দেয়ে মতি
উপহাস্য করয়ে চাতুরি ॥ ৭৯৭
রাখয়ালে কহে পুনি শোন তুমি ঠাকুরাণী
মরিল কেন তোমার ব্রাহ্মণ।
আছে এমত কত যতি তুমি কি হও বড় সতী
রূপ নাহি তোমার সমান ॥ ৭৯৮
এই মত বেশ করি কোন যতি ভিক্ষা করি
পুরুষ দেখিতে তোর ইচ্ছা।
এথা হইতে যাও তুমি পুন পুন বলি আমি
নহে তোমার হইব অ[ব]স্থা ॥ ৭৯৯

কাহার ঘট এই কহো মোরে সার।
দ্বিপ্রে বলে ঘট এই দেবী মনসার।
হারাইলে ধন পায় সেবায় এহান।
ধনধান্যে সম্পদে বাড়ে সেই জন।
লাটিক বলে জত খেলাই সকলবার হারি।
এবার জিনি যদি পূজিব বিষহরি।
গোসাঞী বলেন শুনহ সত্বরে।
এবার জিনিবা তুমি বিষহরি বরে।
এই পণ করি রাখাল তখনে খেলায়।
তখনে জিনাইলা তারে জগতগৌরী মায়।
জত কৌড়ী হারিছিল পাইল আর বার।
সত্বরে চলিল চণ্ডাল ঘট পূজিবার।

তোমার চুলেতে ধরি পাচনির বাড়ি মারি
তোমার করিব সর্ব্বনাশ।
শুনিয়া রাখয়ালের কথা পদ্মাবতীর লাগে ব্যথা
আমারে করে উপহাস ॥ ৮০০
আমি যারে ক্রোধ করি কোন জন যায় ফিরি
এখনে করিব সর্বনাশ।
চলে অন্তরীক্ষে গতি হইয়া যে ক্রোধমতী
ধেনু যত সব হইল নাশ ॥ ৮০১
রাখয়ালে দেখে মাটে ধেনু সব নাহি গোটে
না দেখিয়া হইল বিকল।
যত মাট বিচারিয়া কোন খানে না পাইয়া
উচ্চস্বরে কান্দিতে লাগিল ॥ ৮০২
রাখয়াল সকলে মিলি করিলেক হুলাহুলি
কান্দিয়া হইল অচেতন।
পদ্মাবতী পরশনে আনন্দে বিজয়ে ভণে
শুনিয়া কৌতুক সর্ব্বজন ॥ ৮০৩

চণ্ডালে বলেন শুন ব্রাহ্মণ গোসাঞী।
এখানে পূজিব আমি বিষহরি মাই।
পূজার বিধান মোরে কহো দ্বিজবর।
দ্বিজে বলেন খেরুয়াল শুনহ উত্তর।
ও মাগো তরাও বা না তরাও। ধুয়া।
ধূপ দীপ আন আর আতপ তণ্ডুল।
গন্ধ চন্দন আন আর নানা জাতি ফুল।
ছাগ মহিষ আন যত মনে লয়ে।
এই সব সজ্জা লাগে এহান পূজায়ে।
সুন্দর মণ্ডব কর পরম শোভিত।
নানাবিধ মঙ্গল বাদ্য কর নৃত্যগীত।
এই ঘট স্থাপ নিয়া পিড়ির উপর।
সকল রাখালে মেলি করে দিবা ঘর।
পূজার বিধান সজ্জা আনিল সত্বর।

পয়ার

ধেনু হরি বিষহরি কৌতুক বড় মন।
নিদ্রাবতীর আজ্ঞা করিলা তখন॥ ৮০৪
মনসার আজ্ঞায়ে নিদ্রাবতী চলিল তখন।
অচেতন করিল গিয়া সব শিশুগণ॥ ৮০৫
নিদ্রায়ে আকুল সব ভূমিতে শয়ন।
হেন কালে তাহার ঘরে দেখাইলা স্বপন॥ ৮০৬
সর্পের আভরণ দেবী সুন্দর শরীর।
রাখোয়ালের তরে কহেন ধীরে ধীরে॥ ৮০৭
যতি বেশে মনসা আসিল তোমার পাশে।
দুগ্ধ না দিয়া তারে কর উপহাসে॥ ৮০৮
অতএব এই দৈব হইল তোমার।
চিন্তা না করিয় ধেনু পাইবা আরবার॥ ৮০৯

মনসার ঘট লইয়া মস্তকে করি।
সভে পূজিতে গেলা দেবি বিষহরি॥
ঘট দিয়া গোসাঞী হইলা অন্তর্দ্ধান।
সকলে চাহিয়া তাহানে বেড়ায় স্থানে স্থান॥
না পাইয়া তাহান লাগ সভে একত্র হইল।
কেহ বলে ভাই গোসাঞী আসিছিল॥
আমা সভারে যুক্তি দিয়া গেলা নিজ ঘর।
ঝাটে পূজিতে দেবী চলহ সত্বর॥
নায়ক বাড়ুক সেই পদ্মাবতীর বরে।
মনসা পূজিতে চল মণ্ডব ভিতরে॥
নিত্য নিত্য পুজি জেন তোমার চরণ।
এই মতে মনসা পূজিল রাখালগণ॥
সত্বরে ধাইয়া পুজে জেইজনে শুনে।
ছাগল মহিষ দিয়া পুজে রাখালগণে॥
যাত্রাবর চণ্ডাল গাছেত নগরে।
আচম্বিতে তাহার গরূপ হারাইল সত্বরে॥

উপদেশ করি আমি স্থির কর মতি।
একমন চিত্তে পূজা কর বিষহরি ॥ ৮১০
এতেক স্বপ্নে দেবী কহিয়া বিশেষ।
দিব্য রথে চড়ি গেলা আপনার দেশ ॥ ৮১১
স্বপন দেখিয়া সবের হইল চেতন।
দেবীর পূজার সজ্জা করে ততক্ষণ ॥ ৮১২
দিব্য মণ্ডপ ঘর করিয়া গঠন।
তাহাতে স্থাপিল ঘট বিচিত্র লিখন ॥ ৮১৩
ধূপ দীপ নৈবেদ্য বিধানে করিয়া।
পুষ্প দূর্বা চন্দন গন্ধ ছাগ বলি দিয়া ॥ ৮১৪
গীত বাদ্য মহাস্বর করে সর্ব্বজন।
হেন কালে ধেনু বৎস্য দিল দরশন ॥ ৮১৫
আনন্দিত হইল সবে ধেনু বৎস্য পাইয়া।
দুগ্ধ কলা দিল অনেক হরষিত হইয়া ॥ ৮১৬
অধিষ্ঠান হইলা দেবী ভক্তির বশ হইয়া।
মহা সুখে রহিলা সবে ভক্তিয়ে পূজিয়া ॥ ৮১৭

রাখয়াল বাড়ির পূজার অর্দ্ধ সমাপ্ত

গরূপ না পাইয়া ফাঁফর চণ্ডাল।
বন বিচারিয়া চণ্ডাল হইল বিকল ॥
গরূপ হরিয়া নিল দেবী পদ্মাবতী।
সেই মণ্ডবে চণ্ডাল গেল শীঘ্রগতি ॥
তাহারে দেখিয়া চণ্ডাল বার্ত্তা পুছে সার।
কি কারণে চিন্তিত হইছ জাত্রাবর ॥
জাত্রাবরে বলে সার কি পোছ ভাই।
এই বনে রাখী গরূপ আইজ তাহা নাই ॥
আচম্বিত না জানি কিবা দৈব হইল।
আজু সকল গরূপ কেবা হরিয়া নিল ॥
নাটীক বোলেন ভাই শুনহ বচন।
ভক্তি করি এই ঘট করহ পূজন ॥

অথ কাজির সহিত যুদ্ধ

নিত্য নিত্য পূজা সবে করে সেই স্থানে ।
পদ্মার পূজা বিনে তারা অন্য নাহি জানে ॥ ৮১৮
একদিন হইল তথায়ে [অ]শুভ লক্ষণ ।
হাসন হুসন দুই কাজির নন্দন ॥ ৮১৯
মহা দুরন্ত তারা কোন ভয় নাই ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম বেদ নিন্দা করে ঠাঁই ঠাঁই ॥ ৮২০
আফিঙ্গ খাইয়া তারা আসমান হাতে পায়ে ।
তার পাছে আপনার বেশ বানায়ে ॥ * ৮২১

হারাইছ জত গরুপ পাইবা সকল ।
এতেক শুনিয়া জাত্রাবর চণ্ডাল ।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য আনিল সকল ।
নানাবিধ প্রকারে দিল ফুল জল ।
হামা হামা করি গরুপ আসিল সকল ।
দেখিয়া আনন্দিত হইল যাত্রাবর মণ্ডল ।
তিন লোকের সার দেবী মনসা ।
ভক্তি করি পূজিলে সিদ্ধি হয় আশা ।
নায়কেরে বর দিয়া পুরাও মন ।
এভুবনের সার মাতা তোমার চরণ ।

* ৮১৮-৮২১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

মনসার পাদপদ্ম ভাবিয়া হৃদয় ।
গাহিব হুসন যুদ্ধ মধুরসময় ।
হাসন হুসন তাহারা দুই ভাইর নাম ।
পুরুষে পুরুষে করে কাজাই সুনাম ।
একবেটা হালদার নামে আবদুলা ।
বড় অহঙ্কার করে হুসনের শালা ।
অহর্নিশ থাকে বেটা হুসনের পাশে ।
তাহার ডরে হিন্দু সব পলায় তরাসে ।

[১]তুলসীর পত্র পায়ে যাহার মাথাতে[১] ।
[২]চুলে ধরি আনে তারে আপনা সাক্ষাতে[২] ॥ ৮২২
সোগার[৩] তলে মাথা থুইয়া [৪]মারে উভাকিল[৪] ।
[৫]ঝড়ে যেন আকাশ হতে পড়ে দারুণ শিল[৫] ॥ ৮২৩
পরেরে মারিতে পরের নাহি[৬] বেথা ।
চোপড় চাপড় মারে আর[৭] ঘাড়গাতা ॥ ৮২৪
ব্রাহ্মণে অপমান করে পৈতা পাইয়া কান্ধে ।
প্যাদা সকলে তারা হাতে গলে বান্ধে ॥ ৮২৫
তকাই নামে মোল্লা বেটা কাজির সাক্ষাতে ।
ইজার পৈরনে তার কালা তক্যা মাথে ॥ ৮২৬
হাজিয়ার নিকটে বেটা চলিল ত্বরিতে ।
লরে লরে হাঁটে বেটা সব পথে পথে ॥ ** ৮২৭
গাঙ্গরির কুল দিয়া [৮]লরে লরে[৮] যায়ে ।
ঝড় বরিষণে[৯] তারে পথে লাগ পায়ে ॥ ৮২৮

১—১ যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত, খ, গ। ২—২ হাতে গলায় বান্ধিয়া নেয় কাজীর সাক্ষাৎ, খ, গ। ৩ কক্ষ, খ, গ। ৪—৪ বজ্র মারে কিল, খ, গ। ৫—৫ পাথর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল, খ, গ। ৬ লাগে, খ, গ। ৭ দেয়, খ।

** ৮২৫-৮২৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বৈশে অতিশয়ে ।
ঘর গোসাই নাদে কেহ দুর্জ্জনের ভয়ে ।
বাছিয়া বাছিয়া ব্রাহ্মণ পায় পৈতা যাহার কান্দে ।
পেদীগণে পাইলে [লাগ] হাতে গলায় বান্দে ।
কেহ নে ঝাড়ি পাটী কেহ নেয় পাটা ।
লণ্ডভণ্ড করে কেহ কেহ লেহায় ফোটা ।
ব্রাহ্মণ পাইলে হয় বড়ই কৌতুক ।
কেহ গায়ে ভাত ঘসে কেহ দেয় থুক ।
তকাই নামে মোলনা কিতাব ভাল জানে ।
কাজীর মেজমান হইলে আগে তাহারে আনে ।
মির মালত হইয়া বিলাতে বেড়ায় ।
কাইন কুতবার কৌড়ী মুলুকের দায় ।

৮—৮ লাফেলাফে, খ, গ। ৯ বরিসায়, খ, গ।

[১]একখান ঘর দেখে বন চারিভিতে[১]।
মনের হরিষ মোল্লা [২]গেল ছায়া লইতে[২] ॥ ৮২৯
ঘরখানি বেড়িয়া[৩] রাখালে খেলায়ে।
[৪]জয়ে জয়ে বলিয়া সানন্দে গীত গায়ে[৪] ॥ ৮৩০
[৫]কেহ ঢাক ঢোল বাজায়ে মৃদঙ্গ ঘন ঘন[৫]।
[৬]মধ্যে মধ্যে ঘণ্টা বাজায়ে বিচিত্র লিখন ॥ ৮৩১
ঠাই ঠাই দেখিলেক ছাগলের রক্ত[৬]।
কাজির প্রতাপে [৭]বেটা বড়হি দুরন্ত[৭] ॥ ৮৩২
[৮]আল্লা আল্লা বলিয়া[৮] যায়ে ঘট ভাঙ্গিবার।
[৯]হাতে ধরি রাখাল সবে লাগে মারিবার[৯] ॥ ৮৩৩
ধর ধর বলিয়া রাখোয়ালে[১০] খেদায়ে।
[১১]মোল্লায় হাতে দড়ি দিয়া রাখাল পলায়ে[১১] ॥ ৮৩৪
[১২]সাত পাঁচ রাখাল একত্র হইয়া মেলা[১২]।
হেন[১৩] বলে কোন সাহসে ঘর ঢোক শালা ॥ ৮৩৫
দাড়িতে ধরিয়া কেহ মারে ঘারগাতা।
ইজার চিরিয়া কেহ করে ফেতা ফেতা ॥* ৮৩৬

১—১ ঝড় বরিষনে মোলনা হইল কাফর।
চারি দিক চাহিয়া দেখে বন মধ্য ঘর ॥ খ, গ।

২—২ ছায়া লইতে গেলা, খ, গ। ৩ বেরিয়া দেখে, খ। ৪—৪ স্বভাবে রাখাল জাতি মনে বড় রঙ্গ, খ, গ। ৫—৫ ঢাল ঢোল বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ, খ, গ। ৬—৬ এই চরণ দুইটি অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই। ৭—৭ বেটার বড় অহঙ্কার, খ, গ। ৮—৮ খোদা খোদা বলি, খ, গ। ৯—৯ এই চরণটি অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই। ১০ সব রাখালে, খ, গ। ১১—১১ প্রাণ লইয়া কেহ কেহ সারিয়া পালায়, খ। ১২—১২ দূরে থাকিয়া কেহ মেলিয়া মারে ঢেলা, খ ১৩ কেহ, খ।

* ৮৩৬ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

ঘর হইতে তাহারে আনে বাহিরে ধরি।
নতুন চাচেতে দিল গুদ ছেছারি ॥
চারি দিক বেড়িয়া কেহো ধূপের ধোয়া ধরে।
তোবা তোবা বলি মোলনা খোদা খোদা স্মরে ॥

মাথার তক্যা [১]কেহ ঘষে দুই পায়ে[১] ।
ছাগলের রক্ত [২]তার দিল সর্ব্ব গায়ে[২] ॥ ৮৩৭
ব্যথা পাইয়া মোল্লা বেটা বলে হায় হায় ।
আর না মারিয় ভাই মোর প্রাণ যায় ॥* ৮৩৮
এতেক দুঃখিত[৩] করি ক্ষেমা নাহি মনে ।
[৪]হাতে গলে বান্ধিয়া রাখিল[৪] যতনে ॥ ৮৩৯
কাতর হইয়া বলে শুন বাপ ভাই ।
তোমার বাপের পুণ্যে ছাড়ি দেও যাই ॥ ৮৪০
আপনার কার্য্য সবে কর মন মত ।
এই কথা না কহিব কাজির সাক্ষাত ॥ ৮৪১
মোল্লা বলে ভাই সব কর অবধান ।
নাকে খত দিলাম দুই রাখ মোর প্রাণ ॥** ৮৪২
[৫]যাত্রাবর রাখাল তবে বলিলেক নেও[৫] ।
[৬]এড়িয়া দিব যদি[৬] নাকে খত দেও ॥ ৮৪৩
[৭]খোদা তাল্লার[৭] দিব্য কর মাথায় দিয়া হাত ।
এসব বাত না কহিবা কাজির সাক্ষাত ॥ ৮৪৪

১—১ নিয়া কেহ পায়ে চোঠে, খ ।   ২—২ গায়ে দিল ফুটে ফুটে, খ, গ ।
* ৮৩৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই ।
৩ দুর্গতি, খ, গ ।   ৪—৪ মণ্ডবের খুটীতে নিয়া বান্ধিল, খ, গ ।
* * ৮৪০-৮৪২ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

ছোট ছোট রাখাল সঙ্গে দাড়ি ধরি টানে ।
বাল ছিড়িয়া কেহ দে তাহার কানে ॥
তোর দাড়ি মোর দাড়ি নাহি ভেদ আর ।
কাজীর নুর বান্ধিব দাড়ি ধীরে ধীরে সার ॥
ছাড়িয়া না দিব তোরে খাওয়াইব বড়া ।
গলায় বান্ধিয়া দিব কচ্ছপের শুড়া ॥
মোলনায় বলে ঠাকুর খাটীলাম তোমার পায় ।
এড়িয়া দেও তোমার বাপের সাধিকায় ॥

৫—৫ জাত্রাবরে বলে আমি এই বুঝি তত্ত্ব, খ, গ ।   ৬—৬ তবে এড়িয়া দি যদি, খ ।   ৭—৭ মুছাপের, খ, গ ।

মোল্লা বলে আই জন হও তুমি।
তুমি অঙ্ক দেও নাকে খত দেই আমি ॥* ৮৪৫
মুছাপের দোহাই দেয় সাতবার।
জনে জনেরে প্রণাম করে হাজারে হাজার ॥ ৮৪৬
এতেক শুনিয়া রাখাল সবে সদয় হইল।
দিব্য করাইয়া তবে মোল্লা ছাড়ি দিল ॥ ৮৪৭
রাখালে ছাড়ি মোল্লা পাইল অব্যাহতি।
কাজির নিকটে গেল অতি শীঘ্রগতি ॥ ৮৪৮
বসিয়াছে কাজি আপন কাচারিতে।
আপনার চাকর সব রহিছে জোড় হাতে ॥ ৮৪৯
সমুখে তামার বদনা হাতে ছড়িখান।
কাগজের বস্তাহাতে কিতাব কোরান ॥ ৮৫০

---

* ৮৪৫-৮৫৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

মোলনায় বলেন ঠাকুর এই আমি বুঝি।
পাও দিয়া দেও খত নাক দিয়া মুছি ॥
তালাকের দিব্য বেটা করে দশবার।
মুছাপের দিব্য করে তুরূক ব্যবহার ॥
জনে জনেরে সেলাম দিয়া চলিলেক ঘর
এই মতে গেল বেটা কাজীর গোচর ॥
সৈদ মোলনা জত লেখাজোখা নাই।
হেন কালে গেল তথা মোলনা তকাই ॥
কান্দিয়া কাজীর আগে কহে দুঃখ লাগে বড়ি।
সম্ভেদ পড়িল ভাই বলিতে লাচারি ॥

লাচারি

কান্দে মোলনা স্বরে খোদা খোদা ॥
এদেশে অনিয়ম হইল আপনা রাখিতে নারিল
কিবা কার্য্য থাকিয়া এদেশে।
বদনা হেন ঘটের মাথা তাহার উপর ফুলের পাতা
তস্তা হেন দেখিলাম ধূপতি ॥
উবুর হইয়া দিলাম সেবা রক্ষা কর মহাদেবা
রক্ষ রক্ষ দেবী পদ্মাবতী।

হেন কালে মোল্লা আসি কহিল কাজির ঠাই।
হিন্দুয়াল হইয়া গেল যাইবা কোন ঠাই ॥ ৮৫১
মজলিসে তুমি আর বসিছ কি কারণ।
আজিকার দুঃখ যত না যায়ে সহন ॥ ৮৫২
হের দেখ দাড়ি নাহি মুখে রক্ত পড়ে।
দন্ত নাহিক মোর ভাঙ্গিছে চোপাড়ে ॥ ৮৫৩
পেরন ইজার মোর হের দেখ ভাঙ্গা।
ছাগলের রক্ত মোর গায়ে লাগিছে রাঙ্গা ॥ ৮৫৪
যত অপমান কৈল কত সবে গায়।
শুনিয়া কুপিল কাজি এক দৃষ্টে চায় ॥ ৮৫৫
এমত কহে হিন্দুয়ান বেটা এতেক গুমান।
শালা হেন না দেখে বেটা যত মোছলমান ॥ ৮৫৬
কোন আক্কল হিন্দুয়ান বেটা নহে দেখে হেড়া।
হেড়া কাটিয়া আজি খিলামু চামড়া ॥ ৮৫৭

হাগড়া বনে দিলুম হুতি ।ধরিয়া আনে হাতাহাতি
চোয়ারে নাড়িতে নারি গাল ॥
হাগড়ায় ধরিল দাড়ি টানিয়া খসাইতে নারি
উফারিল যত গোপ দাড়ি ।
কাজী বোলে না ছাড় ডাক. এই মনে চাপিয়া থাক
কহ গিয়া নের কাজীর আগে ॥
সদরে বসিয়া আছে ন্যায় অন্যায় বোঝে
আর কাজী খাইছে আফিঙ্গ ।
যেমনে বার্ত্তা পাইল ক্রোধ করি কিটাইল
কুবলে জেন ঢুইল হিঙ্গ ॥
* * * ।
পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয় ভণে
বড় ক্রোধ হইল নের কাজী ॥

পয়ার

মনসা আগ মা আয় আয় আয়।

সাজ সাজ করিয়া [১]কটকে দিল সাড়া[১] ।
[২]ছোট বড় সাজিয়া আইল যত পাইক পাড়া[২] ॥ ৮৫৮
শেক সাইদ চলে বড় বড় পাঠান ।
সাচান সিচান চলে কাজির জোগান ॥* ৮৫৯
মোল্লা সব চলে মুখে বড় বড় গোপ ।
ইযকারি কুত্তা চলে দিতে চাহে ছোপ ॥ ৮৬০
যদি গিয়া লাগ পাম যতেক হিন্দুয়া ।
জাতি নাশ করিব আজি গোস্ত খিলাইয়া ॥ ৮৬১
হুসন কাজি চলিল পায়ে দিয়া চামর ।
গায়ে গায়ে সাজে সব জোলা কারিকর ॥ ৮৬২
হাসন কাজি চলে পায়ে দিয়া মোজা ।
ধোপ কাপড়ি চলে লক্ষে লক্ষে খোজা ॥ ৮৬৩
বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন কৌতুক হইল ভারি ।
সন্তেদ পড়িল গাইন বলহ লাচারি ॥ ৮৬৪

১—১ হইল চাল বোল, গ । ২—২ হস্তি ঘোড়া সাজিলেক করিয়া গণ্ডগোল, খ ।

* ৮৫৯-৮৬৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

পদাতি পাইক চলে করিয়া পরিপাটি ।
এক চাপে সাজিয়া চলে নের কাজী ॥
জোলাগণ সাজিলেক বড় দেখি ভাল ।
লাচারি বলিতে ভাই হইলেক কাল ॥

লাচারি

সাজিলেক কাজী হাসন হুসন ।
প্রলয়ে সাজিল যেন যম ॥
মাথায় পাগের ভিটা দসনে নামিল ছিটা
যেন শ্বেত বলদের লেজ ।
কোমরে কাছিয়া ছড়ি তেজি ঘোড়ায় করেত খারী
আসমান ধরিতে বিক্রম ॥
নের কাজী কাজি সানি দুই কাজি কানাকানি
দাণ্ডাইয়া দাণ্ডাইয়া কথা কহে ।

লাচারি দীর্ঘ ছন্দ

চলিল হাসন কাজি মনসা হইতে বাদি
যায় কাজি ঘট ভাঙ্গিবার।
এইত হুসন আটী সপ্ত পুরুষের মাটি
তাল তেঁতুল রূপিল বিস্তর ॥ ৮৬৫
চলিল হাসন বেটা তার শূন্যে নাহি ছোটা
নের কাজি চলিল সুলতান।
মাথায়ে ছগলের ভিটা কত লামাইয়া উটা
হেন দেখি বলদ সমান ॥ ৮৬৬
কাজি চলিল যত তাহা বা কহিব কত
ঘরে বেড়ি রহিল কাজিগণ।
পদ্মাবতী পরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে
সভাসদ রাথ পদ্মাবতী ॥ ৮৬৭

এথায় থাকুক কাজি জতি ভূত পাম আজি
সংহার করিতে পারম মুই।
বিনা হাতে বাদ্য বাজে ভূত ধরিতে সাজে
হুড়া হুড়ি হুসন নগর।

* * * ।

পয়ার

পঞ্চসবেদ নানা বাদ্য বাজেত তথায়ে।
আওয়াসেত বার্ত্তা পাইল হুসনের মায়ে।
হিন্দুর দেবতা তাহা বুড়ি ভাল জানে।
তুরুকের আওাসে রহিয়া হিন্দুয়ানি মানে।
আছিল হিন্দুর বেটী বড় দৈব ফলে।
কাজির আতায় কাইন করিছিল বলে।
আগে পাছে বান্দি সব বুড়ি বিবি চলে।
এইরূপে ধাইয়া গেল বাহির দখলে।
বাহড় বাহড় বলে এথায় বেঘমে।
বুড়া বিবি আসিয়াছে না দেখে চসমে।

পয়ার

হাসন কাজি ঘরে গিয়া ঘটে দিল ঠেলা।
পেয়াদারে হুকুম দিল ঘর ভাঙ্গি ফেলা ॥ ৮৬৮
হাসন কাজি বলে পেয়াদাগণ ভাই।
ধরিয়া রাওখালগণ আন এই ঠাই ॥ ৮৬৯

কেহ বলে কেন আইলা ঠাকুরা দিদাই।
আগু হইয়া সেলাম করিল দুই ভাই ॥
দোয়া করি বুড়ি এখন বুঝায়ে সানন্দে।
এই কালে বল ভাই লাচারির ছন্দে ॥

লাচারি

আরে পুত এনা বুদ্ধি দিল তোরে কে ॥
নহে জান আরে পুত বিষম হিন্দুর ভূত
তাহে কেন সাজিছ আপনে।
তোমার ভ্রাতার কালে জানি আছি ভালে ভালে
এই কার্য্যে বড়ই বিষম ॥
ভূত ভাঙ্গিল একবার প্রত্যক্ষ ফলিল তার
অমতে আছিল ছয়মাস।
কিসেরে সাজিয়া জাও পেদি পাচিয়া চাও
সেই হিন্দু হয় কোন জন ॥
কিসেরে সাজিছে কাজী প্রমাদ ফলিবে আজি
মোলনার এতেক দুর্গতি।
বিজয় গুপ্তে কহে সার মোর গতি নাহি আর
কৃপা কর দেবী পদ্মাবতী ॥

পয়ার

নাথ বলি ডাকিরে দীননাথ পড়িয়া ভবের মাঝে ॥
হাতে হাতে কচালে দন্ত করে কর মড়।
পুত্রের বিক্রম দেখি বুড়ি দিল বাড় ॥
আপনা নহে জান তুমি কিবা কর রহিয়া।
মুর্শিদের ফল পাব হিন্দুর জাতি লইয়া ॥

জাত্রাবর রাওখালেরে আনিল ধরিয়া।
দারুণ প্রহার করে চুলেত ধরিয়া ॥ ৮৭০
আর যত রাওখাল পলায়ে আগছিয়া আনে।
চোপড় চাপড় মারে যত পেয়াদাগণে ॥ ৮৭১
ঘর ভাঙ্গে তারা করে ছারখার।
পুরিয়া ফেলায়ে সব করে মার মার ॥* ৮৭২
এক দড়ি দিয়া বান্ধিল যত রাখালগণ।
আপনার দেশে লইয়া করিল গমন ॥ ৮৭৩

আছিল আমার আতা কিছু নহে জানে।
ভূতের ডরে আতা মোর হিন্দুআনি মানে॥
আছিল হিন্দুর বেটা জতেক মহল।
দোজগ করিতে হইল অমতের ফল॥
খোদা উর্ব্বা স্বরে কাজী পীর পেগাম্বর।
লাপ দিয়া চড়ে গিয়া ঘোড়ার উপর॥
ঘোড়ায় চড়িয়া কাজী তরাতরি ধায়।
জতেক রাখালগণে উগী দিয়া চায়॥
মোলনা মারিয়া ভাই কিনা হইল আজি।
তে কারণে আপনে সাজিয়া আইল কাজী॥
আপনার ঘট মাতা রাখিবা আপনে।
আমরা প্রাণ লইয়া পলাইব বনে॥
কেনে হেন কার্য্য করি ছারের রাজ্যে থাকি।
জাতি প্রাণ লয়ে জদি কাহার বাপে রাখি॥
এক ঠাই থুইল সস্তে বড় হাতের লড়ি।
লতা পাতা ঘরে দিয়া সেই বনে পড়ি॥

* ৮৭২-৯০২ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

ঘর খানা বেড়িয়া হইল তুরুকের পিক।
নাগরথে পদ্মাবতী হইলা অন্তরিখ॥
বিপাকে মরিবে কাজী কাহারে দিবে দোষ।
ঘরমধ্যে প্রবেশিল মনে বড় খোষ॥

পথেতে যাইতে দেখে ভিন্দুরের বাসা।
প্রণাম করিয়া রাওথাল বলে এইত মনসা ॥ ৮৭৪
এই দেবীর পূজা আমরা করি সর্ব্বজন।
এতেক শুনিয়া কাজি ক্রুদ্ধ হইল মন ॥ ৮৭৫
মার মার করিয়া উঠে গর্জ্জিয়া তখন।
পেয়াদাগণ দিয়া বেড়িল সকল বন ॥ ৮৭৬
ভিন্দুর মারয়ে সবে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া।
ভিন্দুরে কামড়ায়ে সব বেড়িয়া বেড়িয়া ॥ ৮৭৭
লরাইয়া লরাইয়া কামড়ায়ে নাকে মুখে।
হিন্দুর দেবতা সবে প্রত্যক্ষেতে দেখে ॥ ৮৭৮
গলায়ে কাপড় বান্দি আল্লা আল্লা ডাকে।
চৈতন্য নাহিক কেহর চক্ষুতে না দেখে ॥ ৮৭৯

যোনাইয়া না ছোয়ে কেহ ছাগলের বর্জ্জ্য।
দরবেষ ফকিরে লোটে আসনের সজ্য ॥
কেহ বলে এদিগ আয়ে ছালা ভরিয়া লই।
হাজামে লুটিয়া নিল রচনার থই ॥
কেবা বুঝিতে পারে পদ্মার কপট।
সমুদ্রে লামিল গিয়া সুবর্ণের ঘট ॥
পীড়ির উপরে ঘট মাটীর গঠন।
সেই ঘট লাগ পাইল দারুণ জবন ॥
ঘরের বাহির হইয়া কাজী পেদিরে করে রোষ।
বিপাকে মরিবে কাজী দিবে কাহার দোষ ॥
কাজির আজ্ঞা পাইয়া তবে জত পরদলে।
ঘরখান ভাঙ্গিয়া ফালায় গাঙ্গরির জলে ॥
কেবা বুঝিতে পারে পদ্মার পরিপাটী।
কোদালে কাটিয়া ফালায় ঘর ভিটার মাটী ॥
মাটীখান কাটি ফেলে এক পুরুষ।
ঘরুকা কাটিয়া মাটির করে দোষ ॥
সদরে বসিয়া কাজী মুখে দিল পান।
কাজী বলে হিন্দু সব আগে ধরিয়া আন ॥

জলে ডুব পাড়ে কেহ কেহ লরে যায়ে।
কেহ বলে প্রাণ যায় খোদায়ে খোদায়ে ॥ ৮৮০
কতক্ষণে চৈতন্য পাইল সর্ব্বজন।
শীঘ্র করিয়া দেশে চলিল তখন ॥ ৮৮১
আর [কত] দূর যাইয়া চোতরা দেখিল।
তুলসী তুলসী বলি রাওখালে ডাকিল ॥ ৮৮২
তুলসীর কথা শুনিয়া কোপে জ্বলে।
পাতা ছিড়িয়া সবে মার্গেত মুছিলে ॥ ৮৮৩
ভিঙ্গুরের কামড়ে জর্জ্জর সর্ব্বজন।
অধিক তাপ হইল চোতরার কারণ ॥ ৮৮৪
কেহ বলে মৈলুম মৈলুম কেহ বলে আহা।
হিন্দুর ভূত এই প্রত্যক্ষেত সহা ॥ ৮৮৫

চারিদিগ চাহে কাজী রাখাল গেল কাহা।
বিস্তর দূর জায় নহে এই বন চাহা ॥
সাত পাচ পেদি সবে বিচারিয়া বন।
রাখাল ধরিয়া তবে আনে একজন ॥
পাইয়া হিন্দুর লাগ কৌতুক বিসাদ।
কেহ বলে ধর ধর কেহ বলে কাট ॥
কাজী বলে আরে বেটা ভূতের গোলাম।
পীর থাকিতে কেনে ভূতেরে সেলাম ॥
খোদা থাকিতে কেনে ভূতেরে নোয়াও মাথা।
মোর ঠাই কহো তোর বাপ দাদার কথা ॥
বাপ পিতামহের আমি মাহাত্ম্য কব কত।
দুর্ভিক্ষে বেচিয়া খাইল বিপ্রে লই খত ॥
পরের সেবা করি আমি আপনা নহে বুঝি।
না বুঝিয়া বোল খোন্দকার আমি ভূত পূজী।
ভূত পূজিতে বোল কাহার আছে ইচ্ছা।
জেবা বলে ভূত পূজী তাহার মুখে মারি পীছা ॥
কাজী বোলে আম্মক জবাব করো কেনে।
আপনে দেখিছি ভূত ভাঙ্গিছি আপনে ॥

গড়াগড়ি যাহে সবে মৈলুম মৈলুম করি।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া কৌতুক বিষহরি ॥ ৮৮৬
কচুপাতা গোময়ে আনি এ[ক]ত্র করিয়া।
সকলের গায়ে তখন দিলেন বাটিয়া ॥ ৮৮৭
এই মত অবস্থা পাইয়া সর্ব্বজন।
আপনার দেশে কাজি গেলা ততক্ষণ ॥ ৮৮৮
যেই ঘরে আছে মোর কুকুড়ার বাসা।
সেই থানে দেও তুমি ব্রাহ্মণের বাসা ॥ ৮৮৯
এই মত হুকুম দিয়া পেয়াদার ঠাই।
মহাসুখে আছে যেন হাতে আকাশ পাই ॥ ৮৯০
রাখোয়ালগণেরে রাখিল বান্ধিয়া।
জাতি নাশ করো সবের গোস্ত খিলাইয়া ॥ ৮৯১

জাত্রাবরে বলে ঠাকুর এ কভু নয়ে।
মাটীর গঠন ঘট ভূত পূজি নয় ॥
কুমারে জোগায় ঘট বারৈ জোগায় পান।
অযোগ্য বুঝিয়া কাট তাহার দুই কান ॥
বিচারিয়া বোঝে কাজী সেই দোষ তাহার।
পেদি চারি দিল তবে আনিতে কুমার ॥
দূরে থাকিয়া কুমার চিন্তিয়া প্রকাশ।
এই বেটা কাজী করে রাখাল বিনাশ ॥
ক্ষেনে আগুয়ায় রাখাল ক্ষেনে পাছুয়ায়।
দূরে থাকিয়া গিয়া সেলাম জানায় ॥
না বুজিয়া খোন্দকার মার কি লাগিয়া।
যথা গীছে হিন্দুর ভূত দিব দেখাইয়া ॥
পেদি চারি দিল কাজী সংহতি তাহার।
ভূত ধরিতে জায় অরণ্য মাঝার ॥
বিষম পদ্মার মায়া কেবা বুঝে মন।
ভেঙ্গরুলের বাসা সঙ্গে হইল দরশন ॥
সাবধান হইয়া ভাই থাকিও গায়ে গায়।
এক চাপে থাকিও ভাই ভূত পাছে জায় ॥

এতেক কহিলা কাজি আপনার পুর।
নেতা নেতা বলিয়া পদ্মা চিন্তিয়া ফাফর ॥ ৮৯২
মোর পূজা করিয়া রাওখালে দুঃখ পায়।
কি করিব দুঃখ আর সহন না যায় ॥ ৮৯৩
ছোট বড় নাগ পদ্মা আনে ডাক দিয়া।
পদ্মার আদেশে নাগ গেলেন চলিয়া ॥ ৮৯৪
পদ্মা বলে নেতাই হও সাবধান।
এই সর্প নিয়া সাজাও রথ খান ॥ ৮৯৫
ষোল কুটী নাগে ধরে রথের জোগান।
সেই রথে পদ্মাবতী করিলা গমন ॥ ৮৯৬
পদ্মা বলে নাগগণ শোনহ উত্তর।
শীঘ্র করি দংশ গিয়া কাজির নগর ॥ ৮৯৭

সভে মিলে ধর ভাই পশারিয়া হাত।
ভূত গেলে কব গিয়া কাজীর সাক্ষাত ॥
ভূতের নামে কাজীর পেদি রুষিল সত্বর।
বড় বড় ঢেলা মারে ভূতের উপর ॥
একেত বাহুয়া ভেঙ্গরুল আরো আজ্ঞা পায়ে।
লক্ষ লক্ষ ভেঙ্গরুলে কাজীর পেদি খায়ে ॥
ঝাপ দিয়া পড়ে গিয়া জলের ভিতরে।
ডুব দিয়া কামড়ায় মনসার বরে ॥
আবার কাজীর পেদি একত্র করিয়া।
কথদুর জায় কুমার হরষিত হইয়া ॥
পথের দুই ধারে দেখে ছোট ছোট বন।
চোতড়ার গাছ সনে হইল দরশন ॥
গলায় গামছা দিয়া নমস্কার করে।
কেহ বলে আরে বেটা সেলাম দিলি কারে ॥
এহারে বলি আমরা হিন্দুয়ানি পাতা।
এই গাছে করে বাস হিন্দুর দেবতা ॥
ভূতের নাম শুনিয়া কাজীর পেদি রোষে।
চোতড়ার ফল পাতা মার্গে আনি ঘষে ॥

বিষতিয়া ঘোড়ারে আজ্ঞা দিলা পদ্মাবতী।
বায়ুগতি ধায় নাগ পদ্মার আরতি ॥ ৮৯৮
এই মতে চলি গেলা জোলার নগরে।
জোলার নগরে গিয়া মিলিল সত্বরে ॥ ৮৯৯
সর্প দেখিয়া জোলার হরষিত মন।
আজু এই দ্রব্য দিয়া করিব বিড়[ম্ব]ন ॥ ৯০০
কথায়ে গেলা আগ খোদা দিনের ধাই।
আজু বড় ভাগ্য মিলাইল গোঁসাই ॥ ৯০১

বিষম চোতড়ার বিষ নহে সহিবার।
দুইগুণ পোড়ানি লইল হইল ফাফর।
হাতের ঢাল মাথার পাগ তরের উপর থুইয়া।
হারামজাদা হিন্দুর ভূত মার চুবাইয়া।
ঝাপ দিয়া পড়ে গিয়া জলের ভিতর।
দুই গুণ পোড়ানি লইল হইল ফাফর।
সকল কাপড় কুমার বান্দে এক বোঝা।
ধীরে ধীরে জায় জেন বিলাতিয়া ধোপা।
সত্বরে চলিল কাজী মহলের ভিতর।
এ সব কথা কহিল গিয়া বিবির গোচর।
বন্দি ঘরে রহিল রাখাল হইয়া বিষম।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কহিল সপন।
পদ্মা বলে পুত্র সব দুঃখ নাহি আর।
হুসনহাটী আমি আজি করিব সংহার।
নেতার বাক্যে পদ্মার মনে দুঃখ লাগে বরি।
এই কালে বোল ভাই করুণ লাচারি।

লাচারি

কি হইল কি হইল নেতা কিনা হইল মোরে।
রাখালের যত দুঃখ না সহে শরীরে ॥
প্রথমে আমার পূজা লোকেত প্রচার।
হুসনে বান্ধিয়া নিল যতেক রাখাল।
বিষ অগ্নি জ্বালিয়া পুড়িব হুসনহাটী।
দংশিব সকল তুরুক না রাখিব এক গুটী।

বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন হও সাবহিত।
লাচারি লও এড় পয়ারের গীত ॥ ৯০২
জোলা বলে শোন কহি বিবরণ।
এই দ্রব্য নিয়া তুমি রাখহ এখন ॥* ৯০৩
এহারে খাইব আমি বিরণ করিয়া।
অর্দ্ধেকখান খাইব তৈলেতে ভাজিয়া ॥ ৯০৪
সুন্দর দেখিয়া থুইল তকেয়া ভরিয়া।
বজ্রের কামোড় লইল তালু জুড়িয়া ॥ ৯০৫

বিষ অগ্নি জ্বালিয়া পুড়িব গাছের পাতা।
বিজয় গুপ্তে ভণেরে পদ্মার দুঃখের কথা।

* ৯০৩-৯১৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

পয়ার

তুমি কান্দিও না গো কান্দিও না।
আমি তোমার সহায় আছি কান্দিও না।
নেতা বলে পদ্মা তুমি কান্দ কি কারণ।
নাগগণ এখন তুমি করহ স্মরণ।
নেতার বচনে দেবী স্থির করে মন।
তলব করিয়া আনে জত নাগগণ।
তক্ষকে বলেন শুন নাগলোকের মাতা।
দংশিয়া দিব তুরুক একি বড় কথা।
বিষতিয়া নাগ জাহার বিক্রম অপার।
গোটা কত দংশিয়া দেখাউক চোমৎকার।
তবে যদি না পূজে করে অহঙ্কার।
বেড়িয়া দংশিয়া দিব সকল সংসার।
একে চাহে বিষতিয়া আরো আজ্ঞা পায়।
তুরুক দংশিতে নাগ বায়ুগতি ধায়।
লাফে লাফে জায় ঘোড়া তীর হেন ছোটে।
প্রথমেত গিয়া নাগ জে[া]লাহাটী উঠে।
নগরে উঠিয়া দেখে চালে চালে ঘর।
অনুমানে বুঝি এই জোলার নগর।

উহু করিয়া জোলা উঠে ডাক দিয়া।
কোথা গেলা প্রাণপ্রিয়া দেখহ আসিয়া ॥ ২০৬
কোথা গেলা আগ খোদা দিনের ঠাই।
কিসে কামোড় দিল আগুন আন চাই ॥ ২০৭
লুড়া হাতে করিয়া ধাই ফিরে পাড়া পাড়া।
জোলারে খাইল কিসে আগুন আন সারা ॥ ২০৮

প্রথমে জোলার পুত্র নাম সবধর।
সাত পাচ নাহি তাহার কেবল একেশ্বর।
তাজাদি জোলা তবে তাতে মেলে খেও।
নিকটে জোলার ঝি মুখে নাহি রাও।
তাহার পাশ দিয়া বোড়া করিল গমন।
দেখিয়া জোলার বেটা আনন্দিত মন।
কোথা হতে কেবা আসিল বুঝিতে না পারি।
চাচা ফুফা ডাকে জোলা অতি ত্বরাতরি।
সবধর জোলা বলে জানিছি নিশ্চয়।
কুচিয়ার ছাও এই দৈবেসে নয়ে।
খালে হতে কেবা তোমারে আনিল।
ঘরেতে মরিতে তোরে খোদা আনি দিল।
বিপাকে মরিবা তুমি কারে করিবা রোষ।
বিধাতা লাগিল তোরে দিবা কাহার দোষ।
তাত কাঠী দিয়া তারে উগারিয়া চায়ে।
বিষম বোড়ার ছাও কুণ্ডলী পাকায়।
লেঙ্গুরি ধরিয়া তোলে মারিতে পাছাড়।
আর হইয়া ধরে তবে সেই জোলার খাড়।
উগারিয়া কাল বিষ থুইলেক নালে।
লাপ দিয়া চড়ে গিয়া তাত ঘরের চালে।
বিষম বোড়ার বিষ নহে সহিবার।
চাচা ফুফা ডাক ছাড়ি হইল ফাঁফর।
সবধর বোলে চাচা জানিছি নিশ্চয়।
ভূতের ছাও এই দৈবে সে নয়।

কান্দেন জোলার নারী জোলারে কোলে লইয়া।
কখন উঠিয়া কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ॥ ৯০৯
মোর সনে তুমি জোয়ার করিলা।
গোছের পানি করিয়া খাইলা ॥ ৯১০
কল্য গেছ হাটে কাপড় বেচিতে।
মোরে বেসাতি দিলা নানা ভিতে ॥ ৯১১

নিশ্চয় জানিল জোলার নাহিক জীবন।
বুঝিয়া জে চাচা ফুফা কার্য্যে দেও মন ॥
তাতে চিকন কাপড় বিকিব শুঠান।
একখান চিরিয়া করিব সাতখান ॥
বেসাতির সঞ্চয় তাহার কিছু নাহি করে।
পোন চারি কৌড়ী দেও জোলা ঝির তরে ॥
ভারা পুজি-করি জেন দিন কথ খায়ে।
কাইন বসিতে জাবং আর ঘরে জায়ে ॥
এতেক বলিয়া জোলার বিহারল চেতন।
কাল বিষের জালে জোলা হারাইল জীবন ॥
জোলা ঝি কান্দে এখন কৌতুক হইল বড়ি।
এই কালে বোল ভাই সরস লাচারি ॥

লাচারি

আয় আয় আরে জোলা উঠি দেখ মাউগ পোলা
আচম্বিত তোমারে হইল কি।
এইখানে বিছানায় ছিলা নানা সুখ আরপিলা—
কোছের কাড়ীয়া খাইলা পান ॥
জোলা ছিল বড় ধনি বুনাইয়া দিত লাল তুনি
পরিয়া বেড়াইতাম বাড়ী বাড়ী।
কত কথা কব পতি এ কোন চিকন তাতি
এহার সমান নাহি করিগর ॥
চিকন তাতের পাইন স্মরিয়া বসিল কাইন
ঝালে তেলে ভুঞ্জিলাম বিস্তর।
হাটে জাইতে কহি ঝাটে লড় দিয়া যাইত হাটে
বয় বেসাতি আনিত নানা ভাইতে ॥

এই মতে জোলার নারী কান্দে দীর্ঘ রায়ে।
মনসার চরণে বৈদ্য বিজয়ে গোপ্তে গায়ে ॥ ৯১২
নেতার সহিতে যুক্তি করিলা পদ্মাবতী।
কাজির পুরীতে চলে হইয়া ক্রুদ্ধমতি ॥ ৯১৩

সউল মাগুর কৈ আলু কচু মুলা চৈ
আর আনিত গুয়া পান।
আদার সুঠান ঝাল খাইতে পোড়ায় গাল
কহিতে বিদরে মোর বুক।
* * *।
গুপ্তে বোলে জোলা ঝি মৈল জোলা করিবা কি
ভাল হইল মরিয়া গেল জোলা ॥

পয়ার

নগরে কান্দন হইল বিপরীত রায়।
লড় দিয়া গেল তথা জোলা ঝির মায় ॥
বুড়ি বোলে আলো ঝি কেন কান্দ আর।
দামাদের নাহি ওঁর মরিয়া গেল ছার ॥
দিন কথ থাক গিয়া নিরামিষ খাইয়া।
সাতাখানা গেলে কাইন দিব ভাল চাহিয়া ॥
কেমতে নিরামিষ খাইব মোর কাচা গাঁ।
পোন চারি কড়ি লইয়া মুরুগার বয়েজা চা ॥
কোছে কৌড়ী লইয়া বুড়ী বেড়ায় বাড়ী বাড়ী।
* * * ॥
তা যদি জোলা কান্দে দুঃখ লাগে বড়ি।
সন্দেহ পড়িল ভাই বলিতে লাচারি ॥

লাচারি

হেন লয় জোলার হিয়া কাজীরে পোন চারি দিয়া
বুড়া বয়সে করে কাইন।
লোক শুনাইতে কান্দে পায়ে ধরিয়া সাধু সাধে
কান্দন এড়িয়া খাও ভাত ॥
মৈল দামাদ পাবা না জোলা এড়িয়া জাবা না
মনে লয় পাকড় জোলার হাত।

বিষহরি পাতিল জঞ্জাল জোলার মরণ।
হালিআর নগরে নাগ চলে ততক্ষণ ॥ ৯১৪
ক্রোধে দুই আখি করে ফর ফর।
হালিয়ার গলায়ে দিল বজ্রের কামোড় ॥ ৯১৫

বিজয় গুপ্তে বলে হয়ে এ সব উচিত নয়ে
সুতা চোরা জোলা কোমার্ক্কল।

পয়ার

জোলাহাটী হইল কান্দনের রোল।
কহিয়া সকল কথা মুখে নাহি বোল ॥
জাহার জাহার ইষ্ট মিত্র সেই দেও মাটী।
নগরের মধ্যে জোলা নাহি একগুটী ॥
সাতজন জোলা তবে একত্রে মেলা।
ফৈরাদ করিতে সভে কাজীর স্থানে গেলা ॥
সেলাম করিয়া তবে বলে খোন্দকার।
একগুটী ভূতে করিল সকল ছারখার ॥
সবে বিষত জন্তু অনেক বিক্রম।
জারে খায়ে সেই মরে জেন কাল যম ॥
কাজী বোলে অর্ম্মক (?) না বলিস আর।
আমার মিরাশে কেনে ভূতের প্রচার ॥
সাচা জদি হয়ে ভূত দেখিবারে পাও।
ঢেলা মারিয়া গিয়া ভূত খেদাও ॥
কাজীর ওস্তাদ তাহার নাম খালাষ।
কিতাব কোরানে কিছু আছেত অভ্যাস ॥
সেহ বলে খোন্দকার মোর দিগে চাও।
কিতাব থাকিতে কেনে ভূতেরে ডরাও ॥
কিতাব লিখিয়া দেও গলায় যেন থাকে।
তবে জদি ভূতে খায়ে সে বধ মোরে লাগে ॥
ওস্তাদের বচন এখন কাজীর মনে লয়ে।
কিতাব লিখিয়া এখন বান্ধিল গলায়ে ॥
সাতজন জোলা এখন ঘরমুখী জায়।
গাছের উপর হতে বিষতিয়া চায় ॥
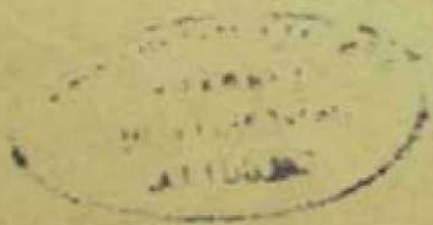
হালিয়াগণ খাইয়া নাগ নগরিয়াগণ খায়ে।
নগরিয়াগণ খাইয়া কাজি[র]গণ খায়ে ॥ ২১৬
বিজয়ে গোপ্তে বোলে গাইন বোল রাম রাম।
পয়ার এড়িয়া বোল লাচারি বিশ্রাম ॥* ২১৭

লাচারি

কাজির ঘরে ভাঙ্গা ঝাপ তাহা[১] দিয়া সামাইল সাপ
[২]বিবিরে খাইল বিষম ঠাই[২]।
[৩]ছোট বিবি লর পারে মাঝিয়া বিবি গরি পারে
বড় বিবিকে খাইল বিষম ঠাই[৩] ॥ ২১৮
কিতাব কোরান এর আপোনে ফু দিয়া ঝাড়
প্রাণ যায় দেখিবারে নাই।
মশারি টানাইয়ারে ফুক দিয়া বিষ ঝাড়ে
কাজির বিবি জিবার [আশা] নাই ॥* ২১৯

এথা হতে নাগ তবে জায় চলিয়া।
পথে গিয়া খাইল এক শত হালিয়া ॥
কাজীর মোকাম ঘরে বাসা করিল সাপ।
মোলনা মারিয়া সব করিল খরাপ ॥
নাগরথে পদ্মাবতী অহঙ্কারে ভোলা।
বিষতিয়ায় দংশিল জত সব জোলা ॥
বিজয়গুপ্তে বোলে গাইন দুঃখ লাগে বড়ি।
সম্বেদ পড়িল ভাই বলরে লাচারি ॥

১—তা। ২—২ বিবি লড় দিল বাঁশ বনে।
৩—৩ দেখিয়া সাপের মেলা সাজিয়া তথায় গেলা
কামপূজা করে দুই জন।

* ২১৯-২৩৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
বিষম বোড়ার বিষ বিবিরে খাইল বিপরীত
ওঝা বেটা ঠেকাইল প্রমাদ।
মশারি টানাইয়া ঘরে তুড়ি দিয়া বিষ ঝাড়ে
তাড়াতাড়ি সভে সামায়ে ঘরে।

নামে দুলাল বান্দি তার লাগি কান্দে কাজি
চাখন চাখিয়া চাহিবেক।
দন্ত সিমইলের ফুল বচন য়ানের (?) গুণ
হেন বান্দি খাইল সাপে ॥ ৯২০
হেন বান্দি দুলালি কাহারে দিলুম ঢালি
কান্দে কাজি করে গদগদ।
পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে
সভাসদ রাখ বিষহরি ॥ ৯২১

পয়ার

কান্দে হোসেনের মায় হাতে লইয়া মধু।
এক রাইতে মৈল মোর সাত শত বধু ॥ ৯২২
কান্দেন হোসেনের মায় হাতে লইয়া গাজি।
একে রাইতে মৈল মোর সাত শত ঝি ॥ ৯২৩
কান্দে হোসেনের মায় মাথে দিয়া হাত।
একে রাইতে মৈল মোর পুত্র শত সাত ॥ ৯২৪
কাজিহাটী জোলাহাটী মরিল সকল।
তাহাতে হোসেনের মায়ে কান্দিয়া বিকল ॥ ৯২৫
বাম হাতে কমণ্ডলু ডাইন হাতে কুশা।
যতিরূপে ক্ষিতিতলে নামিলা মনসা ॥ ৯২৬

কালাতুরি নামে বান্দী সেও বলে শুন কাজী
বিবিরে খাইল বিষম ঠাই।
বিষম স্থানের ঘা জানাইল ওঝা
ভিন ওঝায় দেখিবারে নরে ॥
উবুর হইয়া দিল ফুকি মদন মন্দির দেখি
কাজীর বেটা স্মরয়ে খোদায়।
কিতাব কোরান ছার আপনে আসিয়া ঝাড়
ভিন্ন ওঝায় দেখিবার না পায় ॥

কপালে ধবল ফোটা পিঙ্গল বসন।
হাতে পায়ে কেবল নাগ আভরণ ॥ ২২৭
কাজির মায়েরে কহেন হরষিত মতি।
তোমারে বর দিতে আমি আসিয়াছি ক্ষিতি ॥ ২২৮
কাজির মাতা তুমি স্থির কর মন।
মোরে বড় দুঃখ দিছে হাসান হোসেন ॥ ২২৯
সেই কোপে তাহারা আমি করিল সংহার।
আথন আমি সভারে করিব নিস্তার ॥ ২৩০
আমার পূজার সজ্জা দেও রাখাল নগর।
তবে রক্ষা পাইব তোমার সকল নগর ॥ ২৩১
আর যদি এমত মোরে করে তোমার পুত্রে।
আরবার সকল নাশ করিব একত্রে ॥ ২৩২

মরিল দুলাল বান্দী তাহার লাগি কান্দে কাজী
স্মরণে রহিল তাহার কথা।
আরে সবে জত কান্দি তাহার সভার জত বান্দী
এহার সম পাকানী নাহি এথা ॥
ফুটিলে ধুতুরার ফুল জেন দন্তের মূল
ঝাড়িলে উকুন পড়ে মাথার।
কাজী কান্দে মনস্তাপে গোলাম খাইল সাপে
বিবিরে প্রবোধ দিবে কে ॥
বাড়ীতে জাইতাম থুইয়া বিবির সনে থাকিত শুইয়া
সারা রাত্রি জাগে একা একি।
দারুণ নাগের নাহি মো বুড়া কাজীর খাইল পো
হাসন হুসন দংশিবারে চায়ে ॥
ষোল বৎসরের মৈল ঝি তাহার কথা কব কি
হিরা বিবি দেখিতে সুছান্দ।
রূপ দেখি কাড়া কাড়ি, ঘন ঘন এড়া এড়ি
এই বয়সে আঠার দামাদ ॥
দেখিয়া দারুণ সাপ জল মধ্যে দিল ঝাপ
উবুর হইয়া কামড়ায় মাটী।

এত বলি অন্তর্দ্ধান হইলা পদ্মাবতী।
কাজির মায়ে নিদ্রা হতে উঠে শীঘ্রগতি ॥ ৯৩৩
পূজার সজ্জা করিল বিবিধ প্রকার।
ঘরখান বান্দিল বি [চি] ত্র আকার ॥ ৯৩৪
পূজার সজ্জা পাঠাইয়া আনন্দিত মতি।
সাক্ষাত হইয়া বর দিলা পদ্মাবতী ॥ ৯৩৫
মরিছিল রাখালগণ তোলিল জিয়াইয়া।
প্রণাম করিল কাজি গলায়ে কাপড় দিয়া ॥ ৯৩৬

আর ভূত ধরিতে জাই জিয়ান্তে হারাম খাই
পূজিব পদ্মা করি পরিপাটী ॥

* * *।

বিজয় গুপ্তে বলে কাজী ছাড় অহঙ্কার আজি
ভক্তি করি পূজ মনসারে ॥

পয়ার

মায়া পাতিয়া নাগ লুকাইল তখন।
জলে হতে কূলে তবে উঠে দুইজন ॥
কূলে উঠিয়া কাজী ভাবে অপমান।
বিষতিয়া ভূত হইল নাগ প্রমাণ ॥
এতেক বলিয়া কাজী করিল প্রকার।
কেমতে করিব পূজা পদ্মার প্রচার ॥
এ সব শুনিয়া পদ্মা হাসিলা বিস্তর।
নারদেরে ডাক দিয়া আনিল সত্বর ॥
পদ্মা বলেন নারদ শুনহ বচন।
ঘট লইয়া জাও যথা হাসন হুসন।
কেবা লঙ্ঘিতে পারে পদ্মার বচন।
মাথায় করিয়া ঘট করিল গমন ॥
সুবর্ণের ঘট গোটা বিচিত্র নির্ম্মাণ।
দেখিয়া জিজ্ঞাসে তবে ভাই দুই জন ॥
কাহার ঘট নেও দ্বিজ কি কার্য্য এহাত।
ভাঙ্গিয়া সকল কথা কহত সাক্ষাত।
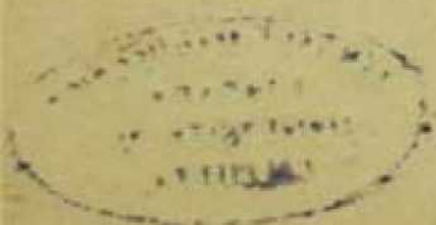
এত দেখি অন্তরী [ক্ষে] গেল পদ্মাবতী।
বিস্মিত হাসন কাজি চিন্তিত হইয়া মতি ॥ ৯৩৭
নিত্য নিত্য পূজার সজ্জা দেয় পাঠাইয়া।
হরষিত হইয়া কাজি রহিলা বসিয়া ॥ ৯৩৮
ইতি কাজির যুদ্ধ সমাপ্ত।

গুয়াবাড়ী কাটা পালা

চম্পক নগরে ঘর চান্দ অধিপতি।
তাহার ঘরণী সোনকা রূপবতী ॥* ৯৩৯

দ্বিজ বলে ঘট এই দেবী মনসার।
হারাইলে ধন পাই সেবায় এহার ॥
এতেক শুনিয়া কাজী আনন্দিত মন।
সেই ঘট লইল দিয়া বহু মূলধন ॥
বিচিত্র মোণ্ডব করে দেখিতে সুন্দর।
বাছিয়া বাছিয়া আনে অনেক দ্বিজবর ॥
খই দই রচনা লাছিয়া ঠাঁই ঠাঁই।
ভক্তিভাবে পূজা করে বিষহরি আই ॥
মহিষ ছাগল আনি ভরিলেক বাড়ি।
নাপিত আনিয়া কাজী মোচরে গোপ দাড়ী ॥
প্রথমে পূজিতে তবে জন্মিল বিবাদী।
ব্রাহ্মণে পূজে ঘট প্রণাম করে কাজী ॥
মনের অভীষ্ট বর পাইল দুই জন।
জত মরিয়াছিল জীল ততক্ষণ ॥
কাজী বলে মন দুঃখ না ভাবিও আর।
ভক্তি ভাবে কর পূজা দেবী মনসার ॥
হাসিয়া রাখালগণ চলিল বিস্তর।
অবিলম্বে গেল তবে জাহার জাহার ঘর ॥
বিজয় গুপ্তে রচে পুথী মনসার বর।
হাসন হুসন যুদ্ধ পালা এইখানি সোসর ॥
ইতি হুসন যুদ্ধ সমাপ্ত।

* ৯৩৯-৯৭১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
মনসার পাদপদ্ম ভাবিয়া হৃদয়।
গাহিব গুয়াবাড়ী কাটা অতি রসময় ॥

শিশু হইতে পোজে সে পদ্মার চরণ।
পদ্মার চরণ বিনে অন্য নাহি মন ॥ ৯৪০
মনসার ঘট করিল স্থাপন।
বিবিধ প্রকারে পূজে পদ্মার চরণ ॥ ৯৪১
এক মনে ভাবে মাত্র মনসার চরণ।
মনসার বরে পাইল পুত্র ছয় জন ॥ ৯৪২
ছয় পুত্র পাইয়া সোনকা আনন্দিত মন।
কুমার লইয়া গেল রাজার পাটন ॥ ৯৪৩

সর্ব্ব রাজ্যে পূজে পদ্মা হরষিত অতি।
পদ্মার বরে ধনে ধান্যে করয়ে বসতি ॥
মাধব রাজা হরিরে ॥ ধুয়া ॥

আর দিন সোনেকা রাণী এ সব শুনিয়া।
সর্ব্ব রাজ্যে পূজে পদ্মা হরষিত হৈয়া ॥
পদ্মারে পূজিলে হয় সর্ব্বত্র কল্যাণ।
সোনেকা শুনিয়া পদ্মার এ সব বাখান ॥
সোনেকা বলেন শুন ওঝা পুরোহিত।
কোন রিতে পূজিব পদ্মা কহত ত্বরিত ॥
নাগলোকের মাতা পদ্মা মহাদেবের ঝি।
কোন কোন বস্তু লাগে উপহার কি ॥
শুনিয়া কহেন বিপ্র পূজার বিধান।
খই দই কদলী আন পুষ্প চন্দন ॥
আতব তণ্ডুল আন করিতে রচন।
মেষ মহিষ আন বলির কারণ ॥
দিব্য ঘট আনহ কুমারের গঠন।
নানাবিধ বস্তু আন দেখিতে শোভন ॥
দিব্য মণ্ডব কর পরম সুন্দর।
ঘট স্থাপিব নিয়া তাহার উপর ॥
বাদ্যকর আদি আনিল সকল।
পূজহ পদ্মার পায় হইবে কুশল ॥

তাহা দেখিয়া রাজা সাধুতে জিজ্ঞাসে।
ছয় পুত্র পাইলা তুমি কাহার আদেশে॥ ১৪৪
হস্ত জোড় করি বলে রাজার গোচর।
একমন চিত্তে পূজি দেব মহেশ্বর॥ ১৪৫
তাহান বরে পাইছি আমি পুত্র ছয় জন।
হরগৌরীর পদ বিনা অন্য নাহি মন॥ ১৪৬
সদায়ে করিয়া সাধু ডিঙ্গায়ে ভরা তোলে।
আনন্দিত হইয়া সাধু নিজ দেশে চলে॥ ১৪৭
ত্বরিতে চলিয়া আইল চম্পক নগরে।
ডিঙ্গা বরিতে সোনেকা আনাইল সত্বর॥ ১৪৮

শুনিয়া সোনেকা রাণী পুরোহিতের কথা।
আনিল সকল শস্য নানা বিধি যথা॥
পরম সুন্দর হাড়ী কুমারের গড়।
স্থাপিল সেই ঘট পিড়ির উপর॥
শুদ্ধমতি হইয়া পূজে সোনেকা বিচক্ষণ।
নানা উপহারে পূজে পদ্মার চরণ॥
ঘটে অধিষ্ঠান হইল বিষহরি মায়।
সর্ব্ব লোকে আনন্দিত হৈল জয় জয়॥
প্রণাম হইয়া পরে সোনেকা সুন্দরী।
নিরাপদ করিবা মোরে জয় বিষহরি॥
বাহিরে বসিছে চান্দ করিয়া দেয়ান।
অন্তঃপুরে হুলাহুলি শুনিল তখন॥
ধনারে ডাকিয়া সাধু পুছিল তখন।
অন্তঃপুর কলরব কিসের কারণ॥
শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি শুনি জয় জোকার।
জানিয়া আইস ধোনা গোচরে আমার॥
এতেক শুনিয়া ধনা অন্তঃপুরে গেলা।
পদ্মাবতী পূজে সোনাই [৫] স মর্ম্ম জানিলা॥
পুনরপি গেলা ধনা চান্দর বিদ্যমান।
পদ্মা পূজেন ঠাকুরাণী শুনহ বচন॥

ধনা বোলে ঠাকুরাণী শোন আমার বচন।
ভিক্ষা বরিতে চল ত্বরিত গমন॥ ৯৪৯
সোনাই বোলে ধনা রহোত ক্ষেনেকে।
মনসার পূজা আমি করিব পর [ম] সুখে॥ ৯৫০
তাহা শুনিয়া ধনা বড় ক্রুদ্ধ হইল।
ত্বরিত গমনে গিয়া সাধুরে জানাইল॥ ৯৫১
বার্ত্তা পাইয়া চান্দ হেতাল লইয়া হাতে।
লড় দিয়া পুরীর মধ্যে চলিল ত্বরিতে॥ ৯৫২
দোহাতিয়া বাড়ি মারে ঘটের উপরে।
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে ঘরের ভিতরে॥ ৯৫৩

শুনিয়া সদাগর ক্রোধ হইল মনে।
শিবের সেবক আমি জানে এ ভুবনে।
শুনিয়াছি মনসার অনেক অহঙ্কার।
পূজা খাইতে আসিয়াছ আমার ভাণ্ডার॥

বোলহরি ওরে রাম রে॥ ধুয়া॥

শিব দুর্গার পুত্র আমি সর্ব্ব দেবে জানি।
লঘু জাতি হইয়া আইসে হৈতে পুজ্যমানি॥
তাহারে পূজিতে মোর মনে নাহি লয়।
ভাঙ্গিব তাহার মাথা কহিলাম নিশ্চয়॥
এত বলি সদাগর ক্রোধ হইল অতি।
ঘট ভাঙ্গিতে সাধু চলে শীঘ্রগতি॥
দন্ত কড়মড় সাধু হেতাল বাড়ি লোফে।
সাধুর কোপ দেখিয়া পদ্মার প্রাণ কাপে॥
অন্তরীক্ষ হইলা পদ্মা নাগরথে চড়ি।
হেতাল বাড়ি দিয়া সাধু ঘট করে গুড়ী॥
ভাঙ্গিলেক ঘট সাধু অতি ক্রোধ হইয়া।
সোনেকারে গালি পাড়ে ঘট ভাঙ্গিয়া॥
কোথাকার ছার পদ্মা কোন লোকে গুনি।
তাহারে পূজ তুমি আমি নহে জানি॥

এত দেখিয়া পদ্মা পাইল বড় ডর।
পূজা এড়ি মন [সা] উঠিয়া দিল লড় ॥ ৯৫৪
ঘট দেখিয়া সোনকার দুঃখ হইল বড়ি।
এই কালে বোল গাইন করুণা লাচারি ॥ ৯৫৫

কি করিলা আরে প্রভুরে ॥ ধুয়া ॥

আমারে মারিতা প্রভু তাহা নাহি লিখি।
ভাঙ্গিলা মনসার ঘট এই দুঃখে কান্দি ॥ ৯৫৬
ভাঙ্গা ঘট সরা সোনাই নেতে জড়াইয়া।
কান্দে সোনকা রাণী বিষাদ ভাবিয়া ॥ ৯৫৭
ভাঙ্গিলা মনসার ঘট করি অবহেলা।
ছয় পুত্র নিবে মোর দিয়া একছলা ॥ ৯৫৮

ঘরখান ভাঙ্গিল সাধু মনে কোপ করি।
সোনাইরে পাড়ে গালি চান্দ অধিকারী।
সাধুর কোপে ভয় পাইল সর্ব্বজন।
সোনেকায় বলেন মাগো পড়িলাম চরণ।
কি কারণে হেন মতি হৈল সদাগরে।
সকল অপরাধ মা ক্ষেমিবা আমারে।
নাগরথে গেলা পদ্মা আপনার পুরী।
ডাক দিয়া আনে নেতা ধোপার কুমারী।
প্রথমে সোনেকা মোরে দিল ফল পানি।
ভাঙ্গিল আমার ঘট ভয় নাহি প্রাণি।
মণ্ডবখান ভাঙ্গিয়া করিয়া দিল দুর।
সোনেকারে গালি পাড়ে গিয়া অন্তঃপুর।
নেতা বোলে শুন দেবী আমার উত্তর।
এইক্ষণ জাও তুমি শিবের গোচর।
কহিও সকল কথা বিবরণ জত।
জেনমতে চান্দো পূজা কৈল তার হাত।
শুনিয়া পদ্মাবতী না করিলা আন।
নাগরথে গেলা দেবী মহাদেবের স্থান।

একে পদ্মার সনে তোমার বিসম্বাদ।
তাহাতে হইল মোর দারুণ প্রমাদ ॥ ৯৫৯
কোন দিন পদ্মা জানি মোর পুত্র খায়।
মনসার চরণে বৈদ্য বিজয়ে গোপ্তে গায় ॥ ৯৬০
সোনকারে চান্দ তবে করিল অ [প] মান।
বিষাদ ভাবিয়া পদ্মা গেল নিজ স্থান ॥ ৯৬১
নেতার সনে পদ্মাবতী যুক্তি সার করি।
কোন উপায়ে যাব আমি চান্দের নগরী ॥ ৯৬২

বাপ বিদ্যমানে জায় কৌতুক হইল বড়ি।
সম্বেদ পড়িল গাইন বলরে লাচারি ॥

লাচারি

শুন বাপু করি নিবেদন ॥ ধুয়া ॥
প্রথমে তোমার ঠাই পূজা খাইবারে চাই
আপনে হইলা ব্রাহ্মণ।
আপনে স্থাপিত ঘর রাখালে পাইল বর
পূজি লয়ে লাটাক চণ্ডাল ॥
হাসন হুসন কাজি তাহাতে হইল বাজী
বান্দি রাখে যতেক রাখাল।
তাহার দর্প চুর করি তাহারে সংবশে মারি
পুন তার জিয়াইলাম সকল ॥
ভয় পাইয়া মনে পূজে কাজি আপনে
মনরথে কাজি কুতুহলে।
যেবা যথায় শুনে পূজে হইয়া একমনে
মনরথে কাজি কুতুহল ॥
সোনেকা চান্দোর ঘরণী করিয়া বিচিত্র বাড়ী
হরষিতে গেলাম তার ঘর।
পূজে নানা উপহারে বর দিলাম তার তরে
তুষ্ট হইল আমার অন্তর ॥
চান্দ বেটা দুরাচার অতি করে অহঙ্কার
মোরে মন্দ বলিল বিস্তর।

নেতা বলে পদ্মাবতী যুক্তি শোন সার।
চান্দের নন্দ [ন] বাড়ী কর ছারখার ॥ ৯৬৩
এতেক শুনিয়া পদ্মা হরষিত হইল।
নাগ আভরণ করি সাজিতে লাগিল ॥ ৯৬৪

ধরিয়া হেতাল বাড়ি ঘট গোট চুর করি
মোর নামে কাপে থর থর ॥
সোনেকারে মন্দ বোলে মোর পূজা মানা করে
চান্দ কেনে হৈল মোর বৈরী।
জেবা মোরে পূজা করে তাহারে আনিয়া মারে
মোরে বলে লবুজাতি কানি ॥
নিবেদিলাম তোমার পায় হেন মোর মনে লয়ে
চান্দর মুই লই পরানি।
শিব বোলেন পদ্মা শুন বিবাদে নাহিক গুণ
চান্দরে মারিতে না পারিবা ॥
... ...।
বিজয় গুপ্ত বলে সার হেন বোল না বল আর
চান্দ পূজিলে তোমার পূজা ॥

পয়ার

বল মোরে কি হবে উপায় ॥ ধুয়া ॥
শিব বলেন শুন পদ্মা অপূর্ব্ব কাহিনী।
চান্দরে মারিতে না বল হেন বাণী ॥
চান্দ যদি তোমা পূজা করে একচিত।
তবে সে তোমার পূজা হবে পৃথিবীত ॥
নেতারে দিয়াছি আমি তোমার তরে।
সেই জেবা বলে তাহা করিও অন্তরে ॥
এত শুনি পদ্মাবতী প্রণাম হইল।
নাগরথে চড়ি পদ্মা আপন ঘরে গেল ॥
নেতা নেতা বলি পদ্মা ডাকেন তখন।
একত্রে বসিয়া কহেন যত বিবরণ ॥

নাগের ঘর নাগের দ্বার নাগের ভূষণ।
সর্ব্ব গায়ে ভরিয়াছে নাগ আভরণ॥ ৯৬৫
ক্ষুরখান লইল দেবী হাতেত করিয়া।
নন্দ [ন] বাড়ী মনসা দেবী কাটিলেন গিয়া॥ ৯৬৬
নন্দ [ন] বাড়ী কাটি পদ্মা হরষিত মতি।
গুয়া নারিকেলের তবে কাটিলেন মাথি॥ ৯৬৭

জতেক কহিছেন দেব মহেশ্বর।
সকল বলিলা দেবী নেতার গোচর॥
শুনিয়া নেতা বলেন শুন বিষহরি।
প্রথম কাটিব আগে চান্দর গুয়াবাড়ী॥
একে একে সকল তার করিব নিপাত।
ভয় পাইয়া পূজিবে তোমা জোড় করি হাত॥
উনকোটী নাগ পদ্মা আনিল ডাকিয়া।
গুয়াবাড়ী কাটিতে জায় হরষিত হইয়া॥
সংবাদে সর্ব্ব নাগ আনিল ত্বরিতী।
হস্ত জোড়ে মনসারে করেন প্রণতি॥
কি কারণে আমাষর করিছ স্মরণ।
কোন কার্য্য করিব মাতা কহত অখন॥
পদ্মা বলে পুত্রগণ কি কহিব তোমাতে।
চান্দর বাড়ী গেলাম আমি পূজা খাইতে॥
ভকতি ভাবে সোনা দিল ফুল পানি।
চান্দ মোর ঘট ভাঙ্গে আর বলে কানি॥
চান্দর অপমান আর সহিতে না পারি।
আজু কাটিব জাইয়া চান্দর গুয়াবাড়ী॥
শুনিয়া নাগগণ হরষিত মনে।
নাগরথ সাজাইয়া পদ্মা চলিল তখনে॥
নাগিনী লক্ষণ পদ্মা নাগের জটাজুট।
নাগ আভরণ পরে নাগের মকুট॥
নেতারে সঙ্গতি করি চলে বিষহরি।
এই কালে বল গাইন সরস লাচারি॥

আম কাঠাল কাটিল নারেঙ্গ কালা।
দক্ষিণে কাটিল পদ্মা জলফই পায়েলা॥ ৯৬৮
পূর্ব্বে কাটিল দেবী শ্রীফল কমলা।
পশ্চিমে কাটিল যত ছিল রামফল॥ ৯৬৯

লাচারি

চলিলা জে বিষহরি নেতারে সঙ্গতি করি
উনকোটী নাগ সঙ্গে ধায়।
কাহার হাতে খড়্গ জাঠী নানা অস্ত্রে পরিপাটী
বায়ুগতি সভে চলি জায়।
নাগের ফোফানি শুনি ত্রিভুবন কম্পিত বানি
গেল চান্দর পুষ্পবন।
চান্দর রক্ষকগণ ভয় চমকিত মন
পদ্মারে দেখিয়া লড়ালড়ি।
দারুণ নাগের ঠাই কাহার এড়ান নাই
বিষজালে মইল চরগণ।
হাতে লইয়া খড়্গ জাঠী বৃক্ষ কাটে কুটী কুটী
একে একে কাটিল সকল।
আম্র লেবু কাঠাল জত বৃক্ষ রসাল
কাটিয়া ফেলায় চারি পাশে।
গুয়া কাটে কুটী কুটী না থুইল একগুটী
দেখি পদ্মা মনে মনে হাসে।
কাটিয়া জে গুয়াবাড়ী চলিল জে বিষহরি
পূরিত আশি হরিষ অপার।
চান্দর নগরের লোক দেখিয়া দারুণ শোক
জানাইল গিয়া সাধুর গোচর।
নাগকন্যা এক জাতি সঙ্গে নাগ উনকোটী
নন্দন বাড়ী করিল ছারখার।
খড়্গ জাঠী লইয়া হাতে গুয়া কাটে চারিভিতে
কাটিয়া ফালায় চারিধারে।
জত জত বৃক্ষ ছিল এক গুটী না থুইল
প্রহরী সব করিল সংহার।

আর ঠাই যত ছিল তাহা ভস্ম হইল।
চরমুখে শুনিয়া রাণী বড় চিন্তা পাইল ॥ ৯৭০
বিজয়ে গোপ্তে বোলে গাইন হও সাবহিত।
লাচারি পড়িল এড় পয়ারের গীত ॥ ৯৭১

লাচারি দীর্ঘ ছন্দ

চর মুখে শুনি বাণী চিন্তা পাইলা মহামনি
সঙ্কর নিকটে গেল ধাইয়া।
খাট পালঙ্গ পাইয়া সুখে নিদ্রা যাও শুইয়া,
মনসা কাটিল সব গুয়া ॥* ৯৭২
শুনি সঙ্ক মহাবল হাতে হইয়া জল
নন্দন বাড়ি গেলেন চলিয়া।
মহাজ্ঞান স্মরি বসিলেন ধন্বন্তরি
কত গাছ দিলা জিয়াইয়া ॥ ৯৭৩

দারুণ নাগের ঘাঁয় ভস্মরাশি হইয়া জায়
কহিল দুঃখেতে সাধুর গোচর ॥
পদ্মা মহাদেবের ঝি তাহার সঙ্গে বাদ কি
বাদে পুনি সবংশে নিধন।
বিজয় গুপ্তে বোল সার না কর সাধু অহঙ্কার
পূজ গিয়া পদ্মার চরণ ॥

* ৯৭২-৯৭৫ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

পয়ার

বড়ই বিবাদী বিষহরি ॥ ধুয়া ॥
এতেক শুনিয়া চান্দ কোপে কম্পবান।
লঘুজাতি কানির আজি থুইব বাথান ॥
মহাদেবের কন্যা হেন বলে বারে বার।
লুকাইয়া করে কানি ধামনা ভাতার ॥
লাগ পাইলে তোর কহিতে থুইতাম কথা।
হেতালের বাড়ি দিয়া ভাঙ্গিতাম মাথা ॥

পদ্মাবতী অন্তরীক্ষে চাহেন মহাসুখে
কাটা মাথি জোড়ায়ে ধন্বন্তরি।
দেখিয়া পদ্মাবতী বিস্মিত হইলা অতি
ডাকেন পদ্মা ধোপার কুমারী॥ ৯৭৪

চান্দ বোলে ধনা শীঘ্রগতি চল।
সঙ্কুর গাড়রি মোর মিত্র আছে বল॥
তাহান ঠাই বল গিয়া এই সব কথা।
মন্ত্রবলে জিয়াইবে নাহিক অন্যথা॥
শুনিয়া ধনা তবে সঙ্কুর বাড়ী জায়।
হস্ত জোড় করিয়া সকল কথা কয়॥
এতেক শুনিয়া ওঝা হাসিতে লাগিল।
পূর্ব্ব কালের দর্প হেন মনে হইল॥
গুয়াবাড়ী কাটিয়া কেনে পলাইল বিষহরি।
এইখানে রহিলে তবে ভাঙ্গিতাম চাতুরি॥
চান্দর সঙ্গে বাদ কর ভাঙ্গিতে বড়াই।
হুঙ্কারে জিয়াইব শুন বিষহরি আই॥
পদ্মারে ভৎ´সিয়া ওঝা চলিল তখন।
চম্পক নগরে ওঝা দিল দরশন॥
দেখিল নন্দন বাড়ী হইয়াছে ছারখার।
আবাহন মন্ত্রে ওঝা জিয়াইল আর বার॥
জত জত পক্ষী ছিল ডিম্ব আর ছায়।
বাসায় শুইয়া তারা সুখে নিদ্রা জায়॥
দেখিয়া যে সদাগর হরষিত মন।
ওঝার ঠাই কহে সাধু করি নিবেদন॥
নাগলোকের মাতা সে লঘুজাতি কানি।
বিষ দৃষ্টে করে সে এতেক সন্ধানি॥
ওঝা বলে শুন সাধু কিসে বা কর লাজ।
কি করিতে পারে পদ্মা পৃথিবীর মাঝ॥
জাহারে পদ্মাবতী জায়েন খাইয়া।
মন্ত্র না পড়িয়া তুলি হাতেত ধরিয়া॥

নেতা শোন মোর বাণী শরীরে না সহে প্রাণী
কি করিব বলহ এখন ।
যদি সঙ্কুরে না মারি তবে কেন প্রাণ ধরি
বিজয়ে গোপ্তের রাখহ বচন ॥ ৯৭৫

কোন চিন্তা কর সাধু কিসের কারণ ।
না পারিবেন বিষহরি শুনহ বচন ॥
অশ্বে চলি গেলা ওঝা আপন ভুবন ।
পদ্মা বসি শুনিলেন সব বিবরণ ॥
শুনিয়া চিন্তিত দেবী বিরস বদন ।
সত্বরে চলিয়া গেলা আপন ভুবন ॥
চান্দর অপচয় ওঝার সাক্ষাত নাই ।
না হইল পূজা মোর শুনহ নেতাই ॥
বাপুর সাক্ষাত আমি শুনিছি সকল ।
ভাবিতে চিন্তিতে মোর শরীর বিবল ॥
মন্ত্রবলে না জিয়াইল কেবল হুঙ্কার ।
অধিক দর্প তার বাড়ে সদাগর ॥
নেতা বলে বিষহরি কোন চিন্তা কর ।
হইবে তোমার পূজা পৃথিবী ভিতর ॥
সঙ্কুর মারিতে দেবী আগে কর মন ।
তবে সে চান্দর বংশ হইবে নিধন ॥
দেখিয়া শুনিয়া সাধু ভয় পাইবে মনে ।
হস্ত জোড় করিয়া সাধু পূজিবে আপনে ॥
সঙ্কুরে বধিতে আগে করহ উপায় ।
সঙ্কুরে মারিলে আর নাহিক সংশয় ॥
এতেক বলিয়া রহিলা দুই জন ।
সঙ্কুরে বধিতে দেবী ভাবে মনে মন ॥
বিজয় গুপ্তে রচে পুথী মনসার বর ।
গুয়াবাড়ী কাটা পালা এইখানি সোসর ॥

গুয়াবাড়ী কাটা পালা সমাপ্ত ।
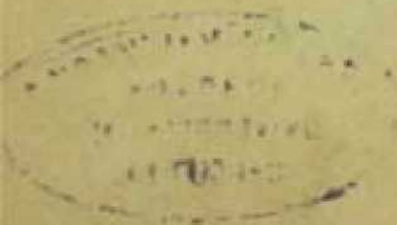
মহাজ্ঞান হরণ

ভালরঙ্গে নাচেরে সোনার গিরিবর ॥ ধুয়া ॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া পদ্মা চলিল সত্বর।
নেতার সহিতে গেলা আপোনার ঘর ॥* ৯৭৬
একদিন পদ্মাবতী করিল পরিপাটি।
মহাজ্ঞান হরিতে কপটে হইল নটী ॥ ৯৭৭

* ৯৭৬-৯৯৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

নেতা বলে পদ্মাবতী স্থির কর হিয়া।
নটীর বেশে চল তুমি সকল জিনিয়া ॥
সাধুর সহিত গিয়া নিসর্গ করিয়া।
গুনের গামছা তাহার আনহ হরিয়া ॥
নেতার হাতে পদ্মাবতী পাইয়া উপদেশ।
প্রভাত সময়ে পদ্মা ধরে নটীর বেশ ॥
সহজে নাগিনী পদ্মা নানা মায়া জানে।
তাল জন্ত্র গন্ধর্ব্ব ডাক দিয়া আনে ॥
সম্বাদ পাঠাইয়া আনে দুই বিদ্যাধরী।
এ ভুবন মোহ জায় পরম সুন্দরী ॥
পদ্মার বিষম মায়া বোঝে কোন জন।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে নানা আভরণ ॥
জাদ দিয়া কেশ বান্ধিল দড় করি।
সোনার চাকি পরে কানের উপরি ॥
কহিতে না পারি পদ্মা যত করিলা বেশ।
ধূপের ধোয়া দিয়া বাসিত করিল কেশ ॥
চক্ষু জেন নীলোৎপল দেখি পরতেক।
পরম সুন্দর পরেন সুবর্ণের ঠেক ॥
নাসিকা হরিল যেন তিল ফুলের চাতুরি।
তাহার স্বর চাঁদে যেন করিয়াছে ছড়ি ॥
দাড়িম্বের বিজ জেন দন্ত চোথ চোথ।
ভ্রূধনু জিনি দেখি তাহে পরে সুখ ॥
মৃগমদ মিশাইয়া চন্দন দিল গায়।
কনক নপূর দেবি তুলিয়া দিল পায় ॥

নটী রূপে পদ্মা গেলা চান্দর নগর।
সুললিত নাচে গায়ে অতি মনোহর ॥ ৯৭৮
গীত গাহে মহাদেবী রাগে নহে ঢিল।
আলাপেন গীত যেন বসন্ত কোকিল ॥ ৯৭৯

সোনার বাউটি হাতে দেখিতে সুন্দর।
নাগ আভরণ সব থুইল অন্তর ॥
গলায় তুলিয়া দিল পারিজাতের মালা।
কোন কালে নাহি দেখি এমত রূপ বালা ॥
এহারে গঠিল বিধি করিয়া নানা ছান্দ।
এহারে নিছিয়া ফেলাই কোটী কোটী চান্দ ॥
এহারে গঠিল বিধি করিয়া বড়াই।
সৌন্দর্য্য রাশি রাশি থুইল ঠাই ঠাই ॥
বৈরী নিপাতিতে পদ্মা চলে কামরূপে।
পদ্মার রবে সভা থাকুক কুশলে ॥
বিজয় গুপ্তে বলে গাইন সদায় আনন্দ।
এই কালে বল ভাই লাচারির ছন্দ ॥

লাচারি

ভাটীয়ালি রাগ

আরোপিয়া আড় কাটী কপটে হইল নটী
জায় পদ্মা চান্দর দ্বারে।
ললিত সুবর্ণের খোপা সুঠামে বান্ধিয়া খোপা
গলায় হার বান্ধিল বাওল।
কাজলে রঞ্জিত আখি কর্ণে সুবর্ণের চাকি
লামা কর্ণে পরে কর্ণ ফুল।
বিচিত্র বসন পরে অঙ্গুরি কঙ্কণ করে
পায়ে শোভে জত মৃগমদ।
চন্দন কুঙ্কুম গায়ে চলন্ত নূপুর পায়ে
রুনু ঝুনু করয়ে সর্ব্বদ।
রুদ্র গুপ্ত স্থান ভট্ট দুই নাগ লইল নট
কাথে লইল সুবর্ণ মৃদঙ্গ।

গীত শুনিয়া চান্দর মজিলেক মন ।
নটীর দিগে চান্দে চাহে ঘন ঘন ॥ ৯৮০

নিল প্রাণ চিকন কালিয়া ॥ ধুয়া ॥

একদিষ্টে চান্দ নটীর দিগে চায় ।
কামবাণেত ঠাকুর প্রাণ পুড়িয়া জায় ॥ ৯৮১

অযশেরে নাহি বেথা দাসী রূপে চলে নেতা
ধামু হইল তারুয়ার ছন্দ ॥
সাধিতে বিষম কাজ মনসার নাহি লাজ
দেব কন্যা হইয়া হইল নটী ।
কানাকানি দেব সভে মনসা কি করিবে এবে
চণ্ডিকা হাসন্তি খট খটী ॥
সাজিয়া আপন বলে আকাশ গমনে চলে
অবশেষ হইল দিন ভাগ ।
বায়ুগতি অনুসারে মিলিল চান্দর পুরে
পঞ্চস্বরে গাহে তালরাগ ॥
মৃদঙ্গের হানিয়া ঘাএ মনসা মধুর গায়ে
জেন বসন্ত কোকিলের সারি ।
.... ।
শুনিয়া মধুর গীত আনন্দ চান্দর চিত
বিজয় গুপ্তে রচিল লাচারি ॥

পয়ার

গীত শুনিয়া চান্দর হৃদয় হইল রঙ্গ ।
অকালের মেঘ জেন গর্জে মৃদঙ্গ ॥
পঞ্চস্বরে গাহে গীত নৃত্য করে ভাল ।
মৃদঙ্গের অনুসারে বাজে করতাল ॥
পদ্মার গীত জেন কোকিলের সান ।
শুনিয়া চান্দ বানিয়ার স্থির নহে প্রাণ ॥
চান্দ বোলে ধোনা তুমি হও সাবহিত ।
বাহের দ্বারে নটী আইল ভাল গায় গীত ॥

চান্দে বোলে নটী তুমি শোন কথা মোর।
আলিঙ্গন দিয়া মোর প্রাণ রক্ষা কর॥ ৯৮২
নটী কহে তবে শোন মহাশয়।
যেমত কহো তেমত করিব নিশ্চয়॥ ৯৮৩

আমার দেশের নটী হতে উপাধিক গণি।
নিকটে ডাকিয়া আনহ গীত কিছু শুনি॥
চান্দর বচনে ধনা হাসে খট খটী।
চলিয়া গেল ধনা যথা গীত গাহে নটী॥
স্বভাবে চঞ্চল বেটা চরিত্র বিকট।
হাতে ধরি নিল নটী চান্দর নিকট॥
দূরে চান্দ পদ্মারে দেখি অন্তরে কৌতুক।
আড় আখি হাসে নটী দাড়াইয়া সুমুখ॥
নানা বিদ্যা জানে পদ্মা অশেষ উপায়।
মনে মনে চিন্তিয়া স্মরে কাম রায়॥
পদ্মা বলেন কাম তুমি শ্রীকৃষ্ণের তনয়।
তুমি উপকার করহ এইত সময়॥
আমার কার্যে তুমি স্বভাবে বাধিত।
চান্দোর মনে প্রবেশিয়া বিকল কর চিত॥
চন্দ্র দেখি ফোটে জেন কমলের ফুল।
মোর রূপ দেখিয়া চান্দ হউক ব্যাকুল॥
পদ্মার বচনে হাসে কাম মহাবীরে।
পঞ্চবাণ হানিলেক চান্দর শরীরে॥
পরম সুন্দরী পদ্মা কামনা শীতল।
মনসার রূপে চান্দ হইল বিকল॥
নাহে বাদ্য বাহে যেন গর্জে জলধর।
পদ্মা গীত গাহে জেন গুঞ্জরে ভ্রমর॥
স্বর্গ বিদ্যাধরী যেন মনসার ঠান।
দেখিয়া বিকল চাঁদ স্থির নহে প্রাণ॥
যত গীত গাহে চান্দর মনে নহে ভায়।
এক দৃষ্টে মহা সাধু নটীর ভিতে চায়॥

কিন্তু এক নিবেদন শোন নরপতি।
স্নান করিলে থাকিতে পার আমার সংহতি ॥ ৯৮৪
গামছা নাহিক মোর এই বাক্য ধর
এ বুঝিয়া মহারাজা মোরে আজ্ঞা কর ॥ ৯৮৫

লাজ ভয় নাহি সাধুর মদনে বিকল।
মনে মনে হাসে নেতা সাধিলুম সকল ॥
ধন্য ধন্য পদ্মাবতী চিন্তিল উপায়।
হেন পদ্মাবতী হইবেন অবশ্য সহায় ॥
বিজয় গুপ্তে বলে ভাই সানন্দ হৃদয়।
লাচারি বলিতে ভাই এইত সময় ॥

লাচারি

সিন্ধুরাগ

ধনি ধনি পদ্মা বড় মায়া লিখন।
কপটে হরিল চান্দর মন ॥
হাসে নেতা সুন্দর চান্দরে করিল সংহার
পদ্মা অনেক বিদ্যা জানে।
কটাক্ষে হরিল তারে মহাজ্ঞান অনুসারে
মহাজ্ঞান হরিল বিষহরে ॥
দেখিয়া নটীর বেশ কামবাণে হইলা শেষ
চান্দর প্রাণ কাঁপে থর থরি।
ছল উপছলে চলে সকল ঘুচাইল বলে
নটীর দিক চাহে একদৃষ্টে ॥
কাতর নয়নে রহে ছাড়িল লাজ ভয়
মনে চিন্তে আজি ভজিব নটী ॥

পূর্ণ লাচারি

বুঝিয়া চান্দর আশ ধনার মনেতে হাস
আড় নয়ানে চাহে চান্দ।
ধনা সকল জানে কহিল নটীর কানে
তোমার স্থানে মিলিবে সাধু আজু ॥
হাসিয়া বলিল নটী হইবে না আমি খাটী
নাচি গাই মনের বঞ্চনা।

কামবান্দে চান্দো বানিয়ার পোড়ে মন।
গুনের গামছা চান্দো দিল ততক্ষণ॥ ৯৮৬
গামছা পাইয়া পদ্মা হরষিত হইল।
ততক্ষণে পদ্মাবতী উঠিয়া লড় দিল॥ ৯৮৭

ধনা বলে মিছা ডাক আমার সাধন রাখ
জে ধন চাহো সে ধন দিব আমি।
শুনিয়া নটী হাসে ধোনা বলে হরিষে
সকল কহিল চান্দর বিদ্যমানে।
নিধি পাইল হেন বাসে খলখলি নটী হাসে
কামবাণে চান্দর প্রাণ জায়।
রতিলোভে সাধু ডাকে নটিনী শুনিয়া জায়ে
চান্দ বোলে শরীরে না আর সহে।
নটী বলে সাধু ভুজি পাপ পথে নহে মজি
জেধন চাহি সেই ধন দেও মোরে।
তবে তোমারে ভজিব আর কিছু না চাবো
হরিষ করাইব তোমারে।
নটীর বোলে চান্দ হাসে কি ধন তোমার আইশে
সত্য করি কহি সেই ধন দিব আনি।
* * *।
বিজয়ে গুপ্তে ভোনে রাখ মা রাঙ্গা চরণে
একবার করহ পরিত্রাণ।

পয়ার

ও মনে কি হইল ভাবনা রে। ধুয়া।

কামে অচেতন সাধু না করে বিচার।
নটীরে ধন দিতে সত্য করিল সার।
চান্দর বচন নটী পাইয়া অবসর।
মধুর স্বরে বলে শুন রাজ্যের ঈশ্বর।
জাতি নটী নারী আমি থাকি দুরদেশে।
ধর্ম্ম ছাড়ি না জাই আমি অধর্ম্মের পাশে।

তাহা দেখি চান্দ পিছে পিছে ধায়।
চান্দর গামছা আর গাড়ু লইয়া যায়॥ ৯৮৮
চাপা গাছে পদ্মাবতী উঠে লড় দিয়া।
লড় দিয়া জায় চান্দো কানি কানি বলিয়া॥ ৯৮৯

স্বামী ছাড়িয়া আর জন না লয় চিতে।
সুজন ঈশ্বর পাইলে তুষি নাচে গীতে॥
বাপ মোর মহামুনি নট জন মাঝে।
গুণী জানিয়া গৌরব করে সর্ব্ব রাজ্যে॥
গুণের দর্পে অনেক দেশ বেড়াইল বাপে।
ঘরে আইল আচম্বিতে খাইল কাল সাপে॥
অনেক গুণী উপাধিক আনিল তখন।
সর্পের ঘায়ে বাপ মোর তেজিল জীবন॥
বাপের সঙ্গে মৈল মায়ে গেল স্বর্গলোকে।
চিন্তিয়া বিকল আমি মা বাপের শোকে॥
স্থির বুদ্ধি নহে মোর চঞ্চল চরিত্র।
না বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করিলুম সভার বিদিত॥
আজু হইতে ছাড়িব দেশ না রহিব ঘরে।
হেন বিদ্যা শিখিব জে সাপ পলায় ডরে॥
নারী হইয়া মহাজ্ঞান সাধিব সাহসে।
হেন জ্ঞান শিখিব জেন স্মরণে বিষ খইশে॥
গুণের দর্পে মহাজ্ঞান উদ্ধারিব সার।
মা বাপের শোকে আমি সাহসে করিলাম ভার॥
জন কথ বন্ধু লইয়া চলিলাম সত্বর।
অনেক দেশ ভ্রমিলাম দেশ-দেশান্তর॥
ভাল মতে বেড়াইলাম রাজ্য কতখান।
কোন খানে না পাইলাম মন্ত্র মহাজ্ঞান॥
লোক মুখে শুনিলাম থাকিয়া কথ দুর
মহাজ্ঞান জানহ তুমি রাজ্যের ঠাকুর॥
দ্রব্য বস্ত্র পাইয়াছ গুরু আরাধনে।
জাহার গন্ধে বিস পালায় তখনে॥

লাথি মারিল পদ্মা চান্দের বদনে।
দন্ত ভাঙ্গা গেল চান্দের ফিরিল তখনে ॥ ৯৯০
ভাল পলাইলি কানি মোরে দিয়া গালি।
এ কথা শুনিয়া পদ্মা হাসে খলখলি ॥ ৯৯১

তোমার গুণ শুনিয়া প্রাণ করে ছটফট।
মহাজ্ঞান চাহিতে আসিলাম তোমার নিকট ॥
বিনে উপাধিক জ্ঞানে পাপে নহে মজি।
আগে জ্ঞান কহো মোরে পাছে তোমা ভজি ॥
দ্রব্য বস্ত্র দেও মোরে জাহা দিল দেবে।
তবে তোমার সঙ্গে থাকি কাম ভাবে ॥
আপনে প্রতিজ্ঞা করিছ সাধুর নন্দন।
মোর ইচ্ছা জাহা চাহি সেই দিবা ধন ॥
সত্য করিয়া ভণ্ডিলে নরকে হয় বাস।
জানিয়া বিধান কর আসিলাম তোমার পাশ ॥
নটীর বাক্যে চান্দ সাত পাঁচ ভাবে।
পুষ্পবাণে হৃদয় হানিছে কাম দেবে ॥
মদনে মোহিত চান্দ চঞ্চল হৃদয়।
কামবাণে নটীরে করিল বিনয় ॥
চান্দো বলে নটী তুমি না বলিও আর।
এই কাম সাগর হইতে করহ প্রতিকার ॥
হেন ছার বাক্য কেন বল নটীর ঝি।
মহাজ্ঞানের কিবা কাজ প্রাণ চাহিলে দি ॥
সত্য করি বলিলাম তোমা না করিব আন।
কহিব মহাজ্ঞান তুমি করহ মধু দান ॥
চান্দর কথা শুনিয়া নটী করয়ে বিনয়।
আগে জ্ঞান কহ পাছে থাকিব নিশ্চয় ॥
বিধাতা বিমতি হইলে বুদ্ধিহীন হয়।
নটীর কানে চান্দ মহাজ্ঞান কয় ॥
ভাল মন্দ না জানে চান্দ কামেতে কাতর।
নটীর কানে মন্ত্র কহিল একাক্ষর ॥
আঁচলের নিধি চান্দ ফালাইল দূরে।
নটীর কানে কহিয়া মন্ত্র আপনা পাশরে ॥

নাগরথে চড়িয়া গেলা আপোনার ঘর।
নেতার সহিতে যুক্তি করিলা বিস্তর ॥ ৯৯২
রত্নময় সিংহাসনে বসিয়া বিষহরি।
ডাক দিয়া আনে তবে ধোপার কুমারী ॥ ৯৯৩

কামে অচেতন চান্দ বুদ্ধি হইল শেষ।
সাধনের বস্ত্র দিলা নটীরে সন্দেশ ॥
সংসারের যত বিদ্যা পদ্মার হৃদয়।
শুদ্ধজ্ঞানে কহিলা চান্দ জানিয়া নিশ্চয় ॥
দানে কল্পতরু তুমি রূপে যেন কাম।
আর কিছু ধন দিবা নটীরে ইনাম ॥
তোমার সঙ্গে রতি রঙ্গে থাকিব নিশ্চয়।
বাহির হতে আসি আমি জল করিয়া ক্ষয় ॥
চান্দর তরে এত বলিয়া মিছা সাচ।
হাতে ঝারি করিয়া গেল ঘরের পাছ ॥
সানন্দ হৃদয় পদ্মা মনে মনে গণে।
ঘরের পাছে থাকিয়া বলে চান্দ জেন শুনে ॥
পদ্মা বোলে চান্দ তুমি অবোধ চঞ্চল।
কামে অচেতন হইয়া হারাইলা সকল ॥
এবে সে জানিলাম তোমা অবোধ চরিত্র।
* * * ॥
কপটে হরিলুম জ্ঞান শূন্য তোমার চিত্ত।
মদনে মূর্চ্ছিত হৈছ কিসের নিমিত্ত ॥
মহাজ্ঞান হরিলুম পাতিয়া মায়াজাল।
আজি হইতে করিব তোমার সংসার পাথাল ॥
জ্বলন্ত হই অগ্নি নিবায়ে জেন পাইলে জল।
কোপ জলে নিবাইল মদন আনল ॥
কোপে অচেতন চান্দ করে ধড় ফড়।
হেতালের বাড়ি লইয়া উঠিয়া দিল লড় ॥
কোপে রাঙ্গা আখি চান্দ চারিভিতে চায়।
পদ্মা আকাশে উঠে চান্দ বোলে হায় ॥
পদ্মারে ধরিতে চান্দ বাড়ায় হাত।
লাথি মারিয়া চান্দর ভাঙ্গিলেক দাঁত ॥

নেতার ঠাই কহিয়া পদ্মা খলখলি হাসে।
মহাজ্ঞান হরিলুম মনের হরিষে ॥ ৯৯৪

সঙ্কুর গাড়রি নিধন

পদ্মা বলে নেতা তুমি কহত এখন।
কিরূপে করিব মুই সঙ্কুরে নিধন ॥* ৯৯৫

দন্ত ভাঙ্গা গেল চান্দর রক্ত পড়ে ধারে।
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে চান্দ সদাগরে ॥
চান্দর দুঃখ দেখিয়া দুঃখ লাগে বড়ি।
সম্বেদ পড়িল তাই বলিতে লাচারি ॥

লাচারি

ভাটীয়ালি রাগ

কান্দে চান্দ ধনার মুখ চাহিয়া ॥
লঘুজাতি কানি শ্যান   হরিল জে মহাজ্ঞান
ভাড়ি গেল শৃঙ্গার মাগিয়া।
আমি জদি হেন জানি   নটীর বেশে আসিবে কানি
আসিল মহাবিদ্যা হরিতে ॥
ধরিয়া নটীর বেশ   আসিল আমার দেশ
স্ত্রী কলা ভাল ভণ্ডি গেল।
আমারে ভণ্ডনা দিয়া   মহাজ্ঞান হরিয়া
বুকে পৃষ্ঠে হানিলেক ছেল ॥
মুখে মোর নাহি তন্ত্র   ভাঙ্গিলেক দুই দন্ত
রক্ত বাহিয়া পড়ে বুকে মুখে।
কি বুদ্ধি করিব ধনা   হাসিবেক সর্ব্ব জনা
ঘরে জাইব কোন মুখে ॥
*   *   * ।
বিজয় গুপ্তে কবি ভনে   কেবল মনসার সনে
অকারণে বাড়াইলা বিবাদ ॥

* ৯৯৫—৯৯৯ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
একে একে কহিল দেবী জত বিবরণ।
জেরূপ চাতুরি দেখিল সঙ্কুর শিষ্যগণ ॥

নেতা বলে পদ্মাবতী শোন মোর বাণী।
সঙ্কুর নগরে যাও হইয়া গোয়ালিনী॥ ৯৯৬
নেতার বচন শুনি চলিলা বিষহরি।
সঙ্কুর নগর মধ্যে গেলা তরাতরি॥ ৯৯৭

পদ্মাবতী বলে নেতা শুনহ বচন।
এক কথা কহি আমি তাহে দেও মন॥
কাটিলুম গুয়াবাড়ী জিয়াইল ধন্বন্তরি।
কি বুদ্ধিত জিনিব আমি চাঁদ অধিকারী॥
বুদ্ধি বল নেতা মোরে কি করিব কাজ।
সঙ্কুর হেন ওঝা নাহি সংসারের মাঝ॥
মহাজ্ঞান জানে ওঝা লোকে বলে সাচ।
আপন আখিতে দেখিলুম জিয়াইল কাটা গাছ॥
খান খান করিলুম গাছ লাগাইল কাপে কাপে।
কি করিতে পারে তারে নাগলোকের বাপে॥
চান্দর কার্য্যে ধন্বন্তরি জাগে রাত্রি দিনে।
ধন্বন্তরি থাকিতে চাঁদ কাহার বাপে জিনে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া মুই জানিলুম নিশ্চয়।
বিনে সঙ্কুর মইলে নাই বিবাদের জয়॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া পদ্মা স্থির কৈলু মন।
ডাক দিয়া আনে পদ্মা জত নাগগণ॥
বড় বড় নাগ সব পর্ব্বতের চূড়া।
পদ্মার সমুখে গিয়া হাত করে জোড়া॥
পদ্মাবতী বলেন নাগ শুন দুঃখের কথা।
মনুষ্য হইয়া ভংর্সে মনে লাগে ব্যথা॥
লঘুর অপমানে মোর শরীর বিকল।
কোপে চান্দর গুয়াবাড়ী কাটিলাম সকল॥
ধনন্তরির গুণে মোর লাগে চমৎকার।
কাটিলুম গুয়াবাড়ী জিয়াইল আর বার॥
মড়া মনুষ্য জিয়া উঠে ওঝার প্রতাপে।
ধনন্তরি থাকিতে চান্দ জিনে কার বাপে॥
জে দেখিলাম তাহা অকপটে কহি।
ধনন্তরি বধিতে সাজাও বিষদহি॥

বিষ দধির পসার মাথায় লইয়া।
সঙ্কর সাক্ষাতে গেলা পসার লইয়া॥ ৯৯৮
বিজয়ে গোপ্তে বোলে গাইন কৌতুক হল বড়ি।
সম্বেদ পড়িল গাইন বোলহ লাচারি॥ ৯৯৯

বড় বড় নাগ সব বিক্রমে আগল।
সকল শরীরে নাগের বিসের গরল॥
মোর অপমানে যদি প্রাণে দুঃখ লাগে।
সকল বিষ উগারিয়া দেও মোর আগে॥
এতেক বলিয়া দেবী মনে মনে হাসি।
নাগের সমুখে দিল সুবর্ণের কলসি॥
পদ্মার আদেশে নাগ বড়ই হরিষ।
দুই দন্তে উগারিল কালকুট বিষ॥
ঘন ধারে পড়ে বিষ জেন মধুরস।
নাগের বিষ পূর্ণ হইল সুবর্ণ কলস॥
বিষ পাইয়া পদ্মাবতী কার্য্যে দিল ত্বরা।
কুমার বাড়ী হতে আনিলেক ঘট বাড়া॥
সুরভির দুগ্ধ আর আনিল বিশাল।
দুগ্ধ আর বিষে এক করিল মিশাল॥
পসার পাতি ভাও থুইল সারি সারি।
দুগ্ধে বিষে এক ঠাই পুর্ণিত হইল বাড়ি॥
মুখ আচ্ছাদিয়া থুইল দিন আষ্ট দশ।
সপ্ত দিনে অধিক শীতল হইল রস॥
বিষ দধি লইল পদ্মা মনে মনে গণি।
সঙ্কর নগরে পদ্মা চলিল আপনি॥
দধি দুগ্ধ দিয়া পদ্মা পসার সাজাইয়া।
সঙ্কর নগরে জায় হরষিত হইয়া।
জাদ দিয়া কবরী বান্দিয়া দড় করি।
চন্দন তিলক পরে পরম সুন্দরী॥
নাসা জে [ন] তিল ফুল আকার চাতুরি।
জাহার মুখে চন্দ্র সূর্য্য হইল চুরি॥
ডালিম্বের বিজ হেন দন্ত করে ঝক ঝক।
ভুরূধনু দেখিয়া মদন হেন সুখ॥

লাচারি

চলিল বিষহরি গোয়ালিনী বেশ ধরি
হরিতে সঙ্কুর নগর।
পরি পট বসন অঙ্গে দিব্য আভরণ
দধি লইয়া বিস্তর ॥* ১০০০

চকিত চকোর দুই নয়ান তাহার।
জিনিয়া বাদলি ফুল অধর সুন্দর ॥
কনক চম্পক তনু সুন্দর তাহার।
হস্তিশুণ্ড জিনিয়া বাহু পরম সুন্দর ॥
মৃগমদ মিশাইয়া চন্দন দিল গায়ে।
কনক নূপুর তুলিয়া দিল পায়ে ॥
অধরে তুলিয়া দিল খদিরের রস।
পারিজাতের মালা পরে দেখিতে রূপস ॥
কাঞ্চনের ঝড়া দিল দুই হস্তে তুলি।
দুই হস্তে তুলিয়া দিল বক্ষের কাচলি ॥
সুবেশ করিয়া চলে দেবী বিষহরি।
দধি দুগ্ধের পসার লইয়া চলে একেশ্বরী ॥
ধনন্তরি বধিতে জায় দেবী বিষহরি।
পদ্মার চরণে বিজয় গুপ্তে নমস্কার করি ॥
কপটে চলিলা পদ্মা গোয়ালিনীর ছান্দে।
এই কালে বোল ভাই লাচারি প্রবন্ধে ॥

* ১০০০-১০০৬ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

লাচারি
বড়ই বিবাদী বিষহরি।
সাজিয়া গোয়ালিনী বেশে চলিল সঙ্কুর দেশে
কপটে বধিতে ধনন্তরি।
রঙ্গে ছন্দে বান্দে খোপা পৃষ্ঠেত পাটের থোপা
শ্রবণে সোনার মদন কৌড়ী।
সুবর্ণ অলঙ্কার গায়ে চলন্ত নূপুর পায়ে
উল্লাসে পরিল পাট সাড়ি ॥

অতি উজ্বল তার গলায় মুকুতার হার
আখি ভরি দিলেন কাজল।
চন্দনে ভূষিত অঙ্গ কপালে সিন্দূর রঙ্গ
মুখে গুয়া করে থল থল ॥ ১০০১
লক্ষিত পাটের থোপা তুলিয়া বান্দিছে খোপা
লাসে পরে পাটের ঘুনি।
বিষদধি লইয়া মাথে বসন ঝাপিয়া তাথে
হরিষে চলিলা গোয়ালিনী ॥ ১০০২
সোনার ভাও ভরে রূপার ছিকল শিরে
দেখিয়া সর্ব্ব লোকে চায় ॥ ১০০৩
দেবী বড় কুতূহলে খঞ্জন গমনে চলে
দোসর হইয়া নেতা যায় ॥ ১০০৪

চন্দন লেপিয়া অঙ্গ কপালে তিলক রঙ্গ
মুখের গুয়া করে থলথলে।
মাণিক্য দোসর জুতী গলায় তুলিয়া দিল পাতি
নয়ান ভরিল কাজলে।
বলভা দুই কুচভার হৃদয় মুকুতার হার
দুই পায় পরিল পাসলি।
কাছিয়া কাপর ছান্দে রূপে বিদ্যাধরী নিন্দে
মাথায় লইয়া দধির হাড়ী।
নীলাবতী কুতুহলে কুঞ্জর গমনে চলে
যথা ওঝা ধনন্তর থাকে।

* * *

দাঁড়াইয়া ওঝার পাশে আড় নয়ানে হাসে
দধি লবা ঘন ঘন ডাকে।
শতেক শিষ্য লইয়া মেলা ধনন্তরি করে খেলা
গোওালিনী বলে লবা দই।
ওঝার বিক্রম বুদ্ধি কাড়িয়া খাইল দধি
আজি গোওালিনী জাবা কই।

রাজ পথ দিয়া যায় দুই কুলের লোকে জায়
ধন্য ধন্য গোয়ালের নারী।
ডারাইয়া দক্ষিণ পাশে মুখে কাপড় দিয়া হাসে
দধি লও বলে গোয়ালিনী ॥ ১০০৫
নানা অলঙ্কা [রে]র ধনি পরিয়া পাটের খনি
ভাণ্ড পাছে লবা কত করি ॥ ১০০৬

পয়ার ছন্দ

হেরল গোয়ালিনী বড়াই কর কোন কাজে ॥ ধুয়া ॥
ধন্বন্তরি স্থা [নে][1] যদি কহিল কথন।
ধন্বন্তরি বলে দধিত নাহি প্রয়োজন[2] ॥ ১০০৭
একথা শুনিয়া [3]দেবী রথে করে[3] ভর।
দধি লইয়া [4]গেল সিদ্ধা সবের তর[4] ॥ ১০০৮
দধি লওবা দধি লওবা বলে গোয়ালিনী।
[5]সিদ্ধাগণে বলে হের দধি[5] আন কিনি ॥ ১০০৯
বল বল গোয়ালিনী দধির কিবা মূল।
[6]ধর ধর পোন কৌড়ি দধির যেবা মূল[6] ॥ ১০১০
দধি কিনিয়া দিব[7] পরম যতন।
[8]এখন খাইব দধি যত শিষ্যগণ[8] ॥ ১০১১
[9]যোল শিষ্য দধি খাই[9] পড়িল ঢলিয়া।
ওঝার ঠাই [10]এক শিষ্যে জানাইল[10] গিয়া ॥ ১০১২

গোওালিনী ঠাট দেখি হাসে ওঝা আর আখি
শতেক শিষ্য করে হুড়হুড়ী।
বিজয় গুপ্তে বলে সার রসিক জনের চমৎকার
দধি লোভে ভুলিল গাড়রি।

১ কাছে, ঙ। ২ প্রীয়জন, ঙ। ৩—৩ পদ্মা রথে, ঙ। ৪—৪ গেলা পদ্মা সিদ্ধর গোচর, ঙ। ৫—৫ শিষ্যগণে বলে দধি হের, ঙ। ৬—৬ দেড়পোন কড়ি দিব এই দধির মূল, ঙ। ৭ নিল, ঙ। ৮—৮ একত্র হইয়া দধি খাইল শিষ্যগণ, ঙ। ৯—৯ দধি খাইয়া সব শিষ্য, ঙ। ১০—১০ একজনে বার্ত্তা কহে, ঙ।

দধি খাইয়া ঘোল শিষ্য পড়িছে ঢলিয়া।
তোমার শিষ্য মরিছে দেখ আসিয়া ॥* ১০১৩
আস্তে বেস্তে চলে ওঝা তরাতরি যায়।
শিষ্যগণ দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া রয় ॥** ১০১৪
মূল মন্ত্র [১]জপে ওঝা শিষ্যের হৃদয়ে[১]।
শিষ্যগণ [২]জিয়াইয়া বলে জয়ে জয়ে[২] ॥ ১০১৫
বিজয়ে গোপ্তে বোলে গাইন হও সাবহিত।
এই [৩]কালে বোল কিছু[৩] লাচারির গীত ॥ ১০১৬

মালিনীর বেশ ধরি চলিলেন বিষহরি
বধিতে [৪]সঙ্কু গাড়রি[৪]।
দাড়াইয়া ওঝার পাশে মুখে কাপড়[৫] দিয়া হাসে
পুষ্প [৬]লও বলেন[৬] মালিনী ॥ ১০১৭
[৭]পুষ্প শুঙ্গিয়া চাহে বিষের গন্ধ পায় তাতে[৭]
পুষ্প নহে সর্পের গরল।
পুষ্প ফালাইয়া জলে [৮]চলে ওঝা নিজ ঘরে[৮]
যায় ওঝা আপোনার ঘর ॥ ১০১৮

পয়ার

পদ্মা বলে শোন [৯]নেতা ধোপার ঝি[৯]।
বধিতে না পারিলু [১০]মুই সঙ্কু গাড়রি[১০] ॥ ১০১৯

---

* ১০১৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

** ১০১৪ সংখ্যক পদরে পরিবর্ত্তে, (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

অন্তরীক্ষে ওজা তবে জায়ে তারাতরি।
শিষ্যগণে দেখি ওজা জিগায়ে শীঘ্রকরি ॥

১—১ কহে ওজা শিষ্যের জে গায়ে, ঙ। ২—২ উঠি বলে গোয়ালিনী কথায়ে, ঙ। ৩—৩ পয়ার এড়িয়া বল, ঙ। ৪—৪ চলিলা গাড়রি ওজা, ঙ। ৫ বস্ত্র, খ। ৬—৬ লবা বলেত, খ। ৭—৭ শুদিয়া বলে তায়ে বিষগন্ধ তাহে পাএ, খ। ৮—৮ আপন ঘরে ওজা চলে, ঙ। ৯—৯ কহি ধোপার জে ঝি, ঙ। ১০—১০ সঙ্কু এখন করি কি, ঙ।

নেতা বলে পদ্মাবতী মোর বচন ধর।
মাসি হইয়া যাও তুমি কমলার ঘর॥ ১০২০
নেতার বচন শুনিয়া বিষহরি।
[1]হরষিতে চলে দেবী[1] আর ভে [স] ধরি॥ ১০২১
কপালে ধবল ফোটা পিঙ্গল[2] বসন।
[3]হাতে স্ফটিকের মালা[3] ধবল বদন॥ ১০২২
ডাইন হস্তে কমণ্ডলু বাম হস্তে কুশা।
যতিরূপে[4] ক্ষিতিতলে নামিল মনসা॥ ১০২৩
আগর চন্দন লইল বাটী ভরিয়া।
পট্ট বস্ত্র লইলা সিঙ্গই ভাঙ্গয়া [?]॥* ১০২৪
উপায় চিন্তিয়া তবে করিলা গমন।
মাসিরূপে চলি গেলা কমলা বিদ্যমান॥** ১০২৫
এত ভাবি দুই জন চলিলা ত্বরিত[5]।
নেতা আগে [6]কহিল গিয়া[6] কমলা বিদিত॥ ১০২৬
শোন শোন ঠাকুরাণী কিবা কর বসি।
দূর [7]দেশ হইতে আসিতে তোমার[7] মাসি॥ ১০২৭
এতেক শুনিয়া দেবী[8] আনন্দিত হইল।
মাসির চরণে গিয়া নমস্কার হইল॥ ১০২৮
পদ্মা বোলে মা [9]তুমি মোর শোন[9] কথা।
তোমার স্থানে [10]কহিব আমি দুই[10] এক কথা॥ ১০২৯

১—১ হরিষ গমনে গেল, ঙ। ২ ধবল, ঙ। ৩—৩ ফটীকের মালা হাতে, ঙ। ৪ হেনরূপে, ঙ।

* ১০২৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

* * ১০২৫ সংখ্যক পদের পরিবর্তে, (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

মাসিরূপে চলি গেল কমলা বিদ্যমান
উপায়ে চিন্তিল ওজার লইতে পরাণ॥

৫ বিদিত, ঙ। ৬—৬ কহে বার্ত্তা, ঙ। ৭—৭ হতে আসিয়াছে তোমার জে, ঙ। ৮ বাণী, ঙ। ৯—৯ মোর শোন এক, ঙ। ১০—১০ আছে আমার গুপ্ত, ঙ।

ওঝার [1]নারী তুমি[1] না জান কিছু জ্ঞান।
ভাল মন্দ হইলে ওঝার কে রাখিবে প্রাণ ॥ ১০৩০
[2]তোর এত দুঃখ জানি আসিয়াছি মুই[2]।
[3]কিরূপে মৃত্যু ওঝার জিজ্ঞাস গিয়া তুই[3] ॥ ১০৩১
তবে সে ভালমন্দ করিব বিচার।
এই [4]সে কহিলাম মা সকল[4] সমাচার ॥ ১০৩২
মনসার কথা শুনি কমলার মনে লয়।
ওঝার সাক্ষাতে গিয়া উপস্থিত হয় ॥ ১০৩৩
ওঝার [5]সাক্ষাতে গেলা কান্দিতে কান্দিতে[5]।
এক দৃষ্টে[6] চাহে ওঝা কমলার ভিতে ॥ ১০৩৪
আজি কেনে দেখি তোমার বিরস বদন।
কি কারণে কান্দ তুমি কহ বিবরণ ॥ ১০৩৫
দূর [7]দেশ হইতে আসিছে মাসি[7] মোর।
মোর ঠাঁই[8] কহো প্রভু কিরূপে মৃত্যু তোর ॥ ১০৩৬
অবশ্য কহিবা প্রভু ইহার উত্তর।
নহে স্ত্রীবধ দিব তোমার উপর ॥* ১০৩৭
এতেক শুনিয়া ওঝা বলিলেক[9] বাণী।
মাসি নহে তোর[10] আসিয়াছে কানি ॥ ১০৩৮
আমার মরণ নাহি কহিলাম তোরে[11]।
কানির প্রাণে[12] মোরে কি করিতে পারে ॥ ১০৩৯
সর্পগণ চালাইয়া ফেলাই নানা স্থানে।
[13]আমারে কি করিতে পারে ওহার পরাণে[13] ॥ ১০৪০

১—১ স্ত্রী হইয়া, ঙ। ২—২ দুঃখিত হইয়া এথা আসিআছি আমি, ঙ।
৩—৩ মতে ওজার মৃত্যু জিজ্ঞাসিবা তুমি, ঙ। ৪—৪ কহিলাম আমি সব, ঙ।
৫—৫ সিয়রে বসি লাগিল কান্দিতে, ঙ। ৬ চিত্তে, ঙ। ৭—৭ হইতে আসিয়াছে মাসিয়া, ঙ। ৮ স্থানে, ঙ।

* ১০৩৭ সংখ্যক পদ (ঙ) পুঁথিতে ১০৩৯ সংখ্যক পদের পরে আছে।

৯ কহিলেক, ঙ। ১০ সত্য হবে, ঙ। ১১ তোমারে, ঙ। ১২ কোপবাণে, ঙ।
১৩—১৩ কি করিতে পারে মোরে উহার যে প্রাণ, ঙ।

ত্রিভুবন কাপাই আমি [১]সর্ব্বজনে জানে[১]।
শ্বেত মাছি হইয়া পদ্মা সকল কথা শোনে ॥ ১০৪১
শিবের তক্ষক যদি আনিবারে পারে।
তক্ষক [২]বিনে মোর প্রাণ অন্যে নিতে নরে[২] ॥ ১০৪২
একদিন সর্প বলি দিলুম অনেক।
তাই সিজাইলুম মুই হইয়া একক ॥ ১০৪৩
ঢাকনি [৩]পাতিলে দিয়া সিজাইলুম[৩]।
সেই অন্ন খাইয়া [৪]অমর হইলুম[৪] ॥ ১০৪৪
ভোজন করিয়া শেষ এক অন্ন পাইল।
সেই অন্ন [৫]মুই ব্রহ্মতালুরে[৫] থুইল ॥ ১০৪৫
[৬]ভক্ষ্য করিলে[৬] সেই অন্ন অন্যে নিতে নরে।
তবে সে আমার মৃত্যু কহিল তোমারে ॥ ১০৪৬
শিয়রে আছে মো[র] ঔষধের ঝুলি[৭]।
দেওলি বান্দুলি আর ইশ্বরের মূলি[৮] ॥ ১০৪৭
বিষ [৯]বর্ণ ঔষধ আছে উচলি[৯] পর্ব্বতে।
সেই ঔষধে [১০]মরা মানুষ পারি[১০] জিয়াইতে ॥ ১০৪৮
এ [১১]সক[ল] কহিয়া ওঝা[১১] কমলাকে বুঝাইল।
হরষিত হইয়া ওঝা [১২]শয়ন করিল[১২] ॥ ১০৪৯
[১৩]এত শুনি হাসেন দেবী[১৩] বিষহরি।
আজু রাত্রে বধিব[১৪] ওঝা ধন্বন্তরি ॥ ১০৫০
ওঝারে ছাড় গিয়া জীবনের আশা ॥ ধুয়া ॥*

১—১ জানে সর্ব্বজনে, ঙ। ২—২ বিনে তে কানি কি করিতে পারে, ঙ। ৩—৩ দিয়া পাতিলে সিজাইলাম মুই, ঙ। ৪—৪ আমি হইয়াছি চিরাই, ঙ। ৫—৫ ব্রহ্ম তালুকাতে, ঙ। ৬—৬ তক্ষক বিনে, ঙ। ৭ থলি, ঙ। ৮ ধুলি, ঙ। ৯—৯ অর্থ ঔষধ আছে অন্দন, ঙ। ১০—১০ মোরে পারে, ঙ। ১১—১১ এইসব কথায়ে, ঙ। ১২—১২ ঘরেতে শুইল, ঙ। ১৩—১৩ এতেক শুনিয়া হাসেন, ঙ। ১৪ করিব বধ।

* এই ছত্রের পরে (ঙ) পুঁথিতে এক ছত্র অতিরিক্ত :—

এত বলি ঘর হইতে বাহির হইল মনসা

ঔষধের থলি ওঝার[১] হাতে করি লইল।
শিবের সাক্ষাতে [২]গিয়া উপস্থিত হইল[২] ॥ ১০৫১
শিব বলেন পদ্মা আসিছ কি কারণ।
প্রণাম করিয়া পদ্মা [৩]কহিলা কথন[৩] ॥ ১০৫২
তক্ষক নাগ বাপু দেও[৪] আমারে।
তবে সে [৫]পারি আমি বধিতে ওজারে[৫] ॥ ১০৫৩
না পারি তক্ষক দিতে শোন পদ্মাবতী।
[৬]ওঝা বধিতে না পারিবা তোমার[৬] শকতি ॥ ১০৫৪
তাহা শুনি পদ্মাবতী অতি[৭] ক্রুদ্ধ হইয়া।
মা নাহিক আমার বাপের কিবা[৮] দয়া ॥ ১০৫৫
বাপ হইয়া হেন বাক্য বলিলা[৯] তুমি মোরে।
ওঝার দুঃখ তুলিব গিয়া কার্ত্তিকের ওপরে ॥ ১০৫৬
[১০]এত বলিয়া দেবী চলিলা[১০] তরাতরি।
রহো রহো বলিয়া শিব পদ্মার হাতে ধরি ॥ ১০৫৭
আন্তের[১১] সেবক মোর ওঝা ধন্বন্তরি।
কোন কার্য্য [১২]সাধিবা ওঝারে[১২] বধ করি ॥ ১০৫৮
ওঝার দুঃখ আমার না যায় সহন[১৩]।
তে কারণে কহিয়াছি[১৪] নিঠুর বচন ॥ ১০৫৯
পদ্মা বলেন বাপু[১৫] শোন মোর বাণী।
[১৬]সর্বক্ষণ গালি দেয়ে[১৬] লঘুজাতিয়া কানি ॥ ১০৬০
আমি যাহারে [১৭]খাই তাহারে জিয়াবে[১৭]।
ধন্বন্তরি থাকিতে মোর পূজা নাহি হবে[১৮] ॥ ১০৬১

---

১ পদ্মা, ত। ২—২ পদ্মা তখনে চলিল, ত। ৩—৩ কহে বিবরণ, ত। ৪ দেওত, ত। ৫—৫ পারিব আমী ওঝা বধিবারে, ত। ৬—৬ ওঝারে মারিতে তোমার নাহিক, ত। ৭ কহে। ৮ বড়। ৯ বল। ১০—১০ এহা বলিয়া দেবী চলে। ১১ অর্দ্ধের। ১২—১২ সিদ্ধি হইবে তাকে। ১৩ কহন। ১৪ বলিছি আমি। ১৫ বাপ তোমি। ১৬—১৬ দিবারাত্র দেএ গালি। ১৭—১৭ খাই বেটা তাহারে জিয়াএ। ১৮ কএ।

এত শুনি তক্ষক দিলা শূলপাণি।
আনন্দিত[১] হইয়া চলে জয়ে ব্রহ্মাণী ॥ ১০৬২
[২]ধর ধর তক্ষক নাগ পান গুয়া খাও[২]।
[৩]ধন্বন্তরি ওঝারে বধিয়া মোরে দেও[৩] ॥ ১০৬৩
মনসার পান গুয়া [৪]খাইয়া তথায়[৪]।
ত্বরিত গমনে [৫]ওঝারে দংশিবারে যায়[৫] ॥ ১০৬৪
শিয়র হইতে ওজার পৈথানেতে যায়।
ওঝার রূপ তক্ষক[৬] ভারাইয়া চায় ॥ ১০৬৫
কমলার হইতে [৭]ওঝার অধিক রূপ[৭]।
কেমতে [৮]খাইব মুই এই চান্দ মুখ[৮] ॥ ১০৬৬
বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন কৌতুক হইল বড়ি।
নাগের বিলাপে বল করুণা লাচারি ॥* ১০৬৭

লাচারি ॥ দীর্ঘছন্দ ॥

[৯]কান্দে তক্ষক নাগ মাথায় দিয়া হাত
কেন আসিলাম ছার কাজে[৯]।
ফিরিয়া ঘরে জাম পদ্মাবতীরে[১০] ঢরাম
[১১]আরে খাইতে মোর[১১] দুঃখ লাগে ॥ * * ১০৬৮

---

১ হরষিত। ২—২ খাও খাও তক্ষক খাও গুয়া পান। ৩—৩ মোরে আনিয়া দেও ধন্বন্তরীর প্রাণ। ৪—৪ লইলেক হাতে। ৫—৫ জাএ ওঝারে দংশিতে। ৬ নাগরাজে। ৭—৭ রূপ ওঝার অধিক। ৮—৮ লইব মুই রূপ জাইবেক বাধি।

* ১০৬৭ সংখ্যক পদের পরে (ভ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

কান্দে তক্ষক নাগরে। ধুয়া।

৯—৯ কান্দে নাগ রাজে কেন আইলাম হেন কাজে
প্রাণ ফাটে দেখি তোর রূপ, ভ।

১০ পদ্মারে, ভ। ১১—১১ খাইতে তোরে বড়, ভ।

* * ১০৬৮ সংখ্যক পদের পরে, (ভ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

হেন শিব ত্রিলোচন বুজিতে না পারি মন
হেন সেবক বধিতে আজ্ঞা দিল।

[1]দন্ত বিকশিয়া[1] মুখ প্রকাশিয়া
কামড় [2]দিল অতি[2] শীঘ্রগতি।
অন্ন লইয়া দন্তে চলিলা[3] রাজ পন্তে
মিলিলেক[4] যথায়ে পদ্মাবতী ॥ ১০৬৯
মেঘে ঢাকিল তনু [5]চলিয়া আকাশ বেহু[5]
[6]পদ্মার হাতে অন্ন দিল আনি[6]।
তোমার আজ্ঞা পাইয়া [7]ওঝারে দংশিলাম গিয়া[7]
স্নান [8]গিয়া কর[8] ঠাকুরাণী ॥ ১০৭০
এতেক নিবেদন করি চলে নাগ শিব পুরী
আনন্দিত হইল মনসা[9]।
পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে
[10]যাহারে সদয় নারায়ণ[10] ॥ ১০৭১

পয়ার

মন ছাড় গিয়া জীবনের আশা ॥ ধুয়া ॥
নাগ যদি গেল[11] ওঝারে দংশিয়া।
উহু করিয়া ওঝা [12]উঠে ডাক দিয়া[12] ॥ ১০৭২
সর্পে [13]দংশিল হেন বৃত্তান্ত[13] জানিল।
যত জ্ঞান জানে ওঝা সকল পাসরিল ॥ ১০৭৩

ওঝা সঙ্কুর রাত্র প্রসারা কৈল তোমার পাত্র
তাহার ফল দিলা ত্রিলোচন ॥
ঘরে যদি আমি যাই পদ্মারে ডরাই
বিষ রূপিয়া কিবা হবে ফল।

১—১ দুই দন্ত পশরিয়া, ভ। ২—২ দিলেক, ভ। ৩ নাগ জাএ ৪ চলি জাএ, ভ। ৫—৫ অন্ধকার করিল ভানু, ভ। ৬—৬ অন্ন দিল আনি পদ্মার হাতে, ভ। ৭—৭ ওঝা দিলাম বধিয়া, ভ। ৮—৮ করহ, ভ। ৯ পদ্মাবতী, ভ। ১০—১০ সভাসদ রাখ বিষহরি, ভ। ১১ ঘরে গেল, ভ। ১২—১২ উঠিল জাগিয়া, ভ। ১৩—১৩ কামড়াইল হেন জানিয়া, ভ।

হাত বেড়াইয়া ওঝা [1]উঠে ডাক দিয়া[1] ।
[2]শিয়রেতে চায় ঔষধ না পাইল বিচারিয়া[2] ॥ ১০৭৪
ওঝা ফাফর[3] হইল ঔষধ না পাইয়া ।
কমলায়ে ডাকে [4]তবে করুণা করিয়া[4] ॥ ১০৭৫
বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন কৌতুক হইল বড়ি ।
ওঝার বিলা [ে] প বল করুণা লাচারি ॥ ১০৭৬

লাচারি

গা তুল অভাগিনী নারী[5] ॥ ধুয়া ॥
কমলা সুন্দরী [6]তুমি উঠ শীঘ্র করি[6]
আজু মোর মরণ হইল ।
যার স্বামী তক্ষকে খায় কোন সুখে নিদ্রা যায়
কেনে হেন [7]করিলা নারায়ণ[7] ॥ ১০৭৭
উলটিয়া শোও তুমি মুখখানি[8] দেখি আমি
এ লোকে [9]না হবে[9] দরশন ।
যাহারে[10] বলিলা মাসি সেই হইল[11] প্রাণনাশী
আরে প্রাণ মোর [12]হারাই এখন[12] ॥ ১০৭৮
আগে মুই জানিছিলুম তবু [13]তোর ঠাই[13] কহিলুম
তাহার ফল পাইলুম হাতে হাতে ।
এতেক বলিয়া কান্দে আপোনার কর্ম্ম নিন্দে
পদ্মারে গালি দিলাম নানা ভায়তে[14] ॥ ১০৭৯
বিষম সর্পের জ্বালা পুরিয়া উঠিল গলা
সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া উঠে বিষে ।

১—১ শিয়রেতে চাএ, ঙ । ২—২ ঔষধ না পাইয়া ওঝার প্রাণ উড়িয়া জাএ, ঙ । ৩ কাতর, ঙ । ৪—৪ ওঝা কাতর হইয়া, ঙ । ৫ গ, ঙ । ৬—৬ গা তোল গা তোল অভাগিনী নারী, ঙ । ৭—৭ কৈলা ত্রিলোচন, ঙ । ৮ চন্দ্রমুখ, ঙ । ৯—৯ নাহি আর, ঙ । ১০ কাহারে, ঙ । ১১ নিল, ঙ । ১২—১২ জাএ বাহির হইয়া, ঙ । ১৩—১৩ তোমাতে, ঙ । ১৪ মতে, ঙ ।

শিবেরে স্তবন করি কান্দে ওঝা ধন্বন্তরি
না জানি কামড় দিল কিসে ॥* ১০৮০
ওঝার গড়াগড়ি দেখি পদ্মাবতী হইল সুখী
ঢলিয়া পড়িল ধন্বন্তরি ।
পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণ
সভাসদ রাখ বিষহরি[১] ॥ ১০৮১

পয়ার

নিদারুণ দারুণ বিধি তোমার সনে আমার কত ছিল বাদ ॥ ধুয়া ॥ **
ঢলিয়া [২]পড়িল যদি[২] ওঝা ধন্বন্তরি ।
বিলাপ করিয়া কান্দে কমলা সুন্দরী ॥ ১০৮২
[৩]কোথায়ে গেলা প্রভু[৩] প্রভু কিবা হইল জানি ।
কিরূপে রহিব আমি হইয়া একাকিনী ॥ ১০৮৩
একজন ধাইয়া গেল [৪]ষোল শিষ্যের[৪] গোচর ।
[৫]এই সব কথা গিয়া কহিল সত্বর[৫] ॥ ১০৮৪

---

* ১০৮০ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
শিবেরে স্মরণ করি কান্দে ওঝা ধন্বন্তরি
না জানি কামড় দিল কিসে ।
ওহে শিব ত্রিলোচন মোর কেন দশা হেন
কেনে হেন কৈলা নারায়ণ ॥
তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি ওঝার মনে
তাহার ফল দিল ত্রিলোচন ।
বুঝিলাম দয়ামএ অসময় কিছু নএ
সব খেদ সমএ জখন থাকে ॥

১ পদ্মাবতী, ঙ ।
* * এই ধুয়ার পদটি অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।
২—২ পড়িলেক, ঙ । ৩—৩ কোথা গেলা অহে, ঙ । ৪—৪ শিষ্যের, ঙ ।
৫—৫ কহিল এসব কথা অতেক বিস্তর, ঙ ।

শুনিয়া শিষ্য সবে[১] হইল নিশবদ।
ধাইয়া [২]চলিল যথা আছয়ে[২] ঔষধ ॥ ১০৮৫
পর্ব্বত হইতে ঔষধ লইয়া শিষ্যগণে।
ধাইয়া চলিল সবে [৩]কমলার স্থানে[৩] ॥ ১০৮৬
তাহা দেখি [৪]চিন্তিত হইল[৪] বিষহরি।
ডাক দিয়া আনে নেতা[৫] ধোপার কুমারী ॥ ১০৮৭
নেতা বলে পদ্মাবতী শোন মোর কথা।
অষ্ট নাগ লইয়া তুমি অগ্নি জাল তথা ॥ ১০৮৮
এই পথে অগ্নি জাল কমলারূপ ধরি।
অষ্ট [৬]নাগে বলে জেন[৬] হরি হরি ॥ ১০৮৯
শিষ্য সবেরে এই মতে কর বিরক্ষণ।
কমলার [৭]সনে গিয়া কেহ কও[৭] কথন ॥ ১০৯০
এতক শুনিয়া তবে তক্ষকের মাতা।
[৮]অবিলম্বে সেই স্থা [নে][৮] অগ্নি জালে তথা ॥ ১০৯১
অগ্নি জালি পদ্মা আছে সেই[৯] মতে।
হেন কালে [১০]শিষ্যগণ আসিল[১০] তথাতে ॥ ১০৯২
তারা [১১]সবে না[১১] জানে মনসার মাঞা।
অবিলম্বে [১২]হইল দেবী মনসার[১২] কাঞা ॥ ১০৯৩
ঔষধ লইয়া [১৩] সবে এখন আসিছ[১৩]।
মৈলে মরা [১৪]জিয়ে হেন কোথায় শুনিয়াছ[১৪] ॥ ১০৯৪
বাসি মরা হইলে [১৫] মোরে হাসিবে সর্বজন[১৫]।
[১৬]এ কারণ অগ্নিকার্য্য করিছি[১৬] এখন ॥ ১০৯৫

---

১ গণ, ঙ। ২—২ পর্ব্বতে গেলা জথাএ, ঙ। ৩—৩ ওস্মার ভুবন, ঙ।
৪—৪ চিত্তে ভাবেন, ঙ। ৫ পদ্মা, ঙ। ৬—৬ নাগ বেড়িয়া বলুক, ঙ।
৭—৭ স্থানে গিয়া কহুক, ঙ। ৮—৮ অষ্ট নাগ দিয়া পদ্মা, ঙ। ৯ হেন, ঙ।
১০—১০ সব মিলিল, ঙ। ১১—১১ নহে, ঙ। ১২—১২ হইলা পদ্মা কমলার, ঙ।
১৩—১৩ শিষ্য জখনে আসিছে, ঙ। ১৪—১৪ জিয়াইতে কুথাএ শুস্তাছ, ঙ।
১৫—১৫ হাসিবে জ্ঞাতিগণ, ঙ। ১৬—১৬ তেকারণ অগ্নিকার্য্য করিলাম, ঙ।

এতেক শুনিয়া শিষ্য বেয়াকুল হইল।
ঔষধ ফালাইয়া তারা[১] পুরীর মধ্যে গেল ॥* ১০৯৬
কমলা কহিল[২] ঔষধ দেওত আনিয়া।
কপট করিয়া পদ্মা নিলেক হরিয়া ॥ ১০৯৭
শিষ্যগণে বলে [৩]ওঝার ঘরের[৩] চারিভিতে।
পদ্মার নাগে [৪]জেন না পারে মাথা[৪] তুলিতে ॥ ১০৯৮
নেতা বলে পদ্মাবতী মোর কথা শোন।
কমলার মাসি হইয়া দেও দরশন ॥ ১০৯৯
তাহার ঠাঁই কহো গিয়া [৫]যে লয়ে তোমার[৫] চিত্তে।
[৬]ভাসাইতে গাড়রিয়ে পার যেন মতে[৬] ॥ ১১০০
এতেক শুনিয়া দেবী হরষিত হইল।
কমলার মাসি হইয়া [৭]তখনে চলিল[৭] ॥ ১১০১
[৮]কমলার স্থানে গিয়া কহিল কথন[৮]।
মনিস্ত গারে হেন [৯]না শুনি কথন[৯] ॥ ১১০২
আমার [১০]যুক্তি যে[১০] ভাসাও জলের মাঝার।
যদি [১১]থাকে জীবন[১১] আসিব আরবার ॥ ১১০৩
পদ্মার সনে বাদ করিতে যদি থাকে মন।
[১২]একটি অঙ্গুলি কাটি পার[১২] এইক্ষণ ॥ ১১০৪
এত শুনি কমলায়ে [১৩]সুস্থির হইয়া[১৩]।
[১৪]কলার মাজুস করি সত্বরে ভাসাইয়া[১৪] ॥ ১১০৫

---

১ সবে, ঙ।

* ১০৯৬ সংখ্যক পদের পরে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

এতেক দেখিয়া পদ্মা হাসে খল খল।
কমলা বলেন ঔষধ দেওত সকল ॥

২ বলে, ঙ ৩—৩ ওঝা গার, ঙ। ৪—৪ মাথা না পারে, ঙ। ৫—৫ জেবা লয়ে, ঙ। ৬—৬ গাঙ্গুরিতে জেন মতে পার ভাসাইতে, ঙ। ৭—৭ দরশন দিল, ঙ। ৮—৮ কহিল কথন গিয়া কমলার স্থানে, ঙ। ৯—৯ শুনিছ নি কানে, ঙ। ১০—১০ যুক্তিতে, ঙ। ১১—১১ হয় তোমার স্বামী, ঙ। ১২—১২ কনিষ্ঠ অঙ্গুল কাটি গাড়, ঙ। ১৩—১৩ স্থিরমতি হএ, ঙ। ১৪—১৪ মাজুশ গড়িয়া তবে সত্বরে ভাষাএ, ঙ।

ওঝার [1]অঙ্গুরি কাটি গারিল উত্তরে।
[2]উত্তর দিকে[2] নাগে মাথা নহে তুলে ॥ ১১০৬
সঙ্কু ওঝা [3]মাজুসে ভাসাইয়া যায়ে[3]।
তাহা দেখি [4]মনসা যে[4] এক দৃষ্টে চায়ে ॥ ১১০৭
[5]চাপাইয়া মাজুস মনসা বসি সঙ্কুর পাশে[5]।
সঙ্কুরে জিয়াইয়া থুইল [6]গঙ্গা দেবীর[6] পাশে ॥ ১১০৮
গঙ্গার ঠাই [7]সঙ্কুরে করিল[7] সমর্পণ।
নাগরথে [8]গেল দেবী[8] আপনা ভুবন ॥ ১১০৯
রত্নখাটে বসিলা[9] দেবী বিষহরি।
ডাক দিয়া আনে নেতা[10] ধোপার কুমারী ॥ ১১১০

অথ ছয় কুমার বধ ॥ ঝাল বাড়ী পূজা ॥

পদ্মা বলে নেতা [11]মোর বোল[11] সার।
[12]চান্দের পুত্র কিরূপে করিব সংহার[12] ॥ ১১১১
বাপুর আথালে আছে দুগ্ধবতী গাই।
দুগ্ধ হরিয়া[13] আন কহিল তোমার ঠাই ॥ ১১১২
বিষ দধি লও তুমি পসার ভরিয়া।
[14]দুগ্ধ লইয়া চম্পক নগরে যাও[14] চলিয়া ॥ ১১১৩
এতেক শুনিয়া দেবী[15] চলিল ত্বরিত।
[16]লইল দধির পসার গরল সহিত[16] ॥ ১১১৪
[17]শিরেতে করিয়া তবে[17] দধির পসার।
অবিলম্বে [18]চলি গেল চান্দের গোচর[18] ॥ ১১১৫

---

১ আঙ্গুল, ঙ। ২—২ উত্তরিয়া বাএ, ঙ। ৩—৩ ধন্বন্তরি মাযুশে ভাষাএ, ঙ। ৪—৪ পদ্মাবতী, ঙ। ৫—৫ লাপ দিয়া পড়ে পদ্মা কমলার মাযুশে, ঙ। ৬—৬ গঙ্গার, ঙ। ৭—৭ তাহারে করিয়া, ঙ। ৮—৮ পদ্মা গেলা, ঙ। ৯ বসিছেন, ঙ। ১০ পদ্মা, ঙ। ১১—১১ শোন কহি, ঙ। ১২—১২ কেমতে চান্দের পুত্র করিব সংহার, ঙ। ১৩ হুহিয়া, ঙ। ১৪—১৪ দধি লইয়া চম্পকেতে জাওত, ঙ। ১৫ পদ্মা, ঙ। ১৬—১৬ দধি লইয়া গেল পদ্মা পুরী চম্পকেতে, ঙ। ১৭—১৭ শিরে তুলিয়া লয়ে, ঙ। ১৮—১৮ জাএ পদ্মা কুমার মারিবার, ঙ।

বাচা কান্দিয় না রে ॥ ধুয়া ॥ *

দধি লবা দধি লবা বলে গোয়ালিনী ।
দধি দেখি ছয়ে কুমার[১] করে কানাকানি ॥ ১১১৬
তাহা দেখি [২]বলে সোনাই শোন বিবরণ[২] ।
তোমরা না জান বাপু[৩] এহার কারণ ॥ ১১১৭
মনসার [৪]সঙ্গে তোমার বাপের বিসম্বাদ[৪] ।
না জানি [৫]কোন সময়ে করয়ে[৫] প্রমাদ ॥ ১১১৮
তাহা শুনি ছয়ে কুমার [৬]কান্দিতে লাগিল[৬] ।
দধি [৭]আন বলিয়া গোয়ালিনীরে কৈল[৭] ॥ ১১১৯
দধি কিনিয়া [৮]তবে ছয়ে ভাইকে[৮] দিল ।
রন্ধন করিতে [৯]তবে সোনকা[৯] চলিল ॥ ১১২০
রন্ধন [১০]করিতে সোনাই কার্য্যে দিল সাড়া[১০] ।
ছয়ে পুত্রকে [১১]বলে ভাও আন তোরা[১১] ॥ ১১২১
অন্ন খাইতে বসিল[১২] ভাই ছয় জন ।
সমপূর্ণ ভোজন [১৩]তবে [করে] পুত্র ছয় জন[১৩] ॥ ১১২২
হরিষে সোনকা[১৪] [দেবি] দধি আনি দিল ।
দধি খাইয়া ছয় কুমার ঢলিয়া পড়িল ॥ ১১২৩
কেহ বলে আছে আছে কেহ বলে নাই ।
পুত্র পুত্র বলি [১৫]তবে কান্দেন[১৫] সোনাই ॥ ১১২৪

---

* ধুয়ার পদটি অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।

১ জনে, ঙ । ২—২ সোনাই বলে বচন, ঙ । ৩ পুত্র, ঙ । ৪—৪ সনে তোর বাপের বিবাদ, ঙ । ৫—৫ কখন পদ্মা করে কি, ঙ । ৬—৬ ক্রন্দন করিল, ঙ । ৭—৭ আনিতে গোয়ালিনীরে বলিল, ঙ । ৮—৮ রাণী ছএ জনারে, ঙ । ৯—৯ সোনাই তখনে, ঙ । ১০—১০ করে সোনাই কার্য্যে দিল তাড়া, ঙ । ১১—১১ ডাকে রাণী ভাত খাও আসি তোরা, ঙ । ১২ বৈসে, ঙ । ১৩—১৩ করিল তখন, ঙ । ১৪ সোনেকা রাণী, ঙ । ১৫—১৫ কান্দে আপনে, ঙ ।

ছয় পুত্রের তরে[১] কান্দে ভূমে দিয়া গড়ি ।
[২]হেন কালে বল গাইন করুণা লাচারি ॥[২] ১১২৫

লাচারি

কান্দে [৩]সোনাই বিষাদ ভাবিয়া[৩] ।
[৪]কোথায় পুত্র যাও হৃদয়ে শেল দিয়া ॥*[৪] ১১২৬
ছয় [৫]বধূ কান্দে তারা ভূমিতে পড়িয়া[৫] ।
কোথায়ে যাও প্রাণনাথ আমায় ছাড়িয়া ॥ ১১২৭
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে করিয়া কাগুতি[৭] ।
[৮]শরীরে না সহে আর[৮] এতেক দুর্গতি ॥ ১১২৮
যত বন্ধুগণে কান্দে ভূমে দিয়া গড়ি ।
কোথায়ে গেলা প্রভু আমাঘরে ছাড়ি ॥ ১১২৯
লোটাইয়া লোটাইয়া কান্দে যত রূপবতী ।
আর না দেখিলাম মোর প্রাণপতি ॥** ১১৩০

---

১ বধূ, ঙ ।

২—২ কথাএ গেলা প্রাণনাথ আমাঘরে ছারি ।
বিজয়গোপ্তে বলে গাইন না করিয় খেদ ।
করুণা লাচারি বল এইত সম্বেদ ।

৩—৩ সোনেকা রাণী ভাবিয়া বিষাদ, ঙ । ৪—৪ কি কারণে আমা দিয়া ফলিল প্রমাদ, ঙ ।

* ১১২৬ সংখক পদের পরে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—
কান্দে সোনকা রাণী ভূমে গড়ি দিয়া ।
কোথাএ গেলা ছএ পুত্র আমারে ছাড়িয়া ।

৫—৫ পুত্রের বধূ কান্দে ভূমে দিয়া গড়ি, ঙ । ৭ কাকুতি, ঙ ।

৮—৮ কি কারণে হইল মোর, ঙ ।

* * ১১২৯—১১৩০ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
সোনাই বলে কেনে বিক্রম করিলা ।
আমারে ছাড়িয়া তোমরা কোথাএ চলি গেলা ।
কান্দে সোনকা রাণী পুত্র পুত্র বলি ।
একে কালে ছএ পুত্র কারে দিলাম ডালি ।

বিজয়ে গোপ্তে [১]বলে গাইন[১] কার্য্যে দেও মন।
দ্বারেতে বাসি মড়া কান্দ [২]কি কারণ[২] ॥ ১১৩১
হেরল বড়াই কিসের কলবর শুনি ॥ ধুয়া ॥
[৩]সোনাকা কান্দে তবে ভূমিতে পড়িয়া[৩]।
চান্দ সদাগর কান্দে বিলাপ করিয়া ॥ ১১৩২
সমাই পণ্ডিতে বলে না কান্দ সদাগর।
মাজুশে ভাসাইয়া দেও সমুদ্র ভিতর ॥ ১১৩৩
ছয় কুমার নিয়া [৪]তরিতে ভাসাইল[৪]।
এতেক[৫] ভাবিয়া সাধু বিষাদ ভাবিল ॥ ১১৩৪
এতেক দেখিয়া [৬]পদ্মাবত আনন্দিত মনে[৬]।
[৭]ভেরুয়ায় চড়িয়া জিয়ায় পুত্র[৭] ছয় জনে ॥ ১১৩৫
ছয় কুমার জিয়াইয়া [৮]নিল গঙ্গার স্থান[৮]।
[৯]গঙ্গার ঠাই তাহাঘরে করিল সমর্পণ[৯] ॥ ১১৩৬
বিদায় হইয়া তখন[১০] সত মায়ের স্থানে।
নাগরথে চড়ি গেলা আপনা ভবনে ॥ ১১৩৭
ছয় পুত্র ভাসাইয়া সোনাই[১১] বিস্তর কান্দিল।
গহন অরণ্যে সোনাই [১২]তখনে চলিল[১২] ॥ ১১৩৮
গহন অরণ্যে গিয়া[১৩] কান্দে একেশ্বর।
[১৪]রাত্রি দিনে[১৪] কান্দে সোনাই নাহি অবসর ॥ ১১৩৯

জন্মাবধি দুঃখ মুই না পাইলাম মনে।
একেকালে হৃদয় শেল দিলা ছএ জনে ॥
ঘরেতে গিয়া আমি কার মুখ চাইব।
এই দুঃখ মনে পাইলে কাহারে ডাকিব ॥

১—১ বলে, ঙ। ২—২ অকারণ, ঙ।
৩—৩ কান্দে সোনকা রাণী ভূমে গড়ি দিয়া, ঙ। ৪—৪ তবে সমুদ্রে ভাসাইল, । ৫ মনে মনে, ঙ। ৬—৬ পদ্মা হরষিত মন, ঙ। ৭—৭ মাজুশে চড়িয়া পদ্মা জিয়াএ, ঙ। ৮—৮ থুইল গঙ্গার পাশ, ঙ। ৯—৯ তাহা দেখিয়া গঙ্গার মনে মনে হাস, ঙ। ১০ পদ্মা, ঙ। ১১ এখানের সোনাই শব্দটি (ঙ) পুঁথিতে নাই। ১২—১২ গমন করিল, ঙ। ১৩ সোনাই, ঙ। ১৪—১৪ রাত্রদিবা, ঙ।

এতেক শুনিয়া দেবী নাগরথে চড়ি।
[১]ত্বরিত গমনে গেল ঝালুয়ার বাড়ি[১] ॥ ১১৪০
দেখিলেন ঝালুর মায়ে করিছে শয়ন।
হেনকালে [২]পদ্মাবতী দেখাইল[২] স্বপন ॥ ১১৪১
উঠ উঠ ঝালুর মা কত নিদ্রা জাও।
শিয়রে মনসা তোমার চক্ষু মেলি চাও ॥ ১১৪২
[৩]তোমার ঘরে দুখ আর দেখিতে[৩] না পারি।
[৪]তোমার ঘরে বর দিতে আসিছি[৪] বিষহরি ॥ ১১৪৩
ঝালু মালুরে বোল জাল বাহিবার।
তবে সকল দুঃখ ঘোচিব[৫] তোমার ॥ ১১৪৪
এতেক তাহার [৬]স্থানে কহিলা তখন[৬]।
[৭]এ বলিয়া অন্তর্ধান হইলা তখন[৭] ॥ ১১৪৫

হেররে কানাই ভাই, চল যমুনার জলে যাই ॥ ধুয়া ॥*

[৮]শিয়রে বসিয়া পদ্মা মোর দিকে চায়[৮]।
মোরে বর দিয়া দেবী [৯]দেবপুরে যায়[৯] ॥ ১১৪৬
দুই পুত্রের তরে [১০]তখন কহিয়া[১০] স্বপন।
ভাঙ্গা জাল লইয়া [১১]তখন করিল[১১] গমন ॥ ১১৪৭
[১২]জাল লইয়া তখন[১২] দুই ভাই চলে।
সুবর্ণের ঘট হইয়া[১৩] পদ্মা নামে জলে ॥ ১১৪৮
বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন বল রাম রাম।
[১৪]লাচারি পড়িল [এবে] পয়ার বিশ্রাম[১৪] ॥ ১১৪৯

১—১ অন্তরিক্ষে জাএ পদ্মা জালু মালুর বাড়ি, ভ। ২—২ পদ্মা তবে দেখাএ, ভ। ৩—৩ তোমার দুঃখ আমি সহিতে, ভ। ৪—৪ তোমারে বর দিতে আসিয়াছি, ভ। ৫ জাইবে, ভ। ৬—৬ ঠাই দেখাইয়া স্বপ্নন, ভ। ৭—৭ নাগরথে চড়ি গেলা আপনা ভুবন, ভ।

* এই ধুয়ার চরণটি (ভ) পুঁথিতে নাই।

৮—৮ চৈতন্য পাইয়া ঝালুর মাএ চারিদিকে চায়, ভ। ৯—৯ গিয়াছ কথাএ, ভ। ১০—১০ তবে কহিলা, ভ। ১১—১১ তোমরা করহ, ভ। ১২—১২ ভাঙ্গা জাল লইয়া তবে, ভ। ১৩ লইয়া, ভ। ১৪—১৪ হাতে তালে কর সবে পদ্মারে প্রণাম, ভ।

লাচারি

জালু বলে [১]মালু দাদা[১] আসিতে পড়িল বাধা
আজুকার জালে ভাগ্য নাই।
সাত খেও উঠা উঠি [২]মৎস্য নাহি[২] এক গুটী
জাল লইয়া চলো ঘরে যাই ॥ ১১৫০
দুই [৩]ভাই জাল ধরে[৩] [৪]প্রাণ সাত টান পাড়ে[৪]
বাজিয়া উঠিল ঘট সরা[৫]।
ঘট দেখি দুইজন চমকিত হইল মন
এ[৬] ঘটেতে কার্য্য নাহি মোর ॥ ১১৫১
ঝালু মালু দুই জন [৭]কান্দিয়া অচেতন[৭]
জাল এড়ি চলিল তখন।
জালু বলে মালু ভাই [৮]কহিয়ে তোমার ঠাই[৮]
ঘট কর জলে বিসর্জন ॥ ১১৫২
শুনিয়া জালুর কথা [৯]হাত দিয়া হানে মাথা[৯]
ভয় পাইয়া [১০]হাত জো[র] করি[১০]।
পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে
সভাসদ রাখ বিষহরি[১১] ॥ ১১৫৩

[১২]ভাই ফালাও ফালাওরে চান্দের বান্দের ঘট সরা[১২] ॥ ধুয়া ॥
ঘট [১৩]পাইয়া দুই ভাই ভয়ে পাইয়া মনে[১৩]।
[১৪]ঘটে থাকি পদ্মা কহে জালু মালুর স্থানে[১৪] ॥ ১১৫৪
শোনরে জালু মালু কথা শোন মোর।
শিবের কুমারী আমি ভয় নাহি তোর ॥ ১১৫৫

১—১ দাদা, ৬। ২—২ না বাজিল, ৬। ৩—৩ কনে জাল ধরি, ৬। ৪—৪ পরান শকতি করি, ৬। ৫ বর, ৬। ৬ এই, ৬। ৭—৭ ব্যাকুল হইয়া মন, ৬। ৮—৮ হের আসি ঘরে জাই, ৬। ৯—৯ দুই হাতে মারে মাথা, ৬। ১০—১০ হস্ত জোড় করে, ৬। ১১ পদ্মাবতী, ৬। ১২—১২ ঘট ফালারে ফালা চান্দের বান্দের ঘট ফালা, ৬। ১৩—১৩ দেখি দুই ভাই মনে পাইল ডর, ৬। ১৪—১৪ ঘটমধ্যে থাকি পদ্মা ধীরে ধীরে কএ, ৬।
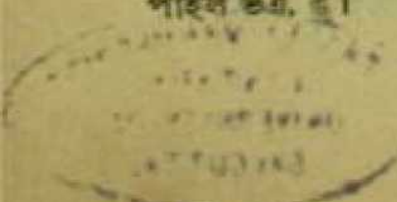
এই ঘট নিয়া তুমি করহ পূজন।
[1]চান্দের ধনে তোমার ধন হইবে সমান[1] ॥ ১১৫৬
হেলা করিয়া যদি যাও ফালাইয়া।
[2]তক্ষনে মরিবা মুখে রক্ত উঠিয়া[2] ॥ ১১৫৭
এতেক শুনিয়া তারা [3]পাইলেক ডর[3]।
জাল এড়ি দুই ভাই [4]কাপে থর থর[4] ॥ ১১৫৮
পদ্মার বচনে তার[5] কতুক হইল বড়ি।
সন্দেহ পড়িল গাইন বলহ লাচারি ॥ ১১৫৯

লাচারি

ঘট সরা[6] লইয়া মাথে [7]চলে জালু[7] রাজপথে
কুরূপ ছিল হইল দিব্য কায়ে।
জালুর পুরীর মাজে সুললিত[8] বাদ্য বাজে
নারীগণে করে[9] জয়ে জয়ে ॥ ১১৬০
[10]বিদ্যাধরী নাচয়ে গন্ধর্ব্বে গীত গাহে
চারিদিকে হইল রত্নময়[10]।
চামরে বাতাস করে মউরে পেথম ধরে
আনন্দে বসিছে জালুর মায় ॥ ১১৬১
জালুর মায়ে ঘট পাইয়া নিজ ঘরে ছাপাইয়া
পূজা করে [11]দেবী বিষহরি[11]।

১—১ চান্দের সমান ধন হবে শঙ্কার, ড। ২—২ এখনে মারিব মুখ রক্ত উঠাইয়া, ড। ৩—৩ ভএ পাইয়া মন, ড। ৪—৪ করিলা গমন, ড। ৫ ঝালুর, ড। ৬ বাড়ি, ড। ৭—৭ চলি জাএ, ড। ৮ নানা শবদ, ড। ৯ দেয়, ড।

১০—১০ বিদ্যাধরী নাচে গাএ সর্ব্বলোকে তাম[া]শা চাএ
চারিদিকে হইল রত্নমএ।
টঙ্গির উপরে টঙ্গি সোনারুপা নেতে বান্দি
বসিল ঝালু আনন্দিত মন। ড

১১—১১ বিষহরি আই, ড।

জালুর মায়ের পুরী [১]প্রত্যক্ষে দেবতা[১] পুরী
[২]পূজা করে সর্ব্বদা দেবী[২] ॥ ১১৬২

* * * ।

পদ্মাবতী দরশনে[৩] সানন্দে বিজয়ে ভণে
[৪]সদয়ে হও দেবী পদ্মাবতী[৪] ॥ ১১৬৩
ইতি জালু মালুর পূজা সমাপ্ত ॥

অথ বরের পালা ॥

এই [৫]মতে আছেন পদ্মা[৫] আনন্দিত মন ।
সোনেকারে পদ্মাবতী দেখাইল[৬] স্বপন ॥ ১১৬৪
উঠ উঠ আগ সোনকা সুন্দরী ।
তোমাকে বর [৭]দিতাম আসিলাম[৭] বিষহরি ॥ ১১৬৫
তোর দুঃখ [৮]দেখিয়া মোর[৮] দহে কলেবর ।
জালুর মণ্ডবে যাইয়[৯] দিব পুত্রবর ॥ ১১৬৬
[১০]অন্তর্দ্ধান হইলা তবে দেবী পদ্মাবতী[১০] ।
সপ্ন দেখিয়া সোনাই উঠে শীঘ্রগতি ॥ ১১৬৭
মনে মনে সোনকা হরিষ[১১] অন্তর ।
দেবীর পূজার সজ্জা লইল[১২] বিস্তর ॥ ১১৬৮
[১৩]ছাগল মৈষ[১৩] মেষ লইয়া চলিল ।
[১৪]ধূপ দীপে[১৪] নৈবেদ্য আদি উপহার দিল ॥ ১১৬৯
সোমাই [১৫]পণ্ডিতেরে সোনা সঙ্গেতে লইল[১৫] ।
ছয়ে বধূ [১৬]সঙ্গে করি[১৬] সোনকা চলিল ॥ ১১৭০

১—১ জেন দেখি স্বর্গ, ঙ। ২—২ দেবী পূজা করে সর্ব্বদাএ, ঙ। ৩ দরশনে,ঙ। ৪—৪ সর্ব্ব লোকে বলে জএ জএ, ঙ। ৫—৫ রূপে মনসার, ঙ। ৬ দেখান, ঙ। ৭—৭ দিতে আইস্থাছি, ঙ। ৮—৮ দেখিয়া, ঙ। ৯ জাবা, ঙ। ১০—১০ এতেক স্বপ্ন তারে দেখাইয়া পদ্মাবতী, ঙ। ১১ ভাবিয়া, ঙ। ১২ করিলা, ঙ। ১৩—১৩ ছাগ মহিষ, ঙ। ১৪—১৪ ধূপ, ঙ। ১৫—১৫ পণ্ডিত তবে সঙ্গে করি লইল, ঙ। ১৬—১৬ লইয়া, ঙ।

হাটিতে না পারে সোনাই চরণে নূপুর ।
[1]জালুয়ার মণ্ডব জানি আর[1] কতদূর ॥ ১১৭১
এই মতে জালুর বাড়ি গেলেন সোনেকা ।
সোনাইরে[2] দেখিয়া পদ্মা আপনে দিল দেখা ॥ ১১৭২
পদ্মারে দেখিয়া সোনাই বন্দিলা চরণ ।
কহিতে লাগিলা সোনাই যত বিবরণ ॥ ১১৭৩
নানাবিধ নৈবেদ্য দিল [3]ভরি স্বর্ণ[3] থাল ।
শ্বেত ধূপ [4]দিয়া সোনাই জালিল পাজাল[4] ॥
ছাগ [5]মৈষ মেষ যত[5] দিল শতে শতে ।
[6] নবলক্ষের পূজা সোনাই[6] করিল ভাল মতে ॥ ১১৭৫
তাহা দেখি পদ্মাবতী [7]বিমুখ হইছে[7] ।
চান্দের ঘরণী সোনাই কিসেরে আসিছে ॥ ১১৭৬
এতেক শুনিয়া সোনাই বলিলেক বাণী ।
ছয় পুত্র মোর[8] মারিচ আপনি ॥ ১১৭৭
[9]শিশু হতে ভাবি তুমি পরে[9] কেহ নাই ।
তার ফল দিলা মোরে বিষহরি আই ॥ ১১৭৮
[10]কান্দি কান্দি সোনাই হইল মূর্চ্ছিত[10] ।
[11]তোমার সেবা করি মোর[11] এত বিপরীত ॥ ১১৭৯
এতেক শুনিয়া [12]দেবী হরিষ অন্তর[12] ।
[13]বর মাগহ সোনাই দিব পুত্র বর[13] ॥ ১১৮০
[14]মনসার বাক্যে সোনাই হরিষ হৃদয়[14] ।
[15]লাচারি প্রবন্ধে বল এইত সময়[15] ॥ ১১৮১

১—১ ঝালুর বাড়ি জানি হবে, ঙ । ২ সোনকা, ঙ । ৩—৩ ভরিয়া জে, ঙ । ৪—৪ দিল তবে ধূপের সাজাল, ঙ । ৫—৫ মহিষ মেষ, ঙ । ৬—৬ শঙ্খলর্পে পূজা, ঙ । ৭—৭ বিমুখ হইয়া রইছে, ঙ । ৮ আমার, ঙ । ৯—৯ শিশুকাল হতে ভাবি তোমাএ আর, ঙ । ১০—১০ কান্দিতে কান্দিতে সোনাই হইল মূর্চ্ছিত, ঙ । ১১—১১ করিয়া তোমার সেবা, ঙ । ১২—১২ সোনাই কান্দিল বিস্তর, ঙ । ১৩—১৩ পদ্মা বলে বর মাগ জেই ইচ্ছা তোর, ঙ । ১৪—১৪ পদ্মার চরণে সোনাই হরিষ অন্তর, ঙ । ১৫—১৫ অঞ্চল পাতিয়া রাণী মাগে পুত্র বর, ঙ ।

লাচারি

চম্পক নগরে ঘর সোনাই মাগে পুত্রবর
মাগে বর আচল পাতিয়া।
* * * ॥ ১১৮২
খাইলাম পূজা দিলাম বর নাম থুইঅ লক্ষিন্দর
উটানিতে আনিব হরিয়া।
সোনাই বোলে [১]শোন আই এ বরে মোর[১] কার্য্য নাই
দেও মোরে এ বর ছাড়িয়া ॥ ১১৮৩
[২]খাইলাম পূজা দিলাম বর[২] নাম থুইঅ লক্ষিন্দর
অন্নপ্রাশনে আনিব হরিয়া।
শোনগ মনসা [৩]মাই এ বরে মোর[৩] কার্য্য নাই
দেও মোরে এ বর ছাড়িয়া[৪] ॥ ১১৮৪
খাইলাম পূজা দিলাম বর নাম থুইঅ লক্ষিন্দর
চূড়াকালে[৫] আনিব হরিয়া।
[৬]সোনাই বলে আগ মাই এ বরে মোর[৬] কার্য্য নাই
দেও মোরে এ বর ছাড়িয়া ॥ ১১৮৫
[৭]দিলাম দিলাম পুত্রবর[৭] নাম থুইঅ লক্ষিন্দর
বিহার রাত্রে আনিব দংশিয়া[৮]।
নেতা বলে সোনাই শুন বিলম্বেতে নাহি গুণ
হৈলে পুত্র না করাইবা[৯] বিহা ॥ ১১৮৬
এতেক ভাবিআ নারী[১০] আপনার মনে গণি
লইল বর অঞ্চল পাতিয়া।
[১১]পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজএ ভণে
লইল বর মস্তকে তুলিয়া[১১] ॥ ১১৮৭

১—১ শোন শোন আই এই বরে, ঙ। ২—২ দিলাম দিলাম পুত্রবর, ঙ। ৩ আই এ বরেতে, ঙ। ৪ ফিরাইয়া, ঙ। ৫ কর্ম্মে, ঙ। ৬—৬ শোনগ মনসা আই এই বরেতে, ঙ। ৭—৭ খাইলাম পূজা দিলাম বর, ঙ। ৮ হরিয়া, ঙ। ৯ করাইয়, ঙ। ১০ রাণী, ঙ। ১১—১১ এই চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

পয়ার

পুত্র বর পাইয়া সোনাই হরিষ অন্তর।
অবিলম্বে চলি গেল [1]আপনা ভুবন[1] ॥ ১১৮৮
এই তাগাত বরের পালা ॥

অথ অনিরুদ্ধ উষা হরণ ও যমযুদ্ধ ॥

আপনা মন্দিরে আছেন দেবী বিষহরি।
[2]বুদ্ধি বল নেতা মোরে রজক[2] কুমারী ॥ ১১৮৯
কি বুদ্ধি করিব আমি কি হবে উপাএ।
সোনকার পুত্র আমি পাইব কোথাএ ॥ ১১৯০
নেতা বলে পদ্মাবতী মোর বোল[3] ধর।
অবিলম্বে যাও তুমি শিবের গোচর ॥ ১১৯১
অনিরুদ্ধ উষা গিয়া আন দুই জন।
বিলম্ব না [4]কৈর তুমি চল এই ক্ষণ[4] ॥ ১১৯২
নেতার বচন শুনি দেবী বিষহরি।
নাগ আভরণ দেবী পরে তাড়াতাড়ি ॥ ১১৯৩

লাচারি

॥ নমো নমো দেবী[5] ॥

পরিধান পট্ট বস্ত্র[6] কটিতে তক্ষক।
হৃদয়ে [7]পরেন দেবী[7] নাগ কুরুবক ॥ ১১৯৪
[8]কালি নাগেত দিল অঞ্জ[নে]র[8] রেখা।
পাণ্ডু নাগে তার তোরণ সঙ্খ নাগে শাঁখা ॥ ১১৯৫
[9]কাছলী পরেন[9] দেবী আক্ষয়াল বেকা।
[10]গম্ভুর গম্ভির[10] নাগে ধ্বজের পতাকা ॥ ১১৯৬

১—১ আপনার ঘর, ঙ। ১—১ মোরে বুদ্ধি বল নেতা ধোপার, ঙ।
৩ কথা, ঙ। ৪—৪ না কর ঝাটে চলহ এখন, ঙ। ৫ দেবী বিষহরি গ ॥ ধুয়া ॥ ঙ।
৬ পাটাম্বর, ঙ। ৭—৭ কণ্ঠমালা, ঙ। ৮—৮ কালিয়া নাগেতে দিল অঞ্জলের, ঙ।
৯—৯ কাছলিয়া পৌরে, ঙ। ১০—১০ গাম্ভির গম্ভির, ঙ।

সিন্দুরিয়া নাগে [1]পরে শিরেতে[1] সিন্দুর।
খইয়া [2]নাগে পরে দেবী চরণে[2] নূপুর ॥ ১১৯৭
নাগরথে [3]সাজিয়া চলিল বিষহরি[3]।
[4]শিবের সাক্ষাতে দেবী গেল শীঘ্র করি[4] ॥ ১১৯৮

পয়ার

বসিছেন মহাদেব ত্রিলোকের[5] নাথ।
স্বর্গের[6] দেবতাগণ বসিছে সাক্ষাত ॥ ১১৯৯
অনিরুদ্ধ গীত গাহে নাচে দেবী উষা।
হেন কালে সভা মধ্যে গেলেন মনসা ॥ ১২০০
দেখিয়া সকল দেবে মাথে[7] দিল হাত।
না জানি সভাতে আজি কি হবে[8] প্রমাদ ॥ ১২০১
আসিয়া দাড়াইল [9]পদ্মা সভার মাঝারে[9]।
[10]অনিরুদ্ধ গাহে গীত সভার ভিতরে[10] ॥ ১২০২
বাপের অনাদরে পদ্মার স্থির নহে মন।
[11]সভা মধ্যে নিজ মূর্ত্তি হইলা তথন[11] ॥ ১২০৩
উষার দিগে[12] মনসার বিষ দৃষ্টি পড়ে।
বিষ [13]দৃষ্টে উষা তবে[13] নৃত্য গীত ছাড়ে ॥ ১২০৪
ভয় পাইয়া উষা ছাড়ে[14] নৃত্য গীত।
কোপ [15]করি মহাদেব শাপে[15] বিপরীত ॥ ১২০৫
কাহার ঝিয়ারি তুমি কাহার বৌয়ারি।
[16]দরিদ্র নির্ধন আমি কি করিতে পারি[16] ॥ ১২০৬

১—১ দিল শিরেতে, ঙ। ২—২ নাগেতে দেবী পরিল, ঙ। ৩—৩ চড়ি পদ্মা জাএ তরাতরি, ঙ। ৪—৪ অবিলম্বে গেল দেবী মহাদেবের পুরী, ঙ। ৫ এ জগতের, ঙ। ৬ সকল, ঙ। ৭ মাথাএ, ঙ। ৮ হএ, ঙ। ৯—৯ দেখি সভার জে মাঝে, ঙ। ১০—১০ আপন সুখে গীত শোনে জত দেবরাজে, ঙ। ১১—১১ আপনার নিজ মূর্ত্তি ধরে ততক্ষণ, ঙ। ১২ দিকে, ঙ। ১৩—১৩ দৃষ্টি দেখি উষা, ঙ। ১৪ এরে, ঙ। ১৫—১৫ মনে মহাদেব ভাবে, ঙ। ১৬—১৬ জত গালি দেও মোরে বুজিতে নারি, ঙ।

আমা আগে বড়াই কর করি অবহেলা।
বিনে অঙ্গীকারে কেন নৃত্য ছাড় বালা ॥* ১২০৭
অবজ্ঞা করহ তুমি দেখিয়া পাগল।
মোর শাপে স্বর্গ হতে লাম ক্ষিতিতল ॥ ১২০৮
মনুষ্য যোনিতে জন্ম লভ দুইজন।
ভোগিবা অনেক দুঃখ দুই মহাজন ॥ ১২০৯
বাপ শ্বশুর কুল করিয়া উদ্ধার।
আমার নিকটে দুই আসিবা আরবার ॥ ১২১০
এতেক বলিয়া শিব চিত্ত করে শান্ত।
ক্রোধ সম্বরিয়া শিব জিজ্ঞাসে বৃত্তান্ত ॥ ১২১১
মহাদেব বলে পদ্মা না ভাবিয় লাজ।
আমার নিকট পদ্মা আছে কোন কাজ ॥ ১২১২
ঝাটে করি মনের কথা কহত সত্বর।
মনের অভীষ্ট এখন দিমু সেই বর ॥ ১২১৩
বাপের বচন শুনি সানন্দ হৃদয়ে।
প্রণাম করিয়া করে বিষহরি কয়ে ॥ ১২১৪
পদ্মা বলে বাপু তুমি ত্রিভুবনের সার।
কন্যার অপমান রাখ এইবার ॥ ১২১৫
মনুষ্য জাতি চান্দ বেটা ধরে রাজছত্র।
মনুষ্য হইয়া বলে দেবতার পুত্র ॥ ১২১৬
যত গালি [১]পাড়ে মোরে নাহি বুঝি কাজ[১]।
তোমার সাক্ষাতে কথা কহিতে বাসি লাজ[২] ॥ ১২১৭
[৩]রাত্রি দিনে গালি মোরে পাড়ে অহংকারে[৩]।
[৪]বনে ঝাড়ে ফিরে নাগ লাগ পাইলে মারে[৪] ॥ ১২১৮

---

* ১২০৭—১২১৬ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই। ১ দেও মোরে বুজিতে নারি, ঙ। ২ ডর, ঙ। ৩—৩ রাত্রি দিবা পাড়ে গালি বলে অহঙ্কার, ঙ। ৪—৪ ডালে ডালে ফিরে নাগ লাগ পাইলে পড়ে প্রমাদে, ঙ।

[১]নর বেটা[১] জিনিতে নরি তোমার প্রসাদে।
[২]আমার সেবা করিতে লোকে চান্দো লাগে বাদে[২] ॥ ১২১৯
বাম পায়ে [৩]ঠেলে ঘট না করিল শঙ্কা[৩]।
হেতালের বাড়িয়ে কাকালি করে[৪] বেকা ॥ * ১২২০
তাহার [৫]ঘরণী সোনাই বড়[৫] বুদ্ধিমান।
শিশু কাল হতে পূজে [৬]আমার চরণ[৬] ॥ ১২২১
নাগে নষ্ট করিল তাহার পুত্র ছয় জন।
পুত্র শোকে গালি মোরে পাড়ে[৭] সর্ব্বক্ষণ ॥ ১২২২
জালুর বাড়িতে তারে দিলাম পুত্রবর।
[৮]তার হিত করি মোরে দেও[৮] মহেশ্বর ॥ ১২২৩
মোর বরে তার ঘরে জন্মিব কুমার।
তাহা হতে হবে মোর বাদের উদ্ধার ॥ ১২২৪
[৯]ত্রিদশ দেবের দেব তুমি[৯] নারায়ণ।
সোনকার উদরে জন্মিব কোন জন ॥ ১২২৫
তোমার বচন বাপু [১০]না হবে[১০] অন্যথা।
সোনকারে বর দেও সকল দেবতা ॥ ১২২৬
মোর যাত্রাফল কিবা দৈব যুগে[১১] ঘটে।
দূরের সাধন মোর[১২] মিলিল নিকটে ॥ ১২২৭
অনিরুদ্ধ উষা বাপু দেওত আমারে।
তবে যত দুঃখ মোর সব যায়ে দূরে ॥ ১২২৮
অনিরুদ্ধ জন্মিবেক সোনকার উদরে।
উষারে জন্মাইব নিয়া উজানি নগরে ॥ ১২২৯

১—১ নরেরে, ঙ। ২—২ অন্য জদি করে সেবা চান্দ মানা করে, ঙ।
৩—৩ ভাঙ্গে ঘট নাহি শঙ্কা করে, ঙ। ৪ কৈল ঙ।
* এই চরণের পর (ঙ) পুঁথিতে এক চরণ অতিরিক্ত :—
এহার শোধ দিব আমি পাইলে একা।
৫—৫ ঘরে সোনকা অতি, ঙ। ৬—৬ চরণ দুখান, ঙ। ৭ দেয়, ঙ।
৮—৮ তাহার উপাএ মোরে বল, ঙ। ৯—৯ এদেশের নাথ তুমি হও, ঙ।
১০—১০ নহেত, ঙ। ১১ জোগে, ঙ। ১২ কিবা, ঙ।

পরম সুন্দর[১] হবে প্রথম যৌবন।
দুই [২]জনের করাইব শুভ দরশন[২] ॥ ১২৩০
আপনার নিজ কর্ম্ম করিয়া সাধন।
[৩]পুনর্ব্বার দিব আনি তোমার সদন[৩] ॥ ১২৩১
পদ্মার বচনে শিব [৪]ভাবিলেক মনে[৪]।
কোন বুদ্ধি করিব আমি উষার কারণে ॥ ১২৩২
অনিরুদ্ধ উষা আমি দিবম[৫] তোমারে।
আমা[র] অগোচরে [৬]তুমি পালিবা[৬] তাহারে ॥ ১২২৩
অনিরুদ্ধ উষা মোর[৭] প্রাণের অধিক।
মর্ত্ত্য লোকে দুঃখ যেন না পায় কদাচিত ॥ ১২৩৪
মোর বাক্য লঙ্ঘিয়া যদি উষারে দেও তাপ।
তুমি আমা[র] কন্যা[৮] নহে আমি নহে বাপ ॥ ১২৩৫
মহাদেবে পদ্মাবতী [৯]যত কহে[৯] কথা।
[১০]এহারে সে শুনিয়া উষার মনে পাইল[১০] ব্যথা ॥ ১২৩৬
এতেক শুনিয়া উষা হইল বিস্মিত।
[১১]পয়ার ছাড়িয়া বল[১১] লাচারির গীত ॥ ১২৩৭

লাচারি

কান্দে উষা বানের কুমারী ॥ ধুয়া ॥
পূর্ব্ব জন্মের ফলে মনসা হরিল ছলে
আর না আসিব শিব পুরী।
[১২]ভূমে আরোপিয়া গাও ধরিয়া শিবের[১২] পাও
তুমি দেব সংসারের সার ॥ ১২৩৮
পাপ পুণ্য ফলাফল বুঝিয়া না কর বল
মোরে শাপ দিলা অকারণ।

---

১ সুন্দরী, ঙ। ২—২ জনারে করাইব নির্ব্বিঘ্ন ঘটন, ঙ। ৩—৩ তোমার নিকটে আনি দিব দুই জন, ঙ। ৪—৪ ভাবে মনে মন, ঙ। ৫ দিলাম, ঙ। ৬—৬ পালন করিবা, ঙ। ৭ আমার, ঙ। ৮ ঝি, ঙ। ৯—৯ কহে জত, ঙ। ১০—১০ তাহা শুনিয়া উষা মনে পায়ে, ঙ। ১১—১১ এই কালে বল ভাই, ঙ। ১২—১২ ভূমিতে লোটাইয়া পাও ধরিয়া শিবের, ঙ।

তোমা সুতা পদ্মাবতী কপটে নাগিনী জাতি
কামরূপে নামে[১] ক্ষিতিতল ॥ ১২৩৯

চাহিলেক [২]বিষ দৃষ্টে[২] তালভঙ্গ হইল নৃত্যে[৩]
এ[৪]দোষে আমারে দিলা শাপ।

মুই অভাগিনী নারী দুর্লভ অমরা পুরী
ছাড়ি যাইতে বড় দুঃখ পাই[৫] ॥ ১২৪০

[৬]দিয়াছ কঠোর শাপ মনে বড় লাগে তাপ[৬]
কত পাপ করিলাম যুগে যুগে।

অনিরুদ্ধ মোর পতি বায়ু দেবের নাতি
কামদেব আমার শ্বশুর[৭] ॥ ১১৪১

বুঝিয়া[৮] গৌরব তার না রাখিলা একবার
তুমি শিব নিদয় নিঠুর।

মহাদেবে বলে উষা [৯]তোমার পাপ[৯] দশা
[১০]হেন হইয়াছে দৈবগতি[১০] ॥ ১২৪২

এতকাল মোর আগে নৃত[্য]কর অনুরাগে
আজু কেন আসিল পদ্মাবতী[১১]।

অশুভ না [১২]ভাব মনে সমর্পিলাম পদ্মা[১২] স্থানে
পদ্মা তোমা[১৩] করিবে উদ্ধার ॥ ১২৪৩

মর্ত্ত্য লোকে [১৪]নাহি ব্যাজ সাধিয়া পদ্মার কাজ[১৪]
নিকটে আসিবা[১৫] আররার।

[১৬]শিব পদে বিজয়ে ভণে প্রশংসিল[১৬] দেবগণে
উষা [১৭]রাণী হইল নিসবদ[১৭] ॥ ১২৪৪

* * *।

---

১ নামিল, ঙ। ২—২ নাগ চিত্তে, ঙ। ৩ তাথে, ঙ। ৪ কি, ঙ। ৫ লাগে, ঙ। ৬—৬ করিলা কপট আশ মোর শুনি লাগে ত্রাশ, ঙ। ৭ শঙ্কর, ঙ। ৮ পাইয়া, ঙ। ৯—৯ সকল কর্ম্মের, ঙ। ১০—১০ নহে কেন আসিব পদ্মাবতী, ঙ। ১১ দৈবগতি, ঙ। ১২ করে মনে সমর্পিল পদ্মার, ঙ। ১৩ তোরে, ঙ। ১৪—১৪ ভুঞ্জি কাজ এহাতে না কর লাজ, ঙ। ১৫ আসিয়, ঙ। ১৬—১৬ শিব সদয়া মনে প্রশমিলা, ঙ। ১৭—১৭ হইল ক্রুদ্ধ মতি, ঙ।

... ... ।

পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে

শুনিয়া [১]কৌতুক দেবগণ[১] ॥ ১২৪৫

পয়ার

উষারে বেড়িয়া কান্দে যত দেবগণ।
অধোমুখী হইয়া কান্দে দেব ত্রিলোচন ॥ ১২৪৬
জয়া বিজয়া কান্দে আপনে ভবানী।
[২]বিষাদ ভাবিয়া কান্দে নারদ মহামুনি[২] ॥ ১২৪৭
কার্ত্তিক গণেশ কান্দে [৩]অশ্বিনী কুমার[৩]।
[৪]চতুর্দিকে দেবগণ করে হাহাকার[৪] ॥ ১২৪৮
ব্রহ্মা[৫] উর্ব্বশী কান্দে আর চিত্ররেখা।
না জানি [৬]উষার সঙ্গে কবে[৬] হয় দেখা ॥ ১২৪৯
[৭]দেবগণের কান্দন[৭] হইল অবসান।
অনিরুদ্ধ কান্দেন শিবের বিদ্যমান ॥* ১২৫০
[৮]কামের তনয়ে সেজে বিচারে পণ্ডিত[৮]।
শিবের চরণ ধরি [৯]লোটায়ে ভূমিত[৯] ॥** ১২৫১
লাজ [১০]ছাড়ি অনিরুদ্ধ কান্দে অতিশয়।
লাচারির ছন্দ বোল এইত সময়[১০] ॥ ১২৫২

১—১ হাসয়ে সর্ব্বজন, ঙ। ২—২ আরের কি কাজ গঙ্গা কান্দেন ঠাকুরাণী, খ, গ, । ৩—৩ ভবানী নন্দন, খ, গ। ৪—৪ চারি দিকে হুড়াহুড়ি কান্দে দেবগণ, খ, গ। ৫ ব্রহ্মা, খ, গ। ৬—৬ কতেক দিনে আর, খ, গ। ৭—৭ উষার ক্রন্দন যদি, খ, গ।

* ১২৫০ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

অনিরুদ্ধ বোলে শিব ঠাকুরালি ভাল।
গোড়া কাটিয়া গাছ উপরে জল ঢাল ॥

৮—৮ কামদেব তনয় অনিরুদ্ধ ছাওাল চরিত্র, খ, গ। ৯—৯ কান্দে বিপরীত, খ, গ।

** ১২৫১ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

বৈদ্য বিজয় গুপ্ত সরস রচিত।
চণ্ডিকার প্রসাদে করিল মনসার গীত ॥

১০—১০ ভয় এড়িয়া উষা, উচ্চস্বরে কান্দে।
এই কালে বোল ভাই লাচারির ছন্দে। খ, গ

লাচারি

ছাড়িয়া লাজ ভয়ে শিবের সাক্ষাতে কয়ে
তুমি [১]দেব ভুবনকারণ[১] ।
তুমি দেব [২]ত্রিপুরারি হইলা আমার বৈরি[২]
বিনে অপরাধে দিলা[৩] শাপ ॥ ১২৫৩
শিশু হতে করি আশ [৪]তাথে তুমি করিলা নাশ[৪]
তোমার পায়ে আমি বড় পাপী ।
নিজ[৫] অনুগত জন শাপ দিলা কি কারণ
মোর [৬]পিতামহ বনমালী[৬] ॥ ১২৫৪
তোমা সেবক বান অসুর [৭]উষার জনক মোর[৭] শ্বশুর
যাহার কারণ[৮] কইলা যুদ্ধ ভার ।
[৯]তিল মাত্র[৯] গৌরব তার না রাখিলা একবার
তুমি শিব নির্দয় নিঠুর ॥ ১২৫৫
বিজয়ে গোপ্তে বলে সার মোর গতি নাহি আর
দয়া কর দেবী পদ্মাবতী ॥ ১২৫৬

পয়ার

অনিরুদ্ধ করিল যদি ক্রন্দন বিশ্রাম ।
পদ্মার চরণে উষা করিলা প্রণাম ॥* ১২৫৭
উষা বলে [১০]শোন দেবী[১০] শিবের কুমারী ।
তোমার বিষম মাঞা বুঝিতে না পারি ॥ ১২৫৮
লোকমুখে শুনি তোমার চরিত্র বিকট ।
এক সত্য [১১]কর তুমি শিবের[১১] নিকট ॥ ১২৫৯

১—১ শিব জগতমোহন, ঙ । ২—২ মহেশ্বর জত ইতি চরাচর, ঙ । ৩ মোরে, ঙ । ৪—৪ মোর বাপ তোমার দাস, ঙ । ৫ তোমার, ঙ । ৬—৬ পিতা প্রভু বান মুনি, ঙ । ৭—৭ সেই মোর, ঙ । ৮ লাগি, ঙ । ৯—৯ তিলেক, ঙ ।

* ১২৫৭ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই ।

১০—১০ পদ্মা তুমি, খ, গ । ১১—১১ করহ তোমার বাপের, খ, গ ।

মহাদেব হেন প্রভু ত্রিলোকের[১] পতি।
তাহানে ছাড়িয়া যাই[২] তোমার সংগতি ॥ ১২৬০
[৩]যখনে বিপদ হয়ে পড়িব সঙ্কটে[৩]।
[৪]তথনে আসিবা মাতা[৪] আমার নিকটে ॥* ১২৬১
[৫]নিত্য মোরে দিবা বর চাহিব যখন[৫]।
তবে সে তোমার সঙ্গে যাই[৬] দুই জন ॥ ১২৬২
উষার বচনে দেবী না করিলা আন।
সত্য [৭]দড়াইল তথন শিব[৭] বিদ্যমান ॥ ১২৬৩
একে একে [৮]সর্ব দেব[৮] সাক্ষী করে উষা।
সত্য সত্য তিন বার দড়াইল মনসা ॥* * ১২৬৪
অনিরুদ্ধ উষারে ধরিয়া বাম[৯] হাতে।
[১০]হরষিতে মনসা চড়িল[১০] নাগরথে ॥ ১২৬৫

---

১ সংসারের, খ, গ। ২ জাইব, খ, গ। ৩—৩ জতেক আপদ স্থানে পরেত সঙ্কট, খ, গ। ৪—৪ স্মরণে আসিবা মাগো, খ, গ।

* ১২৬১ সংখ্যাক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

কোপ জদি না করহ তবে বলি নিষ্ট।
দুই বর দিবা মোরে মনের অভীষ্ট ॥

৫—৫ অকপটে দিবা বর জে চাহি জথন, খ, গ। ৬ জাইব, খ, গ। ৭—৭ সত্য দাড়াইলা বাপের, খ, গ। ৮—৮ দেবগণ, খ, গ।

* * ১২৬৪ সংখ্যাক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

হরিষে নাগরথে চড়িল মনসা।
প্রণাম করিয়া চলে অনিরুদ্ধ উষা ॥
উষা অনিরুদ্ধ জায় জানিয়া নিশ্চয়।
সকল দেবতাগণে মনে পাইল ভয় ॥
টলমল করে সবে নয়নের পানি।
আর দেবের কাজ থাকুক দুঃখিত শূলপানি ॥
বাপের চরণে পদ্মা করেন নমস্কার।
দুর্গা দুর্গা মহাদেব বলে বারে বার ॥

৯ দুই, খ, গ। ১০—১০ হরিষে মনসা দেবী চড়ে, খ, গ।

রত্নময় সিংহাসনে বসিলা বিষহরি।
ডাক দিয়া [১]আনে নেতা ধোপার[১] কুমারী ॥* ১২৬৬
আপনে সদয় [২]মোরে হইল[২] সদাশিব।
[৩]সাবধানে রাখ অনিরুদ্ধ উষার[৩] জীবন ॥ ১২৬৭
[৪]কার শক্তি আছে বোঝে[৪] পদ্মার পরিপাটী।
সম্বা[দ] দিয়া [৫]আনে পদ্মা[৫] নাগ উনকোটী ॥ ১২৬৮
পদ্মার আদেশে নাগ আইল আস্তে বেস্তে।
[৬]জোড় হস্তে দাড়াইল পদ্মার সাক্ষাতে[৬] ॥ ১২৬৯
[৭]পদ্মাবতী বোলে নাগ শোন মন দিয়া।
উষার তরে অগ্নিকুণ্ড দেও সাজাইয়া[৭] ॥* * ১২৭০
বড় বড় নাগ [৮]সব দেখিতে প্রচণ্ড[৮]।
পদ্মার আদে[শে] সাজাইল[৯] অগ্নিকুণ্ড ॥ ১২৭১
অগ্নিকুণ্ড সাজাইল [১০]যত নাগ সবে[১০]।
আড়ে [১১]দিঘে তের গজ নও[১১] গজ উভে ॥† ১২৭২

১—১ আনিল নেতা রজক, খ, গ।

* ১২৬৬ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

জত উপজিল কথা কহিল তখন।
অনিরুদ্ধ উষা আনিয়াছে দুই জন ॥

২—২ হইয়া দিয়াছে, খ, গ। ৩—৩ এইক্ষণে লও নিয়া অনিরুদ্ধের, খ, গ। ৪—৪ কাহার শকতি বুঝে, খ, গ। ৫—৫ আনিল, খ, গ। ৬—৬ মনসার সাক্ষাতে দাড়াইল জোড় হাতে, খ, গ।

৭—৭ পদ্মা বলে নাগ সব শুন বচন।
অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া দেও এইক্ষণ ॥ খ, গ

* * ১২৭০ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

উদ্ধারিব নিজ কার্য্য জীব সংহারিয়া।
উষার তরে অগ্নিকুণ্ড দেও সাজাইয়া ॥

৮—৮ সবের বড় বড় মুণ্ড, খ, গ। ৯ তারা সাজায়, খ, গ। ১০—১০ জেখানে জে শোভে, খ, গ। ১১—১১ তের গজ কুণ্ড কুড়ি, খ, গ।

† ১২৭২ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

সাল পিয়াল কাষ্ঠ অগুরুচন্দন।
মাথায় বোঝা করিয়া আনে জত নাগগণ ॥

[১]আগর চন্দন কাষ্ঠে জালিয়া অনল ।
তার মধ্যে ঘ্[তি] ঢালে নাগ সকল[১] ॥ ১২৭৩
[২]প্রজ্বলিত হইল[২] অগ্নি ধূমশিখা নাই ।
[৩]সমুখে দাড়াইয়া দেখে[৩] বিষহরি আই ॥* ১২৭৪
[৪]প্রজ্বলিত হইল অগ্নি দেখেন মনসা[৪] ।
[৫]কুণ্ডের নিকটে গেল অনিরুদ্ধ উষা[৫] ॥ ১২৭৫
বাণের কুমারী উষা বড়হি সাহস ।
অগ্নি [৬]মধ্যে ঘৃত ঢালে[৬] কলসে কলস ॥ ১২৭৬
অনেক [৭]প্রকারে দিল বস্ত্র আভরণ[৭] ।
একমন চিত্তে পূজে দেব হুতাশন ॥ ১২৭৭
[৮]ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর পূজি এক চিত্তে ।
কুণ্ড প্রদক্ষিণ করি দাঁড়ায় জোড় হাতে[৮] ॥ ১২৭৮
অনেক প্রণতি স্তুতি[৯] করে বারে বার ।
নরসিংহ কাটারি লইল বড়[১০] চৌকা ধার ॥ ১২৭৯

১—১ সুখুনা কাষ্ঠ জত আনে ডালে মূলে ।
অগ্নি জ্বালিয়া তবে তৈল ঘৃত ঢালে । খ, গ

২—২ নির্গমে জলে, খ, গ । ৩—৩ নিকটে দাড়াইলা গিয়া খ, গ ।

* ১৭২৪ সংখ্যক পদের পরে, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

পাতল সরিষা শুদ্ধ সুতার কাপর ।
ঘৃত তৈল মিশাইয়া করিল জাবর ।
অগ্নি মধ্যে ফালাইল আথালি পাথালি ।
কলস ভরিয়া ঘৃত নাগ সভে ঢালি ।
অনন্ত বাসকি আর তক্ষক কর্কট ।
সারি দিয়া দাড়াইল কুণ্ডের নিকট ।

৪—৪ তপ্ত কাঞ্চন জেন শরীর দেখী শুদ্ধ, খ, গ । ৫—৫ অগ্নির নিকটে গেলা উষা অনিরুদ্ধ, খ, গ । ৬—৬ কুণ্ডে ঢালে ঘৃত, খ, গ । ৭—৭ আভরণ দিল রক্ত বসন, খ, গ ।

৮—৮ ইষ্ট দেবতা পূজিয়া লয় হরির নাম ।
প্রদক্ষিণ হইয়া করে কুণ্ডেরে প্রণাম । খ, গ

৯ উষা, খ, গ । ১০ অতি, খ, গ ।

উষার শরীর যেন ননির পুতলি।
হেন অঙ্গ[1] কাটিয়া অগ্নিতে দিল ঢালি ॥ ১২৮০
দুই স্তন কাটিয়া ঘুচাইল হিয়ার লাজ।
প্রদক্ষিণ হইয়া দিল অগ্নিকুণ্ড মাঝ ॥ ১২৮১
গায়ের মাংস কাটিয়া করিল খণ্ড খণ্ড।
রক্ত মাংস দিয়া পূজিল[2] অগ্নিকুণ্ড ॥ ১২৮২
দুই [3]প্রহর পথ থাকি দেখে[3] অগ্নিশিখা।
[4]মূর্ত্তিমান হইয়া[4] অগ্নি উষারে দিলা দেখা ॥ ১২৮৩
উষারে হইলা তুষ্ট দেব হুতাশন।
বর মাগ বর দিব যে লয় তোমার মন ॥* ১২৮৪
[5]অগ্নির বচনে উষা আনন্দিত মতি[5]।
প্রণাম করিয়া [6]কথা কহেন যুবতি[6] ॥ ১২৮৫
উষা বলে অগ্নি তুমি দেবের প্রধান।
সংসারের[7] পাপ পুণ্য তোমা [র] বিদ্যমান ॥ ১২৮৬
[8]সর্ব্বভূতে জ্ঞান তুমি জগত পূজিত[8]।
লুকাইয়া পাপ [9]কৈলে তোমার বিদিত[9] ॥ ১২৮৭
মোর যত [10]বৃত্তান্ত গোচর[10] তোমার ঠাই।
মহাদেবের [11]আজ্ঞায়ে আমি মর্ত্ত্য[11] লোকে যাই ॥ ১২৮৮
স্বরূপে গোঁসাই যদি মোরে দেও[12] বর।
তোমার প্রসাদে যেন হই জাতিস্মর ॥ ১২৮৯

---

১ শরীর, খ, গ। ২ পূজা করে, খ, গ। ৩—৩ প্রহরের পথ দিয়া দেখায়, খ, গ। ৪—৪ আপন মূর্ত্তি ধরিয়া, খ, গ।

* ১২৮৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

অগ্নি বলে উষা শুনগ বচন।
তোমারে বর দি আমি তাহে দেও মন ॥

৫—৫ শুনিয়া অগ্নির বাক্য উষা হরষিত, খ, গ। ৬—৬ উষা পড়িল ভূমিত, খ, গ। ৭ আমার জত, খ, গ। ৮—৮ সংসারের সার তুমি জগতের গোসাঞী, খ, গ। ৯—৯ করিতে অবিদিত নাই, খ, গ। ১০—১০ পাপ পুণ্য কহি, খ, গ। ১১—১১ শাপে আমি নর, খ, গ। ১২ দিবা, খ, গ।

উষার বচনে অগ্নি তুষ্টিত[১] অন্তর।
[২]তুষ্ট হইয়া উষারে যে দিলা[২] সেই বর ॥ ১২৯০
তবে অগ্নি উষার করিলা হিত কর্ম্ম।
মনুষ্য যোনিতে জন্মিবা তুমি শোন কহি মর্ম্ম ॥ * ১২৯১
মোর বরে হবে তোর সুন্দর আকৃতি।
[৩]ত্রিভুবনের স্ত্রী হইতে তুমি হবা[৩] সতী ॥ * * ১২৯২
[৪]অগ্নির জালে তুমি না হবা পীড়ন[৪]।
মৈলে মড়া জিয়াইবা হারাইলে পাবা ধন ॥ ১২৯৩
[৫]অনিরুদ্ধ তোমার স্বামী[৫] হইব অবশ্য।
নরলোকে না কহিয় তাহার রহস্য ॥ ১২৯৪
সাত পাঁচ দুঃখ দেখি[৬] না ভাবিও মনে।
দুই কুল উদ্ধরিয়া আসিবা[৭] কথ দিনে ॥ ১২৯৫
[৮]এতেক বর যদি দিলা হুতাশন[৮]।
[৯]অগ্নিমধ্যে[৯] প্রবেশ করিলা দুইজন ॥ † ১২৯৬

---

১ দুঃখিত, খ, গ। ২—২ এবমস্তু বলিয়া উষারে দিলা, খ, গ।

* ১২৯১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

অগ্নি বলে উষা করিলা বড় কর্ম্ম।
মনুষ্য জাতি হইয়া স্মরিলা পুর্ব্বধর্ম্ম।

৩—৩ সংসারের স্ত্রী হইতে হইবা তুমি, খ, গ।

* * ১২৯২ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

সুবর্ণ রজত লোহা তামা পিতল।
তোমার অগ্নির জালে হইবে কোমল ॥

৪—৪ সতী জ্ঞানে গৌরব করিবে সর্ব্বজন, খ, গ। ৫—৫ তোমার স্বামী অনিরুদ্ধ, খ, গ। ৬ কিছু, খ, গ। ৭ আসিও, খ, গ। ৮—৮ অন্তর্দ্ধান অগ্নিদেব হইল তথন, খ, গ। ৯—৯ স্বরূপে অগ্নিতে, খ, গ।

† ১২৯৬ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত :—

চন্দন কাষ্ঠের অগ্নি জ্বালিছে প্রচুর।
একদৃষ্টে চায়ে সভে মন্দাকিনী কূল ॥

চিত্রগুপ্ত করে যমপুরেতে[১] লিখন।
[২] অগ্নিতে পড়িয়া প্রাণ ছাড়ে দুইজন[২] ॥ ১২৯৭
আয়ুশেষে পরম আয়ু দিনে দিনে টাকি[৩]।
পাতে পাতে লিখে যত[৪] ওয়াসিল বাকি ॥ ১২৯৮
[৫]অনিরুদ্ধ উষার যদি[৫] আয়ু হইল শেষ।
[৬]যমদূত পাঠাইল করিয়া আদেশ[৬] ॥* ১২৯৯
[৭]ত্রিশিরা ত্রিদশা[৭] শূকরবদন।
[৮]চর্ম্ম ধড়া পরিধান ডাঙ্গরলোচন[৮] ॥ ১৩০০
[৯]শীঘ্র করি গেল দূত জাহ্নবীর তীরে[৯]।
বেড়িয়া [১০]বসিল গিয়া কুণ্ডের দুই ধারে[১০] ॥ ১৩০১
লোহার [১১]মুসল মারে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া[১১]।
হিচল মারিয়া প্রাণ লইল খসাইয়া[১২] ॥ ১৩০২
অনিরুদ্ধ উষার [১৩]জীব যমে[১৩] লইয়া যায়।
[১৪]কোপে রা [ঙ্গা] আঁখি করি পদ্মাবতী চায়[১৪] ॥ ১৩০৩
কোথা হতে আসিয়াছ তুই বেটা কে।
প্রাণে যদি না মরিবি পরিচয় দেয়ে ॥ ১৩০৪
পাপীজন নিতে তোর যমের অধিকার।
পুণ্যমন্ত[১৫] নিতে যম কোথাকার ছাতার[১৬] ॥ ১৩০৫

---

১ পুরের খ, গ। ২—২ সত্য অগ্নি প্রবেশ করিলা দুইজন, খ, গ। ৩ ঢাকি খ, গ। ৪ তবে, খ, গ। ৫—৫ টুটিল কাল তাহার, খ, গ। ৬—৬ কোন দূত পাঠাইবা যমের আদেশ, খ, গ।

* ১২৯৯ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

চিত্রগুপ্তের মুখে যম শুনিয়া বচন।
দুহারে আনিতে পাঠায় দূত তিন জন।

৭—৭ ত্রিদশ ত্রিশিরা আর, খ, গ। ৮—৮ লোহার দড়ি পরিধান রক্তলোচন, খ, গ। ৯—৯ তড়াতড়ি জায় দূত জাহ্নবীর তটে, খ, গ। ১০—১০ রহিল গিয়া কুণ্ডের নিকটে, খ, গ। ১১—১১ মুদ্গর মারে কুণ্ড চাপিয়া, খ, গ। ১২ কাড়িয়া, খ, গ। ১৩—১৩ প্রাণ দূতে, খ, গ। ১৪—১৪ পাকাল আঁখি করিয়া তারে বিষহরি চায়, খ, গ। ১৫ পুণ্যজন, খ, গ। ১৬ ছার, খ, গ।

[১]পাপীজন নিতে যমে নরে এক গোট[১]।
হরিশ্চন্দ্র রাজা হতে মোরে দেখ ছোট[২] ॥ ১৩০৬
কোন কর্ম্ম করিতে [৩]হয় যম[৩] উপভোগ।
সর্ব্বক্ষণ পাপ [৪]ভোগে শরীরের[৪] রোগ ॥ ১৩০৭
দূতে বলে পদ্মাবতী [৫]না হইয়[৫] কুপিত।
[৬]যমের অধিকার জান[৬] সংসার বিদিত ॥ ১৩০৮
কীট পতঙ্গ [৭]আদি আছয়ে[৭] সংসারে।
[৮]সকল জায় আমার যমরাজ পুরে[৮] ॥ * ১৩০৯
[৯]ইতিন ভুবনে জান যম মহারাজ।[৯]
যাহার [১০]নমক খাই তাই তাহার করি কাজ[১০] ॥ ১৩১০
অকারণে [১১]পাকাও আঁখি চাহ[১১] বিষহরি।
যমের প্রসাদে [১২]আমি কাররে না ডরি[১২] ॥ ১৩১১
[১৩]যাহার নমক খাই তাহার কর্ম্ম করি।
তোমার কোপে ভয়ে নাহি যমের কোপে মরি[১৩] ॥ ১৩১২

১—১ দ্বারিকার লোক নিতে নি পার এক গোটা, খ, গ। ২ টুটা, খ, গ। ৩—৩ যম হইল, খ, গ। ৪—৪ ভুঙ্গে সবির বাড়ে, খ, গ। ৫—৫ বৃথায়, খ, গ। ৬—৬ আমার যমের অধিকার, খ, গ। ৭—৭ জত বৈসে, খ, গ। ৮—৮ কোন জন না জায় মোর যম রাজার দ্বারে, খ, গ।

* ১৩০৯ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

চৌদ্দ সহস্র কুম্ভীপাক কৃষ্ণ বর্জ্জিত।
কোনজন না জায় আমার যমের বিদিত ॥
স্থলপদ্ম হুতাশন ভাস্কর আদি জত।
লম্বোদর লম্ব অষ্ট দেখিতে অদ্ভুত ॥
হেন যমেরে পদ্মা যে হয় তাপী।
যমের দোষ নাহি সেই সব পাপী ॥

৯—৯ ত্রিদশ ভুবনে মোর যম মহাশয়।
তাহার প্রসাদে মোর কাহারে নাহি ভয় ॥ খ, গ।

১০—১০ নুন খাই তাহার কর্ম্ম করি, খ, গ।

১১—১১ পাকাল আঁখি কর, খ, গ। ১২—১২ নহি কাহার কুর্পর, খ, গ, ১৩—১৩ অকারণে লজ্জা পাইবা জয় বিষহরি, খ, গ।

দূতের মুখে [১]শুনিয়া পদ্মা এতেক উত্তর[১]।
অষ্ট [২]নাগ আদেশিয়া[২] বলে ধর ধর ॥ ১৩১৩
ধর ধর [৩]বলি পদ্মা জ্বলিলেক কোপে[৩]।
[৪]কোপে রাঙ্গা দুই আঁখি থর থর কাঁপে[৪] ॥ ১৩১৪
[৫]একবারে নাগে তারে[৫] মারিলেক ছোপ।
শুকনা কাষ্ঠেতে যেন কুড়ালের কোপ[৬] ॥ ১৩১৫
বিষের জায়ে[৭] সব লোটায়ে ভূমিতলে।
অনিরুদ্ধ উষার জীব বান্দিল আঁচলে ॥ ১৩১৬
এতেক শুনিয়া দূত পদ্মার বচন।
দুই জনের জীব লইয়া করিল গমন ॥ ১৩১৭
এতেক দেখিয়া তবে দেবী বিষহরি।
ধামু ধামু বলি পদ্মা ডাকে [৮]শীঘ্র করি[৮] ॥ ১৩১৮
পদ্মা বোলে ধামু নাগ শোনহ বচন।
দূতগণের ফল গিয়া[৯] কর এইক্ষণ ॥ ১৩১৯
অগ্নিমুখ সূচীমুখ শিলীমুখ ফণি।
চারিনাগ লইয়া ধামু চলিলা আপনি ॥ ১৩২০
দেখিতে না দেখি যেন বিজলির রেখা।
যমদূতের সঙ্গে ধামুর পথে হইল দেখা ॥ ১৩২১
ধামু বোলে যমদূত কথা শোন রইয়া।
অনিরুদ্ধ [১০]উষার জীবনেও[১০] পালাইয়া ॥ ১৩২২
যমদূতের সঙ্গে [১১]ধামুর হইল[১১] হুড়াহুড়ি।
এইকালে বোল গাইন সরস লাচারি ॥ ১৩২৩

১—১ পদ্মাবতী পাইয়া অমু উত্তর, খ, গ। ২—২ নাগগণের তরে দেবী, খ, গ। ৩—৩ বলিয়া দেবী জ্বলিয়া গেল কোপ, খ, গ। ৪—৪ হরিণী দেখিয়া জেন বাঘে দিল ছোপ, খ, গ। ৫—৫ পদ্মার আদেশে নাগে, খ, গ। ৬ কোপ, খ, গ, ঙ। ৭ তেজেতে, ঙ। ৮—৮ তরাতরি, ঙ। ৯ কিছু, ঙ। ১০—১০ উষা লইয়া জাও, ঙ। ১১—১১ ধামু করে, ঙ।

লাচারি
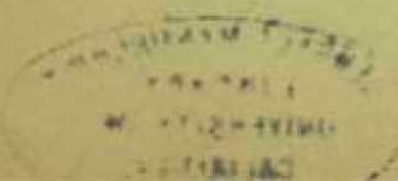
শোনরে যমের দূত [১]এড়ি দেয়[১] বাণের সুত
[২]উহার মায়ে[২] মনসার দাসী ।
[৩]যাইতে পদ্মার দায়ে তারে না নেয়ে যমরায়ে[৩]
আর যেবা মরে বারাণসী ॥ ১৩২৪

অল্প বুদ্ধি, তুমি[৪] ছার পদ্মারে না [৫]জান সার[৫]
[৬]সর্ব্ব দেবে যাহারে ডরায়ে[৬] ।
যে জনে কাশীতে মরে তারে যমে নিতে[৭] নারে
সেজনে [৮]কৈলাসে চলি যায়[৮] ॥ ১৩২৫

তোমা[র][৯] প্রভু যমরাজ [১০]সে কিছু না[১০] বোজে কাজ
কেবা তারে হেন বুদ্ধি দেয় ।
বিচারিয়া চাহ পাছে কোন কালে[১১] হেন আছে
পদ্মার [১২]সেবক যমে নেয়[১২] ॥ ১৩২৬

চিত্রগুপ্তে কিবা লিখে তার মনে কিবা দেখে
মিছা [১৩]বিবাদ পদ্মাবতীর সনে[১৩] ।
[১৪]শোনে যদি[১৪] দেবগণে পদ্মার সেবক নেয়ে যমে[১৫]
[১৬]তাহার শাস্তি পাইতা অখনে[১৬] ॥ ১৩২৭

... ... ।

অহঙ্কারে ধামু রোষে কোপে যমদূত হাসে
ঘন ঘন মোচড়ে গোপ দাড়ি ॥ ১৩২৮
ধামু বলে রহো রহো আগে মোর ঘা সহো
[১৭]পাছে বুজিব[১৭] বীরপানা ।

১—১ দেও ছাড়ি, ঙ । ২—২ উষামাত্র, ঙ ।
৩—৩ জাহারে পদ্মার দয়া তাহার কি যমের দাওা, ঙ ।
৪ ত্তোর, ঙ । ৫—৫ চিন আর, ঙ । ৬—৬ সকলে মিলিয়া জারে ভাবে, ঙ ।
৭ ছুঁইতে, ঙ । ৮—৮ জায়ে বৈকণ্ঠ ভুবন, ঙ । ৯ তোর, ঙ ।
১০—১০ সেবা কিবা, ঙ । ১১ থানে, ঙ । ১২—১২ অন্থে নিতে নরে, ঙ ।
১৩—১৩ বিবাদে পাঠায় দুত, ঙ । ১৪—১৪ জদি জানে, ঙ । ১৫ জনে, ঙ ।
১৬—১৬ আর শাস্তি পাইবা এখানে, ঙ । ১৭—১৭ পাছে তোর বুজিব, ঙ ।

ধামু নাগে যারে খায় সে কি ফিরি ঘরে যায়
অহঙ্কারে পাসর[১] আপনা ॥ ১৩২৯
কোপে ধামু গালি পাড়ে সঘন নিঃশ্বাস ছাড়ে
যেন উঠয়ে অগ্নির কণা।
[২]বাম হাতে পুরি তাল আকাশে উঠিল নাল
কপালে ধরিল বিষফণা[২] ॥ ১৩৩০
অষ্ট নাগ এক চিত্তে [৩]রবির দূতের রিতে[৩]
সংগ্রামে সাজিল যমদূত।
বিজএ গোপ্তে কবি কয়ে [৪]রসিকের মনে লয়ে[৪]
নাগগণে লড়ায়ে যমদূত ॥ ১৩৩১

পয়ার

অনিরুদ্ধ উষার জীব করিয়া লইল।
জীব লইয়া নাগগণ [৫]তখনে চলিল[৫] ॥ ১৩৩২
হাঁটিতে না পারে দূত বিষের জ্বালায়।
অনেক [৬]কাকুতি করি যম ঘরে যায়[৬] ॥ ১৩৩৩
সভা মাঝে বসিছে যম আপন সিংহাসনে।
আস্তে বেস্তে দূত সব মিলে ততক্ষণে ॥ ১৩৩৪
চৌদ্দ-যম সঙ্গে করি বসিছে যমরায়।
হেন কালে দূত সব মিলিল তথায় ॥* ১৩৩৫

---

১ পাসরে, ড। ২—২ এই চরণটি অতিরিক্ত, (ড) পুঁথিতে নাই।
৩—৩ রহিল দূতের ভিতে, ড। ৪—৪ এই অংশটুকুর স্থলে আদর্শ পুঁথিতে আছে

পদ্মা ভজে রাম জএ।

কিন্তু (ড) পুঁথিতে আছে

রসিকের মনে লয়ে।

ইহাই কবি বিজয় গুপ্তের লেখা হওয়া স্বাভাবিক মনে হওয়ায় আদর্শ পুথির অংশটুকু বাদ দিয়া (ড) পুঁথির পাঠ মূলে লেখা হইয়াছে।

৫—৫ গমন করিল, ড। ৬—৬ কষ্টেতে গিয়া যমপুর পায়ে, ড।

* ১৩৩৪-১৩৩৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ড) পুঁথিতে নাই।

[1]অনেক করিয়া পুরী কনক সিংহাসন[1]।
চৌদ্দ যমের কথা কহি [2]মন দিয়া শুন[2] ॥ ১৩৩৬
ধর্ম্মাধর্ম্ম [3]আর নির্ত্তক কালান্তক[3]।
[4]বিভম্বত ককওহত আর হুতামুখ[4] ॥ ১৩৩৭
বিনা দক্ষ পবন আর ওহার সহোদর।
চিত্রগুপ্ত যম আর সুবদন[5] ॥ ১৩৩৮
সাত আসি [6]হস্তে তথা ধর্ম্মাধর্ম্ম লিখে[6]।
কোটী লোকে সাক্ষী দেয় [7]স্বর্গ লোকে দেখে[7] ॥ ১৩৩৯
ধর্ম্মাধর্ম্ম [8]কথার লাগি নারে জিজ্ঞাসিতে[8]।
হেন কালে [9]দুই দূত আসিল আচম্বিতে[9] ॥ ১৩৪০
হাঁটিতে না পারে দূত ঘন বহে সোয়াস।
[10]উর্দ্ধমুখে ধাইয়া গেল[10] যম রাজার পাস ॥ ১৩৪১
তোমার [11]বাক্যে গেলাম অনিরুদ্ধ[11] আনিবার।
[12]পদ্মার নাগে করিল যত চরণ[12] প্রহার ॥ ১৩৪২
অষ্টনাগ আসিল যেন বিপক্ষের কাটা।
বিষ্ণুদূতের সঙ্গে দেখা [13]তারা দিল[13] খোটা ॥ ১৩৪৩
হরিশ্চন্দ্র হতে [14]আমারে দেখ টুটা[14]।
নাগিনী মনসা [15]মোরে দিল সেই[15] খোটা ॥ ১৩৪৪
প্রাণ ধরাইতে নারি মনসার বিষে।
[16]অভিমানে মরি মোরা[16] গলাএ কলসে ॥ ১৩৪৫

Extra

১—১ একমনে কহি কথা শোন সর্ব্বজন, ঙ। ২—২ শোন দিয়া মন, ঙ। ৩—৩ রাজ আর বিষটক কালান্ত, ঙ। ৪—৪ বিরপুত চতুরভূত সাজিল ক্রন্তান্ত, ঙ। ৫ দেখ বৃকবর, ঙ। ৬—৬ হস্ত তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম লিখি, ঙ। ৭—৭ স্বর্গের লোকে দেখি, ঙ। ৮—৮ জিজ্ঞাসা করিলা ভাল মতে, ঙ। ৯—৯ দূত গিয়া মিলিল তথাতে, ঙ। ১০—১০ উর্দ্ধশ্বাসে কহে কথা, ঙ। ১১—১১ কার্য্যে গেলাম অনিরুদ্ধ উষা, ঙ। ১২—১২ নাগ দিয়া পদ্মা করে দারুণ, ঙ। ১৩—১৩ তারে দেয়ে, ঙ। ১৪—১৪ কি আমারে দেখ ছোটা, ঙ। ১৫—১৫ দেবী দিল এই, ঙ। ১৬—১৬ আজ্ঞা কর দূত মরুক, ঙ।

যমের পায়ে ধরি দূত উচ্চস্বরে কান্দে ।
এই কালে বোল গাইন লাচারির ছন্দে ॥ ১৩৪৬
কান্দে যমের দূত [১]ধরি যমের পায়[১] ।
[২]যে জনে মনসা পূজে তার নাহি দায় ॥ ১৩৪৭
যমের আগে লোহার মুদ্গার থুইল চামের দড়ি ।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দূত ভূমে দিয়া গড়ি[২] ॥ ১৩৪৮
যাহার ঠাই দায় নাহি তার ঠাই পচ ।
[৩]আমি মরি পরের কিলে তুমি বসি হাস[৩] ॥ ১৩৪৯
রবির সুত[৪] হইয়া তোমার কাজে[৫] নাহি দড় ।
এই ছার [৬]বিষয়ের সাধ[৬] এইক্ষণে ছাড় ॥ ১৩৫০
যথা তথা তোমার বিষয়ে তথা তথা ঠেকে ।
পদ্মার নাগে দূত মারে প্রত্যক্ষেতে দেখে ॥* ১৩৫১
চিত্রগুপ্তে কিবা লেখে কিবা বোঝে ভাও ।
ভাল মন্দ না বুঝিয়া [৭]বলে যাও[৭] যাও ॥ ১৩৫২
লেখন [৮]পড়ন নাহি জানে কেবল মুখ[৮] পাজি ।
[৯]যার ঠাই দায় নাহি তার ঠাই পাতী[৯] ॥ ১৩৫৩
কান্দে যমের দূত যমের দিকে চাইয়া ।
সকল গায়ে নাগের কামড় রক্ত পড়ে বাইয়া ॥ ১৩৫৪
দূতের বচনে যম করে হাহাকার ।
কোন সাহসে দূত পদ্মা মারিল আমার ॥ ১৩৫৫

Same ৩৪৯ ॥

১—১ যমের দিক চাহিয়া, ঙ ।

২—২ দূত বলে ধর্ম্মরাজ শুনরে বচন ।
জত অপমান পাইলাম কি কব কথন । খ, গ ।

৩—৩ আমরা মরি ঠেকা কিলে তুমি সুখে থাক, খ, গ । ৪ পুত্র, খ, গ ।

৫ কথা, খ, গ । ৬—৬ কার্য্যে বিশয়ে নাহি, খ, গ ।

* ১৩৫১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই ।

৭—৭ সদায়ে বোলে, খ, গ । ৮—৮ পত্র না জানে মুখে মাত্র, খ, গ ।

৯—৯ স্বরূপ কহিয়া দে দূতের লাঘব আজি । খ, গ ।

Extra description longer matter but same

এতেক বলিয়া যম করে হায় হায়।
মনসার চরণে বৈদ্য বিজয়ে গোপ্তে গায় ॥* ১৩৫৬
[১]দূত মুখে শুনি যম এসব কথন[১]।
[২]ক্ষেপিয়া উঠিল যম যেন[২] হুতাশন ॥ ১৩৫৭
কোন বেঙ্গ খায়ে কানি বেড়ায় বনে বনে।
কোন মুখে আমার দূত মারিল এথানে ॥** ১৩৫৮
[৩]মনুষ্য জাতি[৩] চান্দো তারে জিনিতে নারে[৪]।
[৫]আজি শুনিলাম কানি মোর[৫] দূত মারে ॥ ১৩৫৯
আমার বিষয় নিতে তার অধিকার কি।
সবেমাত্র সভপানা মহাদেবের ঝি ॥† ১৩৬০

---

* ১৩৫৪-১৩৫৬ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

যমের আগে লোহার মূদগর থুইয়া চর্ম্ম-দড়ি।
কাতর স্বরে কান্দে দূত ভূমিত দিয়া গড়ি ॥
দূত বলে ধর্ম্মরাজ শুনহ বচন।
জত অপমান পাইলাম কি কব কথন ॥
অষ্ট নাগ ফিরিল যেন বিপক্ষের কাটা।
হরিশ্চন্দ্র রাজা হইতে দিল সেই খোটা ॥
জত অপমান কানি করিছে বিশেষে।
আজ্ঞা কর দূত মরুক গলায় কলসে ॥
তোমার আদেশে গেলাম অনিরুদ্ধ উষা আনিবারে।
নাগ ফিরিয়া মোরে মনসায় মারে ॥
জথায় তথায় তোমার বিষয় তথায় হইল ঠেক।
পদ্মার নাগে মারে মোরে দেখ পরতেক ॥

১—১ শুনিয়া দূতের কথা ধর্ম্মের নন্দন, খ, গ। ২—২ জ্বলিয়া উঠিল যেন জ্বলন্ত, খ, গ।

** ১৩৫৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

যম বলে আরে দূত শুন মোর বাণী।
মোর দূত মারিছে কানির কত বড় প্রাণি ॥

৩—৩ নর বেটা, খ, গ। ৪ না পারে, খ, গ। ৫—৫ আজি সে কানি কী আমার, খ, গ।

† ১৩৬০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

[১]স্ত্রীলোক হইয়া নিবে[১] এত বড় পদ।
আজি রণে [২]পশিয়া করিব[২] স্ত্রীবধ ॥ ১৩৬১
সিংহনাদ করিয়া উঠিল যমরাজ।
সিংহাসন হতে উঠে বলে সাজ সাজ ॥* ১৩৬২
[৩]বৈদ্য বিজয়ে গোপ্তে সরস রচিত।
পয়ার এড়িয়া বোল লাচারির গীত[৩] ॥ ১৩৬৩

লাচারি

সাজ সাজ বলে দূতে লোহার ঠেঙ্গা লইয়া হাতে
[৪]শীঘ্র আন অনিরুদ্ধ উষা[৪]।
যমে [৫]মার মার[৫] করে সাত পাঁচ দূত[৬] লড়ে
হস্তী ঘোড়া চলে[৭] কোটী কোটী ॥ ১৩৬৪
[৮]সিংহনাদ শবদ ছাড়ে[৮] চতুর্দ্দশ যম লড়ে
ঘন ঘন [৯]ছাড়ে সিংহনাদ[৯]।
[১০]দূত লড়ে যত যত তাহা বা কহিব কত
সিংহনাদে ভরিল গগন ॥[১০] ১৩৬৫

১—১ আমার সঙ্গে বাদ করে, খ, গ। ২—২ পসিলে হইবে, খ, গ।
* ১৩৬২ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

এত বড় দর্প কানির কিছু নারে বোঝে।
শৃগাল হইয়া সে সিংহের সঙ্গে জোঝে॥
সিংহের সোনে জুঝিতে আশা হইয়া শৃগাল।
আজি রণে হরিব তার বংশের পাথাল॥
সাজ সাজ আরে দূত কর তরাতরি।
ঝাটে করি মার গিয়া জয় বিষহরি॥
শুনিয়া যমের কথা জত সৈন্যগণ।
রণ মুখে ধাইয়া চলে হরষিত মন॥

৩—৩ বিজয় গুপ্তে বলে ভাই কৌতুক হৈল বড়ি।
সন্ধেদ পড়িল বল সাজন লাচারি॥ খ, গ।

৪—৪ ঝাটে করি আন অনিরুদ্ধ, ঙ। ৫—৫ আহাকার, ঙ। ৬ ধায়ে, ঙ। ৭ সাজে, ঙ। ৮—৮ সিঙ্গাতে ফুক পাড়ে, ঙ। ৯—৯ ঘারে পরে করি, ঙ।
১০—১০ এই চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

স্বর্ণমুখ [1]সূচীমুখ [2]পনহার বিবেচক[2]

অগ্নিমুখ তার সহোদর।

চলে[3] দূত বজ্রকাল [4]তার কান্দে লোহার সাল[4]

[5]তাহারে দেখিতে বাসি ডর[5] ॥ ১৩৬৬

চলে[6] দূত নিলয়াই এই আছে এই নাই

তার ভাই তারার[7] সঞ্চার।

যমে বলে [8]মৃত্যু নাশ[8] [9]কব কোন সাহস[9]

পাছারে করিব তোরে খুন ॥ ১৩৬৭

[10]মরা লোকের খতি খাইয়া যেবা লইয়া আইস ধাইয়া[10]

[11]এছার তোমার কিবা[11] গুণ।

[12]চলে অকিঞ্চন[12] লোদ হাতে গায়ে চারি গোদ

পদ্মারে ধরিতে চাহে[13] ছলে ॥ ১৩৬৮

[14]চলে দূত চণ্ডমুখি[14] যমের দোলায়ে[15] থাকি

[16]সবে মিলি করে[16] ধর ধর।

[17]রক্তবর্ণ কৃষ্ণবস্ত[17] কাল বিকাল দন্ত[18]

[19]শীঘ্র চলে[19] পবনের গতি ॥ ১৩৬৯

[20]সিন্দু নিসিন্দু[20] দূত [21]বায়ুগতি অদভূত[21]

জর জরি [22]যাহার সহিত[22]।

[23]লোচাহরি নাম ঘোড়া বিমুখতি দন্ত মোড়া

গলে সবে দিয়া লোহার মালা[23] ॥ ১৩৭০

---

১ সম্ভবত, ঙ। ২—২ প্রাণ হরে চিরে বুক, ঙ। ৩ আর, ঙ। ৪—৪ তাহার হাতে লোহার জাল, ঙ। ৫—৫ তারে দেখি মনে ভয়ে লাগে, ঙ। ৬ আর, ঙ। ৭ বাড়ব, ঙ। ৮—৮ বড় লাজ, ঙ। ৯—৯ আপনা সাহসে সাজ, ঙ। ১০—১০ জেবা তার খতি খায়ে মড়া লইয়া আইস তায়ে, ঙ। ১১—১১ এহা তোমার হবে কোন, ঙ। ১২—১২ আর দূত নামে, ঙ। ১৩ জায়ে, ঙ। ১৪—১৪ আসি লক্ষ্য বানকী, ঙ। ১৫ সঙ্গেতে, ঙ। ১৬—১৬ আর সবে বল, ঙ। ১৭—১৭ স্বর্ণবর্ণ রক্তবর্ণ, ঙ। ১৮ দুই কর্ণ, ঙ। ১৯—১৯ জায়ে দুত, ঙ। ২০—২০ সঙ্কু নিসঙ্কু, ঙ। ২১—২১ আর জত রজপুত, ঙ। ২২—২২ তাহার সঙ্গতি, ঙ। ২৩—২৩ এই চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

বিমুখ বিকট কালা জয়া আর মঙ্গলা
আসিল যমের ছুই শালা।
চেওরা আর ভোয়রা হাওাল কান্দানিসা চোড়া
মুলাদাঁতি খেচরির পুত্র ॥* ১৩৭১
... ...।
বৈদ্য[১] বিজয়ে ভণে মনসার চরণে[২]
[৩]প্রণবে সাজিল যমের দূত[৩] ॥ ১৩৭২

ফের লাচারি

সাজিল [৪]যে যম[৪] রায় যুদ্ধ করিতে যায়
[৫]রণভূমি করিল পয়ান[৫]।
ধুম [৬]ধুম বাজন[৬] বাজে [৭]মহিষ বাহনে সাজে[৭]
[৮]যম দূত[৮] ধরিল জোগান ॥ ১৩৭৩
কোপে বলে রবির স্থত সাজরে যতেক[৯] ভূত
রণভূমি করিল[১০] উঠানি।
[১১]এতেক সাহস করে[১১] [১২]মোর সব দূত মারে[১২]
[১৩]আইলে লাগপাই যদি কানি[১৩] ॥ ১৩৭৪
লইয়া কতগুলি সর্প মোর সনে করে দর্প
জিয়ন মরন নাহি গনা।

---

* ১৩৭১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

যম রাজার ছুই শালা আর জত দূত কালা
তারা জায়ে করিবারে রণ।
জোয়ার প্রমর জরা ছাওাল কান্দ নিসাচোরা
শূল দন্ত খেচরিয়ার পুত।

১ কবি, ঙ। ২ শ্রীচরণে, ঙ। ৩—৩ সাজিয়া চলিল রবিস্থত, ঙ। ৪—৪ যম, ঙ। ৫—৫ সাজ সাজ বলে দূতগণে, ঙ। ৬—৬ ধুমী বাদ্য, ঙ। ৭—৭ সাজিলেক যমরাজে, ঙ। ৮—৮ দূতগণে, ঙ। ৯ যে আছে, ঙ। ১০ করহ, ঙ। ১১—১১ বিধাতা বিমুখ, ঙ। ১২—১২ মোর সঙ্গে বাদ করে, ঙ। ১৩—১৩ আজু রাখিব কোন জনে, ঙ।

বিধাতা বিমুখ যারে মোর সনে বাদ করে
আজি না রাখিব কোন জনা ॥* ১৩৭৫

ছেল[1] মুদগর ঝাটী ধনুক কামান লাটী
[2]ফৈজে ফৈজে দেখে অদভূত[2]।

ধনুক টঙ্কার শুনি [3]চমৎকার চক্রপাণি[3]
[4]কিসেরে সাজিল যমরায়ে[4] ॥ ১৩৭৬

যমে সিংহনাদ ছাড়ে সাত পাঁচ দূত লড়ে
ওজির নাজির চৌকিদার।

জাহার জোগান ঠাট আগু বেড়ি আইল ঠট
অনিরুদ্ধ উষা আনিবার ॥** ১৩৭৭

[5]শুনিয়া যমের ধ্বনি[5] [6]ত্রিভুব [ন] কম্প মানি[6]
জিজ্ঞাসা করিল যুধিষ্ঠির।

দেবগণে নহে বোঝে [7]কোন বিবরণে সাজে[7]
ত্রিভুবনে আছে কোন বীর[8] ॥ ১৩৭৮

[9]নারদে বলেন শোন[9] [10]পদ্মাবতীর সনে[10] রণ
[11]দেবগণে আসিল চাহিতে[11]।

বৈদ্য [12]বিজয়ে ভণে[12] [13]মনসার চরণে[13]
যম হইল বৈতরণী পার ॥† ১৩৭৯

---

* ১৩৭৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

১ হেন, ঙ। ২—২ ফৌদে ফৌদে চলে রাজপুত, ঙ। ৩—৩ চমকিত সুরমণি, ঙ। ৪—৪ সঙ্গেতে সাজিল যমদুত, ঙ।

* * ১৩৭৭ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৫—৫ ধনুর টঙ্কার শুনি, খ, গ। ৬—৬ চমকিত চক্রপাণি, খ, গ। ৭—৭ যমে কাহার সনে জুঝে, খ, গ। ৮ হেন, খ, গ। ৯—৯ নারদ বলেন বিবরণ, খ, গ। ১০—১০ পদ্মার সনে যমের, খ, গ। ১১—১১ অনিরুদ্ধ উষা আনিবার, খ, গ। ১২—১২ বিজয় গুপ্তে বলে সার, খ, গ। ১৩—১৩ মোর গতি নাহি আর, খ, গ।

† ১৩৭৯ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

পদ্মাবতী আই সভারে দেও বর।
বৈতরনী পার যম হইলা সত্বর।

পয়ার

[১]যম যদি পার হইল[১] বৈতরণী জলে।
[২]চৌদ্দ যম রহিল[২] গিয়া জামুগাছের তলে ॥ ১৩৮০
একত্তরে চৌদ্দ যম যুকুতি করিয়া।
প্রধান পঞ্চ দূত[৩] আনে ডাক দিয়া ॥* ১৩৮১
ঝাটে জাও[৪] পঞ্চ দূ[ত] পদ্মা আছে যথা।
হিত উপদেশ [৫]কিছু কহো গিয়া কথা[৫] ॥** ১৩৮২
অনিরুদ্ধ উষা বোলে তার দাস দাসী।
আমার ঠাঁই[৬] পড়িলে কিসের ফাসা ফুসি ॥ ১৩৮৩
রণ[৭]স্থানে প্রবেশ আমি করিব যথন[৭]।
[৮]আজি রণে আসিলে তার না রবে জীবন[৮] ॥ ১৩৮৪
যমের আদেশে দূত চলিল সত্বর।
হাস্তে পরিহাস্তে গেল পদ্মার গোচর ॥ ১৩৮৫
নেতা সনে পদ্মাবতী আছে হরষিতে।
হেন কালে পঞ্চ দূত দাঁড়াইল সাক্ষাতে ॥ † ১৩৮৬

১—১ সকল সৈন্য পার হইল, খ, গ। ২—২ চতুঃদশ যম তবে, খ, গ। ৩ দূত তবে, খ, গ।

* ১৩৮১ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

ভীম ভীমাক্ষ আর ধূম্রলোচন।
দীর্ঘমুখ সূচীমুখ এই পঞ্চজন ॥

৪ চল, খ, গ। ৫—৫ কহিও হিত শাস্ত্রের কথা, খ, গ।

** ১৩৮২ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

এই কথা তাহার ঠাই কহিও আগুসারে।
কাহার হুকুমে সে মোর দূত মারে ॥

৬ হাতে, খ, গ। ৭—৭ ভূমিতে আসিয়া মিলুক অথন, খ, গ। ৮—৮ তাহার আমার যুদ্ধ দেখুক সর্ব্বজন, খ, গ।

† ১৩৮৫-১৩৮৬ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

এতেক যমের মুখে শুনিয়া বচন।
আকাশ পথে পঞ্চদূত করিল গমন ॥

তোমার সঙ্গে যমদূতে[১] করিবেক রণ।
তে কারণে [২]তোমার ঠাঁই[২] পাঠাইছে শমন ॥ ১৩৮৭
স্ত্রী হইয়া তোমার কত বা বড়াই।
শৃগাল হইয়া কেন সিংহেরে লড়াই ॥ ১৩৮৮
কোপে রাঙ্গা আঁখি পদ্মা চাহে চারিদিগে।
অগ্নি মধ্যে ঘৃত দিলে যেন উঠে বেগে ॥ ১৩৮৯
তোরে মারিয়া দূত করিমু কোন কাজ।
তোর আগে মারিমু তোর ধর্ম্মরাজ ॥ ১৩৯০
এই কথা কহো গিয়া তোর যমের ঠাঁই।
তাহারে জিনিব আমার পাত্র যে নেতাই ॥ ১৩৯১
বৈদ্য বিজয়ে গোপ্তে পরম সুবোধ।
রচিল লাচারি গীত পরম সংবাদ ॥* ১৩৯২

আকাশে চড়িয়া দূত বায়ু করিয়া ভর।
অবিলম্বে চলি গেল পদ্মার গোচর ॥
দূত সভে বলে দেবী শুন গো বচন।
তোমারে কুপিছে যম রবির নন্দন ॥

১ জম, খ, গ। ২—২ আমা সভ, খ, গ।

* ১৩৮৮-১৩৯২ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

আমা সভার কথা দেবী শুন গো বচন।
অনিরুদ্ধ উষার জীব দেও এইক্ষণ।
নহে আসি যুদ্ধ কর যদি লয়ে মন।
আজুকার যুদ্ধে হইবে তোমার নিধন।
আমার যমের সোনে বাদ করে হেন জন নাই।
আজুকার যুদ্ধে তোমার ভাঙ্গিবে বড়াই।
দূত মুখে পদ্মাবতী শুনিয়া বচন।
জ্বলিয়া উঠিল জেন জ্বলন্ত হুতাশন।
বৈদ্য বিজয় গুপ্তে সরস শুদ্ধমতি।
লাচারির গীত বল পয়ার বিরতি ॥

লাচারি

শুন শুন আরে দূত শুনরে বচন।
কি করিতে পারে মোরে ধর্ম্মের নন্দন ॥

লাচারি

[১]কহো গিয়া[১] দূত তোর ধর্ম্মরাজের আগে।
সুখে থাকিতে [২]তারে বিধি বাদে লাগে[২] ॥ ১৩৯৩
এত বড় দর্প [৩]কথা আমারে কয়ে কে[৩]।
[৪]সেই বেটা[৪] নরের যম তার যম কে ॥ ১৩৯৪
[৫]আমি স্ত্রীলোক [বলি] না দেখে তার সম[৫]।
[৬]আজি রণে পশিলে আমি তার যম[৬] ॥ ১৩৯৫
কহিয়[৭] আরে দূত কহিয় আমার নামে।
সাজিয়া আসুক তার [৮]চৌদ্দ যম সনে[৮] ॥ ১৩৯৬
তাহারা চৌদ্দজন[৯] আমার নাগ উনকোটী।
[১০]বিষে পুরিয়া তার[১০] না রাখিব এক গুটী ॥ ১৩৯৭
[১১]একথা শুনিয়া দূত গেল যমের ঠাঁই[১১]।
[১২]মনসা থাকিতে তোমার কিসের বড়াই[১২] ॥* ১৩৯৮
[১৩]বিজয় গুপ্ত বলে মাগ বিলম্ব না কর।
মনসুখে যুদ্ধ কর যমের নাহি ডর[১৩] ॥** ১৩৯৯

১—১ এই কথা কহিও, খ, গ। ২—২ তাহার লাগে বাদে, খ, গ। ৩—৩ বেটার বলিয়া পাঠায় সে, খ, গ। ৪—৪ সে পুনি, খ, গ। ৫—৫ আমারে নারীলোক দেখে পুরুষ সেইজন, খ, গ। ৬—৬ আজুকার রণে তাহার হারাবে জীবন, খ, গ। ৭ কহিও কহিও, খ, গ। ৮—৮ চতুঃদশ যম, খ, গ। ৯ চতুঃদশ যম, খ, গ। ১০—১০ বিষজালে পুরিয়া মারিব, খ, গ। ১১—১১ এই কথা দূত তুমি কহিও ধর্ম্মের ঠাই, খ, গ। ১২—১২ সকল জিনিবে মোর পাত্র নেতাই, খ, গ।

* ১৩৯৮ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

কহিও কহিও আরে দূত কহিও গোয়ারি।
অনিরুদ্ধ উষার জিব না দিবে বিষহরি ॥

১৩—১৩ এই পদটি (ক) পুঁথিতে বা আদর্শ পুঁথিতে আছে,

বৈদ্য বিজয়ে গোপ্তে অতি সুন্দর গাহেন।
ভক্ত জনেরে মাতা করিবা কল্যাণ ॥

কিন্তু (খ) ও (গ) পুঁথিতে 'পদটি বিজয় গুপ্তের অনুরূপ রচনা মনে হওয়ায় মূলে এই পদটি রাখিয়া (ক) পুঁথির পদটি পাদটীকায় রাখা হইল।

* * ১৩৯৯ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

পয়ার

ক্রোধ করিয়া পদ্মা বলে ধর ধর।
ত্রাস পাইয়া দূত সব উঠিয়া দিল লড় ॥* ১৪০০

সেই মনসা দেবী সভারে দেও বর।
পদ্মাবতীর ঠাই দূত পাইলা উত্তর ॥
দূত বলে পদ্মাবতী বল অনুচিত।
আমার যমের অধিকার সংসার বিদিত ॥
কীট পতঙ্গ আদি বৈসে সংসারে।
কোন জন না জায় মোর যমের দ্বারে ॥
না বুঝিয়া পদ্মা তুমি বল কি কারণ।
আজি রণে হইবে তোমার বংশের নিধন ॥

* ১৪০০ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

দূতের মুখে মনসা পাইয়া অনুত্তর।
নাগ সভের তরে দেবী বলে ধর ধর ॥
মনসার কথায় দূত শূন্ত করে ভর।
অবিলম্বে চলিয়া গেল যমের গোচর ॥
দূত বলে ধর্ম্মরাজ কি কহিব তোমার ঠাঁই।
মনসা থাকিতে তোমার কিসের বড়াই ॥
এই কথা কহিতে পদ্মা কহিল তোমার ঠাঁই।
তোমারে জিনিব তাহার দাসী নেতাই ॥
জত অপমান করিল কি কহিব তোমার পাশে।
আজ্ঞা কর দূত মরুক গলায় কলসে ॥
দূতের মুখে যমরাজ শুনিয়া বচন।
সাজ সাজ করিয়া দূত বলে ঘন ঘন ॥
সকলে মেলিয়া তোমরা চল শীঘ্রগতি।
আজি রণে নিপাতিব কানি পদ্মাবতী ॥
যম রাজার আদেশ পাইয়া দূতগণ।
রণ মুখে ধাইয়া সভে চলে ততক্ষণ ॥
লক্ষ লক্ষ দূতে দিল ধনুর টঙ্কার।
শুনিয়া ত মনসার লাগে চমৎকার ॥

পদ্মাবতী বলে নেতা শোনগ বচন ।
যম রাজা সাজিয়া আইসে করিবার রণ ॥* ১৪০১
[১]মোরে বুদ্ধি বল নেতা ধোপার কুমারী[১] ।
[২]কোন মতে জিনি[২] আমি যম অধিকারী ॥ ১৪০২
নেতা বলে পদ্মাবতী [৩]করিব সন্ধান[৩] ।
[৪]স্মরিলে যত নাগ আসিব বিদ্যমান[৪] ॥ ১৪০৩
নেতার বচন পদ্মা না করিল আন ।
[৫]আস্তে বেস্তে পদ্মাবতী যুড়িল[৫] ধ্যান ॥ ১৪০৪
পদ্মার বচনে নাগ চলেত বোমান ।
স্মরণে আসিল নাগ পদ্মা বিদ্যমান ॥* ১৪০৫
আইরাজ নাগ আর[৬] মঞ্জরি ।
সিংহমুখ নাগ আইল বরহি প্রচরি[৭] ॥ ১৪০৬
উরসা সাপিনী আইল পদ্মার বোনঝি ।
[৮]শত যোজন মুখখান যাইট যোজন[৮] জি ॥ ১৪০৭
কলি[৯] পর্ব্বত হইতে আইল মহাকালী[১০] ।
[১১]শত শত[১১] হস্তী তার ভোজন বিকালি ॥ ১৪০৮
পদ্মার আদেশে নাগ [১২]আসিল উর্দ্ধমুখে[১২] ।
দেবগণে [১৩]শুনিয়া ভয় পায় বুকে[১৩] ॥ ১৪০৯

---

* ১৪০১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

দুত খেদাইয়া পদ্মা বিষাদিত মন ।
নেতা নেতা বলিয়া পদ্মা ডাকে ঘন ঘন ॥

১—১ বুদ্ধি বল নেতা মোরে রজক কুমারী, খ, গ। ২—২ কিরূপ জিনিব, খ, গ। ৩—৩ শোন কহি কথা, ঙ। ৪—৪ ধ্যান জুড়িয়া বৈস না কর অন্যথা, ঙ। ৫—৫ ততক্ষণে পদ্মাবতী জুড়িলেক, ঙ।

* ১৪০৫ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

পদ্মাবতী ধ্যান জুড়ি বসিল যখন ।
একে একে আসিলেক জত নাগ গণ ॥

৬ আইল নাগ, ঙ। ৭ প্রচুর, ঙ। ৮—৮ যাইট যোজন মুখ তাহার জিভোল, ঙ। ৯ কালি, ঙ। ১০ নাগকালি, ঙ। ১১—১১ শতে শতে, ঙ। ১২—১২ আইসে আস্তে বেস্তে, ঙ। ১৩—১৩ দেখিয়া ভয় লাগে চিত্তে, ঙ।

বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন কৌতুক হইল বড়ি ।
[১]এই কালে বল গাইন সরস লাচারি[১] ॥ ১৪১০

লাচারি

পদ্মা যারে ডাকে কাজে সেই নাগ সেইখানে সাজে
সমরে শমন আইল ফণি[২] ।
ছোট বড় যত আছে [৩]চলে সব[৩] পদ্মার কাছে
[৪]রণে যাবেন জয়ে[৪] ব্রাহ্মণী ॥ ১৪১১
প্রথমে অনন্ত চলে মাথায়[৫] সহস্র ফণা জলে
গর্জ্জনে ধরণী টলমল ।
শরতের চন্দ্র জিনি ধবল সহস্র ফণি
চাপি[৬] যায় গগন মণ্ডল ॥ ১৪১২
জয় জয় দিয়া ডাক চলিল তক্ষক নাগ
বিষজালে ভরে[৭] রবি শশী ।
যত বৃক্ষ আশপাশ বিষজালে হইল নাশ
গগনে উঠিল[৮] ভস্মরাশি ॥ ১৪১৩
পাতালের যত নাগ বাসুকিকে করি আগ
হুড়াহুড়ি করে নাগগণে ।
তালের গোড়া যেন দন্তের পত্তন তেন
কামড় দিয়া মেঘ করে গুড়া ॥* ১৪১৪

১—১ সম্বেদ পড়িল গাইন বলহ লাচারি, ঙ । ২ শুনি, ঙ ।
৩—৩ চলিল, ঙ । ৪—৪ রণস্থলে জায়েত, ঙ । ৫ শিরে, খ, গ ।
৬ ঝাপি, খ, গ । ৭ টলে, খ, গ । ৮ হইল, খ, গ ।

* ১৪১৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

পদ্ম মহাপদ্ম চলে গর্জ্জনে ধরণী টলে
জাহার বিষে মোহ দেবরাজ ।
কুলীর কর্কট নাগ চলিল সভার আগ
আপনে চলিলা নাগরাজে ॥

[1]চলে নাগ মৎস্য কাল[1] মুখ [2]যেন পাকা তাল[2]
পদ্মারে প্রণাম করি বলে।
যদি আজ্ঞা কর তুমি যম [3]গিয়া জিনি[3] আমি
কোন [4]কর্ম্মে এত[4] নাগ চলে ॥ ১৪১৫
ইহ্লা পীহ্লা নিলা কপীলা সান্তনা ধলা
কার লেজ আছে কার নাই।
আচলা কাচলা লড়ে মার কাট ডাক পাড়ে
কর্কট নাগ বিকটের ভাই ॥ ১৪১৬
দেখিয়া পদ্মার গণ ত্রাস পাইল দেবগণ
দেবী গেলা ব্রহ্মার সদন।
পদ্মার মনে হেন লয় যমেরে করিবে ক্ষয়
বিজয়ে গোপ্তে রচিল সুসার ॥* ১৪১৭

পয়ার

ধামু [5]বোলেন শুন দেবী বিষহরি[5]।
যত নাগ আসিয়াছে [6]লিখিতে না পারি[6] ॥ ১৪১৮

ফণি নাগ চলে ধাইয়া বিষের ভাণ্ডার লইয়া
জাহার ঘায়ে নাহিক নিস্তার।
নাগগণ সঙ্গে করি বিচিত্র রথেতে চড়ি
নেতা হইলা আওসের বাহির ॥

১—১ আর নাগ মহাকাল, খ, গ। ২—২ জাহার পাতাল, খ, গ।
৩—৩ গিলিব, খ, গ। ৪—৪ কার্য্যে আর, খ, গ।

* ১৪১৬-১৪১৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

এইরূপে নাগ সবে একত্র হইয়া তবে
রণস্থলে মিলিল তখন।
বিজয় গুপ্তের প্রবন্ধ রচিল লাচারির ছন্দ
দেখিয়া হরিষ সর্ব্বজন ॥

৫—৫ নাগে বলে পদ্মা করি অবধান, ঙ। ৬—৬ প্রধান প্রধান, ঙ।

প্রথমে [১]অনন্তের কটক[১] চলিছে বিষম।
[২]বত্রিশ কোটী নাগ সাতে[২] যেন কাল যম ॥ ১৪১৯
চারিদিগ চাপিয়া মাথায়ে ধরে ফণা।
[৩]গগন সমান[৩] মুখ যেন অগ্নির কণা ॥ ১৪২০
তক্ষকের নাগ [৪]যেন চলিছে অপার[৪]।
সাত আশী [৫]তের কোটী বিরাশী হাজার[৫] ॥ ১৪২১
[৬]সবের হতে[৬] তক্ষক নাগের বড় বিষ।
পাণ্ডুনাগের তিন কোটী হাজার চল্লিশ ॥ ১৪২২
বায়ু[৭]গতি চলে নাগ বিষের নাহি অন্ত।
পিঙ্গল লোচন নাগ মহাবলবন্ত[৮] ॥ ১৪২৩
পদ্মনাগের কটক দেখিতে ভয় বাসি।
সত্যাইর কোটী নাগ সাথে হাজার বিরাশী ॥ * ১৪২৪
এক এক [৯]নাগে ধরে[৯] সহস্র হস্তীর বল।
বাইশ কোটী নাগ লইয়া চলিল উৎপল ॥ ১৪২৫
সূর্য্যের সমান মণি তার মাথায় জ্বলে।
ষাইট কোটী নাগ লইয়া সঙ্ক[১০]নাগ চলে ॥ ১৪২৬
যার জার নাগ লইয়া রহিল ভাগে ভাগে।
পদ্মারে প্রণাম করি আবশায মাগে ॥ ১৪২৭
সাধিবার আছে মাগ তোমার কোন কাজ।
এখন সাধিয়া দিব মনোনীত সাধ ॥ * * ১৪২৮

১—১ অনন্ত দেব, ঙ। ২—২ তাহার সঙ্গে নাগ চলে ঙ। ৩—৩ গরলে পূরিল, ঙ।
৪—৪ জত চলিলেক পর, ঙ। ৫—৫ হাজার নাগ তাহার প্রখর, ঙ।
৬—৬ সহজে, ঙ। ৭ বাওর, ঙ। ৮ বড়হি দুরন্ত, ঙ।
* ১৪২৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
৯—৯ নাগের জেন, ঙ। ১০ সঙ্কু, ঙ।
** ১৪২৭-১৪২৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

যাহার গর্জ্জনে দেবসভা নহে স্থির।
ঊনকোটী নাগ লইয়া চলে ধামুবীর ॥

পদ্মাবতী বোলে দেখ[১] যত যমদূত।
[২]এহারে জিনিতে পার তবে[২] মোর পুত ॥ ১৪২৯
অনন্তে [৩]বলে আসুক যমের সেনাপতি[৩]।
আমারে জিনিতে পারে কাহার শকতি ॥ ১৪৩০
এ সব শুনিয়া [৪]পদ্মার হরিষ[৪] অন্তর।
[৫]বোরার কটক লইয়া সাজিলা[৫] সত্বর ॥ ১৪৩১
[৬]বাহির হইতে[৬] পথ নাই নাগে করিছে জড়া।
লিখিতে ,গিতে নারি [৭]যত আছে[৭] বোড়া ॥ ১৪৩২
রণের নাম শুনিয়া বোড়া যায় মত্ত হইয়া।
ত্রিশ কোটী তের লক্ষ হাজার বিড়ান হইয়া ॥* ১৪৩৩
[৮]সাতাইশ হাজার গুহিয়া[৮] রণে বড় দক্ষ।
[৯]বাইশ কোটী আড়াই হাজার আর তিন লক্ষ[৯] ॥ ১৪৩৪
সে[া]বর্ণের ঘর করি রাখিল চারি দ্বার।
বড় বড় নাগ থুইল তার চারিধার ॥† ১৪৩৫
[১০]লুকাইয়া থুইল মনসা[১০] অষ্ট নাগ।
উন কোটী নাগ থুইল করি ভাগ ভাগ ॥ ১৪৩৬
কুলীরক কর্কট রহিল উত্তর দ্বারে।
পদ্ম মহাপদ্ম রহিল পূর্ব্ব দ্বারে ॥ ১৪৩৭
পাণ্ডু সোম্বপল রহিল পশ্চিম দ্বার।
অনন্ত বাসুকি লইয়া পদ্মা আগুসার ॥ ‡ ১৪৩৮

---

১ শোন, ঙ। ২—২ তোমার জমেরে আজু জিনিব, ঙ। ৩—৩ বলেন মাগো কর অবগতি, ঙ। ৪—৪ পদ্মা হাসেন, ঙ। ৫—৫ বেরাক কটক নাগ চলিল, ঙ। ৬—৬ আসিবার, ঙ। ৭—৭ জত আসিলেক, ঙ।

* ১৪৩৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৮—৮ শত শত নাগ বোরা, ঙ। ৯—৯ আর যত নাগ আইল সাত শত লক্ষ, ঙ।

† ১৪৩৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

১০—১০ চারিদিগে থুইল পদ্মার, ঙ।

‡ ১৪৩৭-১৪৩৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

বিষের ভাণ্ডার সোভা[র][১] করিলা মনসা।
কেহ পাইল তোলা পল[২] কেহ পাইল মাসা ॥ ১৪৩৯
যত বিষ নাগে খাইল তার অন্ত নাই।
রণে আগুসার হইল বিষহরি আই ॥ * ১৪৪০
চৌদিগে [৩]চাপিয়া আইসে নাগ মহাবলী[৩]।
সমুদ্রের জল যেন [৪]উঠে কলকলি[৪] ॥ ১৪৪১
চৌদিকে চাপিয়া তবে নাগে তোলে মুণ্ড।
ঐরাবত হস্তী যেন তুলিলেক শুণ্ড ॥† ১৪৪২
কোটী কোটী নাগে করে বিষ বরিষণ।
রণভূমি আচ্ছাদিল [৫]ভরিয়া গগন[৫] ॥ ১৪৪৩
অস্ত্রধারী লোক যত রণভূমে টোটে।
ছেল ঝগড়া মারে কিছু নাহি ফুটে ॥‡ ১৪৪৪
কোপ মনে ধর্ম্মরাজা [৬]বোলে ডাক দিয়া[৬]।
নাগ পাঠাইয়া কানি রহিলি পলাইয়া ॥ ১৪৪৫
নাগে মারিব দূত তাহা নহি লিখি।
সাহস [৭]থাকে যুদ্ধ কর আমার সঙ্গে[৭] দেখি ॥ ১৪৪৬
যমের [৮]বচনে দেবী হাসিল অন্তর[৮]।
নাগ আভরণ দেবী পরিল বিস্তর[৯] ॥ ১৪৪৭
সিন্দুরিয়া নাগে [১০]পরে শিরেত[১০] সিন্দুর।
নাগরাজ দিয়া [১১]বান্ধে মাথার মঞ্জর[১১] ॥ ১৪৪৮
কাজলিয়া নাগে দেবী পরিল কাজল।

---

১ পোন, ঙ। ২ তোলা, ঙ।
* ১৪৪০ সংখ্যাক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
৩—৩ বেড়িয়া রহিল জত নাগ বলী, ঙ। ৪—৪ করে খলখলি, ঙ।
† ১৪৪২ সংখ্যাক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
৫—৫ করিবারে রণ, ঙ। ‡ ১৪৪৪ সংখ্যাক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
৬—৬ ওঠে লাপ দিয়া, ঙ। ৭—৭ থাকিলে যুদ্ধ কর আসি, ঙ। ৮—৮ কথা শুনি দেবী হাসিল বিস্তর, ঙ। ৯ সত্বর, ঙ। ১০—১০ দিল সিসেতে, ঙ। ১১—১১ কৈল মাথার মুকুট, ঙ।

[১]কর্ণফুল নাগে দেবী পরে কর্ণফুল[১] ॥ ১৪৪৯
বরারিয়া নাগে [২]পরে গলার[২] পাটাগুলি।
[৩]পংঙ্গরাজ নাগে পরে পায়েত পাশুলি[৩] ॥ ১৪৫০
[৪]সঙ্খিনী নাগে দেবী হাতে পরে[৪] শাঁখা। *
গাম্ভুর[৫] গম্ভীর নাগে ধ্বজের পতাকা ॥ ১৪৫১
বড় বড় নাগ সব পরে [৬]চারি পাশে[৬] বেরি।
উদয়কাল মহাকাল রথের চাকা বরি[৭] ॥ ১৪৫২
নাগরথে চড়ি [৮]দেবী যায় দূতের পাশে[৮]।
রণে ভঙ্গ দিয়া [৯]দূত পলায়ে[৯] ত্রাসে ॥ ১৪৫৩
যমে বলে দূত পালাইয়া যাও কেনে।
চারিভিতে[১০] বেড়ি মার যত লয়ে মনে ॥ ১৪৫৪
বড় বড় বীরে করে ধনুক টংকার।
পদ্মার উপরে করে বাণ অবতার ॥ ১৪৫৫
সহজে মনসা দেবী বিবাদে কর্কশ্য।
[১১]হুঙ্কারে মনসা দেবী সকল কৈল ভস্ম[১১] ॥ ১৪৫৬
ডাক দিয়া মনসা করে[১২] উপহাস।
[১৩]আজু তোরে মোর নাগে করিব বংশ[১৩] নাশ ॥ ১৪৫৭

১—১ পাণ্ডুনাগে দিল দেবী কর্ণের জে ফুল, ঙ।
২—২ দেবী গলায়ে, ঙ। ৩—৩ সঙ্কু নাগে পরে দেবী পায়েতে পাশুলি, ঙ।
৪—৪ সঙ্কু নাগেতে দেবী হাতের দিল, ঙ।

* ১৪৫১ সংখ্যক পদের প্রথম চরণের পর (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

কাচুলিয়া পরে দেবি আঙ্গয়াল বেকা।
বিজলিয়া নাগে পরে অঞ্জনের রেখা ॥

৫ গম্ভীর, ঙ। ৬—৬ বরাবরি, ঙ। ৭ ধরি, ঙ। ৮—৮ পদ্মা আইল দূতের কাছে, ঙ। ৯—৯ সকল পলাইছে, ঙ। ১০ দিগ, ঙ।
১১—১১ হুঙ্কারে কৈল দেবী সব ভস্মাকার, ঙ। ১২ করিল, ঙ।
১৩—১৩ মোরে নাগে করিব তোমার সব, ঙ।

যমে বলে কানি তোর মুখে লাজ নাই।
কপট করিয়া কথা কহো মোর ঠাই ॥* ১৪৫৮
মনুষ্য জাতি চান্দো [১]বানিয়া তারে জিনিতে নার[১]।
আজি শুনিলাম কানি মোর দূত মার ॥ ১৪৫৯
তোর আমার যুদ্ধ আজি দেবগণে দেখি।
হের এড়ি অস্ত্র গোটা সাহস থাকে রাখি ॥** ১৪৬০
[২]এড়িলেক অর্দ্ধচন্দ্র পদ্মার উদ্দেশে[২]।
বাণ গোটা পদ্মাবতী [৩]কাটিল হরিষে[৩] ॥ ১৪৬১
তবে এড়িলা যম চন্দ্রপাট বাণ।
রক্ত অস্ত্রে পদ্মাবতী করে খান খান ॥† ১৪৬২
[৪]যত অস্ত্র এড়ে যম মনে বাসে ভয়[৪]।
পদ্মার [৫]অস্ত্রে সব অস্ত্র করিলেক[৫] ক্ষয় ॥ ১৪৬৩
[৬]কোপে পদ্মাবতী তারে[৬] বলে রহো রহো।
তোর[৭] বাণ সহিলাম মোর[৮] বাণ সহো ॥ ১৪৬৪
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ মারিল[৯] পদ্মাবতী।
সেই বাণে [১০]কাটি পাড়ে রথের[১০] সারথি ॥ ১৪৬৫
রণস্থানে ধর্ম্মরাজা হইলা ফাফর।
অনায়াসে বাণ জোড়ে ধনুক উপর ॥‡ ১৪৬৬

---

* ১৪৫৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

আমারে জিনিয়া তুমি মনে কর আশ।
তোরে মারি করব আজু তোমার বংশ নাশ ॥

১—১ বেটা তার সঙ্গে নার, ঙ।

* * ১৪৬০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

২—২ এ বলিয়া অর্দ্ধচন্দ্র থোয়ে পদ্মার উদ্দেশে, ঙ। ৩—৩ কাটিলেক শেষে, ঙ।

† ১৪৬২ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৪—৪ যমে জত এড়ে বাণ মনসার লাগে ভয়ে, ঙ। ৫—৫ বাণে যম রাজা হইবেক, ঙ। ৬—৬ কোপ করিয়া পদ্মা, ঙ। ৭ তোমার, ঙ। ৮ আমার, ঙ। ৯ তবে মারে, ঙ। ১০—১০ কাটে তবে যমের, ঙ।

‡ ১৪৬৬ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

যেই শেলে বৈরী[১] সঙ্গে যোঝে পুরন্দর।
সেই শেল [২]লইয়া যম যোঝিল বিস্তর[২] ॥ ১৪৬৭
পূর্ব্ব দ্বারে শেল গোটা বড় শব্দে সাজে।
শেল গোটা চলিতে নানা বাদ্য বাজে ॥ ১৪৬৮
শেল মুখে বাহির হয়ে অগ্নি কণা কণা।
ত্রিভুবন মোহিত হয়ে পাসরে আপনা ॥* ১৪৬৯
সেই শেল যমরাজে হাতে করি লোফে।
ডাক দিয়া [৩]মনসারে অতি কোপে বলে[৩] ॥ ১৪৭০
আজি রণে ভাঙ্গিমু তোমার নারীকলা।
অনিরুদ্ধ উষা লহিয়া হইয়াছ মেলা ॥** ১৪৭১
যমে বলে কানি তুই[৪] সাহস করি থাক।
[৫]সাহস থাকে যদি আমার শেল গোটা রাখ[৫] ॥ ১৪৭২
এড়িলেক বাণ[৬] গোটা অতিবড় দর্পে।
রণভঙ্গ দিয়া [৭]পালায় বড় বড় সর্পে[৭] ॥ ১৪৭৩
সহজে মনসা দেবী [৮]বড়হি রহস্য[৮]।
হুঙ্কারে[৯] যমের শেল করিলেক ভস্ম ॥ ১৪৭৪
শেল পাট ভস্ম হইল দেখে দেবগণ।
[১০]কোটী কোটী নাগে করে বিষ[১০] বরিষণ ॥ ১৪৭৫
রণমধ্যে যমরাজ হইল ফাফর[১১]।
[১২]কালদণ্ড বাণ মারে পদ্মার উপর[১২] ॥ ১৪৭৬

---

১ ব্রহ্মার, ঙ। ২—২ তবে যম মারিল সত্বর, ঙ।

* ১৪৬৮-১৪৬৯ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৩—৩ পদ্মারে কহিলেক কোপে, ঙ।

** ১৪৭১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৪ তুমি, ঙ। ৫—৫ এড়িলাম বাণ গোটা তাহা সইয়া দেখ, ঙ। ৬ শেল, ঙ। ৭—৭ দেখ পালায়ে জত সর্পে, ঙ। ৮—৮ বিবাদে কটকস্য, ঙ। ৯ হুহুঙ্কারে, ঙ। ১০—১০ পদ্মার উপরে করে পুষ্প বরিষন, ঙ। ১১ কাতর, ঙ। ১২—১২ মহা মুদ্রা যম দণ্ড এড়িল সত্বর, ঙ

[1]দন্ত ফুটি মোহিত হইলা জয়ে[1] ব্রহ্মাণী।
নেতা বলে পদ্মাবতী দুষ্ট সংহারিণী ॥ ১৪৭৭
যাবত নহে যমরাজ[2] করে উপহাস।
অনন্ত স্মরিয়া[3] তুমি এড় নাগপাশ ॥ ১৪৭৮
নেতা কহিয়া দিল [4]কাযের কর[4] সন্দী।
এড়িলেক নাগপাশ যম করিল[5] বন্দী ॥ ১৪৭৯
নাগপাশ দেখি যম ভয়েতে পীড়িত।
গরুড় বাণ যম রাজা এড়িল ত্বরিত ॥ ১৪৮০
[6]গরুড় দেখিয়া যত সর্প[6] পলায়ে।
রহো [7]রহো করি তারে ঢাকিল পদ্মায়ে[7] ॥ ১৪৮১
এথায়ে বসিয়া [8]খাও রক্ত আর[8] মাংস।
গরুড় স্মরণে বন্দী হও[9] বিষ্ণু অংশ ॥ ১৪৮২
[10]ভক্তি প্রমাণে তারে বলে লুকাইয়া[10]।
ফিরিল [11]গরুড় বাণ দূর হইল[11] মায়া ॥ ১৪৮৩
যম রাজারে পদ্মা বান্ধে হাতে পায়।
মনসার চরণে বৈদ্য বিজয়ে গোপ্তে গায় ॥ ১৪৮৪

লাচারি

যমের কেন আইলা যুদ্ধ করিবার ॥ ধুয়া ॥*

মিছা সে বড়াই কর আপনা রাখিতে নার
কোন মুখে যাবা আজু ঘরে।* *

১—১ দন্ত ফুটি মূর্চ্ছিত হইল জয়ে জে, ঙ। ২ ধর্ম্ম রাজা, ঙ। ৩ ছারিয়া, ঙ। ৪—৪ বর এক, ঙ। ৫ হইল, ঙ। ৬—৬ গরুড় পক্ষী দেখিয়া সব নাগ জে, ঙ। ৭—৭ বলি তারে ডাকে যম্ রায়ে, ঙ। ৮—৮ গরুড় খাও রক্ত, ঙ। ৯ হইল, ঙ। ১০—১০ ভক্তি প্রণাম কহে নাগ বুজাইয়া, ঙ। ১১—১১ অনন্ত নাগ দূরে গেল, ঙ।

* ধুয়ার এই পদটি (ঙ) পুঁথিতে নাই।

* * ১৪৮৫ সংখ্যক পদের প্রথম চরণের পরে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

যত যত পাপী নর তার[১] তুমি ঈশ্বর
পাপ ভুগিবা[২] যুগে যুগে ॥ ১৪৮৫
আমি নহে পাপী নর[৩] [৪]আমার সঙ্গে বল কর[৪]
তোরে[৫] মারিব সভার আগে।
ক্ষীরোদ মথন কালে [৬]জানে তোর বাপে ভালে[৬]
[৭]জিজ্ঞাসা না করিলা[৭] তার ঠাই ॥ ১৪৮৬
[৮]আমার বিষের জলে আপনে নীলকণ্ঠ ঢলে
তাহা তুই না শুনিলি কানে[৮]।
ঈশ্বরের ঘরণী সতাই আমি গেলাম তার ঠাই
[৯]হেলা করি বধিলাম তাহানে[৯] ॥ ১৪৮৭
দেবগণ সাধন আমা হইল লজ্জিত মন
তবে দেবী জিয়াইলাম আপনে।
কিসেরে না কর রাও মাথাটি তুলিয়া চাও
বিজয়ে গোপ্তে রচিল সানন্দে ॥* ১৪৮৮

অনিরুদ্ধ দাস মোর তাহে কিবা দায়ে তোর
লজ্জা আজু পাইলা অকারণ।
ওঝা জেন সঙ্কুরায়ে প্রাণ দিল মোর ঘায়ে
তাথে তুমি কত বড়াই কর॥
চান্দের পুত্র ছয়ে জন করিলাম দেখ নিধন
অনিরুদ্ধ আনিলাম শিব হতে।

১ তাহার, ঙ। ২ ভুঞ্জিবা, ঙ। ৩ জন, ঙ। ৪—৪ মোর সঙ্গে কর রণ, ঙ। ৫ তোমারে, ঙ। ৬—৬ তোর বাপে জানে ভালে, ঙ। ৭—৭ জিজ্ঞাসা না কৈলা, ঙ। ৮—৮ এই অংশটুকু (ঙ) পুঁথিতে নাই। ৯—৯ বাদ করি মারিলাম তাহারে, ঙ।

* ১৪৮৮ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে পয়ারের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

সেই পদ্মাবতী সভারে দেও বর।
বন্ধন সহিতে যম রহিলা সত্বর।

পয়ার

তিন দিন বন্দী যম পদ্মার যে দ্বারে।
নারদে জানাইল[১] গিয়া ব্রহ্মার গোচরে॥ ১৪৮৯
ব্রহ্মা বলে ত্রি[ভু]বন শূন্য হেন বাসি।
আপনে লইয়া যাও সনক[২] সপ্ত ঋষি॥ ১৪৯০
সপ্ত ঋষি নারদ লইয়া সঙ্গে চলে।
ঋষিগণ লইয়া নারদ সত্বরে গিয়া মিলে॥* ১৪৯১
দেখিয়া কৌতুক [৩]হইল সপ্তঋষিগণ[৩]।
[৪]পাদ্য অর্ঘ দিল আর[৪] বসিতে আসন॥† ১৪৯২
কান্দিয়া শমনে বলে মুনির চরণে।
আমার এক নিবেদন শোন তপোধনে॥‡ ১৪৯৩
সূর্য্য ব্রত করে যেবা পাইয়া[৫] রবিবার।
সূর্য্যরথে [৬]যায় সেই সূর্য্যের যে[৬] দ্বার॥ ১৪৯৪
একাদশী [৭]দিনে যেবা করে এক আহার[৭]।
[৮]বিষ্ণু রথে যায়ে সে বিষ্ণুর যে দ্বার[৮]॥ ১৪৯৫

---

১ কহিলা, খ, গ। ২ যথা, খ, গ।

* ১৪৯১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

ব্রহ্মার বচনে চলে নারদ মুনিবর।
সপ্ত ঋষি লইয়া মুনি চলিলা সত্বর।

৩—৩ পদ্মা ঋষি সপ্তজন, খ, গ। ৪—৪ গৌরব করিয়া দিল, খ, গ।

† ১৪৯২ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

মনসা বলেন ভাই কেন আগমন।
নারদে বলেন দিদি শুন গো বচন॥
ব্রহ্মাএ পাঠাইছেন মোরে তোমার গোচর।
সত্বরে ছাড়িয়া দেও রবির কোঙর॥

‡ ১৪৯৩ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

নারদের বচনে দেবী হাসে ঘন ঘন।
কান্দিয়া নারদের ঠাই কহেন শমন॥

৫ করে, খ, গ। ৬—৬ চড়ি জায় সূর্য্যের, খ, গ। ৭—৭ উপবাস করে নিরাহারে, খ, গ। ৮—৮ আনন্দে চলিয়া জায় বৈকুণ্ঠের দ্বারে, খ, গ।

গঙ্গাজলে [১]যেই জনে তেজয়ে[১] পরাণি।
ব্রহ্ম [২]লোকে যায়ে সেই কহিল কাহিনী[২] ॥ * ১৪৯৬
[৩]আমার অধীন নর আমি নিতে চাই[৩]।
নাগপাশে [৪]বান্দি মারে বিষহরি আই[৪] ॥ ১৪৯৭
নারদে বলেন যম না [৫]কান্দ সদায়[৫]।
অনিরুদ্ধ [৬]উষার জীব তোমার নাহি দায়[৬] ॥ ১৪৯৮
মনসার আগে গিয়া কহিব অখন।
এইক্ষণে করিব আমি তোমারে মোচন ॥ ** ১৪৯৯
মনসারে বুঝাইয়া কহিল তপোধন।
যমরাজ ছাড়ি দেও করি যে সাধন ॥ ১৫০০
এত শুনি পদ্মাবতী হরষিত মন।
যম রাজা মোচন করিল ততক্ষণ ॥ ১৫০১
হরষিতে যমেরে দিলা নানা আভরণ।
প্রণাম করিয়া যম করিলা গমন ॥ ১৫০২
যম মোচন করি নারদ ঘরে যায়ে।
ত্রিভুবন বেড়ি তবে হইল জয়ে জয়ে ॥ † ১৫০৩

Same as ...

১—১ জেবা জনে ছাড়য়ে, খ, গ। ২—২ লোক পায় সে কি কহিব আমি, খ, গ।

* ১৪৯৬ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

জে জনে রামের নাম লয় নিরন্তর।
সর্ব্ব পাপ মোচন হইয়া স্বর্গে জায় নর।
জে অবশিষ্ট লোক জায় মোর দ্বার।
তাহাতে হইল অখন পদ্মার অধিকার।

৩—৩ এ সব বিচারিয়া না পাইল সন্দি, খ, গ। ৪—৪ মনসা করিল দেখ বন্দি, খ, গ। ৫—৫ কান্দিও আর, খ, গ। ৬—৬ উষা পদ্মা পাইল শিব দ্বার, খ, গ।

** ১৪৯৯ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

† ১৫০০-১৫০৩ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

নারদ বলেন দেবী শুন গো বচন।
বিদায় দেও জাউক যম আপন ভুবন।
নারদের বচনে পদ্মা করিলা আদেশ।
যম ছাড়িয়া নাগ সব গেল নিজ দেশ।

বিজয়ে গোপ্তে রচে পুঁথি মনসার বর ।
যম [১]সনে যুদ্ধ হইল এতেক[১] সোসর ॥ ১৫০৪

ইতি যম যুদ্ধ অনিরুদ্ধ উষা হরণ ইতি সমাপ্ত ॥

চাঁদসদাগরের দক্ষিণ পাটন গমন

অনিরুদ্ধ উষার জীব লইয়া পদ্মাবতী ।
চম্পক নগরে [২]গেলা অতি[২] শীঘ্র গতি ॥ ১৫০৫
জীব [৩]সহিত বিষহরি[৩] রহিলেক তথা ।
চম্পক নগরে শোনে সোনেকার কথা ॥ ১৫০৬
বরের ঘট সোনাই মাথায়ে লইয়া[৪] ।
চম্পক নগরে সোনাই [৬]গেলেন চলিয়া[৬] ॥ ১৫০৭
স্নান করিয়া সাধু করে দেবার্চ্চন ।
সোনেকা সুন্দরী গিয়া চড়াইল রন্ধন ॥ ১৫০৮
ভোজন করিতে [৭]সাধু বৈসে ততক্ষণ[৭] ।
একে একে দিল নিয়া[৮] পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ॥ ১৫০৯
ভোজন করিয়া সাধু করে আচমন ।
কর্পূর তাম্বূল খাইয়া করিল শয়ন ॥ * ১৫১০

পদ্মা বলে যম কেন করিলা বিবাদ ।
মিছা মিছা পাইলা দুঃখ ক্ষম অপরাধ ॥
যম বিদায় দিল জয় বিষহরি ।
আনন্দে চলিয়া গেলা আপনার পুরি ॥
নারদ চলিয়া গেলা ব্রহ্মার গোচরে ।
জাহার জে নিজালয়ে চলিল সত্বরে ॥

১—১ যুদ্ধ পালা গাইলাম এইখানি, খ, গ । ২—২ তবে জায়ে, ঙ । ৩—৩ লইয়া পদ্মাবতী, ঙ । ৪ মনসার, ঙ । ৫ করিয়া, ঙ । ৬—৬ উত্তরিলা, ঙ । ৭—৭ বৈসে সাধুর নন্দন । ৮ রাণী, ঙ ।
* ১৫১০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।

[১]ভেষ করি সোনেকা সুন্দরী তথ [া] গেল[১] ।
সাধুর [২]সাক্ষাতে গিয়া উপস্থিত হইল[২] ॥ ১৫১১
[৩]সোনাইরে দেখিয়া সাধু হরিষ অন্তর[৩] ।
হস্তে ধরি [৪]বৈসাইল শয্যার উপর[৪] ॥ ১৫১২
চন্দ্রধরে বোলে সোনাই কর অবধান ।
তুমি আমি থাকি যদি বাঁচিয়া কল্যাণ ॥ * ১৫১৩
তুমি আমি বাঁচি যদি অনেক বৎসর ।
[৫]আর বার হবে[৫] পুত্র মহাদেবের বর ॥ ১৫১৪
কালিকার সোনাই তুমি কিবা তোমার ব[য়]স ।
তুমি আমি বাঁচিলে পুত্র হইবে বিস্তর ॥ * * ১৫১৫
অনিরুদ্ধ উষার জীব লইয়া পদ্মাবতী ।
সোনেকার নিকটে তবে[৬] গেলা শীঘ্রগতি ॥ ১৫১৬
জীব হাতে [৭]করি পদ্মা[৭] বলে ধীরে ধীরে ।
তুমি [৮]গিয়া জন্ম লভ[৮] সোনেকার উদরে ॥ ১৫১৭
এতেক শুনিয়া জীব শীঘ্রগতি ধায়ে[৯] ।
সোনেকার [১০]উদরে গিয়া[১০] প্রবেশ করয়ে ॥ ১৫১৮
উষার জীব লইয়া গেলা উজানি নগর ।
প্রবেশ করিলা[১১] গিয়া সুমিত্রার উদর ॥ ১৫১৯
নেতার সনে পদ্মাবতী ভাবিয়া হৃদয়ে ।
জীব সঞ্চারিয়া গেলা আপনার আলয়ে[১২] ॥ ১৫২০

১—১ ভোজন করিয়া তথা সোনকা সুন্দরী, ঙ । ২—২ নিকটে রাণী গেলা শীঘ্র করি, ঙ । ৩—৩ সোনকা দেখি চান্দের হরিষ মনে লাগে, ঙ । ৪—৪ সোনকারে বৈসাইল বাম ভাগে, ঙ ।

* ১৫১৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।

৫—৫ হইবেক কত, ঙ ।

* * ১৫১৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।

৬ পদ্মা, ঙ । ৭—৭ পদ্মাবতী, ঙ । ৮—৮ জন্ম লও গিয়া, ঙ । ৯ জায়ে, ঙ । ১০—১০ উদর মধ্যে, ঙ । ১১ করাইলা, ঙ । ১২ পুরএ, ঙ ।

পঞ্চ মাসের গরভ[1] সোনকা সুন্দরী।
সর্ব্বলোক আনন্দিত [2]সোনকার পুরী[2] ॥ ১৫২১
[3]একমাস গর্ভ হইল সোনেকা সোন্দরী[3]।
দুই মাসের [4]কালে হইল লোক জানাজানি[4] ॥ ১৫২২
[5]ইষ্ট মিত্র কুটুম্ব[5] আসিল সকল।
শুনিয়া [6]সর্ব্বলোক আনন্দ[6] মঙ্গল ॥ ১৫২৩
ষষ্ঠী পোজে [7]সোনকা ষষ্ঠ[7] মাস পাইয়া।
দেব পূজা করে সোনাই[8] আনন্দিত হইয়া ॥ ১৫২৪
[9]বন্ধু বান্ধব সব[9] হইলেন সুখী।
সোনেকার গাএ দিল গন্ধ আমলকি ॥ ১৫২৫
নারীগণে তৈল দিল সোনকারে বেড়ি।
স্নান করিয়া সোনাই পৈরে পাটের শাড়ি ॥ ১৫২৬
নানা অলঙ্কার পৈরে গলায়ে হাসলি।
সাধ ভাত সোনকা খাইল তক্ষনি ॥ ১৫২৭
পঞ্চমাস গর্ভ হইল সোনেকার উদরে।
শয্যা ত্যাগিয়া বাহিরে গেলা সদাগরে ॥ * ১৫২৮
সমাই পণ্ডিতেরে সাধু তখনে আনাইল।
[10]সকল কুটুম্ব স্থানে কহিতে[10] লাগিল ॥ ১৫২৯
বাপ পিতামহর ধন করিয়া[11] বেসন।
আপনে[12] না অর্জে[12] ধন কাপুরুষ জন ॥ ১৫৩০
পাটনে যাইতে সাধু ভাবে মনে মন।
অবশ্য যাইব আমি দক্ষিণ পাটন ॥ ১৫৩১

---

১ গর্ভ হইল, ঙ। ২—২ চম্পক নগরী, ঙ। ৩—৩ মাসের পরে গর্ভ হইল জানাজানি, ঙ। ৪—৪ গর্ভ হইল চান্দের ঘরিনী, ঙ। ৫—৫ বন্ধু বান্ধব শুনি, ঙ। ৬—৬ জ্ঞাতি সবে করিল, ঙ। ৭—৭ সোনকায়ে অষ্ট, ঙ। ৮ রাণী, ঙ। ৯—৯ ইষ্ট মিত্রে সবে শুনি, ঙ।

* ১৫২৬-১৫২৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

১০—১০ পাত্র মিত্র সমুদিয়া বলিতে, ঙ। ১১ করিলাম, ঙ। ১২—১২ নাজ্জিত, ঙ।

তোরা নফর সাধু আনে ডাক দিয়া।
চৌদ্দ ডিঙ্গা [১]নাও তোরা আন সাজাইয়া[১] ॥ ১৫৩২
নৌকা [২]ভরিতে তোরার[২] কৌতুক হইল বড়ি।
এই কালে বল গাইন[৩] সংবাদ লাচারি ॥ ১৫৩৩

লাচারি

[৪]হুড়াহুড়ি সর্ব্ব কাজে[৪] [৫]চৌদিকে বাজন[৫] বাজে
[৬]সাধু যাবে[৬] দক্ষিণ পাটন।
চাউল পাটের খনি রত্ন প্রবাল মণি
গজমুক্তা লইল বিস্তর ॥ ১৫৩৪
কাপোরিয়া তোলে গরা ইজার [৭]মসরির ধরা[৭]
আর তোলে [৮]চট ঝগরা[৮]।
[৯]ব্রাহ্মণে দিল ত্বরা লইয়া যায়ে ফুলের ঝরা
সাধু যাবে জানাইল সাড়া[৯] ॥ ১৫৩৫
কলই মুগ [১০]মুসুরির থেলা[১০] [১১]নৌকায়ে তোলিয়া লইলা[১১]
[১২]মূলা ভরি লইল অনুপাম[১২]।
দ্রব্য উঠায়ে [১৩]নানা মত[১৩] নারিকেল [১৪]ভরিল তাত[১৪]
পাটনে নাহিক যাহার নাম ॥ ১৫৩৬
সাধু [১৫]ভাল কুতুহলে[১৫] চৌদ্দ ডিঙ্গা[১৬] তোলে
সাইল গুয়া লইল অনুপাম[১৭]।
বিজয়ে গোপ্তে[১৮] অনুবন্দে [১৯]বলিল লাচারি[১৯] ছন্দে
চৌদ্দ ডিঙ্গা হইল সাজন ॥ ১৫৩৭

১—১ লও বাপু সাজন করিয়া, ঙ। ২—২ সাজাইতে তার, ঙ। ৩ ভাই। ৪—৪ জয় জয় সর্ব্ব রাজ্যে, ঙ। ৫—৫ নানা শব্দে বাদ্য, ঙ। ৬—৬ চান্দে জায়ে, ঙ। ৭—৭ মসরি ধারা, ঙ। ৮—৮ শাল দিব্য দিব্য, ঙ। ৯—৯ এই চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই। ১০—১০ মুসুর, ঙ। ১১—১১ নৌকাতে ভরিল গুড়, ঙ। ১২—১২ তিল আর ভরিল সরিষা, ঙ। ১৩—১৩ বড় ভাল, ঙ। ১৪—১৪ ভরে তাল, ঙ। ১৫—১৫ বড় কৌতুক শুনে, ঙ। ১৬ ডিঙ্গায়ে ভরা, ঙ। ১৭ বিস্তর, ঙ। ১৮ গোপ্তের, ঙ। ১৯—১৯ রচিল লাচারির, ঙ।

পয়ার

চান্দো পাটনে যায়ে বলে সর্ব্ব জন।
ঘরে থাকি সোনেকায়ে শুনিল তখন ॥ ১৫৩৮
ছাগ মৈষ [বলি] দিয়া পোজে দেবগণ।
ইন্দ্র আদি পূজিল যত দেবগণ ॥ * ১৫৩৯
সোনাই বোলে প্রাণনাথ [১]আমি তোমার দাসী[১]।
[২]আমারে ছাড়িয়া যাবা বড় দুখ বাসি[২] ॥ ** ১৫৪০
চরণে পড়িয়া [৩]কান্দে দুখ লাগে বড়ি[৩]।
এই কালে বোল গাইন সরস লাচারি ॥† ১৫৪১

---

* ১৫৩৮-১৫৩৯ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

কহিল সকল কথা নাহি লেখা জোখা।
চান্দে বলে শুন বাক্য সুন্দরী সোনেকা ॥
ঘরে বসিয়া খাইতে কুড়াইল ধন।
কল্য জাইব আমি দক্ষিণ পাটন ॥

১—১ রাজ্যের ঠাকুর, খ, গ। ২—২ কোন কাজে ডিঙ্গা লইয়া জাবা বহুরদুর, খ, গ।

* * ১৫৪০ পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

সংসারের মধ্যে সার আছি দুইজন।
কোন দুঃখে জাবা তুমি দক্ষিণ পাটন ॥ খ, গ।

৩—৩ সোনাই উচ্চস্বরে কান্দে, খ, গ।

† ইহার পরে আদর্শ পুঁথিতে পয়ারে সাতটি পদ পাওয়া যায়। এই পদগুলি (ঘ) পুঁথিতে নাই। কিন্তু (খ) ও (গ) পুঁথিতে কবি চন্দ্রপতির ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে। এই কারণে পদগুলি সন্দিগ্ধ মনে করিয়া মূলে না দিয়া পাদটীকায় নিম্নে দেওয়া গেল :—

নারীর বচন কর হিত।
এবার পাটনে যাইতে না হয় উচিত ॥
পদ্মা বিমুখ হেন জানই আপনে।
আপনে জানিয়া প্রভু পাসরিলা কেনে ॥
জর্ম্মত্তসনি তোমার রক্ষা কর জীব।
এবার পাটনে গেলে না বাচিব শিব ॥
আজু নিশি মুই দেখিল স্বপন।
যাত্রা কালে যাত্রা ঘট ভাঙ্গিল তখন ॥

পয়ার

চান্দ পাটনে যাবে জানিল নিশ্চয় ।
সোনেকা মঙ্গল কার্য্য করে অতিশয় ॥ ১৫৪২
সোনাই বোলে কথা[১] শোন প্রাণেশ্বর ।
পদ্মার বরে পুত্র [২]হইল আমার উদর[২] ॥ ১৫৪৩
[৩]বৃদ্ধকালে দোচা[ি]রণী বলিবে আমারে[৩] ।
তবে [৪]কি বলিব আমি লোকের গোচরে[৪] ॥ ১৫৪৪
[৫]কোন কালে নাহি তোমার[৫] অন্য মতি ।
[৬]সর্ব্ব লোকে সংসারে জানে[৬] তুমি বড় সতী ॥ ১৫৪৫
এত [৭]শুনি চান্দো[৭] গর্ভ পত্র লিখি দিল ।
রন্ধন করিতে সোনাই তখনে চলিল ॥ ১৫৪৬
ভোজন করিয়া [৮]বৈসে চান্দো অধিকারী[৮] ।
কর্পূর তাম্বূল দিয়া মুখ শুদ্ধ করি ॥ ১৫৪৭
[৯]কার্ত্তিকে করিলা প্রভু বিষ্ণুর[৯] পূজন ।
ফাল্গুনে চলিলা সাধু দক্ষিণ পাটন ॥ ১৫৪৮
বাড়াহি যমুনা পোজে গঙ্গা ভাগীরথী ।
অষ্ট লোক পূজিলেক লক্ষ্মী সরস্বতী ॥ ১৫৪৯
ব্রহ্মা বিষ্ণু পূজিলেক উমা মহেশ্বর ।
[১০]অষ্ট লোকপাল পোজে[১০] দেব দিবাকর ॥ ১৫৫০

সমুখে ব্রাহ্মণী মাগে হাতে লইয়া থাল ।
এবার বাণিজ্য গেলে না হইবে ভাল ।
আপনে পণ্ডিত সাধু ভাবে মনে মন ।
একেকালে বিরোধিল জত গ্রহ জন ।
বিজয়ে গোপ্তে বলে সাধু না ভাব বিষাদ ।
এবার বাণিজ্যে গেলে ঠেকিবে জঞ্জাল ॥

১ কহি, ঙ। ২—২ হবে তোমার জে ঘর, ঙ। ৩—৩ দোচারিণী নারী মোরে বলিব নিরন্তরে, ঙ। ৪—৪ আমি কি উত্তর দিব তাহার ঘরে, ঙ। ৫—৫ সোনকা তোমার জেন নাহি, ঙ। ৬—৬ সংসারে বলে সোনাই, ঙ। ৭—৭ বলি চান্দে, ঙ। ৮—৮ চান্দ বৈসে অধিকারী, ঙ। ৯—৯ কাত্তিকেরে বৈল সাধু বিস্তর, ঙ। ১০—১০ সর্ব্ব দেব পূজিলেক, ঙ।

একে একে পূজিলেক [১]দেব দিবাকর[১] ।
নানা বাদ্য [২]বাজে তাহে শুনি মনোহর[২] ॥ ১৫৫১
পদ্মাবতী না পূজিল সাধুর কুমার ।
মনে মনে পদ্মাবতী [৩]ভাবি কৈল সার[৩] ॥ ১৫৫২
নানা বাদ্য বাজে আর মঙ্গল মালসি[৪] ।
দেবতার[৫] পদে সাধু মাগিল মেলানি ॥ ১৫৫৩
[৬]যার যার চরণ ডিঙ্গা চড়ে সেই জন নায়ে[৬] ।
[৭]মনে সার করি সাধু পাটনে[তে][৭] যায়ে ॥ ১৫৫৪
চৌদ্দ নায়ে ভরা [৮]ভরে করে[৮] পরিপাটী ।
তোল পাল[৯] করি যায় চম্পকের মাটি ॥ ১৫৫৫

লাচারি

ডিঙ্গা [১০]বাইয় নারে[১০] আজব কানাইয়া ডিঙ্গা বাইয়া যাওরে ॥
সবের আগে চলে ডিঙ্গা নামেত মঙ্গলা ।
বাকে বাকে থাকিয়া খায়ে শতেক ছাগলা ॥ ১৫৫৬
তার পাছে চলে ডিঙ্গা নামে চন্দ্রপাট ।
তার উপর মিলিয়াছে শ্রীকলার হাট ॥ ১৫৫৭
[১১]তার পাছে চলে ডিঙ্গা গঙ্গার চরণ[১১] ।
নানা পুষ্প রুপিয়াছে [১২]করিয়া যতন[১২] ॥ ১৫৫৮
তার পাছে চলে[১৩] ডিঙ্গা সিন্দুর কটুয়া ।
[১৪]সেই নায়ে নৃত্য করে তালিম[১৪] নাটুয়া ॥ ১৫৫৯
দুর্গার চরণ ডিঙ্গা কাণ্ডারী[১৫] ভাগীরথী ।
দক্ষিণ সফরে যায়ে[১৬] পবনের গতি ॥ ১৫৬০

১—১ জত দেবগণ, ঙ । ২—২ মনোহর মঙ্গল নাচন, ঙ । ৩—৩ চিন্তিয়া অপার, ঙ । ৪ নাচনি, ঙ । ৫ দেবগণের, ঙ । ৬—৬ জাহার জাহার চরণ ডিঙ্গ চণ্ডী সেই নাএ, ঙ । ৭—৭ মনের হরিষে চান্দো পাটনেতে, ঙ । ৮—৮ ভরি করি, ঙ । ৯ পাতাল, ঙ । ১০—১০ বাওরে বাও, ঙ । ১১—১১ গঙ্গার চরণ ডিঙ্গা চরণ ভাগীরথী, ঙ । ১২—১২ করি পরিপাটী, ঙ । ১৩ মিলে, ঙ । ১৪—১৪ তাহার উপরে থাকে তালিমের, ঙ । ১৫ কাণ্ডারে, ঙ । ১৬ চলে, ঙ ।

তার পাছে চলে ডিঙ্গা নামে হাসুমুড়া ।
সেই ডিঙ্গায় ভরিয়াছে সাত শত ঘোড়া ॥* ১৫৬১
পরম সুন্দর ডিঙ্গা বায়ু[১]গতি ধায়ে ।
দক্ষিণ সফরে ডিঙ্গা জল[২] বুঝি জায়ে ॥ ১৫৬২
[৩]তার পাছে চলে[৩] ডিঙ্গা নামেত মুগর ।
চণ্ডীর চরণ[৪] ডিঙ্গা চলিছে সফর ॥ ১৫৬৩
নানা দ্রব্য ভরিয়াছে দেখিতে সুন্দর ।
সেই দ্রব্য দিয়া পূজে দেব মহেশ্বর ॥** ১৫৬৪
তার পাছে চলে[৫] ডিঙ্গা ধুতুরার ফুল ।
[৬]যার রূপে আলো[৬] করে দশ দিক কূল ॥ ১৫৬৫
আজব তুলিয়া দিল ডিঙ্গার উপর ।
হরিষে চলিলা সাধু দক্ষিণ সফর ॥† ১৫৬৬
তার পাছে মিলে ডিঙ্গা নামেত গৌরাঙ্গ ।
সেই ডিঙ্গার লোক দেখিতে লাগে শঙ্কা ॥ ১৫৬৭
তার পাছে চলে[৭] ডিঙ্গা সমুদ্র উথাল ।
[৮]সকল সমুদ্রের তুলিয়া যায়ে জল[৮] ॥ ১৫৬৮
এই আ[ছে] এই নাই কেহ নহে দেখে ।
সর্ব্ব লোকে চাহে নৌকা হাত দিয়া নাকে ॥ ১৫৬৯
নানা মত লিখিয়াছে যতেক দেবতা ।
নানা মতে বাদ্য বাজে শুনিতে সুললিতা ॥ ১৫৭০

---

* ১৫৬১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ড) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

তাহার পাছে মিলে ডিঙ্গা নামে গুয়ারেথী ।
তাহার পাছাএ খাড়াইলে লঙ্কার রাবণ দেখি ॥

১ পবন, ড । ২ মন, ড । ৩—৩ তাহার পাছে মিলে, ড । ৪ অধিষ্ঠান, ড ।

** ১৫৬৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ড) পুঁথিতে নাই ।

৫ মিলে, ড । ৬—৬ তাহার রূপে আলো, ড ।

† ১৫৬৬ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ড) পুঁথিতে নাই ।

৭ মিলে, ড । ৮—৮ ছত্রিস বেও পানি ভাঙ্গে সোভেত পাতাল, ড ।

তার পাছে চলে ডিঙ্গা সুমন্তবহাল।
বত্রিশ বেও জল ভাঙ্গে সোভেত পাতাল ॥ ১৫৭১
অতি শীঘ্র ডিঙ্গা খান পবন গতি চলে।
একে একে চলে ডিঙ্গা সমুদ্রের জলে ॥* ১৫৭২
তার পাছে চলে[১] ডিঙ্গা নামে সঙ্কচর।
নদীর[২] দুই কূল ছোয়ে সমুদ্রের ছোয় মুখর ॥ ১৫৭৩
দেখিতে না দেখি নৌকা পবন গতি ধায়ে।
নানা ধন ভরিয়াছে সেইত নৌকায়ে ॥** ১৫৭৪
তার পাছে চলে ডিঙ্গা গরুড় মহারথী।
বিনা বাইশে চলে [নৌকা] [৩]লোকে নহে দেখি[৩] ॥ ১৫৭৫
সেই নায়ে করিয়াছে বিচিত্র দুই ঘর।
রত্নের কলস শোভে দেখিতে সুন্দর ॥† ১৫৭৬
তার পাছে চলে ডিঙ্গা নামে সিংহমুখ।
[৪]হিঙ্গুল হরিতাল তাথে[৪] দেখিতে কৌতুক ॥ ১৫৭৭
বিচিত্র মণ্ডব ঘর নেতের পতাকা।
প্রতি মঙ্গল বারে তাহে পোজেন কালিকা ॥‡ ১৫৭৮
তার পাছে চলে[৫] ডিঙ্গা নামে চন্দ্ররেখা।
[৬]সেই নায়ে যত[৬] দ্রব্য নাহি লেখা জোখা ॥ ১৫৭৯
চৌদ্দ ডিঙ্গায়ে তুলিয়া দিল মালুম পাঁচ।
[৭]চৌদ্দ ডিঙ্গা চলিয়াছে করিপুর সাজ[৭] ॥ § ১৫৮০

---

* ১৫৬৯-১৫৭২ সংখ্যাক পদ অতিরিক্ত, (ও) পুঁথিতে নাই।

১ মিলে, ও। ২ গঙ্গার, ও।

** ১৫৭৪ সংখ্যাক পদ অতিরিক্ত, (ও) পুঁথিতে নাই।

৩—৩ ডিঙ্গা বিক্তুর আরতি, ও।

† ১৫৭৬ সংখ্যাক পদ অতিরিক্ত, ও পুঁথিতে নাই।

৪—৪ সেই ডিঙ্গার লোক, ও।

‡ ১৫৭৮ সংখ্যাক পদ অতিরিক্ত, (ও) পুঁথিতে নাই।

৫ মিলে, ও। ৬—৬ তাহাতে ভরিছে, ও। ৭—৭ হরিষে বসিয়া চাহে মধুকর সাজ, ও।

§ ১৫৮০ সংখ্যাক পদ অতিরিক্ত, (ও) পুঁথিতে নাই।

তার পাছে চলে[১] ডিঙ্গা নামে মধুকর।
[২]এই ডিঙ্গায়ে চড়িয়াছে[২] চান্দো সদাগর ॥ ১৫৮১
দেখিতে না দেখি ডিঙ্গা[৩] পবনগতি চলে।
[৪]ত্বরিত গমনে গেল গাঙ্গের যে জলে[৪] ॥ ১৫৮২
সকল [৫]ডিঙ্গায়ে চড়িয়া[৫] গাবরে গাহে সারি।
[৬]দেখিতে দেখিতে ডিঙ্গা[৬] এড়াইল গাঙ্গুরি ॥ ১৫৮৩
ধবল নদী এড়াইয়া মাণিক্যপুর যায়ে।
হাঁতা তালি দিয়া গাবরে গীত গায়ে ॥ ১৫৮৪
কালিদয়ে এড়াইল গেল কথদূর।
[৭]তথা হতে[৭] গেল ডিঙ্গা বিজয়ারপুর ॥ ১৫৮৫
[৮]মনসা দেবীর নদী এড়াইল ধবল নদীর[৮] পানি।
[৯]পুষ্কর্ণীর সমান নাহি ভাটি[৯] উজানি ॥ ১৫৮৬
শ্বেত গঙ্গা এড়াইল [১০]নামে কর্ণফুলি[১০]।
নর্ম্মদা [১১]এড়াইল নামে[১১] গোদাবরী ॥ ১৫৮৭
শ্বেতগঙ্গা এড়াইল নামে মন্দাকিনী।
ভদ্র[া]নদী এড়াইল দক্ষিণে টানে পানি ॥ ১৫৮৮
ডিঙ্গা দেখি সর্ব্ব[লোকে] পায়েত তরাসে।
মুখে কাপোড় দিয়া তবে ডিঙ্গা লিয়া হাসে ॥ * ১৫৮৯
দেখিতে না দেখে ডিঙ্গা বায়ুগতি চলে।
[১২]শীঘ্রগতি গেল ডিঙ্গা স্বরা নদীর তীরে[১২] ॥ ১৫৯০
স্বরা নদী তীরে[১৩] তীর্থ বড় পুণ্যবান।
সেই নদীতে চৌদ্দ ডিঙ্গা করিল লাগান[১৪] ॥ ১৫৯১

---

১ মিলে, ঙ। ২—২ সেই ডিঙ্গায়ে বসিয়াছে, ঙ। ৩ নৌকা, ঙ। ৪—৪ দেখিতে দেখিতে গেল গাঙ্গরির কূলে, ঙ। ৫—৫ নায়ে চাপিয়া, ঙ। ৬—৬ না দেখে নৌকা, ঙ। ৭—৭ তাহার পরে, ঙ। ৮—৮ মনসাধে এড়াইল ধবলবর্ণ, ঙ। ৯—৯ পুখরি সমান নাহি ভাটি আর উজানি, ঙ। ১০—১০ বামে কর্ণপুরি, ঙ। ১১—১১ নদী এড়াইল আর, ঙ।

* ১৫৮৮-১৫৮৯ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

১২—১২ জাইতে জাইতে গেল গুরা নদীর জলে, ঙ। ১৩ নামে, ঙ। ১৪ চাপান, ঙ।

স্নান করিয়া চান্দো পূজে দেবগণ।
পুষ্পজল দিয়া পোজে দেব ত্রিলোচন ॥ ১৫৯২
নানা [১]উপহারে পূজে দেব মহেশ্বর[১]।
[২]দেব পূজা করে সাধু হরিষ অন্তর[২] ॥ ১৫৯৩
সেই স্থলে[৩] সদাগর বঞ্চিল রজনী।
রজনী প্রভাতে চান্দো জাগিল তখনি[৪] ॥ ১৫৯৪
প্রভাত সময়ে হইল উদিত[৫] দিবাকর।
ধনা বলে সদাগর মোর বচন ধর ॥ ১৫৯৫
মালুম [৬]গাছ তুলিয়া দেও ডিঙ্গার[৬] উপর।
[৭]মালুম গাছটা তুলিয়া দিল মধুকর উপর[৭] ॥ ১৫৯৬
মালুম দিষ্টে বোলে শোন সাধু[৮] সদাগর।
চারি রাজ্যের[৯] কথা কহি অবধান কর ॥ ১৫৯৭
পূর্ব্ব [১০]রাজ্যের কথা কহি বড়হি সাভাসি[১০]।
[১১]মাসিরে বিবাহ[১১] করে সাঙ্গা করে পিসি ॥ ১৫৯৮
জ্যেষ্ঠ [১২]কনিষ্ঠ তারা সব[১২] করে ঠাটা।
ব্রাহ্মণ সজ্জন তারা [১৩]সর্ব্বে জন্ম[১৩] কাটা ॥ ১৫৯৯
ব্রাহ্মণে হাল চষে পায়ে দিয়ে মোজা।
বাপের দোষ পাইলে[১৪] পুত্রে করে খোজা ॥ ১৬০০
এহারে শুনিয়া সাধু বলে রাম রাম।
পূর্ব্ব রাজ্যেত মোর নাহি কোন[১৫] কাম ॥ ১৬০১
মালুম দিষ্টে বোলে শোন সাধু[১৬] সদাগর।
উত্তর রাজ্যের কথা[১৭] অবধান কর ॥ ১৬০২

১—১ দিব্য দিয়া পোজে দেব ত্রিলোচন, ঙ। ২—২ এই চরণটি অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই। ৩ থানে, ঙ। ৪ আপনি, ঙ। ৫ পুরে, ঙ। ৬—৬ দিষ্ট তুলি দেও নৌকার, ঙ। ৭—৭ তাহা শুনি মালুম দিষ্ট উঠিলা সত্বর, ঙ। ৮ নৃপতি, ঙ। ৯ দিগের, ঙ। ১০—১০ রাজেরী কথা বড়হি অভাসী, ঙ। ১১—১১ মাসি লইয়া ঘর, ঙ। ১২—১২ গনেষ্ঠ তারা সবে, ঙ। ১৩—১৩ সকল চর্ম্ম, ঙ। ১৪ পাইলে তারা, ঙ। ১৫ কিছু, ঙ। ১৬ চন্দ্রপতি, ঙ। ১৭ কথা কহি, ঙ।

সেই দেশের লোক দেখিতে তেজবর্ণ।
সর্ব্ব [১]লোকে খায়ে তারা[১] মরিচের অন্ন ॥ ১৬০৩
এহারে[২] শুনিয়া সাধু বলে রাম রাম।
উত্তর রাজ্যেতে আমার নাহি কিছু কাম ॥ ১৬০৪
মালুম দিষ্টে বলে শোন নৃপতি সদাগর।
পশ্চিম রাজ্যের কথা অবধান কর ॥ ১৬০৫
তথাতে আছেন তীর্থ নামে গঙ্গাতীর।
[৩]যত মুনি[৩] স্নান করে সেই গঙ্গার নীর ॥ ১৬০৬
এহারে শুনিয়া সাধু বলে রাম রাম।
পশ্চিম [৪]রাজ্যে তবে[৪] নাহি কিছু কাম ॥ ১৬০৭
মালুম [৫]গাছ দিষ্টে বলে শোন[৫] সদাগর।
দক্ষিণ রাজ্যের কথা অবধান কর ॥ ১৬০৮
কানি জমির[৬] মাল তারা করাকরি সায়ে[৭]।
[৮]সোনার কুমার তথা[৮] গড়াগড়ি বায়ে ॥ ১৬০৯
সোনার কাচি দিয়া দাওালে ধান দায়ে।
হীরামন মাণিক্য তারা রৌদ্রেতে শুখায়ে ॥ ১৬১০
সাধু বোলে [৯]শোন কাণ্ডারি[৯] ভাই।
[১০]কেমন বাইস বাইতে পার বাও দেখি চাই[১০] ॥ ১৬১১
দামা সিঙ্গা বাজে সকল ডিঙ্গাতে।
তালিম নাটোয়া নৃত্য করয়ে তাহাতে ॥* ১৬১২

লাচারি

আহা হরি এইবার তরাইয়া নেও রাম ॥ ধুয়া ॥

প্রতি নায়ে জয় সাড়া ঢাক ঢোল বাজে কাড়া
চৌদ্দ ডিঙ্গা দেখিতে সুন্দর।

১—১ রাজা তরি খাএ, ঙ। ২ এহা, ঙ। ৩—৩ মুনি সবে, ঙ।
৪—৪ রাজ্যেতে মোর, ঙ। ৫—৫ দিষ্টে বলে শোন নৃপতি, ঙ।
৬ ভূমির, ঙ। ৭ গাছে, ঙ। ৮—৮ সোনা রূপা আদি করি, ঙ।
৯—৯ শোন অরে কাণ্ডারিয়া, ঙ। ১০—১০ আজর ফিরাইয়া দেও সেই দেশে জাই, ঙ।
* ১৬১২ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

নানা শব্দে বাদ্য বাজে বিষম সমুদ্র মাঝে
বাইয়া ধর দক্ষিণ সফর ॥ ১৬১৩
চঞ্চল [১]সমুদ্র নীর[১] চৌদ্দ ডিঙ্গা নাহি স্থির
বাইয়া ধর রাজার নগর।
প্রতি[২] নায়ে নৃত্য গীত শুনি বড়[৩] সুললিত
বাইয়া ধর বিশ্বশ্রবার ঘাট ॥ ১৬১৪
... ... ।
পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে
[৪]দেখি পলায়ে গান্ধরির লোক[৪] ॥ ১৬১৫

পয়ার

কালিদয়ে সমুদ্রের কালা বর্ণ পানি।
ষোল ধারে বহে তাহে ভাটি উজানি ॥ ১৬১৬
পর্ব্বত [৫]ঢেউ জল[৫] তুলা রাশি [রাশি]।
দেখিয়া ডিঙ্গার লোক হইল ত্রাসি[৬] ॥ ১৬১৭
ফটিকের বর্ণ [৭]হেন জলবিম্ব[৭]।
কালিদয়ে এড়াইয়া পাইল লবণাম্বু ॥ ১৬১৮
লবণাম্বু সমুদ্র দেখিতে তরাস।
দিগান্তর [৮]সাগর আড়ে[৮] এক মাস ॥ ১৬১৯
লবণাম্বু এড়াইয়া[৯] গেল জমদ্বিপ সাগর।
পর্ব্বত সমান জোক জলের[১০] ভিতর ॥ ১৬২০
[১১]ডিঙ্গার রব[১১] শব্দ পাইয়া জোক জল হতে উঠে।
চৌদ্দ ডিঙ্গা ঠেকিয়া রহিল [১২]জোকে[র] পৃষ্ঠে[১২] ॥ ১৬২১
দেখিয়া ডিঙ্গার লোক পাইল তরাস।
চমকিত সর্ব্ব লোক[১৩] চাহে চারিপাশ ॥ ১৬২২

১—১ সমুদ্রের ক্ষীর, ভ। ২ সব, ভ। ৩ অতি, ভ। ৪—৪ জাহারে সদএ নারায়ণ, ভ। ৫—৫ প্রমাণ ঢেও জেন, ভ। ৬ তরাসী, ভ। ৭—৭ পাএ দেখি জলবিম্ব, ভ। ৮—৮ সাগর মাঝে হৈল, ভ। ৯ থুইয়া, ভ। ১০ তাহার, ভ। ১১—১১ ডিঙ্গার, ভ। ১২—১২ জোকের পিঠে, ভ। ১৩ জন, ভ।

বাপ মাও স্বরে করে ক্রন্দনের রোল।
প্রলয় কালেতে যেন শুনি গণ্ডগোল ॥ ১৬২৩
খাহুয়া মালিম সে চরণ[১] নায়ে থাকে।
খাহুয়া বলিয়া তারে [২]সর্ব্ব লোকে ডাকে[২] ॥ ১৬২৪
বিস্তর খারচুন আছে ডিঙ্গার[৩] উপর।
জলে মিশাইয়া দেও জোক যাওক ঘর ॥ ১৬২৫
খার চুন মিসাইয়া জলে [৪]জবে দিল[৪]।
[৫]সকল জোক মরিয়া তল পড়িল[৫] ॥ ১৬২৬
চৌদ্দ ডিঙ্গা চলিলেক[৬] পরম কৌতুকে।
সঙ্ক নদীতে ডিঙ্গা গেল একে একে ॥ ১৬২৭
পরবত প্রমাণ সঙ্ক গম্ভীর[৭] সাগর।
ডিঙ্গার সবদ পাইয়া সঙ্ক উঠিল সত্বর ॥ ১৬২৮
[৮]সঙ্কর পৃষ্ঠেতে ঠেকে[৮] ডিঙ্গা চৌদ্দখান।
ধনা[৯] বলে মোর কথা কর অবধান ॥ ১৬২৯
অস্ত্রাঘাতে মার সঙ্ক সকল কাটিয়া।
[১০]এহার উপায়ে আমি না পাই[১০] ভাবিয়া ॥ ১৬৩০
লেজা বড়সি [১১]মারে জত[১১] গায়ে নাহি ফোটে।
মনুষ্যের [১২]গন্ধ পাইয়া হরিষ হইয়া[১২] উঠে ॥ ১৬৩১
চৌদ্দ ডিঙ্গার লোকে করে ক্রন্দনের রোল।
মহা প্রল[য়] কালে জেন শুনি গণ্ডগোল ॥* ১৬৩২
খাহুয়া মালিমে বোলে [১৩]কান্দ কি কারণ[১৩]।
[১৪]চিত্ত দিয়া শোন কহি সঙ্ক বিবরণ[১৪] ॥ ১৬৩৩

---

১ বড়, ঙ। ২—২ ডাকে সর্ব্ব লোকে, ঙ। ৩ নৌকার, ঙ। ৪—৪ ঢালি দিল, ঙ। ৫—৫ সব জোক মরিয়া জলের তলে গেল, ঙ। ৬ চলি গেল, ঙ। ৭ গহন, ঙ। ৮—৮ সঙ্কের পৃষ্ঠে ঠেকিল, ঙ। ৯ রোঙ্গাই, ঙ। ১০—১০, এহা বিনা উপাএ না দেখি, ঙ। ১১—১১ মারে, ঙ। ১২—১২ কথা শুনি সকল সঙ্ক, ঙ।

* ১৬৩২ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই !

১৩—১৩ শোন সদাগর, ঙ। ১৪—১৪ এই চরণটি অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

মৎস্য মাংস ফেলি দেও জলের ভিতর।
মৎস্য [১]মাংসের গন্দ পাইয়া সঙ্ক জাবে[১] ঘর ॥ ১৬৩৪
মৎস্য [২]মাংসের গন্দ পাইয়া সঙ্ক গেল দূর[২]।
আচম্বিতে দেখে পুরী জলের ভিতর ॥ ১৬৩৫
মনসার পুরী হেন ততক্ষণে জানি।
এমত অপূর্ব্ব পুরী করিয়াছে কানি ॥ ১৬৩৬
তথাতে কি রক্ত দেখি করি নানা সন্ধি।
চারি দিগ বেড়িয়া কৈবর্ত্ত করে বন্দী ॥ ১৬৩৭
চান্দ বোলে কৈবর্ত্ত শুন মোর কথা।
ধূপে দীপে পূজা কর কোন দেবতা ॥* ১৬৩৮
কোন দেব পূজা কর [৩]সমুদ্রের জলে[৩]।
খাসা ইনাম দিব [তোমা] সত্য [৪]কহো মোরে[৪] ॥ ১৬৩৯
ইনামের কথা শুনি কৈবর্ত্ত হরষিত।
জোড় হস্ত করি কহে চান্দের বিধিত ॥** ১৬৪০
মনসার পুরী [৫]এহি শোন মহাশয়[৫]।
ধূপ দীপ দিয়া পূজি মনসার পায় ॥ ১৬৪১
কৈবর্ত্তের মুখে [৬]বার্ত্তা পাইয়া[৬] সদাগর।
কোপে রাঙ্গা দুই আঁখি কাঁপে থর থর ॥ ১৬৪২

১—১ মাংস পাইয়া সঙ্ক জাউক ঘর।
আনন্দে বাহিয়া যাও দক্ষিণ সফর। ঙ।

২—২ মাংস খাইয়া তবে সঙ্ক গেল ঘর, ঙ।

* ১৬৩৭-১৬৩৮ সংখ্যাক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
সমুদ্রের কূলে কৈবর্ত্তে পূজা করে।
কোন দেব পূজা কর জিজ্ঞাসিল তারে ॥

৩—৩ তোমরা সকলে, ঙ। ৪—৪ কথা কহিলে, ঙ।

** ১৬৪০ সংখ্যাক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৫—৫ হেন কৈবর্ত্ত সবে কএ, ঙ। ৬—৬ কথা শুনি, ঙ।

ধর ধর [১]বলিয়া চান্দো তখনে রুষিল[১]।
চোপারে[২] চাপরে তার গাল ফুলাইল ॥ ১৬৪৩
এতেক ধনার মনে আছে থমথমি।
সাধুরে কৈবর্ত্তের নিসা করি আমি ॥* ১৬৪৪
একেত গোয়ার বেটা পাইল[৩] হুকুম।
[৪]সোগার তলে মাথা থুইয়া কিলায়ে গুম গুম[৪] ॥ ১৬৪৫
[৫]জর্জ্জর হইল কৈবর্ত্ত[৫] প্রহারের ঘায়।
[৬]লাজ পাইয়া ভয়ে ক্র[ে]ম ধরে ধনার পায়ে[৬] ॥ ১৬৪৬
ক্রুদ্ধ [৭]হইয়া চান্দো[৭] ডাকে উচ্চরায়ে।
হাতে গলে [৮]কৈবর্ত্ত বান্দিয়া তুলে[৮] নায়ে ॥ ১৬৪৭
সোমাই[৯] পণ্ডিত বোলে শোন সদাগর।
ক্রোধ না [১০]করিয় সাধু[১০] মোর বচন ধর ॥ ১৬৪৮
[১১]না মারিয় অরে সাধু এবার উদ্ধারিরে পদ্মাবতী[১১] ॥ ধুয়া ॥
মনসার সহিতে তোমার আছে বিসম্বাদ।
কৈবর্ত্তে না জানে সাধু এহার সম্বাদ ॥ ১৬৪৯
আমার বচন সাধু না কর অন্যথা।
এড়ি দেও কৈবর্ত্ত যাউক জথা তথা ॥ ১৬৫০
[১২]রোঙ্গাই পণ্ডিতের কথা শুনি সদাগর[১২]।
দেখাইয়া [১৩]দেওক কানির বাড়ি কতদূর[১৩] ॥ ১৬৫১
চৌদ্দ ডিঙ্গা একে একে চলে সারি সারি।
চাপে চাপে বাইয়া ধর মনসার বাড়ি[১৪] ॥ ১৬৫২
জেপাকে খাও ওহার নৈবিদ্যের কলা।

১—১ বলি চান্দে তখনে বলিল, ঙ। ২ চোপার, ঙ।
* ১৬৪৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
৩ আর পাএ, ঙ। ৪—৪ সবরে কিলাএ বেটা শুনি ঘুম ঘুম, ঙ। ৫—৫ জর জর কৈবর্ত্ত হৈল, ঙ। ৬—৬ লজ্জা ছাড়িয়া ধরে ধনা বেটার পাএ, ঙ। ৭—৭ করিয়া চান্দে, ঙ। ৮—৮ কৈবর্ত্তেরে বান্ধি তোল, ঙ। ৯ রোঙ্গাই, ঙ। ১০—১০ করিয়া চান্দো, ঙ। ১১—১১ এই ধুয়ার পদটি অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই। ১২—১২ কৈবর্ত্তের ঠাই তবে কহে সদাগর, ঙ। ১৩—১৩ দেও মোরে কানির পুরঘর, ঙ। ১৪ পুরী, ঙ।

নায়ের ডালিত পাতিয়া কাটিব তোর গলা ॥* ১৬৫৩
লইয়া হেতাল বাড়ি চলিল সত্বর।
[১]পুরী নাশ করিয়া ভাঙ্গিল[১] ঘার ঘর ॥ ১৬৫৪
দেওয়াল পথের[২] ভাঙ্গে আর ভাঙ্গে খাট।
[৩]জলটাঙ্গি ভাঙ্গিল পথের কপাট[৩] ॥ ১৬৫৫
ঘট ভরা[৪] ভাঙ্গিয়া জলে ফালাইল।
হালিয়া আনিয়া তবে [৫]ভিটাতে চাষ কৈল[৫] ॥ ১৬৫৬
ঘট ভরা[৬] ভাঙ্গিয়া করিল দুর্গতি।
তথা হইতে ডিঙ্গা বাইয়া চলে শীঘ্রগতি ॥ ১৬৫৭
[৭]ঘরে থাকি পদ্মাবতী চাহে ক্রুদ্ধমতি[৭]।
[৮]বানিয়া কুলেতে আমি রাখিবম খ্যাতি[৮] ॥ ১৬৫৮
বানিয়ার না রাখিব বিচের বাইগন।
এহার প্রতিফল আমি দিব এইক্ষণ ॥** ১৬৫৯
অখনে যাইব আমি ধরিয়া কণ্ডার।
কপটে হরিয়া দিব রাজার ভাণ্ডার ॥ ১৬৬০
আসিবার কালে দেব পূজিব[৯] সকল।
তাহাতে [১০]খুঁজিয়া আমি লব ফুল[১০] জল ॥ ১৬৬১
না পূজিলে ধনে জনে সাগরে করি[১১] তল।
এতেক ভাবিয়া পদ্মা অন্তরে বিকল ॥ ১৬৬২
[১২]অন্তরীক্ষ হইয়া পদ্মা[১২] কাণ্ডার ধরিল।
[১৩]পবনের গতি হইয়া ডিঙ্গা[১৩] চলিল ॥ ১৬৬৩

---

* ১৬৫৩ সংখ্যক পর অতিরিক্ত, (ভ) পুঁথিতে নাই।

১—১ পুরীর মধ্যে তবে গিয়া ভাঙ্গে, ভ। ২ পাথর, ভ। ৩—৩ জলটঙ্গী ভাঙ্গিলেক ফটিকের ঘাট, ভ। ৪ বারি, ভ। ৫—৫ ভিটা চাষ করিল, ভ। ৬ বারা, ভ। ৭—৭ ক্রোধ করিয়া কহে দেবী পদ্মাবতী, ভ। ৮—৮ শত গুণে দিব ফল এহার দুর্গতি, ভ।

** ১৬৫৯ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ভ) পুঁথিতে নাই।

৯ পূজিবা, ভ। ১০—১০ আমি মাগিব ফুল আর, ভ। ১১ করিব, ভ। ১২—১২ পদ্মা তখনি গিয়া, ভ। ১৩—১৩ বায়ুগতি হইয়া ডিঙ্গা তখনে, ভ।

হেনকালে চৌকিদারে[১] ডিঙ্গার লাগ পাইল।
[২]ঘাটেত লাগাও নাও[২] ডাকিতে লাগিল॥ ১৬৬৪
ডাক দিয়া বলে তারে ডিঙ্গালিয়া ভাই।
রাজার কোতোয়াল আমি পরিচয় চাই॥ ১৬৬৫
কোতোয়ালের বাক্যে তেড়া দিলেন[৩] উত্তর।
ডিঙ্গালিয়া সাধু আমি [৪]নহি রাজার কোয়র[৪]॥ ১৬৬৬
[৫]সবে শুনিছ রাজ্যে[৫] চম্পক নগর।
তথাতে বসতি করে চান্দো সদাগর॥ ১৬৬৭
এক বৎসর [৬]যাবত ডিঙ্গা বইল পরবাস[৬]।
[৭]আজি আসি তোমার দেশ পাইল[৭] উদ্দেশ॥ ১৬৬৮
সবের প্রধান নৌকা নাম মধুকর।
শিবের অধিষ্ঠান ডিঙ্গা চলিছে সফর॥ ১৬৬৯
এমতে না পাবা বর একম ভক্তি।
যদি পাবা বর সোনা আনএক রত্তি॥ ১৬৭০
লক্ষ লক্ষ আছে তথা রাজার চৌকিদার।
শুনিয়া ধনার কথা লাগে চমৎকার॥ ১৬৭১
সর্ব্ব লোকে আনে সোনা এক এক রত্তী।
সোনা দিয়া বর মাত্র কেমন ভত্তি॥ ১৬৭২
কৌতুকে পরিহাস্য করিলেক ধনা।
অনেক ভত্তিয়ে পাইল এক মোন সোনা॥* ১৬৭৩
সাধুর [৮]কটকে আর রাজার কটকে মিল[৮] হইল বড়ি।
এই কালে বলো গাইন সন্তেদ লাচারি॥ ১৬৭৪

---

১ ডিঙ্গালিয়া, ঙ। ২—২ টাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা, ঙ। ৩ দিলেক, ঙ। ৪—৪ নাহি রাজকর, ঙ। ৫—৫ শব্দে শুনাছ রাজ্য, ঙ। ৬—৬ পথে নৌকা করিছে প্রবেশ, ঙ। ৭—৭ আজু পাইলাম তোমার দেশের, ঙ।

* ১৬৬৯-১৬৭৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৮—৮ সৈন্যে রাজার সৈন্যে মিলন, ঙ।

লাচারি

কাহার ডিঙ্গারে ভাই লাগাও বাহিরে।
দূরে লাগাও ডিঙ্গ[া] বিনেত খবরে ॥* ১৬৭৫
বাহিরে [1]রাখহ ডিঙ্গা শোন সর্ব্বজন[1]।
[2]ঝো[া]রে যদি লাগাও নৌকা দোহাই রাজন[2] ॥ ১৬৭৬
দামাসিলা মারে যত প্রতি নায়ে নায়ে।
এত পরিপাটী সাধু আমার এথায়ে ॥ ১৬৭৭
ভাঙ্গিয়া সকল দর্প করি দিমু চুর।
হাসিয়া বলেন ধনা কারে এত ডর ॥ ১৬৭৮
আরে ভাই ডিঙ্গালিয়া ডিঙ্গা রাখ দূর।
আপনা হুকুমে ডিঙ্গা পারিয়া দি[ব]মুর ॥ ১৬৭৯
ডিঙ্গালিয়া ভাই ডিঙ্গা রাখ দূরমান।
ঝোরে না চাপাও নাও বিনে ফরমান ॥† ১৬৮০

ফের লাচারী

কোতোয়ালে কহে কথা সাধু নহে সর্ব্বথা
শীঘ্র করি জানাও রাজারে।
কোতোয়ালে আদেশ পাইয়া সত্বরে গেলেন[3] ধাইয়া
জানাইতে রাজার গোচর ॥ ১৬৮১

পয়ার

বাহের[4] পানি হইতে [5]আসিছে এক সদাগর[5]।
রাজা বলে [6]কোন সাধু কোন দেশে[6] ঘর ॥ ১৬৮২

---

* ১৬৭৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ভ) পুঁথিতে নাই।

১—১ লাগাও ডিঙ্গা শোন সর্ব্ব ভাই, ভ। ২—২ জোরে জনি লাগাও ডিঙ্গা রাজার দোহাই, ভ।

† ১৬৭৭-১৬৮০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ভ) পুঁথিতে নাই।

৩ গেলেক, ভ। ৪ বাহির, ভ। ৫—৫ আসিছে, ভ। ৬—৬ কেমত সাধু কোন রাজ্যে, ভ।

পাটনে আসিয়া যদি থাকে সদাগর।
[১]নায়ে নায়ে আর রাথ ঝোরের[১] ভিতর ॥ ১৬৮৩
শুনিয়া রাজার কথা ধাইয়া গেল তথা।
কাহার [২]ডিঙ্গারে ভাই কহ সত্য[২] কথা ॥ ১৬৮৪
কপটের আগল তুমি সর্ব্ব লোকের রাজা।
সাধুজন হও তুমি সত্য লোকের প্রজা ॥* ১৬৮৫
একথা শুনিয়া ধনা দিলেক উত্তর।
সবেদ [৩]শুনিছ তুমি[৩] চম্পক নগর ॥** ১৬৮৬
বৈদ্য বিজয়ে গোপ্ত মনসার দাস।
সংক্ষেপে মনসার গীত করিল প্রকাশ ॥ ১৬৮৭
এই তাগাদ পাটন এক পালা সমাপ্ত ॥

অথ বস্ত্র বদল

বাহিরে চাপাইয়া [৪]রইল চান্দো[৪] সদাগর।
আগে [৫]সম্ভাষ কৈল কোতোয়াল[৫] সত্বর ॥ ১৬৮৮
সাধু সঙ্গে কোতোয়ালের হইল সম্ভাষণ।
সাধু [৬]সম্ভাষা কৈল সমাই[৬] ব্রাহ্মণ ॥ ১৬৮৯
[৭]কথা বার্ত্তা কহিতে বসিল[৭] এক স্থানে।
হেন কালে মুখে দিল গুয়া আর পানে ॥ ১৬৯০

১—১ নৌকা রাখিতে কহ জোরার, ঙ। ২—২ ডিঙ্গা ভাইরে সত্য কহ, ঙ।
* ১৬৮৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
৩—৩ শুনাহ রাজা, ঙ।
** ১৬৮৫ সংখ্যক পদের পরে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

তাহার অধিকারী রাজা নাম চন্দ্রধর।
চৌদ্দ ডিঙ্গা আনিয়াছে করিতে সফর।
চম্পক নগরের রাজা ধনের ঈশ্বর।
তোমার রাজ্যে আসিলাম করিতে সফর।

৪—৪ রহিয়াছে, ঙ। ৫—৫ সম্ভাষিল তবে কোতোয়াল, ঙ। ৬—৬ সম্ভাষণ কৈলা রোগই, ঙ। ৭—৭ কথাএ বাত্তাএ বসিলা, ঙ।

দুই বিরা পান দিল চারিখান গুয়া।
[১]হাতে লইয়া বোলে আমি[১] কি করিব এহা॥ ১৬৯১
চিনিতে না পারি এহা না জানি এহার[২] নাম।
কোতোয়ালে বোলে এহাতে [৩]হয়ে কোন[৩] কাম॥ ১৬৯২
শুনিয়া কোতোয়ালের[৪] কথ[া] কহে জনে জন।
সাধু বোলে [৫]শোন কহি[৫] এহার বিবরণ॥ ১৬৯৩
[৬]ভোজনের পরে খাইলে[৬] মুখ শুদ্ধি হয়ে ভাল।
মন দিয়া শোন কহি এহার রসাল॥ ১৬৯৪
এহারে [৭]বলি গুয়া এহারে বলি[৭] পান।
পানে চুনে খাইলে [৮]মুখ হয়ে চন্দ্রের সমান[৮]॥ ১৬৯৫
পান খাইলে মুখ হয়ে চন্দ্রের বদন।
আপনে খাও পান রাঙ্গা[ই] ব্রাহ্মণ॥* ১৬৯৬
কোতোয়ালেরে খাওয়াইল সেই পান চুনে।
পান খাইয়া কোতোয়াল হরষিত মনে॥ ১৬৯৭
চারিখান গুয়া আর দুই খিলি[৯] পান।
[১০]আচোলে বান্ধিয়া লইল রাজার কারণ[১০]॥ ১৬৯৮
কোতোয়ালে বলে আমি রাজা ভেটিতে যাই।
সফরে আসিছে সাধু থাকুক এই ঠাই॥ ১৬৯৯
রাজাকে ভেটিবে আমি আজিকা বৈকালে।
আজিকা ভেটীম বড় কুতূহলে॥** ১৭০০
[১১]এ বলিয়া কোতোয়াল চলিল[১১] সত্বর।
ত্বরিত গমনে গেল রাজার গোচর॥ ১৭০১

১—১ হাতেতে লইয়া বলে, ঙ। ২ কি, ঙ। ৩—৩ কিবা, ঙ।
৪ এহার, ঙ। ৫—৫ কহি শোন, ঙ। ৬—৬ ভোজন করিলে, ঙ।
৭—৭ বলে গুয়া এহারে বলে, ঙ। ৮—৮ হয়ে মুখ চন্দ্রখান, ঙ।
* ১৬৯৬ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
৯ বিরা, ঙ। ১০—১০ এ বলিয়া কোতোয়াল করিল পয়ান।
** ১৬৯৯-১৭০০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
১১—১১ কোতোয়াল গিয়া তবে কহিল সত্বর, ঙ।

কেহ বলে কোতোয়াল হইছ[১] পাগল।
[২]পথে আসিতে কার খাইছ[২] ছাগল ॥ ১৭০২
কেহ বলে কোতোয়াল না দেখিল চৌখে।
সর্ব্ব শরীর এড়িয়া মুখে খাইল জোকে ॥* ১৭০৩
আগু হইয়া কোতোয়াল নোয়াইল মাথা।
[৩]জোড় হাতে কোতোয়াল কহিতে লাগে কথা[৩] ॥ ১৭০৪
দূর হতে মহাসাধু আসিছে পাটন[৪]।
[৫]তাহান সহিতে আমার হইছে সম্ভাষণ[৫] ॥ ১৭০৫
চারিখানি বস্ত্র পাইল[৬] দুইখানি খাইল[৭]।
পথেতে আসিতে তাহার নাম হারাইল[৮] ॥ ১৭০৬
সেই দুই বস্ত্র আমি[৯]করিলাম ভক্ষণ।
রক্তবর্ণ মুখ হইল সেই সে কারণ ॥ ১৭০৭
সেই বস্ত্র কোতোয়াল থুইল বিগুমান।
চিনিতে না পারি কেহ করি[১০] অনুমান ॥ ১৭০৮
পাত্রে বলে কোতোয়াল চলহ ত্বরিতে।
সেই [১১]সাধুরে গিয়া আনহ এথাতে[১১] ॥ ১৭০৯
ঝাটে করি সাধু সঙ্গে করাও দরশন।
ধনের কারণে সাধু আসিছে পাটন ॥** ১৭১০
এত শুনি [১২]কোতোয়াল গেল ততক্ষণ[১২]।
রাজার আজ্ঞা [১৩]হইছে তুমি ভেটিতে কারণ[১৩] ॥ ১৭১১

---

১ হৈয়াছে, ঙ। ২—২ পথেতে আসিতে বুজি খাইয়াছ, ঙ।
* ১৭০৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
৩—৩ এই চরণটা অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই। ৪ এথা, ঙ।
৫—৫ বাণিজ্য করিতে সাধু আইসাছে পাটন।
তাহার সঙ্গে মোর সঙ্গে হইল সম্ভাষণ।
৬ দিল, ঙ। ৭ খাইলাম, ঙ। ৮ হারাইলাম, ঙ। ৯ মোই, ঙ। ১০ করে, ঙ
১১—১১ সাধু আন গিয়া রাজার বিধিত, ঙ।
** ১৭১০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
১২—১২ গেল যথা সাধুর নন্দন, ঙ। ১৩—১৩ হইয়াছে জাইতে সদন, ঙ।

শুনিয়া কোতোয়ালের কথা [১]সাধুর নন্দন[১]।
পোষাক করিয়া [২]চলে ভেটিতে কারণ[২] ॥ ১৭১২
আপনে পরিচয় দিয়া কহিলা বিবরণ।
আরম্ভ করিয়া সাধু চলিলা তখন ॥* ১৭১৩
[৩]আপনা দেশের বস্তু লইয়া[৩] সঙ্গতি।
হেতাল বাড়ি [৪]কান্দে করি গেলা[৪] শীঘ্র করি ॥ ১৭১৪
কর্পূর তাম্বূল আদি লইয়া সকল।
অল্প করিয়া দ্রব্য লয়ে সদাগর ॥† ১৭১৫
সাধুরে দেখিয়া দ্বারী বলিল বচন।
হেতাল বাড়ি [৫]কান্দে দেখি[৫] রাজ আভরণ ॥ ১৭১৬
কতক্ষণে করিব রাজার সম্ভাষণ।
হেতাল ফেলাইতে নারি হেতাল বড় ধন ॥‡ ১৭১৭
রাজার নিকটে[৬] গেল রাঙ্গাই ব্রাহ্মণ।
আপন পরিচয় দেই শুন [৭]দিয়া মন[৭] ॥ ১৭১৮
পীপলাই[৮] ফুলেতে জন্ম রাজ পুরোহিত।
চান্দো সদাগর জান জগত[৯] বিদিত ॥ ১৭১৯
সফর করিতে আইল সাধুর নন্দন।
চৌদ্দ ডিঙ্গা সঙ্গে সঙ্গে আইল দক্ষিণ পাটন ॥§ ১৭২০
তুলা লগ্নে যাত্রা করে চান্দ[১০] সদাগর।
দুর্গা দুর্গা [১১]বলি গেল[১১] রাজার গোচর ॥ ১৭২১

১—১ সাধু হরষিত, ঙ। ২—২ সাধু চলিল ত্বরিত, ঙ।
* ১৭১৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
৩—৩ আপনার দেশের বস্তু করিয়া, ঙ। ৪—৪ হাতে করি চলে, ঙ।
† ১৭১৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
৫—৫ হাতে কেন, ঙ।
‡ ১৭১৭ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
৬ সাক্ষাতে, ঙ। ৭—৭ হে রাজন, ঙ। ৮ পিপলি, ঙ। ৯ সংসার, ঙ।
§ ১৭১৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
১০ সাধু, ঙ। ১১—১১ বৈলে চলে, ঙ।

[১]রাজার ভেটিতে যায়ে[১] কৌতুক হইল বড়ি।
এই কালে বোল [২]গাইন সম্ভেদ[২] লাচারি ॥ ১৭২২

লাচারি

রাজারে ভেটিতে যায় সাধু ॥ ধুয়া ॥*

পট্ট বস্ত্র দিয়া গায়ে   রাজারে ভেটিতে যায়ে
এক ধাইতে সহস্রেক ধায়ে।
রোঙ্গাই [৩]ব্রাহ্মণ চলে   তেরা জায়ে ফালে ফালে[৩]
তাহার[৪] হাতে মিষ্ট নারিকেল ॥ ১৭২৩
স্থকুনা পাটের পাত   আর যত দ্রব্য[৫] জাত
কোটী কোটী [৬]চলিল পদাতি[৬]।
যোগিনী করিয়া পাছে   ডাড়াইল রাজার কাছে
রাজ [৭]ঘনানে লামাইল[৭] মাথা ॥ ১৭২৪
৮ ... ... ৮ ।
[৯]কথা কহো[৯] সদাগর   কি নাম কথায়ে ঘর
স্বরূপে [১০]কহো সত্য কথা[১০] ॥ ১৭২৫
চম্পক নগরে ঘর   নাম মোর চন্দ্রধর
[১১] আসিয়াছি তোমা দরশন[১১]।
[১২]পদ্মাবতী দরশনে   সানন্দে বিজয়ে ভণে
যাহারে সদয় পদ্মাবতী[১২] ॥ ১৭২৬

১—১ বিজএ গোপ্তে বলে গাইন, ঙ।   ২—২ ভাই সরস, ঙ।

* এই ধুয়ার পদটি (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

৩—৩ পণ্ডিত লড়ে   তেড়া নফর চলে, খ, গ।   ৪ জাহার, খ, গ।
৫ বস্ত্র, খ।   ৬—৬ লড়ে সরদার, খ।   ৭—৭ ঘনায়ে নোওায়, খ।
৮—৮ খাটে পাটে বৈসে রাজা   চারিদিগে বৈসে প্রজা
তোমা দেখি পুণ্য শরীর। খ।
৯—৯ কোথাকার, খ, গ।   ১০—১০ কহিবা মোরে সাচে, খ।   ১১—১১ বাপ আমার ধনের কুবির, খ, গ।
১২—১২   আমার দেশের কথা   কি কব তোমারে এথা
দ্রব্য মেলে অনেক প্রকার।

অথ বস্ত্র বদল পালা

পয়ার

ভক্ষ্য দ্রব্য নিয়া থুইল [১]রাশি রাশি[১] দিয়া।
[২]হরিষ হইল সাধু[২] এসব দেখিয়া ॥ ১৭২৭
[৩]মিষ্ট নারিকেল দিল[৩] আর নাগরঙ্গ।
শুকুনা খেজুর[৪] দিল দেখিতে সুরঙ্গ ॥ ১৭২৮
দেখিয়া কৌতুক রাজা মনে মনে পাচে।
অলপ মূল্য চান্দের দ্রব্য রাজার মনে রোচে ॥ ১৭২৯
দেখিতে দেখিতে রাজার [৫]মনে হইল[৫] আশা।
সর্ব্ব আগ্রে[৬] নারিকেল করিল জিজ্ঞাসা ॥ ১৭৩০
আগা গোড়া [৭]সমান নাহি দেখি দেরি[৭] বেকা।
তিন চারি গোটে[৮] বেচিতে পারি টেকা[৯] ॥ ১৭৩১
হেন দ্রব্য পায়ে লোকে বড় ভাগ্য[১০] ফলে।
আমার দেশে এহারে নারিকেল বলে ॥ ১৭৩২
সমুখে আছিল ধনা দিল আখির ঠান।
কাটারি হাতে [১১]করি ধনা হইল আগুসান[১১] ॥ ১৭৩৩
ঠাকুর চতুর [১২]যার নফর বিলক্ষণ[১২]।
নারিকেল [১৩]সাজ কবিতে লাগে ততক্ষণ[১৩] ॥ ১৭৩৪
নারিকেল [১৪]ছালিয়া ফালাইল ছোভা[১৪] বোট।
শুদ্ধ[১৫] করিল যেন দেখি বগের ঠোঁট ॥ ১৭৩৫
[১৬]দেখি ধন্দ লাগে রাজা চাহে চারিদিগ[১৬]।
নাথাও নাথাও [১৭]বলি কহে সর্ব্বের দিগ[১৭] ॥ ১৭৩৬

পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে
রাজারে ভেটিল সদাগর ॥ খ।

১—১ সারি, খ। ২—২ মনের আনন্দ রাজা, খ।
৩—৩ গুবাক নারিকেল, খ, গ। ৪ কেযুর, খ, গ। ৫—৫ অধিক বাড়ে, খ। ৬ আদৌ, খ। ৭—৭ সোসর নাহি তেরি, খ। ৮ গোটায়, খ। ৯ টাকা, খ। ১০ পুণ্য, খ। ১১—১১ করিয়া হইল আগুয়ান, খ। ১২—১২ জাহার সেবক বিচক্ষণ, খ ১৩—১৩ সজ্জা করতে চলিল তখন, খ। ১৪—১৪ সজ্জা করি ফালাইল, খ। ১৫ শুদ্ধ, খ। ১৬—১৬ দেখিয়া ধন্ধ লাগে রাজা চারিভিতে চায়, খ। ১৭—১৭ রাজা বলে সর্ব্বদায়, খ।

রাজারে নিষেধ করে কৌতুক হইল বড়ি।
এইকালে বল গাইন[1] সরস লাচারি ॥ ১৭৩৭

লাচারি

নাথাও নাথাও নারিকেল ॥ ধুয়া ॥

বিষম বাঙ্গালী লোক প্রকারে মারিব তোক
সেই[2] লাগি আনিছে বিষফল।
সাধু বড় কহে বাচ[3] ডাঙ্গর দিগল গাচ
মাথায়ে পীর[4] তাহে ধরে ফল ॥ ১৭৩৮
আর বুজি এক[5] মত বায়ু যাইতে নাহি পথ
ভিতরে কেমতে গেল জল।
কপটে যে কথা কয়ে তোমার মনে [6]হেন লয়ে[6]
বাকল ফেলিলে [7]হয়ে রাঙ্গা[7] ॥ ১৭৩৯
[8]সমুল পত্রেতে মুছি সমুল খেদাইতে আছি
নিশ্চয়ে জানিল বিষফল।[8]
সাধু কথা কহে সাচ [9]শয্য ধরে[9] ছয় মাস
তর পাইয়া করে বিপরীত ॥ ১৭৪০
আসিছে বিস্তর[10] ঠাটে যুজিতে [11]কেহ না আঁটে[11]
প্রকারে [12]খাওয়ায়ে বিষ ফল[12]।*

---

১ ভাই, খ। ২ তাহার, খ, গ। ৩ সাচ, খ, গ। ৪ ছড়া, খ, গ।
৫ হেন, খ। ৬—৬ সাচা হয়, খ। ৭—৭ রাঙ্গা হয়, খ, গ।
৮—৮ . সর্ব্বক্ষণ খোদাইতে আছি তোম গায় পরে মাছী
বিষ ফল জানিও নিশ্চয়। খ
৯—৯ নাও বাহে, খ, গ। ১০ অল্প খ, গ। ১১—১১ না তোমা আটে, খ, গ।
১২—১২ খাওয়াইতে চাহে বিষ, খ, গ।

* ১৭৪১ সংখ্যক পদের প্রথম চরণের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

শুনিয়া যে চান্দ হাসে রাজার মনেতে বাসে
চিন্তিয়া হইল বিকল।

পদ্মাবতী দরশনে[১] সানন্দে বিজয় ভণে
নারিকেল রহিল ভূমিত[২] ॥ ১৭৪১

পয়ার

রাজা বলে [৩]দূত সব শোনহ[৩] বচন।
উসা দ্বারীরে আন আমার সদন ॥ ১৭৪২
রাজার [৪]বচনে চর চলিলেক[৪] ধাইয়া।
[৫]উসা দ্বারীরে কহে প্রণয় করিয়া[৫] ॥ ১৭৪৩
সত্বরে চলিল উসা রাজার গোচর।
[৬]রাজদ্বারে মাথা নামায়ে সত্বর[৬] ॥ ১৭৪৪
রাজা বলে [৭]উসা তুই শোনহ[৭] বচন।
এই [৮]ফলটি খাও তুমি[৮] আমার সদন ॥ ১৭৪৫
ভিন্ন দেখি সদাগর নহে বুজি কার্য্যে[৯]।
আমারে মারিয়া পাছে লয়ে এই রাজ্যে[১০] ॥ ১৭৪৬
আমার বচন উসা[১১] না করিয় আন।
এই ফল খাইলে দিব খাসা ইনাম ॥ ১৭৪৭
ইনামের নাম শুনিয়া[১২] কাতর হইয়া হাসে।
এহা খাইয়া মরিলে[১৩] ইনাম দিব কিসে ॥ ১৭৪৮
[১৪]এহি কথা শুনিয়া কোপ করে[১৪] নরপতি।
এড়াইতে [১৫]না পারিয়া লইল হস্ত[১৫] পাতি ॥ ১৭৪৯
রাজার আগে [১৬]কান্দে উসা[১৬] দুঃখ লাগে বড়ি।
এই কালে বল গাইন সন্তেদ[১৭] লাচারি ॥ ১৭৫০

---

১ পরশনে, খ, গ। ২ ভূমিতল, খ, গ। ৩—৩ ভাই শুন আমার, খ, গ। ৪—৪ কথায় একজন গেল, খ। ৫—৫ বাড়ীর ভিতর দূত দিল পাঠাইয়া, খ। ৬—৬ রাজ ব্যবহারে সেলাম করে তিন বার, খ। ৭—৭ দ্বারী ভাই শুনরে, খ, গ। ৮—৮ এ ফল তুমি খাবা, খ। ৯ কাজ, খ। ১০ রাজ, খ। ১১ ভাই, খ। ১২ বেটা, খ, গ। ১৩ মরিয়া গেলে, খ। ১৪—১৪ প্রাণের ভয়ে আগু নহে কোপে, খ, গ। ১৫—১৫ নরে দ্বারী লইল হাত, খ, গ। ১৬—১৬ কহে দ্বারী, খ। ১৭ করুণা, খ।

লাচারি

কান্দে উসা [১]রাজার গোচর[১] ॥ ধুয়া ॥

শিশু হতে সেবা করি না [২]করি ডাকাতি[২] চুরি
কোন দোষে মার বিষ দিয়া ।
নৃপতি খাইতে বিষ [৩]মানা করি অহর্নিশ[৩]
[৪]প্রকারেতে এড়াইলা মরণ[৪] ॥ ১৭৫১
কোথা হতে সাধু আইল মোর বধের ভাগি হইল
কি করিব [৫]খাইব কেমতে[৫] ।
এহি দ্বারে [৬]থাকি মোরা[৬] [৭]কত সাধু আনে ভরা[৭]
বিষফল কেহ ত না আনে ॥ ১৭৫২
সেয়ান সাধু বোঝে কার্য্য তোমা মারি লবে রাজ্য
আমার নির্ব্বন্ধ এত দিনে ।
কিবা দোষ দিব তোরে সকয়ে[৮] হিংসিল মোরে
[৯]মারিবারে আনে[৯] বিষফল ॥ ১৭৫৩
শিশু হতে সেবা করম তে কারণে প্রাণে মরম
তোমা স্থানে থুইলাম[১০] সকল ।
দ্বারীর করুণা কথা রাজার [১১]মন লাগে[১১] ব্যথা
[১২]আপনা মরণে সব ধন্দ[১২] ॥ ১৭৫৪

* * *

পদ্মাবতী দরশনে[১৩] সানন্দে বিজয়ে ভণে
ধনার দিগে চাইয়া চান্দো হাসে ॥ ১৭৫৫

১—১ ভয়যুক্ত হইয়া, খ । ২—২ করিলাম ডাকা, খ । ৩—৩ দৈবে করিল বিমরিশ, খ । ৪—৪ এড়াইল দিনের প্রভাবে, খ । ৫—৫ খাব কোন রীতে, খ । ৬—৬ হইলাম বুড়া, খ । ৭—৭ জত সাধু আইসে বড়া, খ । ৮ সত্তরে, খ । ৯—৯ প্রাণ লইতে আনিল, খ । ১০ নিবেদি, খ । ১১—১১ মনেতে, খ । ১২—১২ আপন মনে ধন্দ হেন বাসে, খ । ১৩ পরশনে, খ ।

পয়ার

যদি সে রাজা [১]তুমি মোর লও জীবন[১]।
[২]এক গোটি কথা আমি করি[২] নিবেদন ॥ ১৭৫৬
[৩]কাতর হইয়া উসা[৩] কহে রাজার ঠাই।
সাতটি [৪]পরিজন আমি[৪] থুইলাম তোমার ঠাই ॥ ১৭৫৭
তোমারে [৫]সে কহি রাজা[৫] মনে দুখ রইল।
[৬]কার মুখ চাবে আমার পুত্র খোদা[৬] দিল ॥ ১৭৫৮
[৭]মুসাই নামে স্ত্রী মোর সেবা কোথা রইল[৭]।
[৮]মৃত্যুকালে তার সঙ্গে দেখা না হইল[৮] ॥ ১৭৫৯
দৈবে [৯]সে মরিব আমি মনে করি[৯] সার।
আমি হেন সেবক তুমি[১০] না পাইবা আর ॥ ১৭৬০
এ[১১] বলিয়া নারিকেল তোলিয়া দিল মুখে।
কভু নহে খায়ে এমন[১২] ঢালে নাকে মুখে[১৩] ॥ ১৭৬১
মিষ্ট নারিকেল জল স্বাদ পাইয়া বড়।
দুই হাতে চোচা[১৪] ধরি লইল কামড় ॥ ১৭৬২
[১৫]আর বার কামড় বেটা লইলেক মুখে[১৫]।
[১৬]কতক্ষণ বেয়াজে বেটা জল পিয়ে[১৬] সুখে ॥ ১৭৬৩
স্বাদ[১৭] পাইয়া বেটা ঢোকে ঢোকে গিলে।
দুই চক্ষু বুজিয়া [১৮]বেটা পড়ে[১৮] ভূমিতলে ॥ ১৭৬৪
উসা নারিকেল খায়ে কৌতুক হইল বড়ি।
[১৯]এই কালে বল গাইন সরস লাচারি[১৯] ॥ ১৭৬৫

১—১ মোর লওত সাধন, খ। ২—২ গুটী কথ কথা করম, খ। ৩—৩ কান্দিতে কান্দিতে ঘারী, খ। ৪—৪ পরিজন, খ। ৫—৫ কহিলাম ঠাকুর, খ। ৬—৬ কাহার মুখ চাহিবে খোদায় মোর পুত্র, খ। ৭—৭ কাচারি নামে প্রিয়া সোহাগে আগল, খ। ৮—৮ অন্তকালে দেখা নহিল ঘারীর কর্ম্মফল, খ। ৯—৯ মরিব আমি মনে করিলাম, খ। ১০ রাজা, খ। ১১ এতেক, খ। ১২ বেটা, খ। ১৩ চৌখে, খ। ১৪ ছোবা, খ। ১৫—১৫ আর কামড় দিয়া বেটা ধরিয়াছে মুখে, খ। ১৬—১৬ কতক্ষণে খসাইয়া জল পে, খ। ১৭ মিষ্ট স্বাদ, খ। ১৮—১৮ রহিল, খ। ১৯—১৯ সম্বেদ পড়িল ভাই বলিব লাচারি, খ।

লাচারি

উসার মা ভাই কান্দে সাধুরে[১] কোতোয়ালে বান্দে
ধনা বেটা ভাবে[২] রইয়া রইয়া।
ধনা বেটা সন্ধি জানে [৩]হাত সানে পাইক[৩] আনে
দিল [৪]পাইক নগরে পাঠাইয়া[৪] ॥ ১৭৬৬
[৫]নগর হতে অগ্নি আনে দিল উসার বিদ্যমানে
দিল অগ্নি মার্গেত জ্বালিয়া[৫]।
উসার মার্গে অগ্নি দেয়ে বলে বিষ যায়ে ক্ষেয়ে
তক্ষণে উঠিয়া দিল লড় ॥ ১৭৬৭
ধনা বলে হায়ে হায়ে মৈলে[৬] বেটা লড়ে ধায়ে
বিদেশে সাধুর অপমান।
পদ্মাবতী দরশনে[৭] সানন্দে বিজয়ে ভণে
ধরিয়া আনিল বিদ্যমান[৮] ॥ ১৭৬৮

পয়ার

পাত্রে মিত্রে বলে উসা সাচা কথা কহ।
হাত সানে [৯]কহে উসা[৯] নিমেষ করহ ॥ ১৭৬৯
[১০]এহি ফলের গুণ যত[১০] কহিব কাহাতে।
[১১]যত ছোবা দূরে ছিল লহিলেক হাতে[১১] ॥ ১৭৭০
কহিতে কহিতে উসা আর আঁখি হানে।
[১২]খান কত ছোবা লহিল উলটা কোছে[১২] ॥ ১৭৭১
অমৃত সমান বস্তু [১৩]মিত্র পুত্রে[১৩] খাবে।
[১৪]আস্বাদ পাইলে[১৪] রাজা কেহোরে না দিবে ॥ ১৭৭২

১ চান্দরে, খ, গ। ২ হাসে, খ। ৩—৩ নগর হতে অগ্নি, খ। ৪—৪ অগ্নি মার্গে জ্বালিয়া, খ। ৫—৫ ১৭৬৫ সংখ্যক পদের প্রথম চরণটি অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই। ৬ মরা, খ। ৭ পরশনে। ৮ একজনে, খ। ৯—৯ চোক চাপে, খ। ১০—১০ এমত ফলের গুণ, খ, গ। ১১—১১ খানিক থাকিয়া আকাশ পাইলাম হাতে, খ। ১২—১২ খানিকত ছোবা লুকাইয়া থুইল পাশে, খ, গ। ১৩—১৩ মাউগে পুত্রে, খ। ১৪—১৪ স্বাদ পাইয়া, খ।

দ্বারী বলে অবধান কর মহাশয়।
[১]এই ফলের গুণ যত[১] কহন না যায়॥ ১১৭৩
যেই ধন চাহে [২]সেই ধন[২] দিবা তুমি।
সাধুর নিকট গিয়া যুক্তি করি আমি॥ ১১৭৪
বিলম্ব না কর রাজা চলহ ত্বরিতে।
সংক্ষেপে [৩]কহিব আমি তোমার সাক্ষাতে[৩]॥ ১১৭৫
[৪]যত কথা[৪] কহে দ্বারী রাজার মনে লয়।
ফলের আস্বাদ বুঝি জানিল নিশ্চয়॥ ১১৭৬
বৈদ্য বিজয়ে গোপ্ত মনসার কিঙ্কর।
আর নারিকেল চান্দো আনায়ে[৫] সত্বর॥ ১১৭৭
নারিকেল ছালিয়া [৬]আস্তে বেস্তে আনে[৬]।
শব্দ করিয়া [৭]থুইল রাজার বিদ্যমানে[৭]॥ ১১৭৮
নারিকেল হাতে রাজা চাহে এক দৃষ্টি।
মনের হরিষ জল [৮]পিয়ে ফুটি ফুটি[৮]॥ ১১৭৯
ইষ্ট কুটুম্ব রাজা আনিল সকল।
সবের হাতে[৯] দিল রাজা ফুটি ফুটি জল॥ ১১৮০
জল [১০]খাইয়া সবে পড়ি[১০] গেল ভোলে।
এমত [১১]অপূর্ব্ব জল না খাই[১১] কোন কালে॥ ১১৮১
রাজা বলে অবধান কর মহাশয়।
তোমার [১২]সম ভাগ্যবন্ত আর কেহ নয়[১২]॥ ১১৮২
নারিকেল খাইয়া আজি হইল[১৩] আনন্দিত।
আজু [১৪]মহাশয় তুমি আমার হও মিত্র[১৪]॥ ১১৮৩

১—১ এফলের গুণ, খ। ২—২ সাধু অবশ্য, খ। ৩—৩ কহিলাম আমি এহার বিহিত, খ। ৪—৪ জত, খ। ৫ আনিল, খ। ৬—৬ আনিল আথে বোথে, খ। ৭—৭ দিল নৃপতির হাতে, খ, গ। ৮—৮ খাইল কত ফুটী, খ। ৯ মুখে, খ। ১০—১০ পানে সকল ভুলিয়া, খ। ১১—১১ অমৃত ফল না খাইছি, খ। ১২—১২ সমান ভাগ্যবান কোন দেশে নহে, খ। ১৩ বড়, খ। ১৪—১৪ হতে মহা সাধু তুমি আমার মিত, খ।

জল খাইয়া[1] তুষ্ট রাজা করে হড়াহুড়ি।
এই কালে বল ভাই সরস লাচারি ॥ ১৭৮৪

লাচারি

মিতারে স্বরূপে কহিবা মোরে ভেদ[2] ॥ ধুয়া ॥

সাক্ষাতে অমৃত ফল বড় ধন নারিকেল
[3]তোমার ঠাঁই যত আছে আন[3]।
ভাল কর শিব পূজা [4]ধর্ম্ম দেশের পুণ্য[4] রাজা
যে দেশে উপজে নারিকেল ॥ ১৭৮৫
আমার পাপিষ্ঠ রাজ্যে [5]এহাতে নাহিক কার্য্যে[5]
[6]খাইতে না পায় এক গোটা[6]।
[7]ভাণ্ডিয়া না কহ কার্য্য[7] আমি যাব তোমার রাজ্য
পেট ভরি খাব নারিকেল ॥ ১৭৮৬
সাধু বাণিজ্যে আইল বড় ভাগ্যে মিত্র পাইল
বিধি মোরে পুরাইল[8] সকল।
বলে পুরোহিত উজা [9]একা না যাইব[9] রাজা
তুমি যাইতে [10]মোরে নিয় সাথে[10] ॥ ১৭৮৭
শুনিয়া ব্রাহ্মণের বাণী পাত্রে মিত্রে কানাকানি
[11]তোমার সঙ্গেতে আমা নিবা[11]।
[12]সবের কৌতুক ভাষে[12] খলখলি রাজা[13] হাসে
রাজা হইয়া যাব[14] ভিন্ন দেশে ॥ ১৭৮৮
যত নারিকেল নায়ে[15] সত্বরেত[16] না ফুরায়ে
ধন দিয়া লইব[17] বদলে।

---

১ পানে, খ। ২ সার, খ। ৩—৩ ভাণ্ডারে কতেক আছে আর, খ, গ।
৪—৪ ধন্য দেশের তুমি, খ, গ। ৫—৫ তাহাতে পড়ুক বাজ, খ, গ।
৬—৬ নারিকেল না পাই খাইতে, খ। ৭—৭ ভাঙ্গিয়া না কহি লাজে, খ, গ।
৮ মিলাইল, খ। ৯—৯ একেলা নি জাবা, খ। ১০—১০ আমারে নি নেও, খ।
১১—১১ দাস করি মোরে সঙ্গে নেও, খ, গ। ১২—১২ রাজার ললিত ভাসে, খ।
১৩ চান্দো, খ, গ। ১৪ জাইবা, খ। ১৫ আছে নায়ে, খ।
১৬ বৎসরে খাইলে, খ, গ। ১৭ লওতো, খ।

রাজা বলে শোন মিতা [১]স্বরূপে কহিয় কথা[১]।
[২]আমার ধনের নাহি অন্ত[২] ॥ ১৭৮৯
যদি তুমি হেন বল নারিকেল তরে তোল
এহার বদলে লও শঙ্খ।
শুনিয়া[৩] রাজার আশ খলখলি রাজার[৪] হাস
[৫]হেন কথা আইসে তোমার মুখে[৫] ॥ ১৭৯০
নারিকেল হেন ফল [৬]শঙ্খ তার[৬] বদল
হেন কি তোমার মনে লয়ে[৭]।
লাভ [৮]যদি না পাই[৮] তোমারে বঞ্চিব[৯] নাই
স্বরূপে [১০]তোমারে কহি মিতা[১০] ॥ ১৭৯১
নারিকেল এক গুটী[১১] শঙ্খ দিবা [১২]তিন কুটী[১২]
[১৩]তবে সে বদল যথোচিত[১৩]।
রাজা বলে মহাশয় একথা[১৪] মিথ্যা নয়
[১৫]দিতে হইলে[১৫] আনহ ত্বরিত ॥ ১৭৯২
* * *।
পদ্মাবতী দরশনে[১৬] সানন্দে বিজয়ে ভণে
শুনিয়া সকল হরষিত ॥ ১৭৯৩

পয়ার

রাজার পাইকে সাধুর পাইকে হইল মিস[১৭]।
[১৮]নারিকেল আনে সবে মনের হরিষ[১৮] ॥ ১৭৯৪
ঠাই ঠাই থুইল নিয়া যত নারিকেল।
দেখিয়া [১৯]রাজার মনে হরিষ বিশেষ[১৯] ॥ ১৭৯৫

১—১ কহিয়াছ উচিত কথা, খ, গ। ২—২ আমি ও ধনে নাহি উনা, খ, গ। ৩ বুঝিয়া, খ, গ। ৪ চান্দর, খ, গ। ৫—৫ হেন কি তোমার মনে আইসে, খ, গ। ৬—৬ শঙ্খের সনে, খ, গ। ৭ আইসে, খ। ৮—৮ অপচয় পাই, খ। ৯ বঞ্চিত, খ। ১০ কহিলাম মিতারে, খ। ১১ জুড়ি, খ। ১২—১২ চৌদ্দ কুড়ি, খ। ১৩—১৩ তোমার আমার বদল সোসর, খ, গ। ১৪ এ বোল কভো, খ। ১৫—১৫ নারিকেল, খ। ১৬ বরষণে, খ। ১৭ একমিস, খ। ১৮—১৮ নৌকা হতে নারিকেল আনে মনের হরিষ, খ। ১৯—১৯ তখন রাজা হরষিত হইল, খ।

[১]পাত্রে কহেন[১] রাজা ঝাটে শঙ্খ আন।
যত নারিকেল [২]ছোলিয়া লও[২] সমান॥ ১৭৯৬
পর্ব্বত সমান [৩]শঙ্খ আনে[৩] সারি সারি।
ধবল পর্ব্বত যেন [৪]মনে ভয় করি[৪]॥ ১৭৯৭
তপের [৫]প্রসাদে রাজা কার্য্যে বড় শঙ্খ[৫]।
এহার [৬]দশগুণ হইল[৬] শঙ্খ চৌদ্দ লক্ষ॥ ১৭৯৮
সমুদ্রে [৭]চরণ ডিঙ্গা আড়ে দশ[৭] বাক।
সেই [৮]নায়ে ভরিলেক[৮] শঙ্খ চৌদ্দলাখ॥ ১৭৯৯
শঙ্খ ভরা [৯]ভরি ধনার মনে[৯] বড় সুখ।
আর বার [১০]ধাইয়া গেল[১০] চান্দোর সমুখ॥ ১৮০০
বিধাতা [১১]সহায় হইলে ভাল[১১] মিলে ধন।
[১২]পাকইর দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসে[১২] ঘন ঘন॥ ১৮০১
চান্দো বলে শোন মিতা [১৩]এহার সমাধান[১৩]।
পৃথিবীতে বস্ত নাহি এহার সমান॥* ১৮০২
হাত পাতিয়া বলে [১৪]হের আন চাই[১৪]।
[১৫]কিবা নাম এই বস্তর কোন মতে খাই[১৫]॥* * ১৮০৩

১—১ পাত্রের তরে বলে, খ। ২—২ আসিছে তাহার, খ। ৩—৩ আনে শঙ্খ, খ। ৪—৪ দেখিতে ভয় বাসি, খ, গ। ৫—৫ প্রভাবে চান্দো কার্য্যে বড় মোক্ষ, খ। ৬—৬ বদলে লইল, খ। ৭—৭ ডলন নৌকা আড়ে দুই, খ। ৮—৮ নৌকায় ভরা দিল, খ। ৯—৯ দিয়া চান্দর, খ। ১০—১০ ধনা জায়, খ। ১১—১১ সাহায্যে হইলে দৈবে, খ। ১২—১২ পাকরি গুয়া দেখিয়া রাজা চাহে, খ। ১৩—১৩ আমার বচন, খ।

* ১৮০২ সংখ্যক পদের পরে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

চুন পান মিশাইয়া খাও একত্তর—
পৃথিবীতে বস্ত নাহি এহার সোসর।

১৪—১৪ রাজা আন দেখি চাহি, খ। ১৫—১৫ কেমত বস্ত এহারে কোন রীতে খাই, খ।

* * ১৮০৩ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

বিধাতা প্রসন্ন হইলে দৈবে মেলে ধন।
সমুখে বসিয়া ধনা যোগায় পান চুন॥

পাকরির মুখে[১] জল পরম শীতল।
দশনে চাপিলে [২]মাত্র মুখে যায়ে[২] জল ॥ ১৮০৪
চুন পান দিয়া খাইতে মুখে রঙ্গ লাগে।
[৩]কত পুণ্য করিছ সাধু তুমি[৩] যুগে যুগে ॥ ১৮০৫
[৪]ধনা বলে শোন রাজা[৪] আমার বচন।
দর্পণ আনিয়া দেখ মুখের পত্তন ॥ ১৮০৬
[৫]পান গুয়া খাইয়া রাজা[৫] পড়িয়া গেল ভোলি।
খেনে হাসে খেনে নাচে খেনে করতালি ॥ ১৮০৭
চান্দোর আ[শা] রাজা বুঝিয়া খানিক।
[৬]পাকৈর বদলে দিল হিরামন মানিক[৬] ॥ ১৮০৮
মাণিক্য দেখিয়া রাজা[৭] আনন্দিত মন।
মধুকর [৮]ডিঙ্গা নিয়া ভরিল তখন[৮] ॥ ১৮০৯
চান্দোর চর[ন] [৯]ডিঙ্গা দুর্গার[৯] অধিকার।
সেই [১০]নায়ে ভরিলেক মাণিক্যের[১০]ভাণ্ডার ॥ ১৮১০
মাণিক্যের ভরা ভরি[১১] মনে বড় সুখ।
আরবার ধাইয়া[১২] গেল চান্দের সমুখ ॥ ১৮১১
[১৩]যত নায়ে ভরা ছিল তুলিল সকল[১৩]।
মূল্য দেখিয়া রাজা [১৪]হইল পাগল[১৪] ॥ ১৮১২
বিনয়ে করিয়া [১৫]তবে জিজ্ঞাসে রাজায়ে[১৫]।
[১৬]কোন বস্ত্র এহারে বলে কোন মতে খায়ে[১৬] ॥ ১৮১৩

---

১ ভিতরে, খ। ২—২ মাত্র মুখে গেল, খ। ৩—৩ বড় পুণ্য রাজা তুমি করিলা, খ। ৪—৪ রাজা বলে শুন মিতা, খ। ৫—৫ গুয়া খাইয়া নরপতি, খ। ৬—৬ পাকরি বদলে রাজা দিলেক মানিক, খ। ৭ চান্দ, খ। ৮—৮ ডিঙ্গায় ভরা দিল ততক্ষণ, খ। ৯—৯ নৌকা দুর্গা, খ। ১০—১০ নৌকায় ভরিল নিয়া মাণিক্য, খ। ১১ দেখিয়া, খ। ১২ ধনা, খ।

১৩—১৩ ঠাকুর বিচক্ষণ তাহার সেবক চতুর।
জত নায়ের ভরা ছিল তুলিল প্রচুর ॥ খ, গ।

১৪—১৪ হরষিত মন, খ। ১৫—১৫ রাজা জিজ্ঞাসে তখন, খ। ১৬—১৬ ১৮১৩ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণটি (খ) পুঁথিতে নাই।

চান্দো বলে মহাশয় কর অবধান।
[১]মূলা হেন দ্রব্য পায়ে ভাগ্য পরিমাণ[১] ॥ ১৮১৪
অতি ধবল দ্রব্য[২] কাপাসের তুলা।
মৃত্তিকার হেটে জন্ম নাম এহার মূল[া] ॥ ১৮১৫
রাজা [৩]বিনে এহি দ্রব্য সামান্যে নাহি[৩] পায়ে।
[৪]এহি দ্রব্যের গুণ রাজা কহন না যায়ে[৪] ॥ ১৮১৬
যেন মতে [৫]খায়ে এহাতে রোজ[৫] কাজ।
[৬]পৃথিবীর প্রিয় বড় খায়ে দেবরাজ[৬] ॥ ১৮১৭
রান্ধিয়া ব্যঞ্জন খাইতে বড়হি হরিষ।
অধিক সাধ[৭] লাগে খাইতে নিরামিষ ॥ ১৮১৮
নপুংসক লোক রাজা আনে ডাক দিয়া।
পুরীর[৮] ভিতরে মূলা দিল পাঠাইয়া ॥ ১৮১৯
মূলার যতেক গুণ [৯]কহন না যায়ে[৯]।
[১০]গজ হস্তীর দন্ত বদল দিলেন রাজায়ে[১০] ॥ ১৮২০
হস্তীর দন্ত [১১]দেখি সাধু হরষিত মন[১১]।
[১২]বিজু সিন্দু ডিঙ্গা নিয়া ভরিল তখন[১২] ॥ ১৮২১
দুই মিত্রে একত্র [১৩]বসি করয়ে[১৩] মন্ত্রণা।
রাজায়ে দিল কোতোয়াল সাধু দিল ধনা ॥ ১৮২২
[১৪]দোহার দোহার দ্রব্য আনে ভাগে ভাগে[১৪]।
দুই জনার ভাল মন্দ দুই [১৫]জনে বোঝে[১৫] ॥ ১৮২৩

১—১ পুণ্য ফলে দ্রব্য আসিল সমাধান, খ।

২ দেখি, খ, গ। ৩—৩ বহি এহারে সামান্যে নহে, খ। ৪—৪ মূলা হেন দ্রব্য লোকে বড় ভাগ্যে পায়, গ। ৫—৫ খাই মূলা তেন মত বুঝ, খ। ৬—৬ গৃহিণীর প্রিয় বড় মূলক আনজ, খ। ৭ তৃপ্তি, খ। ৮ বাড়ীর, খ। ৯—৯ কহিতে নাহি অন্ত, খ, গ। ১০—১০ ইহার বদলে দিল গজ হস্তীর দন্ত, খ, গ। ১১—১১ দেখিয়া চান্দ হাসে মনে মন, খ, গ। ১২—১২ ধবল ডিঙ্গায় ভরা দিল ততক্ষণ, খ। ১৩—১৩ হইয়া করিল, খ। ১৪—১৪ দুহে দুহা বস্তু আনে করে ভাগে ভাগে, খ। ১৫—১৫ জনের লাগে, খ গ।

বিক্রমে কিশোর রাজা [1]ধনের নাহি[1] ঊনা।
হরিদ্রা বদলে খোজিয়া[2] লইল সোনা॥ ১৮২৪
সোনা লইয়া সাধু[3] আনন্দ অপার।
সমুখে আছিল ধনা দিল আঁখির ঠার॥ ১৮২৫
চন্দন পাটোয়া নাও বড় দেখি ভাল।
তাহাতে ভরিল সোনা [4]করি [বি]শাল[4]॥ ১৮২৬
নৌকা হতে ধনা আসিল সাক্ষাত[5]।
কলই লইয়া [6]গেল রাজার তথাত[6]॥ ১৮২৭
রাজা বলেন মিতা [7]মোরে কহ সার[7]।
কি মতে খায়ে বস্তু কি নাম এহার॥ ১৮২৮
চান্দো বোলে [8]মহাশয় কর অবধান[8]।
[9]কলই হেন নাম এহার দেখ বিদ্যমান[9]॥ ১৮২৯
কলই হেন দ্রব্য লোকে বড় ভাগ্যে পায়।
[10]এহার গুণ কহি যত শোন মহাশয়[10]॥ ১৮৩০
রান্ধিয়া [11]খাইতে রাজা বড়হি হরিষ[11]।
অধিক তৃপ্তি হয় খাইয়া[12] নিরামিষ॥ ১৮৩১
[13]ঘৃত দিয়া খায় যদি রান্ধিয়া খিচরি[13]।
[14]ভাজিয়া খাইতে দন্তে লয়ে কড়মড়ি[14]॥ ১৮৩২
কলই খাইয়া রাজা কৌতুক বিশাল।
এহার বদলে দিল মুকুতা প্রবাল॥ ১৮৩৩

১—১ ধনে নহে, খ, গ। ২ জুখিয়া, খ। ৩ চান্দ, খ। ৪—৪ কৌতুক বিশাল, খ। ৫ কৌতুক, খ। ৬—৬ যায় রাজার সমুখ, খ। ৭—৭ কহত সত্বর, খ। ৮–৮ অবধান শুন মহাশয়, খ। ৯—৯ ১৮২৯ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই। ১০—১০ ৮৩০ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই। ১১—১১ বাড়িয়া খাইতে অধিক বাড়ে আশ, খ। ১২ খাইতে, খ। ১৩—১৩ আদা কাসন্দ দিয়া করিয়া খিচরি, খ। ১৪—১৪ মুখে তুলিয়া চাবায় শুনি মড়মড়ি, খ।

শঙ্খচূর ডিঙ্গায়ে রাজা মুকুতা দিল তোলা ।
আরবার ধনা নফর চান্দের আগে গেল[া] ॥* ১৮৩৪
বিধাতা [১]সহায় হইলে ভাল মিলে ধন[১] ।
চট দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসে[২] ঘন ঘন ॥ ১৮৩৫
চট দেখিয়া রাজার কতুক হইল বড়ি ।
এহি কালে বলে [৩]গাইন সম্ভেদ[৩] লাচারি ॥ ১৮৩৬

লাচারি

মিতাহে তুমি পণ্ডিত মহাজন ॥ ধুয়া ॥
চিন্তিয়া না কহো[৪] বাণী দুর্লভ পাটের খনি
এহার বদলে কোন ধন ।
আমার [৫]দেশে একজ[া]তি[৫] জনকত আছে তাঁতি
[৬]বলিতে অনেক দিন লাগে[৬] ॥ ১৮৩৭
কেবল ধীরের কাম বস্ত্র বড় অনুপাম
প্রাণ সত্তি [৭]ভাঙ্গিলে না চিরে[৭] ।
তোমার দেশের কাছে আর যত দ্রব্য আছে
[৮]চট দিয়া করহ বদল[৮] ॥ ১৮৩৮
[৯]নেতের বদল চাই সকল রাজ্যেত নাই
চট নাহি মিলে সর্ব্বথানে[৯] ।

---

* ১৮৩৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
মুক্তা দেখিয়া চান্দো কার্য্যে দিল ত্বরা ।
শঙ্খচুড় নৌকায় মুকুতা দিল ভরা ॥

১—১ বিমুখ হইলে বিধি হয় আন. খ । ২ চাহে. খ । ৩—৩ ভাই সরস. খ. গ ।
৪ বল. খ । ৫—৫ দেশের জাতি. খ. গ । ৬—৬ বুনাইতে অনেক দিবস লাগে. খ. গ । ৭—৭ টানিলে না ভাঙ্গে. খ । ৮—৮ চর দিয়া করহ বিচার. খ ।
৯—৯ নেতের বসন চাই সর্ব্ব রাজ্যে হো পাই
কোন দেশে চট নাই আর । খ ।

রাজযোগ্য বসন না পরে সকল[১] জন
[২]বড় ভাগ্যে এহি বস্ত্র পাই[২] ॥ ১৮৩৯
[৩]যত্নক্রম রাখিয় ঘরে সর্ব্বক্ষণ[৩] লোকে পেরে
বড়হি দুর্ল্লভ পাটের খনি।
চান্দের ললিত ভাষে খলখলি রাজা হাসে
আপন হাতে চট মেলি চায়ে ॥ ১৮৪০
একখান কাচিয়া পিন্ধে আরখান মাথায়ে বান্ধে
আরখান দিল সর্ব্ব গায়ে।
[৪]চটেরে বেড়িয়া[৪] মাজা ডাকিয়া আনিল খোজা
[৫]আন্দরে পাঠাইয়া দিল চট[৫] ॥ ১৮৪১
[৬]রাণীরে বলিয় বাণী পরিতে[৬] পাটের খনি
[৭]এহি বস্ত্রে মুড়ায়ে সর্ব্ব গাও[৭]।
তোমারে কহিলাম সার [৮]এমন বস্ত্র[৮] নাহি আর
এহার বদলে কোন ধন ॥ ১৮৪২
সাধু[৯] বলে মহাশয় [১০]এই কথা মিছা[১০] নয়
[১১]তোমা স্থানে[১১] কহিলাম সকল।
[১২]রাজা বলে শোন মিতা[১২] নেওত পাটের বস্তা
বাছিআ [১৩]বস্ত্র লওত এখনে[১৩] ॥ ১৮৪৩
* * *।
পদ্মাবতী দরশনে[১৪] সানন্দে বিজয়ে ভণে
যাহারে স[দ]য়ে নারায়ণ ॥ ১৮৪৪

---

১ সামান্ত, খ, গ। ২—২ অনেক শকতিত এহা কিনি, খ, গ। ৩—৩ জতনে রাখিয়া ঘরে সর্ব্ব কাল, খ, গ। ৪—৪ চটে বেড়িয়া বান্ধে, খ। ৫—৫ আওামে পাঠাইল কতখান, খ, গ। ৬—৬ মহাদেবীরে কহিও বাণী পরুক, খ। ৭—৭ যেন দেখি জুড়ায় পরাণ, খ, গ। ৮—৮ এমত বসন, খ। ৯ রাজা, খ, গ। ১০—১০ এবোল কভু মিথ্যা, খ। ১১—১১ তোমার তরে, খ, গ। ১২—১২ উচিত কহি মিতা, খ। ১৩—১৩ লও এহার বদলে, খ, গ। ১৪ পরশনে, খ, গ।

পয়ার

চান্দের ইঙ্গিতে ধনার আনন্দিত মন।
পট্ট বস্ত্র লইয়া [১]ধনা করিল গমন[১] ॥ ১৮৪৫
রাজা বলে শোন মিতা আমার বচন।
আর যত [২]দ্রব্য আছে আনহ[২] অখন ॥ ১৮৪৬
আপনে ধার্ম্মিক [৩]বড় ধর্ম্মে মতি[৩] আছে।
[৪]ভাণ্ডিতে উচিত নহে পণ্ডিতের কাছে[৪] ॥ ১৮৪৭
চান্দো বলে [৫]শোন মিতা আমার বচন[৫]।
আপনার [৬]লাভ মিতা[৬] কহে সর্ব্বজন ॥ ১৮৪৮
চান্দো [৭]বলেন ধনা শোন[৭] আমার বচন।
[৮]দ্রব্য আনিতে তুমি করহ গমন[৮] ॥ ১৮৪৯
এতেক শুনিয়া ধনা না করিল আন।
ডিঙ্গা ঘাটে পাইক লইয়া [৯]করিল গমন[৯] ॥ ১৮৫০
মোহর বদলে লইল [১০]হিঙ্গুল সকল[১০]।
[১১]নওস বদলে লইল লঙ্গ জাতিফল[১১] ॥ ১৮৫১
ছাগল বদলে [১২]লইল হরিণ যে ভাল[১২]।
বারকোস বদলে পীতলের[১৩] থাল ॥ ১৮৫২
[১৪]কুকুর বদলে মেড়া লইয়া[১৪] বড় খোস।
ঘৃত মধু বদলে লইল বাটী বাটী রস ॥ ১৮৫৩
মনের হরিষে [১৫]সাধু যে বস্তু[১৫] চাহিল।
নিসকপটে[১৬] রাজা সেই বস্তু দিল ॥ ১৮৫৪

১—১ যায় হরষিত মন, খ। ২—২ বস্তু আছে তোল তো, খ। ৩—৩ তুমি ধর্ম্ম জ্ঞান, খ। ৪—৪ মিত্র ভাণ্ডিতে নাহি পণ্ডিত সমাজে, খ। ৫—৫ মিতা শুনহ বচন, খ। ৬—৬ লাভে মিথ্যা, খ। ৭—৭ বলে শুন ধনা, খ। ৮—৮ আর যত বস্তু আছে আনহ এখন, খ। ৯—৯ ধরিল যোগান, খ। ১০—১০ রক্ত হিঙ্গুল, খ। ১১—১১ বাওস বদলে দ্রাক্ষা লইল অমলু, খ। ১২—১২ হরিণ লইল বড় দেখি ভাল, খ। ১৩ লইল পীতলিয়া, খ। ১৪—১৪ ইস্কারি বদলে ভেড়া লইয়া, ঙ। ১৫—১৫ রাজা জেই, ঙ। ১৬ এক পটেতে, ঙ।

কবুতর বদলে সাড়াব[1] ভাল দেখি।
চড়া বদলে লইল ময়না হেন পাখি ॥ ১৮৫৫
রাজা বলে ধনা শোন আমার বচন।
মিতার [2]ডিঙ্গাতে আছে আর ক [তি]ধন[2] ॥ ১৮৫৬
নারিকেল থাকে যদি নৌকার উপরে।
তুমি আনিয়া তাহা দেওত আমারে ॥ ১৮৫৭
মিতার নফর হইলে আমার নফর।
[3]এক লক্ষ ধন দিল তেরারে বেভার[3] ॥ ১৮৫৮
আর দশ নারিকেল দিল রাজার তরে।
[4]হরষিত হইয়া রাজা সাধু বিদায় করে[4] ॥ ১৮৫৯
দেশেতে[5] যাইতে লোক করে হুড়াহুড়ি।
এই কালে বল [6]গাইন সন্তেদ[6] লাচারি ॥ ১৮৬০

এহিত চৈত্র মাসে দক্ষিণ[7] বাতাসে
উথালিল সমুদ্রের জল[8]।
সো[9]জো বা পাইয়া মিতা দেশেতে করিব[10] যাত্রা
তবে ডিঙ্গা করিব[11] মেলানি ॥ ১৮৬১
শুনিয়া সাধুর কথা [12]হেট মাথা করে মিতা[12]
যাইব আমি তোমার সঙ্গতি।
তোমার [13]নারিকেল খাইয়া[13] ছাড়িব সংসার[14] মায়া
তোমার রাজ্যে করিব বসতি ॥ ১৮৬২
বলে চান্দ[15] সদাগর শোন মিতা নৃপবর
আরবার[16] আসিব সফরে।

---

১ সাবং, ঙ। ২—২ নৌকাতে আছে আর কিবা ধন, ঙ। ৩—৩ তেরারে ব্যবহার করে লক্ষ মুদ্রা ধর, ঙ। ৪—৪ হরষিতে যাত্র [1] করি চলে সদাগরে, ঙ। ৫ সাধুর দেশেতে, ঙ। ৬—৬ ভাই সরস, ঙ। ৭ দক্ষীনান, ঙ। ৮ পানী, ঙ। ৯ সু, ঙ। ১০ করিয়, ঙ। ১১ করিয়, ঙ। ১২—১২ রাজা করে হেট মাথা, ঙ। ১৩—১৩ দেশে নারিকেল পাইয়া, ঙ। ১৪ দেশের, ঙ। ১৫ মিতা, ঙ। ১৬ পুনরপি, ঙ।

উপাধিক দ্রব্য যত তাহা বা কহিব কত
[1]আনিয়া দিব তোমার গোচর[1] ॥ ১৮৬৩
ডৈয়া [2]জে ফল খাও[2] আমড়া চালিতা লাউ
শ্রীফল চালিত[3] আনি দিব।
আনিব বড়ের গোটা এক বড়ের দর[4] টাকা
আর আনিব মান্দারের ফুল ॥ ১৮৬৪
আনিব সঠীর মূল লক্ষ টাকা তার[5] মূল
দরশন হইব আরবার।
আনি [6]খাযুর গোটা[6] [7]যার মূল দর টাকা[7]
খাইয়া[8] আমারে দিয় লাভ ॥ ১৮৬৫
দেশের মায়া না ছাড় তুমি [9]আর বার[9] আসিব আমি
বিদায় দেও দিয়া আলিঙ্গন।
পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে
দেশেতে চলিল সদাগর ॥ ১৮৬৬

পয়ার

মিতার ঠাই বিদায় হইয়া[10] সদাগর।
ডিঙ্গা ঘাটে সাধু তবে চলিল সত্বর ॥ ১৮৬৭
ঘাটেতে গিয়া সাধু করিলেক তাড়া।
ঘাটে ঘাটে বাইয়া ডিঙ্গা[11] তোলে ত্বরা ॥ ১৮৬৮
স্নান করিয়া সাধু করে[12] দেবার্চ্চন।
রন্ধন রোঙ্গাহী[13] সাধু করিল ভোজন ॥ ১৮৬৯
তেরা[14] খাইল ভাত ধানাই ভাণ্ডারী[15]।
খাহুয়া মালিমে খাইল [16]দুলাই কাডারি[16] ॥ ১৮৭০

১—১ আনি দিব সকল তোমারে, ঙ। ২—২ ডেফল কাউ, ঙ। ৩ পায়েলা, ঙ। ৪ দুই, ঙ। ৫ জাহার, ঙ। ৬—৬ দিব খাযুর ফল, ঙ। ৭—৭ লক্ষ টাকা জাহার মূল, ঙ। ৮ জানিয়া, ঙ। ৯—৯ পুনর্ব্বার, ঙ। ১০ হইয়া চলে, ঙ। ১১ ডিঙ্গায়ে, ঙ। ১২ করিল, ঙ। ১৩ করে রোঙ্গাই, ঙ। ১৪ তেরারে, ঙ। ১৫ কাণ্ডারী, ঙ। ১৬—১৬ মূলাই ভাণ্ডারি, ঙ।

যাত্রা করি উঠে সাধু ডিঙ্গার উপর।
দেশেতে যাইতে ডিঙ্গা চলিল[১] সত্বর ॥ ১৮৭১
লাখের [২]বানাত দিল[২] বান্ধিল চামর।
সারি দিয়া চামর দিল দেখিতে সুন্দর ॥ ১৮৭২
বাহো বাহো বলি সাধু ডাকে উচ্চস্বরে।
পাতোয়াল বৈঠা দিয়া ঠেলে দুই ধারে ॥ ১৮৭৩
বাও বাও বলিয়া গাবরে গায়ে সারি।
[৩]কিছ কম বাইলে ডাকুয়ায়ে মারে বাড়ি[৩] ॥ ১৮৭৪
গাও গাও [৪]করিয়া গাবরে করে বোল[৪]।
[৫]ডিঙ্গা চলিতে গাঙ্গের জল হইল ঘোল[৫] ॥ ১৮৭৫
এক মাস বাহিয়া[৬] ঝোরের বাহির হইল।
তথাতে বসিয়া [৭]সাধু দেবার্চ্চন[৭] কৈল ॥ ১৮৭৬
একে একে পূজিলেক দেব দিবাকর।
দেবতা পূজিয়া [৮]সাধু হরিষ[৮] অন্তর ॥ ১৮৭৭
সকল [৯]দেবতা পূজে মনে সার[৯] করি।
সবে মাত্র না পূজিল দেবী বিষহরি ॥ ১৮৭৮
রথে [১০]চড়িয়া তবে বলে[১০] পদ্মাবতী।
যদি না পূজ চান্দো করিব দুর্গতি ॥ ১৮৭৯
আমারে না পূজ যদি চান্দে[1] অধিকারী।
ছাড়িয়া না যাবা আর[১১] চম্পক নগরী ॥ ১৮৮০
আমারে পূজিতে [১২]তুমি না[১২] কর মন।
দেশে বার্ত্তা দিতে না রাখিব[১৩] একজন ॥ ১৮৮১

---

১ মিলিল, ড। ২—২ বানওাত দিয়া, ড। ৩—৩ সকল পাইক মিলি করে হুড়াহুড়ি, ড। ৪—৪ বলিয়া গাবরে গাহে গীত, ড। ৫—৫ ডিঙ্গার চলনে জল উঠিল ত্বরিত, ড। ৬ বাহিয়া নৌকা, ড। ৭—৭ চান্দ দেবার্চ্চন, ড। ৮—৮ সাধুর কৌতুক, ড। ৯—৯ দেব পূজিল সাধু মনে সার, ড। ১০—১০ ভর করি তবে কহে, ড। ১১ তবে, ড। ১২—১২ সাধু নাহি, ড। ১৩ থুইব, ড।

এত যদি বলিলা পদ্মা রথে করি ভর।
হেতাল [১]বাড়ি কাঁন্দে[১] চান্দো কাপে থর থর ॥ ১৮৮২
ভাল বলিলা কানি অন্তরীক্ষে থাকিয়া।
সাহস [২]থাকেত তোর বল[২] আগু হইয়া ॥ ১৮৮৩
আমার মন্দ [৩]করি যদি সারিবার পার[৩]।
তবে কেন কানা চৌক্ষের ঔষধ না কর ॥ ১৮৮৪
এত[৪] বলিয়া ডিঙ্গা চালায়ে শীঘ্রগতি।
রথে [৫]চড়ি রহিলা[৫] দেবী পদ্মাবতী ॥ ১৮৮৫
বস্ত্র বদল পালা সমাপ্ত ইতি ॥

ডিঙ্গা বুড়ান, চান্দের অবস্থা ও লক্ষ্মীন্দ্রের জন্ম

নেতা নেতা [৬]বলি পদ্মা ডাকিল বিস্তর[৬]।
[৭]কি বুদ্ধি করিব নেতা বলহ উত্তর[৭] ॥ ১৮৮৬
সাহস করিয়া চান্দো [৮]বলিল বিদ্যমান[৮]।
[৯]দেশে সারি[৯] যায়ে যদি তেজিব পরাণ ॥ ১৮৮৭
পদ্মার [১০]দুঃখ দেখি নেতা[১০] দুঃখিত।
যেন গর্ব্ব করে চান্দো [১১]কর হেন হিত[১১] ॥ ১৮৮৮
বাপের নিকটে গিয়া[১২] কহ এহি কথা।
যত গালি পাড়ে[১৩] চান্দো মনে লাগে ব্যথা ॥ ১৮৮৯
[১৪]শিব হতে আন গিয়া[১৪] তাহান সম্মতি।
ধনে [জনে] ডুবাইয়া করহ দুর্গতি ॥ ১৮৯০
নেতা বলে [১৫]পদ্মা তুমি[১৫] রথে কর ভর।
সত্বর গমনে চল[১৬] শিবের গোচর ॥ ১৮৯১

১—১ কান্দে করি, ঙ। ২—২ করিয়া তুমি কহ, ঙ। ৩—৩ করিয়া জদি সারিয়া যাইতে পার, ঙ। ৪ এতেক, ঙ। ৫—৫ ভর করিয়া রইল, ঙ। ৬—৬ বলিয়া ডাকিলা বিষহরি, ঙ। ৭—৭ বুদ্ধিবল নেতা তুমি রজক কুমারী, ঙ। ৮—৮ রহিল বিদ্যমান, ঙ। ৯—৯ সারিয়া চান্দ, ঙ। ১০—১০ কাকুতি শুনি নেতা হইল, ঙ। ১১—১১ তেন কর হিত, ঙ। ১২ জাইয়া, ঙ। ১৩ দেএ, ঙ। ১৪—১৪ এহা শুনি হএ জদি, ঙ। ১৫—১৫ পদ্মাবতী, ঙ। ১৬ গেল, ঙ।

শিবের চরণে পদ্মা নোয়াইল[1] মাথা।
জোড় হাত করি [2]কহে যত[2] দুঃখের কথা ॥ ১৮৯২
মা নাহি [3]যার তার বৃথা সে[3] জীবন।
শিশু কাল হতে মোর চান্দোর[4] বিড়ম্বন ॥ ১৮৯৩
নিরন্তর চান্দো বানিয়া মোরে পাড়ে গালি।
না [5]বুঝিলাম চান্দোর আমি[5] হইলাম শালি ॥ ১৮৯৪
চান্দোরে [6]বাড়াইয়া দিয়া মনেতে সন্তোষ[6]।
[7]চান্দো মরিলে বুঝি হইবা নির্ব্বংশ[7] ॥ ১৮৯৫
এত বলি পদ্মাবতী বসিল[8] নিকট।
চান্দোর [9]কারণ শিবের[9] হইল সঙ্কট ॥ ১৮৯৬
দূর যোচ[10] পদ্মাবতী এথা হতে যাও[11]।
[12]সে তোমারে খাউক তুমি তারে খাও[12] ॥ ১৮৯৭
এত শুনি [13]পদ্মাবতী ক্রুদ্ধ হইল অতি[13]।
মনে মনে ভাবে তবে দেব পশুপতি ॥ ১৮৯৮
আর শিষ্যের[14] জল ফুল জলে ভাসি জায়ে।
চান্দোর [15]জল ফুল আমার জটাতে[15] সুখায়ে ॥ ১৮৯৯
প্রাণে না মারিয় [16]তারে শোনহ বচন[16]।
[17]ধনে জনে ডুবাইয়া কর বিড়ম্বন[17] ॥ ১৯০০
অতি কোপে আমি [18]তোমা বলিলাম[18] দুরক্ষর।
প্রাণ রক্ষা করিয় দুঃখ পাবে[19] সদাগর ॥ ১৯০১

---

১ নোওাইয়া, ঙ। ২—২ দেবী কহে, ঙ। ৩—৩ জাহার বৃথাই ঙ, । ৪ চান্দ, ঙ। ৫—৫ বুঝি কী আমি চান্দের, ঙ। ৬—৬ বড়াই দিয়া মনে তোমার খোস, ঙ। ৭—৭ চান্দে গালি দেএ মোরে পাইয়া কোন দোষ, ঙ। ৮ রহিল, ঙ। ৯—৯ কারণে শিব, ঙ। ১০ হও, ঙ। ১১ জা, ঙ। ১২—১২ চান্দ তোরে খাউক কিবা তুই তারে খা, ঙ। ১৩—১৩ ক্রোধে রহিলা পদ্মাবতী, ঙ। ১৪ জনের, ঙ। ১৫—১৫ ফুল জল মোর জটাএ, ঙ। ১৬—১৬ চান্দ রাখিও জিব জাতি, ঙ। ১৭—১৭ ধনজন ইতি নষ্ট কর পদ্মাবতী, ঙ। ১৮—১৮ তোমাএ বলি, ঙ। ১৯ পাইব, ঙ।

মহাদেবের আজ্ঞায়ে চলিলা পদ্মাবতী।
নাগরথে [১]চড়ি তবে[১] চলে শীঘ্রগতি ॥ ১৯০২
হরষিতে [২]ডাক দিল[২] ধোপা ঝি নেতা।
বাপুর সম্মতি হইছে চান্দোর অবস্থা ॥ ১৯০৩
কোন মতে করিব আমি চা[ন্দ]র দুর্গতি।
নেতা বলে গঙ্গার ঠাই যাও[৩] শীঘ্রগতি ॥ ১৯০৪
যদি সম্মতি হয়ে গঙ্গা ভাগীরথী।
তবে সে করিতে পার[৪] চান্দোর দুর্গতি ॥ ১৯০৫
[৫] ... ... [৫]।
শীঘ্রগতি গেলা যথা গঙ্গা[৬] ভাগীরথী ॥ ১৯০৬
করজোড়ে পদ্মাবতী নোয়াইল[৭] মাথা।
বাপের[৮] সম্মতি হইবে চান্দের অবস্থা ॥ ১৯০৭
আজ্ঞা কর মা মোরে গঙ্গা ভাগীরথী।
চান্দোর ডিঙ্গা বুড়াইয়া করম[৯] দুর্গতি ॥ ১৯০৮
পদ্মাবতীর[১০] কথা শুনি গঙ্গা ভাবে মন[১১]।
শতেক ছাগল দিয়া [১২]পূজিবে অখন[১২] ॥ ১৯০৯
হেন কথা মোর [১৩]আগে বল[১৩] পদ্মাবতী।
চান্দের ডিঙ্গা বুড়াইতে [১৪]নাহি তোমার শকতি[১৪] ॥ ১৯১০
[১৫]নিষ্ঠুর কথা শুনি তবে অষ্ট-নাগের মাতা[১৫]।
[১৬]কোপ মনে কহে তবে যত ইতি কথা[১৬] ॥ ১৯১১
মিছাসে বড়াই কর ঋষির কুমারী।
বড়াই চূর্ণ করিব আমি তবে বিষহরি ॥ ১৯১২

১—১ চড়িয়া পদ্মা, ঙ। ২—২ হইয়া চলে, ঙ। ৩ চল, ঙ। ৪ পারি, ঙ। ৫—৫ নেতার বচনে চলিলা পদ্মাবতী, ঙ। ৬ আছে, ঙ। ৭ নোওইয়া, ঙ। ৮ বাপুর, ঙ। ৯ করহ, ঙ। ১০ পদ্মার, ঙ। ১১ মনে মনে, ঙ। ১২—১২ পূজিছে এখনে, ঙ। ১৩—১৩ ঠাই কহ, ঙ। ১৪—১৪ নাহিক শকতি, ঙ। ১৫—১৫ এত নিঠুর বাণী শুনিয়া লাগে ব্যথা, ঙ। ১৬—১৬ কোপ করি চলিলেক তক্ষকের মাতা, ঙ।

সকল নদীতে[১] আমি করিব বিষমএ।
জীব [২]জন্তুতে জল না ছোয়ে[২] প্রাণের ভয়ে ॥ ১৯১৩
এতেক কহিলা পদ্মা গঙ্গা দেবীর তরে।
আছুক মনুষ্যের কার্য্য জীবজন্তু মরে ॥* ১৯১৪
[৩]এতেক বলিয়া পদ্মা[৩] রথে ভর করি।
রহো রহো করি গঙ্গা ডাকে তরাতরি ॥ ১৯১৫
কোপ না করিয় [৪]পদ্মাবতী ধরে[৪] দুই হাতে।
আজ্ঞা দিলাম [৫]আমি তার[৫] ডিঙ্গা বুড়াইতে ॥ ১৯১৬
[৬]যত ইতি দুঃখ পদ্মা আছে তোর মনে[৬]।
তার[৭] ফল চান্দেরে তুমি দেও[৮] এইক্ষণে ॥ ১৯১৭
হরিষ হইয়া আসিলা[৯] বিষহরি।
ডাক দিয়া মেঘগণ আনে শীঘ্রগতি[১০] ॥ ১৯১৮
আসিয়া মেঘগণে নোয়াইল মাথা।
[১১]আমা কেনে ডাকিয়াছ[১১] তক্ষকের মাতা ॥ ১৯১৯
কিসের কারণে আমা ডাকিয়াছ মাও।
শীঘ্র করি সব কথা আমার স্থানে কও ॥ ১৯২০
পাক্কয়া[১২] মেঘ সকল মেঘের ঝরা।
এক দিকে[১৩] বৃষ্টি করে আর দিগ[১৩] খরা ॥ ১৯২১
হাড়িয়া মেঘে বলে[১৪] বিজুলিয়া ভাই।
[১৫]তোমরা যাইয়া মেঘ পাত[১৫] আমি থাইয়া আই ॥ ১৯২২

---

১ নদী, ঙ। ২—২ জন্তু যেন জল না খায়ে, ঙ।

* ১৯১৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

অতিভাটী বিষজল জাইব জোয়ারে।
আছুক অন্যের কার্য্য জলজন্তু মরে ॥

৩—৩ এত বলি পদ্মাবতী, ঙ। ৪—৪ পদ্মা ধরি, ঙ। ৫—৫ চান্দের, ঙ।
৬—৬ জ্বলন্ত দুঃখ পদ্মা আছে তোমার মনে, ঙ। ৭ তাহার, ঙ। ৮ দিব, ঙ।
৯ তবে চলে, ঙ। ১০ শীঘ্র করি, ঙ। ১১—১১ কি জন্যে আমারে ডাক, ঙ।
১২ পাণ্ডু নামে, ঙ। ১৩—১৩ বরসা হএ আর দিগে, ঙ। ১৪ বলে তবে, ঙ।
১৫—১৫ তুমি গিয়া পাত মেঘ, ঙ।

পুনরপি হাড়িয়া মেঘ করিল প্রণাম।
আগু হইয়া [১]বল মা সাধিব কোন[১] কাম ॥ ১৯২৩
নদ নদী অন্ধকার করি ব[র্ষা] বিধারে[২]।
শিলাবৃষ্টি [৩]করি দিব[৩] সাধু যেন মরে ॥ ১৯২৪
একে চাপে [৪]বুড়ির পাথর করি[৪] খানখান।
মেলানি [৫]হইয়া মেঘ করিল[৫] প্রণাম ॥ ১৯২৫
নেতা বলে পদ্মাবতী শোন মন দিয়া।
[৬]নদনদী আন তুমি[৬] ধামুরে পাঠাইয়া ॥ ১৯২৬
ধামুর তরে [৭]পদ্মাবতী আজ্ঞা করি[৭]।
[৮]তুমি গিয়া নদনদী আন শীঘ্র করি[৮] ॥ ১৯২৭
ত্বরিত গমনে ধামু গেল অনুরাগে[৯]।
নদনদী [১০]আনিলেক পবনের বেগে[১০] ॥ ১৯২৮
[১১]তোমায় সকলেরে কহিছে জয়ে[১১] ব্রাহ্মণী।
সকল[১২] চলিয়া যাও কালিদয়ের পানি ॥ ১৯২৯
এতেক কহিয়া ধামু চলে শীঘ্রগতি।
চলিয়া আসিল যথা আছে পদ্মাবতী ॥* ১৯৩০
[১৩]পদ্মাবতী বলে রথ আন সাজাইয়া[১৩]।
[১৪]এহারে শুনিয়া ধামু গেলেন চলিয়া[১৪] ॥ ১৯৩১
[১৫]রথ সাজাইয়া ধামু কহিলেক কথা[১৫]।

১—১ বলে মা সাধিব তোমার, ঙ। ২ পড়ে ধারে, ঙ। ৩—৩ করিবেক, ঙ। ৪—৪ করিব পাথর, ঙ। ৫—৫ মাগিল মেঘ করিয়া, ঙ। ৬—৬ সব নদনদী আন, ঙ। ৭—৭ আজ্ঞা করিলা পদ্মাবতী, ঙ। ৮—৮ জত নদ নদী তুমি আন শীঘ্রগতি, ঙ। ৯ চারিদিগে, ঙ। ১০—১০ আনিয়া দিল মনসার আগে, ঙ। ১১—১১ তাহা সভার ঠাই কহিছেন, ঙ। ১২ সব, ঙ।

* ১৯৩০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

১৩—১৩ পদ্মা বলে নাগরথ সাজাইয়া আন নেতা, ঙ।

১৪—১৪ ১৯৩১ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

১৫—১৫ ১৯৩২ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

[১]ত্বরিত গমনে যাব নদনদী যথা[১] ॥ ১৯৩২
পদ্মার আজ্ঞায়ে রথ সাজাইয়া আনে।
রথে চড়ি পদ্মাবতী গেল সেইখানে ॥ ১৯৩৩
হাড়িয়া মেঘে [২]পড়ি ডাকে ঘন ঘন[২]।
বিজলির ছটা দেখি কাপে ত্রিভুবন ॥ ১৯৩৪
বাপ মা [৩]বলে কেহ কেহ বলে[৩] ভাই।
[৪]সর্ব্ব লোকে বলে আজু[৪] প্রাণ রক্ষা নাই ॥ ১৯৩৫
সর্ব্ব লোকে বলে [৫]সাধু পূজ বিষহরি[৫]।
[৬]তবে আমরা সবে প্রাণে নাহি মরি[৬] ॥ ১৯৩৬
একথা[৭] শুনিয়া চান্দো [৮]বলিল উত্তর[৮]।
শিব [৯]সহায়ে থাকিতে[৯] কানির কিবা ডর ॥ ১৯৩৭
বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন কৌতুক হইল বড়ি।
এই কালে বোল গাইন[১০] সম্ভেদ লাচারি ॥ ১৯৩৮

লাচারি

এবার[১১] উদ্ধর ভগবতী[১১] ॥ ধুয়া ॥*

বিষম মেঘের বাক[১২] ডিঙ্গায় লইল পাক
রাখিতে না পারে চৌদ্দ নাও।
বিপরীত[১৩] মেঘের ডাকে পবন চলিল বেগে
দুই প্রহরে হইল অন্ধকার ॥ ১৯৩৯

১—১ নদনদী আসিয়াছে আমি জাব তথা, ঙ। ২—২ পড়িয়া ডাকে ডাকে ঘন, ঙ। ৩—৩ ডাকে কেহ কেহ ডাকে, ঙ। ৪—৪ কেহ বলে আজু মোর, ঙ। ৫—৫ চান্দ পোজ পদ্মাবতী, ঙ। ৬—৬ তবে সে ধনে জনে পাইবা অব্যাহতি, ঙ। ৭ এতেক, ঙ। ৮—৮ বলিলা সত্বর, ঙ। ৯—৯ আছে আমার সহায়ে, ঙ। ১০ ভাই, ঙ। ১১—১১ রক্ষা কর বিষহরি, ঙ।

* ধুয়ার পরে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত প্রথম চরণ :—

চান্দে বলে শিব শিব এইবার মোর রাখ জীব
দক্ষিণে নামিছে মেঘের ঝরা।

১২ ডাক, ঙ। ১৩ বিষম, ঙ।

[1]দড় মুষ্টে ধর বৈঠা বিষম মেঘের ঘটা
শীতে তনু হইল কম্পমান[1] ।
শিব ভার [2]করে ভর[2] [3]ছিঁড়িল নায়ের[3] লঙ্গর
পবন হইল দুরাচার[4] ॥ ১৯৪০
ছিঁড়িল পাটের সরই ভাঙ্গিল নায়ের গলই
উড়াইল নায়ের যত[5] চাল ।
না বুঝি গাঙ্গের ভাও কেন বা বাহিল[6] নাও
শীঘ্রগতি বাইয়া ধর কূল ॥ ১৯৪১
ধনা বলে আমি জানি পদ্মারে বলত[7] কানি
তে কারনে [8]পাও এত দুঃখ[8] ।
... ... ॥১৯৪২
বলে রোঙ্গাই ব্রাহ্মণ পদ্মারে কর পূজন
রক্ষা হবে সকল তোমার ।
পদ্মারে পূজহ ফুলে তবে সে যাইবা কূলে
নহে [9]প্রাণ না বাঁচিব আর[9] ॥ ১৯৪৩
শুনি [10]সাধুর হইল[10] দুঃখ কি বলিলা আরে মূর্খ
আমার তরে না চিন্তিলি হিত ।
তুমি আমার ব্রাহ্মণ না বোঝিলা[11] আমার মন
ভাল বোঝে সমাই পণ্ডিত ॥ ১৯৪৪
ফিরিয়া দেশেতে[12] যাই বুঝিব তোর[13] বড়াই
দ্বারাতে আসিতে করব মানা ।
[14]শুন তেড়া নফর মোরে বলে দুরক্ষর
মোরে উপহাস করে ধনা ॥ ১৯৪৫
চান্দোর কুমতি অতি না শোনে পরের যুকতি
পদ্মারে দেয়ে নানা গালি[14] ।

১—১ ১৯৪০ সংখ্যাক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই । ২—২ কার ডর, ঙ । ৩—৩ নায়ের ছিঁড়ে, ঙ । ৪ চঞ্চলিত, ঙ । ৫ সব, ঙ । ৬ ছাড়িলা, ঙ । ৭ বলিলা, ঙ । ৮—৮ হইল প্রমাদ, ঙ । ৯—৯ সব সাগরে হবা তল, ঙ । ১০—১০ চান্দ ভাবে, ঙ । ১১ বোঝ, ঙ । ১২ ঘরে, ঙ । ১৩ তোমার, ঙ । ১৪—১৪ এই দুইটি চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।

পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে
চান্দোর ধন[১] জন দিল ডালি ॥ ১৯৪৬

অনাথে ডাকে পতিতপাবন ॥ ধুয়া ॥ *

যত নদনদী[২] আসিলেক ধাইয়া।
পাথর প্রমাণ রবে একচিহ্ন[৩] হইয়া ॥ ১৯৪৭
সাধু কাতর হইয়া বুকে হানে ঘাও।
রাখিতে না পারিলাম আমি ধন জ[ন] নাও ॥ ১৯৪৮
যতেক পূজিলাম [৪]গঙ্গা এক চিত্ত মনে[৪]।
মোর কর্ম্মফলে [৫]গঙ্গা না শুনিলা কানে[৫] ॥ ১৯৪৯
একবার [৬]রাখ মোর[৬] মধুকর নাও।
কাকুতি করিয়া[৭] করি শোন মহামাও ॥ ১৯৫০
চান্দো বলে বন মধ্যে হের দেখ ধনা।
পরবত সমান দেখি কাল সর্পের ফণা ॥ * * ১৯৫১
ধনা বলে সদাগর না করিয় ভয়।
মহাদেব [৮]বিনে আজু না দেখি উপায়[৮] ॥ ১৯৫২
[৯]সর্ব্বর আগে বোড়ে ডিঙ্গা জয়[৯] মঙ্গলা।
বাকে বাকে থাকি খায়ে শতেক ছাগলা ॥ ১৯৫৩
তার পাছে বোড়ে ডিঙ্গা নামে চন্দ্রপাট।
[১০]তার উপর চার দেখি[১০] শ্রীকলার হাট ॥ ১৯৫৪

---

১ সাগরে, ঙ।
* এখানের এই ধুয়ার পদটি অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
২ নদী সব, ঙ। ৩ চিত্ত, ঙ।
৪—৪ দেব এক চিত্ত হইয়া, ঙ। ৫—৫ কেহ না চাইল ফিরিয়া, ঙ।
৬—৬ রক্ষা কর, ঙ। ৭ প্রণতি, ঙ।
* * ১৯৫১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
৮—৮ ভাব তুমি আপন হৃদয়ে, ঙ। ৯—৯ প্রথমে বোড়য়ে ডিঙ্গা নামেত, ঙ।
১০—১০ তাহার উপরে মিলে, ঙ।

তার পাছে বোড়ে ডিঙ্গা সিন্দুর কটুয়া।
[১]যে নায়ে নৃত্য করে তালিম নাটোয়া[১] ॥ ১৯৫৫
তার পাছে বোড়ে ডিঙ্গা নামে হংসমড়া[২]।
[৩]যে নায়ে[৩] ভরিয়াছে সাত শত ঘোড়া ॥ ১৯৫৬
তার পাছে বোড়ে ডিঙ্গা নামে[৪] মগড়।
[৫]চণ্ডীর অধিষ্ঠান নৌকা গেছিল[৫] সফর ॥ * ১৯৫৭
তার[৬] পাছে বোড়ে ডিঙ্গা ধুতুরার ফুল।
যার[৭] রূপে আলো করে দশদিক কূল ॥ ১৯৫৮
তার পাছে বোড়ে ডিঙ্গা সমুদ্র উথাল।
চারি সমুদ্রের তুলিয়া যায়ে জল ॥* * ১৯৫৯
তার পাছে বোড়ে ডিঙ্গা নামেত গোড়াঙ্গা।
সেই [৮]নায়ের লোক দেখিতে লাগে[৮] শঙ্কা ॥ ১৯৬০
তার পাছে বোড়ে ডিঙ্গা [৯]সুমন্ত বহাল[৯]।
[১০]বত্তিশ বেও জল ভাঙ্গে সোধেত[১০] পাতাল ॥ ১৯৬১
তার পাছে বোড়ে ডিঙ্গা নামে শঙ্খচূড়।
গাঙ্গের দুই কূল ছোয়ে গাঙ্গের[১১] ছোয়ে মুর ॥ ১৯৬২
[১২]তার পাছে[১২] বোড়ে ডিঙ্গা গরুড় মহাবীর।
বিনা বাইসে [১৩]চলি যায়ে[১৩] আজব নাহি স্থির ॥ ১৯৬৩
[১৪]তার পাছে[১৪] বোড়ে ডিঙ্গা নামে সিংহমুক।

১—১ সেই নৌকাতে ছিল তালেমের নাটুয়া, ঙ। ২ মোরা, ঙ। ৩—৩ সেই ডিঙ্গায়ে, ঙ। ৪ নামেতে, ঙ। ৫—৫ গঙ্গার অধিষ্ঠান ডিঙ্গা চলিছে, ঙ।

* ১৯৫৭ সংখ্যক পদের পরে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

তাহার পরে বোড়ে ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী।
জাহার পাছাএ থাড়ইলে রাবণের লঙ্কা দেখি ॥

৬ তাহার, ঙ। ৭ তাহার, ঙ।

* * ১৯৫৯ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৮—৮ ডিঙ্গায় লোক দেখিতে লাগে বড়, ঙ। ৯—৯ সমুদ্র বেহাল, ঙ। ১০—১০ ছত্তিশ বেও পানী ভাঙ্গে সোধেতো, ঙ। ১১ সমুদ্রের, ঙ। ১২—১২ তাহার পরে, ঙ। ১৩—১৩ চলে ডিঙ্গা, ঙ। ১৪—১৪ তাহার পরে, ঙ।

[1]নানা সাজ সাজে ডিঙ্গা[1] দেখিতে কৌতুক ॥ ১৯৬৪
তার পাছে বোড়ে ডিঙ্গা নামে চন্দ্ররেখা।
তাহাতে ভরিছে দ্রব্য নাহি লেখা জোখা ॥ ১৯৬৫
তেরখানা ডিঙ্গা [2]জলে হইলেক[2] তল।
কান্দিয়া চান্দো বানিয়া হইল বিকল ॥ ১৯৬৬
মধুকর ডিঙ্গায়ে বসিছে সদাগর।
আপনে [3]ভগবতী ধরিছে কাণ্ডার[3] ॥ ১৯৬৭
[4]নেতার সনে পদ্মাবতী ভাবিয়া[4] উপায়ে।
ত্বরিত গমনে দেবী[5] শিবের আগে যায়ে ॥ ১৯৬৮
বসিয়াছে ভোলানাথ[6] ত্রিদশের নাথ।
সমুখে দাঁড়াইছে[7] পদ্মা জোড় করি হাত ॥ ১৯৬৯
চান্দোর ডিঙ্গা ডুবাইতে[8] করিলা অঙ্গীকার।
[9]তের ডিঙ্গা ডুবাইল রহিল মধুকর[9] ॥ ১৯৭০
[10]কি করিব বাপু মোরে কর অঙ্গীকার[10]।
আপনে চণ্ডিকা নায়ে ধরিছে কাণ্ডার ॥ ১৯৭১
এতেক শুনিয়া শিব [11]ক্রুদ্ধ হইল অতি[11]
সিঙ্গাতে ফুক দিয়া ডাকিল পার্ব্বতী ॥ ১৯৭২
শিবের সিঙ্গার নাদে চমৎকার লাগে।
ডিঙ্গা [12]এড়ি চণ্ডী[12] গেলা মহাদেবের আগে ॥ ১৯৭৩
ক্রুদ্ধ [13]হইয়া দেবী ভর্ৎসিল[13] শিবেরে।
হেন সেবক নষ্ট হয় তোমার গোচরে ॥ ১৯৭৪

১—১ হিঙ্গুল হরিতাল তাহে, ঙ। ২—২ তবে জলে হইল, ঙ।
৩—৩ আসিল চণ্ডী ডিঙ্গার উপর, ঙ। ৪—৪ নেতা বলে পদ্মাবতী ভাবহ, ঙ।
৫ পদ্মা, ঙ। ৬ মহাদেব, ঙ। ৭ দাঁড়াইল, ঙ। ৮ বুড়াইতে, ঙ।
৯—৯ ১৯৭০ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
১০—১০ ১৯৭১ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
১১—১১ হইল ক্রুদ্ধ মতি, ঙ। ১২—১২ এড়িয়া, ঙ। ১৩—১৩ করিয়া চণ্ডী কহেন, ঙ।

শিবে বলে পদ্মাবতী শুনহ উত্তর[১]।
প্রধান[২] সেবক মোর চান্দো সদাগর ॥ ১৯৭৫
আর জনের জল ফুল জলে ভাসি যায়।
চান্দোর জল ফুল আমার জটাতে [শু]খায় ॥* ১৯৭৬
কেমতে বলিব আমি চান্দোরে মারিতে।
আজ্ঞা দিল আমি তার ডিঙ্গা বুড়াইতে ॥† ১৯৭৭
ঐরাবত হস্তী পদ্মা আনে ডাক দিয়া।
কালিন্দীর তীরে পদ্মা উত্তরিল গিয়া ॥ ১৯৭৮
ঐরাবত [৩]আসি তবে ডিঙ্গা ডুবাইল[৩]।
দিনে অন্ধকার করি অতি[৪] শব্দ হইল ॥ ১৯৭৯
[৫]দিনে অন্ধকার করি ডুবিল[৫] মধুকর।
জল মধ্যে [৬]একেশ্বর ভাসে সদাগর[৬] ॥ ১৯৮০
মধুকর ডিঙ্গা যদি জলে হইল [তল]।
অন্তরীক্ষে থাকি পদ্মা হাসে খল খল ॥ ১৯৮১
মধুকর ডুবিল [চান্দ] সমুদ্রেত ভাসে।
তিল লাও হেন চান্দের কটক ভাসে ॥ ১৯৮২
নেতা বলে পদ্মাবতী শোন কহি কথা।
চান্দোর ধন ভাসিয়া গেলে শেষে পাবা কোথা ॥‡ ১৯৮৩
চান্দোর ধনজন যখন চাহে তোমার[৭] ঠাই।
তখনে [৮]কোথায়ে পাবা[৮] বিষহরি আই ॥ ১৯৮৪

---

১ সত্বর, ঙ। ২ প্রিয় ঙ।

* ১৯৭৬ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

† ১৯৭৭ সংখ্যক পদের পরিবর্তে, (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

যাজ্ঞা করিলাম প্রাণে না মারিতে।
জাও তুমি পদ্মাবতী ডিঙ্গা বুড়াইতে॥

৩—৩ হস্তী আসি ডিঙ্গা বুড়াইল, ঙ। ৪ মহা, ঙ। ৫—৫ অন্ধকারে বুড়িলেক ডিঙ্গা, ঙ। ৬—৬ ভাসে চান্দ আছে একেশ্বর, ঙ।

‡ ১৯৮১-১৯৮৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৭ আমার, ঙ। ৮—৮ কি করিবেন, ঙ।

ধনজন গছাইয়া [১]থোয় গঙ্গার ঠাই[১] ।
[২]তথা থুইয়া চল শীঘ্রগতি যাই[২] ॥ ১৯৮৫
সেইখানে রাখিয়াছ চান্দোর ছএ পো ।
সেইখানে ধনজন গছাইয়া থো ॥* ১৯৮৬
নেতা বলে পদ্মাবতী [৩]শোনহ বচন[৩] ।
চান্দোরে [৪]কূলে তুলিতে চলহ এথন[৪] ॥ ১৯৮৭
[৫]নেতা পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া[৫] দিল জলে ।
পত্র পটিয়া[৬] বান্ধে কাছার তলে ॥ ১৯৮৮
সাত দিন সাত রাত্র জলের মধ্যে ভাসে ।
দাড়ির মধ্যে বাসা [৭]করিল বড় বড় মৎস্যে[৭] ॥ ১৯৮৯
[৮]তার পাছে[৮] পদ্মাবতী কলস ভাসাইল ।
হেতালের বাড়ি দিয়া কল[স] ভাঙ্গিল ॥ ১৯৯০
কূল পাইয়া[৯] উঠে চান্দো সদাগর ।
মনসারে গালি পাড়ে ভাবিয়া অন্তর ॥ ১৯৯১
বিবসন হইয়া যদি কূলেত উঠিল ।
নেত চিরিয়া [১০]পদ্মা তথনে ফেলিল[১০] ॥ ১৯৯২
[১১]কাপোড় দেখিয়া চান্দো অতি ক্রুদ্ধ হইল[১১] ।
ডুই পাও দিয়া [১২]কাপোড় চিরিয়া ফেলিল[১২] ॥ ১৯৯৩
[১৩]হেন কালে বাবকের অন্ন পাইয়া[১৩] ।
[১৪]হাতেত লইল চান্দো বড় তুষ্ট হইয়া[১৪] ॥ ১৯৯৪
চান্দো বলে আগে পূজি দেব মহেশ্বর ।

১—১ থুইল গঙ্গার পাশে, ঙ । ২—২ থুইলা আসিয়া পদ্মা খলখলী হাসে, ঙ ।
* ১৯৮৬ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।
৩—৩ শোন দিয়া মন, ঙ । ৪—৪ তুলিতে পদ্মা চলে ততক্ষণ, ঙ ।
৫—৫ নেতাএ পত্র লিখিয়া ভাসাইয়া, ঙ । ৬ পাইয়া চান্দ, ঙ । ৭—৭ কৈল বড় বড় পাঙ্গাশে, ঙ । ৮—৮ তাহার পরে, ঙ । ৯ পাইয়া তবে, ঙ ।
১০—১০ পদ্মাবতী তথনেতে দিল, ঙ । ১১—১১ ক্রুদ্ধ হইল চান্দ কাপড় দেখিয়া, ঙ ।
১২—১২ ফেলায়ে চিরিয়া, ঙ । ১৩—১৩ অনেক যতনে চান্দ বান্ধকের অন্ন পাইল, ঙ ।
১৪—১৪ অন্ন পাইয়া চান্দ বানিয়া হাতে তুলিয়া লইল, ঙ ।

এহি অন্ন দিয়া আমি ভরিব উদর ॥ ১৯৯৫
নেতা বলে পদ্মাবতী [১]স্থির কর হিয়া[১] ।
✓চান্দোর জাতি জায়[২] বাবকের অন্ন খাইয়া ॥ ১৯৯৬
✓ এত শুনি রথে চলিলা[৩] পদ্মাবতী ।
অন্ন হরিয়া পদ্মা[৪] আনে শীঘ্রগতি ॥ ১৯৯৭
তাহা দেখিয়া চান্দো হইল ফাফর ।
অন্ন না দেখিয়া চান্দো [৫]ভাবে মহেশ্বর[৫] ॥ ১৯৯৮
[৬]তার পরে[৬] চান্দো কলার বাকল পাইল ।
গাভীরূপে [৭]মনসা তাহা হরি নিল[৭] ॥ ১৯৯৯
ধন নিল জন নিল প্রাণ কেবল[৮] রয়ে ।
উপুড় হইয়া চান্দো খালের পানি খায়ে ॥ ২০০০
বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন হও সাবহিত ।
[৯]পয়ার এড়িয়া বল লাচারির[৯] গীত ॥ ২০০১

লাচারি

[১০]চান্দোর করুণা সীমা নাই[১০] ॥ ধুয়া ॥

অনেক যতনে পাইলাম কলার বাকল ।
চোরা গাভী আসিয়া[১১] হরিল সকল ॥ ২০০২
যদি [১২]পারিতাম মুই[১২] চোরা গাভীর লাগ ।
[১৩]তুই ছিলি চোরা গাভী মুই[১৩] হইতাম বাঘ ॥ ২০০৩
মোর হাতে আছে বড় হেতালের গোড়া ।
চোরা গাভীর লাগ পাইলে করিতাম গুড়া গুড়া ॥* ২০০৪

১—১ শোন মন দিয়া, ঙ। ২ জায়েজে, ঙ। ৩ চড়িলা, ঙ। ৪ দেবী, ঙ। ৫—৫ হইল কাতর, ঙ। ৬—৬ তাহার পরেতে, ঙ। ৭—৭ মনসাজে তাহারে হরিল, ঙ। ৮ কেন, ঙ। ৯—৯ লাচারি পড়িল এবে পয়ারের, ঙ। ১০—১০ চান্দ চান্দ করুণা করিয়া কান্দে। ধুয়া। ঙ। ১১ হইয়া পদ্মা, ঙ। ১২—১২ সমুখে পাইতাম, ঙ। ১৩—১৩ তুয়ে ছিল চোরা গাভী আমি, ঙ।

* ২০০৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

এই মতে [১]চান্দে কান্দে দুঃখ পাইয়া[১] অতি।
বিজয়ে গোপ্তেরে রাথ দেবী পদ্মাবতী ॥ ২০০৫

পয়ার

রাজপথে যায়ে চান্দো হাঁটে ধীরে ধীরে।
নগরের পথে চান্দে মিলিলা সত্বরে ॥ ২০০৬
চান্দে বলে কোথা যাও কাঠরিয়া ভাই।
আজ্ঞা কর [২]যদি আমি[২] তোমার সঙ্গে যাই ॥ ২০০৭
নেতা সনে পদ্মাবতী [৩]ভাবিল উপায়ে[৩]।
কাষ্ঠ ভাঙ্গিতে চান্দো [৪]বনমধ্যে যায়ে[৪] ॥ ২০০৮
নেতার সহিত পদ্মা যুক্তি করিয়া।
চান্দোর নিকটে পদ্মা উত্তরিল গিয়া ॥ ২০০৯
কাষ্ঠ ভাঙ্গিতে চান্দো বনেতে বেড়ায়ে।
[৫]বনের মধ্যে চান্দো পাকা কাঁঠাল পায়ে[৫] ॥ ২০১০
কাঁঠাল পাইয়া চান্দো মনে করে আশা।
মনসার কপটে হইল ভিঙ্গুলের বাসা ॥ ২০১১
শিব [৬]পূজা করি চান্দো কাঁঠাল খাইতে চায়[৬]।
নাকে মুখে চৌক্ষে তারে ভিঙ্গুলে কামড়ায় ॥ ২০১২
কামড় খাইয়া চান্দো বড়[৭] পাইল দুঃখ।
কামড়ের ঘায়ে [৮]চান্দোর ফুলিল নাক[৮] মুখ ॥ ২০১৩
দুঃখ পাইয়া চান্দো ভাবে মনে মনে।
[৯]এক বোঝা কাষ্ঠ লইল অনেক যতনে[৯] ॥ ২০১৪
এতেক চিন্তিয়া চান্দো ভাবে তরবরি[১০]।
অন্তরীক্ষে [১১]থাকিয়া চিন্তিত[১১] বিষহরি ॥ ২০১৫

১—১ কান্দে চান্দ দুঃখ ভাবে, ড। ২—২ অরে ভাই, ড। ৩—৩ ভাবে মনে মন, ড। ৪—৪ করিল গমন, ড। ৫—৫ বন মধ্যে সদাগর কাঁঠাল এক পায়, ড। ৬—৬ পূজিয়া চান্দ কাঁঠাল খাইতে জায়ে, ড। ৭ মনে, ড। ৮—৮ ফুলিল চৌক, ড। ৯—৯ প্রাণ রক্ষা কর প্রভু শিব ত্রিলোচন, ড। ১০ বরাবরি, ড। ১১—১১ থাকি তবে চাহে, ড।

এহি অন্ন দিয়া আমি ভরিব উদর ॥ ১৯৯৫
নেতা বলে পদ্মাবতী [১]স্থির কর হিয়া[১] ।
চান্দোর জাতি জায়[২] বাবকের অন্ন খাইয়া ॥ ১৯৯৬
এত শুনি রথে চলিলা[৩] পদ্মাবতী ।
অন্ন হরিয়া পদ্মা[৪] আনে শীঘ্রগতি ॥ ১৯৯৭
তাহা দেখিয়া চান্দো হইল ফাফর ।
অন্ন না দেখিয়া চান্দো [৫]ভাবে মহেশ্বর[৫] ॥ ১৯৯৮
[৬]তার পরে[৬] চান্দো কলার বাকল পাইল ।
গাভীরূপে [৭]মনসা তাহা হরি নিল[৭] ॥ ১৯৯৯
ধন নিল জন নিল প্রাণ কেবল[৮] রয়ে ।
উপুড় হইয়া চান্দো খালের পানি খায়ে ॥ ২০০০
বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন হও সাবহিত ।
[৯]পয়ার এড়িয়া বল লাচারির[৯] গীত ॥ ২০০১

লাচারি

[১০]চান্দোর করুণা সীমা নাই[১০] ॥ ধুয়া ॥

অনেক যতনে পাইলাম কলার বাকল ।
চোরা গাভী আসিয়া[১১] হরিল সকল ॥ ২০০২
যদি [১২]পারিতাম মুই[১২] চোরা গাভীর লাগ ।
[১৩]তুই ছিলি চোরা গাভী মুই[১৩] হইতাম বাঘ ॥ ২০০৩
মোর হাতে আছে বড় হেতালের গোড়া ।
চোরা গাভীর লাগ পাইলে করিতাম গুড়া গুড়া ॥* ২০০৪

১—১ শোন মন দিয়া, ঙ। ২ জায়েজে, ঙ। ৩ চড়িলা, ঙ। ৪ দেবী, ঙ। ৫—৫ হইল কাতর, ঙ। ৬—৬ তাহার পরেতে, ঙ। ৭—৭ মনসাজে তাহারে হরিল, ঙ। ৮ কেন, ঙ। ৯—৯ লাচারি পড়িল এবে পয়ারের, ঙ। ১০—১০ চান্দ চান্দ করুণা করিয়া কান্দে। ধুয়া। ঙ। ১১ হইয়া পদ্মা, ঙ। ১২—১২ সমুখে পাইতাম, ঙ। ১৩—১৩ তুয়ে ছিল চোরা গাভী আমি, ঙ।

* ২০০৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

এই মতে [১]চান্দে কান্দে দুঃখ পাইয়া[১] অতি।
বিজয়ে গোপ্তেরে রাখ দেবী পদ্মাবতী ॥ ২০০৫

পয়ার

রাজপথে যায়ে চান্দো হাঁটে ধীরে ধীরে।
নগরের পথে চান্দে মিলিলা সত্বরে ॥ ২০০৬
চান্দে বলে কোথা যাও কাঠরিয়া ভাই।
আজ্ঞা কর [২]যদি আমি[২] তোমার সঙ্গে যাই ॥ ২০০৭
নেতা সনে পদ্মাবতী [৩]ভাবিল উপায়ে[৩]।
কাষ্ঠ ভাঙ্গিতে চান্দো [৪]বনমধ্যে যায়ে[৪] ॥ ২০০৮
নেতার সহিত পদ্মা যুক্তি করিয়া।
চান্দোর নিকটে পদ্মা উত্তরিল গিয়া ॥ ২০০৯
কাষ্ঠ ভাঙ্গিতে চান্দো বনেতে বেড়ায়ে।
[৫]বনের মধ্যে চান্দো পাকা কাঁঠাল পায়ে[৫] ॥ ২০১০
কাঁঠাল পাইয়া চান্দো মনে করে আশা।
মনসার কপটে হইল ভিঙ্গুলের বাসা ॥ ২০১১
শিব [৬]পূজা করি চান্দো কাঁঠাল খাইতে চায়[৬]।
নাকে মুখে চৌক্ষে তারে ভিঙ্গুলে কামড়ায় ॥ ২০১২
কামড় খাইয়া চান্দো বড়[৭] পাইল দুঃখ।
কামড়ের ঘায়ে [৮]চান্দোর ফুলিল নাক[৮] মুখ ॥ ২০১৩
দুঃখ পাইয়া চান্দো ভাবে মনে মনে।
[৯]এক বোঝা কাষ্ঠ লইল অনেক যতনে[৯] ॥ ২০১৪
এতেক চিন্তিয়া চান্দো ভাবে তরবরি[১০]।
অন্তরীক্ষে [১১]থাকিয়া চিন্তিত[১১] বিষহরি ॥ ২০১৫

১—১ কান্দে চান্দ দুঃখ ভাবে, ঙ। ২—২ অরে ভাই, ঙ। ৩—৩ ভাবে মনে মন, ঙ। ৪—৪ করিল গমন, ঙ। ৫—৫ বন মধ্যে সদাগর কাঁঠাল এক পায়, ঙ। ৬—৬ পূজিয়া চান্দ কাঁঠাল খাইতে জায়ে, ঙ। ৭ মনে, ঙ। ৮—৮ ফুলিল চৌক, ঙ। ৯—৯ প্রাণ রক্ষা কর প্রভু শিব ত্রিলোচন, ঙ। ১০ বরাবরি, ঙ। ১১—১১ থাকি তবে চাহে, ঙ।

পদ্মা বলে নাগগণ [১]আমার কথা[১] ধর।
তোরা সবে যাও চান্দের কাষ্ঠের ভিতর ॥ ২০১৬
এতেক শুনিয়া নাগ দেবীর উত্তর।
[২]চুলের মত[২] হইয়া রহিল কাষ্ঠের ভিতর ॥ ২০১৭
কতক্ষণে বিলম্বে চান্দে [৩]চৈতন্য পাইয়া[৩]।
[৪]নগর মাঝারে যায়ে কাষ্ঠ বোঝা লইয়া[৪] ॥ ২০১৮
হেতাল বাড়ি হাতে চান্দো মন্দগতি যায়ে।
কাষ্ঠ লবা কাষ্ঠ লবা করি ডাকে উচ্চরায়ে ॥ ২০১৯
কাষ্ঠ লইয়া ফিরে চান্দ ক্ষুধিত নয়নে।
কুমারের বধূ[৫] তারে ডাকে হাত সানে ॥ ২০২০
সহজে সুবোধ বড় কুমার বৌয়ারী।
চান্দের কাষ্ঠ কিনিল দিয়া পোন চারি ॥ ২০২১
চান্দো বলে বিধি মোরে হইল ভাল মন।
এক বোঝা কাষ্ঠ বেচিলাম চারি পোন ॥ ২০২২
এক পোন দিয়া আমি ক্রিয়া শুদ্ধি করিমু[৬]।
এক পোন দিয়া আমি চিড়া কেলা খামু ॥ ২০২৩
এ[ক] পোন দিয়া আমি নটী [৭]নৃত্য চাব[৭]।
এক পোন দিয়া আমি সোনকা ভেটিব ॥ ২০২৪
মন কলা খায়ে চান্দো মনের হরিষে।
[৮]নাগরথে থাকি পদ্মা খলখলি হাসে[৮] ॥ ২০২৫
কুমারের বাড়ি পদ্মা অন্তরীক্ষে আইসে।
চাহিতে চাহিতে গেল কাষ্ঠ বোঝার পাশে ॥ ২০২৬
কাষ্ঠ বোঝা [পদ্মাবতী] করিল সর্পময়[৯]।
দেখিয়া কুমারের নারী পাইল বড় ভয় ॥ ২০২৭

১—১ মোর বচন, ড। ২ চুল নিয়ম, ড। ৩—৩ মনেতে ভাবিল, ড। ৪—৪ কাষ্ঠ বোঝা লইয়া চান্দ নগরে চলিল, ড। ৫ বৌয়ারী, ড। ৬ হইব, ড। ৭—৭ নাচাইব, ড। ৮—৮ অন্তরীক্ষে থাকি পদ্মা মনে মনে হাসে, ড। ৯—৯ সব সর্প ময়ে, ড।

কপটে বেচিছে সর্প হেন মনে লয়ে।
উচ্চস্বরে [১]ডাক দিয়া শাশুড়ীতে কয়ে[১] ॥ ২০২৮
বধূ বোলে [২]ঠাকুরাণী শোনহ[২] বিনয়ে।
কোথাকার বাদিয়া বেটা সাপ বেচি যায়ে ॥ ২০২৯
এতেক শুনিয়া বুড়ি মনে পাইল ব্যথা।
লড় দিয়া গেল বুড়ি [৩]পুত্র আছে[৩] যথা ॥ ২০৩০
মায়ের বচনে সে জে লড়ে লড়ে যায়।
লড় দিয়া গেল কাষ্ঠ আছয়ে যথায় ॥* ২০৩১
স্ত্রী বলে প্রাণনাথ [৪]শোনহ বচন[৪]।
সর্প বোঝা বেচি নিল কড়ি চারি পোন ॥ ২০৩২
এত শুনি [৫]কুমারের ক্রোধ বড় হইল[৫]।
লড় দিয়া গেল তবে চান্দো [৬]যথা ছিল[৬] ॥ ২০৩৩
কড়ি ভাগ করে চান্দো পথেত বসিয়া।
হেন কালে কুমারিয়া উত্তরিল গিয়া ॥ ২০৩৪
চারি পোন কৌড়ি লয়ে[৭] ততক্ষণে।
গলায়ে কাপোড় দিয়া [৮]আপন বাড়ি আনে[৮] ॥ ২০৩৫
পরেরে মারিতে পরের কিবা[৯] ব্যথা।
চোপার চাপড় মারে আর ঘাড়কাতা ॥ ২০৩৬
[১০]ঘাড় নোয়াইয়া মারে উভা করি কিল।
পাথর প্রমাণ যেন পড়ে দারুণ শিল ॥[১০] ২০৩৭
চুলে ধরিয়া তারে মারে পাকলাড়া।
চান্দে বলে মারে এড়ি দেওত বাপুরা ॥ ২০৩৮

১—১ ডাকিআ জে শাশুরিকে কয়ে, ঙ। ২—২ শাশুরিগ করিগ, ঙ।
৩—৩ হয়ে পুত্র, ঙ।
* ২০৩১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
৪—৪ করি নিবেদন, ঙ। ৫—৫ কুমারে ক্রোদ্ধ করি মনে, ঙ।
৬—৬ বিদ্যমান, ঙ। ৭ কাড়ি লইল, ঙ। ৮—৮ আনে আপনা ভবন, ঙ।
৯ কিবা লাগে, ঙ। ১০—১০ চুলে ধরিয়া তারে মারে বজ্র কিল।
চৈত্র মাসেতে যেন পড়ে দারুণ শিল। ঙ।

চরণ প্রহার মারে যত মনে লএ।
ভূমিতে লোটায়ে চান্দ গড়াগড়ি যায়ে ॥ ২০৩৯
দাড়িতে ধরিয়া তারে করিল অবস্থা।
এই কালে আসিল তথা কুমারের মাতা ॥* ২০৪০
বুড়ি বলে মার কেন কিবা বাস ভাল।
[১]মারণের ঘায়ে বাঁচে মরেত কাঙ্গাল[১] ॥ ২০৪১
হিত বচন কহি শোন মোর কথা।
এড়িয়া দেও কাঙ্গালিয়ারে যাওক যথা তথা ॥ ২০৪২
চান্দের চুল এড়ি দিল মায়ের বচনে।
অব্যাহতি পাইয়া চান্দো চলিল তক্ষনে ॥ ২০৪৩
কুমারে মারিছে চান্দোর গায়ে লাগিছে ধূলি।
পথে পথে যায়ে চান্দো পদ্মারে পাড়ে গালি ॥* ২০৪৪
উপবাসে মারণে গায়ে নাহি বল।
ধীরে ধীরে হাঁটে চান্দ [২]হস্তে হেতাল[২] ॥ ২০৪৫
জগাই নামে মণ্ডল নগরেত ঘর।
ধনের অন্ত নাহি রাজার সমোসর ॥ ২০৪৬
ধীরে ধীরে [৩]করি গেল[৩] চান্দো তাহার সদন।
[৪]স্তুতি স্তবন করি কহে বিনয় বচন[৪] ॥ ২০৪৭
[৫]অন্ন দিয়া দুঃখিতের রাখহ জীবন[৫]।
ভাগ্যবন্ত দেখি[৬] নহে তোমার সমান ॥ ২০৪৮
এত শুনি মণ্ডলিয়া কহে চান্দের কাছে।
আগে কর্ম্ম করিবার ভাত পাবা পাছে ॥ ২০৪৯

---

* ২০৩৮-২০৪০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
১—১ মারণের রাগে পাছে মরয়ে কাঙ্গাল, ঙ।
* ২০৪২-২০৪৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
২—২ হেতাল বাড়ি ভর, ঙ। ৩—৩ গেল, ঙ।
৪—৪ কাতর হইয়া চান্দে করে নিবেদন, ঙ।
৫—৫ অন্ত দিয়া প্রাণ রাখ দেও প্রাণ দান, ঙ। ৬ কেহ, ঙ।

[১]এতেক ভাবিয়া মণ্ডল মনে মনে পাছি।
ধান্য নিড়াইতে চান্দোর হাতে দিল কাঁচি ॥[১] ২০৫০
ধান্য নিড়ায় চান্দ মনে বাসে ভাল[২]।
অন্তরীক্ষে থাকি পদ্মা [৩]পাতিল জঞ্জাল[৩] ॥ ২০৫১
ধান্য না চিনে চান্দো সবে চিনে[৪] তৃর।
ধান্য কাটিয়া চান্দো [৫]কৈল তূর তূর[৫] ॥ ২০৫২
ধান্য চাহিতে চান্দো বিকালে খেতে আইল।
ধান্য কাটিয়া চান্দো সকল ফেলিল ॥ ২০৫৩
হেন কালে মণ্ডল আসিল তথায়ে।
দেখিল সকল ধান্য কাটিয়া ফেলায়ে ॥* ২০৫৪
[৬]একি একি বলি মণ্ডল সর্ব্বজন ডাকে[৬]।
[৭]ধান্য শোকে মণ্ডল অধিক জলে কোপে[৭] ॥ ২০৫৫
মার মার বলিয়া মণ্ডল করে হাহাকার।
এত শুনি আসিল তথায়ে কিষান তাহার ॥** ২০৫৬
সকলে আসিয়া তখন চান্দেরে ধরিল।
চোপার চাপড় মারি ঘাড়কাতা দিল ॥ ২০৫৭
কেহ মারে ঘাড়কাতা কেহ মারে কিল।
ঝড় বরিষণে যেন পড়ে দারুণ শিল ॥ ২০৫৮
দেখিয়া মণ্ডল তবে বড় দুঃখ পাইল।
চান্দো[রে]র খেদাইয়া [৮]দিয়া ঘরেতে চলিল[৮] ॥ ২০৫৯

১—১ এতেক শুনিয়া চান্দের হাতে দিল কাঁচি।
ধান্য নিড়াইতে জায়ে মনে মনে পাচি ॥ ভ।

২ সাদ, ভ। ৩—৩ ভাবিল বিষাদ, ভ। ৪ দেখে, ভ। ৫—৫ দিল খুপ খুপ, ভ।

* ২০৫৩—২০৫৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ভ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বৈকালেতে মণ্ডল তবে খেত চাহিতে আসি।
ধান্য কাটিয়া চান্দ দিছে রাসারাশী ॥

৬—৬ হরি হরি বলিয়া মণ্ডল ডাকে সর্ব্বজন, ভ।

৭—৭ ধান্যের শোকেতে তাহার অধিক পোড়ে মন, ভ।

** ২০৫৬ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ভ) পুঁথিতে নাই।

৮—৮ মণ্ডল তখনে চলিল, ভ।

আড় আঁখি চাহে চান্দ মণ্ডল গেল ঘরে।
হেতাল বাড়ি কান্ধে করি চলে ধীরে ধীরে ॥* ২০৬০
এই মতে চান্দো [১]তবে পাইল অবস্থা[১]।
চম্পক নগরে শোন সোনেকার কথা ॥ ২০৬১
রাত্র দিনে ভাবে সোনাই[২] সাধুর কুশল।
দিনে দিনে গর্ভ বাড়ে [৩]শরীর দুর্বল[৩] ॥ ২০৬২
[৪]রতি ধাইর সঙ্গে সোনাই করিল উত্তর।
শাক খাইতে ইছা হইয়াছে মোর ॥[৪] ২০৬৩
ধাইর স্থানে[৫] কহে কথা কৌতুক হইল বড়ি।
[৬]সন্তেদ পড়িল গাইন বলিতে[৬] লাচারি ॥ ২০৬৪

লাচারি

সোনাইর সাধের শাক রে ॥ ধুয়া ॥

শাক তুলিতে যায়ে ধাই চেড়ি।
বাহু লাড়া দিয়া ফিরে বাড়ি বাড়ি ॥† ২০৬৫
পরিয়া পাটের সাড়ি।
শাক তুলিতে বেড়ায়ে বাড়ি বাড়ি ॥ ২০৬৬

---

* ২০৬০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

১—১ বানিয়া পাইয়া অবস্তা, ঙ।

২ রাণী, ঙ। ৩—৩ সাধু নাহি ঘর, ঙ।

৪—৪ রতি ধাইরে বলে রাণী শোনহ কথন,
তাহরি নানা শাক খাইতে ইচ্ছা লয়ে মোর মন। ঙ।

৫ তরে, ঙ। ৬—৬ সন্তেদ পড়িল গাইন বলহ, ঙ।

† ২০৬৫-২০৭৩ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

কাখে হাড়ী পরিধান সাড়ি।
শাক তুলিতে বেড়ায় বাড়ী।
শাক তুলিতে পড়িয়া গেলো সাড়া।
নাচে ধাই দিয়া বাহু লাড়া।

নাচে ধাই দিয়া বাহু লাড়া।
শাক তুলিতে পড়িয়া গেল সাড়া॥ ২০৬৭
ধাই ফিরে দিয়া কাকালি হাতা।
গাছি শাক দেও লতা পাতা॥ ২০৬৮
সাধের শাক খাইব রাণী।
আনিবা তুয়া সলুফা ঠেনঠেনি॥ ২০৬৯
গিমা গান্ধড়াইয়া তোলে আর নলিতা।
মধুলতা খাইয়া আর পোলতা॥ ২০৭০
লাউর ভাঙ্গে আগা কুমরের ভাঙ্গে ডোগা।
বাছিয়া বাছিয়া তোলে শাক ঢোলকমলির আগা॥ ২০৭১
ঢুলুয়া লটীয়া তোলে আর সরূপা।
মরিচের আগে তোলে রান্দনি ধনিয়া॥ ২০৭২
শাক তুলিয়া ধাই ঘরে যায়ে।
সানন্দে বিজয়ে গোপ্তে গায়ে॥ ২০৭৩

সাধের সাধ খাইবে বউনারী।
ওকড়া বাথুয়া থানকুনি॥
শাক তুলিতে এখন ধাই ভাল জানে।
কুরার আগা ভাঙ্গি আনে॥
গিমা গৈনারি খিনালিতা।
তেলাকুচা খাসিয়া পোল্লতা॥
লাউর ভাঙ্গে আগা কুমারের ভাঙ্গে ডোগা।
বাছিয়া বাছিয়া তোলে চন্দনি বাথুয়া॥
খুটীয়া তুলিল নাটুয়ার ফনা।
ঢোলকমলি আর ঠেনঠেনা॥
নানা শাক তুলিল খোয়ারি।
মরিচের আগা ভাঙ্গি আনি॥
শাক তুলিয়া এখন ধাই ঘরে জায়।
মনসার চরণে বৈদ্য বিজয়গুপ্ত গায়॥

পয়ার

রাজ্যের ঠাকুর চান্দো [১]সোনা তার[১] রাণী।
[২]সাধ খাওয়াইতে আনে যতেক বান্যানি[২] ॥ ২০৭৪
স্নান করিয়া সোনাই চড়াইল রন্ধন।
নিরামিষ আমিষ রান্ধে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ॥ ২০৭৫
নানা দ্রব্য উপহার [৩]কিছু দুঃখ নাই[৩]।
রন্ধনের [৪]দ্রব্য যত থুইল ঠাই ঠাই[৪] ॥ ২০৭৬
আগে পূজিল অগ্নি ধূপ দীপ দিয়া।
চড়াইল রন্ধন রাণী হরষিত হইয়া ॥ ২০৭৭
তেতইলের কাষ্ঠে অগ্নি করে ধুক ধুক।
নারিকেল খাড় দুগ্ধে রান্ধে মুগ সুগ ॥ ২০৭৮
শাক সুকুতা রান্ধে কলইর ভাঙ্গে বড়া।
কটু তৈল দিয়া ভাজে তাল বাইঙ্গন পোড়া ॥ ২০৭৯
রান্ধন রান্ধিতে সোনাইর দ্বারে বাজে শিঙ্গা।
নারিকেল দিয়া রান্ধিলেক ঝিঙ্গা ॥* ২০৮০
[৫]লতা পাতা সর্ব্ব শাক করে ফেচ ফেচা[৫]।
[৬]নারিকেল ঘৃত[৬] দিল আর আদা ছেচা ॥ ২০৮১
বাইগন সলুফা অতি দেখিতে শোভন।
তাহা দিয়া রান্ধিলেক সুকত পাচন ॥** ২০৮২
রন্ধন [৭]রান্ধিয়া সোনাই[৭] ভরে বাটী বাটী।
ঢেকির কড়ি দিয়া রান্ধে কাঁঠাল[৮] আটি ॥ ২০৮৩

১—১ সোনাই তাহার, ঙ। ২—২ শাক খাওয়াইতে রাণী সকল বানিয়া আনি, ঙ। ৩—৩ আনে ভারে ভার, ঙ। ৪—৪ সামিগ্রী নাহিক অপার, ঙ।

* ২০৭৮-২০৮০ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

তেতৈল কাষ্ঠ দিয়া রান্ধে খালুয়া বাইগন পোড়া।
লতা পাতা দিয়া রান্ধে আরত সুকুতা।

৫—৫ সকল শাক একে একে করিয়া ফেচা ফেচা, ঙ। ৬—৬ ঘৃতের মিশাল, ঙ।

** ২০৮২ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৭—৭ করিয়া রাণী, ঙ। ৮ কাঁঠালের, ঙ।

খেসারির ডাইল রান্ধে কাঁঠালের মুছি।
দুগ্ধ লাউ দিয়া রান্ধে থাড়লা মুছি ॥* ২০৮৪
রন্ধন [1]রান্ধিয়া সোনাই করিল[1] ভাগ ভাগ।
[2]হিঙ্গ মরিচে রান্ধিলেক শ্বেত সরিষার শাগ[2] ॥ ২০৮৫
[3]নিরামিষ রান্ধিয়া[3] করিল একভিত্য।
মৎস্যের ব্যঞ্জন [4]রান্ধিতে গেল চিত্ত[4] ॥ ২০৮৬
বড় বড় সওল মৎস্য রাঙ্গা হইছে[5] কোল।
[6]কত তৈলেত ভাজে কত রান্ধে ঝোল[6] ॥ ২০৮৭
ছোট ছোট চেঙ্গ[7] মৎস্যের ফালাইয়া মুড়[8]।
তাহা দিয়া [9]রান্ধিলেক নন্দন বারিব থোড়[9] ॥ ২০৮৮
বড় বড় ইচা মৎস্যের ফেলাইয়া তালু।
তাহা দিয়া রান্ধিলেক[10] সক্চুর আলু ॥ ২০৮৯
বড় বড় চাইন মৎস্য দেখিতে বড় ভাল।
কত করে ভাজা ভোজা কত করে ঝোল ॥ † ২০৯০
বড় [বড়] কই মৎস্য করিয়া ভাগ ভাগে।
তাহা রান্ধিল লাউ[11] আলু কচুর লগে ॥ ২০৯১
চেঙ্গ পোড়া[12] দিয়া রান্ধে মিঠা আমের বউল।
[13]কলার মূল[13] দিয়া রান্ধে পীপলিয়া সউল ॥২০৯২
রান্ধিতে রান্ধিতে সোনাইর কানের লড়ে সোনা।
[14]কটু তৈল দিয়া ভাজে[14] রাঙ্গা সৈলের পনা ॥ ২০৯৩

---

* ২০৮৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ড) পুঁথিতে নাই।

১—১ করিয়া রাণী করিল, ড। ২—২ বুট মরিচে রান্ধে আর কচুর শাগ, ড। ৩—৩ নিরামিষ রান্ধিআ রাণী, ড। ৪—৪ রান্ধে হইয়া সাবহিত, ড। ৫ রাঙ্গা, ড। ৬—৬ মরিচের গুড়া দিয়া রান্ধিলেক ঝোল, ড। ৭ চিঙ্গর, ড। ৮ ছোপ, ড। ৯—৯ রান্ধে সোনাই নন্দন বাইগন ঝোল, ড। ১০ রান্ধে সোনাই, ড।

† ২০৯০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ড) পুঁথিতে নাই।

১১ সোনাই, ড। ১২ মৎস্য, ড। ১৩—১৩ কলা মূলা, ড। ১৪—১৪ সরিষা বাটা দিয়া রান্ধে, ড।

ছোট্ট ছোট্ট নালি মৎস্তের ফালাইয়া মুরি।
সরুসা বাটিয়া দিয়া রান্ধিলেক ঝুরি ॥ * * ২০৯৪
[১]রান্ধিতে রান্ধিতে[১] সোনাইর না পূরিল আশ।
প [া] কা[২] তেতৈলে করে থেলের বংশ নাশ ॥ ২০৯৫
মৎস্তের ব্যঞ্জন রান্ধিয়া করে এক ভিত।
মাংসের ব্যঞ্জন রান্ধে হইয়া হরষিত ॥ ২০৯৬
[৩]ধুম নিধুম রান্দে দিয়া চৈইর ঝাল[৩]।
আখিনি পলাহ রান্ধে ঘৃতের মিশাল ॥ ২০৯৭
খিড় খিড়িয়া রান্ধে দুগ্ধের পঞ্চ মিঠা[৪]।
গুড় চিনি দিয়া রান্ধে খাইতে লাগে মিঠা ॥ ২০৯৮
ইষ্ট মিত্র [৫]জ্ঞাতি আনিয়া সর্ব্বজন[৫]।
সকলেরে দিয়া সোনাই করিল ভোজন ॥ ২০৯৯
সাদি খাইয়া সোনাইর হরষিত মন।
হেন কালে হইলেক প্রসব[৬] বেদন ॥ ২১০০
প্রসব বেদনায়ে সোনাইর দুঃখ হইল বড়ি।
হেন কালে বল গাইন সম্ভেদ[৭] লাচারি ॥ ২১০১

লাচারি

আজি দুঃখ সহিতে না পারি[৮] ॥ ধুয়া ॥

উদরে দারুণ ব্যথা তুলিতে না পারি মাথা
এবার রক্ষা কর বিষহরি[৯]।
গাও[১০] করে থর থর দেশে নাহি সদাগর
তারে আমি পাসরিতে নারি ॥ ২১০২

---

* ২০৯৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

১—১ এহা রান্ধিয়া, ঙ। ২ পাকা, ঙ। ৩—৩ আগর চন্দন দিয়া বাড়াইল জাল, ঙ। ৪ পিঠা, ঙ। ৫—৫ বন্ধুবান্ধব আর জ্ঞাতিগণ, ঙ। ৬ গর্ভের, ঙ। ৭ করুণা, ঙ। ৮ পারে হিয়া, ঙ। ৯ পদ্মাবতী, ঙ। ১০ অঙ্গ, ঙ।

উদরে চিন চিন করে   কাকালি ছিড়িয়া পড়ে
কিবা বর দিল বিষহরি ।
দেখিয়া সোনাইর মুখ   পদ্মার [১]বিদরে বুক[১]
কামরূপে নামে ক্ষিতিতলে ॥ ২১০৩
সোনেকার ঘরে[২] ঢুকি   চাহিল[৩] অমৃত আঁখি
তখনে সোনাইর ব্যথা[৪] চলে ।
[৫]অচেন হইয়া গাও   তুলিতে না পারে পাও
এত দুঃখ সহিতে না পারি[৫] ॥ ২১০৪
...   . ।
পদ্মাবতীর দরশনে   সানন্দে বিজয়ে ভণে
এবার রক্ষা কর পদ্মাবতী ॥ ২১০৫

পয়ার

এ খাটাল হতে সোনাই ও খাটালে যায়ে ।
মধ্য খাটালে সোনাই গড়াগড়ি বায়ে[৬] ॥ ২১০৬
রাম লক্ষ্মণ শুন সোনাই কাকালি চড়িল ।
হস্ত জোড়ে লখিন্দর ভূমিতে পড়িল ॥ ২১০৭
[৭]পুত্র পুত্র[৭] বলি দিল জয়ে হুলাহুলি ।
আনন্দিত হইল যত নারীগণে মিলি ॥ ২১০৮
সোনার কাটারি দিয়া নাড়িছেদ কৈল ।
[৮]গঙ্গা জলে স্নান করি[৮] মায়ের কোলে দিল ॥ ২১০৯
পুত্র কোলে কবি সোনাইর সুখ[৯] হইল বড়ি ।
এই কালে বলে গাইন সরস[১০] লাচারি ॥ ২১১০

১—১ মনে লাগে দুঃখ, ঙ ।   ২ উদরে, ঙ ।   ৩ পীইল, ঙ ।   ৪ গর্ভ, ঙ ।
৫—৫ ২১০৪ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।
৬ জাএ, খ, গ ।   ৭—৭ জএ জএ, খ, গ ।   ৮—৮ স্নান করাইয়া তবে, ঙ ।
৯ কৌতুক, ঙ ।   ১০ সন্তেদ, ঙ ।

লাচারি

স্নান করাইয়া জলে মাঠুর[১] মাথায়ে তৈল ডালে
[২]জয়ে ধ্বনি দিল সর্ব্বজন[২] ।
দেখিয়া পুত্রের মুখ সোনকার বড় সুখ
বাজে সব বিবিধ বাজন ॥ ২১১১
তেউর মৃদঙ্গ বাজে আনন্দিত সর্ব্ব রাজ্যে
হইল পুত্র [৩]চান্দো ভাগ্যবান[৩] ।
[৪]ঢাক ঢোল বাজে কাড়া সর্ব্ব রাজ্য পইল সাড়া
শুনিয়া আনন্দ সর্ব্বজন ॥[৪] ২১১২
[৫]শিঙ্গা ডম্বুর বাজে সুমধুর দেব রাজে
ঝাজর বাজয়ে ঘন ঘন[৫] ।
[৬]গাইনেতে গীত গায়ে সুললিত শুনি তায়ে
নর্ত্তকীয়ে নাচে আর গায়ে ॥[৬] ২১১৩
... ... ।
পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে
যাহারে সদয়ে নারায়ণ ॥ ২১১৪

পয়ার

এক দুই [৭]তিন চাইর করিয়া গণন[৭] ।
ছয় দিনে ষষ্ঠী পূজি করিল জাগরণ ॥ ২১১৫
সাত দিনে উঠানি করে শাস্ত্রের বিহিত ।
ইষ্ট মিত্র [৮]আইয়গণ আনিল পুরীত[৮] ॥ ২১১৬

---

১ পাঠুর, খ, গ, ঙ । ২—২ নারী গণে দিল জএ জএ, ঙ । ৩—৩ চান্দের নন্দন, ঙ । ৪—৪ এই চরণটি অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।
৫—৫ এই চরণটি অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।
৬—৬ গাইনে গাহিতে গীত শুনি অতি সুললিত
বিদ্যাধরী করিছে নাচন । ঙ ।
৭—৭ চারি দিন করিয়া গণন, ঙ । ৮—৮ বন্ধু বান্ধব আনিল ত্বরিত, ঙ ।

দিনে দিনে বর্দ্ধমানা হইল লখাই।
এক চিত্তে বর দিল বিষহরি মাই ॥ ২১১৭
এক দুই [১]তিন চারি[১] ছয় মাস হইল।
অন্নপ্রাশন হেতু কৌতুক জন্মিল ॥ ২১১৮
সম্বাদিয়া আনে তবে সোমাই ব্রাহ্মণ।
[২]সোনকার সনে যুক্তি করিল তক্ষণ[২] ॥ ২১১৯
[৩]নান্দীমুখ যজ্ঞ আদি করিলেক সুখে[৩]।
লখিন্দর নাম রাখি অন্ন দিল মুখে ॥ ২১২০
[৪]পঞ্চ বৎসরের[৪] যদি লখিন্দর হইল।
হাতেখড়ি [৫]কর্ণভেদ এক কালেতে কইল[৫] ॥ ২১২১
এই মতে রহিলা তবে বীর লখিন্দর।
উজানিত জন্মিল বেউলা সাহে বানিয়ার ঘর ॥ ২১২২
এই মতে [৬]আনন্দে আছেন[৬] লখিন্দর।
[৭]অবস্থা পাইয়া চান্দো পাইল মিতার ঘর[৭] ॥ ২১২৩
মিত্র মিত্র বলিয়া চান্দো ডাকিল উচ্চরায়ে।
হেন কালে মিত্র সঙ্গে হইল পরিচয় ॥ ২১২৪
দুই মিতা কোলাকুলি করিল তখন।
মণ্ডলে বলেন হেন দশা কি কারণ ॥ ২১২৫
মিতার ঠাই কহে কথা দুঃখ লাগে বড়ি।
[৮]এইকালে বল গাইন[৮] সম্ভেদ লাচারি ॥ ২১২৬

লাচারি

মিতারে কত কব দুঃখের কাহিনী ॥ ধুয়া ॥

দক্ষিণ পাটন দূর কনক মাণিক্য পুর
তাথে রত্ন বাহে গড়াগড়ি।

১—১ দিন মাস, ড। ২—২ সোনকা কহিল তবে সব বিবরণ, ড। ৩—৩ যজ্ঞ বৃদ্ধি নান্দীমুখ করিলা কৌতুক, ড। ৪—৪ পঞ্চম বএস, ড। ৫—৫ কানে কাটা একদিন দিল, ড। ৬—৬ রহিলা তবে বীর, ড। ৭—৭ অনেক অবস্থা পাইল মিতার ঘর, ড। ৮—৮ হেনকালে বল ভাই, ড।

হিরামন মাণিক্য ধন হেলা করে সর্ব্বজন
চট হরিদ্রা বড় করি ॥ ২১২৭
নানাবিধ ধন পাইয়া দেশেত চলিলাম ধাইয়া
সত্বরে আসিলাম কালিদয়ে।
হেন কালে বিধি লাগে গগন ভরিল[১] মেঘে
দিবসে করিল অন্ধকার ॥ ২১২৮
সড় সড় করে বাও [২]সমুখে না চলে[২] নাও
ধন জন হারাইল সকল।
কানি করিল বল চৌদ্দ ডিঙ্গা হই[ল][৩] তল
আমার[৪] রহিল পুণ্যবলে ॥ ২১২৯
মণ্ডলে বলেন মিতা না কহ দুঃখের কথা
এত দুঃখ সহন না যায়ে।
আজু নিশি অবশেষে [৫]যাইবা আপনা[৫] দেশে
সানন্দে বিজয়ে গোপ্তে গায়ে ॥ ২১৩০

পয়ার

তোমার ঠাই দুঃখের কথা কী কহিব মিতা।
অন্ন দিয়া প্রাণ রাখ [৬]পাছে কব[৬] কথা ॥ ২১৩১
এত শুনি মণ্ডল হরিষ অন্তর।
ত্বরিত গমনে গেল পুরীর ভিতর ॥ ২১৩২
স্ত্রী স্থানে [৭]কহিলেক এ সব উত্তর[৭]।
[৮]আমার ঘরে ভাত খাবে[৮] চান্দ সদাগর ॥ ২১৩৩
এতেক শুনিয়া রাণী চড়াইল রন্ধন।
[৯]একে একে রান্ধিলেক[৯] পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ॥ ২১৩৪

---

১ ঢাকিল, ভ। ২—২ সমুদ্র না রহে নাও, ভ। ৩ গেল, ভ। ৪ মোর প্রাণ, ভ। ৫—৫ জাইয় তোমার, ভ। ৬—৬ কি কহিব কথা, ভ। ৭—৭ কহে কথা জতেক উত্তর, ভ। ৮—৮ তোমার হাতে খাইবেক, ভ। ৯—৯ নিরামিষ সামিষ রান্ধে, ভ।

স্নান করিয়া[১] [চান্দ] পরিল বসন।
নানাবিধ প্রকারে করেন দেবার্চ্চন॥ ২১৩৫
শিব দুর্গার চরণ পূজে হইয়া একমন।
পুরীর ভিতরে চলে[২] করিতে ভোজন॥ ২১৩৬
[৩]ভাত খাইতে চান্দ বসিল তখন[৩]।
তাহা দেখি [৪]চিন্তা হইল পদ্মাবতীর মন[৪]॥ ২১৩৭
চান্দের জাতি যাবে [৫]যদি করয়ে[৫] ভোজন।
ডাক দিয়া আনে তবে[৬] পৈচাশিক গণ॥* ২১৩৮
পদ্মাবতী বলে পৈচাশিক শোন রইয়া।
[৭]ভাত না খায় চান্দ[৭] আনহ হরিয়া॥ ২১৩৯
এতেক শুনিয়া তবে [৮]পদ্মার বচন[৮]।
সত্বরে মিলিল[৯] যথা করয়ে ভোজন॥ ২১৪০
[১০]ভাত খাইতে [বৈসে] চান্দ আনন্দ হৃদয়ে[১০]।
কেহ না [১১]দেখিতে পায় পৈচাশিকে নেয়ে[১১]॥ ২১৪১
ভাত না পায়ে চান্দ দুঃখ লাগে বড়ি।
এই কালে বল গাইন সন্তেদ লাচারি॥ ২১৪২

লাচারি

ননদিনী আইজ পাইলাম অপযশ।
মিতা নহে কোথাকার রাক্ষস॥ ধুয়া॥

প্রথমে দিলাম ভাত কাসি   তারে কৈল পঞ্চগ্রাসি
হেন করি ভাত গ্রাস করে।
নাকের বাসি চড় চড় করে॥ ২১৪৩

---

১ করিয়া সাধু, ঙ। ২ জাএ, ঙ। ৩—৩ এই চরণটি অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই। ৪—৪ পদ্মাবতী চিন্তিত বড় মন, ঙ। ৫—৫ আজ্ঞি করিলে, ঙ। ৬ পদ্মা, ঙ।

* ২১৩৮ সংখ্যক পদের পরে, (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদটি অতিরিক্ত :—

জে কার্যে আইনাছি তাহা শোন বিবরণ।

৭—৭ চান্দে ভাত খাইতেছে, ঙ। ৮—৮ পৈচাশিক গণ, ঙ। ৯ চলিল, ঙ। ১০—১০ ভাত খাএ চন্দ্রধর আনন্দিত মন, ঙ। ১১—১১ দেখে ভাত নেত্র পিচাশীগণ, ঙ।

ননদিনী তোর ভাইয়ারে ডাক দিয়া আন সানে।
[১]কথা [ম]হই কহম তার কানে[১] ॥ ২১৪৪
কথায়ে বার্ত্তায়ে[২] থাকুক বসিয়া।
আর [৩]চাউল দেম[৩] চড়াইয়া ॥ ২১৪৫
পৈরেজে ম[ন] দোগুনিয়া ছালা।
ভাতের বদলে দেও চিড়াকলা ॥* ২১৪৬
অম্বল পানিত পড়িয়া গেল হাত।
তাথে পাইল [৪]চৌদ্দ কাটী ভাত[৪] ॥ ২১৪৭
খায়ে আর মোর দিগে চায়ে।
ভাত না পাইয়া মোরে পাছে খায়ে ॥ ২১৪৮
ভাইয়ার বড় দাদার বউ তোরা হের আয়ে।
ভাত না পাইয়া চান্দো পাছে [মোরে] খায়ে ॥* * ২১৪৯
বিজয়ে গোপ্তের সরস কাহিনী[৫]।
বেড়া ভাঙ্গিয়া তবে পালায়ে রান্ধনি ॥ ২১৫০
সুধা পাতে কতক্ষণ আছিলা সদাগর।
ভোজন এড়িয়া[৬] সাধু উঠিলা সত্বর ॥ ২১৫১
ভৃঙ্গারের জলে [৭]তবে করি আচমন[৭]।
কর্পূর তাম্বূলে করে মুখ শোধন[৮] ॥ ২১৫২
দুই মিতায়ে একত্রে [৯]আছিলা কতক্ষণ[৯]।
চন্দ্রধরে বলে মিতা শোনহ বচন ॥ ২১৫৩

১—১ এক কথা কহি কানে কানে, খ, গ, ঙ। ২ বার্ত্তাএ সাধু, ঙ।
৩—৩ অন্ন নেই, ঙ।
* ২১৪৬ সংখ্যক পদটি অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
৪—৪ তের কাসি ভাত, ঙ।
* * ২১৪৯ সংখ্যক পদটি অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
৫ বচনি, ঙ।
৬ করিয়া, ঙ। ৭—৭ করে মুখ প্রক্ষালন, খ, গ। ৮ সোধন, খ, গ।
৯—৯ বসিল তখন, খ, গ।

[১]তুমি পুণ্যবান মিতা ধর্ম্মে ছিল মন[১]।
[২]কিরূপে দেশেতে আমি করিব গমন[২] ॥ ২১৫৪
মণ্ডলে কহেন তবে[৩] মনের হরিষে।
কল্য প্রাতে [৪]তোমারে পাঠাইব দেশে[৪] ॥ ২১৫৫
এত শুনি শয়ন করিল[৫] সদাগর।
তখন হইল রাত্র তৃতীয়[৬] প্রহর ॥ ২১৫৬
নিদ্রা যায় সদাগর হইয়া কুতূহল।
নাগরথে থাকি পদ্মা চিন্তিয়া বিকল ॥ ২১৫৭
এখন চান্দেরে আমি দিব কিছু ফল।
ডাক দিয়া নাগগণ আনিল সকল ॥ ২১৫৮
পদ্মা বলে নাগগণ [৭]শোনহ বচন[৭]।
চান্দেরে লাঘব [৮]তোরা করহ এখন[৮] ॥ ২১৫৯
চান্দেরে ধরিয়া তবে কিলায়ে অষ্ট নাগে।
মিতা মিতা বলি চান্দ উচ্চস্বরে ডাকে ॥ ২১৬০
চান্দের [৯]কাকুতি শুনি কাতর বচন[৯]।
[১০]মিতায়ে আসিয়া তারে ধরিল তখন[১০] ॥ ২১৬১
মণ্ডল দেখিয়া নাগ পালায়ে ততক্ষণ[১১]।
চান্দো বলে শোন মিতা আমার বিবরণ[১২] ॥ ২১৬২
দুই বেটা চোরে মোরে [১৩]করিল নিপাত[১৩]।
এই কথা বার্ত্তায়ে [১৪]হইল রজনী[১৪] প্রভাত ॥ ২১৬৩
শয্যা হইতে উঠিয়া সাধু প্রাতঃক্রিয়া করে।
মিতা সম্বোদিয়া তবে কহে সদাগরে ॥ ২১৬৪

১—১ সোনেকারে দেখিতে পোড়ে মোর মন, খ, গ। ২—২ দেশেতে কেমতে জাব কহ বিবরণ, খ, গ। ৩ কথা, ঙ। ৪—৪ জাইয় তুমি আপনার দেশে, ঙ। ৫ করে চান্দ, ঙ। ৬ দ্বিতীয়, ঙ। ৭—৭ শোন দিয়া মন, ঙ। ৮—৮ কিছু দেও এইক্ষণ, ঙ। ৯—৯ করুণা মণ্ডল শুনিয়া তখন, ঙ। ১০—১০ লড় দিয়া গেল তবে চান্দের সদন, ঙ। ১১ তখন, ঙ। ১২ বচন, ঙ। ১৩—১৩ বিনাএ নিক্ষ্যাতা, ঙ। ১৪—১৪ রাত্রি হইল, ঙ।

[১]বহুদিন বাড়ির বার্ত্তা না জানি[১] বিশেষ।
শীঘ্র করি মিতা মোরে [২]পাঠাইয়া দেও[২] দেশ ॥ ২১৬৫
এত শুনি মণ্ডল [৩]তবে দোলা আনাইল[৩]।
অস্ত্রধারী সৈন্য যত[৪] রক্ষা হেতু দিল ॥ ২১৬৬
[৫]শীঘ্র করি সদাগর চড়িল[৫] দোলায়ে।
হরষিত হইয়া সাধু নিজ দেশে যায়ে ॥ ২১৬৭
তাহা দেখি পদ্মাবতী ভাবিল[৬] তখন।
নেতা নেতা বলি পদ্মা ডাকে ঘন ঘন ॥ ২১৬৮
[৭]পদ্মা বলে নেতা তুমি[৭] শোন মোর কথা।
সোনকা না দেখিল চান্দের অবস্থা ॥ ২১৬৯
নেতা বলে পদ্মাবতী শোন [৮]মোর কথা[৮]।
মায়া দোলা সাজাইয়া [৯]নাগে নেওক তথা[৯] ॥ ২১৭০
শুনিয়া নেতার কথা দেবী পদ্মাবতী।
অষ্টনাগ ডাক দিয়া আনে শীঘ্রগতি ॥ ২১৭১
পদ্মা বলে নাগগণ [১০]কহিবে তোমাতে[১০]।
চান্দেরে অবস্থা [১১]তোরা কর ভাল মতে[১১] ॥ ২১৭২
শুনিয়া পদ্মার কথা নাগ অষ্ট জন।
মায়া দোলা সাজাইয়া করিল গমন ॥ ২১৭৩
[১২]চান্দের সাক্ষাতে নাগ কহে মায়া করি[১২]।
আপন দোলায়ে সাধু চল শীঘ্র করি ॥ ২১৭৪
আপন দোলা [১৩]মনুষ্য দেখিয়া সদাগর[১৩]।
মিতার মনুষ্য দোলা পাঠাইয়া দিল ঘর ॥ ২১৭৫
কতদূর আনিয়া তবে নাগ অষ্ট জনে।
ভূমিত পাড়িয়া মারে যত লয় মনে ॥ ২১৭৬

১—১ অনেকদিন ধরিয়া বার্ত্তা না পাই, ভ। ২—২ পাঠাও নিজ, ভ। ৩—৩ দোলা সাজাইল, ভ। ৪ তবে, ভ। ৫—৫ শীঘ্রগতি সদাগর চলিল, ভ। ৬ চিন্তিয়া, ভ। ৭—৭ পদ্মাবতী বলে নেতা, ভ। ৮—৮ দিয়া মন, ভ। ৯—৯ আন এই খন, ভ। ১০—১০ কহি তোমার ঠাই, ভ। ১১—১১ কিছু কর অষ্ট ভাই, ভ। ১২—১২ চান্দেরে কহে নাগ আহাকার করি, ভ। ১৩—১৩ দেখিয়া তবে সদাগর, ভ।

ঘাড় নোয়াইয়া তারে উভা মারে কিল।
ঝড় বরিষণে যেন পড়ে দারুণ শিল ॥* ২১৭৭
নাগের মারণে চান্দো মূর্চ্ছিত হইল।
হেতাল বাড়ি কাড়ি [১]নিয়া সমুদ্রে ভাসাইল[১] ॥ ২১৭৮
কতক্ষণে চৈতন্য পাইয়া সদাগর।
[২]পদ্মার মায়ায়ে আপন রাজ্য না চিনে সত্বর[২] ॥ ২১৭৯
আপন [৩]রাজ্যে মনুষ্য[৩] না চিনি সদাগর।
মাগিবারে গেল সাধু হাটের[৪] ভিতর ॥ ২১৮০
শ্রীকলার হাটে সাধু করয়ে ভ্রমণ।
সোনকারে পদ্মাবতী দেখাইল স্বপন ॥ ২১৮১
[৫]শোন শোন সোনকা তুমি আমার বচন[৫]।
কালিদয়ের সমুদ্রে সাধু [৬]হারাইল ধনজন[৬] ॥ ২১৮২
চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিল কালিদয়ের জল।
আমা না পূজিয়া সাধু [৭]পাইল তার ফল[৭] ॥ ২১৮৩
[৮]স্বপ্নে কহি গেল তবে[৮] দেবী বিষহরি।
প্রভু প্রভু করি উঠে সোনকা সুন্দরী ॥ ২১৮৪
শয্যা ত্যাগিলা রাণী উঠিলা তখন।
[৯]প্রভাতে কহে যত স্বপ্ন বিবরণ[৯] ॥* ২১৮৫
[১০]ডিঙ্গাধন তল গেল কালিদয়ে সাগর[১০]।
পদ্মা না পূজিয়া [১১]দুঃখ পাইছে বিস্তর[১১] ॥ ২১৮৬

---

* ২১৭৭ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

১—১ তবে সাগরে ফেলিল, ঙ। ২—২ ধীরে ধীরে হাঁটি সাধু চলিল সত্বর, ঙ। ৩—৩ দেশের লোক, ঙ। ৪ নগর, ঙ। ৫—৫ উঠ উঠ সোনকাগ শোনহ বচন, খ, গ, ঙ। ৬—৬ হারাএ জীবন, ঙ। ৭—৭ এত দৈব ফলে, ঙ। ৮—৮ স্বপ্ন দেখাইয়া গেলা, ঙ। ৯—৯ প্রভাতে স্বপন কথা কহে সমাইর স্থানে, ঙ।

* ২১৮৫ সংখ্যক পদের পরে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত চরণটি অতিরিক্ত :—

কালিদএ সদাগর মরিল আপনে।

১০—১০ চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিলেক আর ধনে জনে, ঙ। ১১—১১ হৈল এত আতান্তর, ঙ।

ধাই বলে মা তুমি শোনহ সত্বর।
পর দিয়া ফলিবেক এ সব উত্তর ॥ * ২১৮৭
[১]আপন দিয়া দেখে[১] স্বপ্ন পর দিয়া ফলে।
ধনে জনে তোমার সাধু আসিব কুশলে ॥ ২১৮৮
প্রভাতে [২]গেলেন লখাই গাঙ্গুরির কূলে[২]।
সুন্দর হেতাল বাড়ি পাইলেক জলে ॥ ২১৮৯
পাইল সুন্দর লাঠি হাতে করি লইল।
[৩]ত্বরিতে আনিয়া লাঠি মায়ের হাতে দিল[৩] ॥ ২১৯০
সোনকা বলেন পুত্র কহি যে তোমাতে।
কোথাএ পাইলা লাঠি কহিবা আমাতে ॥ ২১৯১
লখিন্দরে [৪]বলে মাগ কহিগ তোমারে[৪]।
[৫]স্নান করিতে পাইলাম সমুদ্র মাঝারে[৫] ॥ ২১৯২
লখাইর মুখেতে শুনি এ সব কথন।
[৬]ভূমিতে পড়িল সোনা হইয়া অচেতন[৬] ॥ ২১৯৩
বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন দুঃখ[৭] হইল বড়ি।
[৮]সোনাইর বিলাপে বল করুণা[৮] লাচারি ॥ ২১৯৪

লাচারি

বিদেশে হারাইলাম প্রভুরে ॥ ধুয়া ॥

কান্দে বড় সোনকা রাণী [৯]ভূমিতে পড়িয়া[৯]।
কোথায়ে গেলা প্রাণনাথ আমারে ছাড়িয়া ॥ ২১৯৫

---

* ২১৮৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
রতি ধাই সান্ত্বতারে করে ভএ অন্তর।

১—১ আপনে দেখিলে, ঙ। ২—২ লখাই জাএ সাগরের জলে, ঙ। ৩—৩ ত্বরিতগমনে নিয়া মায়ের স্থানে দিল, ঙ। ৪—৪ কহে মাতা কহি তোমার তরে, ঙ। ৫—৫ প্রভাত সময়ে আমি গেলাম নদীর তীরে, ঙ। ৬—৬ সোনকায়ে ভূমে পড়ি হইল অচেতন, ঙ। ৭—৭ কৌতুক, ঙ। ৮—৮ হেন কালে বল ভাই সরস, ঙ। ৯—৯ ভূমে গড়ি দিয়া, ঙ।

সেই কালে [১]কহিলাম সাধু[১] না যাও পাটন।
আমার কথা না শুনিয়া হারাইলা জীবন ॥ ২১৯৬
নিরন্তর প্রভু তুমি পূজিলা হরগৌরী।
তবে কেন [২]নষ্ট হইলা চান্দো অধিকারী[২] ॥ ২১৯৭
নিরন্তর তুমি পদ্মারে পাড় গালি।
[৩]ধনজন সকল সমুদ্রে দিলা ডালি[৩] ॥ ২১৯৮
নিরন্তর [প্র]ভু তোমার পদ্মার সনে বাদ।
তেকারণে ফলিয়াছে এতেক প্রমাদ ॥* ২১৯৯
তখনে পূজিতা যদি পদ্মার চরণ।
তবে কেন ধনে জনে হারাইবা জীবন ॥ ২২০০
নিরন্তর প্রভু তুমি পূজিলা দশভুজা।
তবে কেন নষ্ট হইলা চম্পকের রাজা ॥ ২২০১
নিভিল মনের অগ্নি জ্বালিয়া উঠিল।
আজি হইতে সোনকার সংসার উনা হইল ॥* * ২২০২
ছয় পুত্র মরণে আমি [৪]যত পাইলাম দুখ[৪]।
তোমার মরণে মোর ফাটি[৫] যায়ে বুক ॥ ২২০৩
সোনাইর কান্দনে কান্দে লখিন্দর বীর।
তাহার কান্দনে [৬]সবের প্রাণ নহে স্থির[৬] ॥ ২২০৪
হেতাল বাড়ি কান্ধে করি গড়াগড়ি যায়ে।
মনসার চরণে বৈদ্য বিজয়ে গোপ্তে গায়ে ॥ ২২০৫

পয়ার

সোমাই পণ্ডিতে বলে স্থির কর মন।
তেরাত্রি শ্রাদ্ধ হবে বেবস্থার বচন[৭] ॥ ২২০৬

১—১ বলিয়াছিলাম, ঙ। ২—২ প্রাণে মৈল দেশের অধিকারী, ঙ।
৩—৩ তে কারণে ধন জন সব দিলা ডালী, ঙ।
* ২১৯৯ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
* * ২২০১—২২০২ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
৪—৪ পাইলাম বড় দুঃখ, ঙ। ৫ চিরিয়া, ঙ। ৬—৬ সবে হইল কাতর, ঙ।
৭ কারণ, ঙ।

পুরোহিত বচনে সোনাই [১]ক্ষেমা দিল চিতে[১] ।
রতি ধাইরে পাঠাইল বেসাতি আনিতে ॥ ২২০৭
এতেক শুনিল জদি ধাই নামে রতি ।
শ্রীকলার হাটে যায়ে করিতে বেসাতি ॥ ২২০৮
হাটেত [২]গিয়া ধাই বেসাতি করিয়া[২] ।
একে একে সব দ্রব্য দিল পাঠাইয়া ॥ ২২০৯
অবশেষে গেল ধাই মৎস্তের দোকানে ।
মৎস্ত [৩]কিনি চিন্তা পায়ে[৩] বোঝার কারণে ॥ ২২১০
কাহার ঠাই দিব বোঝা নিয়ম[৪] না পায় ।
হেন কালে দেখে চান্দো কান্দিয়া বেড়ায় ॥ ১২১১
রতি বলে কাঙ্গালিয়া কেন কান্দ তুই ।
বোঝা লইয়া সঙ্গে চল ভাত দিব মুই ॥ ২২১২
ভাতের কথা শুনিয়া চান্দের গায়ে বল হইল ।
বোঝা লইয়া [৫]রতির সঙ্গে তখনে চলিল[৫] ॥ ২২১৩
বোঝা লইয়া যায় চান্দো ভাত খাইবারে ।
চান্দোরে বাহিরে রাখি বোঝা নিল ঘরে ॥* ২২১৪
রতি বলে কাঙ্গালিয়া শোন মোর কথা ।
রন্ধন হইলে ভাত[৬] আনি দিন এথা ॥ ২২১৫
হেন কালে দিবা অস্ত রজনী হইল ।
[৭]পুষ্পবন দেখি চান্দোর রঙ্গ উপজিল[৭] ॥ ২২১৬
[৮]কত হাতে কত কানে করিল শয়ন[৮] ॥
হেন কালে [৯]আসিল তথা পড়সিয়গণ[৯] ॥ ২২১৭

১—১ স্থির করি চিত্তে, ঙ । ২—২ বেসাতি ধাই সকল কিনিয়া, ঙ । ৩—৩ কিনিয়া ভাবে, ঙ । ৪ উদ্দেশ, ঙ । ৫—৫ তবে রতির সঙ্গে গেল, ঙ ।

* ২২১৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।

৬ অন্ন, ঙ । ৭—৭ পুষ্পবনে চান্দ তবে শুইয়া রহিল, ঙ । ৮—৮ এই চরণটি অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই । ৯—৯ আসিলেক জত পসরিয়া, ঙ ।

পুষ্পবনে চোর দেখে রহিছে শুইয়া।
[1]বড় স্তবদ হইল তারা চোর দেখিয়া[1] ॥ ২২১৮
চোর দেখিয়া তবে কোতোয়ালগণে।
ভূমিতে পাড়িয়া মারে যত লয়ে মনে ॥ ২২১৯
ঘাড় নোয়াইয়া সবে মারে উভাকিল।
ঝড় বরিষণে যেন পড়ে দারুণ শিল ॥* ২২২০
হাতে পায়ে দড়ি দিয়া বান্ধিয়া রাখিল।
হেন কালে রতি ধাই তথাতে[2] আসিল ॥ ২২২১
রতি বলে তোরা[3] শোন মন দিয়া।
[4]মোর সঙ্গে কাঙ্গালিয়া আসিছে বোঝা লইয়া[4] ॥ ২২২২
এতেক [5]শুনিয়া তবে[5] কোতোয়ালগণে।
বন্ধন খসাইয়া [6]চোর এড়িল তখনে[6] ॥ ২২২৩
বন্ধন খসাইয়া যদি কোতোয়ালে দিল।
[7]হেন কালে রতি ধাই ভাত লইয়া আইল[7] ॥ ২২২৪
নেতা বলে পদ্মাবতী শোন মন দিয়া।
[8]চান্দের জাতি যায় অখন রতির অন্ন খাইয়া ॥ ২২২৫
চান্দোর দিব্য চক্ষু যদি অখন না দেও।
মর্ত্ত্য লোকে তোমারে না পূজিব কেও[8] ॥ ২২২৬
এতেক শুনিয়া পদ্মা নেতার উত্তর[8]।
হাতে জল [9]দিয়া ছান্দা ভাঙ্গিল সত্বর[9] ॥ ২২২৭

১—১ ২২১৮ সংখ্যক পদের এই দ্বিতীয় চরণটি অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

* ২২২০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

২ সেথানে, ঙ। ৩ কোতোআল, ঙ। ৪—৪ বোঝা লইয়া মোর সঙ্গে আসিছে কাঙ্গালিয়া, ঙ। ৫—৫ শুনিল জদি, ঙ। ৬—৬ চান্দের দিল ততক্ষণে, ঙ। ৭—৭ ভাত লইয়া রতি ধাই তথনে আসিল, ঙ। ৮—৮ এই তিন পংক্তির পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

চান্দের দিব্য চক্ষু করি দেওত এখন।

৮ বচন, ঙ। ৯—৯ লইয়া দেবী আসিল তখন, ঙ।

হাতে জল লইয়া পদ্মা চক্ষুর ভাঙ্গে ছান্দা।
প্রসন্ন [১]হইয়া চান্দো[১] সব দেখে ধান্দা ॥ ২২২৮
চান্দো বলে রতি তোর এত অহঙ্কার।
তোর ভাত খাইয়া জাতি যাইত আমার ॥ ২২২৯
আমি সাধু চন্দ্রধর রাজ্যের অধিকারী।
[২]না চিনিয়া এত মোরে অপমান করি[২] ॥ ২২৩০
[৩]এতেক শুনিয়া রতি চমকিত হইল[৩]।
সোনকার সাক্ষাতে রতি [৪]লড় দিয়া গেল[৪] ॥ ২২৩১
রতি বলে ঠাকুরাণী শোন মন দিয়া।
চান্দো হেন কহে বেটা দেখহ আসিয়া ॥ ২২৩২
এত শুনি সোনকা [৫]আসিল ততক্ষণ[৫]।
[৬]অবস্থায়ে চান্দো হেন না দেখে লক্ষণ ॥ ২২৩৩
এতেক ভাবিয়া সবে নিরক্ষিয়া চায়ে।[৬]
সবে মাত্র দুই চিহ্ন [৭]দেখিবারে পায়ে[৭] ॥ ২২৩৪
[৮]গজ ইন্দ্র কপাল হিরা বান্দা দন্ত আর[৮]।
[৯]দুই চিহ্ন দেখে মাত্র শরীর মাজার[৯] ॥ ২২৩৫
তথাচ সোনকার মনে বিস্ময় হইল।
এতেক অবস্থা কেন সাধুতে জিজ্ঞাসিল ॥* ২২৩৬
চান্দে বলে প্রিয়া তোর উদার কেন মতি।
[১০]এতক্ষণে না চিনিলি তোর নিজ পতি[১০] ॥ ২২৩৭

১—১ হইল চক্ষু, ঙ। ২—২ এত অপমান মোরে না চিনিয়া করি, ঙ। ৩—৩ এই পংক্তি অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই। ৪—৪ জায় লড় দিয়া, ঙ। ৫—৫ রাণী আইসে লড় দিয়া, ঙ। ৬—৬ এই দুই পংক্তি অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই। ৭—৭ দেখিতে পাইল, ঙ। ৮—৮ হিরা বান্দা দন্ত আর গজেন্দ্র কপাল দেখিল, ঙ। ৯—৯ এই দুই চিহ্ন মাত্র শরীরে পায়ে সার, ঙ।

* ২২৩৬ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

সোনকা যে ভাবিয়া কিছু না পায়ে নিরাকার।

১০—১০ চিনিতে না পার তুমি আপনার পতি, ঙ।

পরিচয় দেই আমি শোন দিয়া মতি।
জীব[১] সাধুর পুত্র আমি নন্দ[২] সাধুর নাতি ॥ ২২৩৮
হেলে[৩] গেলাম পাটনে না শুনি তোর বাণী।
[৪]ধন জন নষ্ট কৈল লঘু জাতি কানি[৪] ॥ ২২৩৯
ধনজন হারাইলাম বড় পাইলাম দুঃখ।
বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চন্দ্রমুখ ॥ ২২৪০
উদার চরিত্র তোমার নাহি বুঝি মন।
তত্ত্ব কথা কহি আমি মন দিয়া শোন ॥* ২২৪১
তোমার [৫]উরুস্থান তাহার নিকট[৫]।
বামধারে আছে কালা একখানি জট ॥ ২২৪২
কহিল সকল কথা শোনহ নিশ্চয়।
[৬]চান্দোর কথায়ে[৬] সোনকার খণ্ডিল বিস্ময় ॥ ২২৪৩
প্রভু বলি পায়ে ধরি [৭]ভূমিত লোটায়ে[৭]।
কান্দিবার লাগে সোনাই [৮]ধরি চান্দের পায়ে[৮] ॥ ২২৪৪
নারীগণে জয়ধ্বনি ততক্ষণে দিল।
সর্ব্ব রাজ্য ভরি [৯]সবে আনন্দিত হইল[৯] ॥ ২২৪৫
সোনাই বলে প্রাণনাথ [১০]আমি তোমার দাসী[১০]।
এত দুঃখ [১১]পাইলা তুমি কহিতে ভয়ে বাসি[১১] ॥ ২২৪৬
গেল গেল ধন[১২] তোমার বালাই লইয়া।
নিশ্চিন্তে থাকিব আমি তোমারে সেবিয়া ॥ ২২৪৭
রোঙ্গাই পণ্ডিত গেল সঙ্গে গেল ধনা।
কোন জন [১৩]আসিয়াছে মরিছে কোন জনা[১৩] ॥ ২২৪৮

---

১ জিবা, ঙ। ২ নন্দন, ঙ। ৩ হেন, ঙ। ৪—৪ ধন জন হারাইয়া আছয়ে পরাণী, ঙ।

* ২২৪১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৫—৫ উরুর মধ্যে আছয়ে সঙ্কট, ঙ। ৬—৬ এহা শুনি, ঙ। ৭—৭ পড়ে গড়ি দিয়া, ঙ। ৮—৮ চরণে ধরিয়া, ঙ। ৯—৯ তবে জয় জয় হইল, ঙ। ১০—১০ কহিতে ভয়ে বাসি, ঙ। ১১—১১ পাইলাম আমি হইয়া তোমার দাসী, ঙ। ১২ ধনজন, ঙ। ১৩—১৩ মরিল আসিল কোন জনা, ঙ।

চান্দো বলে প্রিয়া [১]ভাল করত জিজ্ঞাসা[১] ।
অনুমানে নহে বোঝ কর্ম্মের কিবা দশা ॥ ২২৪৯
ধন জন নৌকা সমুদ্রে গেল তল ।
প্রাণ রক্ষা পাইল [২]কেবল আমার পুণ্য ফল[২] ॥ ২২৫০
হারাইলাম ধন জন পাইলাম বড় ব্যথা ।
এত ধন দিয়া মোরে বঞ্চিল বিধাতা ॥* ২২৫১
ধন শোকে ইষ্ট মিত্র বড় পাইল শোক ।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে দেখে সর্ব্ব লোক ॥ ২২৫২
আস্তে বেস্তে ধরে সোনাই না কান্দিয় আর ।
প্রাণে বাঁচিলে ধন পাবা আরবার ॥ ২২৫৩
চান্দো বলে প্রিয়া এবে হইল জঞ্জাল ।
নিস্বরে রহিলে তবে কিছু বসি ভাল ॥† ২২৫৪
যাহার যাহার ইষ্ট মিত্র মরিলেক নায়ে ।
বার্ত্তা পাইয়া [৩]তারা সবে কান্দে দীর্ঘরায়ে[৩] ॥ ২২৫৫
শুনিয়া সনকার মনে হইল বড় দুখ ।
স্নান সজ্জা লইয়া গেল চান্দের সমুখ ॥** ২২৫৬
স্নান করিয়া সাধু করে দেবার্চ্চন ।
অনেক [৪]দিবসে সাধু করয়ে ভোজন[৪] ॥ ২২৫৭
উত্তম খাটেতে গিয়া করিল শয়ন ।
তাম্বূল কর্পূরে করে মুখের শোভন ॥ ২২৫৮
বিজয়ে গোপ্তে রচে পুথি মনসার বর ।
জন্ম অধ্যা[য়] পালা হইল [৫]আর পালাধর[৫] ॥ ২২৫৯
ইতি ডিঙ্গা ডুবান, অবস্থা, লক্ষীন্দ্রের জন্ম পালা সমাপ্ত ॥

১—১ তোমার কেমত জিজ্ঞাসা, ঙ । ২—২ পাইয়াছে তোমার ভাগ্যের ফল, ঙ ।
* ২২৫১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।
† ২২৫২-২২৫৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।
৩—৩ সবে জেন কান্দে উচ্চ রায়ে, ঙ ।
** ২২৫৬ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।
৪—৪ অনেক জতনে সাধু করেন ভোজন । ৫—৫ এথানি সোসর, ঙ ।

অথ লক্ষ্মীন্দ্রের বিবাহের ঘুরনি

ভোজন করিয়া সাধু [১]শুইয়া সোনাইর[১] খাটে।
হেন কালে লখিন্দর আসিলা[২] নিকটে ॥ ২২৬০
[৩]লখিন্দর দেখিয়া তবে[৩] চান্দো সদাগর।
পর পুরুষ দেখি কেন পুরীর[৪] ভিতর ॥ ২২৬১
মিছাসে দোষিলাম আমি লঘু জাতি কানি।
তোর পাপে [৫]বোড়ে আমার নৌকা[৫] চৌদ্দখানি ॥ ১২৬২
সোনাইরে পাড়েন গালি মনের সন্তাপে।
ভাল সে বুড়িল নৌকা তোর এই পাপে ॥ ২২৬৩
যত মন্দ বাণী সাধু সোনকারে বলে।
লাফ দিয়া ধরিলেক সোনকার চুলে ॥* ২২৬৪
সোনাই বলে [৬]প্রাণনাথ কর অবধান[৬]।
তোমার ঔরসে জন্ম [৭]তনয় তোমার[৭] ॥ ২২৬৫
যখনে গেছিলা তুমি দক্ষিণ সফর।
পঞ্চ মাসের গর্ভ তখন আমার উদর ॥ ২২৬৬
গর্ভ [৮]নিদর্শন পত্র দিছিলা লিখিয়া[৮]।
পুত্র দেখিয়া [৯]প্রভু বিকল কর হিয়া[৯] ॥ ২২৬৭
সুস্থির হইয়া [১০]প্রভু খাও বাটার পান[১০]।
[১১]পুত্রের মুখ চাও করিয়া শুভক্ষণ[১১] ॥ ২২৬৮
[১২]সোনেকার বচনে সাধু আনন্দিত[১২] মন।
লখিন্দর [১৩]ধরিয়া দিল চুম্ব[১৩] আলিঙ্গন ॥ ২২৬৯

১—১ শুইল সোনাইর খাটে, খ, গ। ২ মায়ের, খ, গ। ৩—৩ লখাইরে বলে, খ, গ। ৪ ঘরের, খ, গ। ৫—৫ গেল মোর ডিঙ্গা, খ, গ।

* ২২৬৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

৬—৬ অবধান কর সদাগর, খ, গ। ৭—৭ এই লখিন্দর, খ, গ। ৮—৮ লক্ষণ পত্র দিলেক আনিয়া, খ, গ। ৯—৯ কেন বিস্ময় কর হিয়া, খ, গ। ১০—১০ বস বাটার তাম্বূল খাও, খ, গ। ১১—১১ শুভক্ষণ করিয়া পুত্রের মুখ চাও, খ, গ। ১২—১২ সোনাইর বচনে সাধু হরষিত, খ, গ। ১৩—১৩ সাপটিয়া দিল, খ।

লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল [১]বদন কপালে[১]।
[২]পুত্র পুত্র বলি চান্দো লইলেক কোলে[২] ॥ ২২৭০
গেল গেল ধনজন[৩] লখাইর বালাই লইয়া।
বয়েস অধিক হইছে করাইব[৪] বিয়া ॥ ২২৭১
এতেক [৫]কহিয়া চান্দো[৫] আনন্দিত মন।
হেন কালে হইলেক[৬] প্রভাত লক্ষণ ॥ ২২৭২
প্রভাত সময়ে কাক ডাকে ঘন ঘন।
[৭]ঘর হতে বাহের হয়ে[৭] সাধুর নন্দন ॥ ২২৭৩
প্রাতঃক্রিয়া [৮]করে সাধু প্রত্যহ বেহানে[৮]।
[৯]পাত্র মিত্র লইয়া সাধু বসিলা সানন্দে[৯] ॥ ২২৭৪
ডাইন [১০]ধারে বসিলেক[১০] সোনাই ব্রাহ্মণ।
চারিভিতে বসিলেক যত[১১] বন্ধুগণ ॥ ২২৭৫
[১২]সাধু বলে কহি শোন যত বন্ধু ভাই[১২]।
বিবাহ করাইব আমি সুন্দর লখাই ॥ ২২৭৬
[১৩]অতি সর্ব্বগুণা কন্যা পাব[১৩] কোন স্থানে।
[১৪]বিবাহ করাইব আমি পুত্র শুভক্ষণে[১৪] ॥ ২২৭৭
হেনকালে বলে সোনাই সাধু সম্বোধিয়া।
পাইছি বরের লখাই না করাব বিয়া ॥ ২২৭৮
বিবাহের দিনে নাগে দংশিব লখাই।
এহি কথা কহিয়াছে জগৎগৌরী আই ॥ ২২৭৯
এত শুনি সদাগর উঠে মহা রোষে।
আমার পুত্র মারিতে পারে কাহার সাহসে ॥ ২২৮০

১—১ মাথার উপর, খ। ২—২ সকল দুঃখ পাসরে দেখিয়া লখিন্দর, খ। ৩ নাও ধন, খ। ৪ না করাইছ, খ, গ। ৫—৫ দেখিয়া সাধু, খ। ৬ হইয়া গেল, খ, গ। ৭—৭ শয্যা ত্যাগি বাহির হইল, খ। ৮—৮ করি সাধু বাহিরে গমন, খ, গ। ৯—৯ লখিন্দর লইয়া সাধু বসিলা দেওান, খ। ১০—১০ ভিতে বসিল, খ। ১১ জতেক, খ। ১২—১২ চান্দ বলে অবধান কর বন্ধু ভাই, খ। ১৩—১৩ দিব্য কন্যা আমি পাইব, খ। ১৪—১৪ শুভক্ষণে বিবাহ করাব পুত্র সনে, খ।

সোনকারে সম্বোধিয়া সদাগরে কয়।
হেন সন্ধি করিব নাগের না রহিব ভয়॥ ২২৮১
সোনকারে নিরস্ত করিলা সদাগর।
কোথায়ে আছে যোগ্য কন্যা কহ বিপ্রবর॥* ২২৮২
হেন কালে কহিলেক সোমাই পণ্ডিত[১]।
কহিতে লাগিল তবে সভার বিদিত॥ ২২৮৩
সাহে নামে [২]সদাগর উজানিতে ঘর[২]।
তার ঘরে কন্যা আছে [৩]পরম সুন্দর[৩]॥ ২২৮৪
অনেক পুরুষে করে শিবলিঙ্গ পূজা।
[৪]পুত্র তুল্য দেখে তারে[৪] দেবী দশভুজা॥ ২২৮৫
হয়ে হয়ে করিয়া [৫]উঠে যত[৫] বন্ধুগণ।
[৬]লোকমুখে শুনিয়াছি[৬] সফল জীবন॥ ২২৮৬
সভাকার অনুমতি[৭] চান্দে কহে কথা।
আপনে যাইব আমি নাহিক অন্যথা॥ ২২৮৭
দুই প্রহর বেলা হইল[৮] শুভক্ষণ।
যাত্রা করিয়া চলে সাধুর নন্দন॥ ২২৮৮
পূর্ব্ব [ব]ষু নক্ষত্র [৯]আর তিথি[৯] একাদশী।
লিখিয়া লইল লখাইর নক্ষত্র আর রাশি॥ ২২৮৯
জোগ করন [১০]ভাল দিন[১০] বুধবার।
যাত্রা করিয়া চলে সাধুর কুমার॥ ২২৯০
পাত্র মিত্র পুরোহিত করিয়া সঙ্গতি।
কন্যা [১১]জুড়িবারে যায়ে চান্দো অধিপতি[১১]॥ ২২৯১
[১২]সৈন্য সেনা হস্তি ঘোড়া[১২] চলিল বিস্তর।

---

* ২২৭৬-২২৮২ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১ পুরোহিত, খ। ২—২ নরপতি নগর উজানি, খ। ৩—৩ সর্ব্ব লোকে জানি, খ। ৪—৪ পরম শুদ্ধ ভাবে পূজে, খ, গ। ৫—৫ উঠিল, খ, গ। ৬—৬ সকলে কহিল তাহার, খ। ৭ যুক্তি করি, খ। ৮ পাইয়া, খ, গ। ৯ তিথি, খ, গ। ১০—১০ তিথি ভাল, খ। ১১—১১ জুড়িতে চলে সাধু নরপতি, খ। ১২—১২ পাইক সমস্ত অশ্ব, খ।

হস্তীর পৃষ্ঠে [১]চড়ি য[া]য়ে সাধুর কোয়র[১] ॥ ২২৯২
মুক্তসার নামে আছে সাহের পুখরি ।
তাহার পূর্ব্ব পারে রইলা চান্দো অধিকারী ॥ ২২৯৩
এহি মতে [২]রহিছে সদাগর জন[২] ।
[৩]আপনার ঘরে বেউলা করিছে শয়ন[৩] ॥ ২২৯৪
নেতার সঙ্গে পদ্মাবতী যুক্তি করি সার ।
কামরূপে চলে পদ্মা বেউলার [৪]যে দ্বার[৪] ॥ ২২৯৫
হরষিতে নিদ্রা যায়ে বেউলা সুন্দরী ।
শিয়রে বসিয়া স্বপ্ন কহে বিষহরি ॥ ২২৯৬
পদ্মাবতী বলে বেউলা শোন [৫]দিয়া মন[৫] ।
মুক্তসার স্নানে তুমি চল এইক্ষণ ॥ ২২৯৭
সত্যভাবে কহি আমি দেবী পদ্মাবতী ।
চান্দের [৬]বেটা লখিন্দর তোর নিজ পতি[৬] ॥ ২২৯৮
আমার বচন তুমি না করিয় আন ।
এই ক্ষণ চল[৭] তুমি মুক্তসার স্নান ॥ ২২৯৯
আমার [৮]বাক্য যদি তুমি না লও অন্তর[৮] ।
তবে [৯]বিহা না হইব[৯] এবার বৎসর ॥ ২৩০০
সাহের ঘরে জন্মিয়াছে হইয়া জাতিস্মরা ।
জন্মে জন্মে হবে তোমার লখিন্দর[১০] দাড়া ॥ ২৩০১
অন্তর্দ্ধান হইলা দেবী দেখাইয়া সপন ।
চৈতন্য পাইয়া বেউলা যুড়িল ক্রন্দন ॥ ২৩০২
[১১]এখন আসিয়াছিল[১১] দেবী বিষহরি ।
আমার তরে যুক্তি দিয়া গেল নিজ পুরী ॥ ২৩০৩

১—১ চড়িয়া চলিল সদাগর, খ । ২—২ এথায় রহিল সদাগর, খ, গ । ৩—৩ বেউলা শয়ন রহিছে আপন বাসর, খ, গ । ৪—৪ ঘর, খ । ৫—৫ গো বচন, খ, গ । ৬—৬ পুত্র লখিন্দর হবে তোমার পতি, খ, গ । ৭ জাও, খ । ৮—৮ বচন যদি না লয় অন্তর, খ । ৯—৯ বিবাহ ন[া] [হ]বে, খ । ১০ অনিরুদ্ধ, খ । ১১—১১ এইখানে বসিছিলা, খ ।

তোমার বিষম মায়া বুঝিতে না পারি।
[১]জাগিয়া না পাইলাম মুই অবলা নারী[১] ॥ ২৩০৪
আমারে ভাণ্ডিয়া তোমার কোন প্রয়োজন।
বিষাদ ভাবিয়া বেউলা যুড়িল ক্রন্দন ॥ ২৩০৫
বেউলার ক্রন্দনে কার স্থির নহে মন।
[২]ইকি ইকি বলি আইল যত বন্ধুগণ[২] ॥ ২৩০৬
কে তোমারে বলিয়াছে নিঠুর উত্তর।
ভাঙ্গিয়া [৩]কহ কথা[৩] সভার ভিতর ॥ ২৩০৭
অনেক [৪]উচ্চস্বরে কান্দেন বেউলা[৪]।
[৫]শুনিয়া স্থমিত্রা আইল হইল কোন জ্বলা[৫] ॥ ২৩০৮
স্থমিত্রা বোলে বেউলা কান্দ কিবা[৬] বুঝি।
প্রাণের দোসর মাত্র তুমি এক ঝি ॥ ২৩০৯
কি লাগিয়া [৭]কা[ে]ন্দা তুমি না জান[৭] আপনা।
প্রাণের দোসর মাত্র[৮] আচোলের সোনা ॥ ২৩১০
নিঠুর বলিতে তোমারে কার প্রাণে ধরে[৯]।
এইক্ষণে [১০]শাস্তি দিব কহগ আমারে[১০] ॥ ২৩১১
বেউলা [১১]বলে মাতা তুমি[১১] শুনহ বচন।
মুক্তাসার স্নানে আমি[১২] যাইব এখন ॥ ২৩১২
তোলা জলে স্নান করিতে গায়ে পড়িছে[১৩] মলা।
[১৪]সখী সঙ্গে করি মুই করি[১৪] জল খেলা ॥ ২৩১৩
কার্য্যের গৌরবে যদি তোমার আজ্ঞা পাই।
এক শত [১৫]সখী সঙ্গে[১৫] মুক্তাসারে যাই ॥ ২৩১৪

১—১ মুই না পাইলাম লাগ অভাগিনী নারী, খ। ২—২ কি কি করিয়া আসিল সখীগণ, খ, গ। ৩—৩ না কহ কেনে, খ। ৪—৪ কান্দেন বেহুলা অতি উচ্চস্বরে, খ। ৫—৫ স্থমিত্রা আইল' আউদর চুলে, খ। ৬ কি না, খ, গ। ৭—৭ কান্দ তুমি না বুঝ, খ। ৮ তুমি, খ। ৯ পারে, খ। ১০—১০ প্রাণ লওম আগে কহো মোরে, খ। ১১—১১ বলেন মা, খ। ১২ চাই, খ। ১৩ পইল, খ, গ। ১৪—১৪ সখিগণ সঙ্গে করি করিব, খ, গ। ১৫—১৫ দাসী লইয়া, খ।

বেউলার [১]কথায়ে স্থমিত্রা কুপিত[১]।
কোল হতে বেউলারে ফালাইল ভূমিত ॥ ২৩১৫
পর পুরুষ [২]দেখিতে তোমার হইছে মন[২]।
কপট করিয়া এত[৩] কান্দ কি কারণ ॥ ২৩১৬
[৪]আমার ঠাই না বিকায়ে তোমার[৪] নারীকলা।
[৫]পর পুরুষ চাহিতে স্নানে হইল মেলা[৫] ॥ ২৩১৭
[৬]এ সব কহিয়া দেবী বলিলা উত্তর[৬]।
কোপ মনে গেল [৭]দেবী আ[পো]নার ঘর[৭] ॥ ২৩১৮
বার্ত্তা পাইয়া আসিলা তবে সাহে সদাগর।
বেউলার কান্দন শুনি হইলা ফাফর ॥ ২৩১৯
বেউলা বেউলা বলিয়া [৮]ডাকে উচ্চস্বরে[৮]।
[৯]আস্তে বেস্তে কোলে তোলি লইল বেউলারে[৯] ॥২৩২০
বেউলা বলে বাপু [১০]আমি করি[১০] নিবেদন।
[১১]অন্ত নিশা ভাগে আমি দেখিল[১১] স্বপন ॥ ২৩২১
মুক্তাসার [১২]যাব আমি[১২] সঙ্গে সখীগণ।
তাহার কারণে আমি করিল[১৩] ক্রন্দন ॥ ২৩২২
সাহে বলে [১৪]শোন বেউলা আমার[১৪] বচন।
মুক্তাসার স্নানে তুমি যাও এইক্ষণ ॥ ২৩২৩
এইক্ষণে যাও তুমি বিলম্ব নাহি আর।
সাহের বচনে বেউলার আনন্দ অপার ॥ * ২৩২৪

১—১ কথা শুনি স্থমিত্রা কম্পিত, খ, গ। ২—২ চাহিতে তোমার স্নানে হইয়াছে ছলা, খ। ৩ বেউলা, খ। ৪—৪ মোর ঠাই না লুকায় অঙ্গের, খ। ৫—৫ কিসের কারণে তোমার স্নানে হইছে মন, খ। ৬—৬ এত সব বাক্য রাণী কহিয়া বিস্তর, খ, গ। ৭—৭ নিজ পুরীর ভিতর, খ, গ। ৮—৮ সাহে ডাকে উচ্চরোলে, খ। ৯—৯ আথে বেথে বেউলারে সাহে লইলা কোলে, খ। ১০—১০ শুন মোর, খ, ১১—১১ এইখানে আজি মুই দেখিলাম, খ। ১২—১২ স্নানে জাব, খ। ১৩ করিছি, খ। ১৪—১৪ বেউলা শুনহ, খ।

* ২৩২৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

[১]সাহে বলে রাজপথে[১] জঞ্জাল বিস্তর।
স্নান করিয়া শীঘ্র[২] আসিয় সত্বর ॥ * ২৩২৫
[৩]তবে বেউলা পরিলেক নানা[৩] অলঙ্কার।
সখীগণ [৪]লইয়া চলে দিঘি[৪] মুক্তাসার ॥ ২৩২৬
মুক্তাসার স্নানে যায় কৌতুক হইল বড়ি।
[৫]এহিকালে বল গাইন সরস লাচারি[৫] ॥ ২৩২৭

লাচারি

স্নানে চলিলা বেউলা গ ॥ ধুয়া ॥

বেউলা সাহের কুমারী।
আগে পাছে সখীগণ [৬]চলিল সারি[৬] সারি ॥ ২৩২৮
বাপে সাজাইয়া দিল [৭]স্নানে করে মেলা[৭]।
মুখখানি পূর্ণিমার চন্দ্র[৮] ছয়ে দন্ত ছোলা ॥ ২৩২৯
আগে নহে যায় বেউলাগ পাছে না যায় লাজে।
রহিয়া রহিয়া মঙ্গল গাহে [৯]সখীগণের[৯] মাঝে ॥ ২৩৩০
চাচর চিকুর শোভে তিলক[১০] ললাটে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন[১১] মেঘের নিকটে ॥ ২৩৩১
দশনে মুকুতা পাতি গ অধরে তাম্বূল।
[১২]নাসিকার শোভা জেন জিনি[১২] তিল ফুল ॥ ২৩৩২

১—১ পথে ঘাটে আছে, খ, গ। ২ ঝাটে খ, গ।

* ২৩২৪ সংখ্যক পদের পরে, (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

এইক্ষণে জাও তুমি বিলম্ব নাহি আর।
বাপের বচনে বেউলা হরিষ অপার ॥

৩—৩ ত্বরিত পরয়ে বেউলা রত্ন, খ। ৪—৪ সঙ্গে করি চলে, খ। ৫—৫ সম্ভেদ পড়িল ভাই বলিব, খ। ৬—৬ বেউলা চলে, খ। ৭—৭ সাহে বানিয়ার দোলা, খ, গ। ৮ শশী, খ। ৯—৯ সব সখীর, খ, গ। ১০ বেউলার চন্দন, খ, গ। ১১ জেন কালা, খ, গ। ১২—১২ নাসিকা নির্ম্মাণ জেন দেখি, খ, গ।

নিতম্ব [১]বিস্তার যেন[১] নয়নে কাজল।
কমল উপরে যেমন [২]ভ্রমর উজ্বল[২] ॥ ২৩৩৩
[৩]ক্ষীণকটী আর স্তন হিয়ায়ে শোভে বড়ি[৩]।
সরোবর মধ্যে যেন কমলের কড়ি ॥ * ২৩৩৪
গজইন্দ্র গমনে বেউলা[৪] ধীরে ধীরে যায়।
[৫]বিজয়ে গোপ্তে স্তুতি করে মনসার পায়ে[৫] ॥ ২৩৩৫

পয়ার

স্নান করিতে বেউলা[৬] আনন্দিত মন।
[৭]পুখরির পূর্ব্ব পারে সাহের নন্দন ॥ ২৩৩৬
বেউলার রূপ দেখি সব আনন্দিত মন।[৭]
অনিমিখ আখি হইয়া চাহে সর্ব্বজন[৮] ॥ ২৩৩৭
[৯]হরি হরি স্বরে কেহ স্মরে নারায়ণ[৯]।
[১০]এহি নারী যার হয়[১০] সেই মহাজন ॥ ২৩৩৮
এহি মতে মন কলা সর্ব্ব লোকে খায়।
[১১]স্নান করিতে[১১] আইল জগৎগৌরী মায় ॥ ২৩৩৯
বেউলা আসিল দেবী দেখিয়া[১২] সত্বর।
ঘাটে নামিলা দেবী [১৩]হরিষ অন্তর[১৩] ॥ ২৩৪০
নিকট আসিয়া বেউলা যতির তরে বলে।
[১৪]ঘাট ছাড়ি দেও যতি[১৪] স্নান করি জলে ॥ ২৩৪১

১—১ জুগল ভাল, খ। ২—২ ভ্রমরা যুগল, খ, গ। ৩—৩ অদ্ভুত কঠিন স্তন হিয়া শোভে বড়ি, খ, গ।

* ২৩৩৪ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

নানা পুষ্প তোলে বেউলা গন্ধে মনোহর।
শ্রীফল পত্র তোলে বেউলা পূজিতে শঙ্কর।

৪ গতি, খ, গ। ৫—৫ মনসার চরণে বৈস্ত বিজয়গুপ্তে গায়, খ। ৬ বেউলার, খ, গ। ৭—৭ ২৩৩৫ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণ এবং ২৩৩৬ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই। ৮ ঘন ঘন, খ। ৯—৯ কেহ হরি স্মরণ করে কেহ নারায়ণ, খ। ১০—১০ হেন নারি জাহার মেলে, খ, গ। ১১—১১ পুখরির ঘাটে, খ। ১২ দেখিলা, খ। ১৩—১৩ রহিলা একেশ্বর, খ, গ। ১৪—১৪ ঘাটলা ছাড়িয়া দেও, খ, গ।

যতি বলে [১]বাক্য তুমি[১] শোনহ আমার।
চতুর্দ্দিকে[২] আছে ঘাট দিঘি [মু]ক্তা সার ॥ ২৩৪২
[৩]আর ঘাটে কর স্নান[৩] আপনার মনে।
[৪]এ ঘাটে আসিলা তুমি কিসের কারণে[৪] ॥ ২৩৪৩
এতেক [৫]যতি বাক্যে[৫] দু[ক্ষ] লাগে বড়ি।
[৬]এই কালে বল গাইন সম্বেদ লাচারি[৬] ॥ ২৩৪৪

লাচারি

[৭]ঘাট ছাড়ি দেও ব্রাহ্মণী ॥ ধুয়া[৭] ॥

[৮]টাট ছিপ আদি করি শঙ্খ জে[৮] ত্রিপদি।
[৯]ঘসিতে মাজিতে আছে[৯] ব্রাহ্মণের যতি ॥ ২৩৪৫
[১০]একাদশীর উপবাসী কালিকার দিনে[১০]।
[১১]সন্ধ্যা করি স্নান পূজা করিব এখানে[১১] ॥ ২৩৪৬
[১২]এতেক শুনিলা যদি বেউলা সুন্দরী[১২]।
কাপড় [১৩]কাচি জলে ঝাপ দিল শীঘ্র করি[১৩] ॥ ২৩৪৭
জলকেলি করে বেউলা গোলুনি মারে পায়ে।
গোলানির জল গেল মনসার গায়ে ॥ ২৩৪৮

১—১ বাক্য, খ। ২ চৌদিগে, খ। ৩—৩ অন্তস্থানে স্নান কর, খ। ৪—৪ এখানে আসিছ তুমি কোন প্রয়োজনে, খ। ৫—৫ জতির কথায়ে, খ, গ। ৬—৬ সম্বেদ পরিল ভাই বলিতে লাচারি, খ, গ।

৭—৭ ঘাট ছাড়িয়া দেও স্নান করি আমি।
ঘাট না ছাড়িয়া দেও মোরে জতি ব্রাহ্মণী ॥ খ, গ।

৮—৮ টাটি মাজ বাটী মাজ শঙ্খ এপদি, খ। ৯—৯ ঘাটলা ছাড়িয়া দেও মোরে, খ। ১০—১০ কাইল করিয়াছি একাদশীর উপবাস, খ, গ। ১১—১১ স্নান কর গিয়া তুমি পশ্চিমের ঘাটে, খ। ১২—১২ সাহের কুমারী বেউলা কারে নাহি ডর, খ, গ। ১৩—১৩ কাচিয়া দিল ঝাপ জলের ভিতর, খ।

এতেক দেখিয়া যতি ক্রুদ্ধ বড় হইল।
বেউলারে শাপ দিতে হাতে জল লইল ॥* ২৩৪৯
শুদ্ধভাবে হই যদি ব্রাহ্মণের যতি।
বিবাহের র[া]ত্রে বেউলা খাইয় নিজ পতি ॥ ২৩৫০
স্বামীর পাতে না দিয় ভাত না পুড়িয় হাঁড়ি।
বিবাহের রাত্রে তুমি হইয় কাচা রাঁড়ী ॥ ২৩৫১
ব্রহ্ম শাপ যতি তবে দিল দীর্ঘরায়ে।
বিজয়ে গোপ্ত স্তুতি করে মনসার পায়ে ॥* * ২৩৫২

ফের লাচারি

[১]মিছা গালি দেও[১] ব্রাহ্মণী।
নহে যায়ে চরণ গোলানি ॥ ২৩৫৩
[২]তোমার গাইলে আমার[২] হবে কি।
সহায়ে[৩] আছে মহাদেবের ঝি ॥ ২৩৫৪
নাম ধর তুমি যতি হেটে মাছ উপরে লতি
মৎস্য খাইয়া কর যতিপানা।
বাপ মোর অধিকারী সে ফল ফলাইতে পারি
সন্তাদিয়া মৎস্য[৪] করম মানা ॥ ২৩৫৫
ভাই [৫]আছে লক্ষ জন[৫] ধরিয়া দিব আলিঙ্গন
যতিপানা যাবে ছারে খারে।
খাড়া দেখি দুই স্তন পুরুষের[৬] যায় মন
বেড়াও [৭]তুমি পুরুষ অন্বেষণে[৭] ॥ ২৩৫৬

---

* ২৩৪৮-২৩৪৯ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
চরণ গোলানি গেল ব্রাহ্মণীর গায়।
শাপ বাণী ব্রাহ্মণী দিল দীর্ঘ রায় ॥

* * ২৩৫১-২৩৫২ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১—১ মোরে মিছা গালি পাড়, খ। ২—২ তোর গাইলে মোর, খ, গ। ৩ মোর সহায়, খ। ৪ মাছ, খ, গ। ৫—৫ মোর লঘু জন, খ। ৬ পর পুরুষেরে, খ। ৭—৭ পুরুষ অনুসারে, খ।

বাপের পুখরি[1] মোর তাথে [2]কিবা দায়[2] তোর
মিছা গালি [3]কেন দিলা[3] আমা।
সুখে করি জল কেলি [4]তাহে মোরে পাড়[4] গালি
ভাল মতে শাস্তি দিব তোমা[5] ॥ ২৩৫৭
যদি হই শুদ্ধমতি রক্ষা করবে পদ্মাবতী
তোমার [6]গাইলে কি হইব আমা[6]।
চিত্ত দিয়া শোন বসি আমি মনসার দাসী
যতি দেখি খেমিলাম তোমা[7] ॥ ২৩৫৮
অনুমানে বুঝি বোলে[8] তোমার পাপের ফলে
অল্প [9]বয়েসে মরিল[9] ব্রাহ্মণ।
যতি বেশ[10] নহে দেখি অসতীর মধ্যে লেখি
পুরুষ চাহিতে বেড়াও [11]ঘন ঘন[11] ॥ ২৩৫৯
যত যতি সন্ধ্যা করে তারা সব রহিছে[12] ঘরে
রাজপথে [13]কেন অকস্মাৎ[13]।
[14]যার তার[14] ঘরে যাও মৎস্য লুকাইয়া খাও
বৎসরে বৎসরে গর্ভপাত ॥ ২৩৬০
এতেক শুনিয়া যতি মনে কোপ হইল[15] অতি
বেউলার দিকে চাহে ঘন ঘন।
বিজয়ে গোপ্ত কবি কয়ে রসিকের মনে লয়ে
শুনিয়া হাসয়ে সর্ব্বজন ॥* ২৩৬১

---

১ পুষ্করণী, ঙ। ২—২ দায় কিবা, ঙ। ৩—৩ কেন দিলা, ঙ।
৪—৪ তাথে তুমি দিলা, ঙ। ৫ তোরে, ঙ। ৬—৬ গালিতে হবে কি, ঙ।
৭ তোমারে, ঙ। ৮ ছলে, ঙ। ৯—৯ কালে মরিছে, ঙ। ১০ পানা, ঙ।
১১—১১ ঘাটে, ঙ। ১২ আছে, ঙ। ১৩—১৩ আসিলা কি কারণ, ঙ।
১৪—১৪ জাহার তাহার, ঙ।
১৫ করি, ঙ।
* ২৩৫৮-২৩৬১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

পয়ার

বেউলা বলে যতি তুমি শোন দিয়া মন।
মোর তরে শাপ তুমি দিলা কি কারণ॥ ২৩৬২
এক কালে দুই জনে জল মধ্যে যাই।
ডুব দিয়া দুই জনে কোন বস্তু পাই॥ ২৩৬৩
ডুব দিয়া দুই জনে জলে দিল ঝিম।
বেউলা পূর্ব্বেত রইল মনসা পশ্চিম॥ ২৩৬৪
হাত সার দিয়া বেউলা জল ঘরে যায়ে।
✓শঙ্খ সিন্দুর বেউলা জল মধ্যে পায়ে॥ ২৩৬৫
হাত সাড়া দিয়া যতি উঠে একে কালে।
✓আতপ তণ্ডুল ঘৃত পাইলেক জলে॥ ২৩৬৬
এহা দেখি সর্ব্বজন হরষিত হইল।
সাধু সাধু করি সবে বেউলা প্রশংসিল॥ * ২৩৬৭
[1]স্নান করিয়া বেউলা গায়ের তুলে জল[1]।
তিতা বস্ত্র ঘেরি [2]ধুতি পরিল নির্ম্মল[2]॥ ২৩৬৮

---

* ২৩৬২-২৩৬৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

যমুনা স্নানে নাহি সাদ।
না জানি কি হইল পরমাদ।
সখী সঙ্গে স্নান করে বেউলা সুন্দরী।
যতির তরে বলে অহঙ্কার করি॥
যতি বলে বেউলা শুন আমার বচন।
আইস মোরা জলে ডুব দিব দুইজন॥
আমার তরে গালি দিলা খাইতে নিজ পতি।
জলে লামিয়া দেখি কি পাই পাতাপাতি॥
এতেক বলিয়া দুহে ডুব দিলা জলে।
কত দূর গিয়া দুহে উঠিলা সত্বরে॥
শঙ্খ সিন্দূর পাইলা বেউলা সুন্দরী।
যতির সামগ্রী পাইল জয় বিষহরি॥

১—১ দূরে থাকিয়া দেখে চান্দ অধিকারী, খ, গ। ২—২ বেউলা ধৌত বস্ত্র পরি, খ, গ।

যত পুরনারীগণ ছিল বেউলার সঙ্গে।
পুরীতে চলিল সবে নানাবিধ রঙ্গে ॥ ২৩৬৯
সাহের ব[া]ড়ির [১]পূর্ব্ব দিকে[১] উত্তম নগর।
[২]তথা আছে পদ্মাবতীর পুরী মনোহর[২] ॥ ২৩৭০
সেই পুরীতে গেলা বেউলা সুন্দরী।
ভক্তি ভাবে পূজিলেক[৩] দেবী বিষহরি ॥ ২৩৭১
পদ্মারে পূজিয়া বেউলা হরিষ অন্তর।
মরা সউল লইয়া হাতে গেলা সদাগর ॥ ২৩৭২
চান্দো বোলে মোর কথা শোন গুণবতী।
মরা সউল জিয়াইয়া [৪]তুমি দেও শীঘ্রগতি[৪] ॥ ২৩৭৩
[৫]মরা সউল জিয়াইতে[৫] [যদি] পারহ আমার।
তবে সে পৃথিবীতে ধন্য জনম[৬] তোমার ॥ ২৩৭৪
এতেক শুনিয়া বেউলা চান্দের উত্তর।
মন্ত্র পড়ি জল দিল সউলের উপর ॥ ২৩৭৫
ততক্ষণে মরা [সউল] বাঁচিয়া[৭] উঠিল।
তাহা দেখি সদাগর হরষিত হইল ॥ ২৩৭৬
মরিলে জিয়াইতে পারে হারাইলে পাই[৮]।
[৯]হেন গুণবতী কন্যা ত্রিভুবনে[৯] নাই ॥ ২৩৭৭
তাহা দেখি সদাগর হরিষ অন্তর।
সউল লইয়া গেল সোমাই পণ্ডিত গোচর ॥ ২৩৭৮
হেন[১০] গুণবতী কন্যা বড় ভাগ্যে পাই।
অবশ্য করাব বিহা সুন্দর লখাই ॥ ২৩৭৯
সোমাই পণ্ডিতে বলে তুমি ভাগ্যবান।
লখাইর যোগ্য বধূ বহু গুণবান ॥* ২৩৮০

১—১ পূবে, খ, গ। ২—২ পদ্মাবতী আছে তথা পরম সুন্দর, খ। ৩ পূজা করে, খ। ৪—৪ দেও ভাগ্যবতী, ঙ। ৫—৫ সৈ [ল] জিয়াইতে জদি, ঙ। ৬ রহিবে, ঙ। ৭ সৈল জিইয়া, ঙ। ৮ ধন পাই, ঙ। ৯—৯ এমত গুণবতী কন্যা পৃথিবীতে, ঙ। ১০ এমত, ঙ।

* ২৩৮০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

রূপে বিদ্যাধরী বধূ[১] গুণের নাহি অন্ত।
[২]এই বধূ বিহা কৈলে লখাই ভাগ্যবন্ত[২] ॥ ২৩৮১
[৩]মনসা পূজিয়া বেউলা পুরীর মধ্যে গেল[৩]।
[৪]সাহের বাড়ির মধ্যে সদাগর চলিল[৪] ॥ ২৩৮২
ঠাট কটক সাধুর বহুল সাজন।
ত্বরিত গমনে গেলা সাহের ভুবন ॥ ২৩৮৩
[৫]বাহের খণ্ডে রহিলেক[৫] চান্দো সদাগর।
দ্বারী জানাইল গিয়া [৬]সাহেরে খবর[৬] ॥ ২৩৮৪
[৭]চান্দো আসিল শুনি[৭] সাহে সদাগর।
[৮]আস্তে বেস্তে বাহিরে[৮] আসিল সত্বর ॥ ২৩৮৫
[৯]বাহির চতুঃশালাতে[৯] বসিলা দুইজন।
রাজ যোগ্য [১০]সম্ভাসা করিলা ততক্ষণ[১০] ॥ ২৩৮৬
দুই জনের পাত্র মিত্র বসিল বিস্তর।
✓ রাজনীতি যত কথা [১১]কহে সদাগর[১১] ॥ ২৩৮৭
✓ রাজ্যের [১২]কথা যদি[১২] কহিলা দুইজন।
তবে ঘটকে কহে বিবাহের কথন ॥ ২৩৮৮
সাহের তরে তবে[১৩] কহে সর্ব্বজন।
যে কার্য্যে [১৪]আসিছি আমি[১৪] তাহে দেও মন ॥ ২৩৮৯
সম্বন্ধের হেতু আইল চান্দো অধিপতি।
কুলাকুল কহি আমি তাহে দেও মতি ॥ * ২৩৯০

---

১ কন্যা, ঙ। ২ এমত কন্যা মিলে জেই সেই ভাগ্যমন্ত, ঙ। ৩—৩ পদ্মাবতী পূজা করে সাহের কুমারী, খ, গ। ৪—৪ সাহের বাড়ীতে চলে চান্দ অধিকারী, খ, গ। ৫—৫ বাহির দখলে রহিল, খ, গ। ৬—৬ সাহের গোচর, খ, গ। ৭—৭ চান্দর কথা শুনিয়া, খ। ৮—৮ আথে বেথে বাহিরে সাধু, খ। ৯—৯ বাহির চতরায়, খ। ১০—১০ ব্যবহার করিলা তখন, খ। ১১—১১ কহিল চন্দ্রধর, খ। ১২—১২ জত কথা, খ। ১৩ এখন, খ। ১৪—১৪ আসিয়াছি, খ।

* ২৩৯০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

চান্দের পিতা[১] জীব সাধু বণিক প্রধান।
ধনের অন্ত নাহি তার কুবের সমান ॥ ২৩৯১
চান্দের [২]পিতামহের নাম নীলাম্বর[২]।
পুরুষে পুরুষে রাজ্য চম্পক নগর ॥ ২৩৯২
কাশ্যপ [৩]গোত্র চান্দ[৩] বণিক প্রধান।
সাহের পাত্রে[৪] কহে তবে চান্দোর বিদ্যমান ॥ ২৩৯৩
অনেক [৫]পুরুষ সাহে[৫] উজানি নগর।
মণি মাণিক্য পূর্ণ ভাণ্ডার[৬] ঘর ॥ ২৩৯৪
[৭]পুত্র আছয়ে সাহের[৭] পরম সুন্দর।
নানা [৮]গুনবন্ত হয়ে সাহের কোয়র[৮] ॥ ২৩৯৫
ধনে জনে কুলে শীলে বণিক প্রধান।
পণ্ডিত[৯] ধার্ম্মিক নাহি সাহের সমান ॥ ২৩৯৬
সাহেরে সম্বোধিয়া কহে সমাই ব্রাহ্মণ।
যে কার্য্যে আসিছি সাধু তাহে দেও মন ॥* ২৩৯৭
চান্দোর কনিষ্ট পুত্র নাম লখিন্দর।
নানা গুণ ধরে শাস্ত্র পড়িছে বিস্তর ॥ ২৩৯৮
তোমার ঘরে কন্যা আছে পরম সুন্দরী।
নানা গুণ ধরে কন্যা রূপে বিদ্যাধরী ॥ ২৩৯৯
চান্দের নিবেদনে যদি তুমি দেও মন।
[১০]লখিন্দর সঙ্গে কর শুভ প্রয়োজন[১০] ॥ ২৪০০

---

১ বাপ, খ, গ। ২—২ পিতামহ তাহার নাম বিচক্ষণ, খ। ৩—৩ গোত্র, খ। ৪ কথা, খ। ৫—৫ পুরুষে রাজ্য, খ। ৬ তাহার, খ। ৭—৭ ছয় পুত্র আছে তাহার, খ। ৮—৮ গুণ ধরে তারা সাহের কুমার, খ। ৯ পবিত্র, খ।

* ২৩৯৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে, (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

তোমার সহিত কথা কি কহিতে জানি।
তোমার ঘরে অতিথ আজি চন্দ্রচূড়ামণি।

১০—১০ লখাইর সঙ্গে কর গিয়া শুভ প্রয়োজন, খ, গ।

সাহে বলে কন্যা আছে[১] বিবা দিতে চাই।
যোগ্য বর হইলে বিবা[২] দিব তার ঠাই ॥ ২৪০১
সবে বলে যোগ্য বর হয়ে লখিন্দর।
[৩]এই বারে সদাগর লগ্ন পত্র কর[৩] ॥ ২৪০২
এত শুনি সম্মত হইয়ালা সদাগর।
সাহে বলে গণক আনি দিন ধার্য্য কর ॥* ২৪০৩
মুকাই [৪]গণক বলি[৪] চান্দো ডাকে উচ্চস্বরে।
[৫]পাঁজি হাতে করি আইল চান্দের গোচরে[৫] ॥ ২৪০৪
পাঁজি বিচারিয়া [৬]তবে নাহি দেখে[৬] ভাল।
বিবাহের দিনে[৭] দেখে সর্পের জঞ্জাল ॥ ২৪০৫
তাহা [৮]দেখি মহা ক্রুদ্ধ[৮] হইল সদাগর।
চোপার চাপড় মারে গালের উপর ॥ ২৪০৬
বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন কৌতুক হইল বড়ি।
এই কালে বল গাইন সরস লাচারি ॥** ২৪০৭

লাচারি

মুকাইরে দেশে গেলে তোমার মরণ ॥ ধুয়া ॥

প্রথমে পাতিলা তুমি খড়ি।
[৯]তাহে বল নাগের হুড়াহুড়ি[৯] ॥ ২৪০৮
দ্বিতীয়ে গণনা পরিপাটী।
মহাজ্ঞান হরিলেক নটী ॥ ২৪০৯

---

১ হৈছে, খ, গ। ২ কন্যা, খ, গ। ৩—৩ সেই বরে কন্যা দেও সাহে নরবর, খ।
* ২৪০৩ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

চান্দ বলে গণক আন লগন চাহি আগে।
জোটক বুদ্ধি থাকিলে কর্ম্মে জেবা থাকে ॥

৪—৪ বলিয়া, খ। ৫—৫ লক্ষ লক্ষ পাঁজি আছে মুকাইর ঘরে, খ। ৬—৬ মুকাই না দেখিল, খ, গ। ৭ রাত্রিত, খ, গ। ৮—৮ শুনিয়া কুপিত, ঙ।
** ২৪০৭ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
৯—৯ মনসা কাটিল গুয়া বাড়ি, ঙ।

তৃতীয়ে গণনা কৈলা খড়ি।
মরিল[১] ওঝা সঙ্কু গারড়ি॥ ২৪১০
চতুর্থে গণনা কৈলা সার।
ছয় পুত্র মরিল আমার॥ ২৪১১
পঞ্চমে গণনা কৈলা ভাও।
সমুদ্রে ডুবিল চৌদ্দ নাও॥ ২৪১২
ষষ্ঠে গণনা কৈলা খড়ি।
তাহে বল নাগের হুড়াহুড়ি॥ ২৪১৩
[২]এই তোমার[২] গণনা সপ্তম।
[৩]এহাতে রুষিল তোরে[৩] যম॥ ২৪১৪
মূর্খ হইয়া আইস [৪]তুমি পণ্ডিতের[৪] মেলে।
এবার মরিবি[৫] দেশে গেলে॥ ২৪১৫
কি করিব তোমার[৬] মিছা বাদে।
[৭]সবংশ গাড়িব এক[৭] খাদে॥ ২৪১৬
বিজয়ে গোপ্তের [৮]অতি সুবচন[৮]।
[৯]মুকাই গণক[৯] করিল বন্ধন॥ ২৪১৭

পয়ার

এত বলি সদাগর [১০]বড় ক্রুদ্ধ হইল[১০]।
হাতে পায়ে মুকুন্দেরে [১১]বান্ধিয়া এড়িল[১১]॥ ২৪১৮
এতেক দেখিয়া [১২]পদ্মার চিন্তা[১২] হইল মন।
নেতা নেতা [১৩]বলি পদ্মা ডাকিল তখন[১৩]॥ ২৪১৯
পদ্মা বলে শোন নেতা[১৪] রজকের ঝি।
বিহা না হইল [১৫]লখাই মোর হবে[১৫] কি॥ ২৪২০

---

১ মৈল, ঙ। ২—২ এইত, ঙ। ৩—৩ তাহাতে কুপিল তোমাএ, ঙ। ৪—৪ সাধুর, ঙ। ৫ মরিবা, ঙ। ৬ তোর, ঙ। ৭—৭ দেশে গেলে গাড়িবেক, ঙ। ৮—৮ সরস বচন, ঙ। ৯—৯ হাতে গলায়ে মুকুন্দেরে, ঙ। ১০—১০ মহা ক্রুদ্ধ হৈয়া, ঙ। ১১—১১ রাখিল বান্ধিয়া, ঙ। ১২—১২ পদ্মা চিন্তিত হৈল, ঙ। ১৩—১৩ বলিয়া ডাকিল ততক্ষণ, ঙ। ১৪ অনা, ঙ ১৫—১৫ লখাইর আমাএ বল, ঙ।

গণকে বলে লগ্ন[১] নাহি ছয় মাস।
বিহা[২] না হইলে লখাইর কার্য্য হয়ে[৩] নাশ ॥ ২৪২১
এত[৪] শুনিয়া নেতা কহে পদ্মার তরে।
নারদকে পাঠাইয়া দেও [৫]লগ্ন করিবারে[৫] ॥ ২৪২২
এতেক শুনিয়া পদ্মা নেতার উত্তর।
সত্বরে গেলেন পদ্মা নারদ গোচর ॥* ২৪২৩
পদ্মা বলে নারদ ভাই শোন মোর কথা।
সত্বরে চলিয়া যাও চান্দো আছে যথা ॥ ২৪২৪
চান্দোর পুত্র আছে বীর লখিন্দর।
তারে বিহা করাইব উজানি নগর ॥* * ২৪২৫
গণকে কহিছে[৬] লগ্ন ছয় মাস নাই।
এই লগ্ন করি দেও তবে মোর ভাই ॥ ২৪২৬
পদ্মার বচনে চলে নারদ মহামুনি।
ত্বরিত গমনে গেল নগর উজানি ॥ ২৪২৭
হাতে পাঁজি কান্ধে ঝুলি[৭] গণকের বেশে।
[৮]উপস্থিত হইল গিয়া[৮] সাহের বাড়ির পাশে ॥ ২৪২৮
[৯]গণক দেখি[৯] চান্দের আগে চরে গিয়া কয়ে।
[১০]ভাল গণক আসিয়াছে শোন মহাশয়ে[১০] ॥ ২৪২৯
আন আন করি[১১] সাধু হরষিত হইল।
[১২]তখনে গণকেরে সভামধ্যে নিল[১২] ॥ ২৪৩০
বিদেশী গণক আমি গৌড় রাজ্যে ঘর।
পাঁজিখান পটী[১৩] আমি অবধান কর ॥ ২৪৩১

---

১ বিহার লগ্ন, ঙ। ২ বিবাহ, ঙ। ৩ হবে, ঙ। ৪ এতেক, ঙ। ৫—৫ চান্দের গোচরে, ঙ।

* ২৪২৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

* * ২৪২৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৬ বলে, ঙ। ৭ পুথি, ঙ। ৮—৮ ত্বরিত গমনে গেল, ঙ। ৯—৯ শীঘ্র করি, ঙ। ১০—১০ আর এক গণক আসিছে মহাশএ, ঙ। ১১ বলি, ঙ। ১২—১২ ততক্ষণে গণকেরে সাক্ষাতে আনিল, ঙ। ১৩ চাহি, ঙ।

দুই হাতে পাঁজিখান দড় করি ধরি।
[১]কিন্তু নিপুণ হইয়া সভা মাজে[১] পড়ি ॥ ২৪৩২
অযুকাজে বুধবার নক্ষত্র অশ্বিনী।
দ্বাদশী তিথি আজি দশ দণ্ড জানি ॥ ২৪৩৩
তাহার [২]পরে ত্র[য়ো]দশী তিথি হবে[২]।
দ্বাদশ দণ্ড [৩]ত্যাগে উষা যোগে[৩] ॥ ২৪৩৪
দ্বাদশ দণ্ড এই ভাল নহে ভোগ।
দ্বাদশ দণ্ড পরে সৌভাগ্য[৪] যোগ ॥ ২৪৩৫
নবগ্রহগণ তোমা হউক প্রসন্ন।
অপর মাসের আজু যায়ে সাতদিন ॥ ২৪৩৬
পাঁজিখান গণকে পড়িল ভাল মতে।
ভাল গণক হেন লয়ে চান্দের[৫] চিত্তে ॥ ২৪৩৭
চান্দো বলে গণক কহি তোমার ঠাই।
বিবাহ করাব আমি সুন্দর লখাই ॥ ২৪৩৮
ত্বরিতে করাব বিহা আমার কুমার।
[৬]শুভ লগ্ন তিথি নক্ষত্র কর সার[৬] ॥ ২৪৩৯
চান্দোর বচনে গণকের হইল হাস।
বিধাতা পাষণ্ড হইলে [৭]কার্য্যের হইল[৭] নাশ ॥ ২৪৪০
গণকে বলেন যদি লগ্ন করিতে চাই।
[৮]কন্যার রাশি[৮] নক্ষত্র তবে কহ মোর ঠাই ॥ ২৪৪১
পুরাণিক নফর আছে চান্দো বিদ্যমান।
লক্ষাইর রাশি নক্ষত্র কহে গণকের স্থান ॥ ২৪২২
মেষ রাশি আর নক্ষত্র অশ্বিনী।
নারীর হস্তা কন্যা[৯] আমি ভাল জানি ॥ ২৪৪৩

১—১ কিছু নিপুণ হৈয়া সভার আগে, ড। ২—২ পরেতে ত্রয়োদশী তিথি লাগে, ড। ৩—৩ এই ভাল নহে যোগ, ড। ৪ অমৃত, ড। ৫ সাধুর, ড। ৬—৬ শুভতিথি নক্ষত্র যোগ কর লগ্ন সার, ড। ৭—৭ বুঝি হএ, ড। ৮—৮ কন্যা বরের নক্ষত্র রাশি, ড। ৯ কন্যা তাহা, ড।

[১]কোন বাক্য নারদের অগোচর আছে[১]।
[২]রাশি নক্ষত্র চাহিয়া পাঁজি চায়ে পাছে[২] ॥ ২৪৪৪
মাসের সাতাইশ দিনে [৩]মুখ্য লগ্ন[৩] আছে।
[৪]শনি গোটা উদয় হইছে তার পাছে[৪] ॥ ২৪৪৫
[৫]তার আগে[৫] এক লগ্ন আছে হের।
বৈশাখ মাসের যদি গেল দিন তের ॥ ২৪৪৬
[৬]তাহাতে এই দিন বড়হই প্রবীণ[৬]।
অপেক্ষিতে পার যদি কালিকার দিন ॥ ২৪৪৭
লগ্ন আছে [৭]সাধু শুনি হরিষ হইল মন[৭]।
[৮]অধিক কৌতুক হইল পাইয়া লগন[৮] ॥ ২৪৪৮
শূন্য[৯] লগ্ন করিতে নহেত উচিত।
মাণিক্য দোহারি সাধু দিলেন ত্বরিত ॥ ২৪৪৯
অঙ্গুরি[১০] পাইয়া গণক বড় তুষ্ট হইল।
বিদায় হইয়া গণক তখনে চলিল ॥ ২৪৫০
কতদূর গিয়া মুনির হইল স্মরণ।
ফিরিয়া চান্দের আগে চলিল[১১] তখন ॥ ২৪৫১
চান্দের সাক্ষাতে[১২] তবে করে নিবেদন।
মুকুন্দেরে পাইলে দেশে করিব গমন ॥ ২৪৫২
এতেক শুনিয়া সাধু না করিল আন।
মুকুন্দেরে আনি দিল গণক বিদ্যমান ॥ ২৪৫৩
[১৩]মুকুন্দেরে ছাড়ান করিয়া ভাল মতে[১৩]।
মাণিক্য অঙ্গুরি[১৪] দিল মুকুন্দের হাতে ॥ ২৪৫৪

১—১ ২৪৪৩ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই। ২—২ নারদ কহেন তবে সদাগরের কাছে, ঙ। ৩—৩ এক দিন আছে, ঙ। ৪—৪ ২৪৪৫ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই। ৫—৫ তাহার আগেতে, ঙ। ৬—৬ সেই আছে এক দিন বড়হি প্রবীণ, ঙ। ৭—৭ শুনি সাধু কৌতুক হইল, ঙ। ৮—৮ ভাল ভাল বলি তবে গণক প্রশংসিল, ঙ। ৯ শুভ, ঙ। ১০ মাণিক্য, ঙ। ১১ আসিল, ঙ। ১২ নিকটে, ঙ। ১৩—১৩ মুকুন্দে ছোড়ান করিয়া হরষিতে, ঙ। ১৪ দোহারি, ঙ।

বিদায় হইয়া মুনি নিজ ঘরে[১] যায়।
মনসার চরণে বৈষ্ণ বিজয়ে গোপ্তে গায় ॥ ২৪৫৫
[২]বাহির দথলে গেল চান্দো সদাগর[২]।
বিদায় [৩]দেও বেহাই যাই নিজ ঘর[৩] ॥ ২৪৫৬
সাহে[৪] বোলে তোমা সঙ্গে শুভ প্রয়োজন।
আমার [৫]ঘরেতে বেহাই[৫] করিবা ভোজন ॥ ২৪৫৭
সাহের কথা [৬]শুনি কহে চান্দো[৬] সদাগর।
দক্ষিণ [৭]সফরে গেল[৭] করিতে সফর ॥ ২৪৫৮
বেয়াধির কারণে খাই লোহার কলই[৮] ভাত।
এতেক বলিয়া কলই দিলেক সাক্ষাত ॥ ২৪৫৯
আচলে বান্দিয়া[৯] কলই লইল সত্বর।
সত্বরে মিলিল গিয়া সুমিত্রার গোচর ॥ ২৪৬০
আমার ঘরে অন্ন আজি খাইবে বেহাই।
প্রথম ভোজনে খায়ে লোহার কলই ॥* ২৪৬১
ভোজন করিব আজু[১০] চান্দো সদাগর।
[১১]লোহার কলই রান্দিবা ভাতের[১১] সোসর ॥ ২৪৬২
[১২]এত শুনি সুমিত্রায়ে কলই হাতে লইল[১২]।
[১৩]বধূ সম্বোধিয়া তবে সুমি[ত্রা] কহিল[১৩] ॥ ২৪৬৩
লোহার কলই তোমরা রান্ধিবা কোন জন।
[১৪]তারকার বধূয়ে কয়ে শোন নিবেদন[১৪] ॥ ২৪৬৪
শিশুকালে হইল বিহা [১৫]তুমি তার[১৫] সাক্ষী।
লোহার কলই রান্ধিতে তোমারে নহে দেখি ॥ ২৪৬৫

---

১ দেশে, ঙ। ২—২ বাহিরে বসিল গিয়া সাধুর নন্দন, খ। ৩—৩ মাগে এথন সাধু মহাজন, খ। ৪ সাধু, খ। ৫—৫ পুরীতে আজি, খ। ৬—৬ শুনিয়া বলিল, ঙ। ৭—৭ পাটনে গেলাম, ঙ। ৮ কলইর, খ। ৯ করিয়া, খ।

* ২৪৬১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

১০ এথা, খ, ১১—১১ কলই রান্ধি যেন অন্নের, খ। ১২—১২ লোহার কলই দেখিয়া হইল কম্পিত, খ। ১৩—১৩ বধূগণ ডাক দিয়া আনিলা ত্বরিত, খ। ১৪—১৪ বধূগণের স্থানে কহে শুন খো বচন, খ। ১৫—১৫ তাহার তুমি, খ।

মায়ে নহে রান্ধে কলই বাপে নহে খায়ে।
কোন মতে রান্ধিব কলই না দেখি উপায়ে ॥* ২৪৬৬
[১]বধূর বচনে সুমিত্রায়ে পায়ে[১] লাজ।
আপনে [২]রান্ধিব কলই কত বড় কাজ[২] ॥ ২৪৬৭
সন্ধ্যা করিয়া রাণী করে দেবার্চ্চন।
দেবী স্মরিয়া রাণী চড়াইল রন্ধন ॥* * ২৪৬৮
ভাতের অনুমানে কলইতে দিল জল।
আগর চন্দনের কাষ্ঠে জ্বালিল আনল ॥† ২৪৬৯
রন্ধন করে সুমিত্রা হেটে রহে জ্বাল।
গরগর করে কলই না করে[৩] উথাল ॥ ২৪৭০
[৪]শ্বেত চামর[৪] দিয়া বাড়াইল জ্বাল।
[৫]তথাচ লোহার কলই না করে[৫] উথাল ॥ ২৪৭১
আগর [৬]দিয়া রাণী[৬] বাড়াইল জ্বাল।
[৭]তথাচ দারুণ কলই না করে[৭] উথাল ॥ ২৪৭২
লোহার কলই সিদ্ধ নইল[৮] বিরস বদন।
রন্ধন এড়িয়া [৯]রাণী জুড়িল[৯] ক্রন্দন ॥ ২৪৭৩
বিজয়ে গোপ্ত কবি কহে শুন সর্ব্বজন।
লাচারি প্রবন্ধে গাও সুমিত্রার ক্রন্দন ॥‡ ২৪৭৪

---

* ২৪৬৬ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

১—১ বধূগণের বচনে শুমিত্রা পাইলা, খ। ২—২ করিব রন্ধন এবা কোন কাজ, ঙ।

* * ২৪৬৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে, (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

এতেক বলিয়া রাণী করিলেক স্নান।
স্নান করিয়া তবে চড়াইল রন্ধন ॥

† ২৪৬৯ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই।

৩ লয়, খ। ৪—৪ চন্দন কাষ্ঠ, খ। ৫—৫ তোমত দারুণ কলই না লয়, খ। ৬—৬ নগর পুরিয়া, খ। ৭—৭ তোমত দারুণ কলই না লইল, খ। ৮ নহে, খ। ৯—৯ সুমিত্রা করয়, খ।

‡ ২৪৭৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

লাচারি

কান্দেন সুমিত্রা [১]রাণী ব্যাকুল মন[১]।
না ফুটিল লোহার কলই বিকল জীবন ॥ ২৪৭৫
[২]আগর চন্দন দিয়া[২] বাড়াইল জাল।
[৩]তথাচ লোহার কলই না হইল[৩] উথাল ॥ ২৪৭৬
স্ত্রীবধ দিব [৪]আমি গলায়ে দিব কাতি[৪]।
বণিক সমাজে [৫]আমি রাখিব অখ্যাতি[৫] ॥ ২৪৭৭
[৬]রাণী বলে কিবা কন্যা হইল[৬] মোর ঘরে।
[৭]গলায়ে বান্দিয়া কলস[৭] ডুবাব সাগরে ॥ ২৪৭৮
বিজয়ে[৮] বলে সুমিত্রা না কর ক্রন্দন।
বেউলা করিব লোহার কলই রন্ধন ॥ ২৪৭৯

ফের লাচারি

কার বলে আগ মা চড়াইলা রন্ধন।
পুড়িয়া ফালাইলা বাপুর আগর চন্দন ॥ ২৪৮০
[৯]সফরে আনিছে কলই পরীক্ষা করিতে[৯]।
লোহার কলই [১০]তুমি [দেখ] কাহারে খাইতে[১০] ॥ ২৪৮১
মল মূত্র ধরে মাগ[১১] মনুষ্যের কায়ে।
কোন নরে সিজাইয়া লোহার কলই খায়ে ॥ ২৪৮২
[১২]স্বর্গ পুরী বিদ্যাধরী মাগ মনেতে[১২] বাখানি।
[১৩]নারীর প্রধান[১৩] মাগ তোমারে সে গণি ॥ ২৪৮৩
আপনে রান্ধিব কলই হইয়া শুদ্ধমতি।
বাপ শ্বশুরের আজি রাখিব সুখ্যাতি ॥ ২৪৮৪

১—১ চড়াইল রন্ধন, খ। ২—২ আঠু ভাঙ্গিয়া অভাগিনী, ঙ। ৩—৩ তমোত দারুণ কলই না হইল, খ। ৪—৪ অভাগিনী গলায়ে দিব কাচি, খ। ৫—৫ আজি রাখিব খেয়াতি, খ। ৬—৬ সাহে বলে কিবা কন্যা জন্মিল, খ। ৭—৭ ডোলায় করিয়া কন্যা, ঙ। ৮ বিজয়ে গোপ্তে, ঙ। ৯—৯ শ্বশুরে আনিল কলই পরীক্ষার তরে, খ। ১০—১০ খাইতে তুমি দেখিছ কাহারে, খ। ১১ জেবা, খ। ১২—১২ স্বর্গের বিদ্যাধরীরে মোক্ষেতে, খ। ১৩—১৩ কোন নয়ের মধ্যে, খ।

বিজয়ে বৈগু গোপ্তের মধুর রচিল।
মায়েরে আশ্বাস করি রন্ধনে চলিল ॥ * ২৪৮৫

পয়ার

কাঁচা হাঁড়ি কাঁচা সরা আনাইয়া তখন।
সন্ধ্যা করিয়া পোজে পদ্মার চরণ ॥ ** ২৪৮৬
আড়াইটী ইক্ষুর পত্রে বাড়াইয়া জ্বাল।
তবে সে লোহার[১] কলই লইল উথাল ॥ ২৪৮৭
[২]বেউলায়ে রন্ধন করে পাইয়া পদ্মার বর[২]।
ফুটিয়া হইল কলই [৩]ভাত সমোসর[৩] ॥ ২৪৮৮
রন্ধন করিয়া কলই ঢালিলেক থালে।
দেখি হরষিত হইল সকলে ॥ † ২৪৮৯
[৪]এতেক শুনিয়া[৪] সাধু হরিষ অন্তর।
ভোজন করিতে আইসে[৫] চান্দো সদাগর ॥ ২৪৯০
ভোজন করিতে যদি বসিলা সদাগরে।
লোহার কলই দিল অন্নের এক ধারে ॥ ‡ ২৪৯১
[৬]লোহার কলই দিল ভাতের সোসর[৬]।
আচে[াঁ]লে বান্দিয়া [৭]লইল চান্দো সদাগর[৭] ॥ ২৪৯২

---

* ২৪৮৪-২৪৮৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই।

** ২৪৮৬ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

স্নান করিয়া বেউলা চড়াইল রন্ধন।
পুষ্পধূপ আনিয়া অগ্নির করিল পূজন ॥

১ দারুণ, খ। ২—২ বেউলা রন্ধন করে পদ্মাবতীর বর, খ। ৩—৩ অন্নের সোসর, খ।

† ২৪৮৯ পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই।

৪—৪ দেখিয়া বিস্মিত, খ। ৫ বৈসে, খ।

‡ ২৪৯১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই।

৬—৬ ২৪৯২ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই। ৭—৭ কলই লইল সত্বর, খ।

[১]ভোজন করিয়া সাধু হরষিত মন[১]।
[২]ভৃঙ্গারের জলে সাধু করে আচমন[২] ॥ ২৪৯৩
মুখ শুদ্ধ করি সাধু আনন্দ হৃদয়ে।
বিদায় দেও বেহাই যাই নিজালয়ে ॥* ২৪৯৪
চান্দো বলে বেহাই বিলম্বে কার্য্য নাই।
কল্য [৩]করাব বিহা[৩] সুন্দর লখাই ॥ ২৪৯৫
[৪]সাধুয়ে বিদায় দিল চান্দো সদাগর[৪]।
রাজযোগ্য ব্যবহার করিল বিস্তর ॥ ২৪৯৬
[৫]সোনকারে দিল সাহে বহু অলঙ্কার[৫]।
পাইক [৬]গণেরে দিল অনেক ব্যবহার[৬] ॥ ২৪৯৭
দুই বেহাই কোলাকুলি করে[৭] কুতূহলে।
মেলানি পাইয়া সাধু নিজ দেশে[৮] চলে ॥ ২৪৯৮
আপনার দেশে তবে গিয়া সদাগর।
ত্বরিত গমনে গেল পুরীর ভিতর ॥* * ২৪৯৯

১—১ ২৪৯৩ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (খ), (গ) পুঁথিতে নাই। ২—২ আচমন করিয়া উঠে চান্দ সদাগর, খ, গ।

* ২৪৯৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বাহিরে বসিলা গিয়া সাধু মহাজন।
বিদায় করে এখন সাধুর নন্দন ॥

৩—৩ বিবাহ করাইব, খ। ৪—৪ সাধুরে বিদায় দিল সাহে সদাগর, খ, গ। ৫—৫ সোমাইরে দিল সাহে নবগুণ সোনা। খ, ৬—৬ সভেরে তাড় খাড়ু দিল জনে জনা, খ, গ। ৭ করিয়া, খ। ৮ ঘরে, খ, গ।

* * ২৪৯৯ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

দোলায় চড়িয়া সাধু জায় ত্বরিত।
চম্পক নগরে গিয়া মিলে আচম্বিত ॥
পুরীর ভিতরে চান্দ করিল গমন্।
সোমাই প্রভৃতি গেলা সোনাইর সদন ॥

চান্দোরে দেখিয়া সোনাই [১]আসন তেজিল[১]।
[২]বেউলার প্রশংসা সাধু করিতে লাগিল[২] ॥* ২৫০০
[৩]বিজয়ে গোপ্তে বোলে গাইন[৩] কৌতুক হইল বড়ি।
[৪]এই কালে বল ভাই সম্ভেদ লাচারি[৪] ॥ ২৫০১

লাচারি

[৫]সোনাইগ নিকটে আসিয়া[৫] কথা শোন।
কত[৬] কহিব বেউলা বধূর গুণ ॥ ২৫০২
বেউলা আসিছিল জল ভরিতে।
দেখিলাম তাহারে সাক্ষাতে ॥† ২৫০৩
বেউলা আমার[৭] পরম সুন্দরী।
[৮]সাক্ষাতে স্বর্গ বিদ্যাধরী[৮] ॥ ২৫০৪
মরা সউল দিলাম বেউলার হাতে।
তাহা বেউলায়ে জিয়ায় সাক্ষাতে ॥ ২৫০৫
বেউলায়ে মরিলে জিয়াইতে পারে মড়া।
ডুবিলে তুলিতে পারে ভরা ॥* * ২৫০৬

১—১ এড়িল আসন, খ। ২—২ কহিল সকল কিছু জত বিবরণ, খ।

* ২৫০০ সংখ্যক পদের পর (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

চান্দ বলে সোনেকা শুনহ বচন।
কালি বিবাহ করাইব লখাই নন্দন ॥

৩—৩ সোনেকারে কহে কথা, খ, গ। ৪—৪ সম্বেদ পড়িল ভাই বলিতে লাচারি, খ, গ।

৫—৫ সোনা নিকটে ঘনাইয়া, খ, গ। ৬ কি, খ, গ।

† ২৫০৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

৭ বধূ, খ, গ। ৮—৮ স্বর্গে হইতে আসিলা বিদ্যাধরী, খ, গ।

* * ২৫০৫-২৫০৬ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

জতিরে বলিল জত ঠানে।
তাহা মুই শুনিলাম কানে ॥
বেহুলা বধূ ডুবে ডুবে জায়।
শঙ্খ সিন্দূর জলে পায় ॥

[১]বেউলার গুণ দেখহ[১] সাক্ষাত।
লোহার কলই হইয়াছে[২]ভাত ॥ * ২৫০৭
[৩]দেখিয়া বধূর গুণ কলা[৩]।
[৪]শুনিয়া আনন্দিত হইলা[৪] ॥ † ২০৫৮
ইতি জোড়ানি পালা সমাপ্ত।

অথ লোহার বাসর গঠন

পয়ার

কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ [৫]গাহে গীত[৫]
শুনিয়া [৬]বিকল হইল মনসার[৬] চিত ॥ ২৫০৯
নেতার সনে পদ্মাবতী যুকুতি করিয়া।
কপটে সোনকার [৭]মাসি হইল আসিয়া[৭] ॥ ২৫১০
[৮]সোনকার মাসি দেবী হইল কপটে[৮]।
ত্বরিত গমনে গেল সোনকার নিকটে ॥‡ ২৫১১

১—১ তাহা মুই দেখিলুম, খ, গ। ২ রান্ধিলে হয়, খ, গ।

* ২৫০৭ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—
মরিলে জিয়াইতে পারে মড়া।
ডুবিলে তুলিতে পারে ভরা ॥

৩—৩ শুনিয়া বেউলা বধূর কথা, খ, গ। ৪—৪ সোনেকা মনে অনিন্দিতা, খ।

† ২৫০৮ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—
জয় জয় দিল উচ্চরায়।
সানন্দে বিজয় গুপ্তে গায় ॥

৫—৫ গীত গায়, খ। ৬—৬ চঞ্চল হইল দেবী মনসার, খ।

৭—৭ আজি মাসী হইব গিয়া, খ। ৮—৮ মায়ারূপে সোনেকার মাসী হব রাজঘাটে, খ।

‡ ২৫১১ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—
ধাইয়া গিয়া কহে সত্তে সোনেকার পাশে।
তথায় গেলেন দেবী সোনাই দেখি হাসে ॥

প্রণাম করিয়া সোনা দিলেক আসন।
[১]আসনে বসিয়া কহে যত বিবরণ[১] ॥ ২৫১২
পদ্মাবতী বলে সোনাই [২]বিবরণ কহি[২]।
অভাগিনী [৩]বসি আছি[৩] পতিপুত্র নাহি ॥ ২৫১৩
কোন কালে[৪] পুণ্য জানি করিয়াছিলাম কি।
তে কারণে আছ [৫]মা তুমি[৫] বহিন ঝি ॥ ২৫১৪
বারে বারে তোমা উৎসব হয়েত বিশেষ।
[৬]কোন কালে তুমি মোর না লও[৬] উদ্দেশ ॥ ২৫১৫
[৭]পূর্ব্বে আমি আসিছিলাম[৭] তোমার বাসর।
সেই [৮]হেতু তোমার ঘরে হইল[৮] লখিন্দর ॥ ২৫১৬
তোমার চরিত্রে মোর হৃদে তাপ লাগে।
[৯]ত্বরিতে দেখম[৯] লখাই আন মোর আগে ॥ ২৫১৭
মাসির বোল সোনকায়ে লাজে ব্যাকুলি।
উচ্চস্বরে [১০]ডাক দিল[১০] লখাই লখাই বলি ॥ ২৫১৮
মায়ের বোলে লখিন্দর আস্তে বেস্তে আসি।
দূরে [১১]থাকি হাসে তবে[১১] সোনকার মাসি ॥ ২৫১৯
সোনাই [১২]বলেন শোন[১২] সুন্দর লখাই।
আমার মাসি হইলে তোমার হয়ে আই ॥ ২৫২০
পতিব্রতা[১৩] মাসি তপেত আগল।
মাসির আশীর্ব্বাদে হয়ে[১৪] সর্ব্বত্র কুশল ॥ ২৫২১
মায়ের [১৫]বচন শুনি[১৫] লখাইর মনে লয়ে।
সপাটে প্রণাম করে মনসার পায়ে ॥ ২৫২২

১—১ আসন পাইয়া দেবী বসিলা তখন, খ। ২—২ শুন কথা কই, খ। ৩—৩ আসিয়াছি, খ। ৪ জন্মে, খ। ৫—৫ তুমি এক, খ। ৬—৬ একবার তুমি মোর না কর, খ। ৭—৭ একবার আসি মাএ, খ। ৮—৮ হেতুত তোমার গর্ভে হৈছে, খ। ৯—৯ আঁখি ভরি দেখি, খ। ১০—১০ ডাকে সোনা, খ। ১১—১১ থাকিয়া হাসে, খ। ১২—১২ বলে শুন বাপু, খ। ১৩ সতিপতি, খ। ১৪ হউক, খ। ১৫—১৫ বচনে এখন, খ।

[১]মাথায়ে তুলিয়া[১] লইল দুই পায়ের ধূলি।
আশীর্ব্বাদের ছলে দেবী লখাইরে পাড়ে গালি ॥ ২৫২৩
দেবী বলে উঠ উঠ বীর লখিন্দর।
[২]চম্পকের রাজা হইও আর ধনেশ্বর[২] ॥ ২৫২৪
তোমার তরে বর [৩]দেওক দেবী[৩] মহামাঞা।
শ্রীরামের বিক্রম হউক মদনের[৪] কাঞা ॥ ২৫২৫
শুভ দৃষ্টিত [৫]দেখুক তোমার[৫] বাপ মায়ে।
[৬]বিবাহের রাত্রে যেন কাল সাপে খায়ে[৬] ॥ ২৫২৬
শাপ দিয়া পদ্মাবতী মনে মনে গণে।
পদ্মা যত [৭]কথা কহে সোনকায়ে[৭] শোনে ॥ ২৫২৭
মায়ের দারুণ [৮]চিত্ত দুঃখে শান্ত[৮] নাই।
বুকে [৯]কর হানি বলে কি হইল[৯] গোসাঁই ॥ ২৫২৯
সোনাই বলে মাসি তোর কি ছার চরিত।
হিত বলিতে কেন বল বিপরীত ॥
এবে [১০]সে জানিলাম মাসি তোমার কঠিন[১০] হিয়া।
[১১]কেবা আনিছে তোমা[১১] হাতে গুয়া দিয়া ॥ ২৫৩০
মোর ঘর হতে মাসি চলহ সত্বর।
এ সব [১২]শুনিয়া ক্রুদ্ধ হবে সদাগর[১২] ॥ ২৫৩১
পদ্মা বলে সোনকা আর কত বল[১৩]।
অতি বৃদ্ধ [১৪]হইয়াছি পাকিয়াছে চুল[১৪] ॥ ২৫৩২
[১৫]কর্ণে নহে শুনি আমি চক্ষে[১৫] দেখি ঘোর।
যমের মুখে ছালি দিছি[১৬] মৃত্যু নাহি মোর ॥ ২৫৩৩

১—১ মাথা ভরিয়া, খ। ২—২ শাস্ত্রে বৃহস্পতি হইও ধনের ঈশ্বর, খ। ৩—৩ দিউন, খ। ৪ কামদেবের, খ। ৫—৫ তোমারে দেখুক, খ। ৬—৬ বিহার রাত্রিত প্রাণ দিও কাল সর্পের ঘায়ে, খ। ৭—৭ গালি পাড়ে সোনাই তাহা, খ। ৮—৮ হিয়া সুখ স্বস্তি, খ। ৯—৯ ঘা দিয়া বলে কি করিলা, খ। ১০—১০ জানিলাম মাসী তোর দারুণ, খ। ১১—১১ কে আনিছে মাসী তোরে, খ। ১২—১২ শুনিলে মাসী প্রভু করিবে আতান্তর, খ। ১৩ বলি, ৩। ১৪—১৪ হইছি মোর পাকিছে মাথার চুলি, খ। ১৫—১৫ কানেতে না শুনি আমি চক্ষুত, খ। ১৬ দিয়া, খ।

হাঁটিয়া আসিতে কিবা [১]পথে পাইলাম শ্রম[১] ।
বল বুদ্ধি[২]নষ্ট হইছে উপজিল ঘর্ম্ম[২] ॥ ২৫৩৪
পথে আসিতে কিবা উপজিল [৩] মো ।
মুই কেন গালি দিব বহ[ন][৪] ঝি পো ॥ ২৫৩৫
পদ্মার সনে সোনকায়ে করে হুড়াহুড়ি ।
[৫]চান্দের ঠাই জানাইল বেলা[৫] নামে চেড়ি ॥ ২৫৩৬
বার্ত্তা পাইয়া চান্দ চিন্তে মনে মন ।
সোনাইর মাসি হইলে গালি দিব কি কারণ ॥ ২৫৩৭
এতেক [৬]শুনিয়া চান্দে ধায়ে[৬] উভা পায়ে ।
লড় দিয়া গেল[৭] চান্দো সোনকা যথায়ে ॥ ২৫৩৮
কোপ মনে [৮]গেল চান্দো[৮] কোথা গেল বুড়ি ।
পদ্মার প্রাণ কাঁপে যেন কলার বাগুরি ॥ ২৫৩৯
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া চান্দো হেতাল বাড়ি[৯] লাড়ে ।
সভ্রমে [১০]পলায়ে দেবী[১০] সোনকার আড়ে ॥ ২৫৪০
[১১]হাতে হাতে কচালে চান্দো দন্ত[১১] কড়মড় ।
নিজ মূর্ত্তি হইয়া[১২] পদ্মা উঠিয়া দিল লড় ॥ ২৫৪১
[১৩]নাগ রথে চড়ি পদ্মা বায়ুতে করি ভর[১৩] ।
[১৪]উচ্চশব্দে সদাগর[১৪] বলে ধর ধর ॥ ২৫৪২
চান্দো বলে [১৫]ভাল পলাইয়া গেল কানি[১৫] ।
কোন অহঙ্কারে তুই [১৬]বল হেন বাণী[১৬] ॥ ২৫৪৩
এতেক দেখিয়া সোনাই ধরে চান্দের পায়ে ।
ভূমিতে পড়িয়া রাণী গড়াগড়ি যায়ে ॥ ২৫৪৪

১—১ পাইলাম ভ্রম, খ। ২—২ ক্ষেপাইল উপজিল ভ্রম, খ। ৩ হইয়াছে, খ। ৪ মোর বুনঝির, খ। ৫—৫ চান্দরে জানাইল গিয়া বলি, খ। ৬—৬ বলিয়া গালি দিল, খ। ৭ আসিলা, খ। ৮—৮ চান্দ বলে, খ। ৯ গোটা, খ। ১০—১০ পলাইলা পদ্মা, খ। ১১—১১ হাতে হাত কচালে দন্ত করে, খ। ১২ ধরিয়া, খ। ১৩—১৩ আকাশে উঠিয়া পদ্মা রথে করিলা ভর, খ। ১৪—১৪ উচ্চস্বরে চান্দো, খ। ১৫—১৫ কানি পালাইয়া গেলি ডরে, খ। ১৬—১৬ আসিলি মোর ঘরে, খ।
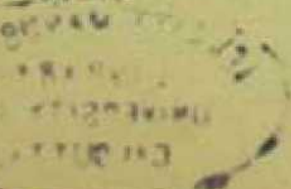
সোনকায়ে বলে প্রভু শোন মন দিয়া ।
পাইছি বরের লখাই না করাব বিয়া ॥* ২৫৪৫
পদ্মার বিষম[১] শাপ মনে লাগে ব্যথা ।
আজি [২]স্মরণ হইল[২] পূর্ব্ব কালের কথা ॥ ২৫৪৬
[৩]জালুর মণ্ডবে মোরে দিয়াছিল বর[৩] ।
বর দিয়া [৪]মনসা কহিল তারপর[৪] ॥ ২৫৪৭
[৫]এখন গৃহেতে যাও স্থির কর হিয়া[৫] ।
[৬]বিবাহ রাত্রিতে লখাই আনিব হরিয়া[৬] ॥ ২৫৪৮
দেবতার সত্য বাণী [৭]কভু মিথ্যা নয়ে[৭] ।
বুঝিয়া করহ [৮]কার্য্য যেবা মনে লয়ে[৮] ॥ ২৫৪৯
সোনকার [৯]বচনে চান্দোর হইল হাস[৯] ।
এই মুখে কর[১০] তুমি আমার গৃহবাস ॥ ২৫৫০
কাক বক খায়ে কানিকে বলে বিষহরি ।
তার ডরে প্রিয়া তুমি কাঁপ থরথরি ॥** ২৫৫১

---

* ২৫৪৫ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

পদ্মারে গালি দিয়া রহিলা সোনার কাছে ।
কাদন্তি সোনেকা এথা সাধু তাহা পোছে ॥
চান্দর বাক্যে সোনেকার গায় লাগে ভয় ।
প্রণাম করিয়া বলে সাধুর দুই পায় ॥
পূর্ব্ব জন্মে মুই জানি করিলুম কত পাপ ।
পদে পদে বিধি মোরে দিতে আছে তাপ ॥
অখনেও পদ্মাবতী শাপিল মোর আগে ।
বিহার রাত্রি লখিন্দর দংশিবে কাল নাগে ॥

১ দারুণ, খ । ২—২ স্মরিলুম মুই, খ ।
৩—৩ জালুয়ার ঘরে আছে মনসার ঘট ।
তথায় পাইলাম বর পদ্মার নিকট ॥ খ ।
৪—৪ কহেছেন সোনা অভাগিনী, খ । ৫—৫ ২৫৪৭ সংখ্যক পদের এই প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই । ৬—৬ বিহার রাত্রে পুত্র তোর হারইবে প্রাণি, খ । ৭—৭ কভু নহে আন, খ । ৮—৮ কর্ম্ম জে হয় সমাধান, খ । ৯—৯ বাক্যে চান্দ মনে মনে হাসে, খ । ১০ আছ, খ ।

** ২৫৫১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই ।

প্রকার প্রবন্ধে আমি[১] করিব উপায়ে।
[২]হেন সন্ধি করিব জেন নাগে নাহি পায়ে[২] ॥ ২৫৫২
লোহার [৩]বাসর ঘর করিয়া[৩] গঠন।
তার মধ্যে [৪]লখাই বেউলা[৪] থুইব দুইজন ॥ ২৫৫৩
[৫]চান্দোর বচনে সোনাইর চিত্ত[৫] হইল স্থির।
[৬]আন্তর হতে সদাগর[৬] হইল বাহির ॥ ২৫৫৪
বিপরীত কার্য্য[৭] করিতে চান্দো ভাল জানে।
চৌদ্দশত [৮]কামার তবে[৮] ডাক দিয়া আনে ॥ * ২৫৫৬
[৯]লড়ে লড়ে আইল কামার সবের উদলা চুল[৯]।
ডাইন হাতে [১০]লোহার হাতুড়[১০] বাম হাতে তুল ॥ ২৫৫৬
[১১]পরিধান কালাবস্ত্র ভেঙ্গুর কাকালি[১১]।
নাকে মুখে [১২]পড়িয়াছে আগুনের[১২] ছালি ॥ ২৫৫৭
[১৩]লক্ষ্যে গোপদাড়ি[১৩] দেখিতে বিকট।
হাত সানে [১৪]কামার সব আসিল[১৪] নিকট ॥ ২৫৫৮
[১৫]সদাগরে বলে শোন[১৫] কর্ম্মকার ভাইয়া।
[১৬]যেবা কার্য্য[১৬] বলি আমি শোন মন দিয়া ॥ ২৫৫৯
[১৭]বিবাহ করাব পুত্র নগর[১৭] উজানি।
ছল [১৮]করি ফিরে মোর[১৮] লঘু জাতি কানি ॥ ২৫৬০

---

১ আজি, খ। ২—২ বিহার রাত্রি এড়াইলে নাগের নাহি দায়, খ। ৩—৩ মাজুষ ঘর করিব, খ। ৪—৪ রজনী, খ। ৫—৫ স্বামীর কথায় সোনেকা খানিক, খ। ৬—৬ সোনার আওায হইতে, খ। ৭ কর্ম্ম, খ। ৮—৮ কর্ম্মকার, খ।

* ২৫৫৬ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

তারাপতি কর্ম্মকার সকলের প্রধান।
অধিক গুণ তাহার জানে সর্ব্বজন ॥

৯—৯ দীর্ঘ দীর্ঘ হাত পাও মাথায় ঝাটা চুল, খ। ১০—১০ হাতুর, খ। ১১—১১ পিঙ্গল মাথার চুল বেঁকা কাকালি, খ। ১২—১২ চৌখে তাহার লাগিয়াছে, খ। ১৩—১৩ দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত তাহার, খ। ১৪—১৪ চান্দো তারে আনিল, খ। ১৫—১৫ চান্দো বলে শুন বাক্য, খ। ১৬—১৬ যে বাক্য, খ। ১৭—১৭ বিবাহেরে লখাই জাইবে, খ। ১৮—১৮ পাইয়া ছলে পাছে, খ।

মোর ঘরে [১]আসি আজি গালি দিছে কোপে[১]।
বিবাহের [২]রাত্রিতে লখাইরে খাবে সাপে[২] ॥ ২৫৬১
ঘরে [৩]বসি নানকার খাও কিছু নাহি ভাব[৩]।
আজিসে বুঝিব[৪] ভাই চাতুরি তোমার ॥ ২৫৬২
স্ত্রী [৫]পুত্রের বাসনা থাকে প্রাণের[৫] থাকে ডর।
[৬]সবে মিলি গঠিয়া দেও লোহার বাসর[৬] ॥ ২৫৬৩
সুন্দর লোহর ঘর [৭]নাহি কাট[৭] পাট।
এক ভিতে [৮]লোহার ঘর উপরে[৮] কপাট ॥ ২৫৬৪
কুলুপ [৯]দিয়া কপাট চাপি যাবো কে কে[৯]।
বায়ু না [১০]সরে জেন পিপীলিকা না ঢোকে[১০] ॥ ২৫৬৫
সকল কামারে [১১]মিলি কার্য্যে দেও[১১] তাড়া।
দুই প্রহরের মধ্যে ঘর [১২]করিয়া দিবা[১২] সারা ॥ ২৫৬৬
আউয়াসের [১৩]পূর্ব্ব দিক স্থান মনোহর[১৩]।
সেইখানে গঠ[১৪] গিয়া লোহার বাসর ॥ ২৫৬৭
না জানি না শুনি বলি করহ প্রলাপ।
তাহান আজি আমি হইব কাল সাপ ॥* ২৫৬৮
চান্দো [১৫]স্থানে তারাপতি জোড় করি কর[১৫]।
[১৬]ধীরে ধীরে কথা কহে চান্দের গোচর[১৬] ॥ ২৫৬৯

১—১ আসিয়া বলিছে বীরদর্পে, খ। ২—২ রাত্রি লখিন্দর দংশিবে কাল সর্পে, খ। ৩—৩ বসিয়া ধন খাও কিছু নাহি তার, খ। ৪ জানিব, খ। ৫—৫ পুত্রেরে দয়া থাকে প্রাণে, খ। ৬—৬ সকলে বেড়িয়া গড় সুন্দর লোহার ঘর, খ। ৭—৭ তাহে ঘাট, খ। ৮—৮ দ্বার থুইয়া লাগাও, খ। ৯—৯ কপাট চাপিও এক ভায়, খ। ১০—১০ সঞ্চারে জেন পিপীড়া না জায়, খ। ১১—১১ মেলি কাটে কর, খ। ১২—১২ হইতে চাহে, খ। ১৩—১৩ বাহিরে ঠাই স্বতন্তর, খ। ১৪ গড়, খ।

* ২৫৬৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

গাবর পাইক লইয়া জায় হাজারে হাজার।
ভাণ্ডার হইতে লোহা নেও গোলার আঙ্গার ॥

১৫—১৫ কথায় তারাপতি হাত জোড়ে কয়, খ। ১৬—১৬ পণ্ডিত ধার্ম্মিক তুমি অতি শুদ্ধকায়, খ।

তোমার বাক্য লঙ্ঘিতে [১]বাসি প্রাণে[১] ডর।
[২]সবে মিলি গড়িয়া[২] দিব লোহার বাসর ॥ ২৫৭০
আপনে পণ্ডিত সাধু তুমি মহাজন।
বিধাতা শিখাবে ঘর গঠনের সন্ধান ॥* ২৫৭১
সেবা দিয়া কর্ম্মকার সাধুর স্থানে কহে।
বাসরের ওজন করি দেও মহাশয়ে ॥ ২৫৭২
এতেক শুনিয়া চান্দো কামারের বচন।
যুখিয়া মাপিয়া ভিটা করহ ওজন ॥ ২৫৭৩
আপনার হস্তে মাপ উভে সাতগজ।
দৈর্ঘ্যে নও গজ প্রমাণ আড়ে ছয় গজ ॥ ২৫৭৪
ভিটার ওজন যদি সদাগর করিল।
তাহা দেখি তারাপতি হরষিত হইল ॥ ২৫৭৫
সকল কামার তবে হইলেক মেলা।
ভাগে ভাগে আনিলেক আঙ্গারের ছালা ॥ ২৫৭৬
হাতুর হাতিনা তবে আনিল তখন।
সারি দিয়া কামার সব জ্বালিল দোকান ॥ ২৫৭৭
দোকান জ্বালিয়া তবে করে গণ্ডগোল।
কেহ বলে ধর ধর কেহ বলে তোল ॥ ২৫৭৮

১—১ প্রাণে বাসি, খ। ২—২ সকলে গঠিয়া, খ।

* ২৫৭১-২৫৮১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

সেবা দিয়া কর্ম্মকার জায় আথে ব্যেথে।
ঘরের স্থান ভাও করিল ত্বরিতে ॥
সকল পাইক লইয়া একত্র করিল মেলা।
ভাণ্ডার হতে আনে লোহা আঙ্গারের ছালা ॥
পর্ব্বত প্রমাণ লোহা থুইল রাশি রাশি।
দোকানের অগ্নি দেখিতে ভয় বাসি ॥
অতি তপ্ত হইল লোহা অগ্নির সমান।
দোহাতিয়া বাড়ী দিয়া করে খান খান।

অগ্নি হেন হয় লোহা দেখিতে সুন্দর।
লড় দিয়া তোলে নিয়া নেহালির উপর ॥ ২৫৭৯
হাতোড় লইয়া সবে করে হুড়াহুড়ি।
হুড়ুম হুড়ুম করিয়া লোহারে মারে বাড়ি ॥ ২৫৮০
হাতুড়ের বাড়ি সাড়াসির ঝনঝনি।
নাগিনী ফোফায়ে যেন হাতিনার শব্দ শুনি ॥ ২৫৮১
[১]চতুরদিকে অগ্নিজ্বাল[১] গায়ের পড়ে ঘাম।
কেহ [২]ঘরের ভিটা বান্ধে কেহ বান্ধে থাম[২] ॥ ২৫৮২
[৩]চারিদিকে কামার সব করে কিলিমিলি[৩]।
কেহ [৪]চালের পাতি গড়ে কেহ মারে খিলি[৪] ॥* ২৫৮৩
সবের হতে তারাপতি হয়ে বড় গুণী।
ভিটা ভাগ করিয়া কুপিল ঘরের ঠুনি ॥† ২৫৮৪
চারিখান বেড়া লাগাইল[৫] চারিভিতে।
উভে সাত গজ [৬]গণিল ত্বরিতে[৬] ॥ ২৫৮৫

লোহা [তা] তাইয়া কামারগণ করে গণ্ডগোল।
কেহ বলে তাতা কেহ বলে তোল ॥
একেবারে কামারগণ করে হুড়াহুড়ি।
কামারের বোল চাল হাতুড়ের বাড়ী ॥

১—১ অতি শীঘ্র অগ্নি জ্বলে, খ। ২—২ ভিটা ভাও করে কেহো গঠে থাম, খ। ৩—৩ হাজারে হাজারে লোক করে কিল কিল, খ। ৪—৪ কপাট গড়ে কেহ গড়ে খিল, খ।

* ২৫৮৩ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

সাত পাঁচ কামারগণ হইয়া একমতি।
কেহো গড়ে গুনা কলই কেহ গড়ে পাতি ॥

† ২৫৮৪ সংখ্যক পদ্যের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

তারাপতি কামার চাতুরি ভাল জানে।
বাছিয়া বাছিয়া কামার লইল এক শত জনে ॥

৫ —লাগাএ, ঙ। ৬—৬ গড়িল নএ গজ দিঘেতে, ঙ।

সকল [১]কামারের হাতে দিল গুয়া[১] ।
কেহ ঘরের [২]চাল ছায়ে[২] কেহ মারে ঠুয়া ॥ ২৫৮৬
বাসর [৩]গঠিতে সবে করে কিলমিল[৩] ।
[৪]দোয়ারের কপাট ঘরে দিয়া লোহার খিল[৪] ॥ ২৫৮৭
[৫]কপাট লাগাইয়া খিল দিল বুকে[৫] ।
বায়ু না [৬]সঞ্চারে তাথে[৬] পিপীলা না ঢোকে ॥ ২৫৮৮
সকলো কামারে [৭]তবে কার্য্যে[৭] দিল তাড়া
ঘসিয়া মাজিয়া ঘর করিলেক সারা ॥ ২৫৮৯
বাহিরে থাকিয়া তবে [৮]সর্ব্ব লোকে চাই[৮] ।
[৯]আছুক অন্যের কার্য বায়ুগতি নাই[৯] ॥ ২৫৯০
নির্ম্মল[১০] লোহার ঘর দেখিতে সুন্দর ।
পাত্র মিত্র লইয়া গেল চান্দো সদাগর ॥* ২৫৯১
বাসর দেখিয়া চান্দো হরিষ অপার ।
ইনাম দিয়া বিদায় [১১]দিল যতেক[১১] কামার ॥ ২৫৯২
বিদায় হইয়া সব কামার ঘরে যায় ।
দেখিয়া চিন্তিত [১২]হইল দেবী[১২] মনসায় ॥ ২৫৯৩
নেতা [১৩]বলি পদ্মা ডাকে উচ্চস্বরে[১৩] ।
[১৪]শুনিয়া আসিল নেতা পদ্মার গোচরে[১৪] ॥ ২৫৯৪

১—১ কামার তবে হাতে লোহা লইয়া, ঙ । ২—২ কোনা খিলাএ, ঙ । ৩—৩ গড়িতে সবে করে কিল কিল, ঙ । ৪—৪ দ্বারেতে কপাট দিয়া মারিলেক খিল, ঙ । ৫—৫ কপাট দিয়া বেরা সব চাহে মুখে মুখে, ঙ । ৬—৬ সঞ্চারিতে পারে, ঙ । ৭—৭ মিলি কামে, ঙ । ৮—৮ চাহে সর্ব্বজন, ঙ । ৯—৯ অপূর্ব্ব লোহার ঘর দেখে সুগঠন, ঙ । ১০ নিরখিল, ঙ ।

* ২৫৯১ সংখ্যক পদের পরে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

বাসর চাহিয়া তবে নিরখিয়া চাএ ।
হরিষ হইয়া তবে সদাগর কএ ॥

১১—১১ করিলা, ঙ । ১২—১২ তবে হইল, ঙ । ১৩—১৩ নেতা বলি পদ্মা ডাকে উচ্চ রাএ, ঙ । ১৪—১৪ পদ্মার গোচরে তবে আসিলা নেতাএ, ঙ ।

[১]দেবী বলে শোন তুমি[১] রজকের ঝি।
[২]গড়িল লোহার ঘর মোর হবে[২] কি॥ ২৫৯৫
[৩]নির্ম্মল লোহার ঘর কোন[৩] ছিদ্র নাহি।
কোন রূপে মোর নাগে দংশিব লখাই॥ ২৫৯৬
আজু [৪]রাত্রিতে লখাই[৪] দংশিতে না পারি।
বিবাদে জিনিল[৫] মোরে চান্দো অধিকারী॥ ২৫৯৭
নেতা বলে পদ্মাবতী শোন কহি সার।
সত্বরে [৬]চলিয়া যাও[৬] যথায় কামার॥ ২৫৯৮
কামারের কাছে যাও মোর যুক্তি আসে।
যেই মুখে কণ্টক বৈসে সেই মুখে খসে॥ ২৫৯৯
এতেক বলিল যদি ধোপার কুমারী।
কামারের সাক্ষাতে[৭] পদ্মা গেল শীঘ্র করি॥ ২৬০০
পদ্মারে দেখিয়া [৮]কামার হইল[৮] ভীত।
নাগরথে কোন দেব আসিল আচম্বিত॥ ২৬০১
রহো রহো বলি পদ্মা ডাকিলেক কোপে।
চৌদ্দশত কামার আসিল[৯] এক চাপে॥ ২৬০২
পদ্মা বলে মোর কথা শোন তারাপতি।
অষ্ট নাগের মাতা আমি দেবী পদ্মাবতী॥ ২৬০৩
চান্দোর সনে বাদ মোর[১০] সর্ব্ব লোকে জানে।
তাহা জানাইতে আইলাম তোমার বিদ্যমানে॥ ২৬০৪
মোর সনে বিসম্বাদ করে বারেবার।
আমারে দেখায়ে বেটা পুত্রের অহঙ্কার॥ ২৬০৫
তোমরা [১১]সব কর্ম্মকার চান্দের বিদিত[১১]।
দুই প্রহরে লোহার ঘর গঠিলা ত্বরিত॥ ২৬০৬

১—১ পদ্মা বলে শুন অগ, ঙ। ২—২ নিরমিল লোহার ঘর মোরে বল কি, ঙ। ৩—৩ নিশ্চএ লোহার ঘরে লোহার, ঙ। ৪—৪ রাত্রি লখিন্দর, ঙ। ৫ জিনিব, ঙ। ৬—৬ চলহ তুমি, ঙ। ৭ কাছে, ঙ। ৮—৮ সব কামার পাইল, ঙ। ৯ তবে রৈলা, ঙ। ১০ আমার, ঙ। ১১—১১ জত কর্ম্মকার চান্দের ব্যথিত, ঙ।

নিছিদ্র[১] লোহার ঘর কোন ছিদ্র নাই।
কোন্‌রূপে মোর নাগে দংশিব লখাই ॥ ২৬০৭
এবে সে জানিলাম আমি তোমার চরিত।
মোর কার্য্যের প্রকাশ না থুইলা একভিত ॥ ২৬০৮
স্ত্রী পুত্রের দয়া[২] থাকে জীবনের থাকে আশ।
[৩]হাটিয়া যাও এখন[৩] সদাগরের পাশ ॥ ২৬০৯
আমার[৪] বচনে যাও না হইয়া চিন্তিত।
আমার[৫] কার্য্যের প্রকাশ রাখিয় একভিত ॥ ২৬১০
সিমলির তুলা দিয়া ঢাকিয় সেই পথে।
শতবার চাহিলে [৬]জেন চান্দো নহে[৬] দেখে ॥ ২৬১১
এতেক বলিলা যদি দেবী পদ্মাবতী।
প্রণাম করিয়া [৭]তবে কহে তারাপতি[৭] ॥ ২৬১২
অষ্ট নাগের[৮] মাতা তুমি সর্ব্ব লোকে জানে।
অকারণে আসিয়াছ[৯] আমার বিদ্যমানে ॥ ২৬১৩
ফিরিয়া ঘরেতে যাও করি নমস্কার।
আমা [১০]দিয়া কার্য্যসিদ্ধি নহিব[১০] তোমার ॥ ২৬১৪
যাহার নমক খাই তার কার্য্য করি।
আরের কোপে[১১] ভয়ে নাহি চান্দোর কোপ[১২] মরি ॥ ২৬১৫
অন্য[১৩] দোষ পাইলে চান্দো ততক্ষণে মারে।
কাহার প্রাণে তাহার ঘরে ছিদ্র থুইতে পারে ॥ ২৬১৬
যখনে করিলাম আমি ঘরের পত্তন।
[১৪]তখনে না কহিলা কেন[১৪] এসব কথন ॥ ২৬১৭
চরণে পড়িয়া স্তুতি করি বারেবার।
আমা হতে কার্য্যসিদ্ধি নহিব[১৫] তোমার ॥ ২৬১৮

---

১ নিশ্চএ, ঙ। ২ আশা, ঙ। ৩—৩ শীঘ্র করি জাও তুমি, ঙ। ৪ মোর, ঙ। ৫ মোর, ঙ। ৬—৬ চান্দ নাহি, ঙ। ৭—৭ বলে কামার তারাপতি, ঙ। ৮ লোকের, ঙ। ৯ আইলা তুমি, ঙ। ১০—১০ হতে কার্য্য সিদ্ধি না হবে, ঙ। ১১ ক্রোধে, ঙ। ১২ ক্রোধে, ঙ। ১৩ অন্ন, ঙ। ১৪—১৪ তখন কেনে না কহিলা, ঙ। ১৫ না হবে, ঙ।

এতেক শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইল পদ্মাবতী।
বিজয়ে গোপ্তে রচে পুঁথি করিয়া প্রণতি[১] ॥ ২৬১৯

লাচারি

[২]ছাড় গিয়া জীবনের সাধ[২]।
আজু হইতে তোমার আমার বাদ ॥ ধুয়া ॥

লখাই আমার [৩]ভক্ষ্য জন[৩] তারে রাখ কি কারণ
আজু [৪]তোমার হইব প্রমাদ[৪]।
অনিরুদ্ধ উষা হরি যম সঙ্গে বাদ করি
লইয়া আইলাম [৫]আপনা ভুবন[৫] ॥ ২৬২০
মোর সঙ্গে বাদ করি [৬]যমে গেল বলে[৬] হারি
লজ্জা পাইল রবির নন্দন।
বাপের[৭] ঘরণী সতাই মুই[৮] গেলাম তার ঠাই
[৯]বিবাদ করিলাম তার সনে[৯] ॥ ২৬২১
শিব কান্দে দীর্ঘরায়ে [১০]কার্ত্তিকে ধরিয়া[১০] পায়ে
তবে [১১]গৌরী জিয়াইল আপনে[১১]।
বিষ খাইয়া ত্রিলোচন হইলেক অচেতন
তাহা [১২]আমি না শুনিলাম[১২] কানে ॥ ২৬২২
[১৩]অস্থির হইয়া দেবগণ আমা করে সাধন
তবে চেতন করিলাম তাহানে[১৩]।
ওঝা সঙ্করায়ে প্রাণ দিল মোর ঘায়ে
ছয় পুত্র [১৪]করিলাম নিধন[১৪] ॥ ২৬২৩

---

১ মিনতি, ঙ। ২—২ কামার ছাড় গিয়া জীবনের আশা, ঙ। ৩—৩ ভক্তগণ, ঙ। ৪—৪ হতে তোমার আমার বাদ, খ, গ, ঙ। ৫—৫ আপনার ঘরে, ঙ। ৬—৬ জমরাজা গেল, ঙ। ৭ বাপুর, খ। ৮ আমি, খ। ৯—৯ বাদ করি মারিলাম তাহারে, ঙ। ১০—১০ কার্ত্তিক ধরিল, ঙ। ১১—১১ গৌরী জিয়াইয়া দিলাম, ঙ। ১২—১২ তুমি না শুনিলে, ঙ। ১৩—১৩ ২৬২৩ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই। ১৪—১৪ বধিলাম চান্দের, ঙ।

[১]আমার কোপ কেও না সয়ে দেবগণে কাঁপে ভয়ে[১]
শুন রে অবোধ কামারগণ।
পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে
যাহারে সদয় নারায়ণ॥ ২৬২৪

পয়ার

কামারেরে পদ্মাবতী কহিল অতি কোপে।
কোপে রাঙ্গা দুই আখি থরথরি কাঁপে॥ ২৬২৫
নাগরথে অন্তরীক্ষে[২] রহিলা বিষহরি।
দেব[৩]রূপ এড়ি নাগিনী রূপ[৩] ধরি॥ ২৬২৬
নাগরূপে পদ্মাবতী আকাশে ধরে ফণা।
দু চক্ষু বাহিয়া পড়ে কাল বিষের কণা॥ ২৬২৭
বিষের তেজে পদ্মাবতী করে ধরবর।
বট বৃক্ষের[৪] পরে দিল বজ্রের কামড়॥ ২৬২৮
যাতেক পক্ষী বৃক্ষে[৫] করিছিল মেলা।
ভস্ম হইয়া [৬]সব পক্ষী পড়ে[৬] বৃক্ষতলা॥ ২৬২৯
চির কালের বৃক্ষ গোটা যেন[৭] সুমেরু।
বিষ জালে ভস্ম হইল [৮]মহাবট[৮] তরু॥ ২৬৩০
মনসার বিক্রমে কামারে পাইল ভীত[৯]।
মোহ পাইয়া[১০] কামার সবে পড়িল ভূমিত॥ ২৬৩১
বাপ মা স্মরিয়া [১১]কেহ ঘন ডাকে পাড়ি[১১]।
ভূমিতে পড়িয়া সবে বাহে গড়াগড়ি॥ ২৬৩২
পদ্মাবতী বলে শোন অবোধ কামার।
হের দেখ সেই বৃক্ষ জিয়াই আরবার॥ ২৬৩৩

১—১ আমি কোপ জারে করি কোন জন জায়ে সারি, ঙ। ২ কোপ করি, ঙ। ৩—৩ মূর্ত্তি ছাড়িয়া নাগিনী মূর্ত্তি, ঙ। ৪ বৃক্ষ, ঙ। ৫ বৃক্ষ পরে, ঙ। ৬—৬ পক্ষী পড়ে বট, ঙ। ৭ জেনত, ঙ। ৮—৮ বট বৃক্ষ, ঙ। ৯ কম্পিত, ঙ। ১০ হৈয়া, ঙ। ১১—১১ ঘন ডাক ছাড়ি, ঙ।

[১]এতো বলি পদ্মাবতী ক্ষেমা দিল[১] কোপে।
বট [২]বৃক্ষের মূলে বসি[২] মূল মন্ত্র জপে ॥ ২৬৩৪
বুদ্ধির [৩]আগল দেবী নানা মায়া[৩] জানে।
[৪]পুনর্বার সেই বৃক্ষ[৪] জিয়ায়ে ব্রহ্মজ্ঞানে ॥ ২৬৩৫
যত পক্ষী [৫]পড়িছিল মরিয়া গাছ তল[৫]।
[৬]পদ্মার মন্ত্রে জিয়া করে আকাশে উড়াল[৬] ॥ ২৬৩৬
এতেক দেখিয়া কামার মনে পাইল ভয়।
জোড় হাতে তারাপতি পদ্মার আগে কয় ॥ ২৬৩৭
তারাপতি বলে শোন [৭]জগৎ গৌরী[৭] আই।
তুমি মার চান্দে [৮]মারুক মোর এড়ান[৮] নাই ॥ ২৬৩৮
চান্দে মারিলে[৯] মরিব একজন।
বংশ সমেত তুমি [১০]এখন করিবা[১০] নিধন ॥ ২৬৩৯
স্থির হইয়া ঘরে যাও বিষহরি আই।
তোমার কার্য্য সাধিতে চান্দের আগে যাই ॥ ২৬৪০
এই বর মাগি মাগ তোমার রাঙ্গা পায়ে।
অস[ম]য়ে [১১]কালে মোরে হইবা সদয়ে[১১] ॥ ২৬৪১
এতো[১২] শুনিয়া কহে বিষহরি আই।
আমি বিগুমানে তব[১৩] কিছু ভয় নাই ॥ ২৬৪২
তারাপতি কর্ম্মকারে[১৪] মনসা দিল বর।
জন্মে জন্মে লক্ষ্মী[১৫] তোমা[র] না ছাড়িব[১৫] ঘর ॥ ২৬৪৩
বর দিয়া পদ্মাবতী গেলা অন্তরীক্ষে।
তারাপতি গেলা তবে চান্দের সাক্ষাতে ॥ ২৬৪৪

১—১ এতেক বলিয়া দেবী নামিলেক, ঙ। ২—২ তলা বসি দেবী, ঙ। ৩—৩ আগুলি পদ্মা নানা বিদ্যা, ঙ। ৪—৪ পুনরপি বৃক্ষ গোটা, ঙ। ৫—৫ মরিয়াছিল সেই বৃক্ষ তলা, ঙ। ৬—৬ মন্ত্রবলে জিয়া সব আকাশে করে উড়া, ঙ। ৭—৭ বিষহরি, ঙ। ৮—৮ মারে মোর বাঁচন, ঙ। ৯ মারিতে, ঙ। ১০—১০ করিবা, ঙ। ১১—১১ কালেতে আমার হইয় সহাএ, ঙ। ১২ এতেক, ঙ। ১৩ তোমার, ঙ। ১৪ কামারের, ঙ। ১৫—১৫ তোমার না ছাড়িবে, ঙ।

তারাপতি[১] দেখিয়া চান্দো ভাবে মনে মন।
আবার কামার সব আসিলা কি কারণ ॥ ২৬৪৫
[২]হস্ত জোড় করি বলে শোন অধিকারী[২]।
যে কার্য্যে [৩]আসিছি আমি কহিতে ভয়ে করি[৩] ॥ ২৬৪৬
অন্ন বস্ত্র দিয়া তুমি তোষ[৪] সর্ব্বকাল।
তোমার কর্ম্মে [৫]চোর হইলে ধর্ম্মে নাহি ভাল[৫] ॥ ২৬৪৭
ইনাম পাইয়া ঘরে যাই[৬] যত কামারগণ।
পথে যাইতে বার্ত্তা পাইলাম তখন ॥ ২৬৪৮
জন কথ কামার ছিল অবোধ[৭] চরিত্র।
আস্তে বেস্তে [৮]গঠিল তারা মুই[৮] না দিলাম চিত্ত ॥ ২৬৪৯
[৯]ভাঙ্গিয়া লোহা গুলা ভার পাইলে হালে[৯]।
সেই লোহা [১০]গুলা দিছে[১০] ঘরের মধ্য চালে ॥ ২৬৫০
পর্ব্বত প্রমাণ সর্প বিকৃত[১১] দন্ত সাড়া।
দন্তের ঘায় পচা লোহা [১২]করিব গুড়া[১২] গুড়া ॥ ২৬৫১
যদি আজ্ঞা কর মোরে রাজ্যের ঠাকুর।
[১৩]চালের পচা লোহা গুলা করি গিয়া দূর[১৩] ॥ ২৬৫২
পণ্ডিতের বুদ্ধি টোটে আপদ[১৪] সময়ে।
তারাপতি যত কহে চান্দের মনে লয়ে ॥ ২৬৫৩
ত্বরিত গমনে উঠ ঘরের উপর।
আপন ইচ্ছায়ে গঠ গিয়া লোহার বাসর ॥ * ২৬৫৪

---

১ কামার, ঙ। ২—২ তারাপতি বলে শোন চান্দ অধিপতি, ঙ। ৩—৩ আইসাছি আমি কথাএ দেও মতি, ঙ। ৪ পোষ, ঙ। ৫—৫ ফের হৈলে বড়হি জঞ্জাল, ঙ। ৬ জাএ, ঙ। ৭ চঞ্চল, ঙ। ৮—৮ গড়িল তারা, ঙ। ৯—৯ পচা লোহা সব দিল বাড়ি দিলে হালে, ঙ। ১০—১০ দিলা তারা, ঙ। ১১ বিক্রমে, ঙ। ১২—১২ হইবেক, ঙ। ১৩—১৩ পচা সব লোহা গুলা করি দেই দূর, ঙ। ১৪ বিপরীত, ঙ।

* ২৬৫৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

উচিত কথাএ ক্রুদ্ধ হএ সেহত বর্ব্বর।
আপনা ইচ্ছায়ে গিয়া লোহার ঘর গড় ॥

চান্দোর বচনে কামার হরিষ[১] অন্তর।
ত্বরিত গমনে উঠে ঘরের উপর ॥ ২৬৫৫
চালে [২]উঠে গিয়া[২] কামার তারাপতি।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া হাসেন[৩] পদ্মাবতী ॥ ২৬৫৬
[৪]চালে চড়ি চারিভিতে চাহে তারাপতি[৪]।
চান্দের বংশ [৫]ক্ষয় করিতে রহে পদ্মাবতী[৫] ॥ ২৬৫৭
সভে হতে তারাপতি [৬]চতুর অপার[৬]।
[৭]বুকে পৃষ্ঠে লোহার ঘর করিল উরপার[৭] ॥ ২৬৫৮
বাটাইলের ধারে ছিদ্র থুইল একভায়ে।
জুখিয়া চাহিল সোজা আইসে আর যায়ে ॥ ২৬৫৯
লখাইর মরণ পথ থুইল এক ভিতে।
সিমলির তুলা দিয়া ঢাকিল সে পথে ॥ ২৬৬০
সকল কামারে চাহে উভা করি আঁখি।
[৮]কোন স্থানে তিলমাত্র ছিদ্র নাহি দেখি[৮] ॥ ২৬৬১
চাল হতে কর্ম্মকার নামিল ভূমিত।
বাসর চাহিতে চান্দো আসিল[৯] ত্বরিত ॥ ২৬৬২
বাসর দেখিয়া চান্দো হইল আনন্দিত[১০]।
তিল মাত্র ছিদ্র না দেখে কোন[১১] ভিত ॥ ২৬৬৩
লোহার ঘর দেখি চান্দো হরিষ অপার।
পান ফুল[১২] দিয়া বিদায় করিল কামার ॥ ২৬৬৪
বিদায় হইয়া কামার [১৩]যায়ে আস্তে বেস্তে[১৩]।
নাগরথে থাকি পদ্মা [১৪]হাসে অন্তরীক্ষে[১৪] ॥ ২৬৬৫

---

১ হরষিত, ঙ। ২—২ চড়িয়া তবে, ঙ। ৩ হাসএ, ঙ। ৪—৪ চালে চড়িয়া কামার তবে চাহে চারিভিতে, ঙ। ৫—৫ নাশ করিতে বাটাইল লইল হাতে, ঙ। ৬—৬ বড়হি চতুর, ঙ। ৭—৭ লোহার ঘরে খিল দিয়া মারিল হাতুর, ঙ। ৮—৮ তিলমাত্র ছিদ্র নহে বাসরেতে দেখি, ঙ। ৯ চলিল, ঙ। ১০ হরষিত, ঙ। ১১ এক, ঙ। ১২ গুয়া, ঙ। ১৩—১৩ আস্তে বেস্তে জাএ, ঙ। ১৪—১৪ এক দৃষ্টে চাএ, ঙ।

তারাপতি কামারেরে পদ্মায়ে[1] দিল বর ।
চিরকাল দুঃখ নাহি শোনহ উত্তর[2] ॥ ২৬৬৬
বাসর দেখিয়া চান্দো হইল হরষিত ।
বাইশ গজ গড় কাটে ঘরের চারিভিত ॥ ২৬৬৭
গারুরিয়া ওঝা থুইল ঘরের চারিপাশ ।
যাহার ডরে নাগ সবে [3]পায়ে মহাত্রাস[3] ॥ ২৬৬৮
বড় বড় পক্ষী থুইল দেখিতে লাগে ভয়ে ।
সর্পগণের লাগ পাইলে ধরিয়া ধরিয়া খায়ে ॥ ২৬৬৯
পর্ব্বতের ঔষধ থুইল ঠাই ঠাই ।
যাহার ডরে তক্ষক পলায় অন্যের কার্য্য নাই ॥ ২৬৭০
রাজ্যের ঠাকুর চান্দো কোন দুঃখ নাই ।
[4]পসরি কাক[4] থুইল ঠাই ঠাই ॥ ২৬৭১
কা কা করিয়া কাক ডাকে ঘন ঘন ।
[5]ঘরের চারি[5] পাশে ফিরে চিন্তিত হইয়া মন ॥ ২৬৭২
বড় বড় [6]ময়ূর পক্ষী ডাকে[6] উচ্চরায়ে ।
সর্পগণের লাগ পাইলে ধরিয়া ধরিয়া[7] খায়ে ॥ ২৬৭৩
হেন মতে লোহার ঘর করিয়া নির্ম্মাণ ।
[8]আউয়াসে আসিয়া[8] চান্দো করিলেক স্নান ॥ ২৬৭৪
ইতি লোহার ঘর গঠন সমাপ্ত ॥

অথ লক্ষ্মীন্দ্রের বিবাহ

বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন হও সাবহিত ।
এই কালে বল ভাই লাচারির গীত ॥ ২৬৭৫

লাচারি

স্নান করিয়া চলে[9] [10]বিচিত্র মণ্ডব[10] তলে
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করে সদাগর ।

---

১ মনসা, ভ। ২ সত্বর, ভ। ৩—৩ পলাএ তরাসে, ভ। ৪—৪ বড় বড় পসরি, ভ। ৫—৫ পাইক পসরি, ভ। ৬—৬ ময়ূরে ডাকিছে, ভ। ৭ তারে, ভ। ৮—৮ শীঘ্র করিয়া, ভ। ৯ জলে, ভ। ১০—১০ ছাএ্যা মণ্ডবের, ভ।

স্বস্তি[১]বচন পড়ি উচ্চারিয়া[২] রামহরি
[৩]হস্তে দূর্ব্বা চাউল[৩] গঙ্গাজল ॥ ২৬৭৬
আনিয়া বটের পাত [৪]আলতা স্থলতা[৪] তাত
ষোড়শ মাতৃকা পূজা করে।
[৫]গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া
দেবসেনা স্বাহা স্বধা[৫] ॥ ২৬৭৭
শান্তি পুষ্টি ধৃতি ক্ষমা আত্মকুলের দেবতা সমা
বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করে সদাগর।
মাতৃকা পূজার শেষে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে বৈসে
যেন আছে শ্রাদ্ধের বিধান ॥* ২৬৭৮
আনিয়া [৬]কলার থুলি[৬] আতপ তণ্ডুল ঢালি
পাত্র পাতিল সারি সারি।
সারি দিয়া গুয়া পান [৭]কদলি কাচা[৭] মর্ত্তমান
আর দিল মিষ্ট নারিকেল ॥ ২৬৭৯
[৮]অষ্ট পাত্রে অষ্ট ধুতি দক্ষিণা দিল গুটী গুটী
বুঝিয়া পাত্রেতে করে দান[৮]।
চান্দো করে নান্দীমুখ পিতৃ [৯]লোকের হয়ে[৯] স্থখ
বৃদ্ধি করয়ে[১০] সদাগর ॥ ২৬৮০
রজত কাঞ্চন দান ভাণ্ডারী ঢাকি[১১] আন
আজু হইল সফল জীবন।
পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে
যাহার সদয়ে নারায়ণ ॥ ২৬৮১

---

১ সাত্বিক, ড। ২ উচ্চরিয়া, ড। ৩—৩ হাতে চাউল দূর্ব্বা, ড। ৪—৪ আতপ তণ্ডুল, ড। ৫—৫ মাতৃকা পুজার শেষে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে বৈসে
জেন আছে শাস্ত্রের বিধান। ড।

* ২৬৭৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ড) পুঁথিতে নাই।

৬—৬ খোলের খালি, ড। ৭—৭ কলা দিল, ড। ৮—৮ ২৬৮০ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (ড) পুঁথিতে নাই। ৯—৯ গণের হইল, ড। ১০ করিল, ড। ১১ ডাকিয়া, ড।

পয়ার

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া সদাগর।
[১]শিব দুর্গা পূজিয়া[১] হরিষ অন্তর ॥ ২৬৮২
রাজ্যের ঠাকুর চান্দো বড় ক্ষেমবান।
[২]ব্রাহ্মণ ডাকিয়া[২] করে নানা বিধি দান ॥ ২৬৮৩
[৩]ভট্টগণ বিপ্রগণ আসিল বিস্তর[৩]।
সভাকারে পরিতোষ করে সদাগর ॥ ২৬৮৪
অনাহুত জনেরে দিল করি এক পোন।
যোগী দেশান্তরীকে দিল এই নিরূপণ ॥* ২৬৮৫
পাত্র মিত্র লইয়া [৪]সাধু বসিলা হরষিতে[৪]।
লখিন্দর স্নান করে মায়ের আউ[য়া]সাতে ॥ ২৬৮৬
স্নান [৫]করে লখিন্দর লোকে হুড়াহুড়ি[৫]।
এই কালে বল [৬]গাইন সরস লাচারি[৬] ॥ ২৬৮৭

লাচারি

ললিত মধুর বাদ্য বাজে মনোহর।
বিবাহ[৭] মঙ্গল স্নান করে লখিন্দর ॥ ২৬৮৮
সতী পতিব্রতা[৮] যত বণিকের নারী।
স্নান সজ্জা লইয়া[৯] দাঁড়াইল সারি সারি ॥ ২৬৮৯
সমুখে প্রদীপ [১০]জলে সুবর্ণের[১০] ঘট।
আপনে সোনকা আইল পুত্রের নিকট ॥ ২৬৯০

১—১ বসুধারা পূজিয়া জে, ঙ। ২—২ ভাট ব্রাহ্মণে, ঙ। ৩—৩ বলিকা গণেরে দিল ধন জে বিস্তর, ঙ।

* ২৬৮৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৪—৪ চান্দ বসিলা হরিষে, খ, ঙ। ৫—৫ করিতে নারীগণ লইয়া হরষিত, খ। ৬—৬ ভাই লাচারির গীত, খ। ৭ বিহার, খ। ৮ পুত্রবতীরে, খ। ৯ লইয়ারে, খ। ১০—১০ আনে জলপূর্ণ, খ।

নারীগণে হুলাহুলি দিল জয়ে জয়ে।
চৌদিকে নারীগণে মঙ্গল যে[১] গায়ে ॥* ২৬৯১
[২]আনন্দে নারী সবে দেয়ন্তি জোকার[২]।
কনক আসনে [৩]আসি বসিল[৩] কুমার ॥ ২৬৯২
পূর্ণ ঘট হাতে [৪]করি আর দুর্ব্ব[া]ধান[৪]।
[৫]কৌতুকেতে লখিন্দর করে[৫] মঙ্গল স্নান ॥ ২৬৯৩
তিল তৈল আমলকি [৬]গিলা হরিদ্রা মিশালি[৬]।
লেপিয়া লখাইর অঙ্গে[৭] কৌতুকে জল ঢালি ॥ ২৬৯৪
[৮]পঞ্চশব্দ বাদ্য বাজে[৮] শুনিতে সুললিত।
স্নান করাইয়া নারীগণ হইল একভিত ॥ ২৬৯৫
[৯]অষ্ট অঙ্গে ছোয়াইয়া রজকে দিল ক্ষার[৯]।
[১০]গঙ্গাজলে স্ন[া]ন পুনি করাইল[১০] আরবার ॥ ২৬৯৬
স্নান করাইয়া [১১]লখাইর কেশের[১১] তোলে জল।
তিতাবস্ত্র এড়ি[১২] ধুতি পরিল নির্ম্মল ॥ ২৬৯৭
আগর চন্দন চুয়া কস্তুরি[১৩] বিশেষ।
ধূপের ধুয়া দিয়া [১৪]শুখায়ে মাথার[১৪] কেশ ॥ ২৬৯৮
বিচিত্র আসনে লখাই বসিল কৌতুকে।
মাণিক্য দর্পণ লখাই[১৫] ধরিলা সমুখে ॥ ২৬৯৯

---

১ গীত, খ।

* ২৬৯১ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

পঞ্চস্বরে নানা বাদ্য বাজে মনোহর।
বিহার মঙ্গল স্নান করে লখিন্দর ॥

২—২ চৌদিকে হুড়াহুড়ি জয় জয় জোকার, খ। ৩—৩ বৈসে সাধুর, খ। ৪—৪ লইয়া আর দধি, খ। ৫—৫ কৌতুকে নারীগণে করয়ে, খ। ৬—৬ হরিদ্রা পিঠানি, খ। ৭ গায়ে, খ। ৮—৮ গায়েনে গীত গায়। ৯—৯ পঞ্চনখে লেপিয়া রজকে ছোওায় ক্ষার, খ। ১০—১০ জাহ্নবীর জলে স্নান করায়, খ। ১১—১১ লখিন্দরের গায়ের, খ। ১২ ছাড়িয়া, খ। ১৩ সুগন্ধি, খ। ১৪—১৪ বাসিত করিল, খ। ১৫ নাপিত, খ।

জয়ে জয়ে হুড়াহুড়ি মঙ্গল বাদ্য গীত।
করিলা খেউর কর্ম্ম সাধুর[1] নাপিত ॥ ২১০০
বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন হও সাবহিত।
লাচারি এড়িয়া বল পয়ারের গীত ॥* ২১০১

পয়ার

খেউর কর্ম্ম করিয়া বসিয়া[2] লখিন্দর।
সোমাই পণ্ডিত [3]গেল চান্দোর গোচর[3] ॥ ২১০২
পাত্র মিত্র [4]আসিল আর কুল পুরোহিত[4]।
লখিন্দর বেড়িয়া বসিল চারিভিত[5] ॥ ২১০৩
নানা রত্ন[6] অলঙ্কার আনিল বিস্তর।
[7]বরের বেশে সাজাও কুমার[7] লখিন্দর ॥ ২১০৪
চান্দো বলে ভাই [8]মোর শুন কহি বাণী[8]।
[9]কটক সকল সাজ[9] যাইব উজানি ॥ ২১০৫
চান্দোর বচনে সবের [10]হইল অনুমতি[10]।
[11]বিবাহের [বেশে] যায়ে সব আনন্দিত মতি[11] ॥ ২১০৬
চান্দো বলে [12]শোন পুত্র সুন্দর লখাই[12]।
যাত্রা করি চল [13]বাপু উজানিতে যাই[13] ॥** ২১০৭

---

১ দেবের, খ।

* ২১০১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

পুত্রের মুখ দেখিয়া কৌতুক লাগে মায়ে।
মনসার চরণে বৈদ্য বিজয়ে গুপ্তে গায়ে ॥

২ বসিলা, খ। ৩—৩ আসিল চান্দ সদাগর, খ। ৪—৪ পুরোহিত কুলের ব্রাহ্মণ, খ। ৫ চারিজন, খ। ৬ জাতি, খ। ৭—৭ দিবা বেশে সাজাইল বীর, খ। ৮—৮ সব চল ঝাটে করি, খ। ৯—৯ সকল কটক লইয়া, খ। ১০—১০ আনন্দিত মতি, খ। ১১—১১ লখাইর সঙ্গে জাইতে চলিল শীঘ্রগতি, খ। ১২—১২ আরে পুত্র প্রাণের লখিন্দর, খ। ১৩—১৩ ঝাটে উজানি নগর।

** ২১০৭ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

নানা রত্ন অলঙ্কার দিতে লাগে গায়।
যাত্রা করি লখিন্দর উজানিতে জায় ॥

বিবাহের[১] বেশে লখিন্দর উজানি করে ধাড়ি।
[২]এই কালে বল গাইন সম্ভেদ লাচারি[২] ॥ ২৭০৮

লাচারি

[৩]বাদ্য বাজে মনোহর সাজিলেক লখিন্দর
বিবাহের বেশে উজানি যায়ে[৩]।
মঙ্গল মৃদঙ্গ বাজে আনন্দিত সর্ব্ব রাজ্যে
বিচিত্র বসন দিল গায়ে ॥ ২৭০৯
বিপ্রে[৪] আশীর্ব্বাদ করে ধান্য দূর্ব্বা দিয়া শিরে
চিরঞ্জীব সাধুর কুমার।
বিবাহে কুমার লড়ে বাপের[৫] কৌতুক বাড়ে
[৬]নানামতে সাজয়ে[৬] কুমার ॥ ২৭১০
[৭]সুবর্ণ টোপর[৭] মাথে কনক অঙ্গুরি হাতে
গলে[৮] মণি মুকুতার হার।
বিরমল[৯] খাড়ু পায়ে [১০]কনকের খাড়ু তায়ে[১০]
[১১]সুবর্ণের কুণ্ডল দিল[১১] কানে ॥ ২৭১১
কস্তুরি [১২]কুমকুম ছন্দে[১২] সর্ব্বাঙ্গ [১৩]ভরিল গন্ধে[১৩]
[১৪]অঞ্জনে রঞ্জিত[১৪] দুই আঁখি।
পারিজাত পুষ্পের মালা ভরিয়া সকল গলা
সাক্ষাতে মদন হেন দেখি ॥ ২৭১২
কলার [১৫]খঞ্জন মাল[১৫] বক[১৬] ধুতুরা ভাল
দর্পন কাটারি বাম হাতে।

---

১ বিহার, খ। ২—২ সম্বেদ পড়িল ভাই বলিতে লাচারি, খ।

৩—৩ সাজিল জে বীরবর সুন্দর লখিন্দর
বিহারে উজানি রাজ্যে জায়। খ।

৪ ব্রাহ্মণে, খ। ৫ মা বাপের, খ। ৬—৬ রঙ্গে সাজাইল, খ। ৭—৭ সুবর্ণের টুপী, খ। ৮ গলায়, খ। ৯ বিরবল, খ। ১০—১০ সোনার দোহারি বায়, খ। ১১—১১ রত্নের কুণ্ডল দুই, খ। ১২—১২ চন্দন গন্ধে, খ। ১৩—১৩ লেপিত ছন্দে, খ। ১৪—১৪ অঞ্জনের অঞ্জন, খ। ১৫—১৫ মুঞ্জরি ডাল, খ। ১৬ কনক, খ।

হৃদয়ে চিন্তিয়া ছলে[১] [২]লের্থ(?) বান্ধে আঁচলে[২]
চণ্ডীর নির্মাল্য দিল মাথে[৩] ॥ ২৭১৩
বিদেশে কুমার জায়ে [৪]কাতরে চিন্তিতা[৪] মায়ে
নিকটে দাঁড়াইয়া রূপ চাহে।
যত উপদেশ জানে কহিল লখাইর[৫] কানে
দশনে দংশিল বাম পায়ে ॥ ২৭১৪
পুরান জালের কাটী বান্দিয়া লখাইর কটী[৬]
লোহার অঙ্গুরি [৭]বাম হাতে[৭]।
আনন্দিত[৮] নারীগণে সানন্দে বিজয়ে ভণে
পদ্মার চরণ লইয়া[৯] মাথে ॥ ২৭১৫

পয়ার

[১০]আউয়াসের মধ্যে রইল বীর[১০] লখিন্দর।
কটক সাজাইতে [১১]বাইরে আইল সদাগর[১১] ॥ *২৭১৬
ধর ধর [১২]বলিয়া দিল[১২] গুয়া পান।
লখাইর সঙ্গে যাইতে[১৩] কটক সাজাইয়া আন ॥ ২৭১৭
[১৪]কার্য্যেতে নিপুণ বড় বুদ্ধির সাগর[১৪]।
কটক সাজায়ে[১৫] দুই দণ্ডের ভিতর ॥ ২৭১৮
সাজ সাজ [১৬]করি শিঙ্গাতে[১৬] দিল ফুক।
হাতে অস্ত্র [১৭]করি আইল হাসন তুরুক[১৭] ॥ ২৭১৯

---

১ শম্ভু, খ। ২—২ আঁচলে বান্ধিয়া লেম্বু, খ। ৩ শিরে, খ। ৪—৪ কাতর হৃদয়, খ। ৫ পুত্রের, খ। ৬ গাঠী, খ। ৭—৭ দিল হাতে, খ। ৮ আসিল, খ। ৯ ধরি, খ। ১০—১০ আওয়াস ভিতরে রহিল খ। ১১ চান্দ হইল বাহির, খ।

* ২৭১৬ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

টঙ্গিত বার দিয়া বসিল নৃপমণি।
ডাক দিয়া আনিলেক বলাধিক করনি ॥

১২—১২ বলাধিক থাও, খ। ১৩ জাইবে, খ। ১৪—১৪ রাজকর্ম্মে বড়ই চতুর পুথর, খ। ১৫ সাজাইয়া আনে, খ। ১৬—১৬ করিয়া শিঙ্গায়, খ। ১৭—১৭ সাজিয়া আইলহাজার তুরুক, খ।

সাজন জয়ে[১] ঢোল বাজে ঘন ঘন।
হাতে পাঁজি পুথি [২]করি সাজিল[২] ব্র[া]হ্মণ ॥ ২৭২০
চল চল করিয়া শিঙ্গাতে [৩]দিল ফুক[৩]।
হাতে কোদাল করি [৪]সাজে হাড়ি লোক[৪] ॥ ২৭২১
কটকের আগে যায়ে[৫] জ্বালিয়া মশাল।
চারিশত কৈবর্ত্ত চলে মাথে করি[৬] জাল ॥ ২৭২২
তেলেঙ্গা [৭]পাইকের রাঙ্গা ধড়া[৭] সাজে।
উচ্চস্বরে [৮]নানা বাদ্য ঘন ঘন বাজে[৮] ॥ ২৭২৩
ছোট ছোট ছাওয়ালের মগর[৯] খাড়ু পায়ে।
বাপের কোলে চড়িয়া[১০] বিহা চাইতে যায়ে ॥ ২৭২৪
তেলেঙ্গা [১১]চলিতে সবে করে টালমান[১১]।
হাতে করি লইল[১২] সিকিড়া সাচান ॥ ২৭২৫
[১৩]নয়নে আন্দটী[১৩] দিল পায়ে দিল জুতা।
শতে শতে চলিয়াছে[১৪] ইসঙ্কারি কুত্তা ॥ ২৭২৬
চলিল চান্দের [১৫]সৈন্য জানাইয়া ধরণী[১৫]।
কাগজ [১৬]হাতে আসিলেক বলাধিক রুনি[১৬] ॥ ২৭২৭
সমুখে কাগজ পাতে[১৭] চান্দোর বিদ্যমান।
বলাধিক [১৮]রুনি বলে[১৮] কর অবধান ॥ ২৭২৮
সফরিয়া ঘোড়া [১৯]যত অঙ্গ[১৯] পাতল।
সোনা রুপায়ে [২০]সাজিয়াছে বড়হি[২০] উজল ॥ ২৭২৯
কপালে রুপার[২১] চান্দ গলায়ে মুক্তার ছড়া।
[২২]সাতশত চলিয়াছে[২২] পর্ব্বতিয়া ঘোড়া ॥ ২৭৩০

---

১ সাএ, ঙ। ২—২ লইল জতেক, ঙ। ৩—৩ ফুক পাড়ে, ঙ। ৪—৪ হাড়ি সব লড়ে, ঙ। ৫ চলে, ঙ। ৬ লইয়া, ঙ। ৭—৭ পাইক সবে ভাঙ্গা ধরাএ, ঙ। ৮—৮ ঢোল মৃদঙ্গ সব নানা শব্দে বাজে, ঙ। ৯ গোল, ঙ। ১০ চড়ি তারা, ঙ। ১১—১১ বলদ চলে উভা দুই কান, ঙ। ১২ লইল সবে, ঙ। ১৩—১৩ নয়ানে, ঙ। ১৪ চলিলেক, ঙ। ১৫—১৫ যুদ্ধ যুরিয়া, ঙ। ১৬—১৬ বুঝাইতে চলে বলাধিক মুনি, ঙ। ১৭ পড়ে, ঙ। ১৮—১৮ বলে চান্দ, ঙ। ১৯—১৯ চলে অঙ্গজে, ঙ। ২০—২০ সাজে দেখিতে, ঙ। ২১ মুক্তার, ঙ। ২২—২২ চৌদ্দ শত, ঙ।

পবনের বেগে [১]ঘোড়া চলে শীঘ্রগতি[১]।
[২]তিন শত চলিয়াছে মত্ত গজহাতি[২] ॥ ২৭৩১
তিন শত [৩]গর্দভ চলে লেজের আগে[৩] থোপ।
ধানকিয়া পাইক চলে বড় বড় গোপ ॥ ২৭৩২
সফরিয়া বলদ চলে [৪]বড় বড় পেট[৪]।
সাত [৫]হাজার কৃষ্ণসার নয় হাজার উট[৫] ॥ ২৭৩৩
[৬]নও শত উট চলে গোটা কত বিক[৬]।
তিন[৭] হাজার চলিয়াছে গন্ধবণিক ॥ ২৭৩৪
গন্ধবণিক সব[৮] রাজভোগে ভোলা।
কেহ হস্তীর পৃষ্ঠে [৯]চড়ে কেহ চড়ে[৯] দোলা ॥ ২৭৩৫
চৌদ্দশত চলিয়াছে কুলীন সজ্জন।
তিন শত ভাট চলে নয় শও ব্রাহ্মণ ॥ ২৭৩৬
[১০]সুন্দর পরিধান মাথে পুষ্পের ডালি[১০]।
একে চাপে চলিয়াছে নও শত মালি ॥ ২৭৩৭
তের শত ময়ূর চলে [১১]মাথে তার[১১] বোঝা।
দুই[১২] শত চলিয়াছে গারুড়িয়া ওঝা ॥ ২৭৩৮
উচ্চস্বরে কাগজ পড়ে সভার মাঝার।
[১৩]সেনিয়া চারি[১৩] চলিয়াছে সাতাইশ হাজার ॥ ২৭৩৯
চৌদ্দশত কামার চলে তের হাজার[১৪] কুরি।
দুই শত কটড়া চলে নয় শত তেলি ॥ ২৭৪০
[১৫]খণ্ড বস্ত্র পরিধান মাথায়ে তাহার[১৫] শোভা।
একে চাপে চলিয়াছে দুই[১৬] শত ধোপা ॥ ২৭৪১

১—১ চলে অতি শীঘ্র, ঙ। ২—২ সাত শত চলিয়াছে গজ মত্ত হাতি, ঙ। ৩—৩ দরবেশ নেতে বান্দে, ঙ। ৪—৪ দেখিতে সুন্দর, ঙ। ৫—৫ শত কৃষ্ণসার উট হাজার, ঙ। ৬—৬ ন হাজার উট চলে গোটা কত ডিক, ঙ। ৭ পাঁচ, ঙ। ৮— জত, ঙ। ৯—৯ চলে কেহ চলে, ঙ। ১০—১০ শুভ্র বস্ত্র পরিধান মাথাএ ফুলের ডালি, ঙ। ১১—১১ মাথাএ লৈয়া, ঙ। ১২ নও, ঙ। ১৩—১৩ নরসেনি, ঙ। ১৪ শত, ঙ। ১৫—১৫ শুভ্র বস্ত্র পরিধান মাথায়ে করে, ঙ। ১৬চৌদ্দ, ঙ।

এগার শত গোয়াল চলে তের শত হালই ।
নয় শত সুবর্ণবণিক তের শত বারই ॥ ২৭৪২
কালা কালা শরীর সব নাকের আগে রোম ।
চারি শত জালুয়া চলে তের শত ডোম ॥ * ২৭৪৩
চারি শত কুমার চলে হইয়া হরষিত ।
[1]সাধু সঙ্গে[1] চলিয়াছে শতেক নাপিত ॥ ২৭৪৪
সাত হাজার[2] নটী চলে করিয়া নানা বেশ ।
এগার [3]হাজার যোগী চলে কহিতে বিশেষ[3] ॥ ২৭৪৫
সন্ন্যাসী বৈষ্ণব চলে নর্ত্তকী সূচক ।
কান্ধে ঝুলি চলিয়াছে রাজার[4] গণক ॥ ২৭৪৬
দুই শত [5]ছুতার চলে তিন শত করাতি[5] ।
[6]তিন শত কারিকর চলে এগার শত তাঁতি[6] ॥** ২৭৪৭
চম্পকনগরের লোক রাজ ভোলে[7] ভোলা ।
[8]আড়াই হাজার[8] চলিয়াছে সোনা রূপার দোলা ॥ ২৭৪৮

* ২৭৪৩ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

দেখিতে সুন্দর সর্ব্ব গাএ রোম ।
চারি শত মাটিয়াল চলে তের শত ডোম ॥

১—১ কোছে ভাণ্ডে, খ । ২ শত, খ । ৩—৩ শত চলিয়াছে যোগী দরবেশ, খ । ৪ হাজার, খ । ৫—৫ কাঠুরা চলে তিন শত ছুতার, খ । ৬—৬ শতে শতে চলিয়াছে জতেক কামার, খ ।

** ২৭৪৭ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

তেলেথা বলদ চলে লম্বা দুই কান ।
হাতে করি লইয়াছে শিকড়া সাঁচন ॥
নয়নে আছুটা দিল পায়ে দীর্ঘ জুতা ।
শতে শতে চলিয়াছে ইষকাড়ি কুর্ত্তা ॥
দেখিয়া রাক্ষস পালায় বিক্রমে চমৎকার ।
চাইর শত মহিষ চলে তিন শত কৃষ্ণসার ॥
পালে পালে চলিয়াছে দেখি পাতাপাতি ।
নয় শত চলিয়াছে সোনারূপার ছাতি ॥

৭ কার্য্যে, খ । ৮—৮ নিরানব্বই থান, খ ।

লোক সব চলিয়াছে করে গণ্ডগোল।
আশীথান চলিয়াছে সোনার চৌদল ॥* ২৭৪৯
চম্পকনগরের লোক [১]ধনের নাহি অন্ত[১]।
সাত[২]থান চলিয়াছে সোনার পালঙ্ক ॥ ২৭৫০
উজানি নগরে যাইতে পথে[৩] [পড়ে] গাঙ্গ।
[৪]সাতথান চলিয়াছে[৪] সোনার থাল জাঙ্গ ॥ ২৭৫১
অতিবড় [৫]শব্দ গব্দ[৫] শুনি যেন বহে ঝড়।
নও শত নাইয়া[৬] চলে তের শত নর ॥ ২৭৫২
নানা[৭] শব্দে বাদ্য বাজে শুনিতে বড় রঙ্গ।
দুই শত[৮] ঢাক চলে শতেক[৯] মৃদঙ্গ ॥ ২৭৫৩
কর্ণে কিছু নহে শোনে কেবল বাদ্যের রোল।
চলিল চান্দোর সৈন্য করি গণ্ডগোল ॥ ** ২৭৫৪
চলিল যতেক[১০] সৈন্য কহন না যায়ে।
এক মুখে লেখা দিতে [১১]ছয় মাস যায়ে[১১] ॥ ২৭৫৫
সাজিল চান্দের কটক[১২] কি কহিব আর।
বিরান[ব্বই] লক্ষ চলে সত্তইর হাজার ॥ ২৭৫৬

---

* ২৭৪৯ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

নিঃশব্দে কাগজ পড়ে নাহি গণ্ডগোল।
আশীথান চলিয়াছে সোনার চৌদোল।
সাত হাজার চলিয়াছে বিঃদুত বাজীকর।
তিন শত চলিয়াছে প্রধান শ্রোতিধর ॥

১ নানা ধনে রঙ্গ, খ। ২ সত্তরি, খ। ৩ পথে নাহি, খ। ৪—৪ এক শত থান লইয়াছে, খ। ৫—৫ শব্দ, খ। ৬ কাওনি, খ। ৭ মহা, খ। ৮ হাজার, খ। ৯ হাজার, খ।

** ২৭৫৪ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

চলিল চান্দর সৈন্য করি পরিপাটী।
হাতে করিয়া আনিতে পারে উজানির মাটী ॥

১০ চান্দর, খ, গ। ১১—১১ লাগে মাস ছয়, খ, গ। ১২ সৈন্য, খ

চান্দো বলে বলাধিক বিলম্ব নাহি আর।
[১]কাগজ সহিতে[১] চল বিহা দেখিবার॥ ২৭৫৭
[২]বলাধিক সহিতে চলে[২] চান্দো সদাগর।
যাত্রা করিতে গেল[৩] পুরীর ভিতর॥ ২৭৫৮
চান্দো বলে শোন পুত্র[৪] সুন্দর লখাই।
যাত্রা [৫]করি চল বাপু[৫] উজানিতে যাই॥ ২৭৫৯
সাজিল বিবাহের[৬] লোক হইল শুভক্ষণ।
[৭]মাতা পিতা প্রণাম[৭] করে কুলের ব্রাহ্মণ॥ ২৭৬০
[৮]উজানিতে যায়ে লখাই কৌতুক হইল বড়ি[৮]।
এই কালে বল গাইন[৯] করুণা লাচারি॥ ২৭৬১

লাচারি

মায়ের ঠাই বিদায় মাগে শোনগ জননী।
বিদায় দেও যাই আমি[১০] নগর উজানি॥ ২৭৬২
মায়ে বলে শোন পুত্র বীর লখিন্দর।
উজানিতে যাবা তুমি লাগে মোর ডর॥ ২৭৬৩
পুত্রের বোলে[১১] সোনকার স্থির নহে হিয়া।
আহা পুত্র বলি পড়ে ভূমে পাছাড় খাইয়া॥ ২৭৬৪
[১২]দড় যদি যাও পুত্র নগর উজানি[১২]।
মোর মনে না লয়ে তুমি ফিরি আসিবা পুনি[১৩]॥ ২৭৬৫
[১৪]পার্ব্বতীর বর মোর মনে[১৪] জাগে।
[১৫]বিবাহের রাত্রিতে তোমারে খাইব নাগে[১৫]॥ ২৭৬৬

১—১ কটক সমেত, খ। ২—২ বলাধিকেরে সমর্পিয়া, খ, গ। ৩ জায়, খ, গ। ৪ বাকা, খ, গ। ৫—৫ করিয়া চল, খ, গ। ৬ কটক, খ, গ, ঙ। ৭—৭ বাপ মা নমস্কার করে, খ, গ। ৮—৮ উজানিরে জায় লখাই দুঃখ লাগে বড়ি, খ, গ। ৯ ভাই, খ, ঙ। ১০ মাগ, ঙ। ১১ কথাএ, ঙ। ১২—১২ জদি জাও পুত্র তুমি উজানি নগর, ঙ। ১৩ ঘর, ঙ। ১৪—১৪ পদ্মাবতীর বর মোর অন্তরেতে, ঙ। ১৫—১৫ বিবাহ রাত্রিতে তোমাএ খাবে কালি নাগে, ঙ।

কি বিদায় [১]করিব বাপু আমি[১] অভাগিনী ।
ডোয়র[২] হারাইয়া যেন ডোকরে বাঘিনি ॥ ২৭৬৭
কেহ বলে [৩]রহো রহো[৩] ফিরিয়া ঘরে আএ ।
বিবাহের রাত্রে তোরে[৪] কাল সাপে খায়ে ॥ ২৭৬৮
সমুখে যোগীনি[৫] মাগে হাতে লইয়া থাল ।
এবার উজানি গেলে [৬]না হইব[৬] ভাল ॥ ২৭৬৯
দক্ষিণে [৭]কুলির সর্পে বাহে গড়াগড়ি[৭] ।
[৮]যাত্রা কালে যাত্রা ঘট[৮] বাহে গড়াগড়ি ॥ ২৭৭০
[৯]দড় হই যাইবা পুত্র[৯] নগর উজানি ।
পথ নিরক্ষিয়া রইলাম আমি অভাগিনী ॥ * ২৭৭১
ঘোড়ার পৃষ্ঠে লখিন্দর উজানিতে যায়ে ।
মনসার চরণে বৈদ্য বিজয়ে গোপ্তে কয়ে ॥ ২৭৭২

পয়ার

বিহার বেশে [১০]চলিল কুমার লখিন্দর[১০] ।
[১১]হুড়াহুড়ি করে রাজ্য চম্পকনগর[১১] ॥ ২৭৭৩
বিজয়া নগর নামে অতি অনুপাম ।
তাহার অধিকারী আছে হরি সাধু নাম ॥ ২৭৭৪
জাতি [১২]গন্ধ বণিক্য[১২] ধনের অন্ত নাই ।
সম্বন্ধে হয় সাধুর মেসত ভাই ॥ ২৭৭৫

১—১ দিব পুত্ররে মায়, খ। ২ ডোকর, খ, গ। ৩—৩ না জাইও, খ।
৪ তোরে পাছে, খ। ৫ জুগিয়া, খ। ৬—৬ কভো নহে, খ।
৭—৭ কুলিষ সর্প বামে জায় গড়ি, খ। ৮—৮ ভাঙ্গিল যে যাত্রাঘট, খ, গ।
৯—৯ দড় হইএ বাপু, ঙ।

* ২৭৭১ সংখ্যক পদের পরে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

দিয়াএ দিলাম অরে পুত্র আসিয় সকালে ।
তোমারে দেখিলে আমার দুঃখ জায়ে দূরে ॥

১০—১০ লখিন্দর উজানিতে জাএ, ঙ। ১১—১১ ভূমিতে পড়িয়া সোনাই কান্দে দীর্ঘরাএ, ঙ। ১২—১২ গন্ধ বণিক, ঙ।

দূর দেশে তাহার সঙ্গে ঝাটে দেখা নাই।
তে কারণে ছুই ভাইর পরিচয় নাই ॥ ২৭৭৬
বিবাহের[১] বেশে লখাইর মাথে পুষ্পের ছাতি।
দেখিয়া[২] হরি সাধুর স্থির নাহি মতি ॥ ২৭৭৭
মোর আগে চলি যাও বড় আচাভুঞ[া]।
সকল কটক মিলি লব পান গুঞা ॥ ২৭৭৮
ক্রোধে আগল সাধু বিবাদে কর্কক[৩]।
শিঙ্গাতে ফুক দিয়া বলে সাজরে কটক ॥ ২৭৭৯
সাজ সাজ বলিয়া[৪] সাড়া পইল ঠাই ঠাই।
জাতে গন্ধ[৫] বণিক্য ধনের অন্ত নাই ॥ ২৭৮০
ঘোড়ায়ে চড়ি হরি সাধু ফিরে অন্তরীক্ষে[৬]।
ডাইন হাতে চোক[া] খাণ্ডা [৭]উচ্চ স্বরে[৭] ডাকে ॥ ২৭৮১
হরি সাধু বলে শোন বিহাদার[৮] ভাই।
পান স্থপরি বিনে [৯] তোমার ছাড়া নাই[৯] ॥ ২৭৮২
তর্জ্জে গর্জ্জে হরি সাধু চোক[া] খাণ্ডা হাতে।
কোপে রাঙ্গা ছুই আঁখি [১০]থর থর কাঁপে[১০] ॥ ২৭৮৩
চান্দো বলে শোন তুই সামান্ত পুরুষ।
[১১]অবোধ হরি সাধু সামান্ত মানুষ[১১] ॥ ২৭৮৪
সামান্ত পুরুষ[১২] নগর মাঝে থাকে।
ওহার প্রাণে[১৩] কি আমার কটক রাখে ॥ ২৭৮৫
ওহার চরিত্রে আমার প্রাণে লাগে কোপ[১৪]।
জন কথ মনুষ্য[১৫] লইয়া মিছা মারে লাপ ॥ ২৭৮৬
[১৬]কোন দৈবে তাহারে আজি ধরিয়াছে ছলে[১৬]।
প্রাণের ভয়ে নাহি বেটার অহঙ্কার বোলে ॥ ২৭৮৭

---

১ বিহার, ঙ। ২ দেখিয়াত, ঙ। ৩ কর্কট, ঙ। ৪ করি, ঙ। ৫ গন্ধর্ব্ব, ঙ। ৬ ঘনপাকে, ঙ। ৭—৭ ঘন ঘন, ঙ। ৮ বিহার দাড়া, ঙ। ৯—৯ পরীচএ নাহি দিলে ছাড়াছাড়ি নাই। ১০—১০ লাগিল কাঁপিতে, ঙ। ১১—১১ আমার সঙ্গেতে বুঝি রাখিবি পৌরষ, ঙ। ১২ পুরুষজন, ঙ। ১৩ প্রাণেতে, ঙ। ১৪ তাপ, ঙ। ১৫ লোক, ঙ। ১৬—১৬ আমার মনে লএ অরে ধরিয়াছে কালে, ঙ।

[1]লাভ কার্য্যে[1] চলিয়াছি উজানিত গতি।
তে কারণে [2]আমার ঠাই ওহার[2] অব্যাহতি॥ ২৭৮৮
[3]অথনে আমার কটক যদি করে[3] অঙ্গীকার।
অগ্নিতে পুরুরিয়া রাজ্য করে[4] ছারখার॥ ২৭৮৯
অবোধ[5] হরি সাধু কিছু নহে বোঝে।
[6]মাটির পুতলি লইয়া[6] মোর সঙ্গে জোঝে॥ ২৭৯০
তর্জ্জে গর্জ্জে চান্দো [7]সাত পাঁচ গণে[7]।
উচ্চস্বরে ডাকি বলে হরি সাধু শোন॥ ২৭৯১
চান্দো বলে শুন[8] অবোধ সাধু হরি।
[9]তোর প্রাণে আমার কটক রাখিতে না পারি[9]॥ ২৭৯২
হরি সাধুর চরিত্রে সুখ[10] লাগে বড়ি।
এই কালে বল ভাই সরস লাচারি॥ ২৭৯৩

লাচারি

[11]শোনরে অবোধ সাধু হরি[11]।
[12]আমার কটকে তোর কটক মারিতে পারি॥

তোর প্রাণে কি করিতে পারি[12]॥ ধুয়া॥

সর্ব্ব গুণে অনুপাম চম্পকনগর নাম
আমি চান্দ তাহার[13] অধিকারী।
আপনা কটকে ভাই উজানি নগরে যাই
তুমি [14]আমা কি করিতে পারি[14]॥ ২৭৯৪

১—১ শুভকর্ম্মে, ঙ। ২—২ উহার আয়ু হৈল, ঙ। ৩—৩ এথনেতে কটকেরে করি, ঙ। ৪ করব, ঙ। ৫ অবোধ জে, ঙ। ৬—৬ মরিবার তরে বেটা, ঙ। ৭—৭ তবে উৎপাত জে গণে, ঙ। ৮ শোন অরে, ঙ। ৯—৯ তোমার এই কটকে মোর সৈন্ধ রাখতে নারি, ঙ। ১০ চান্দের দুখ, ঙ। ১১—১১ শোন অরে অবোধ সাধু হরি। ধুয়া। ঙ।
১২—১২ আমার কটকে তোরে খেনেকে মারিতে পারে
তোর প্রাণে কি করিতে পারে। ঙ
১৩ তার, ঙ। ১৪—১৪ মোর কি করিতে পার, ঙ।

লখিন্দর মোর সুত রূপে গুণে অদভুত
কি করিতে পারে তোর প্রাণে।
তোরে বিধি হইল বাম ঘুচিল মণ্ডল নাম
[1]যে পথে[1] আসিলি বিদ্যমান ॥ ২৭৯৫
তোমার কট[ক] যত নগরিয়া জনকত
সাজিয়া আসিল যুঝিবার[2]।
মোর সৈন্য যদি ধায়ে চাপিআ মারিব পায়ে[3]
[4]অখনে পলাইয়া যাও ডরে[4] ॥ ২৭৯৬
তুমি[5] ছার শিয়াল বেটা সিংহ সনে কর ছটা
আমারে রাখিতে [6]আইলা পাজি[6]।
মোর সৈন্যের নাহি ওর নগর পুরিব তোর
[7]গাল ভাঙ্গিব[7] তোর আজি ॥ ২৭৯৭
মণ্ডলে বলে মহাশয়ে এমত[8] উচিত নয়ে
কোন কার্য্যে বল অনুচিত।
ছোট [9]জ্ঞানে আমা[9]লেখ [10]আপোনারে বড় দেখ[10]
যুঝিলে সে ছোটবড় দেখি[11] ॥ ২৭৯৮
ক্রোধ করি নাহি ফল [12]আপনার ঘরে[12] চল
বিবাদ করিলে হবে .ক।
হরি সাধু যত বলে হাসে চান্দো কুতূহলে
সানন্দে বিজয়ে গোপ্তে রচে[13] ॥ ২৭৯৯

পয়ার

চান্দে বলে [14]দেখ ভাই গুয়া[14] পান।
সভা মধ্যে কর দেখি গুয়ার বাখান ॥ ২৮০০

১—১ জেন রূপ, ঙ। ২ বুঝিবারে, ঙ। ৩ তাএ, ঙ। ৪—৪ তখনে পলাএ জাবি ডরে, ঙ। ৫ আমি, ঙ। ৬—৬ আইস পাজি, ঙ। ৭—৭ দর্প ভাঙ্গিবে, ঙ। ৮ এত কথা, ঙ। ৯—৯ বলি মোর, ঙ। ১০—১০ আপনে আপনা দেখ, ঙ। ১১ বুঝি, ঙ। ১২—১২ আপনা ঘরেতে, ঙ। ১৩ গাএ, ঙ। ১৪—১৪ দিব ভাই গুয়া আর, ঙ।

যদি সে করিতে পার গুয়ার বাথান।
সুবর্ণের বাটা ভরি দিব গুয়া পান ॥ ২৮০১
যদি না করিতে [পার] গুয়ার বাথান।
[1]হারি সমান করি[1] কাটিব ছুই কান ॥ ২৮০২
সহজে পণ্ডিত সাধু [2]বোঝে মনের[2] আশা।
ছুই জনে হইলেক [3]সোসর সম্ভাষা[3] ॥ ২৮০৩
বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া বল লাচারির গীত ॥ ২৮০৪

লাচারি

চান্দোর সাক্ষাত জোড় করি হাত
ধর্ম্ম বরে কহি[4] কথা।
[5]সভা বিগ্নমান গুয়ার বাথান[5]
পূর্ব্বে উপজিল যথা ॥ ২৮০৫
পা[তা]ল ভুবনে [6]বলিরাজা শ্রমে[6]
[7]কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির রাজা[7]।
[8]ভক্তি করি মনে শ্রীকৃষ্ণ চরণে
সবে করে তার পূজা[8] ॥ ২৮০৬
এক দ্রব্য চাহি তিন দ্রব্য পাই
সকল হইলা মিলন।
গুয়া আনি[লা] দৈবকী বালা
আদা হরিদ্রা বলা ॥* ২৮০৭

১—১ হাটী সম করিয়া, ঙ। ২—২ বুজিলেক, ঙ। ৩—৩ সমান সম্ভাসা, ঙ। ৪ কহে, খ, গ। ৫—৫ গুয়ার বাথান সভার বিগ্নমান, খ, গ। ৬—৬ বলি রাজার আশ্রমে, খ, গ। ৭—৭ কৌতুকে গেলেন নন্দবালা, খ, গ।
৮—৮ কাঁচা হরিদ্রা ফল পাতি লেম্বু বড় ভাল
আর মর্ত্তমান কলা। খ।

* ২৮০৭ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

শ্রীকৃষ্ণ আনিল [1]যুধিষ্ঠির রূপিল[1]
[2]গুয়া ফলিল কৃষ্ণের বরে[2] ।
[3]শোন সাধু চন্দ্রধর বিলম্ব নাহি কর
এই কহিল গুয়ার বাখান[3] ॥ ২৮০৮
... ... ।
বিজয়ে গোপ্তে ভণে মনসার চরণে
কৌতুকে শোন সভাকার ॥* ২৮০৯

পয়ার

চান্দো [4]হরি সাধু হইল হরষিত[4] ।
শুনিয়া [5]সর্ব্ব লোক হইল আনন্দিত[5] ॥ ২৮১০
[6]শুনিয়া সাধুর মুখে[6] গুয়ার বাখান ।
স্নবর্ণের বাটা ভরি দিল গুয়া পান ॥ ২৮১১
তুই দণ্ড আছে মাত্র সাহের বানিয়ার বাড়ি ।
মুক্তাসার [7]এড়ি যায়ে সাহের বাঞ্চার বাড়ি[7] ॥ ২৮১২
বিহার বর সাজি আইবে[8] সন্ধ্যা যায়ে দূর ।
বড় কোলহল হইল সাহের অন্তঃপুর ॥ ২৮১৩
ধনে জনে সাহে আছে প্রধান বণিক ।
চান্দো হতে হস্তী ঘোড়া আছএ[9] অধিক ॥ ২৭১৪

১—১ অর্জ্জুন উপজিলা, গ । ২—২ দিনে দিনে প্রচার ভুবনে, খ, গ ।
৩—৩ ২৮০৮ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই ।
* ২৮০৯ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
পূর্ব্ব জন্মের ফলে জন্ম হইল ক্ষিতিতলে
অতি বড় প্রিয় তিনজনা ।
বীর গুয়া দিয়া হাতে চলিল উজানি পথে
সানন্দে বিজয় গুপ্তে গায় ।
৪—৪ হরিষ হৈল অতি আনন্দিত, ঙ । ৫—৫ সকল লোক হৈল হরষিত, ঙ
৬—৬ জানিয়া জে চান্দ সাধু, ঙ । ৭—৭ এড়িয়া উজানি করে ধারি, ঙ । ৮ আইল, ঙ । ৯ আছে তার, ঙ ।

✓চান্দো হতে সাহে বানিয়া ধনে নাহি টোটে।
পিপীলিকার ফৈজ যেন সাহের কটক উঠে[১] ॥ ২৮১৫
দুই কটকে যদি হইল বোলচাল।
দুই সাগরের জল [২]যেন হইল মিশাল[২] ॥ ২৮১৬
আর [৩]নারী হতে সুমিত্রা বুদ্ধিমান[৩]।
✓দিবাভাগে [৪]বেউলারে করায়ে মঙ্গল স্নান[৪] ॥ ২৮১৭
যেন মতে লখাইরে মঙ্গল স্নান করাইল।
সুমিত্রায়ে বেউলার স্নান তেমতি করিল ॥* ২৮১৮
নিকটে আসিল বর দেখি বেউলার মায়ে।
নানা [৫]অলঙ্কার দিল বেউলার গায়ে[৫] ॥ ২৮১৯
ঘোড়ার পৃষ্ঠে লখিন্দর আছে চান্দের বেটা।
হরি সাধু আদি আইল সাহের পুত্ত[৬]বেটা ॥ ২৮২০
সারি দিয়া বসিল[৭] লখাইর ডাইন ভাগে।
নানা কথা পরিপাটী কহিবার লাগে ॥ ২৮২১
দেশের অধিকারী [৮]চান্দো ধনের নিশঙ্ক[৮]।
মাঝ ঘাটায়ে কাটিল[৯] সাত গা[ছি] অঙ্ক ॥ ২৮২২
[১০]মামায়ে ভাগিনায়ে জুড়িয়া[১০] দিল হাল।
মাথার উপরে দিল[১১] পুরান জোয়াল ॥ ২৮২৩
সুমিত্রার [১২]যত জ্ঞান সবে[১২] বলে সাচ।
উভা করি বান্ধিল কলা দুই গাছ ॥ ২৮২৪
বাকল ফেলাইয়া সিদ্ধ করিলেক কলা।
সকল গায়ে হানিল মুরিয়া[১৩] পীছার সল[া] ॥ ২৮২৫

---

১ ছোটে, ঙ। ২—২ হৈল জেন মিলান, ঙ। ৩—৩ হতে সুমিত্রাও চতুর আপন, ঙ। ৪—৪ করে বেউলার স্নান মঙ্গল, ঙ।

* ২৮১৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৫—৫ অলঙ্কারে রাণী বেউলারে সাজাএ, ঙ। ৬ পুত্র, ঙ। ৭ বৈসে, ঙ। ৮—৮ সাহে ধনের নাহি শঙ্ক, ঙ। ৯ কাটে, ঙ। ১০—১০ মামা ভাগিনাএ মিলি জুড়ি, ঙ। ১১ বান্ধে, ঙ। ১২—১২ ভাল বুদ্ধি লোকে, ঙ। ১৩ পুরান, ঙ।

পুত্র হতে [১]সুমিত্রায়ে কন্যারে করে দয়া[১]।
[২]গোমুণ্ড দুই শিঙ্গ এড়িল কুপিয়া[২] ॥ ২৮২৬
গোময়ে মৃত্তিকা দিয়া উকারে ঠাই ঠাই।
[৩]যেইখানে বসিবেন[৩] বেউলার জামাই ॥ ২৮২৭
ডাইন ভিতে বট পাতা [৪]কেওয়া বাম ভিতে[৪]।
[৫]চারিধারে কলাগাছ রুপিল তাহাতে[৫] ॥ ২৮২৮
পঞ্চশব্দে বাদ্য[৬] বাজে চারি পাশে।
হরিষ হইয়া লখাই চলিল আউয়াসে ॥ ২৮২৯
সাহের পুত্র হরি সাধু বিচারে পণ্ডিত।
ঘোড়া হইতে লখিন্দর লামাইল[৭] ভূমিত ॥ ২৮৩০
আগে [৮]যায়ে চন্দ্রধর মধ্যে[৮] লখাই।
বাম ভিতে হরি সাধু দক্ষিণে[৯] সোমাই ॥ ২৮৩১
লখিন্দর সঙ্গে লোক চলে [১০]থর থর[১০]।
সত্বরে চলিল লোক [১১]আউয়াস ভিতর[১১] ॥ ২৮৩২
দেখিয়া সাহের লোকে হাতে লইল ছাট।
পুরীর মধ্যে যাইতে [১২]ভেজাইল কপাট[১২] ॥ ২৮৩৩
গজ গমনে [১৩]চলে লখাই[১৩] হরি সাধু দেখে।
সাত গাছি [১৪]অঙ্গ ডেয়াইল[১৪] একে একে ॥ ২৮৩৪
হরি সাধুর উপরোধ এড়ান না যায়ে।
সাত গাছ কাছনা [১৫]ছোয়াইল দুই[১৫] পায়ে ॥ ২৮৩৫
বাম ভিতে দেখে[১৬] জুড়িয়াছে হাল।
মাথার উপরে দেখে পুরান জোয়াল ॥ ২৮৩৬

১—১ সোনকার কন্যার বড় স্নেহ, ঙ। ২—২ নানা মতে করে ঠিক নাহি দেখে কেহ, ঙ। ৩—৩ জেখানে বসিবেক, ঙ। ৪—৪ বাম ভিতে কেওা, ঙ। ৫—৫ চারিভিতে গাড়িলেক চারিগোটা গুয়া, ঙ। ৬ নানা বাদ্য, ঙ। ৭ লামিল, ঙ। ৮—৮ আগে চন্দ্রধর মধ্যেতে, ঙ। ৯ ডাইনে, ঙ। ১০—১০ থরে থরে, ঙ। ১১—১১ পুরীর ভিতরে, ঙ। ১২—১২ ভেজায়ে ধরে বাট, ঙ। ১৩—১৩ লখাই, ঙ। ১৪—১৪ অঙ্গ ছোয়াএ, ঙ। ১৫—১৫ ছোয়াএ বাম, ঙ। ১৬ দেখে লখাই, ঙ।

লখিন্দর কোপ করে হরি সাধু হাসে[১]।
হরি সাধু হাতে ধরি আসিল[২] আউয়াসে ॥ ২৮৩৭
সুমিত্রার ঘর[৩] নামে উদুয়ে তারা।
সেইখানে দাঁড়াইল বিবাহের ধারা[৪] ॥ ২৮৩৮
গঙ্গাধর নাম আর সোমাই পণ্ডিত।
দুই কুলের পুরোহিত [৫]বসিল দুই[৫] ভিত ॥ ২৮৩৯
উত্তর [৬]মুখ হইয়া বৈসে সাহে[৬] সদাগর।
পূর্ব্ব [৭]মুখ হইয়া বৈসে[৭] চান্দের কোয়র ॥ ২৮৪০
[৮]নম সাধু ভবানাস্তাং[৮] বলিল সদাগর।
[৯]সাস্থ মাসে বলিল[৯] তবে চান্দের কোয়র ॥ ২৮৪১
অর্চ্চ[য়ি]স্যাম ভবাস্তং সদাগরে বলে।
অশ্চয়ঃ বলিল লখাই মন কুতুহলে ॥* ২৮৪২
পাদ্য অর্ঘ আচমনি গন্ধ[১০] চন্দন।
ফল তাম্বূল বস্ত্র নানাবিধ ধন ॥ ২৮৪৩
গঙ্গাধরে [১১]বাক্য পড়ায়ে[১১] সোমাই ধরে তর্ক।
পাদ্য আচমনি দিল আর মধুপর্ক ॥ ২৮৪৪
শাস্ত্রে আছে যত[১২] পড়াইল সকল।
জামাই বরিয়া সাহে মন কুতূহল ॥ ২৮৪৫
দুই পাশে নারীগণ দাঁড়াইছে সারি সারি।
[১৩]সুমিত্রায়ে বরিতে আইল লইয়া কুলনারী[১৩] ॥ ২৮৪৬
কেহর হাতে ধান্য দূর্ব্বা কেহর হাতে ঘট।
আই[য়]গণ লইয়া আইল জামাইর নিকট ॥ ২৮৪৭

---

১ দেখে, ঙ। ২ সামাইল, ঙ। ৩ ঘরখানি, ঙ। ৪ দাড়া, ঙ।
৫—৫ বসিলা এক, ঙ। ৬—৬ মুখী হইয়া বসিলা, ঙ। ৭—৭ মুখী হইয়া বসিল, ঙ। ৮—৮ নমো সাধু ভবার্ণব, ঙ। ৯—৯ সাধ্যে মন্ত্র বলে, ঙ।
* ২৮৪২ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
১০ সুগন্ধি, ঙ। ১১—১১ মন্ত্র পড়ে, ঙ। ১২ জত কথা, ঙ।
১৩—১৩ সুমিত্রার ভিতে আইল জত পুরনারী, ঙ।

বিবাহের দিন জামাই ছুঁইতে দোষ নাই।
হাস্থ কৌতুকে বরেন বেউলার জামাই ॥ ২৮৪৮
[১]বর বরে সুমিত্রায়ে দেখিতে[১] বড় ভাল।
লাচারি প্রবন্ধে গীত[২] বল এই কাল ॥ ২৮৪৯

লাচারি

মঙ্গল রাগ

[৩]আগ আই[য়] চল যাই লখাইতে বরিতে[৩] ॥ ধুয়া ॥

মধুর মৃদঙ্গ বাজে বরণে সুমিত্রা সাজে
পট্টবস্ত্রে ঢাকিয়া শরীর।
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করি যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী
আইয়গণ চলে ধীরে ধীরে ॥ ২৮৫০
[৪]কমলা বিমলা সতী সঙ্গে প্রভা ভানুমতী
তারারতি রোহিণী রুক্মি[ণী][৪]।
[৫]সারদা বরদা[৫] বামা চন্দ্ররেখা সত্যভামা
চৌদ্দ আইয় চলিল[৬] ব্রাহ্মণী ॥ ২৮৫১
বল্লভা পুত্রের বামা নীলাবতী মনোরমা
তথা আইল রূপ বিদ্যাধরী।
যশা বরদা জাম্বুবতী ভবানী শিবানী রতি
চন্দ্ররেখা আর ভানুমতী ॥* ২৮৫২
[৭]আনন্দা সোনন্দা মেধা মাধবী মালতী রাধা
তরলা সরলা চলে আর[৭]।

১—১ বরণ করে সুমিত্রায়ে দেখি, ঙ। ২ ভাই, ঙ। ৩—৩ আরম্ভ ধান্ত দুর্ব্বাএ বরিয় লখাইরে। ধুয়া। ঙ। ৪—৪ ২৮৫১ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই। ৫—৫ কৌশল্যা কুমারী, ঙ। ৬ আসিল, ঙ।

* ২৮৫২ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৭—৭ ২৮৫৩ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই। কিন্তু (খ) ও (গ) পুঁথিতে এই লাচারি অংশের কিছু পরিবর্ত্তিত বর্ণনা আছে।

[১]যত আইয়[১] আইল ঠানে কেবা কার[২] নাম জানে
বরণ বরিতে দিল সাড়া[৩] ॥ ২৮৫৩

... ... ।

পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে
শুনিয়া কৌতুক সভাজন ॥ ২৮৫৪

পয়ার

নারীগণ [৪]কোলাহল বড় কুতূহল[৪] ।
[৫]লখাইর নয়ানে সুমিত্রায়ে দিলেন কাজল[৫] ॥ ২৮৫৫
আর নারী হতে সুমিত্রায়ে বরণ জানে[৬] ভাল ।
সর্ব্বাঙ্গ জোখিয়া লইল সুতা সাতনাল ॥ ২৮৫৬
নেতের [৭]আড় দিয়া চাহে যত[৭] আইয়গণ ।
[৮]সনমান নারিকেল জল[৮] দিল ততক্ষণ ॥২৮৫৭
বিবাহের কালে হইল বরণের তাড়া[৯] ।
হাতে ধরি কপালে [১০]ছোঁয়াইল আইয় সরা[১০] ॥ ২৮৫৮
জামাই বরিতে সুমিত্রা হইল[১১] লজ্জিত ।
লখাইর মাথার ছত্র লামাইল ভূমিত ॥ ২৮৫৯
[১২]লখাইর মুখ দেখি[১২] সুন্দর সুঠাম ।
সামান্ত [১৩]আইয়গণ ফুটিল[১৩] কামবাণ ॥ ২৮৬০
এক আইয় আইল তাহার নাম রাধা ।
ঘরের স্বামী আছে[১৪] পোসনিয়া গাধা ॥ ২৮৬১
আর এক আইয়া আইল তাহার নাম রই[১৫] ।
সকল মাথায়ে আছে তাহার চুল গাছ দুই ॥ ২৮৬২

১—১ আইয় জত, ঙ। ২ কত, ঙ। ৩ সারা, ঙ। ৪—৪ কুতূহল করে কোলাহল, ঙ। ৫—৫ সুমিত্রা লখাইরে দিল নয়ানে কাজল, ঙ। ৬ বরে, ঙ। ৭—৭ আগে থাকিয়া চাহিছে, ঙ। ৮—৮ সনমানিয়া নারিকেল, ঙ। ৯ তড়া, ঙ। ১০—১০ ছোয়াএ কুলা সরা, ঙ। ১১ বড়হি, ঙ ১২—১২ লখিন্দরের রূপ, ঙ। ১৩—১৩ সব আইয়গনের ফুটে, ঙ। ১৪ আছে তার, ঙ। ১৫ রুই, ঙ।

আর এক আইয় আইল[১] তাহার নাম সরু।
গোয়াইল[২] ঘরে ধুয়া দিতে খোপা খাইল গরু ॥ ২৮৬৩
আর এক আইয় আইল তাহার নাম নীলা।
সকল মাথায়ে চুল নাই ঘাড়ে ঘসে গিলা ॥ ২৮৬৪
আর এক আইয় আইল তার নাম রুই[৩]।
গালের মধ্যে আটে [৪]খুদ ঘনস হাজার[৪] দুই ॥ ২৮৬৫
আর এক আইয় আসিল তাহার নাম রূপাই।
দুই গাল চরুয়া তার মুখের উদ্দেশ নাই ॥ ২৮৬৬
আর এক আইয় [৫]আসিল তাহা[র][৫] না[ম] চূয়া।
ঘর হতে বাহির হইতে মাথে ঠেকে টোয়া ॥ ২৮৬৭
আর [৬]আইয় আসিল বলে মিথজি[৬] আমি।
ঘরের বাহির না হয়ে [৭]না মরে মোর[৭] স্বামী ॥ ২৮৬৮
না মরে না জিয়ে কেবল [৮]সদা করে কোপ[৮]।
সকল [৯]শরীরে নাহি[৯] লখাইর গায়ে[র] রূপ ॥ ২৮৬৯
তাহারে দেখিয়া মোর[১০] গায়ে লাগে সলি।
লখাইর পায়ে কাটিয়া তাহারে দেই বলি ॥ ২৮৭০
এ [১১]স্বামী কাজ নাই দেশে মাগি[১১] খাই।
মাগিয়া খাইতে আমি লখাইর দেশে যাই ॥ ২৮৭১
[১২]মাগিয়া খাই যদি তবু[১২] মোর সুখ।
[১৩]অনুক্ষণ দেখিব আমি[১৩] লখাইর চন্দ্রমুখ ॥ ২৮৭২
আর আইয় বলে[১৪] চিত্তে হেন বাসি।
পাট [১৫]বস্ত্র হইয়া লখাইরে পরশি[১৫] ॥ ২৮৭৩

১ আসিল, ঙ। ২ গরু, ঙ। ৩ রুই, ঙ। ৪—৪ তার খুদ পুরা, ঙ। ৫—৫ আইল তার, ঙ। ৬—৬ এক আইয় আসি বলে মিছাজিয়া, ঙ। ৭—৭ অভাগিনীর, ঙ। ৮—৮ করে দুপদুপ, ঙ। ৯—৯ গায়ে নাহি তার, ঙ। ১০ আমার, ঙ। ১১—১১ স্বামীতে কাজ নাই দেশে মাইগে, ঙ। ১২—১২ সেই দেশে মাগিয়া খাই তাহা, ঙ। ১৩—১৩ সর্ব্বক্ষণ দেখিব, ঙ। ১৪ বলে মোর, ঙ। ১৫—১৫ কাপড় হএ লখাই পরিতে ভালবাসি, ঙ।

শীতল জল [১]হইলে লখাই বাটা ভরি খাব[১] ।
[২]মস্ত পাকা কলা হয়ে বাকল ফালাইয়া পীব[২] ॥ ২৮৭৪
নয়ন ভরিয়া আমি লখাইর রূপ চাই ।
নরম আউক হয়ে [৩]লখাইরে চাবাই [৩]॥ ২৮৭৫
এখন[৪] লখাই যদি চাহে মোর ভিতে ।
দুর্গারে [৫]ছাগল দিব পূজিব এক চিত্তে[৫] ॥ ২৮৭৬
হেন মতে আইয়গণ করে হুড়া[হু]ড়ি ।
মদনে মোহিত হইয়া আইল এক বুড়ি ॥ ২৮৭৭
এক বুড়ি [৬]আইল তথা[৬] হাতে লইয়া লড়ি ।
উভা ঝুটা [৭]মাথায়ে বোলয়ে দরবুড়ি[৭] ॥ ২৮৭৮
[৮]আর বুড়ি বলে বড় বুড়া তুই[৮] ।
হের দেখ [৯]মাথায়ে আছে চুল গাছ দুই[৯] ॥ ২৮৭৯
[১০]আরে যুবক আমারে বলে বুড়ি[১০] ।
আমি বুড়া হতে কি আরের মাথা মুড়ি ॥ ২৮৮০
বুড়ার [১১]বয়েসে পা[১১] করে ঢস মস ।
পাকনা [১২]জামিরে যেন উপাধিক[১২] রস ॥ ২৮৮১
ঘরের স্বামীর ভাত মুই বিনা কাজে খাম ।
হেন করিতে পারিম লখাই না লয়ে বেউলার নাম ॥ ২৮৮২
দিন কথ থাকে[১৩] যদি উজানির রাজ্যে ।
আঁখির চারে নিতে পা[ি]র কলা বনের মাঠে[১৪] ॥ ২৮৮৩
[শু]নাইয়া যদি [১৫]কথা কহো মল খাইব[১৫] কানে ।
মুই যেমন[১৬] যুবতী লখাইর মনে[১৬] জানে ॥ ২৮৮৪

১—১ হএ লখাই ঝারি ভরি পিয়ম, ঙ। ২—২ মর্ত্তমান কলা হএ বাকল সমেত গিলম, ঙ। ৩—৩ লখাই দন্তেতে চাবাই, ঙ। ৪ এমতে, ঙ। ৫—৫ ছাগা সব দিয়া পূজি নানা মতে, ঙ। ৬—৬ আইলেক, ঙ। ৭—৭ বন্দিলেক এত বড় বুড়ি, ঙ। ৮—৮ জে মোরে বলিবে বুড়ি তার মুখে দেম ছাই, ঙ। ৯—৯ মোর মাথাএ কাচা চুল নাই, ঙ। ১০—১০ জেই জন জুবকেতে বলে মোরে বুড়ি, ঙ। ১১—১১ আসপাস জেমন, ঙ। ১২—১২ জামিরের মধ্যে উপজিল, ঙ। ১৩ থাকি, ঙ। ১৪ মাঝে, ঙ। ১৫—১৫ কহি লখিন্দরের, ঙ। ১৬—১৬ কেমন যুবতী লখাই ভাল, ঙ।

বিজয়ে গোপ্তে স্তুতি করে মনসার পায়ে।
কামবাণে আইয়গণ গড়াগড়ি যায়ে ॥ ২৮৮৫

বুড়িল আপনে আপনা হুড়াহুড়ি ॥ ধুয়া ॥

কি ছার পামর দেশ বায়ুর আগে পাকে কেশ
তে কারণে লোকে বলে বুড়ি।
[১]বিস্তর তাম্বূল ভোগে দশন পড়িল রোগে
না জানিয়া লোকে বলে বুড়ি[১] ॥ ২৮৮৬
বিষম বায়ুর দোষে দিনে দিনে রক্ত শোষে
তে কারণে [২]চর্ম্ম হইল[২] দড়ি।
[৩]কে মোরে বলে বুড়ি[৩] ধরিয়া মারম[৪] কিল কুড়ি
চোপাড়ে চাপড়ে ভাঙ্গম গাল ॥ ২৮৮৭
পাকাইয়া মাথার চুলে [৫]ঠমকা মারিয়া বলে[৫]
কামবাণে হইয়া হতাশ[৬]।
ঘাড় গুজা বুড়ি বলে সাধ[৭] নাহি গণ্ডগোলে
আপনা আপোনাকে[ন] বুঝি[৮] ॥ ২৮৮৮
যদি পাম সরস[৯] বোল লখাইরে ধরিয়া দেম কোল
তবে সে মনের দুখ ঘোচে।
কহিতে নাহিক স্বর[১০] কতবা বয়েস মোর
বিধি মোরে হইল নিদারুণ ॥ ২৮৮৯
যদি পাম লখাইর[১১] বালা ভুঞ্জি কিছু রতি কলা
তবে বোঝে[১২] বুড়ি কি তরুণ।
বুড়িরে ধরিল রসে পাকা চুলে কালি ঘসে
[১৩]জলে নামিয়া গাও ডলে[১৩] ॥ ২৮৯০

১—১ ২৮৮৬ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
২—২ লোকের চর্ম্ম, ঙ। ৩—৩ জে বলে আমারে বুড়ি, ঙ। ৪ দিব, ঙ।
৫—৫ জত কালি দিয়া তোলে, ঙ। ৬ হতাস, ঙ। ৭ কাজ, ঙ। ৮ যুগী, ঙ।
৯ সরল, ঙ। ১০ ওর, ঙ। ১১ লখিন্দর, ঙ। ১২ বুজি, ঙ।
১৩—১৩ চলে লামি ঘুচাএ গাএর মএলা, ঙ।

হাঁড়ি পাতিলের কালি কিছু না রাখিল বুড়ি
কামবাণে করে হুড়াহুড়ি।
পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে
[১]শুনিয়া হাসে[১] সর্ব্বজন ॥ ২৮৯১

পয়ার

সানন্দিত সর্ব্বজন সাহের[২] আউয়াসে।
পঞ্চস্বরে[৩] নানা বাদ্য বাজে চারি পাশে ॥ ২৮৯২
ভেউর মৃদঙ্গ বাজে আর বাজে ঢোল।
দেবতার পুরীতে লাগিল বাদ্যের রোল ॥* ২৮৯৩
চান্দোর পুত্রের বিবাহ[৪] হরিষ বিশেষে।
দিব্য রথে চড়ি দেব[৫] বিহা চাইতে আইসে ॥ ২৮৯৪
ধন্য ধন্য [৬]লখিন্দর চান্দোর নন্দন[৬]।
[৭]যাহার বিহা চাইতে আইসে দেবগণ[৭] ॥ ২৮৯৫
বিহা চাইতে [৮]দেবগণ আনন্দে[৮] যায়ে।
বিজয়ে গোপ্তে [৯]স্তুতি করে[৯] মনসার পায়ে ॥ ২৮৯৬
রথে চড়ি দেবগণ উজানি করে ধাবি।
এই কাল্লে বল গাইন[১০] সম্বেদ লাচারি ॥ ২৮৯৭

লাচারি

নানা বাদ্য মনোহর বিহা করে লখিন্দর
চাহিতে আসিল দেবগণ।
[১১]চলিলা যে[১১] প্রজাপতি সর্ব্ব দেব সঙ্গতি[১২]
আইসে দেব সানন্দ হৃদয়ে ॥ ২৮৯৮

১—১ হুনিয়া হাসএ, ঙ। ২ সাধুর, ঙ। ৩ শব্দে, ঙ।
* ২৮৯৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, ঙ পুঁথিতে নাই।
৪ বিহা হএ, ঙ। ৫ দেবী, ঙ। ৬—৬ চান্দের পুত্র বীর লখিন্দর, ঙ।
৭—৭ বিহা চাইতে সর্ব্বদেব আসিল সত্বর, ঙ। ৮—৮ লখিন্দরের সর্ব্ব দেব, ঙ।
৯—৯ রচে পুথী, ঙ। ১০ ভাই, ঙ। ১১—১১ চলিলেক, ঙ। ১২ সংহতি, ঙ।

শঙ্খ চক্র গদা হাতে গোবিন্দ গরুড় রথে
ডাইনে বায়ে লক্ষ্মী সরস্বতী।
নয়ানে আনল জলে বলদে শঙ্কর চলে
গলায়ে বিকট হাড়ের মালা ॥ ২৮৯৯
দিব্য বেশ নারী[1] সাজে মগরে বরণ সাজে[2]
সব[3] দেব করে এক মেলা।
মুষিক[4] বাহনে গতি [5]আগে চলে[5] গণপতি
সিন্দূরে মুণ্ডিত স্থূলকায়ে[6] ॥ ২৯০০
হরিণে পবন ধায়ে আপনে[7] আনল যায়ে
সপ্ত ঘোড়া রথে দিবাকর।
মউরে কার্ত্তিক চড়ে[8] [9]বামাগতি মনোহরে[9]
[10]পুষ্পরথে চলে[10] ধনেশ্বর ॥ ২৯০১
বিদ্যাধরী নাচয়ে[11] গন্ধর্ব্বো গীত গায়ে
কোটী [12]দেব করিয়া সঙ্গতি[12]।
পারিজাত পুষ্পের মালা ভরিয়া সকল গলা
ঐরাবতে চলে সুরপতি ॥ ২৯০২
[13]কৌতুকে গগন পথে যত দেব আইল রথে
অন্তরীক্ষে পাতিল চাতর[13]।
দেখিয়া লখাইর ঠান একদৃষ্টে করে ধ্যান
ধন্য ধন্য চান্দোর নন্দন ॥ ২৯০৩
আজ্ঞা দিল দেবরাজে [14]গগনে ধুমধুমি বাজে[14]
অন্তরীক্ষে পুষ্প বরিষণ।

---

১ করি, ঙ। ২ রাজে, ঙ। ৩ সর্ব্ব, ঙ। ৪ মুষক, ঙ। ৫—৫ সভার আগে, খ, গ, ৬ স্থূলকায়, গ। ৭ ছাগলে, খ, গ। ৮ লড়ে, খ। ৯—৯ মহিষে সমন চরে, খ, গ। ১০—১০ মনুষ্য বাহনে, খ, গ। ১১ নাচে গায়, খ। ১২—১২ কোটী দেবতা সহিত, খ।

১৩—১৩ জত দেব আসিলা রথে রহিল গগন পথে
অন্তরিক্ষে পাতিয়া চাতুরি। খ।

১৪—১৪ আকাশে বাজনা বাজে, খ।

পদ্মাবতী দরশনে[১] সানন্দে বিজয়ে ভণে
[২]শুনিয়া কৌতুক সর্বজন[২] ॥ ২৯০৪

কেহ হাসে কেহ [৩]গায়ে কেহ আনন্দিত[৩] ।
শুনিয়া চঞ্চল হইল মনসার চিত ॥ ২৯০৫
নেতা [৪]বলি ডাকিলেন[৪] বিষহরি আই ।
রথ [৫]সাজাও নেতা[৫] বিহা চাইতে যাই ॥ ২৯০৬
ছোট [৬]কাল হইতে বেউলা হএ মোর[৬] দাসী ।
তাহার [৭]বিহা না দেখিলে[৭] বড় দুখ বাসি ॥ ২৯০৭
বিহা চাইতে পদ্মা উজানি করে ধাবি ।
এই কালে বল ভাই সংবাদ লাচারি ॥ ২৯০৮

লাচারি

নেতাগ চল উজানি রাজ্যে যাই ।
... ... ।
সঘন [৮]বাদ্যের ঠান[৮] তোলপাল করে প্রাণ[৯]
বিহা করে সুন্দর লখাই ॥ ২৯০৯
[১০]শুনগ রজক[১০] ঝি [১১]তোরে বা বলিব কি[১১]
বেউলা [১২]আমার যেমন[১২] দাসী ।
শিশু [১৩]হতে আমা[১৩] পূজে আজু [১৪]তাহার বিহার[১৪] কাজে
না গেলে প্রাণে দুখ বাসি ॥ ২৯১০
ত্রিদশ কোটী দেবগণ হইয়া সানন্দ মন
সাজিয়া চাহিতে আইল বিহা ।

---

১ পরশনে, খ, গ । ২—২ জাহারে সদয় নারায়ণ খ, গ । ৩—৩ নাচে কেহ গাএ গীত । ৪—৪ নেতা বলি ডাকে । ৫—৫ সাজাইয়া আন । ৬—৬ হতে বেউলা হএ আমার যে । ৭—৭ বিহাএ না গেলেত । ৮—৮ মৃদঙ্গের ধ্বনি, খ, গ । ৯ প্রাণি, খ । ১০—১০ শুনল রজকের খ, গ । ১১—১১ তুমি বা না জান কি, খ, গ । ১২—১২ মোর সহজে হয়, খ । ১৩—১৩ কাল হতে, খ, গ । ১৪—১৪ তার বিহা, খ ।

ঝাটে রথ সাজাও চাই বিবাহ চাহিতে যাই
ধরাইতে নারি আমার হিয়া ॥* ২৯১১
নেতা বোলে বিষহরি[1] [2]কিসের চাতুরি করি[2]
তোমার বিষম দুষ্ট মায়া।
[3]মুই বিনা জানম সার কপট না কর আর[3]
তোমার দাসীরে যত মাঞা ॥ ২৯১২
চান্দোর পুত্রের বিহা তোমার বিষম[4] হিয়া
[5]সেই কার্য্যে উজানিতে যাই[5]।
তুমি উজানিত গেলে কি জানি প্রমাদ ফলে
[6]হেন কার্য্যে যায়ে[6] কোন জন ॥ ২৯১৩
ব্রহ্মা নারায়ণ হর ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর
কুবের বরুণ হুতাশন।
কর জোড়ে বোলম তোমা একবার কর ক্ষেমা
কৌতুক দেখুক দেবগণ॥ * * ২৯১৪
নেতার [7]বাক্যে মনে লয়ে[7] [8]হাসি বলে মনসায়ে[8]
[9]কোন কার্য্যে[9] বল হেন বোল।
আমি উজানিত গেলে[10] [11]বিহা চাহিব দেব মেলে[11]
এহাতে কিসের গণ্ডগোল ॥ ২৯১৫
শুনিয়া পদ্মার কথা খলখলি[12] হাসে নেতা
[13]সাধু সাধু মনসা কুমারী[13]।

---

* ২৯১১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১ পদ্মাবতী, খ। ২—২ কত না চাতুরি মতি, খ। ৩—৩ কপট না কর আর মুই কিনা জানি সার, খ। ৪ বিরস, খ। ৫—৫ যে কারণে উজানিতে মন, খ, গ। ৬—৬ এনা কর্ম্মে জাবে, খ।

* * ২৯১৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

৭—৭ বাক্য ভয়, খ, গ। ৮—৮ হাসেন মনসা মায়, খ। ৯—৯ না বুঝিয়া, খ, গ। ১০ জাব, খ, গ। ১১—১১ দেব মেলে বিহা চাব, খ, গ। ১২ কৌতুকে, গ। ১৩—১৩ কত ছল কর বিষহরি, গ।

পদ্মাবতী দরশনে[1] সানন্দে বিজয়ে ভণে
[2]যাহারে সদয় নারায়ণ[2] ॥ ২৯১৬

* * * *।

হরি হরি নেতা বলে মনসাতে কহি চলে
বেউলার করিয় উপকার ॥* ২৯১৭

পয়ার

মা মনসা শিবের ঝি তোমারে রাখিতে নরে ঝাটে
চড় যাইয়া রথে।

নেতা বলে পদ্মাবতী কহি তোমার ঠাই।
[3]রথ সাজাইবার যাব নাগ কিছু নাই[3] ॥ ২৯১৮
কেবা বুঝিতে পারে পদ্মার পরিপাটী।
ডাক দিয়া আনে দেবী[4] নাগ উনকুটী ॥ ২৯১৯
পদ্মা বলে নেতা [তুমি] [5]হও সাবধান[5]।
এই সর্প দিয়া[6] সাজাও রথ খান ॥ ২৯২০
[7]একে নেতা আর পদ্মার[7] আজ্ঞা পায়ে।
পদ্মার সাক্ষাতে নেতা রথ[8] সাজায়ে ॥ ২৯২১
[9]নেতা রথ সাজায়ে দেখিতে[9] সুন্দর।
নাগরথে পদ্মাবতী চলিল[10] সত্বর ॥ ২৯২২
পরিপট্ট[11] সাড়ি কটীতে তক্ষক।
হৃদয়ে[12] কণ্ঠমালা নাগ কুরুবক ॥ ২৯২৩
কাচলিয়া পরে দেবী আড়িয়াল বেকা।
পাণ্ডু নাগে তার তোরল[13] শঙ্খনাগে শাঁখা ॥ ২৯২৪

---

১ পরশনে, গ। ২—২ রথ সাজাও রজক কুমারী, গ।
* ২৯১৭ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ), (গ) ও (ঙ) পুঁথিতে নাই।
৩—৩ নাগ রথ সাজাইতে একটা সর্প নাই, ঙ। ৪ পদ্মা, ঙ। ৫—৫ হইল সন্নিধান, ঙ। ৬ দিয়া তুমি, ঙ। ৭—৭ একেত ধোপাঝি নেতা আর, ঙ। ৮ রথখান, ঙ। ৯—৯ নেতাএ জে রথ সাজাএ দে, ঙ। ১০ উঠিল, ঙ। ১১ পরিধান পাট, ঙ। ১২ হৃদএতে, ঙ। ১৩ তোর, ঙ।

[1]কালি নাগে দিল কজ্জলের রেখা[1]।
[2]গামভুর গম্ভুর নাগে ধ্বজের পতাকা[2] ॥ ২৯২৫
বড় বড় নাগগণ শোভে[3] বরাবরি।
উদয়কালে মহাকাল রথের বড়াবড়ি[4] ॥ ২৯২৬
বিহা চাইতে পদ্মাবতী উজানি করে ধারি।
এই কালে বল গাইন সন্তেদ লাচারি ॥ ২৯২৭

লাচারি

ধনি ধনি সুবদনী চলিল শিবনন্দিনী
[5]সর্ব্ব গায়ে[5] নাগ আভরণ পরিধান পাটের থনি।
[6]দেখসি লখাইর বিয়া কেন বিরস তোমার হিয়া
ত্বরিতে চল তোমরা দেখি গিয়া লখাই বেউলারি বিয়া[6] ॥ ২৯২৮
ধরিয়া নেতার হাতে [7]চড়িল দিব্য[7] রথে
কোটী কোটী নাগে [8]ধরিল জোগান চলিয়া[8] আকাশ পথে।
রথ বায়ুর গতি চলে মিলিল[9] দেবের মেলে
সর্ব্ব দেবে বলে [10]মনসা আসিলে[10]কি জানি প্রমাদ ফলে ॥ ২৯২৯
হাসিয়া বলেন চণ্ডী কৌতুকে না হইয় পাষণ্ডী
[11]সর্ব্ব দেবগণে বিহা চাইতে আইল বেউলারে না করিয় কাচারাড়ি[11]।
[12]অতি আনন্দিত চিত্তে রহিলা আকাশ পথে
মায়ের বচন করিলা বন্দন কহিলা সেই পথে[12] ॥ ২৯৩০
... ...।

১—১ কালিয়া নাগে দিল দেবী অঞ্জনে কাজল, ঙ। ২—২ আর জত নাগ সব দেখে কুতুহল, ঙ। ৩ ভোবে, ঙ। ৪ চাকা ধরি, ঙ। ৫—৫ সকল শরীরে, খ।

৬—৬ পদ্মা করে সম্বিধান নেতা সাজাইয়া আন
মুখে বস্ত্র দিয়া হাসেন মনসা দেখিয়া রথের ঠান ॥ খ।

৭—৭ উঠিল নাগ, খ। ৮—৮ জোগান ধরিল চলিল, খ। ৯ সামাইল, খ।
১০—১০ মনসা আসিল, খ।
১১—১১ দেবগণে যাবৎ বিবাহ চায় বেউলারে না করিও রাভি, খ, গ।
১২—১২ চান্দের পুত্রের বিয়া মনসার বিরস হিয়া
বাপ সতমায়ের চরণ বন্দিয়া নাগরথে রহিল গিয়া। খ।

বিজয়ে গোপ্তে কয়   হেনহি সময়ে

মনসার কৃপায় আকাশে উদিত চন্দ্র ॥* ২৯৩১

পয়ার

বেলা অবসান[১] হইল গোধূলি সময়ে।

নানা বাদ্যে হুলাহুলি[২] করে জয়ে জয়ে ॥ ২৯৩২

বিচিত্র আসনে[৩] বৈসাইয়া বেউলারে।

[৪]বন্ধুগণে চলি যায়ে আনিতে বাহিরে[৪] ॥ ২৯৩৩

সকলে ধরিয়া করে ঘরের বাহির।

উর্দ্ধমুখী হইয়া বেউলা তাহে হইলা স্থির ॥** ২৯৩৪

লখাই বেউলার বিহা [৫]সর্ব্ব লোক সুখী[৫]।

[৬]অঙ্গুষ্ঠ ঘুচাইয়া ধরিল মুখামুখি[৬] ॥ ২৯৩৫

উচ্চস্বরে নানা বাদ্য বাজে ঘন ঘন।

শুভক্ষণে [৭]লখাই বেউলার হইল দরশন[৭] ॥ ২৯৩৬

এক দৃষ্টে [৮]লখাই বেউলারে[৮] নেহালে।

পূর্ণিমার চন্দ্র হেন [৯]গগনে উথলে[৯] ॥ ২৯৩৭

বেউলার মুখ [১০]দেখি লখা[ই] কুতূহল[১০]।

প্রভাত সময়ে যেন ফুটিল[১১] কমল ॥ ২৯৩৮

লখাই বেউলার বিহা[১২] সর্ব্ব লোকে চায়ে।

লাচারি [১৩]প্রবন্ধে বোল[১৩] এইত সময়ে ॥ ২৯৩৯

---

* ২৯৩১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বিজয় গুপ্তের সুছন্দ   রচিল লাচারি ছন্দ

বেলা অবশেষে গোধূলি সময় আকাশে উঠিল চন্দ্র।

১ অবশেষ, ঙ। ২ মনোহর, ঙ। ৩ আসন মধ্যে, ঙ। ৪—৪ চারিজনে পিড়ি ধরি সভাতে আনিলা, ঙ।

** ২৯৩৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৫—৫ সব হরষিত, ঙ। ৬—৬ সকল আইয়গণ আসি দাড়াএ চারিভিত, ঙ। ৭—৭ লখাই বেউলার হৈল শুভ দরশন, ঙ। ৮—৮ বিপুলায়ে লখাইরে, ঙ। ৯—৯ গগন মণ্ডলে, ঙ। ১০—১০ দেখিয়া কৌতুক হইল, ঙ। ১১ ফুটিছে, ঙ। ১২ বিহা হএ, ঙ। ১৩—১৩ বলিতে তাই, ঙ।

লাচারি। মঙ্গল রাগ

[১]ধনি জয়ে জয়ে ॥ ধুয়া ॥
লখাই বেউলার শুভ দরশন[১] ॥

[২]হইল বিবাহের বেলা সাজাইয়া আনে বেউলা
সর্ব্ব লোকে দেয়ে জয় ধ্বনি[২] ।
দেখিতে[৩] বেউলার ছান্দ আকাশে উদয়ে[৪] চান্দ
পশ্চিমে নামিল দিনমণি[৫] ॥ ২৯৪০
আনন্দ[৬] হৃদয়ে সাহে একদৃষ্টে বেউলা চাহে
লখাই বেউলা পুষ্পের ছায়নি ।
লোকে দেখি বলে যত[৭] সুন্দর চান্দোর সুত[৮]
রূপে [৯]গুণে বেউলা নহে ক্ষীণ[৯] ॥ ২৯৪১
বিহার নিত বেউলা জানে সাতবার সাবধানে[১০]
স্বামীর পায়ে [১১]হইল প্রদক্ষিণ[১১] ।
আসিতে শিখাইল মায়ে [১২]প্রণমিয় স্বামীর[১২] পায়ে
সাতবার ভক্তি সাবধানে[১৩] ॥ ২৯৪২
[১৪]হাতে দর্পণ করি লাল সুতা হাতে করি
নয়ানে কাজল দিল ঠানে[১৪] ।
লোকে দেখি বলে ভালা আনন্দিত হইল বেউলা
চণ্ডী পুথি ছোঁয়াইল[১৫] কপালে ॥ ২৯৪৩
হাতেত[১৬] লইয়া পান করিলেক প্রণাম
[১৭]হস্ত লেপ[১৭] দিল বুকে পৃষ্ঠে ।

১—১ ধুয়ার পদটি অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।
২—২ ২৯৪০ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।
৩ দেখিয়া, ঙ । ৪ উদিত, ঙ । ৫ দিবাকর, ঙ । ৬ সানন্দ, ঙ । ৭ ভালা, ঙ । ৮ বালা, ঙ । ৯—৯ কুলে বেউলা নহে হীন, ঙ । ১০ প্রদক্ষিণে, ঙ । ১১—১১ নামিল মাথা, ঙ । ১২—১২ প্রাণ করিএ জামাইর, ঙ । ১৩ করি মনে, ঙ ।
১৪—১৪ ২৯৪৩ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।
১৫ ছোঁয়াএ, ঙ । ১৬ হস্তে, ঙ । ১৭—১৭ আগুলেখা, ঙ ।

সুন্দরী বেউলার বিয়া ছুইটি অঙ্গুলি দিয়া
বাটুল সরুসা নিয়া ফলাইল ॥ ২৯৪৪
লোকে দেখিল ভালা সুন্দর চান্দের বালা
নানা পুষ্প খিটে মনোরঙ্গে।
* * * * ॥* ২৯৪৫
সর্ব্ব লোকে বলে জয়ে আনন্দিত[১] চান্দো চায়ে
কুতুহলে চাহে দেবগণ ॥
পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে
যাহারে সদয় নারায়ণ ॥ ২৯৪৬

পয়ার

[২]অশুভ নিকটে আইলে নানা দৈব লাগে[২]।
পদ্মার দৃষ্টে লখিন্দরের [৩]মাথা ছ[ত্র]য়ে ভাগে[৩] ॥ ২৯৪৭
[৪]ঝড় নাহি বাতাস নাহি লোকের বিধিত[৪]।
মাথার [৫]ছ[ত্র]য়ে কেন[৫] ভাঙ্গে আচম্বিত ॥ ২৯৪৮
আহাকার করে লোকে[৬] মনে বড় দুখ।
মাথায়ে হাত দিয়া চাহে উজানির লোক ॥ ২৯৪৯
চান্দো [৭]সাহের হরিষ[৭] নাহি বোলচাল।
বিহার কালে ছত্রভঙ্গ বড়হি জঞ্জাল ॥ ২৯৫০
ঘরে[৮] থাকি সুমিত্রায়ে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
বিহার কালে ছত্রভঙ্গ কর্ম্ম হইল[৯] নাশ ॥ ২৯৫১
অন্তরীক্ষে দেবগণে করে আহাকার।
বিহার কালে ছত্রভঙ্গ না [১০]দেখিছি আর[১০] ॥ ২৯৫২

---

* ২৯৪৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

১ সানন্দেতে, ঙ। ২—২ লখিন্দরের বিহা হএ দেখিতেছে রঙ্গে, ঙ। ৩—৩ মাথার ছত্র ভাঙ্গে, ঙ। ৪—৪ ঝড় নাহি বাউ নাহি লোক চারিভিত, ঙ। ৫—৫ ছত্র কেন লখাইর, ঙ। ৬ সবে, ঙ। ৭—৭ সাহে বিষাদিত, ঙ। ৮ ষরে, ঙ। ৯ হএ, ঙ। ১০—১০ হইবেক ভাল, ঙ।

হাসিয়া বলেন তবে দেবী মহামাই।
এ সব জিজ্ঞাসা কর মনসার ঠাই ॥ ২৯৫৩
দেবীর বচনে দেব হাসিলা বিস্তর।
আর কেহ না রহিল সমি গেল ঘর ॥* ২৯৫৪
আহিরাজ নামে সর্প জানে সর্ব্বজনা।
সাতাইশ যোজন ধরে সেই সর্পের ফণা ॥ ২৯৫৫
আপন [১]কার্জ সাধিবার[১] পদ্মা ভাল জানে।
নিশব্দে পদ্মাবতী ডাক দিয়া আনে ॥ ২৯৫৬
ফণা [২]সারিয়া সাপ আসি[২] পাতাপাতি।
কহিতে লাগিল তবে[৩] দেবী পদ্মাবতী ॥ ২৯৫৭
ধর ধর নাগ তুমি[৪] খাও গুয়া পান।
কপটে হরিয়া আন লখাইর[৫] প্রাণ ॥ ২৯৫৮
মনসার এত যদি পাইল আরতি।
লখিন্দরের মাথায়ে ধরে[৬] নাগ ছাতি ॥ ২৯৫৯
বিধাতার নির্ব্বন্ধ [৭]কভু নাহি[৭] লড়ে।
মাথার উপর নাগছত্র লখাইর দৃষ্টি পড়ে ॥ ২৯৬০
সর্প শঙ্কা বড় সোনকার পো।
সর্প সর্প বলিয়া লখাই হইল মো ॥** ২৯৬১
বেউলা বলেন বিধি মোরে কি করিল।
পাটের[৮] উপরে কেন প্রভুএ ডালিলা ॥ ২৯৬২

---

* ২৯৫৩-২৯৫৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ভ) পুঁথিতে নাই।

১—১ কার্য্য সাধিতে, ভ। ২—২ পসারিয়া নাগ আসে, ভ। ৩ তারে, ভ। ৪ রাজ, ভ। ৫ লখিন্দরের, ভ। ৬ ধরিল, ভ। ৭—৭ জাহা কভু, ভ।

** ২৯৬১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ভ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

মাথার উপর নাগছত্র নাহি দেখে কেহ।
দৃষ্টিমাত্র লখিন্দরের হইলেক মোহ।

৮ পাটারের, ভ।

ডরাইয় নারে প্রভু ডারাইয় না ॥ ধুয়া ॥
[১]পুষ্পের ছায়নি কর হিয়া[১] ॥ ধুয়া ॥
কেবা বুঝিতে পারে মনসার মায়া।
[২]নাগছত্রে মনসা লখাইরে করে ছায়া[২] ॥ ২৯৬৩
যে থাকে নির্ব্বন্ধ কথা কভু নহে লড়ে।
মাথায়ে নাগছত্র লখাইর দৃষ্টি পড়ে ॥ ২৯৬৪
সর্প সর্প বলি লখাই ডাকে বিপরীত।
সর্প সর্প বলি লখাই মূর্চ্ছিত ॥* ২৯৬৫
[৩]সর্প নহিরে প্রভু চন্দ্রের যে ছায়া[৩]।
সর্প [৪]নহেরে প্রভু শঙ্খের দেখ[৪] ছায়া ॥ ২৯৬৬
সর্প নহেরে প্রভু বস্ত্রের ছায়া।
সর্প নহেরে প্রভু পুষ্পের ছায়া ॥** ২৯৬৭
[৫]মহাবিষ সর্পের[৫] দেখিয়া নিকটে।
মোহ গেল লখিন্দর প্রাণ নাহি ঘটে ॥ ২৯৬৮
ছায়া মণ্ডবের তলে থুইল লখাই।
বিজয় [৬]গোপ্তে বলে[৬] রাখ বিষহরি আই ॥ ২৯৬৯
[৭]লখিন্দর মোহ গেল[৭] দুঃখ লাগে বড়ি।
[৮]চান্দোর বিলাপে বল[৮] করুণা লাচারি ॥ ২৯৭০

লাচারি

বিদেশে হারাইলাম পুত্র রে ॥ ধুয়া ॥
পুত্র কোলে করি [৯]কান্দে চান্দ সদাগর[৯]।

১—১ পুষ্পের ছায়নি, ড। ২—২ সবে দেখে লখিন্দর পড়িছে ঢলিয়া, ড।
* ২৯৬৪-২৯৬৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ড) পুঁথিতে নাই।
৩—৩ বেউলা বলে আরে প্রভু না বুঝি এ মাঞা, ড। ৪—৪ নহে অরে প্রভু শঙ্খের জে, ড।
** ২৯৬৭ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ড) পুঁথিতে নাই।
৫—৫ বিষম সর্প, ড। ৬—৬ গোপ্তের, ড। ৭—৭ পুত্র মোহ গেল চান্দের, ড। ৮—৮ এই কালে বল গাইন, ড। ৯—৯ চান্দ কান্দে নিরন্তর

[১]আর না যাইব আমি চম্পক নগর[১] ॥ ২৯৭১
এক [২]মন হইয়া মুই পূজিলাম হর গৌরী[২] ।
[৩]না করিলাম অপবাদ না করিলাম চুরি[৩] ॥ ২৯৭২
ছয় পুত্র [৪]খাইয়া আমি না বসিলাম[৪] দুঃখ ।
[৫]লখাইর মরণে মোর ফাটি[৫] যায়ে বুক ॥ ২৯৭৩
নিভিল মনের অগ্নি সেই হইল দুনা ।
আজি হইতে [৬]সোনকার সংসার হইল[৬] উনা ॥ ২৯৭৪
গরল বাহিয়া লখাইর পড়ে সর্ব্ব গায়ে ।
শুনিয়া কান্দিয়া মরিব তোমার মায়ে ॥* ২৯৭৫
কান্দিয়া মরে সোনাই তোরে বিদায় দিয়া ।
প্রাণে মরিব সোনাই তোমার বার্ত্তা পাইয়া ॥** ২৯৭৬
[৭]হেন রত্ন আনিয়া মুই কারে[৭] দিলাম ডালি ।
[৮]কেবা মোরে দিল গালি পুত্র শোকি বলি[৮] ॥ ২৯৭৭
বিহার বেশে সাজিয়া আইল পুত্র বিচিত্র বেশে ।
ফিরিয়া না গেলা পুত্র চম্পকের দেশে ॥ ২৯৭৮
কর্ণে কুণ্ডল দিব আমি হাতেতে তোড়ল ।
দেশে দেশে মাগিয়া খাব আমি পৃথিবী উপর ॥† ২৯৭৯
চম্পকের ধন জ[ন] আনলে পুরিয়া ।
আজি মরিব [৯]চান্দো পুত্র শোকি হইয়া[৯] ॥ ২৯৮০

১—১ ২৯৭১ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।

২—২ মনে পূজিলাম দেব মহেশ্বর ৩—৩ ২৯৭২ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই । ৪—৪ খাইলাম মুই না ভাবিলাম ৫—৫ তোমার মরণে মোর চিরা । ৬—৬ চান্দের বংশ হইলেক ।

* ২৯৭৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।

** ২৯৭৬ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

তোমারে বিদাএ দিয়া মরিব কান্দিয়া ।
আপনে মরিবে সোনাই তোমার বার্ত্তা পাইয়া ॥

৭—৭ কাহার রত্ন মুই সাগরে ৮—৮ পু[ত্র] শোকি বলি মোরে কেবা দিল গালি ।

† ২৯৭৮-২৯৭৯ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।

৯—৯ আমি গরল খাইয়া, ঙ ।

বিজয়ে গোপ্তে বলে [১]গাইন না কর[১] বিষাদ।
[২]আপনার মুখ দোষে ফলিল[২] প্রমাদ ॥ ২৯৮১
পুত্র শোকে[৩] চান্দো হইয়া বিকল।
মনে মনে ভাবে বেউলা কি হবে কুফল ॥ ২৯৮২
সাত পাঁচ ভাবি বেউলা স্থির করে চিত্ত[৪]।
মনসার [৫]পুরীতে বেউলা চলিলা ত্বরিত[৫] ॥ ২৯৮৩
মোহ গেল লখিন্দর হুড়াহুড়ি লোকে।
তথা হতে গেলা বেউলা কেহ নাহি দেখে ॥ ২৯৮৪
শোকে বেয়াকুলি বেউলা [৬]চলে তরাতরি[৬]।
ত্বরিত গমনে গেলা মনসার পুরী ॥ ২৯৮৫
কাহার শকতি [৭]আছে বোঝে দৈবদশা[৭]।
[৮]দ্বারে আসিল[৮] বেউলা জানিল মনসা ॥ ২৯৮৬
পদ্মা বলে নাগগণ শোন মোর কথা।
গাও ভাল নাহি [৯]বাসি হইল[৯] মাথা ব্যথা ॥ ২৯৮৭
মাথা ব্যথা হইল মোর গাও না বাসি ভাল।
ভালমন্দ কথা শুনিতে বিশাল ॥* ২৯৮৮
[১০]সাবধানে রাখ[১০] গিয়া মোর দ্বার পাশে।
নিদ্রা কালে পুরী মাঝে কেহো[১১] না আইসে ॥ ২৯৮৯
পদ্মার বচনে নাগ [১২]হাসে খলখলি[১২]।
[১৩]মাঝারে রহিয়া তারা[১৩] দ্বারে দিল খিলি ॥ ২৯৯০
[১৪]হাতাতালি[১৪] দিয়া নাগ সুখে নিদ্রা যায়ে।
বাহিরে[১৫] থাকিয়া বে[উ]লা ডাকে উচ্চরায়ে ॥ ২৯৯১

১—১ চান্দ না ভাব, ঙ। ২—২ মুখ দোষে ঘটিয়াছে এতেক, ঙ। ৩ শোকে কান্দে, ঙ। ৪ মতি, ঙ। ৫ পুরে বেউলা চলে শীঘ্রগতি, ঙ। ৬—৬ জাএ শীঘ্র করি, ঙ। ৭—৭ বোঝে দেবের দুরদশা, ঙ। ৮—৮ পুরীতে আসিতে, ঙ। ৯—৯ মোর হৈছে।

* ২৯৮৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

১০—১০ সাবধানে থাক, ঙ। ১১ কেহ জে[ন], ঙ। ১২—১২ করে কিল বিল, ঙ। ১৩—১৩ মধ্যে থাকিয়া নাগ, ঙ। ১৪—১৪ হাতাহাতি, ঙ। ১৫ দ্বারে, ঙ।

বেউলা বলে কোন নাগ দ্বারের পসরি।
আমি অভাগিনী নারী[১] সাহের কুমারী ॥ ২৯৯২
ভিন্ন জন নহে আমি মনসার দাসী।
দ্বার মেলিয়া[২] দেও পুরী মধ্যে আসি ॥ ২৯৯৩
বেউলার বচন শুনি নাহি[৩] করে রাও।
[৪]টান মান করে[৪] বেউলা দ্বারে মারে ঘাও ॥ ২৯৯৪
ধামু [৫]বলে বেউলা যার[৫] সেবা কর নিত্য।
এত কালে না বুঝিলি মনসার চিত্ত ॥ ২৯৯৫
এত কাল আইস যাও [৬]না থাকে[৬] কোন জনা।
মনেতে অনেক সন্দে দ্বার হইছে মানা ॥ ২৯৯৬
[৭]নেতা[র] সনে আছেন [দেবি] নাহি অন্য[৭] জন।
আজি পদ্মার সনে [৮]না হবে[৮] দরশন ॥ ২৯৯৭
বেউলা বলে তোমরা কহ পদ্মার ঠাই।
দ্বার [৯]মানা হইল যদি[৯] আমি ঘরে যাই ॥ ২৯৯৮
শিবের সেবক বাপু আমি তার ঝি।
না করিব পদ্মার পূজা[১০] আমার হবে কি ॥ ২৯৯৯
বেউলার [১১]বচনে ধামু[১১] করেন মন্ত্রণা।
নিদ্রা কালে পদ্মারে জাগাবে কোন জনা ॥ ৩০০০
ছোট হইতে বেউলা [১২]সেবা করে[১২] ভাল।
হেন বেউলা [১৩]ফিরি গেলে না হইব ভাল[১৩] ॥ ৩০০১
[১৪]মুই জানম মনসার বেউলারে[১৪] দয়া আছে।
[১৫]বেউলা ঘরে গেলে দোষ আছে[১৫] পাছে ॥ ৩০০২

---

১ বেউলা, ঙ ২ খসাইয়া, ঙ। ৩ কেহ না, ঙ। ৪—৪ টান দিয়া, ঙ। ৫—৫ নাগ বলে বেউলা, ঙ। ৬—৬ রাখে, ঙ। ৭—৭ নেতার সনে আছে পদ্মা নাহি কোন, ঙ। ৮—৮ তোমার নাহি, ঙ। ৯—৯ জদি হৈছে মানা, ঙ। ১০ সেবা, ঙ। ১১—১১ বচন শুনি, ঙ। ১২—১২ পদ্মার দাসী, ঙ। ১৩—১৩ ঘরে গেলে হইবে জঞ্জাল, ঙ। ১৪—১৪ আমি জানি বেউলার প্রতি পদ্মার, ঙ। ১৫—১৫ হেন বেউলা ঘরে গেলে প্রমাদ হবে, ঙ।

ধামু [১]বলে নাগ[১] তোমরা থাক এথা।
[২]পদ্মার সাক্ষাতে গিয়া কহি এই কথা[২] ॥ ৩০০৩
রত্নময় সিংহাসনে[৩] আছে বিষহরি।
[৪]প্রণাম করিয়া বলে[৪] ধামু নাগ দ্বারী ॥ ৩০০৪
ধামু [৫]বলে পদ্মাবতী কর অবধান[৫]।
দ্বারে [৬]থাকিয়া বেউলা করে টানমান[৬] ॥ ৩০০৫
যতেক বিহার বেশ সব [৭]শব্দ বায়ে[৭]।
তোমা দেখা না [৮]পাইলে কোপে ঘরে যায়ে[৮] ॥ ৩০০৬
উপজিল [৯]যত কথা[৯] কহিল ঠাকেঠাকে।
জানিয়া বিধান কর যেন মনে[১০] দেখে ॥ ৩০০৭
প্রকারে প্রবন্ধে ধামু [১১]কহিল গুপ্ত[১১] কথা।
[১২]পদ্মাবতী রাও না করে কোপে কহে[১২] নেতা ॥ ৩০০৮
নেতা বলে পদ্মাবতী তোর[১৩] দুষ্ট মতি।
তোর[১৪] সেবা করি বেউলার এতেক দুর্গতি ॥ ৩০০৯
চান্দোর বাদ উদ্ধারিতে শিবে [১৫]দিল উষা[১৫]।
মর্ত্ত্য লোকে আনি [১৬]তারে কৈলা হেন দশা[১৬] ॥ ৩০১০
মোর বোলে[১৭] পদ্মাবতী কর অ[ব]ধান।
কোপে বেউলা ঘরে যায় ডাক দি[য়া] আন ॥ ৩০১১
[১৮]ছায়নিতে মৈল[১৮] লখাই প্রাণ রাখ তার।
তুষিয়া বেউলারে[১৯] পাঠাও একবার ॥ ৩০১২

১—১ নাগে বলে, ভ। ২—২ পদ্মাবতীর তরে গিয়া কহি আমি কথা, ভ। ৩ খাটে বসি, ভ। ৪—৪ সমুখে দাঁড়াএ কহে, ভ। ৫—৫ নাগ বলে পদ্মা শোন দিয়া মন, ভ। ৬—৬ আসিয়াছে বেউলা করি নিবেদন, ভ। ৭—৭ আছে গাএ, ভ। ৮—৮ পাইয়া ফিরি ঘরে জাএ, ভ। ৯—৯ কথা জত, ভ। ১০ চিত্তে, ভ। ১১—১১ কহে জত, ভ। ১২—১২ পদ্মা বাও নাহি করে কোপে জ্বলে, ভ। ১৩ তোমার, ভ। ১৪ তোমার, ভ। ১৫—১৫ উষা দিল, ভ। ১৬—১৬ তার হেন দশা হৈল, ভ। ১৭ কথা, ভ। ১৮—১৮ ছায়নি মণ্ডবে, ভ। ১৯ বেউলারে ঘরে, ভ।

নেতার বচনে পদ্মা নেওটিল হিয়া।
হাতসানে বলে পদ্মা বেউলারে আন গিয়া ॥* ৩০১৩
মনসার বচনে [১]ধামুর লাগে[১] সুখ।
[২]আস্তে বেস্তে[২] ধাইয়া গেল বেউলার সমুখ ॥ ৩০১৪
ধামু বলে বেউলা সাধিলাম তোর[৩] কাজ।
পদ্মাবতীর[৪] আজ্ঞা হইছে চল পুরীর মাঝ ॥ ৩০১৫
এতেক [৫]বলিয়া ধামু কপাট[৫] করে দূর।
[৬]লড়ে লড়ে ধাইয়া যায়[৬] মনসার পুর ॥ ৩০১৬
মাথায় [৭]কাপোড় দিয়া পদ্মা ঘুম[৭] যায়ে।
নিকটে থাকিয়া বেউলা বলে[৮] উচ্চরায়ে ॥ ৩০১৭
বেউলা বলে হরি হরি গোপাল গোবিন্দ।
দেবকন্যা হইয়া তুমি সাজে যাও নিন্দ ॥** ৩০১৮
তোমার নিকটে কি নাহি ভাল জনা।
সন্ধ্যা কালে নিদ্রা জাইতে [৯]না করিল[৯] মানা ॥৩০১৯
বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন [১০]কৌতুক হইল[১০] বড়ি।
[১১]বেউলার করুণায় বল করুণা লাচারি[১১] ॥ ৩০২০

লাচারি

আমার প্রভু বিষে জর জর তনু ॥ ধুয়া ॥
তোমার হাতে প্রভুর মরণ
মুই জানম ভাল মতে।

---

* ৩০১৩ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
নেতার বচন শুনি কহে পদ্মাবতী।
ডাক দিয়া বেউলারে আনে শীঘ্রগতি।

১—১ ধামু বড় হৈল, ঙ। ২—২ লড়ে লড়ে, ঙ। ৩ তোমার, ঙ। ৪ মনসার, ঙ। ৫—৫ শুনিয়া ধামু দ্বার, ঙ। ৬—৬ আস্তে আস্তে গেলা বেউলা, ঙ। ৭—৭ বস্ত্র দিয়া পদ্মা সুখে নিদ্রা, ঙ। ৮ ডাকে, ঙ।

** ৩০১৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৯—৯ কেহ না করে, ঙ। ১০—১০ দুঃখ লাগে, ঙ। ১১—১১ এই কালে বল ভাই সম্বেদ লাচারি, ঙ।

যে মতি লয়ে চিত্তে তেমতি করিয়
প্রভু যাউক উজানিতে ॥ ৩০২১
ভালসে মরিলা আমার প্রভু
বিষে জর জর তনু ।
দেব পুরোহিতে যতনে আনিয়া
এক্ষণে হইলা নিদারুণ ॥ ৩০২২
শিশু হতে পূজি তোমার চরণ
কেন করিলা বিপরীত ।
তোমার চরণে মুই কি বলিব
বারেক বেউলার কর হিত ॥ ৩০২৩
ছায়ানতে প্রভুর মরণ
বাপু কান্দে উচ্চরায়ে ।
এত দুঃখ দিয়া তমো নাহি ক্ষেমা
তোমার কঠিন হৃদয়ে ॥ ৩০২৪
দেবপুরে ছিলাম শিবের সেবক
মর্ত্ত্যে আনিলা কি কারণ ।
মর্ত্ত্য লোকে আবি হেন করিলা
তবু তোমার বিরস বদন ॥ ৩০২৫
দেবতার সাক্ষাতে সত্য করিলা
আমারে না দিবা দুঃখ ।
কপটে হরিলা প্রভুর জীবন
ভাবিতে চিরা যায়ে বুক ॥* ৩০২৬
দেবী[১] বিষহরি শিবের[২] কুমারী
তিলেক [৩]দয়া নাহি তোমা[৩] ।
কর জোড়ে তোমা[৪] [৫]করম স্তুতি[৫]
[৬]একবার কর ক্ষমা[৬] ॥ ৩০২৭

---

* ৩০২১-৩০২৬ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ), (গ) ও (ঙ) পুঁথিতে নাই ।

১ তুমি দেবী, ঙ । ২ শিবের ঝে, ঙ । ৩—৩ বেদনা নাহি তোমার, ঙ । ৪ কহম তোমা, ঙ । ৫—৫ এইবার কর ক্ষেমা, ঙ । ৬—৬ আমি তোমার হই নিজ দাসী, ঙ ।

বিজয়ে[১] গোপ্তে ভণে মনসার চরণে[২]
দয়া কর পদ্মাবতী[৩]।
[৪]বেউলার হতে হবে বাদের উদ্ধার
ফিরাইয়া দেও এহার পতি ॥[৪] ৩০২৮

পয়ার

বেউলার বচনে [৫]নেতা হাসে খলখলি[৫]।
এত দুখ পায়ে তমো না ছাড়ে ছটবটী[৬] ॥ ৩০২৯
কর জোড়ে বলে বেউলা হইয়া বিকল।
সেবক [৭]ভাঁড়িতে তুমি এত পাত[৭] ছল ॥ ৩০৩০
কোন [৮]অপরাধ করিলাম আমি[৮] তোমার ঠাই।
[৯]যোগ্য ফল দিলা মোরে[৯] বিষহরি আই ॥ ৩০৩১
এত কালে না বুঝিলাম [১০]দুখের পরিপাটী[১০]।
[১১]দুখ কালে কর দয়া পাছে মার ঝাটী[১১] ॥ ৩০৩২
তোমার চরণে আমি হস্ত [১২]করম জোড়[১২]।
নিদ্রা হতে পদ্মাবতী [১৩]গাও দিলা মোড়[১৩] ॥ ৩০৩৩
কহিল বর দিলা মোরে[১৪] আইজ মনে নাই।
চম্পকনগরে গিয়া দংশিবা লখাই ॥ ৩০৩৪
মহাদেবের কন্যা হইয়া স্থির নাহি বোল।
বিহার [১৫]কালে কর কেন[১৫] এত গণ্ডগোল ॥ ৩০৩৫
চৈতন্য পাইয়া পদ্মা বৈসে এক ভিত।
প্রণাম করিয়া বেউলা পড়িলা[১৬] ভূমিত ॥ ৩০৩৬

---

১ কবি বিজএ, ঙ। ২ শ্রীচরণে, ঙ। ৩ দেবী পদ্মাবতী, ঙ।
৪—৪ শোন অগ পদ্মাবতী জিয়াও বেউলার পতি
চান্দের বাদ উদ্ধারিবে বেউলা।
৫—৫ পদ্মা হাসে খটখটী, ঙ। ৬ ছটফটী, ঙ। ৭—৭ তারিতে তুমি পাত এত, ঙ। ৮—৮ অপরাধ আমি করিলাম, ঙ। ৯—৯ তাহার লাগি ফল দেও, ঙ। ১০—১০ তোমার চরিত, ঙ। ১১—১১ মুখের উপর কর দয়া পাছে বিপরীত, ঙ। ১২—১২ করি জোড়া, ঙ। ১৩—১৩ গাএ দেও মোড়া, ঙ। ১৪ মাগ, ঙ। ১৫—১৫ রাত্রি কর গিয়া, ঙ। ১৬ বসিলা, ঙ।

[১]এত কহিল তোমা[১] না দেও উত্তর।
স্ত্রীবধ দিব আমি তোমার উপর ॥ ৩০৩৭
পদ্মার সাক্ষাতে [২]নেতা করে টানমান[২]।
কাছলি ছিড়িয়া বেউলা করে দুইখান[৩] ॥ ৩০৩৮
পদ্মা রাও না করে বেউলার প্রাণ ফাটে।
নরসিংহ কাটারি দিয়া দুই স্তন কাটে ॥ ৩০৩৯
দুই স্তন কাটা গেল শূন্য হইল বুক।
থালে করি থুইল নিয়া পদ্মার সমুখ ॥ ৩০৪০
সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া রক্ত পড়ে ঠাই ঠাই।
তথাচ রাও না[৪] করে বিষহরি আই ॥ ৩০৪১
ছিড়িয়া ফালায়ে[৫] বেউলা পারিজাত মালা।
নরসিংহ কাটারি দিয়া কাটিতে চাহে গলা ॥ ৩০৪২
[৬]বেউলার চরিত্রে পদ্মার ভয় লাগে চিত্তে[৬]।
রহো রহো বলি পদ্মা [৭]ধরে বেউলার[৭] হাতে ॥ ৩০৪৩
পদ্মা বলে বেউলা তুমি কেনে অসন্তোষ।
ভয়ে মোহ গেল লখাই মোর কিবা দোষ ॥ ৩০৪৪
শূন্য মাথায়ে বিহা হয়ে লোকেত অখ্যাতি।
আস্তে বেস্তে মাথায়ে ধরিলাম নাগ ছাতি ॥ ৩০৪৫
জিয়াইব তোমার পতি কোন সন্দে নাই।
এখনে জিয়াইয়া দিব [৮]তোমার জামাই[৮] ॥ ৩০৪৬
যত[৯] দুখ দিল মোরে চান্দ সদাগর।
চিত্ত দিয়া শোন কহি তোমার গোচর ॥ ৩০৪৭
দুই [১০]হস্ত পাতিয়া মুই[১০] মাগিলাম ফুল পানি।
পুষ্প[১১] জল নাহি দিল আর ডাকে কানি ॥ ৩০৪৮

১—১ এতেক কহিলাম তবু, ভ। ২—২ বেউলা করে ঠানমান, ভ। ৩ খান খান, ভ। ৪ নাহি, ভ। ৫ ফালাইল, ভ। ৬—৬ এত বলি কাটারি ভেজাএ গলাতে, ভ। ৭—৭ ধরিলেক, ভ। ৮—৮ সুন্দর লখাই, ভ। ৯ এত, ভ। ১০—১০ হস্ত জোড় করি, ভ। ১১ ফুল, ভ।

বিষাদ [১]পদ্মার মনে[১] কহে দুখের কথা।
নিশব্দে রহিলা[২] বেউলা হেট করি মাথা ॥ ৩০৪৯
বেউলার [৩]স্থানে দুখের কথা[৩] কহে ভাল মতে।
খণ্ড বিয়নি [৪]আনি দিল বেউলার[৪] হাতে ॥ ৩০৫০
খণ্ড বিয়নি বেউলা বড় ভাগ্যে পায়ে।
মাসেকের[৫] মরা জিয়ে বিয়নির বায়ে ॥ ৩০৫১
বিয়নি পাইয়া [৬]বেউলার বড়[৬] কুতুহল।
ঝারি [৭]ভরিয়া লইল[৭] অমৃতকুণ্ডের জল ॥ ৩০৫২
বেউলা বলে বিষহরি[৮] কর অবধান।
তোমার বরে জীবে প্রভু [৯]মনে নাহি[৯] আন ॥ ৩০৫৩
[১০]দুই স্তন কাটিলুম[১০] শূন্য হইল কাঞ্চা।
শূন্য [১১]বুক দেখিয়া প্রভু[১১] না করিব দঞ্চা ॥* ৩০৫৪
বেউলা বলে পদ্মাবতী আমি তোর[১২] দাসী।
এক[১৩] কথা কহিতে মনে ভয়ে বাসি ॥ ৩০৫৫
না বুজিয়া কাছালি ছিঁড়িলাম [১৪]বড় কোপে[১৪]।
শূন্য বুক দেখিয়া কি বলিব লোকে ॥ ৩০৫৬
বিহার কালে ছিল[১৫] এখন কেন নাই।
[১৬]দেখিয়া না করিব বিহা সুন্দর লখাই[১৬] ॥ ৩০৫৭

১—১ মনে পদ্মাবতী, ঙ। ২ রহে, ঙ। ৩—৩ স্থানেতে পদ্মা, ঙ। ৪—৪ দিল বিপুলার, ঙ। ৫ ছএ মাসের, ঙ। ৬—৬ বেউলা মন, ঙ। ৭—৭ ভরি লইল বেউলা, ঙ। ৮ পদ্মাবতী, ঙ। ৯—৯ নাহি কোন, ঙ। ১০—১০ স্তন কাটিলাম আমি, ঙ। ১১—১১ বুকে প্রভু মোরে, ঙ।

* ৩০৫৪ সংখ্যক পদের পরে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

বেউলার বচনে পদ্মার হইলেক সুখ।
বাম হস্ত ছোয়াইল বেউলার বুক।
দুই স্তন হৈল জেন ডালিম্বের কুঁড়ি।
প্রণাম করিয়া বেউলা বলে বিষহরি।

১২ তোমার, ঙ। ১৩ আর এক, ঙ। ১৪—১৪ মনের শোকে, ঙ। ১৫ ছিল বস্ত্র, ঙ। ১৬—১৬ এহা দেখি বিহা মোরে না করবে লখাই, ঙ।

[১]বেউলার কথা শুনি পদ্মা ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলে[১]।
[২]স্বর্গের বিশ্বকর্ম্মা আনে কুতূহলে[২] ॥ ৩০৫৮
পদ্মার কর্ম্মে বিশ্বকর্ম্মা আসিল অকস্মাৎ[৩]।
জোড়হাতে[৪] দাঁড়াইল পদ্মার সাক্ষাত ॥ ৩০৫৯
পদ্মা বলে বিশ্বকর্ম্মা হের শোন বলি।
[৫]এখনি গড়িয়া দেও[৫] বেউলার কাছলি ॥ ৩০৬০
বিশ্বকর্ম্মা বলে পদ্মা কর অবধান।
বস্ত্র পাইলে কাছলি করিব নির্ম্মাণ ॥ ৩০৬১
শুনিয়া কৌতুক হইল বিষহরি আই।
এক লক্ষ মূল্য বস্ত্র দিল তার[৬] ঠাই ॥ ৩০৬২
হীরার ধারে [৭]কাটি বস্ত্র করে[৭] থান থান।
সুইচে [৮]সিয়ানি দিয়া[৮] করিল নির্ম্মাণ ॥ ৩০৬৩
কাছলি গঠিয়া বিশ্বকর্ম্মা আনি তখন।
কাছলিতে লিখিলেক নানা দেবগণ ॥ ৩০৬৪
ব্রহ্মা হর লিখিলেক আর নারায়ণ।
ইন্দ্র আদি লিখিলেক যত দেবগণ ॥ ৩০৬৫
কাছলি গঠিয়া তবে করিলেক স্থির।
কাছলিতে লিখিলেক গরুড় মহাবীর ॥* ৩০৬৬
হরষিত হইয়া[৯] কাছলি দিল গায়ে।
সপট্টে প্রণাম করে মনসার পায়ে ॥ ৩০৬৭
পদ্মা বলে বেউলা [১০]কহিলাম তোর[১০] ঠাই।
চম্পকনগরে গিয়া দংশিব লখাই ॥ ৩০৬৮

১—১ একথা শুনিয়া পদ্মা বলে ধর্ম্ম ধর্ম্ম, ঙ। ২—২ ডাক দিয়া আনিলেক স্বর্গের বিশ্বকর্ম্মা, ঙ। ৩ আস্তে বেস্তে, ঙ। ৪ হস্তে, ঙ। ৫—৫ গঠিয়া দেও মোরে, ঙ। ৬ তাহার, ঙ। ৭—৭ বস্ত্র কাটি করিল, ঙ। ৮—৮ সিয়াইয়া তারে, ঙ।

* ৩০৬৪-৩০৬৬ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

কাছলি দেখিয়া পদ্মার হরষিত মন।
বেউলার হাতে পদ্মা দিলেন তখন।

৯ হৈয়া বেউলা, ঙ। ১০—১০ আমি কহিলাম তোমার, ঙ।

বাপের রাজ্যেত[1] যদি না যাও সত্বর।
[2]তবে দংশিব গিয়া বীর লখিন্দর[2] ॥ ৩০৬৯
লখাইর স্বর্ণের ঘট শূন্য হবে ঘর।
কামনা করিয়া লোকে পায়ে নানা বর ॥ ৩০৭০
শোন কহি এক কথা না হইয় অন্যথা।
দেবে ভাল না বলিব মনুষ্য সঙ্গে কথা ॥* ৩০৭১
[3]এতেক কহিল দেবী বেউলার তরে[3]।
পুনরপি [4]কহে বেউলা করি[4] করজোড়ে ॥ ৩০৭২
নেতার চরণে বেউলা করিল[5] প্রণতি।
আস্তে বেস্তে ধাইয়া [6]যায়ে যথা নিজ পতি[6] ॥ ৩০৭৩
অন্তরে ডরাইয়া বেউলা বলে[7] কুতূহলে।
[8]উচ্চস্বরে চান্দো কান্দে[8] পুত্র লইয়া কোলে ॥ ৩০৭৪
বেউলা বলে ছোট বড় হও গৌরবিত।
স্বামীর মুখ দেখুক বেউলা [9]হও একভিত[9] ॥ ৩০৭৫
মনসারে গালি দিতে চান্দোর[10] নাহি ভয়ে।
শ্বশুরের[11] মুখ দোষে যত দৌড় হয়ে ॥ ৩০৭৬
বন্ধু বান্ধব [12]সব বেউলারে কহে বড়ি[12]।
[13]এইকালে বল গাইন সম্ভেদ লাচারি[13] ॥ ৩০৭৭

লাচারি

লাজে[14] কেহ না দেয়ে চিত্ত পদ্মারে গালি পাড়ে নিত্য
ছোট দেব নহেত মনসা।

---

১ রাজ্য হতে, ঙ। ২—২ তবেত দংশিব গিয়া উজানি নগর, ঙ।
* ৩০৭০-৩০৭১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।
৩—৩ নেতাএ কহিল কথা মনসার তরে, ঙ। ৪—৪ প্রণাম করিল, ঙ।
৫ করএ, ঙ। ৬—৬ গেল জথা প্রাণপতি, ঙ। ৭ কহে, ঙ। ৮—৮ করুণাস্বরে কান্দে চান্দ, ঙ। ৯—৯ জাইয়া ত্বরিত, ঙ। ১০ শ্বশুরের, ঙ। ১১ তাহান জে, ঙ।
১২—১২ সম্বোধিয়া বেউলাএ কএ, ঙ। ১৩—১৩ লাচারি বলিতে ভাই এইত সমএ, ঙ।
১৪ কার্য্যে, ঙ।

কর্ম্মে[১] মতি কেহ না দেয়ে [২]কিসেরে বেড়িয়া কান্দে[২]
মৈলে মড়া জিয়ে আরবার ॥ ৩০৭৮
শুনিছি বাপের ভূমি মহাজ্ঞান [৩]জান তুমি[৩]
তবে কেন প্রভুর[৪] হেন দশা।
[৫]বেউলার বচন শুনি[৫] [৬]সর্ব্ব লোকে[৬] কানাকানি
[৭]আপন স্বামী দেখুক বেউলায়ে[৭] ॥ ৩০৭৯
বন্ধুবর্গ যত ছিল স[ক]লহি দূরে গেল
দেখিয়া বেউলা হরষিত।
... . ॥* ৩০৮০
চৌদিগে কর্ন্নাল[৮] ধরি তার মধ্যে একেশ্বরী
[৯]বসিল বেউলা[৯] লখাই লইয়া কোলে।
পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে
সর্ব্বলোকে [১০]ধন্য ধন্য বলে[১০] ॥ ৩০৮১

পয়ার

গুরু [১১]গৌরবিত সব একভিত হও[১১]।
খণ্ড বিয়নি দিয়া [১২]বাসাত দিল গাও[১২] ॥ ৩০৮২
অমৃত কুণ্ডলির জল লখাইর গায়ে ঢালে।
উঠিয়া বসিল লখাই [১৩]ছায়া মণ্ডব[১৩] তলে ॥** ৩০৮৩

---

১ কার্য্যে, ঙ। ২—২ শিয়রে বেড়িয়া কএ, ঙ। ৩—৩ জানেন তিনি, ঙ। ৪ পুত্রের, ঙ। ৫—৫ শুনিয়া বেউলার বাণী, ঙ। ৬—৬ বন্ধুবর্গের, ঙ। ৭—৭ আম্ব স্বামী দেখুক জে বেউলা, ঙ।

* ৩০৮০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৮ কাণ্ডার, ঙ। ৯—৯ বসিল, ঙ। ১০—১০ বলে ধন্য ধন্য, ঙ। ১১—১১ পুরোহিত সব হৈয়া এক ভাও, ঙ। ১২—১২ গাএ দিল বাও, ঙ। ১৩—১৩ মণ্ডবের, ঙ।

** ৩০৮৩ সংখ্যক পদের পরে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

ছায়া মণ্ডবের তলে বসিলা লখাই।
বিজএ গোপ্তেরে রাখ বিষহরি আই।

হেতাল [১]হাতে চান্দো লখাইর দিকে[১] চায়ে।
ডাকিনী [২]বেউলা পাছে মোর লখাই খায়ে[২] ॥ ৩০৮৪
লখিন্দর বসিয়াছে দেখিয়া নয়ানে।
হরিষে নাচয়ে[৩] চান্দো অপনার মনে ॥ ৩০৮৫
মরিছিল লখাই[৪] জিল আরবার।
ডাকিনী যোগিনী দিল জয়ে জোকার ॥ ৩০৮৬

লাচারি

[৫]হরি জয়ে জয়ে
লখাই বেউলার পুষ্পের ছায়নি[৫] ॥ ধুয়া ॥

দেখিয়া বেউলার মুখ দেবগণের হয়ে[৬] সুখ
[৭]আনন্দিতে চাহে দেবগণে[৭]।
[৮]সর্ব্ব লোক হরষিত চৌদিগে নৃত্যগীত
জয়ে জয়ে দিল নারীগণ[৮] ॥ ৩০৮৭
সমুখে[৯] মঙ্গল ঘট ঘুচাইল[১০] অন্তস্পট
দুই জনের শুভ দরশন।
[১১]শুভকালে শুভ দিনে দরশন দুইজনে
এক দৃষ্টে চাহে বন্ধুগণ[১১] ॥ ৩০৮৮
[১২]জোড় হস্তে প্রণাম করে পুষ্প বরিষণ করে
আকাশে থাকিয়া চাহে দেবে[১২]।

১—১ কান্ধে করি চান্দ হুসার তুলি, ঙ। ২—২ বেউলাএ পাছে লখিন্দর খাএ, ঙ। ৩ আনন্দ, ঙ। ৪ লখিন্দর, ঙ। ৫—৫ এই ধুয়ার অংশটি অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই। ৬ হৈল, ঙ। ৭—৭ আনন্দেতে চাহে দেবগণে, ঙ।
৮—৮ চতুর্দ্দিকেতে নৃত্যগীত শুনি অতি সুললিত
জএ ধনি দিল নারীগণে। ঙ।
৯ চৌদিগে, ঙ। ১০ ঘুচাইয়া, ঙ। ১১—১১ ৩০৮৮ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই। ১২—১২ ৩০৮৯ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

চতুর্দ্দিকে জয় জয় সকল আনন্দময়
[১]বন্ধুগণ হরিষ অন্তরে[১] ॥ ৩০৮৯
[২]নবরঙ্গ মালতীর মালা ভূষিত করিছে গলা
লখাই বেউলা পুষ্পের ছায়নি[২] ।
হরষিতে সদাগর বিহা দেখে[৩] মনোহর
উজানির[৪] লোক হরষিত ॥ ৩০৯০
[৫]চৌদিগে জয়ধ্বনি নিব[া]রিল ছায়নি
লখাই বেউলা লামাইল ভূমি পরে[৫] ।
[৬]লামাও লামাও[৬] সবে বলে লামাইল [৭]ভূমি পরে[৭]
পূবে পশ্চিমে দুইজন ॥ ৩০৯১
কন্যা উৎসর্গ করে পুরোহিতে মন্ত্র পড়ে
বন্ধুগণে চাহে এক দৃষ্টে ।
[৮]মঙ্গল ঘট আরোপণ বেদ পড়ে ব্রাহ্মণ
বসিল লখাই কনক আসনে[৮] ॥ ৩০৯২
হস্তের উপর হস্তখান সাহে করে কন্যা দান
শুভক্ষণে গ্রন্থি বন্ধন ।
পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে
লখাইরে বরিতে যায়ে বেউলা ॥ ৩০৯৩

পয়ার

[৯]সুন্দর করিয়া[৯] বরিয় লখাইরে [১০]নাগ বেউলা[১০] ।
[১১]সুন্দর করিয়া[১১] বরিয় লখাইরে ॥ ধুয়া ॥
ধান্য দূর্ব্বায়ে বরিয় লখাইরে গঙ্গা জলে বরিয় লখাইরে
চণ্ডী পুথী ছোঁয়াইয় কপালে ।

১—১ বন্ধুবর্গের হরষিত অন্তর, ভ। ২—২ ৩০৯০ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (ভ) পুঁথিতে নাই। ৩ চাহে, ভ। ৪ উজানিতে, ভ। ৫—৫ ৩০৯১ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (ভ) পুঁথিতে নাই। ৬—৬ লাম লাম, ভ। ৭—৭ ক্ষিতি তলে, ভ। ৮—৮ ৩০৯২ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণ অতিরিক্ত, (ভ) পুঁথিতে নাই। ৯—৯ বরণ কুলএ, ভ। ১০—১০ বেউলা, ভ। ১১—১১ ধান্য দূর্ব্বাএ, ভ।

বাটুল সরুসায়ে বরিয় লখাইরে   পূর্ণ ঘটে বরিয় লখাইরে
উলানি ফলানিয়ে জোর সড়ায়ে বরিয় লখাইরে ॥ ৩০৯৪
... ... ।
আইয় সভায়ে বরিয় লখাইরে নাগ বেউলা
স্নন্দর করিয়া বরিয় লখাইরে নাগ
বেউলা ॥* ৩০৯৫

পয়ার

[১]কন্যা উৎসর্গিয়া দিল ততক্ষণ[১] ।
দাড়া ভাত খাইতে [২]নিল আপনা ভবন[২] ॥ ৩০৯৬
ভোজ করিতে বসিল[৩] লখিন্দর ।
হরি সাধু[র] বধূ [৪]করিল অত্যান্তর[৪] ॥ ৩০৯৭
কাঁচা পিটানি আর হরিদ্রা স্থখান ।
[৫]মুখে কাপড় দিয়া বে[উ]লা হাসে মনে মন[৫] ॥ ৩০৯৮
বেউলা বলে বধূ [৬]হইল অব্যবহার[৬] ।
মুখে লাজ নাহি তোর কুলের খেয়াকার ॥ ৩০৯৯
তারকা বলেন বেউলা এহাতে দোষ নাই ।
বিহার [৭]দিন এত ব্যবহার আছে ঠাই ঠাই[৭] ॥ ৩১০০
এতেক শুনিয়া লখাই করে আচমন ।
[৮]চান্দে সাহে কথাবার্ত্তা ছিল কতক্ষণ[৮] ॥ ৩১০১
লোহার ঘর করিয়াছি [৯]আমি করিয়া যতন[৯] ।
[১০]আজি নিয়া[১০] লখাই বেউলা থুইব দুই জন ॥ ৩১০২

---

* ৩০৯৪-৩০৯৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই ।

১—১ এথানে বরণ জদি সাঙ্গ হইল, ঙ। ২—২ লখাই পুরীর মধ্যে গেল, ঙ। ৩ জদি বসিল, ঙ। ৪—৪ পাতিলা নানা ছল, ঙ। ৫—৫ তাহা আনিয়া দিল লখাইর বিদ্যমান, ঙ। ৬—৬ কেন অস্ত ব্যবহার, ঙ। ৭—৭ কালে এই কর্ম্ম আছে ঠাই, ঙ। ৮—৮ সাহে চান্দে কথাএ বার্ত্তাএ আছে দুই জন, ঙ। ৯—৯ পরম জতন, ঙ। ১০—১০ তাহার মধ্যে, ঙ।

সুমিত্রার [১]ঠাই গিয়া কহো[১] সদাগর।
[২]সুমিত্রায়ে করুণা করে হইয়া কাতর[২] ॥ ৩১০৩

[৩]কৈ যায়ে অভাগিনীর প্রাণ লইয়া বেউলায়ে[৩] ॥ ধুয়া ॥

জয়ে জয়ে বলিয়া ঢোলেত দিল[৪] কাটী।
তোল [৫]পাড় করিয়া যায়ে[৫] উজানির মাটি ॥ ৩১০৪
বিচিত্র দোলায়ে [৬]চড়িয়া বেউলা[৬] লখিন্দর।
[৭]হস্তীর পৃষ্ঠে চড়ে গিয়া চান্দ সদাগর[৭] ॥ ৩১০৫
সোনকা বাহির হইল হরিষ অন্তর।
চম্পকনগরে [৮]গেলা বেউলা[৮] লখিন্দর ॥ ৩১০৬
পুত্রবধূর [৯]মুখ দেখি সোনাই[৯]আনন্দিত।
মাণিক্য [১০]হস্তেত দিয়া বলিল[১০] ত্বরিত ॥ ৩১০৭
[১১]লখাইরে তুলিয়া নিল[১১] লোহার বাসর।
রত্নময় খাটে থুইলা বেউলা লখিন্দর ॥ ৩১০৮
[১২]চৌদিকে বেড়িয়া দিল পুষ্প ব[র]ষিয়া[১২]।
[১৩]ঘর মধ্যে চান্দো বানিয়া[১৩] গেলেন চলিয়া ॥ ৩১০৯

ইতি বিবাহ পালা সমাপ্ত ॥

অথ লক্ষীন্দ্র দংশন, ভাসান, জিয়ান

লোহার বাসরে আছে বেউলা লখিন্দর।
অষ্ট নাগ পদ্মাবতী আনিল সত্বর ॥ ৩১১০

১—১ স্থানে গিয়া কহে, ঙ। ২—২ সুমিত্রা ক্রন্দন করে হইয়া ফাফর, ঙ। ৩—৩ অই জাএ জাএ রে বেউলা অভাগিনীর প্রাণ লইয়া। ধুয়া। ৪ পড়ে, ঙ। ৫—৫ পাতাল করি চলে, ঙ। ৬—৬ চড়ি বীর, ঙ। ৭—৭ চান্দ সদাগর চলে হস্তীর উপর, ঙ। ৮—৮ গেল বীর, ঙ! ৯—৯ রূপ দেখি হৈলা, ঙ। ১০—১০ দোহারি দিয়া বরিল, ঙ। ১১—১১ লখাই বেউলারে নিলা, ঙ। ১২—১২ চতুর্দিকে রহিলেক যত পশরিয়া, ঙ। ১৩—১৩ পুরীর মধ্যে সদাগর, ঙ।

পদ্মাবতী বলে নাগ [১]তত্ত্ব শোন[১] সার।
দংশিয়া দেও মোরে চান্দের কুমার ॥ ৩১১১
লোহার বাসরে যদি না মরে লখিন্দর।
তবে [২]মৃত্যু নাহি আর[২] শতেক বৎসর ॥ ৩১১২
রজনী প্রভাতে লখাই যাবে বাপের[৩] ঘর।
অধিক গালি দিব মোরে চান্দো সদাগর ॥ ৩১১৩
[৪]অষ্ট নাগে বলে মাতা কর অঙ্গীকার[৪]।
[৫]আমরা দংশিয়া দিব[৫] চান্দের কুমার ॥ ৩১১৪
[৬]একার্য্য করিলে যদি তোমার[৬] দুঃখ খণ্ডে।
লখিন্দর দংশিয়া [৭]মোরা দিব এক[৭] দণ্ডে ॥ ৩১১৫
[৮]এত বলি নাগ সবে হস্ত জোড় করি[৮]।
বায়ু[৯]রূপ ধরিয়া আকাশে উঠে উড়ি[৯] ॥ ৩১১৬
[১০]পাতল সরুসা[১০] নাগ পক্ষী হেন উড়ে।
আচম্বিতে [১১]গিয়া নাগ বাসরেত পড়ে[১১] ॥ ৩১১৭
সাহের কুমারী বেউলা নানা মায়া জানে।
[১২]বাসর উপরে[১২] নাগ বুঝে অনুমানে ॥ ৩১১৮
বেউলা বলেন[১৩] ভাই বাহিরে কেন বৈস।
[১৪]দুয়ার মেলিয়া দেই ঘর[১৪] মধে[্য] আইস ॥ ৩১১৯
[১৫]আমাত্য দরশনে[১৫] যদি পলাইয়া যাও।
দোহাই [১৬]পদ্মার ধর্ম্মের[১৬] মাথা খাও ॥ ৩১২০

১—১ শোন তত্ত্ব, ঙ। ২—২ মৃত্যু নাহি তাহার, ঙ। ৩ মাএর, ঙ। ৪—৪ তক্ষকে বলেন মাতা কর [অ]ঙ্গীকার, খ, ঙ। ৫—৫ দংশিয়া দিব আমি, ঙ। ৬—৬ এই কর্ম্মে জদি তোমার মনের, ঙ। ৭—৭ আমি দিব এই, ঙ। ৮—৮ এতেক কহিয়া নাগ হস্ত করে জোড়া, খ, গ, ঙ। ৯—৯ রূপে নাগ তথন বাতাসে করে উড়া, ঙ। ১০—১০ পাতালে বসতি, ঙ। ১১—১১ পৈল গিয়া লোহার বাসরে, ঙ। ১২—১২ বাসরের চালে, ঙ। ১৩ বলে কোন, খ, ঙ। ১৪—১৪ কপাট ছাড়িয়া দিলাম পুরীর। ১৫—১৫ মোর অদর্শনে, খ, গ, ঙ। ১৬—১৬ ধর্ম্মের তোমার দেবীর।

তুমি পাছে [১]বোঝ নাগ বেউলা ছোট জনা[১]।
গুরু মোরে মন্ত্র [২]দিছে ভুজঙ্গ ছলনা[২] ॥ ৩১২১
সেই মন্ত্র জপি যদি আপনা হৃদয়ে।
বড় বড় [৩]নাগের তবে[৩] বিষ হয়ে ক্ষয়ে ॥ ৩১২২
বন্ধুগণ দেখিলে [৪]ঘুচিব মনের ব্যথা[৪]।
তোমার ঠাই [৫]কহি কিছু মন[৫] দুঃখের কথা ॥ ৩১২৩
দ্বারে আসিয়া নাগ [৬]পাড়ে আড়িগুড়ি[৬]।
বেউলার উপরোধ[৭] এড়াইতে না পারি ॥ ৩১২৪
[৮]সাহের কুমারী বেউলা বুদ্ধিতে আগুলি[৮]।
[৯]দুগ্ধ আর কলা সমুখে দিল ঢালি[৯] ॥ ৩১২৫
দুগ্ধ কলা দিয়া [১০]নাগেরে কৈলা[১০] পূজা।
চতুর্দ্দিকে চাহে [১১]তবে তক্ষকের[১১] রাজা ॥ ৩১২৬
দুগ্ধ কলা খাইয়া নাগ চুপ হইয়া থাকে।
খাইতে না পারি যত ঢালে নাকে মুখে ॥* ৩১২৭
বেউলা [১২]চিন্তিল তবে যে ছিল উচিত[১২]।
সোনার [১৩]সাড়াসি তবে আনিল ত্বরিত[১৩] ॥ ৩১২৮
পূজা [১৪]খাইয়া নাগ মাথা হেট করে[১৪]।
সোনার সাড়াসি দিয়া [১৫]মাথা চাপি ধরে[১৫] ॥ ৩১২৯

১—১ জান নাগ বেউলা ছোট জন। ২—২ দিল ভুজঙ্গ ডলন, খ। ৩—৩ নাগ সবের। ৪—৪ কহ মনের কথা। ৫—৫ কহিব কিছু মোর। ৬—৬ দিল গড়াগড়ি, খ। ৭ উপরোধ নাগ। ৮—৮ বুদ্ধিতে আগল বেউলা সাহের কুমারী, খ। ৯—৯ আথে বেথে দ্বার দিল ছাড়ি, খ। ১০—১০ সমুখে দিল, খ, গ। ১১—১১ তক্ষক নাগ, খ।

* ৩১২৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

স্বভাবে বনচর বায়ু খাইয়া থাকে।
মধুর স্বাদ পাইয়া নাগ গেলে আথে বেথে।

১২—১২ আগে চিন্তিল কাজ জেবা হউক পাছে, খ। ১৩—১৩ সিন্ধুক আনে সোনার সারাচে, খ। ১৪—১৪ খাইবারে নাগ মাথা করে হেট, খ। ১৫—১৫ চাপিয়া ধরে পেট, খ, গ।

কালিকার মন্ত্র [১]তবে বেউলায়ে জপয়ে[১] ।
লড়িতে না পারে নাগে মোড়া [২]ঘরি খায়ে[২] ॥ ৩১৩০
সাহের কুমারী বেউলা বুদ্ধি[৩] নহে ঢিল ।
[৪]নাগ বন্দী করিয়া দ্বারে[৪] দিল খিল ॥* ৩১৩১
অষ্ট নাগ বন্দী করি [৫]সাহের কুমারী[৫] ।
লখিন্দরের[৬] শিয়রে বসি জাগে একেশ্বরী ॥ ৩১৩২
হেন কালে কাল ক্ষুদা লখাইর জন্মিল ।
রন্ধন করিয়া দিতে বেউলারে কহিল ॥ ৩১৩৩
বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন হও সাবহিত ।
পয়ার এড়িয়া বল লাচারির গীত ॥* * ৩১৩৪

লাচারি

উঠিয়া রন্ধন কর বেউলাগ ॥

বেউলাগ[৭] সাহের কুমারী ।
খিদায়ে আকুল প্রাণ এড়াইতে[৮] না পার ॥ ৩১৩৫
বাড়া ভাত খাইতে গেলাম তোর বাপের ঘরে ।
তোর ভাইয়ার বধূয়ে বিড়ম্বিল মোরে[৯] ॥ ৩১৩৬

১—১ জপে হইয়া দুই পাশ, খ । ২—২ মোড়ি যায়, খ । ৩ কার্য্যে, খ ।
৪—৪ সিন্ধুকের মধ্যে নাগ খু[ই]য়া কপাটে, খ ।
* ৩১৩১ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

বেউলা বলে নাগ সব সেবায় কুর্পর ।
তে কারণে শিশু হতে পূজিলুম বিস্তর ।
ক্ষুদায় আকুল প্রাণ দুগ্ধকলা খাও ।
সোনার হড়পার মধ্যে শুইয়া নিদ্রা যাও ।
সাহের কুমারী বেউলা কার্য্যে নহে ঢিল ।
অষ্ট নাগ বন্দী করি কপাটে দিল খিল ।

৫—৫ হরিষ অন্তর, খ । ৬ লখাইর, খ ।
* * ৩১৩৩-৩১৩৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ), (ঙ) পুঁথিতে নাই ।
৭ শোন শোন আগ বেউলা, ঙ । ৮ সহিতে, ঙ । ৯ মোরেগ, ঙ ।

বেউলা বলে শোন নিবেদন।
কি দিয়া লোহার ঘরে করিব রন্ধন ॥ ৩১৩৭
কোথা কি পাব আমি লোহার বাসর।
বাসর হইতে আমি যাব কার ঘর ॥ ৩১৩৮
কেমতে করিব রন্ধন নাহি কাষ্ঠ জল।
বিধাতা করিল মোরে এত গণ্ডগোল ॥ ৩১৩৯
বরণ ঘটের চাউল লইল পূর্ণ ঘটের জল।
নেতের আচল চিরি জালিল আনল ॥ * ৩১৪০
তিন দিকে দিল বেউলা তিন নারিকেল।
[1]চাউল যুখিয়া[1] বেউলা হাঁড়িতে দিল জল ॥ ৩১৪১
দৈবের নির্ব্বন্ধ [2]কতো খণ্ডান না যায়ে[2]।
[3]হেন কালে লখিন্দর আলিঙ্গন চায়ে[3] ॥ ৩১৪২
নহে নহে প্রভু নহেত উচিত।
বিবাহের রাত্রে নারী হয়ে গৌরবিত ॥ ৩১৪৩
প্রভু তুমি হও আপনে পণ্ডিত।
বিবাহের রাত্রে কেন বল বিপরীত ॥ ৩১৪৪

---

* ৩১৩৭-৩১৪০ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বে[উ]লা বলে শোন প্রভু সুন্দর লখিন্দর।
নিবেদন করি প্রভু অবধান কর।
কোথাএ পাব চাউল কাষ্ঠ কোথাএ পাব হাঁড়ি।
এত রাত্রি জাব আমি কোন বানিয়ার বাড়ি।
লখিন্দরের উপরোধ এড়াই[তে] না পারি।
সাহের কুমারী বেউলা উঠে শীঘ্র করি।
বরণ কুলাএর আছে চাউল বরণ ঘটে জল।
নখেতে তিয়ার খুলি রন্ধন গিয়া কর।
চাউল পাখালে বেউলা পূর্ণ ঘটের পানি।
নেতের অঞ্চল দিয়া জ্বালিলেক অগ্নি।

১—১ চাউলের ওজনে, খ, গ। ২—২ খণ্ডাইতে কার বাপে, খ, গ।
৩—৩ বেউলা রন্ধন করে লখাইরে নিদ্রাএ চাপে, খ, গ, ঙ।

বাড়ির ধারে বাপ ভাই বলিবে ডাকিয়া।
হেন ভাঙ্গবার ঠাই বেউলারে দিছে বিয়া ॥ * * ৩১৪৫

---

* * ৩১৪৪-৩১৪৫ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

হাঁড়ির মধ্যে ফোটে ভাত গড়গড়ি ডাকে।
হস্তের অঙ্গুলি দিয়া লাড়ে ঘন পাকে ॥
জল সোস হইল ভাত ফুটিল অমনি।
হাঁড়ি হৈতে ভাত বেউলা লামাএ তখনি ॥
এই রাত্রে হৈল বিহা নাহি পরিচএ।
গাএ হস্ত দিতে বেউলা প্রাণে বাসে ভএ ॥
সাহের কুমারী বেউলা নানা বিদ্যা জানে।
হস্তের কঙ্কণ দিয়া থালেতে ঘা হানে ॥
কাসার জে থাল গোটা বাজে ঘন ঘন।
নিদ্রা হৈতে লখিন্দর পাইল চেতন ॥
উদরে দারুণ ক্ষুধা শান্ত নাহি চিত্তে।
গণ্ডূষ করিয়া লখাই খাএ আস্তে বেস্তে ॥
সকল অন্ন খাইলেক হাঁড়িতে নাহি ভাত।
ভৃঙ্গারের জল দিয়া পাকালিল হাত ॥
আগরে চন্দনে বেউলা অঙ্গেতে ভূষিত।
তাহা দেখি লখিন্দরের কাম উপস্থিত।
শোন শোন আগ বেউলা সাহের কুমারী।
আলিঙ্গন দেও মোরে বানিয়া সুন্দরী ॥
সাহের কুমারী বেউলা রূপের সীমা নাই।
হস্তে ধরি বসাইল সুন্দর লখাই ॥
বেউলা বলে না বুঝি এমত দুরাচার।
বিহার রাত্রি কথা কব কেমত প্রকার ॥
বেউলা বলে না শুনিছি এমত দুরাচার।
বিবাহ রাত্রিতে নাহি এমত ব্যবহার ॥
শিয়রেতে বাপ ভাই বলিবে ডাকিয়া।
নির্লজ্জ জামাইর ঠাই বেউলারে দিছি বিহা ॥

[1]অখণ্ড কলিকা প্রভু নহেত প্রকাশ[1] ।
বিকশিত [2]কমলে ভ্রমরে[2] করে আশ ॥ ৩১৪৬
আধবার বৎসরে বেউলা তের নাহি পোরে ।
শিশুমতি বেউলা সুরতি নাহি জানে ॥* ৩১৪৭
[3]অহে প্রভু সুজন কাণ্ডারী[3] ।
তোমার [4]যতেক ধন আমি সে ভাণ্ডারী[4] ॥ ৩১৪৮
[5]আজুকা থাকহ[5] প্রভু চিত্তে ক্ষমা দিয়া ।
[6]পরস্থ ভুঞ্জিয় রতি পালঙ্কে[6] বসিয়া ॥** ৩১৪৯
[7]বিজয়ে গোপ্তে রচে গীত মনসার বরে[7] ।
লখাই বেউলার সম্বাদ [8]গেল লোহার বাসরে[8] ॥ ৩১৫০

পয়ার

বাসরে থাকিয়া বেউলা স্থির করে চিত্ত ।
জাগিতে লখাইর নিদ্রা হইল আচম্বিত ॥ ৩১৫১
নাগরথে চড়ি তবে দেবী বিষহরি ।
অষ্ট নাগ বন্দী কইল সাহের কুমারী ॥ ৩১৫২
দংশিতে না পারিল লখাই আজু রাত্র ভাগে ।
নেতা নেতা বলি পদ্মা পরিত্রাহি ডাকে ॥† ৩১৫৩

১—১ অপূর্ণ কলিকা প্রভু নাহি গন্ধবাস, খ, গ, ঙ। ২—২ কমল মাঝে ভ্রমর, ঙ।

* ৩১৪৭ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৩—৩ আমি সে তোমার নারী তুমি অধিকারী, ঙ। ৪—৪ ধনের ধনী তুমি সে কাণ্ডারী, ঙ। ৫—৫ অদ্যকল্য থাক, ঙ। ৬—৬ তৃতীয় দিবসে বঞ্চিয় রতি খাটেতে, ঙ।

** ৩১৪৯ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

তপ্ত দুগ্ধ কবু প্রভু খাওন না জাএ ।
জুড়াইয়া খাইলে অধিক স্বাদ পাএ ।

৭—৭ ভণে কবি বিজএ গোপ্ত বিষহরির বর, ঙ। ৮—৮ কৈল লোহার বাসর, ঙ।

† ৩১৫১-৩১৫৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

নেতা বলে পদ্মাবতী [১]শোন মোর বাণী[১]।
[২]ধামুরে পাঠাইয়া কালি নাগ আনি[২] ॥ ৩১৫৪
এতেক বলিল যদি রজক[৩] কুমারী।
কালিকে আনিতে যায়ে ধামু [৪]নাগে স্বরি[৪] ॥ ৩১৫৫
কার্য্যের গৌরবে ধামু চলিল[৫] ত্বরিত।
যমুনার কূলে [৬]ধামু গেল আচম্বিত[৬] ॥ ৩১৫৬
[৭]কালি নাগের দ্বারে ধামু গেলা শীঘ্রগতি[৭]।
[৮]প্রণাম করিয়া ধামু করয়ে প্রণতি[৮] ॥* ৩১৫৭
ধামু [৯]বলে কি কহিব বড় দুখ হয়ে[৯]।
বড় [১০]পীড়া পদ্মাবতী জীবন[১০] সংশয়ে ॥** ৩১৫৮
যদি তারে দয়া থাকে চলহ সত্বরে[১১]।
তোমারে দেখিতে পদ্মার বড় ইচ্ছা করে ॥† ৩১৫৯
ধামু দ্বারী যদি [১২]কহিল এই[১২] কথা।
[১৩]শুনিয়া পদ্মার বার্ত্তা চিত্তে[১৩] লাগে ব্যথা ॥ ৩১৬০

১—১ মোর বুদ্ধি ধর, ঙ। ২—২ কালি নাগিনীরে তুমি আনহ সত্বর, ঙ। ৩ ধোপার, ঙ। ৪—৪ নাগ দ্বারী, ঙ। ৫ জাএত, ঙ। ৬—৬ গিয়া হইল উপস্থিত খ, ঙ। ৭—৭ কালির দ্বারে গেল ধামু ভএ অতিশয়, খ, ঙ। ৮—৮ পদ্মার প্রতাপে আমার কারে আছে ভএ, ঙ।

* ৩১৫৭ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদ অতিরিক্ত :—

কালির সাক্ষাতে জাইয়া উপস্থিত।
প্রণাম করিয়া দ্বারী কহিতে লাগিল।

৯—৯ নাগ বলে শোন কহিতে দুঃখ হএ, ঙ। ১০—১০ অস্বাস্থ্য পদ্মার জিয়ন, ঙ।

** ৩১৫৮ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত চরণটি অতিরিক্ত :—

বিস্তর কহিলা পদ্মার বিষএ বচন।

১১ এখন, খ, ঙ।

† ৩১৫৯ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত চরণটি অতিরিক্ত :—

তে কারণে আসিয়াছি তোমার জে দ্বারে।

১২—১২ এতেক কৈল, ঙ। ১৩—১৩ পদ্মার বার্ত্তা পাইয়া কালির মনে, ঙ।

[১]সত্য বার্ত্তা[১] পাইয়া কালি ভাবে মনে মন।
যাত্রা করিয়া কালি চলিল তখন ॥ ৩১৬১
বিক্রমে আগলি কালি দশন[২] বিকট।
অবিলম্বে [৩]গেল কালি[৩] পদ্মার নিকট ॥ ৩১৬২
নমস্কার [৪]করিয়া কালি বন্দিয়া[৪] চরণ।
বিনয়ে করিয়া পদ্মা দিলেন আসন ॥ ৩১৬৩
[৫]যত কথা[৫] কহিল ধাম্‌ কিছু সত্য নয়ে।
কি কারণে [৬]ডাকিয়াছে কহোত[৬] নিশ্চয়ে ॥ ৩১৬৪
পদ্মাবতী বলে মাগ বৈসগ আসনে।
[৭]আমার যত[৭] দুখের কথা কহি তোমার স্থানে ॥ ৩১৬৫
চান্দের [৮]সনে বাদ মোর বড় উপহাস্য[৮]।
[৯]পরস্পরে সেই কথা[৯] শুনিছ অবশ্য ॥ ৩১৬৬
[১০]মোর দুখ শুনি তুমি[১০] আসিছ সত্বর।
দংশিয়া দেও মোরে চান্দের কোঁয়র[১১] ॥ ৩১৬৭
এতেক পদ্মার কথা শুনি অকস্মাত।
[১২]কালির মাথায়ে যেন পৈল বজ্রাঘাত[১২] ॥ ৩১৬৮
[১৩]পদ্মার উপরোধ এড়ান দুকর[১৩]।
লখাইরে দংশিতে কালি [১৪]চলিল সত্বর[১৪] ॥ ৩১৬৯
লোহার ঘর লোহার দ্বার উপরে লোহার পাত।
[১৫]ফিরিয়া চলিল কালি[১৫] পদ্মার সাক্ষাত ॥ ৩১৭০
[১৬]পদ্মার তরে কহে[১৬] কালি দুখ লাগে বড়ি।
[১৭]নাগের বিলাপে বল করুণা[১৭] লাচারি ॥ ৩১৭১

১—১ সম্বাদ, খ, ঙ। ২ দরশন, ঙ। ৩—৩ চলি গেলা, ঙ। ৪—৪ হৈলা কালি পদ্মার, ঙ। ৫—৫ জত, ঙ। ৬—৬ ডাকিয়াছেন কহেন, ঙ। ৭—৭ মোর কিছু, ঙ। ৮—৮ সহিত বাদ মোর বড়হি রহস্য, ঙ। ৯—৯ পরম পবিত্র তুমি, ঙ। ১০—১০ মোরে শ্রদ্ধা আছে তোমার, ঙ। ১১ কুমার, ঙ। ১২—১২ বজ্রাঘাত হইল জেন কালির মাথাত, ঙ। ১৩—১৩ পদ্মাবতীর উপরোধ এড়াইতে না পারি, ঙ। ১৪—১৪ চলে শীঘ্র করি, ঙ। ১৫—১৫ দেখিয়া ফিরিয়া গেল, ঙ। ১৬—১৬ পদ্মাতে কহেন, ঙ। ১৭—১৭ এইকালে বল ভাই সম্বেদ, ঙ।

লাচারি

আমি না পারিব লখাইরে দংশিতে গ পদ্মা ॥ ধুয়া ॥

নানা অস্ত্র হাতে করি পাইক জাগে সারি [সারি]
গারবিয়া জাগে [১]থরে থরে[১] ।
হেতাল বাড়ি [২]লইয়া করে[২] [৩]ফিরে চান্দো সদাগরে[৩]
[৪]আপনে বেউলা জাগে বসি[৪] ॥ ৩১৭২
[৫]পর্ব্বত ঔষধ বলে[৫] অন্ধকার [৬]রাত্রে জলে[৬]
মউর সারস[৭] শতে শতে ।
বিষম লোহার ঘর [৮]দেখিয়া প্রা[ে]ণ লাগে[৮] ডর
প্রবেশ করিব কোন মতে[৯] ॥ ৩১৭৩
পদ্মা বলে শোন সাচে বায়ুকোণে ছিদ্র আছে
[১০]তাহা দিয়া[১০] যাও ছোট হইয়া ।
পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে
পামর বড় মনসার চিত্ত[১১] ॥ ৩১৭৪

পয়ার

এতেক বলিয়া পদ্মা[১২] বিরস বদন ।
আপনে চলিলা নেতা বুঝি পদ্মার মন ॥ ৩১৭৫
পদ্মার প্রসাদে নেতা নানা গুণ জানে ।
তেপথার ধুলা নেতা [১৩]ততক্ষণে আনে[১৩] ॥ ৩১৭৬
হৃদয়ে কালিকা[১৪] মন্ত্র জপে বিপরীত ।
অচেতন হইয়া সব পড়িল ভূমিত ॥ ৩১৭৭

১—১ শতে শতে, ঙ । ২—২ কান্ধে কৈরে, ঙ । ৩—৩ চারিদিগে চান্দ ফিরে, ঙ । ৪—৪ বেউলা জাগে লোহার বাসরে, ঙ । ৫—৫ পর্ব্বতের ঔষধ এড়ে, ঙ । ৬—৬ দীপ্তি করে, ঙ । ৭ বাসরে, ঙ । ৮—৮ সেইখে লাগে প্রাণে, খ, ঙ । ৯ পথে, খ, ঙ । ১০—১০ সেই পথে, খ, গ, ঙ । ১১ হিয়া, খ, গ, ঙ । ১২ পদ্মার, ঙ । ১৩—১৩ লইল তখনে, গ, ঙ । ১৪ কালীর, গ, ঙ ।

তেপথার[১] ধূলা দিয়া চতুর্দিকে বেড়ি।
আপনে শুইল চান্দো কান্ধে[২] হেতাল করি ॥ ৩১৭৮
মহাজ্ঞান পড়ে[৩] নেতা আড়াই অক্ষর।
বেউলার [৪]হইল নিদ্রা[৪] বাসর ভিতর ॥ ৩১৭৯
কালির হাতে ধরি নেতা[৫] বলিলা বচন।
বিলম্বেতে কার্য্য নাহি [৬]চল এইক্ষণ[৬] ॥ ৩১৮০
এতেক শুনিয়া কালি [৭]এড়াইতে নারে[৭]।
আকাশ গমনে [৮]নাগ বাসরেতে পড়ে[৮] ॥ ৩১৮১
একেত কালিনাগ আর আজ্ঞা পায়ে।
সুতার প্রমাণ হইয়া বাসরেতে যায়ে ॥ ৩১৮২
লখাইর রূপ দেখিয়া বলে হায়ে হায়ে।
এমত অসখ্য কর্ম্ম করেন পদ্মায়ে ॥ ৩১৮৩
করুণা করিয়া নাগ কান্দিবার লাগে।
উচ্চস্বরে মন দুখে কান্দে কালিনাগে ॥ ৩১৮৪
বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া বল লাচারির গীত ॥ * ৩১৮৫

---

১ ত্রিপথের, খ, গ। ২ শিয়রে, খ। ৩ জপে, খ, গ, ঙ। ৪—৪ পড়িল নিন্দে, খ, গ। ৫ পদ্মা, ঙ। ৬—৬ চলহ এখন, ঙ। ৭—৭ না পারে এড়াইতে, খ, ঙ। ৮—৮ কালি চলিল ত্বরিতে, খ, গ, ঙ।

* ৩১৮২-৩১৮৫ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

মহাদর্প করিয়া নাগ জায় ফালে ফালে।
এক লাফে পড়ে গিয়া বাসর ঘরের চালে।
আসিবার কালে আইল জুড়িয়া আকাশ।
বাসরে জাইতে হইল মাকড়ের আশ।
পথের সিমলি তুলা শ্বাসে করে দূর।
প্রবেশ করিল গিয়া লোহার অন্তঃপুর।
ঘরে প্রবেশ করি কালি চারিভিতে চায়।
খাটের উপর দুইজনে শুইয়া নিদ্রা যায়।
পৈথানেতে গিয়া কালি খাড়া হইয়া চায়।
কোন প্রাণে কামড় দিব লখিন্দরের গায়।

লাচারি

কান্দয়ে[১] নাগিনী মুই বড়[২] অভাগিনী
[৩]কেন আসিয়াছি হেন কার্য্যে[৩]।
ফিরিয়া ঘরে[৪] যাই পদ্মারে ভরাই
[৫]দংশিতে বড়[৫] দুঃখ লাগে ॥ ৩১৮৬
মাগ মনসা না বুঝি তোমার আশা
তিলেক বেদ[না] নাহি মনে।
মোরে ওহার মায়ে কাইল দুগ্ধ কলা দিয়াছিল
কেমতে খাইব তার পুত্র ॥ ৩১৮৭
... ...
পদ্মাবতী দরশনে সানন্দে বিজয়ে ভণে
কান্দে নাগ লখাইর দিকে চাইয়া ॥ * ৩১৮৮

লখাইরে দেখিয়া কালির উপজিল দয়া।
জানিলাম মনসা তোমার তিলেক নাহি মায়া॥
যাহার ললাটে যে লিখিল গোসাঞি।
সৃষ্টির লিখন কভু খণ্ডন নাই।
বাসর ঘরে গিয়া কালি স্থির নহে বান্ধে।
লখাইরে দেখিয়া কালি উচ্চস্বরে কান্দে।
ভাবে চিন্তে কালি নাগ মনে করে সার।
বিনা দোষে কেমনে দংশি লখাই কুমার।
এইরূপে চিন্তে কালি দুঃখ লাগে বড়ি।
কালির করুণ গীত বলিব লাচারি।

১ কান্দেগো, খ। ২ সে, খ। ৩—৩ আমি কেন আইলাম হেন ছার কাজে, খ। ৪ ঘরেতে, খ। ৫—৫ খাইতে পরাণে, খ।

* ৩১৮৭-৩১৮৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

সুন্দর লখিন্দর খাটের উপর
বত্রিশ লক্ষণ আছে গায়।
পাপিষ্ঠ সদাগর নিদয়া নিঠুর
মনসার সঙ্গে করে বাদ।

পয়ার

[১]দারুণ চান্দের মুণ্ডে পড়ুক বাদ[১] ।
হেন পুত্র [২]থাকিতে পদ্মার[২] সনে বাদ ॥ ৩১৮৯
[৩]বাসরেতে গিয়া নাগ চারিদিকে চায়ে[৩] ।
[৪]লখাইর চরণ পড়ে নাগিনীর[৪] গায়ে ॥ ৩১৯০
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণ তোমরা হইয় সাক্ষী ।
[৫]কোন অপরাধে লখাই আমারে[৫] মারে লাথি ॥ ৩১৯১
এবার [৬]সহিলাম আমি ধর্ম্মের দিকে চাইয়া[৬] ।
[৭]আর বার পড়িলে লাথি[৭] যাইব দংশিয়া ॥ ৩১৯২

দারুণ মনসা　　　কেমন তোমার আশা
বুঝিতে না পারিলাম সাচে ।
আমিত নারী লোক　　　জানম জত শোক
মোর ঘরে পঞ্চ পুত্র আছে ।
আজু রাত্রির ভাগে　　　মোর প্রাণে দুঃখ লাগে
কেমনে বাঁচিবে লখাইর মায় ।
দুঃখ চিন্তিয়া কালি　　　মায়ার পুতলি
বিষে পুরিল সর্ব্ব কায় ।
নাগিনীর করুণা শুনি　　　হইল আকাশ বাণী
দীপ তৈলে আয়ু ক্ষয় হয় ।
শুনিয়া আকাশ বাণী　　　বিষাদিত নাগিনী
দীপ তৈল দিল লখাইর গায় ।
...　　　...　　　... ।
লোহার বাসরে　　　নাগিনী শিয়রে
সানন্দে বিজয় গুপ্তে গায় ।

কাল বিকাল দুইটা নারী পুরিয়া লখাইরে দংশিতে জায় । ধুয়া ।

১—১ অভাগিয়া চান্দ বানিয়ার মুণ্ডে পড়ুক বাজ, খ ।　২—২ থুইয়া চান্দর সাপের, খ ।　৩—৩ শিয়রে থাকিয়া কালি পৈথানে জায়, খ ।　৪—৪ লখিন্দরের চরণ পড়ে কালিনাগিনীর, খ ।　৫—৫ কি লাগিয়া বানিয়ার ছাওাল মোরে, খ ।　৬—৬ ক্ষমিলাম দোষ ধর্ম্ম দেখিয়া, খ ।　৭—৭ আবার মারিলে তোরে, খ ।

[১]বাম হইতে নাগিনী ডাইন দিগে জায়[১]।
লখিন্দরের [২]হাত পড়ে নাগিনীর[২] গায়ে ॥ ৩১৯৩
[৩]বার বার ব্রহ্মা বিষ্ণু[৩] সাক্ষী করিয়া।
লহিল [৪]বজ্রর কামড়[৪] অঙ্গুলি জুড়িয়া ॥* ৩১৯৪
[৫]উহু করিয়া[৫] লখাই উঠিল জাগিয়া।
[৬]কালি নাগিনীর লেজ রাখিল কাটিয়া[৬] ॥ ৩১৯৫
বেউলার আচলে [৭]লেজ রাখিল[৭] বান্ধিয়া।
বেউলারে [৮]জাগায়ে লখাই করুণা করিয়া[৮] ॥** ৩১৯৬

১—১ পৈথান হইতে কালি শিয়রেতে জায়, খ। ২—২ হস্ত পড়ে কালিনাগের, খ। ৩—৩ ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণ, খ। ৪—৪ কামড় কেশু, খ।

* ৩১৯৪ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

কামড় লৈয়া কালিনাগ মনে বিমরিষ।
ঘা মুখে উসারিল কালকূট বিষ।
কেবা সহিতে পারে নাগিনীর ঘা।
ব্যথা পাইয়া লখিন্দর কাটে তোলে গা।
পর্ব্বত প্রমাণ জেন নাগিনীর তেজ।
সকল শরীর বাহিরে গেল ঘরে রৈল লেজ।

৫—৫ সর্প সর্প বলিয়া, খ। ৬—৬ ৩১৯৫ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

হাতের কাটারি লখাই মারিল মেলিয়া।
অষ্ট অঙ্গুলি লেজ লখাই রাখিল কাটিয়া।

৭—৭ লখাই এড়িল, খ। ৮—৮ চেয়ায় লখাই মারিয়া চাপড়, খ।

** ৩১৯৬ সংখ্যক পদের প্রথম চরণের পর (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

নাগিনীর লেজ লখাই কাটে বহুবলে।
দড় মুষ্টে বান্ধ্যা থুইল বেউলার অঞ্চলে।
ছিদ্র দিয়া জায় কালি পাইয়া অপমান।
জত কথা কহিল গিয়া মনসার স্থান।
আরের কার্য্যে গেলে মাসী ফুল চন্দন পাই।
তোমার কার্য্যে গেলে মাসী পরাণ হারাই।

*উচ্চস্বরে ডাকে[১] লখাই দুখ লাগে বড়ি।
[২]লখাইর বিলাপে বল[২] করুণা লাচারি ॥ ৩১৯৭

লাচারি

গা তোল [৩]অভাগী বেউলাগ[৩] ॥ ধুয়া ॥

বুঝিয়া কার্য্যের ভাও জাগিয়া না কর রাও
উঠিয়া বোলান দেও মোরেগ।
কিবা যাও কাল নিন্দ বাসরেতে পাইল সিন্দ
আঁচলের নিধি নিল চোরে ॥ ৩১৯৮
বিয়া করিলাম বড় সাধে বিধাতা লাগিল বাদে
গা তুলি দুঃখ পাবা শেষে।
কানিয়া আঙ্গুল চিন চিনায়ে বিষে ছাইল সর্ব্ব গায়ে
না জানি কামড় দিল কিসে ॥ ৩১৯৯
রজনী প্রভাত কালে তুমি জাইবা তোমার বাপের ঘরে
সব দুখ মোর বাপ মায়ের।
দারুণ বিষের জ্বালা পুরিয়া উঠিল গলা
তিলেকেতে তনু হইল ক্ষীণ ॥ ৩২০০
মনে ছিল বড় আশ তাথে বিধি কৈল নাশ
তোমা আমা দুঃখ রইল মনে।

লখাইরে দংশিলাম মাসী তোমার আদেশে।
বিদায়ে দেও মাসী আমি জাই নিজ দেশে।
বাসর ঘরে লখিন্দর প্রাণ নহে স্থির।
কাল বিষের জালে লখাইর পোড়ে শরীর।
ধীরে ধীরে জায় বিষ শরীর ভিতর।

১—১ বেউলারে চেয়ায়, খ। ২—২ হেনকালে বল ভাই, খ, গ।
৩—৩ ওগো বেউলা প্রাণের বেউলা।
তোমার অঞ্চলের নিধি নিল চোরে। খ।

যেমত বাসনা ছিল তেমত তোমারে পাইল
স্থখভোগ না ছিল কপালে ॥ ৩২০১
তোমার বাপের বাড়ি যাবা নানা স্থখে থাকিবা
সবে দুঃখ রইল মোর মনে ।
দারুণ বিষের ঘায়ে শরীর দহিয়া যায়ে
ঢলিয়া পড়িল বেউলার গায়ে ॥* ৩২০২

---

* ৩১৯৮-৩২০২ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (ব) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

কেন্দু অঙ্গুলি খাইল হিয়া মোর বিষে ছাইল
হের দেখ ভিড়িল পাঁজর ।
কালি বিহা হইল রাতি না চিনিলা আপন পতি
নাগিনী দংশিয়া জায় মোরে ॥
তোমা কি বলিব আমি নাগের বাত্রুয়া জাহার স্বামী
কোন স্থখে তুমি নিদ্রা জাওগো ।
কাল নিদ্রা পরিহর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর
আমারে জিয়াইতে পারে কে ॥
জিজ্ঞাসিয়া চাহো আগে গাড়রিয়া কেবা জাগে
আমারে বাঁচাইতে পারে কে ।
নিদ্রা তেজি উঠ খাটে কোন সুখে সুইছ খাটে
তোমার অকলের নিধি নিল চোরে ॥
নানা অস্ত্র ধরে করে পাইক জাগে থরে থরে
গাড়রিয়া জাগে শতে শতে ।
পিপীড়ার সঞ্চার নাই বায়ুর অপ্রকাশ ঠাই
দুষ্ট নাগ আসিল কোন পথে ॥
মুখে না আইসে রাও কালবিষে পোড়ে গাও
প্রাণ ধরিতে নারি আর ।
রজনী প্রভাত কালে তুই যাবি তোর বাপের ঘরে
অভাগিনী আমার বাপমায় ॥
বুঝিলাম কার্য্যের ভাও জাগিআ না কর রাও
দৈবে সে ভাসাবি গঙ্গাজলে ।
বিজয় গোপ্তে কবি গায় কান্দে লখাই দীর্ঘরায়
তবু নিদ্রা না ভাঙ্গে বেউলার ॥

ফের লাচারি

[১]তোমারে আমি কারে দিয়া যাবগ[১] ॥ ধুয়া ॥
লখাইর বিলাপে বেউলার নাহিক[২] চেতন ।
বিষাদ ভাবিয়া লখাই করয়ে ক্রন্দন ॥ ৩২০৩
কারে দিয়া গেলাম[৩] আমি চম্পকনগরী ।
[৪]কারে দিয়া গেলাম[৪] আমি বেউলা সুন্দরী ॥ ৩২০৪
মনের মানস মোর [৫]না হইল পূরণ[৫] ।
[৬]মৃত্যুকালে কার সঙ্গে না হইল দরশন[৬] ॥ ৩২০৫
বাপে [৭]তোলাইল ঘর লোহার বাসর[৭] ।
[৮]নিবন্ধে মৃত্যু মোর[৮] তাহার ভিতর ॥ ৩২০৬
মা বাপ না দেখিলাম আর বন্ধুজন[৯] ।
[১০]আমার এমত দশা না জানে কোন জন[১০] ॥ ৩২০৭
দারুণ বিষের জ্বালে মোর প্রাণ যায়ে ।
কান্দিয়া মরিব মোর অভাগিনী মায়ে ॥ ৩২০৮
লোহার বাসরে এখন মোর প্রাণ যাবে ।
না দেখিয়া মোর মায়ে কিরূপে সহিবে ॥ * ৩২০৯
কাল [১১]বিষে লখিন্দরের পুরিল[১১] সর্ব্বগা ।
[১২]বেউলার সঙ্গে প্রাণ যাইতে দেখা হইল না[১২] ॥ ৩২১০

১—১ শুগো বেউলা জাগ নিগো । তোমার পরাণের নাথ বিষে ছাইল গো ॥ ধুয়া ॥ খ ।
২ না হইল, গ । ৩ জাব, খ, গ । ৪—৪ কাহার তরে দিব, ঙ ।
৫—৫ হৈল অবসান, গ, ঙ । ৬—৬ কার সঙ্গে দেখা না হইল, ঙ ।
৭—৭ কৈল লোহার ঘর ভাবিয়া অন্তর, ঙ । ৮—৮ আমার মরণ হৈল, ঙ ।
৯ বন্ধুগণ, ঙ । ১০—১০ অন্তিমকালে না দেখিলাম কাহার বদন, ঙ ।
* ৩২০৮-৩২০৯ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
আহা মাতা সোনকা গুণের সীমা নাই ।
মা বলিয়া ডাকিব কে এমত লক্ষ্য নাই ।
ছএ ভাইর শোকে মাএর সদাএ প্রাণ পোড়ে ।
আমি বিনে জননী কেমনে রবে ঘরে ।
১১—১১ বিষের ঘাএ লখাইর ছাইল, ঙ । ১২—১২ ব্রহ্মাণ্ড ছাইল বিষে ছাইল তালুকাএ, ঙ ।

কাল নিদ্রা আসিল বেউলার না জাগিল এবে।
চৈতন্য হইয়া বেউলা বড় দুঃখ পাবে ॥ * ৩২১১
উত্তর শিয়রি [1]হইয়া পড়িল লক্ষীন্দর[1]।
[2]ব্রহ্ম রন্ধ্র ধরিল বিষে নাকে নাহি স্বর[2] ॥** ৩২১২
[3]বেউলার গায়ে লখাই[3] বাহে গড়াগড়ি।
তবু নিদ্রা [4]নাহি ভাঙ্গে সাহের কুমারী[4] ॥ ৩২১৩
সাত পাঁচ [5]ভাবি পদ্মা[5] স্থির করে মন।
নিদ্রা কালে[6] বেউলারে দেখাইল স্বপন ॥ ৩২১৪
বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন হও সাবহিত।
লাচারি এড়িয়া বল পয়ারের গীত ॥ † ৩২১৫

পয়ার

[7]শোন শোন[7] আগ বেউলা কত নিদ্রা যাও।
লখিন্দর চলিয়াছে [8]চক্ষু মেলি[8] চাও ॥ ৩২১৬
একবার ছায়নিতে [9]মৈল তোর[9] স্বামী।
[10]তোমার সাধনে[10] জিয়াইয়া দিলাম আমি ॥ ৩২১৭
[11]কালি নাগিনী এথা বিহা চাইতে আসি[11]।
[12]পলাইয়া যায়ে সে তোমার স্বামী দংশি[12] ॥ ৩২১৮

---

* ৩২১১ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

১—১ পড়ে লখাই কুমার, খ, ঙ। ২—২ তালু ধরিল বিষে বাঁচা নাহি আর, ঙ।

** ৩২১২ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

কাল বিষের জ্বালে শরীর হইল কাট।
আঁখি পাকলিয়া দন্ত লাগিল কপাট ॥

৩—৩ খাট হইতে লখিন্দর, খ, ঙ। ৪—৪ না ভাঙ্গিল বেউলা সুন্দরী, খ

৫—৫ পদ্মাবতী, খ। ৬ হইতে, খ।

† ৩২১৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই।

৭—৭ জাগ জাগ, খ। ৮—৮ গা তুলিয়া, খ। ৯—৯ চলিল তোমার, খ। ১০—১০ তোর সাধনে লখাই, খ। ১১—১১ শুনিয়া যে কাল নাগিনী চাহিতে আইলা বিয়া, খ। ১২—১২ তোমার স্বামী খাইয়া গো কালি জায় পলাইয়া, খ।

নিদ্রা হতে উঠি দেখ তোমার প্রভুরে।
চলিয়াছে লখিন্দর প্রাণে নাহি মরে॥ * ৩২১৯
কালিনাগ [১]পলাইয়া যায়ে মোর[১] অসন্তোষ।
কালি খাইল তোমার স্বামী মোর কিবা[২] দোষ॥ ** ৩২২০
অন্তর্ধান হইল [৩]দেবী দেখাইয়া স্বপন[৩]।
[৪]ত্রস্ত হইয়া বেউলা উঠিলা তখন[৪]॥ † ৩২২১
লাড়িয়া চাড়িয়া চাহে প্রাণ নাহি ধড়ে।
দন্তকাটী[৫] লাগিয়াছে মুখের লোল পড়ে॥ ৩২২২
লখাই কোলে করি বেউলা কান্দে দীর্ঘ[৬]রায়ে।
লাচারি [৭]প্রবন্ধে বল[৭] এইত সময়ে॥ ৩২২৩
বিজয়ে গোপ্তে কহে শোন তথ্যসার।
বেউলা হতে লখিন্দর জিবে পুনর্ব্বার॥‡ ৩২২৪

লাচারি

গা তোল গা তোল প্রভুরে॥ ধুয়া॥
গা তোল গা তোল প্রভু গা তুলিয়া চাও।
অভাগিনী বেউলা ডাকে [৮]উঠিয়া বোলাও[৮]॥ ৩২২৫
[৯]কে কে জাগরে তোরা গাররিয়া ওঝা[৯]।
[১০]বাসরেতে চলিয়াছে[১০] চম্পকের রাজা॥ ৩২২৬

---

* ৩২১৯ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নাই।

১—১ খাইয়া জায় হৃদয়, খ। ২ নাহি, খ, ঙ।

** ৩২২০ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত চরণটি অতিরিক্ত :—

এ সব কহিলা পদ্মা শিয়রে বসিয়া।

৩—৩ পদ্মা স্বপন দেখাইয়া, খ। ৪—৪ স্বপন দেখিয়া বেউলা উঠে চমকিয়া, খ।

† ৩২২১ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত চরণটি অতিরিক্ত :—

প্রভু প্রভু বৈলা চাহে খাট বিচারিয়া।

৫ কপাট, খ। ৬ উচ্চ, খ। ৭—৭ বলিতে ভাই, ঙ।

‡ ৩২২৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৮—৮ উঠি কর রাও, ঙ। ৯—৯ কে জাগরে গড়রিয়া কে জাগরে ওঝা, ঙ।

১০—১০ বাসরে চলিয়াছে প্রভু, গ, ঙ।

হাতের শঙ্খ মলিন [না] [১]হইল মাথার[১] পঙ্কফুল।
[২]দূর করে কাজল বেউলা নেতের আঁচল[২] ॥ ৩২২৭
বিবাহের রাত্রে প্রভু মাগিলা আলিঙ্গন।
লজ্জার কারণে আমি না করিলাম মন ॥ ৩২২৮
কান্দে সুন্দরী বেউলা বাসরে করে রোল।
লখাইর সন্তাপে বেউলা [৩]বালিসে দিল কোল[৩] ॥ ৩২২৯
কি ক্ষুদা লাগিল তোমার অন্ন চাইলা খাইতে।
না খাইলা অন্ন তুমি দুঃখ রইল চিত্তে ॥* ৩২৩০
আমার মনেত প্রভু [৪]চিত্তে রইল[৪] ব্যথা।
একেখানে বসিয়া[৫] না কহিলাম কথা ॥ ৩২৩১
প্রাণ [৬]ফাটিয়া যায়ে বিদরয়ে[৬] বুক।
দুঃখ পাসরিব আমি দেখিয়া[৭] কার মুখ ॥ ৩২৩২
দেখিয়া স্বামীর রূপ মনে করিলাম আশ।
না পুরিল মনের সাধ বিধি করিল নৈরাশ ॥ ৩২৩৩
বিজয়ে গোপ্ত কবি কয়ে মনসার বরে।
লখাইর বধ রহিল কালি নাগিনীর উপরে ॥** ৩২৩৪

১—১ নহে মাথাএ, ভ। ২—২ কান্দিতে কান্দিতে বেউলা হইল ব্যাকুল, ভ।
৩—৩ কান্দিয়া ব্যাকুল, ভ।

* ৩২৩০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ভ) পুঁথিতে নাই।

৪—৪ রহিল দারুণ, ভ। ৫ বসিয়া আমি, ভ। ৬—৬ ফাটি জাএ মোর বিদরে জে, ভ। ৭ চাহিয়া, ভ।

** ৩২৩৩-৩২৩৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ভ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

খণ্ড কথা না শুনিলাম না করিলা খণ্ড ব্রত।
তে কারণে অভাগিনী খাইল প্রাণনাথ।
পূর্ব্ব জন্মে মুই বুঝি হারাইলাম প্রাণপতি।
সত্য গালি দিল মোরে ব্রাহ্মণের জতি।
খণ্ড তপস্যা আমি করিলাম পূর্ব্ব কালে।
তে কারণে এত দুখ আমার কপালে।
এই রূপ যৌবন মোর হইল ছারখার।
কপাল চিরিয়া চাব কিবা আছে আর।

পয়ার

বাসরে চলিল লখাই শুনিয়া সোনকা।
আহা পুত্র বলি কান্দে বুকে হানে ঘা ॥ * ৩২৩৫
সোনকা ক্রন্দন করে ভূমে দিয়া গড়ি।
এই কালে বল গাইন সন্তেদ লাচারি ॥ ৩২৩৬

লাচারি

বার্ত্তা পাইয়া সোনেকা আসিল লড় দিয়া।
আহা পুত্র বলি পড়ে ভূমে পাছাড় খাইয়া ॥ ৩২৩৭
সোনাই বলে পাইয়াছিলাম অখিলের নিধি।
দিয়া বঞ্চিত হইলা দারুণ বিধি ॥ ৩২৩৮

মু[খ] বাহি প্রভুর বিষের গরল পড়ে।
এমত সুন্দর প্রভু ডালি দিলাম কারে ॥
সুন্দর বদন বাহিয়া পড়িছে গরল।
বাসরে সুন্দরী বেউলা কান্দিয়া বিকল ॥
জন্মে জন্মে কত পাপ করিলাম অতি।
তে কারণে বিহার রাত্রি মৈল প্রাণপতি ॥
নিদারুণ পদ্মা তোর কপটে হৃদয়।
মনসার চরণে বৈদ্য বিজএ গোপ্তে গাএ ॥

* ৩২৩৫-৩২৫১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
রাত্র প্রভাত হইল উদিত ভাস্কর।
শান্ত নাহি সোনকার চিন্তিয়া কান্তর ॥
প্রভাত সমএ কাকে ডাকে ঘন ঘন।
সোনকা বাহির হৈল লৈয়া আইয়গণ ॥
আইয়গণ লইয়া সোনাই চলিল ত্বরিত।
লোহার বাসরে কান্দন শোনে আচম্বিত ॥
ক্রন্দন শুনিয়া সোনকার প্রাণ উড়ে।
লোহার বাসরে সোনাই ধাইয়া গেল লড়ে ॥
পাগলিনী বেশে রাণী জাএ লড় দিয়া।
লাথি মারি ফালাএ সোনাই কপাট খুলিয়া ॥

অনেক তপস্যা মুই করিলাম নিরাহারে।
সেই ফলে তুমি পুত্র ধরিলাম উদরে ॥ ৩২৩৯
তুমি পুত্র পাইয়া আমি করিলাম বড় আশ।
অভাগিনীর আশা বিধি করিলা নৈরাশ ॥ ৩২৪০
কান্দে সোনকা রাণী বুকে হানে ঘা।
আর মোরে চন্দ্র মুখে না বলিলা মা ॥ ৩২৪১
ধাইয়া গিয়া সোনকা লখাইরে লইল কোলে।
বুক বাহিয়া লখাইর বিষের লোল পড়ে ॥ ৩২৪২
আমি মরিলে বাপু কে দিব আগুনি।
তুমি বিনে জিব নারে মুই অভাগিনী ॥ ৩২৪৩

লখিন্দর দেখিয়া সোনকার প্রাণ উড়ে।
পুত্র পুত্র বলি সোনাই ভূমে গড়ি পাড়ে ॥
আহা পুত্র লখিন্দর কেবা লৈয়া জাএ।
বুকে ঘাও দিয়া সোনাই ভূমিতে লোটাএ ॥
পুত্র শোকে সোনকাএ ভূমে পাছাড় খাএ।
লখিন্দর কোলে করি কান্দে দীর্ঘ রাএ ॥
হিতাহিত জ্ঞান নাহি শোকেতে ব্যাকুলী।
কোপ মনে সোনকাএ বেউলারে পাড়ে গালি ॥
সোনকাএ বলে বধূ তুই বড় রূপসী।
মোর পুত্র খাইলি বড়ই রাক্ষসী ॥
বড় রূপসী তুই গুণের সীমা নাই।
চান্দের বংশ নাশ করিতে ছিল কোন ঠাই ॥
নিশ্চএ জানিলাম তুমি নিশাচর জাতি।
বিহার রাত্রি স্বামী খালি এ বড় অখ্যাতি ॥
দূরে জাও রাক্ষসী এথা কি কারণ।
খাইয়াছ মোর বাছা সুন্দর লক্ষণ ॥
দূরে যাও বধূ তুই এথা হৈতে চল।
লোকের সঙ্গে ফন্দি তোর কিছু নাহি ফল ॥
সোনকার কথা শুনি বেউলার প্রাণ উড়ে।
বৃথা কেন দোষ তুমি দেওত আমারে ॥

ছয় পুত্র খাইয়া মুই স্থির করিলাম হিয়া।
সব দুঃখ দূরে গেল তোর মুখ চাহিয়া ॥ ৩২৪৪
হেন প্রাণের ধন মোর কে নিল হরিয়া।
কি করিব অভাগিনীর প্রাণ রাখিয়া ॥ ৩২৪৫
ভূমে গড়ি দেয়ে সোনাই লখাই লখাই বলি।
হেন পুত্র অভাগিনী কারে দিলাম ডালি ॥ ৩২৪৬
বিজয়ে গোপ্তে বলে সোনাই কান্দ কি কারণ।
সকল জানিবা তুমি বিধির গঠন ॥ ৩২৪৭

বেউলা বলে শাশুড়ি তুমি পরম দেবতা।
আমারে বলহ কেন হেন ছার কথা ॥
নাগিনী দংশিল লখাই মোরে কর রোষ।
আর ছএ পুত্র মরে সেবা কার দোষ ॥
পাটনেতে চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিল ধন কড়ি।
সেই কালে মাতা আমি ছিলাম কার বাড়ি ॥
ধন গেল কড়ি গেল ডিঙ্গা মধুকর।
সপ্ত দিবা ভাসে শ্বশুর জলের ভিতর ॥
জল পোকে বাসা কৈলা দাড়ির ভিতরে।
কাঁঠাল খাইতে ভিঙ্গুলি কামড়াইল তারে ॥
কাষ্ঠ বেচিতে গেলেন নগরী নগরী।
কুলবধূ ধরি তারে কিলাএ চৌদ্দ বুড়ি ॥
ভাত খাইতে গেলেন চণ্ডালের পাড়া।
সাত শত গাবরে মারি অস্থি কৈল্য গুড়া ॥
বটী দিতে গিয়াছিলেন গৃহস্থের খেতে।
ধান্ত কাটিয়া সাজা পাইল ভাল মতে ॥
শ্বশুরের এত দুঃখ দিলেন বিধাতা।
সে কালেতে কার দোষ দিলা অগ মাতা ॥
কপালের লেখা মাগ খণ্ডান না জাএ।
স্বামীর শোকেতে আমার প্রাণ ফাটি জাএ ॥
আমারে না খাইল নাগে খাইলেক স্বামী।
মন্দ শুনিতে রইলাম আমি অভাগিনী ॥

পয়ার

শুনিয়া ধাইয়া আইল চান্দ সদাগর।
এই মতে সোনকায়ে কান্দিয়া ফাফর॥ ৩২৪৮
প্রাণ দোসর মোর পুত্র লখিন্দর।
তাহার কারণে আমি তেজিব অন্তর॥ ৩২৪৯
সোনাই বলে বেউলা তুমি লঘুচর জাতি।
বিহার রাত্রে খাইলা পতি নহে বাসি রাত্রি॥ ৩২৫০

জত কাল বাঁচি নাগ তোমার জে ঘরে।
ততকাল অভাগী বলিবা আমারে॥
অভাগিনী বেউলা আমি সাহের কুমারী।
রাত্রিতে হইল বিহা প্রভাতেতে রাঁড়ি॥
এহাতে বলিয়া মন্দ দোষিবা কাহারে।
শুনিতে এসব কথা প্রভু থুইল মোরে॥
শোন শোন সর্ব্বজন অভাগীর কপাল।
লখিন্দর মোর স্বামী দুই প্রহর কাল॥
দুই প্রহরের লাগি আমি হইলাম রাঁড়ি।
এই হেতু প্রভু মোরে আনছে তোমার বাড়ি॥
বেউলার বচনে সোনকার প্রাণ ফাটে।
শোকাকুলি হৈয়া চান্দ আসিলা নিকটে॥
তপের প্রভাবে চান্দ যোগ মন্ত্র জানে।
কারণ জানিয়া শোক পাসরে আপনে॥
চান্দ বলে প্রিয়া তুমি না কান্দিয় আর।
মনেতে ভাবিয়া দেখ সকল অসার॥
গেল গেল সাত পুত্র স্থির কর মন।
না পাইবা লখিন্দর করিলে রোদন॥
তুমি আমি থাকি জদি শতেক বৎসর জিয়া।
আর জত পুত্র মোর জন্মিবে আসিয়া॥
না কান্দিয় অগ সোনাই কহিলাম তোমারে।
কত পুত্র হবে মোর মহাদেবের বরে॥
চান্দের কথা শুনিয়া লোকে ধন্দ হেন বাসে।
মুখে বস্ত্র দিয়া তবে সকলেতে হাসে॥

হিয়া হানে চুল ছিঁড়ে ধরণী লোটায়ে।
লখিন্দর কোলে করি ধরণী লোটায়ে ॥ ৩২৫১
[1]সোমাই পণ্ডিত বলে সোনাই আর কান্দ কিসে[1]।
[2]শতেকে কান্দিলে আর লখিন্দর না আইসে[2] ॥ ৩২৫২
[3]কান্দিতে কান্দিতে হইল দশ দণ্ড বেলা[3]।
জাতি [4]লোকে খোটা দিব ঘারে বাসি মড়া[4] ॥ ৩২৫৩
আমি কি বলিব সাধু বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয়ে উচিত ॥ ৩২৫৪
সোমাইর বচন শুনি চিত্ত করে স্থির।
ঘর হতে লখিন্দর করিল বাহির ॥ ৩২৫৫
পুড়িবার হেতু চান্দ বলে বার বার।
বেউলাতে জিজ্ঞাসা কর কি যুক্তি এহার ॥* ৩২৫৬
বেউলা বলে শ্বশুর তুমি [5]ধর্ম্মের বাপ[5]।
[6]বিহার রাত্রে স্বামী মরে এবড় সন্তাপ[6] ॥ ৩২৫৭

সোনকার তরে কহে এসব কথন।
হেনকালে আসিলেক সমাই ব্রাহ্মণ ॥
চান্দে বলে পুরোহিত শোন দিয়া মন।
আপনে নিষেধ করে ঘুচাও ক্রন্দন ॥

১—১ শোকেতে ব্যাকুলি লোকে কান্দে যে সোনাই, ঙ ২—২ হাজার কান্দিলে আর না পাবে লখাই, ঙ ৩—৩ রাত্রি শেষে প্রাণ দিয়া লখিন্দর মরিল, ঙ ৪—৪ সবে খোটা দিবে বাসি মড়া হৈল, ঙ।

* ৩২৫৪-৩২৫৬ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বাসর হৈতে লখিন্দর ছাড়িয়া দেও তোরা।
কুটুম্ব সবে দিবে খোটা হৈলে বাসি মড়া ॥
সকলে পদ্ম কাষ্ঠ নেও আগর চন্দন।
গাঙ্গুরির কূলে নিয়া করহ দহন ॥
শুনিয়া শ্বশুরের কথা বেউলার প্রাণ উড়িল।
জোড় হস্ত করি বেউলা কহিতে লাগিল ॥

৫—৫ দেবের দেবতা, খ, ঙ। ৬—৬ চিত্ত দিয়া শোন কহি অভাগিনীর কথা, খ, ঙ।

এই খণ্ড ব্রত হইলে গেলাম ছারেখারে।
না জানি বিধাতা মোর কি লিখিল কপালে ॥* ৩২৫৮
[১]পুরাণ কালের কথা কহিছে[১] বুড়া বুড়ি।
সর্পাঘাত [২]হইলে অগ্নিতে না পুড়ি[২] ॥ ৩২৫৯
[৩]নদীতে ভাসাইয়া দেও লয়ে মোর মতি[৩]।
[৪]পাছে পাছে[৪] যাব আমি প্রভুর সংহতি ॥ ৩২৬০
চান্দে বলে তুই বধূ না বলিয় আর।
অগ্নিতে পুড়িয়া লখাই করি ছারখার ॥† ৩২৬১
[৫]ভাসাইলে হবে যাহা তাহা বোলম[৫] মুই।
অবশ্য [৬]লখাইর সঙ্গে[৬] যাবা ব[া]ক তুই ॥ ৩২৬২

---

* ৩২৫৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

মোর কথা শুনি লোকে হাহাকার করে।
লখিন্দর হেন স্বামী বিহার রাত্রি মরে।
না জানি কপালে মোর কি আছে লিখিত।
দূরে অগ্নি দেখিয়া প্রাণে লাগে ভীত।
কর্ম্মফল না জানম দুঃখ পাই মুই।
কোপ না কর যদি বোলম বোল তুই।
পাপ কপালের ফলে বিধাতা পাবত্তি।
কাইল বিহা হইল বেউলা আইজ হইল রাণ্ডী।
মায় দিল বরণ সজ্জা বরিবার তরে।
প্রাণনাথ চলিয়াছে বরিব আর কারে।
সিঁথির সিন্দূরে আমার না পড়িল কালি।
কাঁচা রাঁড়ী কৈলা মোরে কেবা দিল গালি।

১—১ পুর্ব্ব কালের কথা যত কৈল, খ, ঙ। ২—২ মৈলে লোক ভাসায় গাঙ্গরি, খ। ৩—৩ কলার মাজুস করি ভাবাও প্রাণের পতি, খ। ৪—৪ আমি অভাগিনী, খ।

† ৩২৬১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

মোর মনে হেন লয়ে না বোলম লাজে।
জলে ভাসাইয়া দেও পুড়িয়া কোন কাজে।

৫—৫ পাছে হইবে জাহা বলিয়া দেম, খ, গ। ৬—৬ মাজুষে চড়ি, খ।

[১]কূলে কূলে যাবা তুমি[১] লাগ পাইয়া ঘাটে।
[২]লখিন্দর জলে ফেলি তোমা নিব ঠেটে[২] ॥ ৩২৬৩
যার ঘরে যাবা [৩]তুমি তার[৩] প্রাণেশ্বর।
শিয়াল শকুনে খাবে মোর লখিন্দর ॥ ৩২৬৪
[৪]এতেক শুনিয়া বেউলা লোমাঞ্চিত গায়ে[৪]।
হাতে ধরি সমাই পণ্ডিতে[৫] বুঝায়ে ॥ ৩২৬৫
[৬]সোমাই বলে চান্দো তুমি আর কান্দ[৬] কিসে।
ভাল বলে বেউলা বধূ মোর[৭] যুক্তি আইসে ॥ ৩২৬৬
[৮]গুণমন্ত পৃথিবীতে[৮] গুণের অন্ত নাই।
গাররিতে[৯] লাগ পাইলে জিয়াবে লখাই ॥ ৩২৬৭
মোর চিত্তে লয়ে সাধু কল্প ভাল আছে।
জলে ভাসাইয়া দেও বেউলা যাউক পাছে ॥* ৩২৬৮
পণ্ডিতের বোলে সাধু হাতে[১০] দিল তালি।
সম্বাদ পাঠাইয়া আনে [১১]নও শত[১১] মালি ॥ ৩২৬৯
চান্দের [১২]কাছে গেল মালি দিয়া উভালড়[১২]।
চান্দে বলে মালাকার মাজুষ [১৩]গিয়া গড়[১৩] ॥ ৩২৭০
মন দিয়া গড় গিয়া[১৪] না করিয় হেলা।
[১৫]দুই প্রহরে পাঠাইব লখিন্দর বেউলা[১৫] ॥ ৩২৭১

১—১ কুল কাচ জাইতে তোমা, খ। ২—২ মরা কূলে ফালাইয়া তোমা নিবে ঝাটে, খ। ৩—৩ বেউলা সেই, খ। ৪—৪ ঘূর্ণিত নয়নে চান্দ বেউলার পানে চায়, খ। ৫ পণ্ডিত সাধুরে, খ। ৬—৬ পণ্ডিতে বলে সাধু কোপ কর, খ। ৭ এই, খ। ৮—৮ গুণের গুণিন তুমি, খ। ৯ গাড়রিয়ায়, খ।

* ৩২৬৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

নিশ্চয়ে মাজুষে চড়ি তরিবে সাগর।
নিশ্চয় জিয়াইবা বল মরা লখিন্দর ॥

১০ হস্তে, খ। ১১—১১ নরসিং নামে, খ গ। ১২—১২ বাক্যে মালাকার লড়ে লড়ে হাঁটে, খ। ১৩—১৩ গড় ঝাটে, খ, গ, ঙ। ১৪ মাজুষ, খ, গ, ঙ। ১৫—১৫ এই মাজুষে ভাসাইব লখিন্দর বালা, খ।

চান্দোর বচনে মালি মনে পাইল ভয়ে।
মাজুষ গড়িতে যায়ে মালির তনয়ে ॥ ৩২৭২
হাতে করি লইল দাও অতি চোখা ধার।
কলা বাগানে গেল মালির কুমার ॥* ৩২৭৩
[১]বাগানেতে যত ছিল বড়[১] রামকলা।
আথালি পাথালি কাটি মুণ্ডন[২] মালা ॥ ৩২৭৪
মধ[্য]ভাগ রাখিয়া ফেলায়ে আগামূল।
ত্বরিত গমনে গেল গাঙ্গুরির কূল ॥ ৩২৭৫
মাজুষ গড়িতে মালির মনে বড় দুখ।
গাঙ্গের কূলেতে বৈসে হইয়া পূর্ব্ব মুখ ॥ ৩২৭৬
সভাকারে মালাকার মাজুষে জানে ভাও।
বিশ্বকর্ম্মা স্মরিয়া স্মরিল দুর্গা মাও ॥** ৩২৭৭
[৩]মাজুষ গড়িতে[৩] বৈসে মালির তনয়ে।
সমুখে [৪]দাঁড়াইলা বেউলা করিলা[৪] বিনয়ে ॥ ৩২৭৮
বেউলা বলে মালি তুমি বড় গুণবান।
অভাগিনী বেউলা আমি কর অবধান ॥ ৩২৭৯
বিধাতা পাষণ্ড হইলে কার্য্যে নাহি ভাস্য।
বিহার রাত্রে স্বামী মরে লোকে উপহাস্য ॥ ৩২৮০
শরীর বিদরে মোর বুক যায়ে চির।
মড়া স্বামী লইয়া ভাসি গাঙ্গুরির তীর ॥ ৩২৮১
পার হইতে নাও নাহি নাহিক দোসর।
কলার মাজুষে চড়ি তরিব সাগর ॥ † ৩২৮২

---

* ৩২৭২-৩২৭৩ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

এতেক শুনিয়া মালির দুঃখিত অন্তর।
খড়্গা লইয়া গেল কলার বাগান ভিতর ॥

১—১ চান্দর বাগানে জত ছিল, খ, গ। ২ মুণ্ড, খ, গ, ঙ।

** ৩২৭৫-৩২৭৭ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ), (গ) ও (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৩—৩ ভেরুয়া খিলাইয়ত, খ। ৪—৪ বসিয়া বেউলা করেন, খ, গ।

† ৩২৭৯-৩২৮২ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ), (গ) ও (ঙ) পুঁথিতে নাই।

মালির [1]তরে বেউলা বলে করিয়া বিনয়[1] ।
[2]লাচারি প্রবন্ধে বল এইত সময়[2] ॥ ৩২৮৩

লাচারি

[3]আরে মালাকার খানিক[3] বেউলার কর হিত ॥ ধুয়া ॥

হাতের কঙ্কণ ধর কলার মাজুষ ঘর
প্রভু লইয়া ভাসিব সাগরে ।*

১—১ মালির আগে কহে কথা দুঃখ লাগে বড়ি, খ। ২—২ সম্বাদ পড়িল গাইন বলয়ে লাচারি, খ। ৩—৩ মালিরে বাছা বারেক, খ।

* ধুয়ার ও ৩২৮৪ সংখ্যক পদের প্রথম চরণটির পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদ অতিরিক্ত :—

ওরে বাপ মালিরে ॥ ধুয়া ॥

কারে বিধি হেন করে বিহার রাত্রে স্বামী মরে ।
মধুকর উড়ে গেল সুধা কমল পৈড়ে রৈল ॥
অঞ্চলের মাণিক্য ছিল অকূলে খসিয়া পৈল ।
বিধির মনে ইহা ছিল সুখের ঘরে আনল দিল ॥
ছিলাম বড় আদরিণী হইলাম পথের কাঙ্গালিনী ।
বিহা করিল রাজার সুত বেভার দিল কলার ভুর ।
বিহা হইল বাপের বাড়ী শ্বশুর বাড়ী হইলাম রাঁড়ী ।

আরে আরে আরে ও বাপ মালিরে ॥ ধুয়া ॥

কলার মাজুষ গড় দেখিতে সুন্দর বড়
প্রভু লইয়া ভাসিব গাঙ্গরি ।
শুনরে মালির পো বিধি বিড়ম্বিল মো
লাখের হইয়া হইলাম ভিখারী ॥
ছিলাম বড়র ঝি তুমি বা না জান কি
কর্ম্ম দোষে হৈল হেন দশা ।
কারে বিধি হেন করে বিহার রাত্রি স্বামী মরে
না পুরিল মোর মনের আশা ॥
জাইব অনেক দূর অনঙ্গ পদ্মার পুর
মরা লইয়া নদীর হব পার ।
লোকেতে রাখিব যশ দেবতা করিব বশ
শ্বশুর কুল করিব উদ্ধার ॥

তুমি মালাকার জন তোমার অমূল্য[১] ধন
বেউলার [২]নাহিক কড়া কড়ি[২] ॥ ৩২৮৪
ধর্ম্মে মতি থাকে দড় কলার[৩] মাজুষ গড়
[৪]জল মধ্যে না পড়ে[৪] সঙ্কট।
বেউলার [৫]বচন শুনি[৫] [৬]লজ্জিত হইল মালি[৬]
[৭]বলে মালি জোড় করি হাত[৭] ॥ ৩২৮৫
শাস্ত[৮] হইয়া রহো মাও গঠিত কলার নাওগ
অবিলম্বে[৯] তরিবা সাগর।
বেউলারে আশ্বাস করি[১০] কাটিল বাসের সলি[১১]
[১২]মাজুষেতে করিল আরম্ভ[১২] ॥ ৩২৮৬
বেউলা হরিষ হইলা মালির আশ্বাস পাইলা
মনে হইল হরিষ বিষাদ।
ক্ষেমা নাহি চিত্তে মোর যাবত যাই দেবপুর
তবে যেবা করে নারায়ণ ॥ ৩২৮৭
যেন আটিয়া গর্ব্বে আস্তে বেস্তে লরা সর্ব্বে
আরম্ভিল লোহার মাজুষ।
হেন করি গঠিবা নাও যেমন নাক স্বরে বাও
তার পরে মালাকারে কয়ে ॥* ৩২৮৮

---

১ অভীষ্ট, খ। ২—২ হাতে নাহি কড়া বট, খ, গ। ৩ মন দিয়া, খ, গ। ৪—৪ পথে জেন না পাই, খ, গ, ঙ। ৫—৫ কাকুতি কথা, খ, গ। ৬—৬ মালাকারের লাগে ব্যথা, খ, গ। ৭—৭ শুন মাগো নহিও কাতর, খ, গ। ৮ স্বাস্ত, খ। ৯ অবিরোধে, খ, গ। ১০ বলি, খ, গ, ঙ। ১১ খিলি, খ, গ; ঙ। ১২—১২ ভেরুয়া হানিল গায় গায়, খ, গ, ঙ।

* ৩২৮৭-৩২৮৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ), (গ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিয়লিখিত পাঠ :—
কলার বেড়া কলার চাল দেখিতে সুন্দর ভাল
অন্তরে থাকিয়া দেখা জায়।
নরসিংহ কাটারি হাতে নানা বিচিত্র তাথে
মালি নহে সামান্ত পুরুষ।
আড়ে দীঘে পরিসর জেন সাতান্নই ঘর
নিরমিল কলার মাজুষ।

[১]বুঝিয়া মাজুষ কর বেউলার কৌতুক বড়
অবিরোধে যাবে দেবপুর[১] ।
ফুল্লশ্রী গ্রামে ঘর বিজয়ে গোপ্ত কবিবর
লাচারি রচিল কুতুহলে ॥* ৩২৮৯

পয়ার

[২]দিগল চুল লখাইর পরম সুন্দর[২] ।
[৩]সমুদ্রের কূলে তারে নিলেন সত্বর[৩] ॥ ৩২৯০
পরম সুন্দর লখাই সাধুর নন্দন ।
[৪]সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া[৪] দিল আগর চন্দন ॥ ৩২৯১
দিব্য বস্ত্র [৫]পরিধান নানা[৫] আভরণ ।
[৬]আঁচোলে বান্ধিয়া দিল নানা বিধি[৬] ধন ॥ ৩২৯২
চতুর্দিকে বেড়িয়া করে ক্রন্দনের রোল ।
চান্দো বলে লখাইরে নিয়া মাজুষেতে তোল ॥** ৩২৯৩
মাজুষে শোয়াইল লখাই উত্তর শিয়রি ।
[৭]সমুখে দাড়াইল লখাই[র][৭] সাহের কুমারী ॥ ৩২৯৪
[৮]সাত পাঁচ ভাবি[৮] বেউলা যুক্তি করে সার ।
[৯]শাশুড়ির পায়ে বেউলা[৯] করে নমস্কার ॥ ৩২৯৫

১—১ মালির ইঙ্গিত পাইয়া গাবুর পাইক আইল ধাইয়া
ভেরুয়া ভাসাইয়া দিল জলে । খ, গ ।

* ৩২৮৯ সংখ্যক পদের পরে (খ), (গ) ও (ঘ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—
আমি কোন দেশেরে জাব ও জাবরে । ধুয়া ।
রাত্রি শেষ প্রাণ দিল লখিন্দর বালা ।
কান্দিতে কান্দিতে হইল দশদণ্ড বেলা ।

২—২ দীর্ঘ ভুজ লখিন্দর দীর্ঘ মাথার চুল, খ, গ, ঙ । ৩—৩ জাতি সভে ধরিয়া নিল গাঙ্গরির কূল, খ, গ, ঙ । ৪—৪ স্নান করাইয়া, খ, ঙ । ৫—৫ পরাইয়া দিল, ঙ । ৬—৬ অঞ্চলে বান্ধিয়া দিল বহু মূল্য, খ, ঙ ।

* * ৩২৯৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ), (গ) ও (ঙ) পুঁথিতে নাই ।

৭—৭ নিকটে বসিল বেউলা, খ, ঙ । ৮—৮ ভাবিয়া চিন্তিয়া, খ ।
৯—৯ ভূমে পড়ি শাশুড়িরে, খ ।

বেউলা বলে [১]মাও তুমি প্রভুর[১] জননী।
তোমা সেবা না করিলাম মুই[২] অভাগিনী ॥* ৩২৯৬
[৩]চরণে মেলানি দেও[৩] প্রভুর সঙ্গে যাই।
চারি নিদর্শন [৪]আমি তোমা স্থানে দেই[৪] ॥ ৩২৯৭
হের দেখ সাইল ধান সিজান শুথান।
ভাজা কলই দেখ করে ঠন ঠন ॥ ৩২৯৮
আর দেখ হরিদ্রা সিজান শুথান।
এই তিন দ্রব্য দেখ থুইলাম বিগুমান ॥* * ৩২৯৯
সিজান ধানেতে যদি মেলয়ে[৫] অঙ্কুর।
[৬]তবে জানিবা[৬] বেউলা গেল দেব পুর ॥ ৩৩০০
[৭]সিদ্ধ হরিদ্রায়ে যদি মেলিলেক গেজ[৭]।
[৮]তবে জানিলা বেউলা সাধিল নিজ কাজ[৮] ॥ ৩৩০১
ভাজা [৯]কলই যদি মেলিলেক পাত[৯]।
[১০]তবে জানিবা বেউলা জিয়াইল প্রাণনাথ[১০] ॥† ৩৩০২

১—১ মাগো তুমি স্বামীর, খ। ২ আমি, খ।

* ৩২৯৬ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

রাঁড়ী হইয়া মোর জীবনে নাহি আশ।
প্রভুর সঙ্গে জাইব করিলাম সাহস ॥
সতী পতিব্রতা তুমি ধর্ম্মে আগুলি।
আশীর্ব্বাদ করিয়া মাথে দেও পদধূলি ॥
মরা স্বামী লইয়া জাই দেবতা সমাজ।
মহাদেবের লাগ পাইলে সিদ্ধি হবে কাজ ॥

৩—৩ তুষ্ট হইয়া বিদায় দেও, খ, ঙ। ৪—৪ থুইলাম তোমার ঠাই, খ, ঙ।

* * ৩২৯৮-৩২৯৯ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ), (গ) ও (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৫ মেলেত, খ। ৬—৬ তবে সে জানিও, খ, গ। ৭—৭ শুখুনা হরিদ্রায় যদি মেলে দুই পাত, খ। ৮—৮ তবেসে জানিও বেউলার জিল প্রাণনাথ, খ। ৯—৯ মুগেতে জদি মেলেত অঙ্কুর, খ, গ, ঙ। ১০ তবেসে জানিও জিল ছয় ভাহুর, খ, গ, ঙ।

† ৩৩০২ সংখ্যক পদের পরে (খ), (গ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

তিন নিদর্শন থুইলাম ধর্ম্ম করি সাক্ষী।
আর এক নিদর্শন বাসর ঘরে রাখি।

৮ [১]আকসালে চড়াইছি ভাত[১] হেটে নাহি জ্বাল।
[২]সম্পূর্ণ জ্বাল দিয়া এড়িছি চিরকাল[২] ॥ ৩৩০৩
বিনে [৩]জ্বালে ফোটে যদি সেই[৩] ভাত হাঁড়ি।
তবেসে জানিবা বেউলা দেশেতে বাহুরি ॥ ৩৩০৪
বেউলার বচনে সোনাই পড়িল ভূমিত।
মেলানি মাগিয়া বেউলা চলিল ত্বরিত ॥* ৩৩০৫
[৪]সকল প্রণাম করি[৪] চড়িল মাজুষে।
[৫]সতী সতী ধন্য ধন্য সকলে প্রশংসে[৫] ॥ ৩৩০৬
মাজুষে চড়িল বেউলা নাহি কিছু ভয়ে।
লখিন্দরের পাও বেউলা কোলে তুলি লয়ে ॥** ৩৩০৭

১—১ হাঁড়িতে চড়াইয়া চাউল, খ, ঙ। ২—২ উপরে ঢাকনি দিয়া থুবা সর্ব্বকাল খ, গ। ৩—৩ অগ্নির জ্বালে যদি ফোটে, খ, গ।

* ৩৩০৫ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ), (গ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

যত্ন করি সোনেকা রাখিল নিদর্শন।
বধূ কোলে করি রাণী জুড়িল ক্রন্দন ॥
ধারা শ্রাবণের হেন চৌক্ষে পড়ে পানি।
চরণে পড়িয়া বেউলা মাগিল মেলানি ॥

৪—৪ মনসা ভাবিয়া বেউলা, খ। ৫—৫ সাধু সাধু সাধু বলি সর্ব্ব লোকে ঘোষে খ, গ, ঙ।

** ৩৩০৭ সংখ্যক পদের পরে একটি কবিতা (খ) ও (গ) পুঁথিতে কানা হরিদত্তের অনুবন্ধে, লাচারির ছন্দে রচিত এবং পুরুষোত্তম দ্বারা গীত হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু (ক) পুঁথিতে বিজয় গুপ্তের রচিত এবং পুরুষোত্তম ঘোষ দ্বারা গীত বর্ণনাযুক্ত পাওয়া যায়। তাই সন্দিগ্ধ বলিয়া মূলে না রাখিয়া এই কবিতাটি পাদটীকায় রক্ষিত হইল :

খিরদ জলে চান্দো লখাইরে ভাসাইয়ারে
বিস্তর করন্তি বিষাদ।
পুত্র পুত্রবধূ জলেতে ভাসাইয়া
কি আর জীবনের সাধ ॥
প্রাণের লখিন্দর জলের ভিতর
ভাসিয়া জায়ে কতদূর।
পথের উপরে মাথা হানি
তাহা মুণ্ড করিব চুর ॥

বেউলা বলে আমি যদি হই বড় সতী।
ভাসিয়া চলিয় মাজুষ যথা পদ্মাবতী ॥ ৩৩০৮
বেউলার বচনে মাজুষ বায়ুগতি যায়ে।
লাচারি প্রবন্ধে বল এইত সময়ে ॥* ৩৩০৯
পদ্মার চরণ বেউলা অন্তরে ধ্যোয়ায়ে।
নিজ পুর হতে [বেউলা] কত দূরে যায়ে ॥** ৩৩১০

গেল ধন [জন] বারির ভাজন
লখাই গেল ইন্দ্রের সমান ।
হস্তীর মন্দিরে হস্তী মরিল
ঘোড়ায়ে না খায়ে জল তৃণ ॥
বাণিজ্য করি আমি আনিলাম রত[ন] মণি
সমপূর্ণ চৌদ্দখান ভরা ।
মনসার বাদে সমুদ্র ডুবিল
দেশে আসিলাম একেশ্বরা ॥
বিজয় গোপ্তে ভণে মনসার চরণে
মনসা হইয় সহায়ে ।
তার অনুবন্ধে রচিল লাচারি ছন্দে
পুরুষোত্তম ঘোষে গায় ॥

* ৩৩০৭-৩৩০৯ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
প্রচণ্ড বাতাসে ভুড়া মাঝে লইয়া যায় ।
নেহালিয়া চান্দ বাণিয়া সানে পাছাড় খায় ॥
পুত্র পুত্র বলি চান্দ ভূমে দিল গড়ি ।
সম্বাদ পড়িল গাইন বলরে লাচারি ॥

* * ৩৩১০-৩৩১২ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে চান্দ অধিকারী ।
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে সোনেকা সুন্দরী ॥
স্নান করি গেল সবে যার যেই ঘর ।
অকূল সমুদ্রে বেউলা ভাসে একেশ্বর ॥
বেউলা বলে কৃষ্ণ তুমি জগতের পতি ।
তোমা বিনা অভাগিনীর আর নাহি গতি ॥

বেউলা বলে ধর্ম্ম তোমার কেমত যন্ত্রণা।
স্ত্রী হইয়া এত দুঃখ পায়ে কোন জনা॥ ৩৩১১

শ্রবণে শ্রবণে তুমি দেব নারায়ণ।
প্রলয়ের সময়ে তুমি জগত পালন॥
সংসারের পাপ পুণ্য তোমার বিধিত।
অনাদি পুরুষ তুমি জগত পুজিত॥
জন্মে জন্মে যদি মুই পুজিলাম শঙ্কর।
যদি সপ্ত জন্মে পতি হএ লখিন্দর॥
স্বপনেতে নাহি জানি অন্য যে পুরুষ।
বিনে কাণ্ডারিতে বাহে কলার মাজুষ॥
এতেক কহিয়া বেউলা হেট করে মাথা।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া দেখে যতেক দেবতা॥
শিশুকাল হতে পুজে দেবী বিষহরি।
বেউলার নিকটে দেবী আইলা তরাতরি॥
ভকতবৎসলা দেবী ত্রিভুবনের সার।
বেউলার মাজুষে আসি হইলা কাণ্ডার॥
সেই পদ্মাবতী মোরে করিলা অবস্থা।
তাহা হইতে ভাল হবে এই সত্য কথা॥
সকল বিদ্যা জানে পদ্মা জগতের মাতা।
বেউলার বচনে দেবীর মনে লাগে ব্যথা॥
সাত পাঁচ পদ্মাবতী ভাবে মনে মনে।
অন্তরীক্ষে ডাকিয়া কহে বেউলার স্থানে॥
পদ্মা বলে বেউলা তুমি স্থির কর মন।
এত অপমান তুমি ভাব কি কারণ॥
শিশুকাল হতে সেবা কর অতিশএ।
মোর বিদ্যমানে তোমার কারে আছে ভএ॥
যদি পথে যাইতে তুমি মনে পাও ভএ।
ভক্তিভরে তুমি মোরে ভাবিয় হৃদএ॥
ভএ পাইয়া তুমি যদি করহ স্মরণ।
তথাএ গিয়া পদ্মা তোমাএ করিব রক্ষণ॥
পদ্মার বচনে বেউলার রোমাঞ্চিত গাও।
জোড় হস্ত করি বলে শোন দেবী মাও॥

বিহার রাত্র স্বামী মরে অযশ ঘোষণা।
বুঝিতে না পারি পদ্মা তোমার মন্ত্রণা ॥ ৩৩১২
এই নিবেদন [১]মোর মনসার[১] পায়ে।
[২]অভাগিনীর বার্ত্তা না পাইল বাপ মায়ে[২] ॥ ৩৩১৩
বেউলার বচনে [৩]পদ্মা নেতারে দিল ডাক[৩]।**
ঝাটে[৪] আইস নেতা তুমি হইয়া শ্বেত কাক ॥ ৩৩১৪

ভক্তি করিলাম আমি শিশুকাল হতে।
তাহার উচিত ফল দিলা হাতে হাতে ॥
দেব কন্যা হৈয়া তোমার এতেক চাতুরি।
এহার কারণে সাচা কহিলা দেবপুরী ॥
তোমার সেবা করি মুই হারাইলা[ম] সকল।
তোমার দোষ নাহি কিছু মোর কর্ম্মের ফল ॥
নাহি জানি তোর কর্ম্মে-আর কিবা আছে।
এখন যাহা বল তুমি না বলিবা পাছে ॥
তোমার বচন-দেবী না-করিব আন।
এক নিবেদন করি কর অবধান ॥
বিহার রাত্রি স্বামী মরে কোন কর্ম্ম ফলে।
মর্ড়া স্বামী লৈয়া আমি ভাসিলাম জলে ॥
দেবপুরী যাব আমি বড় দুঃখ তাথে।
নাহি জানি বিধি মোরে নেএন কোন পথে ॥
গাঙ্গের পথ দেখি বড় মনে ভএ বাসি।
নাহি জানি পুনরাএ বাহেরে-না আসি ॥
দূর দেশে একাকিনী নাহিক সহাএ।
মোর বার্ত্তা না পাইল মোর বাপ মাএ।

১—১ করি দেবী তোমার, ঙ। ২—২ আমার সংবাদ যেন পাএ বাপ মাএ, ঙ
৩—৩ হাসএ বিষহরি, ঙ।

** ৩৩১৪ সংখ্যক পদের প্রথম চরণের পরে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত দুইটি চরণ অতিরিক্ত :—

এই কাজে বেউলা তোমার এতেক চাতুরি।
নেতা নেতা বলি পদ্মা ঘন ঘন ডাক ॥

৪ শীঘ্র, ঙ।

পদ্মার [১]বচনে নেতা আস্তে বেস্তে লড়ে[১] ।
শ্বেত কাক হইয়া নেতা[২] মাজুষেতে পড়ে ॥ ৩৩১৫
অন্তরীক্ষে [৩]থাকি পদ্মা কহে বেউলার ঠাই[৩] ।
[৪]কি নিদর্শন দিবা তুমি দেও কাক ঠাই[৪] ॥* ৩৩১৬
পদ্মার বচনে বেউলা [৫]কৌতুক হইল বড়ি[৫] ।
[৬]টান দিয়া আনে বেউলা মাণিক্য দোসরি[৬] ॥ ৩৩১৭
মনে মনে ভাবে বেউলা চিন্তিয়া[৭] বিষাদ ।
কোন [৮]মতে লিখিব আমি বিষম[৮] সম্বাদ ॥ ৩৩১৮
[৯]চারি দিকে চাহে বেউলা মনে আসোয়াত[৯] ।
[১০]সমুদ্রে ভাসিয়া যায়ে শুকনা[১০] কেওরি পাত ॥ ৩৩১৯
[১১]সাহের কুমারী বেউলা বুদ্ধিতে আগলি[১১] ।
নয়ানের [কা]জল দিয়া [১২]করিলেক কালি[১২] ॥ ৩৩২০
আপোনে পণ্ডিত বেউলা লেখে নানা[১৩] ভায়ে ।
প্রথমে প্রণাম লেখে বাপ মায়ের পায়ে ॥ ৩৩২১
ছয় ভাইর [১৪]পায়ে বেউলা[১৪] নমস্কার লিখে ।
[১৫]বিধাতা হইল বাম না বুঝিলাম তাথে[১৫] ॥† ৩৩২২

১—১ আজ্ঞাএ নেতা ধাএ উভালড়ে, ঙ। ২ গিয়া, ঙ। ৩—৩ বলে দেবী জগতের মাই, ঙ। ৪—৪ কোন নিদর্শন দিয়া বাপ মাএর ঠাই, ঙ।

* ৩৩১৬ সংখ্যক পদের পরে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

কোন সংবাদ দিবা দেও কাকের জে ঠাই ।
এই কাক তোমার কারণ উজানি পাঠাই ॥
জাহা মনে লএ তাহা লিখি দেও পাতে ।
এই কাকে দিবে নিয়া তোমার মাএর হাতে ॥

৫—৫ হরষিত মতি, ঙ। ৬—৬ ভাবিতে লাগিল বেউলা কি হইবে গতি, ঙ। ৭ আপনার, ঙ। ৮—৮ বুদ্ধিতে মাএর ঠাই লিখিব, ঙ। ৯—৯ ভাবিতে লাগিল বেউলা কি লিখিব তাত, ঙ। ১০—১০ গঙ্গা জলে ভেইসে জেইতে পাইল, ঙ। ১১—১১ নানা বিদ্যা জানে বেউলা সাহের কুমারী, খ, গ, ঙ। ১২—১২ লিখে বোল চারি, খ, গ, ঙ। ১৩ ভাএ, খ, গ, ঙ। ১৪—১৪ চরণেতে, ঙ। ১৫—১৫ ছএ বধূরে বেউলা বন্দে একে একে, গ, ঙ।

† ৩৩২২ সংখ্যক পদের পরে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

তার পরে লিখে বেউলা আপনার কাজ ।
বিধাতা পাষণ্ড হইলে কর্ম্ম হএ বাজ ॥

[১]না জানিলাম কোন দোষে বিধি হইল বৈরী[১]।
বিবাহের রাত্রে [২]আমি হইলাম কাঁচা[২] রাঁড়ী ॥ ৩৩২৩
[৩]নিদ্রার আবেশে লোক[৩] কেহ নহে জাগে।
লোহার বাসরে স্বামী[৪] দংশিলেক নাগে ॥ ৩৩২৪
রাত্র শেষে [৫]মৈল স্বামী দংশিল[৫] নাগিনী।
[৬]মড়া স্বামী লইয়া ভাসি[৬] মুই অভাগিনী ॥* ৩৩২৫
যাইব পদ্মার[৭] পুরী দড়াইছি মন।
মড়া স্বামী জিয়াইব ভাসুর ছয় জন ॥ ৩৩২৬
হারাইছে যত ধন করিব উদ্ধার।
লোকেতে রাখিব যশ আসিব আরবার ॥† ৩৩২৭
জিয়াইতে না [৮]পারি যদি না আসিব আর[৮]।
[৯]জলে ঝাপ দিয়া প্রাণ তেজিব আমার[৯] ॥‡ ৩৩২৮

১—১ পাপ কপালের ফল বিধাতা পাষণ্ড হরি, ঙ। ২—২ স্বামী মরে আমি হৈলাম, ঙ। ৩—৩ বিহার রাত্রি স্বামী মরে, ঙ। ৪ ভাঙ্গি, ঙ। ৫—৫ দংশিল প্রভু দারুণ, গ, ঙ। ৬—৬ নিদ্রা হতে না জাগিলাম, ঙ।

* ৩৩২৫ সংখ্যক পদের পরে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

স্বপ্নে জানিলাম বার্ত্তা রাত্র অবশেষ।
প্রভাতে প্রভুরে লইয়া যমুনা প্রবেশ ॥
মাজুষে চড়িয়া যাই হৈয়া একেশ্বরী।
সাহস করিয়া যাব মনসার পুরী ॥

৭ মনসার, খ, গ, ঙ।

† ৩৩২৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

যমঘরে হৈতে প্রভু আনিব বাহরি।
এই হতে প্রভু লৈয়া যাব দেবপুরী ॥

৮—৮ পারিলে না আসিব ঘর, ঙ। ৯—৯ স্বামীর অগ্নিতে পুড়ি হব ছারখার, ঙ।

‡ ৩৩২৮ সংখ্যক পদের পরে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

বাপভাই যত মোর আর বন্ধুজন।
এলোকে কাহার সঙ্গে নাহি দরশন ॥

[১]অবশেষে নমস্কার লিখে সভার পাশ[১]।
[২]মস্তকের কেশ দিয়া[২] বান্ধিল নিয্যাস ॥ ৩৩২৯
বাপের ঘরে যে অঙ্গুরি পাইল[৩] যৌতুক।
[৪]পত্রে বান্দিয়া দিল[৪] কাকের সমুখ ॥ ৩৩৩০
বেউলার দুঃখ দেখিয়া নেতার[৫] প্রাণ ফাটে।
[৬]বেউলার পত্র তুলিয়া[৬] লইলেক ঠোঁটে ॥ ৩৩৩১
বেউলার বচনে কাকের হয়ে জোড়া।
বায়ুরূপে উঠিয়া আকাশে করে উড়া ॥* ৩৩৩২
দেখিতে [৭]না দেখে কাক ঘন পাক্ষে[৭] উড়ে।
আঁখির নিমিষে গিয়া উজানিতে পড়ে ॥ ৩৩৩৩
নাগের বাহুয়ার ঠাই বেউলারে দিছ বিয়া।
[৮]চিত্ত আকুল সুমিত্রা রহিছে চাহিয়া[৮] ॥ ৩৩৩৪
দেওালে পড়িয়া কাক ডাকে উচ্চরায়ে।
এক দৃষ্টে সুমিত্রায়ে কাকের দিকে চায়ে ॥** ৩৩৩৫
কাক দেখিয়া [৯]রাণী স্মরয়ে[৯] গোপাল।
আচম্বিতে [১০]আসিল কাক নহে দেখি[১০] ভাল ॥ ৩৩৩৬

১—১ এতেক বলিয়া বেউলা এড়িলা নিশ্বাস, ঙ। ২—২ মাথার চুলেতে পত্র, ঙ। ৩ পাইয়াছিল, ঙ। ৪—৪ সেই অঙ্গুরি দিল বেউলা, ঙ। ৫ কাকের, ঙ। ৬—৬ আস্তে বেস্তে কাকে পত্র, ঙ।

* ৩৩৩২ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৭—৭ দেখিতে কাক বায়ুগতি, গ, ঙ। ৮—৮ চিন্তিয়া বিকল তরে সুমিত্রার হিয়া, গ, ঙ।

** ৩৩৩৫ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

অন্তরে অনেক দুঃখ কান্দিয়া বিকল।
এক মনে চিন্তে বেউলা লখাইর কুশল।
চারি দিগে চাহে বেউলা মনে নাহি সুখ।
সাগরে ভাসিয়া জাএ চিত্তে বড় দুখ।

৯—৯ সুমিত্রাএ বলেন। ১০—১০ সেত কাক কার্য্যে নাহি।

হরি সাধুর বধুর নাম তারকা।
হাতে চাউল লইয়া বলে সত্য কহো কাকা ॥* ৩৩৩৭
[১]এতেক শুনিয়া কাকের[১] দুঃখ লাগে বড়ি।
এহিকালে বল ভাই সন্তেদ[২] লাচারি ॥ ৩৩৩৮

লাচারি

কাকারে স্বরূপে কহিবা মোরে সার ॥ ধুয়া ॥

প্রাণের অধিক[৩] বেউলা [৪]স্বামীর সঙ্গেত[৪] গেলা গ
ভাল মন্দ কি জান তাহার।
[৫]ধর্ম্মের দ্বারেত[৫] থাক [৬]ভাল মন্দ সব[৬] দেখ
[৭]সত্য মিথ্যা[৭] তোমার গোচর ॥ ৩৩৩৯
[৮]আমি করি[৮] জোড় হাত ঘৃতে মাখি দিব ভাত
[৯]বেউলা লখাইর কি জান কুশল[৯] ।†
[১০]যদি লখাই থাকে শুভে[১০] [১১]উড়িয়া পড়িবা পূবে[১১]
অকুশলে পড়িবা[১২] দক্ষিণে ॥ ৩৩৪০
সুমিত্রা [১৩]বচন শুনি[১৩] কাকে মনে [১৪]মনে গনি[১৪]
দক্ষিণে পড়িল অকস্মাত[১৫] ।

---

* ৩৩৩৭ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

১—১ কাকের তরে কহে কথা, খ, ঙ। ২ করুণা, খ, গ, ঙ। ৩ সোদর, খ। ৪—৪ কালি স্বামীর ঘরে, খ। ৫—৫ কাক ধর্ম্ম দূরে, খ। ৬—৬ জেই সত্য সেই, খ, গ। ৭—৭ ভাল মন্দ, খ, গ। ৮—৮ হের করম, খ। ৯—৯ কুশলে নি আছে লখিন্দর, খ।

† ৩৩৪০ সংখ্যক পদের প্রথম চরণের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত চরণটি অতিরিক্ত :—

হের ভূমে ভাগ তুই তোরে বলি দেম মুই
আপন বলি আপনে সে চিনে।

১০—১০ লখাইর কুশল হয়ে, খ। ১১—১১ পড়িও পুরে নিশ্চয়, খ। ১২ পড়িও, ঙ। ১৩—১৩ কান্দিয়া কয়, খ। ১৪—১৪ দুঃখ হয়, খ। ১৫ আচম্বিত, খ, গ, ঙ।

[১]ঠোঁট হইতে পত্র থুইয়া[১] আকাশে [২]উড়িল গিয়া[২]
বেউলার পত্র রহিল[৩] ভূমিত ॥ ৩৩৪১
[৪]লিখন রহিল ভূমি চাহো চাহো বল তুমি
চিন্তায়ে মনেতে আশ্বোস[৪] ।
তারকা বৌয়ারি লড়ে[৫] [৬]আস্তে বেস্তে পত্র পড়ে[৬]
বেউলার অঙ্গুরি [৭]পাইল তথে[৭] ॥ ৩৩৪২
পত্র পড়ি কথা কয়ে কানে বলে হায় [হায়]
সুমিত্রার হৃদয়ে সন্তাপ ।
বিজয়ে গোপ্তে বলে সার মোর গতি নাহি আর
কান্দে রাণী করিয়া বিলাপ ॥* ৩৩৪৩

ফের লাচারি

বাহর বাহর বেউলাগ ॥ ধুয়া ॥**

কোথা গেলা [৮]আরে তুমি বানিয়া[৮] সদাগর ।
[৯]আর ত না পাইলা বর পৃথিবী ভিতর[৯] ॥ ৩৩৪৪

১—১ বলি বিচারিয়া ঠোঁটে, খ। ২—২ উড়িয়া উঠে, খ, ঙ। ৩ ফেলাইয়া, খ।
৪—৪ ৩৩৪২ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই। ৫ চলে, খ।
৬—৬ আথে বেথে পত্র মেলে, খ। ৭—৭ দেখে তায়, খ, গ।

* ৩৩৪৩ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
কালি বিহা হইল রাত্রি মরিল বেউলার পতি
কিবা দৈব হইল অকস্মাৎ ।
কান্দে বধূ পড়ে পতি বিহা নৈল বাসি রাত্রি
আজু বেউলা জল মধ্যে ভাসে ।
কান্দে রাণী সকরুণে বৈদ্য বিজয় ভণে
বার্ত্তা পাইয়া হরি সাধু আইসে ॥

** ধুয়ার পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—
আগো ঝি গো প্রাণের বেহুলা ।
জিয়ন্ত শরীরে তুমি মরার সঙ্গে গেলা ॥

৮—৮ সাধুরে অবোধ, খ। ৯—৯ এত দেশের মধ্যে তুমি না পাইছিলা বর, খ।

কোথা হতে আইল বড় নাগের বাহুয়া।
এমত বাহুয়ার ঠাই বেউলারে দিলা বিয়া ॥* ৩৩৪৫
কোথা গেলা আরে পুত্র হরি সদাগর।
বেউলারে আনিয়া মোর[১] প্রাণ রক্ষা কর ॥ ৩৩৪৬
হরি সাধু বলে মাগ স্থির কর হিয়া।
কতদূর গেছে বেউলা দেখি আসি গিয়া ॥ ৩৩৪৭
যে বাঁকে [২]রহিয়া গেছে[২] সাহের কুমারী।
সেই বাঁকে মিলে গিয়া মহা সাধু হরি ॥ ৩৩৪৮
হরি সাধু বলে [৩]বেউলা ফিরিয়া ঘরে আয়ে[৩]।
[৪]তোর লাগি কান্দিয়া বেয়াকুল হইল মায়ে[৪] ॥ ৩৩৪৯
শঙ্খ বদনে দিমু সুবর্ণের চুড়ি[৫]।
সিন্দুর বদলে দিমু [৬]খাসা ফাউগের[৬] গুঁড়ি ॥ ৩৩৫০
বেউলা বলে [৭]ভাই তুমি না বল উচিত[৭]।
স্বামী [৮]অভাবে নারী[৮] জীবন কুৎসিত ॥ ৩৩৫১
[৯]চাউল দিবা কাষ্ঠ দিবা আর দিবা হাঁড়ি[৯]।
[১০]তোমার বধূয়ে বলিব[১০] বেউলা কাঁচা রাঁড়ি ॥ ৩৩৫২
[১১]যাও যাও ভাই তুমি[১১] না বলিয় আর।
বাপ মায়ের [১২]ঠাই কহিয় মোর[১২] নমস্কার ॥ ৩৩৫৩
কান্দিয়া কহিলা বেউলা নিষ্ঠুর অন্তর।
বিজয়ে গোপ্তে কবি কয়ে মনসার বর ॥† ৩৩৫৪

---

* ৩৩৪৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই।

১ আমার খ, গ। ২—২ ভাসে বেউলা, খ।
৩—৩ আগো বুইন আর কুথা জাও, খ। ৪—৪ জতি হইয়া মোর ঘরে ঘৃত ভাত খাও, খ।
৫ চূড়া, খ। ৬—৬ আবিরের, খ। ৭—৭ হরিদাদা বল অনুচিত, খ।
৮—৮ বিনে নারী লোকের, খ। ৯—৯ কেবা দিবে চাউল কাষ্ঠ কেবা দিবে হাঁড়ি, খ।
১০—১০ মুখ চাইয়া দিবে গালি, খ, গ। ১১—১১ আপন ঘরে যাও দাদা, খ।
১২—১২ চরণে কৈও আমার, খ।

† ৩৩৫৪ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

ঘরে আছে বিবাদিনী বধূ ছয়জন।
মুখ চাহিয়া গালি মোরে দিবে সর্বক্ষণ ॥

পয়ার

এতেক [১]কহিয়া বেউলা হইয়া বিমুখী[১] ।
[২]দেবের বরে চলে মানুষ দেখিতে না দেখি[২] ॥ ৩৩৫৫
[৩]মনসার বরে মানুষ চলে[৩] রাত্র দিন ।
নিরাহারে গেল[৪] বেউলা দিন দুই তিন ॥ ৩৩৫৬
কূল বাহিয়া যায়ে বেউলা লইয়া যায়ে সোতে ।
তথা হতে গেল বেউলা তিন দিনের পথে ॥ * ৩৩৫৭
এক দুই তিন করিয়া লিখে একে একে ।
আচম্বিত গিয়া বেউলা গোদার ঘাটে ঠেকে ॥* * ৩৩৫৮
[৫]জাতে কৈবর্ত্ত বেটা দিঘল মাথার চুল[৫] ।
[৬]নিরবধি বড়শি বায়ে এই নদীর কূল[৬] ॥ ৩৩৫৯
তাল গাছের গোড়া [৭]হেন গোদ দুই[৭] গোটা ।
[৮]সর্ব্ব গায়ে দাউদ যেন সিমলির কাটা[৮] ॥ ৩৩৬০

যে হউক সে হউক আমি করিলাম সাহস ।
বৈদ্য বিজয় গুপ্তে রচিল সরস ॥

১—১ বলিয়া বেউলা চলিল সত্বর, খ । ২—২ কান্দিতে কান্দিতে হরি জায় নিয় ঘর, খ । ৩—৩ এই মতে মানুষ ভাসে, খ । ৪ ভাসে, খ ।

* ৩৩৫৭ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই ।

* * ৩৩৫৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

দেবতার বরে ভুড়া চলিল ত্বরিত ।
গোদার ঘাটে গিয়া ভুড়া মেলে আচম্বিত ॥

৫—৫ জাতিতে কৈবর্ত্ত বেটা দুই কান কাটা, খ । ৬—৬ ৩৩৫৯ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই । ৭—৭ জেন গোদ চারি, খ ।

৮—৮ ৩৩৬০ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

হাতে পায়ে চারি গোদ গলয়ে গলগণ্ড ।
নড়িতে না পারে বেটা বড়ই কুরণ্ড ।
ঝির লাগি জামাই আনিল তার নাম লোদ ।
তাল গাছের গোড়া জিনি তার চারি গোদ ।
একদিন বেড়াইতে গেল কুমার নগর হাটী ।
গোদে বান্ধাইয়া আনিল বাইশ মন মাটি ॥

এক[1] মোন লোহার বড়শি বড়োয়া বাঁশের ছিপ।
[2]সোনদড়ি লাগাইয়া[2] ঘন মারে টীপ ॥ ৩৩৬১
বেউলারে দেখিয়া [3]গোদার কৌতুক হইল বড়ি[3]।
[4]সম্বেদ পড়িল গাইন বলহ লাচারি[4] ॥ ৩৩৬২

লাচারি

ভোলে পড়িল গোদারে ॥ ধুয়া ॥

ভোলে পড়িলা গোদা সুন্দরী দেখি জলে।
মদনে উনমত্ত[5] গোদা নাচে কুতূহলে ॥ ৩৩৬৩
গোদা বলে সুন্দরী মাজুষ চাপাও ঘাটে[6]।
[7]তোমার পুণ্যের ফলে আইলা[7] গোদার ঘাটে ॥ ৩৩৬৪
গোদার ঘরে আসিতে তোমার মনে থাকে আশ।
বড়শি বাহিয়া দিব বড় পাঙ্গাস ॥* ৩৩৬৫

বাড়ীতে আসিয়া গোদা দিল গোদ ঝাড়া।
তাহা দিয়া গোদার বউ লেপে চারি বেড়া ॥
ঘর লেপে দ্বার লেপে আর লেপে চাল।
উবুড়া মৃত্তিকা দিয়া পাতিল সাজাল ॥
চিরাতেনা পরা বেটার ধুলা উড়ে গায়।
গাঙ্গড়ির কূলে গিয়া নিত্য বড়শি বায় ॥

১. বাইশ, খ। ২—২ আধার গাখিয়া বেটা, খ। ৩—৩ গোদা হইল আনন্দিত, খ।
৪—৪ এই কালে বল ভাই লাচারির গীত, খ। ৫ মোহিত, খ। ৬ ঘাটে, খ।
৭—৭ বড় পুণ্য ফলে লো মিলিলা, খ, ঙ।

* ৩৩৬৫ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

অপরূপ মিলাইতে বিধাতা জানে ঠিক।
তুমি জেন সুন্দরী লো গোদা তেন রসিক ॥
গোদা দেখিয়া মোরে না করিও হেলা।
রাত্রি হইলে জানিও গোদা চতুর কামেলা ॥
জিজ্ঞাসিয়া চাহ আগে বড়শী আলের ঠাঁই।
আমি হেন রসিক জন এ ভুবনে নাই ॥

[১]তুমি যদি বল সুন্দরী[১] সতিনের ঘাটা।
তুমি খাইয় মৎস্য[২] তাহারে দিয় কাঁটা॥ ৩৩৬৬
[৩]তোমার মনে লয়ে পাছে গোদা নির্ধন[৩]।
একই [৪]খাদে আছে গোদার[৪] কৌড়ি চারি পোন॥ ৩৩৬৭
চারি পোন কৌড়ি [৫]মধ্যে চৌদ্দ[৫] বুড়ি বাট।
তাহা দিয়া কিনিয়া দিব শিলা মণি কাচ॥ ৩৩৬৮
শিলা মণি [৬]কাচ তোমার হাতে[৬] সাজে।
গোদার পায়ে তেল দিতে ঝামুর ঝমুর বাজে॥* ৩৩৬৯
[৭]এইত গাঙ্গের কূলে সবে[৭] বড়শি বায়ে।
[৮]আমার সমান বড়[৮] মৎস্য কেহ নহে পায়ে॥ ৩৩৭০
সকল গুণ আছে গোদার দোষ একখানি।
[৯]সাজরে পড়িলে গোদা তেজে অন্ন পানি[৯]॥ ৩৩৭১
[১০]চটঘটী মাথায়ে দিয়া চিত্তর হইয়া থাকে[১০]।
অতি কম্প হইলে মাউগেরে মা ডাকে॥** ৩৩৭২

১—১ যদি বল সুন্দরী লো, খ, গ, ঙ। ২ ভাল মৎস্য, খ, গ, ঙ। ৩—৩ যদি বল সুন্দরী লো গোদার নাই ধন, খ। ৪—৪ হদে কুপিয়া থুইছি, খ। ৫—৫ তার আঠার, খ। ৬—৬ কাচেরে সুন্দরী ভাল, খ।

* ৩৩৬৯ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

ভাড়ে বহিয়া দিব যমুনার পানি।
দ্বারে বসিয়া তুমি করিও বিকিকিনি॥
যদি বল সুন্দরী লো কাটনার গুণ।
প্রতি হাটে কিনিয়া দিব পঁচি[শ] কড়ার চুন॥

৭—৭ গাঙ্গরির কূলে দেখ যত, খ। ৮—৮ গোদার সমান ভাল, খ। ৯—৯ দারুণ সাজরে পৈলে এড়ে ভাত পানি, খ। ১০—১০ চট ভুটী মুড়ে দিয়া শুইয়া পড়িয়া থাকে, খ।

** ৩৩৭২ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

শালার বৈটা পৈলারে তিতৈল গাঠা খাঁ।
ঝি নাই ঘরে বউ নাই ঘরে কারে ডাক মা॥
টুমরিয়া গোদা যেন হোড়া নায়ের ভরা।
চৌদিকে বাহিয়া পড়ে পর্ব্বতের ঝড়া॥

[১]চৈত্র বৈশাখ মাস হইতে[১] এবে ভাল আছি।
[২]তাহাতে পাকিলে গোদ[২] ভেন ভেন করে মাছি॥ ৩৩৭৩
কাছি লাগাইয়া যদি মারে এক টান।
বেড়া ভাঙ্গিয়া বাহির হয়ে গোদ একখান॥* ৩৩৭৪
যদি বল সুন্দরী আমার গোদ ছোট।
তোমার সতিনে[র] গোদ হতে শ্রীকলার হাট দেখ॥† ৩৩৭৫
অচল গোদার পুত্র আমি ডুমরিয়া গোদার নাতি।
তাহার ভাই চুঙ্গরিয়া গোদা ফিরে সুধা হাতি॥ ৩৩৭৬
সাত পুরুষে মোরা গোদের সাগর।
আকড়া পাকড়া গোদ গোদ সমসর॥ ৩৩৭৭
কোন দিন যাই যদি কুমারের বাড়ি।
গোদে বাধাইয়া আনি বাইশ মোন মাটি॥ ৩৩৭৮
আসথালের ধার লেপে আর ঘরের ধার।
কানিয়া আঙ্গুলের মাটিতে হয় ঘরের ধার॥ ৩৩৭৯

১—১ নিকটে বসন্ত কাল, খ, গ। ২—২ গোদেরে বেড়য়ারে, খ।

* ৩৩৭৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই।

† ৩৩৭৫-৩৩৮২ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

জে মোর ঘরের নারী সে বড় রসিক।
মোর গোদ হতে তাহার গোদ ডাঙ্গর খানিক।
জে আছে পুত্র মোর তাহার নাহি বোধ।
ঘরের বাহির না হয়ে তাহার চাইর গোটা গোদ।
গোদার কথা শুনিয়া বেউলার হইল হাস।
তুমি হেন পুত্রে তোমার বাপের বংশ নাশ।
গোদার বচন বেউলা শুনিয়া কুৎসিত।
কূল কাছ এড়িয়া বেউলা জায় মধ্যভিত।
বিধি বিপরীত হইলে পায় কর্ম্ম ফলে।
কাপড় কাছিয়া গোদা ঝাঁপ দিল জলে।
নিকটে গোদারে দেখি বলে হরি হরি।
এহার শক্তিতে মোরে কি করিতে পারি।

বেউলারে ধরিতে গোদা জলে দিল ঝাঁপ।
বেউলারে ধরিতে যায়ে মনের সন্তাপ॥ ৩৩৮০
মনসার পায়ে বেউলা কহে করপুটে।
আপন হাতের বড়শি গোটা আপন পায়ে ফোটে॥ ৩৩৮১
পইরন কাপড় তার ভাসাইয়া নিল সোতে।
উঠিতে না পারে গোদা প্রাণশক্তি কৌতে॥ ৩৩৮২
বিজয়ে গোপ্তে বলে বেউলা বিলম্ব না কর।
মনসুখে বাইয়া যাও গোদার নাহি ডর॥ ৩৩৮৩

পয়ার

এ বাঁক এড়িয়া বেউলা আর বাঁকে যায়ে।
ধনা মনা ঘাট তথা দেখিবারে পায়ে॥ ৩৩৮৪
ধনা মনা দুই ভাই ঘাটের ক্ষেয়নি।
সর্ব্বক্ষণে থাকে তারা গাঙ্গুর পানি॥ ৩৩৮৫
অন্ন খাইতে গেছে ধনা আপনার ঘর।
নৌকা লইয়া মনা ঘাটে রহিছে সত্বর॥ ৩৩৮৬
বেউলারে দেখিয়া মনা হরিষ অন্তর।
ঘাটে নাও থুইয়া মনা ধাইল সত্বর॥ ৩৩৮৭
মনারে দেখিয়া ধনা কোপ করে তারে।
খুদায়ে ভাত খাইতে আইলা[য়] নাও নিব চোরে॥ ৩৩৮৮
মনা বলে ভাই তুমি না বলিয় আর।
খুদায়ে নহে আসিয়াছি ভাত খাইবার॥ ৩৩৮৯

গোদারে শাপিলা বেউলা অতি ক্রোধ মুখে।
ছয় মাস থাক গোদা বড়শি ফুটি বুকে।
প্রভুরে জিয়াইয়া আমি যত দিনে আসি।
ছয় মাস থাক গিয়া ফুটিয়া বড়শি।
বড়শি ফুটিয়া গোদা বলে হরি হরি।
স্ত্রী পুত্র নিকটে নাই কেবা দিবে ধরি।

এতকাল আমাঘরে তুষ্ট হইল বিধি।
আপনে কাটিয়া কোনা ঘরে আইল বিধি ॥* ৩৩৯০
পরম সুন্দরী কন্যা জলে ভাসি যায়ে।
[1]এক রাজার[1] ধন আছে সেই কন্যার গায়ে ॥ ৩৩৯১
ঘাটে ধাইয়া চল ভাই স্থির কর হিয়া।
নায়ে চড়ি দুই ভাই কন্যা আনি গিয়া ॥ ৩৩৯২
যত আভরণ আছে সেই কন্যার গায়ে।
শতেক বৎসর খাইলে তাহা না ফুরায়ে ॥ ৩৩৯৩
তোমার চরণে ভাই করি নিবেদন।
সেই কন্যা মোরে দিবা তুমি নিবা ধন ॥ ৩৩৯৪
মনার কথা শুনিয়া ধনার লয়ে চিত্তে।
নৌকা ঘাটে দুই ভাই চলিলা ত্বরিতে ॥** ৩৩৯৫
[2]আগা পাছা সুঠান করি সাজাইল নাও[2]।
[3]ধনা মনা বলে[3] কন্যা আর কোথা যাও ॥ ৩৩৯৬
কোন কার্য্যে মড়া লইয়া জলমধ্যে ভাস।
জলে মড়া ফেলাইয়া আমার ঘরে আইস ॥ ৩৩৯৭
আমার ঘরে নারী নাহি সবে দুই ভাই।
যখন যে বস্তু পাই দিব তোমার ঠাই ॥† ৩৩৯৮

---

* ৩৩৮৪-৩৩৯০ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

পদ্মার প্রভাবে বেউলার কারে নাহি ডএ।
গোদার ঘাট এড়িয়া গেল আর দিন হএ ॥
পবনের গতি মাজুস জাএ বাঁকে বাঁকে।
ধনা মনার ঘাটে গিয়া ততক্ষণে ঠেকে।

১—১বহুমূল্য, ঙ।

** ৩৩৯২-৩৩৯৫ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

তাহা দেখি ধনা মনা নাচে কুতুহলে।
শীঘ্র করি নৌকা আনি ভাসাইল জলে ॥

২—২ আগাএ পাছাএ বৈঠা সাজাইয়া লএ, ঙ। ৩—৩ মনা বলে রহ, ঙ।

† ৩৩৯৭-৩৩৯৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (ঙ) পুঁথিতে নাই।

বেউলা না রহে ঘাটে [১]খেয়নির বাড়ে[১] কোপ।
হাতে বৈঠা লইয়া [২]বাহিল দুই[২] ছোপ ॥ ৩৩৯৯
কোপ মনে বলে ধনা আর কোথা যাও।
ধনারে দেখিয়া বেউলা নাহি করে রাও ॥ ৩৪০০
বেউলা বলে কিসেরে আসিলাম এতদূর।
যাইতে না পারিলাম মনসার পুর ॥ ৩৪০১
উদ্দেশে প্রণাম মোর মনসার পায়।
অসময়ে কালে পদ্মা হওত সদয় ॥ ৩৪০২
বেউলার বচনে পদ্মার দুঃখ লাগে গায়ে।
বুদ্ধিরূপে মনসা ধনার দিগে চায়ে ॥* ৩৪০৩
[৩]অন্তরীক্ষে থাকি পদ্মা পাতিল প্রমাদ[৩]।
জলমধ্যে দুই ভাই করে বিসম্বাদ ॥ ৩৪০৪
বৈঠা ধরি দুই ভাই করে ঠনাঠনি।
ডালিতে পাও দিয়া বাজাইল পানি ॥** ৩৪০৫

১—১ ধনা মনার, ঙ। ২—২ নৌকা বাহে এক, ঙ।

* ৩৪০০-৩৪০৩ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বার মাস বাহে নৈকা গাঙ্গের বোঝে ভাও।
বেউলার মাজুস ভিতে বাইয়া দিল নাও।
বেউলা বলে হাএ দেখ দৈবের কি গতি।
ঠেকিলাম খলের হাতে নাহি অব্যাহতি।
চাহিতে চিন্তিতে বেউলার বিরস বদন।
উদ্দেশে প্রণাম করে মনসার চরণ।
অবিরোধে পদ্মা মোরে হওত সহাএ।
এক মনে পদ্মাবতী ভাবেন হৃদএ।

৩-৩ সহাএ জার পদ্মাবতী তার কি প্রমাদ, খ।

** ৩৪০৫-৩৪০৬ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

ধনা বলে মুই নিব নিতে চাহে মনা।
বেউলার রূপ দেখিয়া মোহিত দুই জনা।

অন্তরীক্ষে পদ্মাবতী হাসে খলখলি।
হুড়াহুড়ি দুই ভাই করে কিলাকিলি॥ ৩৪০৬
[1]জল খাইয়া দুই ভাই[1] হইল ফাফর।
পরিত্রাহি ডাকে কন্যা প্রাণ রক্ষা কর॥ ৩৪০৭
মুই ত না জানি তুমি সাক্ষাতে দেবতা।
আজি [2]হতে হইলা তুমি আমার[2] মাতা॥ ৩৪০৮
বেউলা বলে পদ্মা আমি কি কাজ করিলাম।
স্বামী জিয়াইতে আমি পুরুষ বধি হইলাম॥ ৩৪০৯
কৃপা কর পদ্মাবতী রাখ দুইজন।
একবার রাখ মাগ দাসীর সাধন॥ ৩৪১০
বেউলার সাধনে বর দিলা পদ্মাবতী।
পদ্মার বরে দুই ভাই পাইল অব্যাহতি॥* ৩৪১১
কূলে উঠি[3] দুই ভাই স্মরয়ে গোসাঁই।
[4]কাঁপিতে কাঁপিতে[4] ঘরে গেলা দুই ভাই॥ ৩৪১২

দুই ভাইর বিসম্বাদ হুড়াহুড়ি করে।
আচম্বিতে নৌকাখানি ডুবিলেক জলে॥
ঢেউর আছাড়ে নৌকা খান খান ভাঙ্গে।
দুই বেটাএ জল খাইয়া ভাসে মধ্য গাঙ্গে॥

১—১ নাকে মুখে জল গিয়া, ড। ২—২ তুমি হও আমার রক্ষার জে, ড।

* ৩৪০৯-৩৪১১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ড) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

যত পাপ করিলাম ফল পাইলাম তাই।
একবার প্রাণ রাখ জিয়াও দুটী ভাই॥
দুই জনের কাকুতি শুনি বেউলার পোড়ে মন।
বেউলা বলে পদ্মাবতী করহ রক্ষণ॥
জল মধ্যে দুই বেটা মরে মোর লাগি।
ধর্ম্মর উদ্দেশে যাইতে হৈলাম বধের ভাগী॥
বেউলার বচনে হাসে দেবী পদ্মাবতী।
কূল কাছে দুই ভাই গেলা শীঘ্রগতি॥

৩ পাইয়া, ড। ৪—৪ দেখিতে দেখিতে, ড।

[1]পদ্মার বরে বেউলার মাজুষ চলে ঝাটে[1] ।
[2]কতক্ষণে উত্তরিল[2] টেটনের ঘাটে ॥* ৩৪১৩
[3]উত্তম পুরুষ বেট[1][3] প্রথম বয়েস ।
জল মধ্যে লামিয়াছে গলায়ে কলস ॥ ৩৪১৪
তাহারে[4] দেখিয়া বেউলার উপজিল তাপ ।
মাজুষ রাখিয়া[5] বলে কেন মর বাপ ॥** ৩৪১৫
টেটনা বলেন মোরে [6]কি জিজ্ঞাস[6] আই ।
[7]মোর সমান অভাগিয়া পৃথিবীতে নাই[7] ॥ ৩৪১৬
জাতি মালাকার আমি[8] সাধুর নন্দন ।
[9]শিশু কালে মৈল বাপ থুইয়া বহু ধন[9] ॥ ৩৪১৭
বাপের ধন হারাইলাম করি অবহেলা ।
সকল ধন হারাইলাম খেলাইয়া খেলা ॥† ৩৪১৮

১—১ খোনার ঘাট হইতে বেউলা জায় বাঁকে-বাঁকে, খ । ২—২ জাইতে জাইতে গেল, খ ।

* ৩৪১৩ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

উজান ভাঙ্গি জায় মাজুষ মনে বিস্ময় করি ।
দেবকন্যা হবে কিম্বা স্বর্গবিদ্যাধরী ।

৩—৩ সুন্দর পুরুষ টেটন, খ । ৪ তাহা, খ । ৫ থাকিয়া, খ ।

** ৩৪১৫ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

না মরিও ঘরে গিয়া দেখ বাপ ভাই ।
কোন দুঃখে প্রাণ তেজ কহো মোর ঠাঁই ।
বেউলার বচন শুনি চিন্তিল টেটনা ।
ভাটী ভাঙ্গি উজান যায় নহে ছোট জনা ।

৬—৬ কিবা পোছ, খ । ৭—৭ মুই বড় পাপিষ্ঠ দুঃখের অন্ত নাই, খ ।
৮ মুই, খ । ৯—৯ জুয়া খেলি হারাইলাম বাপের জত ধন, খ ।

† ৩৪১৮-১৪২১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

এমত পাপিষ্ঠ খেলা এড়াইতে না পারি ।
ধন জন হারাইলাম ঘরের সুন্দরী ।
যেই দেখে সেই বলে জুয়ারু টেটন ।
অভিমানে দড় করিলাম তেজিব জীবন ।

কাইল খেলায়ে হারিয়াছি ঘরের নারী।
সেই খেলা অভাগিয়া পাসরিতে নারি ॥ ৩৪১৯
খাইতে নাহিক অন্ন পরিতে বসন।
ঘরের নারী হারাইলাম কি হবে এখন ॥ ৩৪২০
ভাবিয়া চাহিলাম আমি জিয়তে হইলাম মড়া।
অপমানে মরি আমি গলায়ে দিয়া ধড়া ॥ ৩৪২১
[১]শুনিয়া কাতর বেউলা[১] সাহের কুমারী।
টেটনার [২]হাতে দিলা[২] মাণিক্য দোহারি ॥ ৩৪২২
বেউলায়ে [বলে] বাপু তুমি এখন ঘরে যাও।
মাণিক্য দোহারি দিয়া কত কাল খাও ॥ ৩৪২৩
আমি গিয়া আসি আগে প্রভুরে জিয়াইয়া।
আসিবার কালে তো[মা] করাব পঞ্চ বিয়া ॥* ৩৪২৪
এ[(ে)]তক বলিয়া বেউলা ভাসাইলা[৩] মাজুষ।
প্রণাম করিয়া চলে টেটনা পুরুষ ॥ ৩৪২৫
বেউলার প্রসাদে টেটনার ঘুচিল বিষাদ।
মনসার বরে বাড়ুক সভার সম্পদ ॥ ৩৪২৬

বেউলা বলেন শুনি বচন আশ্বাস।
কূলেতে ভাঙ্গিয়া ফেলাও গলার কলস ॥

১—১ দানে অকাতর বড়, খ, ঙ। ২—২ দান করে, খ।

* ৩৪২৩-৩৪২৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

অভাজন পুত্র হইলে ছাড়ে বাপ মায়।
এহারে ভাঙ্গিয়া খাইলে কি হবে উপায় ॥
টেটনার বাক্যে বেউলা হাসে ঘনে ঘন।
বড় চতুর বেটা জুয়া টেটন ॥
এইখানে বসিয়া থাকিবা সর্ব্বক্ষণ।
যাবার কালে তোমার জেন পাই দরশন ॥
মোর বোলে বাপ তুই শান্ত কর হিয়া।
যাবার কালে তোমারে করাব পাঁচ বিয়া ॥

৩ চালাইল, খ।

মাসের মড়া হইল খসিল হাত পাও।
সকল মাংস খসিল নদীর বাও ॥ ৩৪২৭
হাত পাও খসিল খসিল নাভি স্কন্ধ।
খসিয়া পড়িল মুণ্ড শূন্য হইল কন্ধ ॥ ৩৪২৮
বিপরীত গন্ধে লোক দাঁড়াইতে নারে।
সকল শরীরে পোক থোক থোক করে ॥ ৩৪২৯
রক্ত মাংস নাহি কিছু পুঁজে তোলবোল।
তথাচ দারুণ বেউলা না ছাড়িল কোল ॥ ৩৪৩০
স্বামী লইয়া বেউলা ভাসে একেশ্বরী।
নাগরথে থাকিয়া চিন্তিত বিষহরি ॥* ৩৪৩১
পদ্মা [১]বলে নেতা তুমি[১] গাঙ্গের কূলে যাও।
বাঘরূপে[২] গিয়া তুমি লখাইর মাংস খাও ॥ ৩৪৩২
অস্থি চর্ম্ম খাইয় না থুইয় শেষ।
পাছে যেন বেউলা না পায় উদ্দেশ ॥* * ৩৪৩৩
বাঘ [৩]হইয়া গেল নেতা সমুদ্রের কূলে[৩]।
[৪]মাজুষে চড়িয়া বেউলা যায়ে কূলে[৪] ॥ ৩৪৩৪
অতি ঘোর শালবন বেড়িছে পাতে পাতে।
মনিষ্যের গতি নাহি তিন দিনের পথে ॥ ৩৪৩৫
বলে বিক্রম করিয়া বাঘ ডাকে উচ্চরায়ে।
দুই আঁখি পাকাইয়া লখাইর দিকে চায়ে ॥ ৩৪৩৬

---

* ৩৪২৯-৩৪৩১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

তপের প্রভাবে বেউলা নিরাহারে থাকে।
টেটনার ঘাট এড়ি জায় আর বাঁকে ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া পদ্মা স্থির করি মন।
নেতার তরে পদ্মাবতী বলিলা তখন ॥

১—১ বলেন নেতা, খ, গ, ঙ। ২ রূপ হইয়া, খ, গ।

* * ৩৪৩৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই।

৩—৩ রূপ ধরিয়া নেতা গাঙ্গের কূলে চলে, খ। ৪—৪ পদ্মার বচনে নেতা হাসে কুতুহলে, খ।

মৃত গন্ধে বাঘিনীর প্রাণ নহে স্থির।
ঝাঁপ দিয়া নিতে চাহে লখাইর শরীর। * ৩৪৩৭
[১]বাঘ দেখিয়া বেউলা মনে পাইল ভয়ে[১]।
জোড় [২]হাতে বেউলা বাঘের স্থানে কয়ে[২] ॥ ৩৪৩৮
বেউলা বলে [৩]বাঘিনী না বুঝি তোর ভাও[৩]।
[৪]জেতা এড়িয়া কেন মড়া খাইতে চাও ॥ ৩৪৩৯
রক্ত মাংস নাহি কিছু পুঁজ পড়ে বাইয়া[৪]।
কোন [৫]রস পাইবা তুমি মড়া[৫] মাংস খাইয়া ॥ ৩৪৪০
[৬]ললিত শরীর মোর[৬] রক্ত মাংস আছে।
[৭]আমারে আগে খাও[৭] প্রভুরে খাইয় পাছে ॥ ৩৪৪১
বেউলার করুণা শুনি নেতার প্রাণ দহে।
নিজ মূর্ত্তি হইয়া নেতা দিল পরিচয়ে ॥† ৩৪৪২
নেতা বলে [৮]বেউলা তুমি না কর ব্যগ্রতা[৮]।
বাঘ নহে [৯]হই আমি ধোপাজি নেতা[৯] ॥ ৩৪৪৩
[১০]মনসার উপরোধ[১০] না পারি এড়াইতে।
তে কারণে [১১]আইলাম আমি লখাইরে[১১] খাইতে ॥ ৩৪৪৪

---

* ৩৪৩৫-৩৪৩৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

উভা করি লেজ গোটা সারে দুই কান।
খাঁ খাঁ করিয়া উঠে বেউলার বিদ্যমান ॥

১—১ সাহের কুমারী বেউলা বড় বুদ্ধিবতী, খ, ঙ। ২—২ হাত করিয়া বেউলা বাঘেরে করে স্তুতি, খ, ঙ। ৩—৩ বাঘ তুমি কি ভাব বসিয়া, খ। ৪—৪ ৩৪৩৯ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণ এবং ৩৪৪০ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই। ৫—৫ স্বাদ পাবা প্রভুর পচা, খ, ঙ। ৬—৬ কোমল শরীর আমার, খ, ঙ। ৭—৭ আগে আমারে খাও, খ, গ, ঙ।

† ৩৪৪২ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

দন্তে ঘাস লইয়া বেউলা বাঘে করে স্তুতি।
বাঘ মূর্ত্তি এড়ি নেতা ধরে নিজ মূর্ত্তি ॥

৮—৮ শুন বেউলা সাহের কুমারী, খ। ৯—৯ আমি সেথ ধোপার কুমারী, খ। ১০—১০ পদ্মার সাধনে আর, খ। ১১—১১ আসিয়াছি তোর স্বামী, খ।

তোমার বচনে মোর জুড়াইল মন।
তে কারণে নিজ নাম দিলাম দরশন ॥ ৩৪৪৫
মড়া স্বামী লইয়া তুমি আইলা যতদূর।
আর চারিদিনে পাবা মনসার পুর ॥ * ৩৪৪৬
জয়ন্ত [১]নামে পুরীখান গঙ্গা দিয়া বেড়া[১]।
[২]হের দেখ পুরীখান দিব্য তাহার চূড়া[২] ॥ ৩৪৪৭
দুর্লভ পুরীখান অতি অনুপাম।
দেবের পুরী অমরাবতীর সমান ॥** ৩৪৪৮

---

* ৩৪৪৫-৩৪৪৬ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

এতেক বলিয়া নেতা চলে শীঘ্রগতি।
সত্বর গমনে গেল যথা পদ্মাবতী ॥
পদ্মা বলেন নেতা তুমি শঙ্খচিল হও।
ছোপ দিয়া গিয়া তুমি লখাইর মাংস খাও ॥
পদ্মার বচনে নেতা হস্ত করে জোড়া।
চিলরূপ ধরিয়া আকাশে করে উড়া ॥
ঘন পাক দিয়া চিল করে ফর ফর।
ছোপ দিয়া নিতে চাহে লখাইর পাঁজর ॥
নেতের অঞ্চলে লখাইর শরীর ঢাকিল।
চিলেরে বেউলা বিস্তর স্তুতি করিল ॥
বেউলা বলে চিল তুমি কেন দেও উড়া।
তোমার চরণে মোর হস্ত করম জোড়া ॥
জানিয়া শুনিয়া তুমি না কর চাতুরি।
চিল মূর্ত্তি নহে তুমি ধোপার কুমারী ॥
বেউলার বচনে নেতা নিজ মূর্ত্তি ধরে।
নিজ মূর্ত্তি ধরি নেতা কহে বেউলার তরে ॥
তোমার কাকুতি দেখি মোর প্রাণ ফাটে।
আমার বচন তুমি শুন অকপটে ॥

১—১ নগর দেখ গাঙ্গের এক ঘড়া, খ। ২—২ এক দৃষ্টে দেখ ঐ পদ্মার ঘরের চূড়া, খ, ঙ।

* * ৩৪৪৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নাই।

[1]রত্নময় পুরীখান চৌদিগে সর্পে রাখে[1]।
দেবগণ লইয়া শিব নিত্য তথা থাকে ॥ ৩৪৪৯
[2]পচা মাংস রাখিয়া কোন কার্য্য নাই[2]।
[3]মাংস ঘুচাইয়া রাখ এক ঠাঁই[3] ॥ ৩৪৫০
আর এক কথা [4]আমি কহি[4] উপদেশ।
অষ্টনাগ বন্দী করি কেন দেও ক্লেশ ॥ ৩৪৫১
[5]মাসের উপবাসে গায়ে নাহি বল[5]।
[6]লেজ কাটিয়া বিদায় দেওত সকল[6] ॥ ৩৪৫২
এতেক বলিয়া নেতা [7]কামরূপে চলে[7]।
[8]সোতে মাজুষ নিল বেউলা ভাসে জলে[8] ॥ ৩৪৫৩
জল মধ্যে ভাসে বেউলা যেন ভাসে কুশ।
শাল বন এড়াইয়া চাপাইল মাজুষ ॥* ৩৪৫৪

১—১ রত্ন নগর ঐ কিন্নর সভে রাখে, খ। ২—২ আর এক কথা বলি তাহে দেও চিত, খ। ৩—৩ লখাইর অস্থি ধুইয়া রাখ সোনার হরপিত, খ। ৪—৪ বলি হিত, খ। ৫—৫ মাসেকের উপবাসে বল নাহি গায়, খ। ৬—৬ এড়িয়া দেও নাগ সব পদ্মার আগে জায়, খ। ৭—৭ চলে নিজ ঘর, খ। ৮—৮ পদ্মার সহিত কথা কহিলা বিস্তর, খ।

* ৩৪৫৪-৩৪৫৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বেউলা ভাসে মাজুষে সাগর ভিতর।
লখাই কোলে করি বেউলা কান্দিল বিস্তর।
কূল কাছ পাইয়া বেউলা অষ্ট নাগ এড়ে।
লেজ কাটিয়া রাখি অষ্ট নাগ ছাড়ে ॥
বেউলা বলে নাগ তোমরা নাগগণের রাজা।
শিশুকাল হতে করি তোমা সভার পূজা ॥
খলের সেবা করিলে না হয় কোন গতি।
এত সেবা করিলাম তবু খাইল প্রাণপতি ॥
দিনে দিনে নাগ সব মোরে দিলা তাপ।
তে কারণে তোমার ঘরে মুই দেম শাপ ॥

জলেতে মাজুষ রাখি তীরে দিলা পাও।
হরপী খসাইয়া বলে নাগ ঘরে যাও॥ ৩৪৫৫
গুণবতী বেউলার গায়ে বড় তেজ।
অষ্ট নাগের বেউলায়ে কাটি রাখে লেজ॥ ৩৪৫৬
লেজ কাটি অষ্ট নাগ বেউলা দিল ছাড়ি।
বেউলার করুণায়ে বল সম্ভেদ লাচারি॥ ৩৪৫৭

আজু হইতে তোমরা যত জীবজন্তু খাও।
জীবজন্তু খাইয়া যেন লুকাইয়া না যাও॥
নাগ জাতি জন্মিয়া যবে দন্তে বিষ বৈসে।
মুনিয়া খাইলে যেন তাহার লেজ খসে॥
সাপ দিয়া বলে বেউলা নাগ ঘরে চল।
বেউলার যতেক দোষ ক্ষেমিবা সকল॥
তোমা সভার আগে কি বলিব মুই।
সম্বেদ পাইয়া কথা কহিও বোল দুই॥
এতেক বলিয়া বেউলা অষ্ট নাগ এড়ে।
বায়ুর্গতি গিয়া নাগ পদ্মার পায় পড়ে॥
এই মতে নাগ সব চলিয়া গেল ঘর।
বেউলা চিন্তা পায় লইয়া লখাইর পাঁজর॥
সকল অস্থি খসিল কিছু না রহিল বন্ধ।
খসিয়া পড়িল মাথা শূন্য হইল স্কন্ধ॥
নেতার কথা চিন্তিয়া মনে করিল সার।
পদ্মার প্রতাপে বেউলা সমুদ্র হইল পার॥
তপের প্রভাবে আর দেবের প্রকাশ।
তবু সমুদ্র তরিতে হইল ছয় মাস॥
বুদ্ধিমতী বেউলা কার্য্যের বোঝে ভাও।
সমুদ্রে মাজুষ রাখি তড়ে তোলে পাও॥
তড়ে উঠিয়া বেউলার গায় হইল বল।
কলার মাজুষ গোটা খসিয়া পৈল তল॥
সমুদ্রের কূলে লখাইর অস্থি ধুইয়া লয়।
লাচারি বলিতে তাই এইত সময়॥

লাচারি

[১]কেমতে লইব আমি প্রভুর মাংস ধুইয়াগ[১] ॥ ধুয়া ॥

সেই কালে আসিতে মোরে[২] মানা করিল শ্বশুর সদাগরে
তবে কেন আমি[৩] আইলাম এতদূর।
গন্ধে বিভূতি[৪] করে [৫]ঘনাইতে কেহ নাহি পারে[৫]
[৬]কেমতে লইব আমি এই অস্থি ধুইয়া[৬] ॥ ৩৪৫৮
[৭]কানিয়া আঙ্গুল ধরি[৭] [৮]টান দিল বেউলা সুন্দরী[৮]
[৯]খাবলে খাবলে অস্থি লইল ধুইয়া[৯]।
লখিন্দরের অস্থি ধুইয়া [১০]সোনার হরপায়ে থুইয়া[১০]
অস্থি মাথায়ে[১১] বেউলা উঠিলা কান্দিয়া ॥ ৩৪৫৯
... ...।
লখিন্দরের অস্থি নিয়া চাপা [১২]ফুলের গাছতলে[১২]থুইয়া
নেতার বাসরে [১৩]বেউলা চলিল হাটিয়া[১৩] ॥ ৩৪৬০

পয়ার

সাত পাঁচ ভাবে বেউলা স্থির করে মতি।
জোড় হস্তে উদ্দেশে পদ্মারে করে স্তুতি ॥ ৩৪৬১
বেউলা বলে অপরাধ ক্ষেম পদ্মা মায়ে।
ভাল মন্দ আমার মাগ তুমি সে সহায়ে ॥ ৩৪৬২
সায়র পার হইল সাহের কুমারী।
আর কতদুর দেখে মনসার পুরী ॥ ৩৪৬৩
তপের প্রভাবে বেউলা পার হইলা ঝাটে।
মনে সার করে যাবে নেতার নিকটে ॥ ৩৪৬৪

১—১ মুই কেমনে লব প্রভুর অস্থি ধুইয়া, খ। ২ দূরে, খ। ৩ অভাগিনী, খ, গ। ৪ বিকট, খ, গ। ৫—৫ নিকটে ঘনাইতে নারে, খ, গ। ৬—৬ অপমান না সহে শরীরে, খ। ৭—৭ আঙ্গুল ধরিয়া দিলাম টান, খ, গ। ৮—৮ পচা মাংস হইল খান খান, খ, গ। ৯—৯ কেমতে লইব অস্থি পাখালিয়া, খ। ১০—১০ সোনার হরপিতে থুইয়া, খ। ১১ পাখালিয়া, খ। ১২—১২ তলে পুতিয়া, খ। ১৩—১৩ গেলেক চলিয়া, খ।

মনে মনে ভাবে বেউলা করে আহাকার।
বিনে নেতা নাহি দেখি আমার নিস্তার ॥* ৩৪৬৫
[১]আড়ে থাকি বেউলা চাহেত নিয়র[১]।
জলেতে[২] নামিয়া নেতা পাখালে কাপড় ॥ ৩৪৬৬
দেবের কাপড় কাচে আর নাহি মতি।
কূলেতে দাঁড়াইয়াছে পুত্র ধনপতি ॥ ৩৪৬৭
সাচ পাঁচ ভাবে কন্যা স্থির করে মন।
জল মধ্যে ডুব দিয়া চলিল তখন ॥* * ৩৪৬৮
জলে ডুব দিয়া বেউলা যুরে যুরে যায়ে।
[৩]ডুব দিয়া গিয়া বেউলা ধরে নেতার[৩] পায়ে ॥ ৩৪৬৯
থর থর কাঁপে নেতা প্রাণ নহে স্থির।
ডাক দিয়া উঠে নেতা কুম্ভীর কুম্ভীর ॥ ৩৪৭০
নেতা বলে ধনপতি লড়ে ধাইয়া আয়ে।
জল হতে আমারে কুম্ভীরে লইয়া যায়ে ॥ ৩৪৭১
মায়ের বাক্য ধনপতি ধাইয়া আইল লড়ে।
হাতে ধরি নেতারে টান দিয়া তোলে তড়ে ॥ ৩৪৭২
জল হতে টান দিয়া তড়ে তোলে পাও।
দেখে বেউলা ধরিয়াছে ধোপাজির পাও ॥ ৩৪৭৩
কন্যা দেখি ধনপতির কৌতুক বড় হিয়া।
জলে কন্যা পাইয়াছি মুই করিব বিয়া ॥ ৩৪৭৪
নেতা বলে ধনপতি তোর বুদ্ধি কি।
জলকন্যা নহে বাপু মোর বৈইন ঝি ॥ ৩৪৭৫

---

* ৩৪৬১-৩৪৬৫ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

মোরে কি হবে প্রভুরে। ধুয়া।
শোকে উপবাসে বেউলার শুখাইয়াছে বুকে।
লখাইর অস্থি ধুইয়া থুইয়া চলিল কৌতুকে।

১—১ এক দৃষ্টে চাহে বেউলা নেতার নিয়র, খ। ২ জলে, খ।

* * ৩৪৬৭-৩৪৬৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই।

৩—৩ দুই হাতে ধরিলেক ধোপানির, খ।

মায়ের বাক্যে ধনপতি হইল লজ্জিত।
হেট মাথা করি সে জে গেল একভিত ॥ ৩৪৭৬
বেউলার মুখ দেখিয়া নেতার মনে দুঃখ।
ভূমি হইতে তুলিয়া মোছায়ে চন্দ্রমুখ ॥ ৩৪৭৭
নেতা বলে না ভাবিয় সে সব অপমান।
আজি কালি হবে তোমার দুঃখ নিবারণ ॥ * ৩৪৭৮
মুই[1] থাকিতে তোমার কিসের অভরসা।
আমি[2] জিয়াইব যদি না জিয়ায়ে মনসা ॥ ৩৪৭৯
এক কথা কহি আমি বেউলা তোমার ঠাই।
কপটে আগুলিব বিষহরি আই ॥ ৩৪৮০
একেশ্বর যাইতে মোর মনে সন্দে আছে।
মুই আগে যাই মাগ তুমি যাইয় পাছে ॥ ৩৪৮১
এতেক বলিয়া নেতা ঘরে গেল ঝাটে।
বেউলা বসিয়া রইলা ধোপাজির ঘাটে ॥ † ৩৪৮২
[3]মনে মনে[3] বেউলা চিন্তিলা উপায়ে।
[4]ধোপাজির ঘাট হইতে রাজ[4] ঘাটে যায়ে ॥ ৩৪৮৩
চারিদিকে চাহে বেউলা রাজঘাটে বসি।
জল [5]ভরিবারে আইসে মনসার[5] দাসী ॥ ৩৪৮৪

---

* ৩৪৭০-৩৪৭৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বেউলার দুঃখ দেখি নেতার মনে আসয়াস্ত।
কূলে উঠি বেউলার গায় বুলাইলা হাত ॥

১ আমি, গ। ২ আমি লখাই, খ।

† ৩৪৮০-৩৪৮২ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

তোমার গুণে মোহিত যে দেবের সমাজ।
মোর ঘরে থাকি তুমি সাধ নিজ কাজ ॥
একখানি কথা মোর শুন সাবধানে।
বেশ লুকাইয়া রাখ মনসা না চিনে ॥

৩—৩ এতেক শুনিয়া, খ, ঙ। ৪—৪ নেতার ঘাট হইতে বেউলা আর, খ, ঙ।

৫—৫ ভরিতে আইল পদ্মার সাত, খ, ঙ।

[১]এক শত দাসী আইল বড়হী স্থঠান[১] ।
নীলাবতী [২]নামে দাসী[২] সবের প্রধান ॥ ৩৪৮৫
তাহার জলে পদ্মাবতী নিত্য করে স্নান ।
[৩]মনে সার করে বেউলা বুঝিয়া সন্ধান[৩] ॥ ৩৪৮৬
কালী মন্ত্র পড়ি বেউলা মনে মনে জাগে ।
মন্ত্রের তেজে কলসি ভূমির সহিত লাগে ॥* ৩৪৮৭
তুলিতে না পারে তাহার জলের কলসি ।
দূরে থাকিয়া বেউলা মনে মনে হাসি ॥ ৩৪৮৮
কলসি লইয়া যাইতে সবাই করে মন ।
মাথে হাত দিয়া দাসী করয়ে ক্রন্দন ॥ ** ৩৪৮৯
বেউলা বলে মা তুমি [৪]কান্দ কি কারণ[৪] ।
[৫]আমার ঠাই কহো তুমি সব বিবরণ[৫] ॥ ৩৪৯০
দাসী বলে মাগ কহিতে ভয় বাসি ।
নীলাবতী নাম মোর মনসার দাসী ॥ ৩৪৯১
বেলা অধিক হইল রৌদ্রের হইল টান ।
দুই প্রহরের কালে পদ্মা করেন স্নান ॥ † ৩৪৯২

১—১ ৩৩৮৫ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নাই ।

২—২ আগে চলে, খ । ৩—৩ জানিয়া শুনিয়া বেউলা চিত্ত করিল সার, খ ।

* ৩৪৮৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

কালিকার মন্ত্রে কলসিতে দিল ভার ।

** ৩৪৮৮-৩৪৮৯ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

দুই তিন দাসী মেলি করে টানাটানি ।
তবু না তুলিতে পারে কলসের পানি ।
চিন্তিয়া সকল দাসী হইয়া এক মতি ।
সকলে ঘরে গেল কান্দে নীলাবতী ॥

৪—৪ মোরে কহ সার, খ, ঙ । ৫—৫ কোন কার্য্যে কান্দ তুমি কহোত সত্বর, খ, ঙ ।

† ৩৪৯১-৩৪৯২ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নাই ।

না জানি[১] কি হইল আজি মোর কর্ম্ম যোগে[২]
অভাগীর[৩] কলসি তুলিতে নারি কাকে ॥ ৩৪৯৩
[৪]দাসীর বচনে[৪] বেউলা মনে মনে হাসি।
একটান দিয়া তোলে জলের[৫] কলসি ॥ ৩৪৯৪
নানা বিদ্যা জানে তবে[৬] সাহের কুমারী।
[৭]কলসিতে ফেলিয়া দিল[৭] মাণিক্য অঙ্গুরী ॥ ৩৪৯৫
পদ্মার ভয়ে নীলাবতী স্থির নহে মতি।
বেউলারে প্রণাম করি যায়ে নীলাবতী ॥ * ৩৪৯৬
[৮]জল লইয়া গেল দাসী মনসার পুরে[৮]।
[৯]বেউলা লুকাইয়া রহিলা নেতার মন্দিরে[৯] ॥ ৩৪৯৭
কলসি লইয়া গেল আনন্দিত মতি।
মন সুখে স্নান করে দেবী পদ্মাবতী ॥† ৩৪৯৮
নীলাবতী দাসীরে পদ্মা ভালবাসে।
[১০]তার জল দিয়া পদ্মা স্নান করে[১০] শেষে ॥ ৩৪৯৯
[১১]সেই জল ঢালিল গায়ে দেবী বিষহরি[১১]।
সমুখে পড়িল [১২]তাহার মাণিক্য অঙ্গুরী[১২] ॥ ৩৫০০
অঙ্গুরী দেখিয়া পদ্মা[র] [১৩]সন্দে হইল চিত্তে[১৩]।
[১৪]ভূমি হতে অঙ্গুরী তুলিয়া লয় হাতে[১৪] ॥ ৩৫০১
পদ্মা বলে নীলাবতী মোরে কহ সাচে।
কিসের অঙ্গুরী তোর কলসির মাঝে ॥ ৩৫০২

---

১ জানম, খ। ২ পাকে, খ, ঙ। ৩ এতেক ক্লেশে, খ। ৪—৪ এতেক শুনিয়া, খ, ঙ। ৫ কাথের, খ, ঙ। ৬ বেউলা, খ, ঙ। ৭—৭ নিমিষে কলসে ফেলে, খ।

* ৩৪৯৬ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৮—৮ তবে দাসী ধাইয়া গেল তরাতরি, খ। ৯—৯ বেশ লুকাইয়া বেউলা রহিলা নেতার পুরী, খ, ঙ।

† ৩৪৯৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নাই।

১০—১০ তাহার জল দেবী মাথায়ে ঢালে, খ, ঙ। ১১—১১ মাথায়ে জল ঢালে মনসা কুমারী, খ। ১২—১২ বেউলার মাণিক্য দোহারি, খ। ১৩—১৩ বিস্ময় হইল মনে, খ। ১৪—১৪ নীলাবতীর স্থানে পদ্মা জিজ্ঞাসে তখনে, খ, ঙ।

ঘাটে যাইয়া কার সঙ্গে করিলি খেয়াকার।
স্বরূপে কহ তুমি কথা তথ্য সার॥ ৩৫০৩
পদ্মার কথায়ে নীলাবতী পাইলেক ভয়।
জোড় হাতে নীলাবতী ধীরে ধীরে কয়॥ ৩৫০৪
কোপ পরিহর দেবী শোনহ সকল।
দাসী সবে ভরিয়া আনিতে গেলাম জল॥ ৩৫০৫
না জানি বিধাতা লাগিল কোন পাকে।
জলের কলসি তুলিতে নারি কাকে॥ ৩৫০৬
একেশ্বরী থুইয়া মোরে আসিল দাসীগণ।
মনে ভয় পাইয়া আমি করম ক্রন্দন॥ ৩৫০৭
হেন কালে দেখিল তথা এক রূপসী।
সে তুলিয়া দিল মোরে জলের কলসি॥ ৩৫০৮
অনুমানে বুঝি কন্যা মড়ার বৈয়ারি।
সেই বা কলসে দিল মাণিক্য অঙ্গুরী॥* ৩৫০৯
[১]দাসীর বচনে পদ্মা চিন্তিত অন্তরে[১]।
অনুমানে বুঝি বেউলা [২]আসিল দেবপুরে[২]॥ ৩৫১০
রত্ন আভরণে পদ্মা করিলেক বেশ।
নানা কৌতুকে তবে দিবা হইল শেষ॥ ৩৫১১
এই মতে পুরী মধ্যে রহিল মনসা।
ধোপাঝির ঘরে হইল বেউলার বাসা॥ ৩৫১২
এই মতে রহিল বেউলা নেতার আউয়াস।
দুঃখ কহিতে রাত্র হইল অবশেষ॥ ৩৫১৩
এই মতে ধোপাঝি পড়িয়া গেল ভোলে।
শয্যাতে শুইতে চাহে বেউলা লইয়া কোলে॥ ৩৫১৪

---

* ৩৫০২-৩৫০৯ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (গ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
মনসার ভয় দাসী সকল কথা কয়ে।
যত কহে দাসী পদ্মার মনে লয়ে।

১—১ বেউলার হাতে দেখিয়াছি এই অঙ্গুরী খ, ঙ। ২—২ আইল দেবপুরী, খ, ঙ

বেউলা বলে মাসিমাগ না বলিয় মোরে।
কিসের কারণে মোর হেন স্বামী মরে ॥ ৩৫১৫
নিশ্চয় কহিল আমি শোনহ কাহিনী।
প্রভুরে জিয়াইয়া দেও খাব অন্ন পানি ॥ ৩৫১৬
প্রভাত সময়ে কাক ডাকে উচ্চস্বরে।
দেবের কাপড় লইয়া নেতা যায়ে সরোবরে ॥ ৩৫১৭
আগে যায়ে ধোপাঝি পাছে যায়ে বেউলা।
জলেতে লামিয়া কাপড় কাচিতে লাগিলা ॥ ৩৫১৮
বেউলা আসি বলে মাগ মোর বচন রাখ।
আমি আজি কাপড় কাচি তুমি বসি থাক ॥ ৩৫১৯
নেতার মনেতে লয়ে বেউলা যত বলে।
বেউলার হাতে কাপড় দিয়া নেতা উঠে কূলে ॥ ৩৫২০
নেতা হতে বেউলার অনেক গুণ আছে।
খাড় চুন দিয়া আগে খান কত কাচে ॥* ৩৫২১
[১]কাপড় কাচিয়া বেউলা আড় আঁখে চায়ে[১]।
[২]বগের পাক হেন বেউলা কাপড় সাজায়ে[২] ॥* * ৩৫২২

---

* ৩৫১১-৩৫২১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :

কপটে তুলিল বেউলা কলসির জল।
উপদেশে মোর ঠাঁই জানাইল সকল ॥
বস্ত্র ধুইতে যায় নেতা সরোবরের ঘাটে।
বেউলার হাতে বস্ত্র দিয়া নেতা উঠে তটে ॥
এক মন চিত্তে ভাবে মনসার পায়।
নায়কেরে বর দেও বিষহরি মায় ॥

১—১ জলে কাপড় ধোয়ে চাহে আড় আঁখী, খ। ২—২ অতি শুক্ল হইল যেন বকের পাখী, খ।

* * ৩৫২২ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

মাকড়ের জাল যেন সরুয়া কাপড়।
ফেনেকে শুখাইয়া মাত্র করে ফর ফর ॥

[১]পদ্মার পৈরন বস্ত্র লক্ষ টাকার[১] মূল।
[২]পাটে থুইয়া থাড়ে বেউলা নানা জাতি[২] ফুল॥ ৩৫২৩
কত উপরে থুইল কত থুইল হেটে।
মধ্যে ফুল কাটিয়া থুইল মনসার ভেটে॥ ৩৫২৪
বিজয়ে গোপ্ত কবি কয় মনসার বর।
বেউলার মাথায়ে কাপড় দিয়া নেতা যায় ঘর॥* ৩৫২৫
[৩]পশ্চিমে নামিল রবি তিন প্রহর বেলা[৩]।
বসন লইয়া নেতা পদ্মার আগে[৪] গেলা॥ ৩৫২৬
রত্ন খাটে বসিয়াছে দেবী বিষহরি।
বস্ত্র থুইয়া নেতা হস্ত জোড় করি॥** ৩৫২৭
বস্ত্র[৫] দেখিয়া পদ্মা মনে মনে গণি।
[৬]কোন জনে পদ্ম ফুল কাটিয়াছে শুনি[৬]॥ ৩৫২৮
পদ্মা বলে কহ নেতা স্বরূপ বচন।
তোমার ঘরেতে আজি আসিছে কোনজন॥† ৩৫২৯
নেতা বলে পদ্মাবতী মোরে বল কি।
দূর হতে আসিয়াছে মোর বহিন ঝি॥ ৩৫৩০
আমা হতে তাহার অধিক গুণ আছে।
গুণবতী সেই জন ভাল কাপড় কাচে॥ ৩৫৩১
নেতা যতেক কয় পদ্মার মনে ভাসে।
কোপ করি কহে পদ্মা যত মনে আইসে॥ ৩৫৩২

১—১ পদ্মাবতীর পরিধ বস্ত্র এক লক্ষ, খ। ২—২ কাপড়ের মধ্যে বেউলা জন্মাইল, খ

* ৩৫২৪-৩৫২৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই।

৩—৩ বসন সাজাইয়া বেউলা নেতার হাতে দিলা, খ। ৪ স্থানে, খ।

** ৩৫২৭ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই।

৫ বসন, খ। ৬—৬ অনুমানে নেতারে পদ্মা বলে কোপ মনে, খ।

† ৩৫২৯-৩৫৩৩ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

কোপ মনে বলে বাক্য দেবী মনসা।
মোর শত্রু বেউলারে তুই ঘরে দিলি বাসা॥
মোর স্থান হতে তুই আর স্থানে চল।
আর জন হইলে তারে দিতুম যোগ্য ফল॥

পদ্মা বলে নেতা তুমি পাত কত ছলা।
আমার ঠাই বিকাইছে তোর নারী কলা ॥ ৩৫৩৩
মুই অপমান [১]পাম তোর মনে ইচ্ছা[১]।
[২]মোর শত্রু ঘরে রাখি কেন ভাও মিছা[২] ॥ ৩৫৩৪
দূরকোচ নেতা তুমি হেথা হতে চল।
আর জন হইলে অখন দিতাম তার ফল ॥* ৩৫৩৫
পদ্মার বচনে নেতা [ে]কাপেত আগুলি।
[৩]কোপ মনে বলে পদ্মা যত দেও[৩] গালি ॥ ৩৫৩৬
হেন বল পদ্মা তোর দাসীর ছাওাল।
আমি কাপড়িয়া পদ্মা তুমি বড় ভাল ॥ ৩৫৩৭
শিশু কাল হতে তোমা পূজে এক মতি।
তার স্বামী খাইলা তুমি না হইল বাসরাত্রি ॥ ৩৫৩৮
মরা স্বামী লইয়া বেউলা [ভাসে] কলার মাজুষে।
সাগর তরিয়া আইল তোমার উদ্দেশে ॥ ৩৫৩৯
তথাচ না ছাড়ে বেউলা তোমার বাসনা।
তারে বাসা দিতে কেন তুমি কর মানা ॥ ৩৫৪০
তোমার মনে লয়ে নেতা গেল ছারেখারে।
কি কারণে এত গালি দেও অহঙ্কারে ॥ ৩৫৪১
সুখে থাক পদ্মাবতী না ভাবিয় মন।
কল্য দেখিয় পদ্মা নেতার বিক্রম ॥ ৩৫৪২
কড়া দুইকের কার্য্যের লাগি গালি খাই কিসে।
কল্য লখাই জিয়াইয়া পাঠাইব দেশে ॥** ৩৫৪৩

১—১ পাই তোমার নাহি তাপ, খ। ২—২ দুঃখ পাইয়া মিছা সে পুষিলাম কাল সাপ, খ।

* ৩৫৩৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই।

৩—৩ বিমুখ হইয়া বলে কত পাড়, খ।

* * ৩৫৩৭-৩৫৪৩ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বাপের আগে সত্য করি আনিয়াছ যারে।
মোর ঘরে বাসা দিতে মানা কর তারে ॥

এতেক [১]বলিয়া নেতা আস্তে বেস্তে চলে[১]।
রহো রহো [২]বলি নেতার হাতে ধরি বলে[২] ॥ ৩৫৪৪
তুমি ভাল জান নেতা পদ্মা যে নিঠুর।
সেই কোপে বোলম বেউলারে কর দূর ॥* ৩৫৪৫
[৩]সমুদ্র তরিয়া বেউলা আইল[৩] মোর ঠাই।
[৪]পরিপাটি করি আমি[৪] জিয়াব লখাই ॥ ৩৫৪৬
তোমার ঘরে আছে যেন মোর ঘরে আছে।
এ সকল কথা নেতা বাপু শোনে পাছে ॥ † ৩৫৪৭
পদ্মার [৫]নিঠুর বোলে[৫] নেতার তরাস।
[৬]মেলানি পাইয়া নেতা গেলেন[৬] আউয়াস ॥ ৩৫৪৮
নেতা বলে [৭]কেন তুমি আইলা এই[৭] ঘর।
[৮]জিয়াস্তে মড়া স্বামী পরের কুর্পর[৮] ॥** ৩৫৪৯
এত দুঃখ পাইয়া হইলা সমুদ্রের পার।
পদ্মা হতে নাহি [৯]দেখি তোমার প্রতিকার[৯] ॥ ৩৫৫০

১—১ শুনিয়া নেতারে ধরে আথে বেথে, খ। ২—২ করিয়া তারে পদ্মা ধরে হাতে, খ।

* ৩৫৪৫ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

পদ্মা বলেন কোপ ছাড় কাছে বৈস নেতা।
এক বোল বলিতে কেন আইসে আর কথা।

৩—৩ কোথায় রহিছে বেউলা কহো, খ, ঙ। ৪—৪ আগে পরিপাটি করি শেষে, খ, ঙ।

† ৩৫৪৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

নেতা তুমি ঘরে চল কোপ পরিহর।
তোমার ঘর হতে গিয়া বেউলারে বাহির কর।

৫—৫ নিঠুর বাক্যে, খ। ৬—৬ বেউলারে ডাকে গিয়া আপন, খ।

৭—৭ বেউলা কেনে আইলা মোর, খ। ৮—৮ বিলম্ব না করহ বেউলা চলহ সত্বর, খ।

** ৩৫৪৯ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

যত যত কথা ছিল কহিতে নাহি ফল
মোর ঘর হতে বেউলা আর ঘরে চল।

৯—৯ তোমার স্বামীর নিস্তার, খ।

পদ্মার [১]পুরীর ধারে মহাদেবের ঘর[১] ।
গৌরী লইয়া শি[ব] তথা থাকে নিরন্তর ॥ ৩৫৫১
[২]নৃত্য গীত কর গিয়া শিবের গোচর[২] ।
[৩]মহাদেব সেবিলে পাইবা স্বামী বর[৩] ॥ ৩৫৫২
মোর পুত্র ধনপতি [৪]গুণের তরঙ্গ[৪] ।
[৫]নৃত্যশালা আছে তার চারিটা[৫] মৃদঙ্গ ॥ ৩৫৫৩
তার একটা মৃদঙ্গ লইয়া দিব তোরে ।
নৃত্য গিয়া কর তুমি শিবের গোচরে ॥* ৩৫৫৪
[৬]কথায় বার্ত্তায়[৬] রাত্র আছে দণ্ড দুই ।
[৭]হেন কালে[৭] বলে বেউলা বাহিরে যাব মুই ॥ ৩৫৫৫
[৮]নানা বেশ করে বেউলা কটাক্ষের ছান্দে[৮] ।
ধনপতির মৃদঙ্গ তুলিয়া লইল কান্ধে ॥ ৩৫৫৬
রজনী প্রভাতে শিব বসিছে হরষিত ।
হেন কালে তথা বেউলা গেলেন ত্বরিত ॥** ৩৫৫৭

১—১ আওয়াসের পুবে মহাদেবের পুর, খ । ২—২ আপনে নর্ত্তক গোসাঞী নৃত্য ভালবাসে, খ, ঙ । ৩—৩ নৃত্য করি বর মাগো যেবা মনে আইসে, খ, ঙ । ৪—৪ বিদ্যায় বড় রঙ্গ, খ, ঙ । ৫—৫ নাট্যশালায় আছে তাহার দুই গোটা, খ, ঙ ।

* ৩৫৫৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

কোপ করুক তাপ করুক যেবা করুক মোরে ।
তাহার এক মৃদঙ্গ লুকাইয়া দিব তোরে ॥
বেউলা বলে তোর চরণে কি বলিব আই ।
রাত্রি প্রভাতে যাইব যথায় গোসাঞী ॥
বেউলার বোলে নেতা বলে হয়ে হয়ে ।
দুই জনে কথা কহিতে রাত্র হইল ক্ষয় ।

৬—৬ পসাইয়া আইল, খ । ৭—৭ নেতার তরে, খ । ৮—৮ নেতার আওয়াস ছাড়ি চলিল সানন্দে, খ, ঙ ।

* * ৩৫৫৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

রাত্রি শেষ হইল বেউলা জায় তরাতরি ।
নেতার আওয়াস ছাড়ি গেল শিবপুরী ॥
রত্নময় সিংহাসনে বসিছেন গোসাঞী ।
বাম পাশে বসিয়াছেন জগতগৌরী আই ॥

গীতের কৌতুকে গোসাঁই মনে আছে[১] খেদ।
[২]গীত অনুরাগে গোসাঁই জানয়ে সন্তেদ[২] ॥ ৩৫৫৮
সাত পাঁচ ভাবি বেউলা স্থির করে হিয়া।
মধুর স্বরে [৩]বলে গীত মৃদঙ্গ টোকা[৩] দিয়া ॥ ৩৫৫৯
কোকিল জিনিয়া স্বর গাহে সুললিত।
শুনিয়া কৌতুক হইল মহাদেবের চিত ॥* ৩৫৬০
মহাদেব বলে শোন নন্দী মহাকাল।
কোন গাইনে [৪]গাহে গীত শুনি বড়[৪] ভাল ॥ ৩৫৬১
যত [৫]কাল যাবত গেল[৫] অনিরুদ্ধ উষা।
[৬]তদবধি না শুনি হেন রাগ দিশা[৬] ॥† ৩৫৬২

থরে থরে বসিয়াছে যতেক দেবতা।
দূরে থাকিয়া বেউলা নোয়াইল মাথা ॥
মৃদঙ্গেত ঘা দিয়া গীত লৈল ঠানে।
তপের প্রভাবে বেউলা নানা বিদ্যা জানে ॥
কটাক্ষে হরিল বেউলা সকল দেবের মন।
আছুক অন্যের কাজ ভুলিল ত্রিলোচন ॥
প্রশংসিলা মহাদেব বেউলার মা বাপ।
এতদিনে খণ্ডিলেক উষার সন্তাপ ॥

১ নাহি, খ। ২—২ আপনা জানাইতে মোর এইত সন্তেদ, খ। ৩—৩ গীত গায় মৃদঙ্গে ঘা, খ।

* ৩৫৬০ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

শোকে উপবাসে বেউলার রাগ নহে ঢিল।
উচ্চস্বরে গাহে যেন বসন্তে কোকিল ॥
শীতল ছন্দে গীত গাহে যেন সুললিত।
শুনিয়া মহাদেব হইলা চমকিত ॥

৪—৪ গীত গায় বড় শুনি, খ। ৫—৫ দিন হতে গিছে, খ। ৬—৬ ততদিনে নহে শুনি এমত রাগ ভাষা, খ।

† ৩৫৬২ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

বাহির হতে গাহে গীত কোকিল ডাকে যেন।
কোন গায়েন গাহে গীত সমুখে গিয়া আন ॥

শিবের [১]বচনে নন্দী ধায়ে বায়ুবেগে[১]।
বাহের হতে [২]নিল বেউলা মহাদেবে[র][২] আগে ॥ ৩৫৬৩
ডাইনে কাত্তিক বামে চণ্ডী আই।
চারিদিগে দেবগণ বৈসে ঠাই ঠাই ॥* ৩৫৬৪
[৩]বেউলারে দেখিয়া শিবে করিতে নারে সার[৩]।
আগে [৪]নৃত্য করুক পাছে করুবা[৪] বিচার ॥ ৩৫৬৫
বুঝিয়া শিবের মন বেউলার কৌতুক।
আরম্ভিল নৃত্যগীত শিবের সমুখ ॥† ৩৫৬৬
কোকিলের বর যেন বলে মধুর স্বরে।
মধুর স্বরে গায়ে গীত পায়ে মাট পুরে ॥ ৩৫৬৭
হাতে বাদ্য বাজায়ে বেউলা মুখে গায়ে গীত।
নানা বিধি গাহে গীত শুনি সুললিত ॥ ৩৫৬৮
মহাদেব বলে শোন নন্দী মহাকাল।
দেবতা হতে গীত মনিষ্যে গাহে ভাল ॥ ৩৫৬৯
শুভক্ষণে জন্মিয়াছে ধন্য ওহার বাপ।
এত দিনে খণ্ডিল আমার উষার সন্তাপ ॥ ৩৫৭০

১—১ বোলে দ্বারপাল চলি গেল বেগে, খ। ২—২ বেউলারে আনে গিয়া, খ।

* ৩৫৬৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

এক দৃষ্টে চাহে বেউলা শিবের চরণ।
ফুটিল কমল যেন করিছে শোভন।

৩—৩ মনে বিমর্ষিয়া গোসাঞী মনে করিলা সার, খ। ৪—৪ গীত শুনি পাছে করিব, খ।

† ৩৫৬৬-৩৫৭১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

মধুর স্বরে গীত গাহে চিন্তে ভগবতী।
কণ্ঠে আসি অধিষ্ঠান হইলা সরস্বতী।
নানা ছন্দে গাহে গীত শুনিতে সুঠাম।
চৈত্র মাসের রাত্রিত যেন কোকিলার মান।
কটাক্ষ করিয়া শিব মধুর স্বরে বাণী।
আছুক অন্যের কাজ ভুলিলা শূলপাণি।
অনিরুদ্ধ হেন নাচে উষা হেন গায়।
বাণী হেন আলাপে কন্যা নন্দী হেন বাজায়।

আমা হেন নাচে কন্যা চণ্ডী হেন গায়ে।
নন্দী হতে অধিক মৃদঙ্গ বাজায়ে ॥ ৩৫৭১
কিসেরে [১]গাহে গীত না বুঝি ওহার[১] আশা।
কোটী মূল্য ধন দেও[২] বাহিরে দেও বাসা ॥ ৩৫৭২
শিবের বচনে নন্দী যায়ে আস্তে বেস্তে।
কোটী মূল্য ধন লইয়া দাঁড়াইল সাক্ষাতে ॥ ৩৫৭৩
আড় আঁখি চাহে বেউলা ঘন চালায়ে হাত।
নৃত্যে মোহিত হইল ত্রিলোকের নাথ ॥* ৩৫৭৪
শিব[৩] বলে নন্দী জিজ্ঞাস কন্যার ঠাঁই।
[৪]ধনেতে না পূরে আশ আর কিবা[৪] চাই ॥ ৩৫৭৫
[৫]কোনখানে থাকে কন্যা হয় কার ঝি[৫]।
কোন জাতি [৬]হয়ে সে যে[৬] দান চাহে কি ॥৩৫৭৬
[৭]তুষ্ট হইয়া বলে গোসাঁই নৃত্য খোমা কর[৭]।
মনোস্থখে যেই চাহে দিব সেই বর ॥ ৩৫৭৭
শিবের বচন শুনি বেউলা হরষিত।
নৃত্য এড়ি দাড়াইল শিবের সমুখ ॥ ৩৫৭৮
শিবের আগে কহে কন্যা হস্ত জোড় করি।
এই কালে বল গাইন করুণা লাচারি ॥** ৩৫৭৯

১—১ নাচে গায় বুঝিতে নারি, খ। ২ দিয়া, খ, গ, ঙ।

* ৩৫৭৩-৩৫৭৪ সংখ্যাক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

ধন দেখিয়া বেউলা না বাসে পীরিত।
মধুর স্বরে নাচে গাহে অতি সুললিত।

৩ মহাদেব, খ, গ। ৪—৪ কোটীকে না পূরিল আশা আর কত, খ। ৫—৫ কোন দেশে বৈসে কন্যা কাহার বৌ ঝি, খ। ৬—৬ কিবা নাম, খ। ৭—৭ শিবে বলেন কন্যা কি চাহ অপর, খ।

** ৩৫৭৮-৩৫৭৯ সংখ্যাক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

মনে মনে ভাবে বেউলা আপন হৃদয়।
পরিচয় দিতে মোর এইত সময়।
সানন্দে বিজয় ভণে কৌতুক হইল বড়ি।
এই কালে বল ভাই সরস লাচারি।

লাচারি

ছাড়িয়া লাজ ভয়ে কর জোড়ে বেউলা কয়ে
তুমি শিব [১]পরম কারণ[১]।
[২]উৎপত্তি প্রলয় স্থান আপনে সকল জান
জানিয়া জিজ্ঞাস কি কারণ॥[২] ৩৫৮০
তুমি কিনা জান সাচে উত্তর রাজ্যে চান্দ আছে
চম্পক নগরে তার ঘর[৩]।
সাধু হইয়া রাজ্য ভুঞ্জে সর্ব্বক্ষণ[৪] তোমা পূজে
তে[৫] কারণে তার বংশ নাশ॥ ৩৫৮১
তার কনিষ্ঠ সুত রূপে গুণে অদভুত
লখিন্দর [৬]নাম মোর[৬] পতি।
ভাঙ্গিয়া লোহার ঘর নাগিনী[৭] করিল বল
বিহার রাত্রে খাইল পদ্মাবতী॥ ৩৫৮২
আচম্বিত[৮] বজ্রাঘাত [৯]হরি নিল[৯] প্রাণনাথ
[১০]মরমে পাইল বড় শোক[১০]।
মরা স্বামী লইয়া কোলে [১১]ভাসিয়া গঙ্গার[১১] জলে
তোমার উদ্দেশে আইলাম এথা॥ ৩৫৮৩
সমুদ্রে[১২] হইতে পার ছয় মাস নিরাহার
শরীর শুকাইল ভোগে শোকে।
[১৩]তুমি সে অনাথ গতি[১৩] [১৪]জিয়াইয়া দেও পতি[১৪]
[১৫]ঘোষণা রহুক সর্ব্ব লোকে[১৫]॥ ৩৫৮৪

১—১ সংসারের সার, খ।

২—২ আপনে সকলি জান জানিয়া জিজ্ঞাস কেন
তোমার বিষম ঠাকুরাল॥ খ।

৩ বাস, খ, গ। ৪ একমনে, খ, গ। ৫ সে, খ। ৬—৬ মোর প্রাণ, খ, গ, ঙ। ৭ মনসা, খ। ৮ বিনে মেঘে, খ, গ, ঙ। ৯—৯ অকালে মৈল, খ, ঙ। ১০—১০ চিন্তিতে প্রাণেতে লাগে ব্যথা, খ, ঙ। ১১—১১ ভাসিলাম গাঙ্গরির, খ, গ। ১২ গাঙ্গরির, খ। ১৩—১৩ তুমি অনাথের পতি, খ। ১৪—১৪ জিয়াও আমার পতি, খ। ১৫—১৫ খেয়াতি রহুক নরলোকে, খ।

শুনিয়া বেউলার কথা[১] [২]ঈশ্বরে নাড়য়ে মাথা[২]
বেউলারে [৩]বলিলা ধন্য ধন্য[৩] ।
তুমি আমার ভিন্ন নহ [৪]ঘনাইয়া কথা কহ[৪]
চান্দোর সম্বন্ধে[৫] হও নাতি[৫] ॥ ৩৫৮৫
হাসি [৬]বলে চণ্ডী মাই[৬] [৭]তোমার মুখে লাজ নাই[৭]
বাণের কুমারী এই উষা ।
[৮]চারিভিতে কিবা চাও বা বুঝি তোমার ভাও
অবশ্য জিয়াও ওহার পতি ॥ ৩৫৮৬
যেই মুখে কণ্টক বৈসে সেই মুখে কণ্টক খসে
সম্বাদিয়া আন পদ্মাবতী ।[৮]
তোমার শাপের ফলে জন্ম হইল ক্ষিতিতলে
মনসা করিল হেন দশা ॥ * ৩৫৮৭
শুনিয়া চণ্ডীর কথা [৯]গোসাঁই করে হেট মাথা[৯] ।
[১০]দৈব যোগে আছে হেন সন্ধি[১০] ।
পদ্মাবতী দরশনে[১১] সানন্দে বিজয়ে ভণে
পদ্মারে আনিতে যায়ে নন্দী ॥ ৩৫৮৮

---

১ বাণী, খ, গ। ২—২ তুষ্ট হইলা শূলপাণি, খ। ৩—৩ বলেন সাধু সাধু, খ, গ। ৪—৪ নিকটে ঘোনাইয়া রহ, খ, গ। ৫—৫ নাতি বধু, খ, গ। ৬—৬ বলেন চণ্ডী আই, খ। ৭—৭ গোসাঞীর স্মরণ নাই, খ, গ।

৮—৮ ৩৫৮৬ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণ এবং ৩৫৮৭ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, খ ও (ঙ) পুঁথিতে নাই।

* ৩৫৮৭ সংখ্যক পদের পরে (খ), (গ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

চারিভিতে কিবা চাও বুঝিলাম কার্য্যের ভাও
অবশ্য জিয়াবা উহার পতি ।
যে মুখে কণ্টক বৈসে সেই মুখে কণ্টক খসে
সম্বাদিয়া আন পদ্মাবতী ।

৯—৯ ঈশ্বরের মনে ব্যথা, খ। ১০—১০ বুঝিলাম কার্য্যের সন্ধি, খ। ১১ বর, খ।

পয়ার

শিব ভাল দাতাময়ে দাতাময়ে ॥ ধুয়া ॥
আপন [১]সুখে বসিয়াছে দেবী বিষহরি[১] ।
[২]তথায়ে মিলিল গিয়া নন্দী নামে দ্বারী[২] ॥ ৩৫৮৯
নন্দীকে দেখিয়া [৩]পদ্মা চমকিত[৩] মন ।
গৌরব করিয়া দিল বসিতে আসন ॥ ৩৫৯০
নন্দী [৪]বলে মনসা[৪] বসিতে কার্য্য নাই ।
[৫]তোমার কারণে মোরে পাঠাইছে[৫] গোসাঁই ॥ ৩৫৯১
[৬]পদ্মা বলে কহি শোন নন্দী মহাকাল[৬] ।
[৭]মাথা ব্যথা করে[৭] মোর গায়ে না বাসি ভাল ॥ ৩৫৯২
বুঝিতে না পারি আজি[৮] শরীরের ভাও ।
আমি [৯]তথা না যাইব তুমি ফিরি[৯] যাও ॥ ৩৫৯৩
পদ্মার বচনে নন্দীর দুঃখ [১০]লাগে বড়ি[১০] ।
[১১]অতি ক্রোধে শিবের আগে যায় শীঘ্র করি[১১] ॥ ৩৫৯৪
বসিয়াছে মহাদেব লইয়া দেবগণ ।
জোড় হাতে নন্দী কহে পদ্মার কথন ॥* ৩৫৯৫
[১২]শুনিয়া বলিল[১২] শিব মোরে হইল কি ।
কুলের কলঙ্ক হইল[১৩] পদ্মা হেন ঝি ॥ ৩৫৯৬

১—১ আওয়াসে আছে মনসা কুমারী, খ। ২—২ পদ্মাবতীর নিকটে গেলা নন্দী দ্বারী, খ। ৩—৩ পদ্মার আনন্দিত, খ। ৪—৪ বলেন দেবী, খ। ৫—৫ তোমারে লইয়া যাইতে পাঠাইছেন, খ, গ। ৬—৬ ধীরে ধীরে বলেন পদ্মা শুন দ্বারপাল, খ, ঙ। ৭—৭ কপাল বেদনায়, খ ঙ। ৮ আমি, খ, ঙ। ৯—৯ যাইতে না পারিব তুমি চলিয়া, খ, গ, ঙ। ১০—১০ লাগে, খ, গ, ঙ। ১১—১১ বায়ুবেগে গেলা দ্বারী মহাদেবের আগে, খ, গ, ঙ।

* ৩৫৯৫ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

শুনিয়া নন্দীর কথা কোপে জগন্নাথ ।
দন্ত কড়মড় করে কচালে দুই হাত ।

১২—১২ কোপ মনে বলে, খ, গ, ঙ। ১৩ রাখে, খ, ঙ।

[১]দেবগণ এড়িয়া মনিষ্য সঙ্গে মেলা[১] ।
[২]পরের স্বামী খাইয়া এখন[২] মাথা ব্যথার ছলা ॥ ৩৫৯৭
[৩]ভাবিয়া চিন্তিয়া শিব[৩] মনে করে সার ।
পদ্মারে আনিতে পাঠায়ে[৪] কার্ত্তিক কুমার ॥ ৩৫৯৮
বাপের আজ্ঞা পাইয়া দেব চলে শীঘ্রগতি ।
মউর বাহনে যায়ে যথা পদ্মাবতী ॥* ৩৫৯৯
কার্ত্তিকে বলেন দেবী[৫] স্বতন্তর হইলা ।
বাপের আজ্ঞা লজ্যিয়া কেমতে[৬] রহিলা ॥* * ৩৬০০
মোর বোল শোন [৭]পদ্মা না পাতিয়[৭] ছল ।
নাগরথে [৮]চড়ি দেবী[৮] বাপের আগে চল ॥ ৩৬০১

১-১ পরের স্বামী খাইয়া পাতিল নারী কলা, খ, ঙ । ২—২ মোর বোলে না আসিল, খ, ঙ । ৩—৩ সাত পাঁচ মহাদেব, খ, ঙ । ৪ যায়, খ ।

* ৩৫৯৯ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বাপের কথা মাথায় মালা হেন মানে ।
পদ্মারে আনিতে যায় কার্ত্তিক মহাসেনে ।
দেখিতে না দেখিতে ময়ূর চলে বায়ুগতি ।
আঁখির নিমেষে গেল যথা পদ্মাবতী ।
নিকটে পদ্মা দেখিয়া পার্ব্বতীর তনয় ।
ময়ূর হতে নামিয়া প্রণাম করে ভয়ে ।
আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন আইস আইস ভাই ।
আপন আসনে বসিতে দিলা ঠাই ।

৫ দিদি, খ, গ, ঙ । ৬ কেমতে ঘরে, খ ।

* * ৩৬০০ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

সাগর তরি আইল বেউলা স্বামী দান পাইতে ।
যাজ্ঞা করিছেন গোসাঞী তার স্বামী দিতে ।
ঘরেতে বসিয়া রহিলা করিয়া অলস ।
না জানিয়া দেবগণে বলে অপযশ ।

৭—৭ দিদি না করিও, খ । ৮—৮ সাজাইয়া, খ, গ, ঙ ।

কার্ত্তিকের [১]উপরোধ এড়ান দুষ্কর[১] ।
[২]রথে চড়ি পদ্মাবতী চলিলা সত্বর[২] ॥ * ৩৬০২
নৃত্য চাহে মহাদেব আর নাহি চিত ।
প্রণাম করিয়া পদ্মা [৩]বসিল ভূমিত[৩] ॥ ৩৬০৩
পদ্মারে দেখিয়া বেউলার কৌতুক বাড়ে ।
দূরে থাকি প্রণাম করিল কর জোড়ে ॥ ৩৬০৪
সাহের কুমারী বেউলা বড় বুদ্ধিমতী ।
ঘন পাকে শিবেরে করে নানা স্তুতি ॥ ৩৬০৫
বেউলা বলে শিব তুমি অনাথ বিধাতা ।
ত্রিভুবনে তোমার বাক্য নাহিক অন্যথা ॥† ৩৬০৬
[৪]অনাথের নাথ তুমি দেবের প্রধান[৪] ।
[৫]অঞ্চল পাতিয়া চাহি দেও পতিদান[৫] ॥ ৩৬০৭

১—১ অনুরোধ এড়াইতে না পারি, খ, গ। ২—২ নাগ আভরণ পরে দেবী বিষহরি, খ, গ।

* ৩৬০২ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

পরিধান পাট সাড়ি কোমরে তক্ষক ।
মহাপদ্মের হাড় বেজুর কুরুবক ॥
কত কহিব আর নাগের আভরণ ।
অষ্ট নাগ লুকাইয়া রাখিল তখন ॥
ত্রিভুবন মোহ যায় পদ্মার প্রতাপে ।
সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিল পদ্মা অজাগর সাপে ॥
কত নাগ পাছে চলে কত চলে আগে ।
লুকাইয়া ঘরেতে রাখিলা অষ্ট নাগে ॥

৩—৩ দাঁড়াইলা একভিত, খ, গ, ঙ।

† ৩৬০৪-৩৬০৬ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

সঘন নাচে বেউলা জেন উড়ে পাখী ।
অধোমুখী রহিলা পদ্মা না মেলে আঁখী ॥
বেউলারে দেখিয়া দেবী বিরস বদন ।
মুখামুখী হইয়া হাসে যত দেবগণ ॥

৪—৪ বেউলা বলে শিব তুমি জ্ঞানের প্রধান, খ। ৫—৫ আঁচল পাতিয়া মাগম দেও স্বামী, খ, গ।

[১]স্বামী দান মাগে বেউলা শিবে বলে হয়[১]।
লাচারি [২]প্রবন্ধে বল[২] এইত সময়॥ ৩৬০৮

লাচারি

দাতা [৩]বড় শিব তুমি বড়[৩] পুণ্যবান।
অঞ্চল পাতিয়া [৪]মাগি দেও পতি[৪]দান॥ ৩৬০৯
সর্ব্ব দেবগণে বলে তুমিত প্রধান।
অভাগিনী মাগম বর দেও ভগবান॥* ৩৬১০
[৫]কোথা বা চম্পক রাজ্য কোথা[৫] দেবপুর।
তোমার [৬]উদ্দেশে আমি[৬] আসিলাম এতদূর॥ ৩৬১১
তোমার সেবকের পুত্র মোর প্রাণপতি।
উচিত বিধান করি জিয়াও মোর পতি॥ ৩৬১২

পয়ার

বেউলা স্বামী দান চাহে কুপিত অন্তর।
কোপ মনে পদ্মারে বলেন মহেশ্বর॥† ৩৬১৩

১—১ স্ত্রী হইয়া কি বলিব তোমার ছুটি পায়, খ, গ। ২—২ বলিতে ভাই, খ, গ
৩—৩ আরে শিব তুমি, খ, গ। ৪—৪ বেউলা মাগে স্বামী, খ, গ।
* ৩৬১০ সংখ্যাক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

দন্তে তৃণ লইয়া বেউলা মাগে স্বামীদান।
নর লোকে কহিব তোমার বাখান॥

৫—৫ কোথায় উত্তর রাজ্য কোথায়, খ, গ, ঙ। ৬—৬ যশ শুনিয়া, খ, গ, ঙ।
† ৩৬১২-৩৬১৩ সংখ্যাক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

অনাথের নাথ তুমি দেব অধিকারী।
হেন ন বলিও মরা জিয়াইতে না পারি॥
সৃষ্টির প্রধান তুমি অনাথের গতি।
বেউলার স্বামী জিয়াইতে সাধ পদ্মাবতী॥
পরম কারণ তুমি দেবের দেবতা।
চারি যুগে তোমার বাক্য নাহিত অন্যথা॥
বৈদ্য বিজয় গুপ্তের সরস বচন।
বেহুলার স্তব শুনিয়া হরিষ দেবগণ॥

[১]স্বতন্তর থাক তুমি বেড়াও বিবাদে[১]।
বেউলার স্বামী [২]খাইয়া রহিলা নিশবদে[২] ॥ ৩৬১৪
[৩]নিশবদে রহিলা তুমি করিয়া সাহস[৩]।
[৪]লখাইরে জিয়াইয়া দেও তুমি রাখ যশ[৪] ॥* ৩৬১৫
হরি হরি বলে পদ্মা [৫]দিয়া করতালি[৫]।
কোন অপবাদে বাপু মোরে পাড় গালি ॥ ৩৬১৬
[৬]বাদ পড়ুক বেউলার মুণ্ড হউক ক্ষেয়[৬]।
কর্ম্ম দোষে মরে স্বামী মোর [৭]দোষ দেয়[৭] ॥ ৩৬১৭
এতেক [৮]দেবতা থুইয়া মোরে করে[৮] বাদ।
[৯]নৃত[্য]গীত করিতে বেউলার হইছে সাধ[৯] ॥ ৩৬১৮
[১০]কার বধ নহে বাপু মনিষ্য[১০] ভুমি।
খাইয়া থাকি [১১]লখিন্দর জিয়াইব[১১] আমি ॥ ৩৬১৯
পদ্মার বচনে বেউলা [১২]খল খল[১২] হাসি।
কত[১৩] মায়া জান তুমি কপট রাক্ষসী ॥ ৩৬২০
পদ্মার আগে বেউলা কহে বিবরণ।
বেউলারে দেখিয়া শিব কামে অচেতন ॥ ৩৬২১
মহাদেবে বলে বেউলা আর গতি নাই।
যৌবন সফল কর ভজ মোর ঠাই ॥ ৩৬২২
বেউলা বলে অভাগিনীর কপা[লে] কি আছে।
যেই দিগে ধাইয়া যাই দৈব লাগে পাছে ॥ ৩৬২৩

১—১ মহাদেব বলেন পদ্মা শুন সাবহিতে, খ, গ, ঙ। ২—২ লখাইরে খাইলা কোন রীতে, খ, ঙ। ৩—৩ লোকে শুনি মন্দ বলে এ কোন পৌরুষ, খ, গ, ঙ। ৪—৪ বেউলার স্বামী জিয়াইয়া খণ্ডাও অপযশ, খ, গ, ঙ।

* ৩৬১৫ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

বাপের নিষ্ঠুর বোল শুনি কম্পিত শরীর।
জোড় হাত করিয়া বলে ধীরে ধীর।

৫—৫ হস্তে দিয়া তালি, খ, ঙ। ৬—৬ বিচার করিয়া চাহ মোর নাহি অপরাধ, খ, ঙ। ৭—৭ দে বাদ, খ। ৮—৮ দেবের মধ্যে মোরে দেয় মিছা, খ। ৯—৯ সকল জান বাপু যত অপরাধ, খ। ১০—১০ বন রাজ্য নহে সেহ মুনিষ্যের, খ। ১১—১১ উহার-স্বামী জিয়াইয়া দিব, খ। ১২—১২ মনে মনে, খ। ১৩ এত, খ।

লাজ ভয়ে এড়ি বেউলা শিবের আগে কয়।
লাচারি বলিতে হইল এইত সময়॥* ৩৬২৪

লাচারি

কপটে[১] জুড়িয়া কর বেউলা বলে মহেশ্বর
[২]এ জগতে তুমি[২] অধিকারী।
সৃজন পালন যত[৩] [৪]সব তোমার সাক্ষাত[৪]
তুমি কি হরিবা পরনারী॥ ** ৩৬২৫
[৫]কল্য মরিয়াছে স্বামী অশুচিয়া নারী আমি
অন্যে ছুইতে করে ঘৃণা[৫]।

---

* ৩৬২১-৩৬২৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
যেন সেবা করিলুম তেন পাইলুম ফল।
সর্ব্বনাশ করিলা মোর আর বল খল॥
বিজয় গুপ্তে স্তুতি করে মনসার পায়।
লাচারি বলিতে ভাই এইত সময়॥

১ সপটে, গ। ২—২ তুমি গোসাঞ [ি] জগত, গ। ৩ তুমি, গ।
৪—৪ তোমা কি বলিব আমি, গ।

** ৩৬২৫ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—
তোমার নির্ম্মল কায়া অর্দ্ধঅঙ্গ মহামায়া
সংসার বন্ধন যাহার পাকে।
তুমি কামে হইলা বশ লোক মুখে অপযশ
যাহাতে সৃষ্টির রক্ষা থাকে॥
অতি দিব্য পূর্ব্ব পুরুষ বর ছাড়ি মহামায়ার ঘর
মুই তাহার দাসী যোগ্য নয়।
এ বড় সাহস মোর অভয় বরপদ তোর
(এই অংশ খণ্ডিত)......................॥
নিকটে ঘনাইয়া যার চিন্তিয়া বুঝি সার
অল্প বুদ্ধি নারী ছার।

৫—৫ নাগিনী বসিয়া কালী বিয়ার রাত্রি মল স্বামী
অশুচি নারী অলক্ষণা॥
... ...।

[১]এড়হ পরের মতি জিয়াইয়া দেও পতি
ত্রিভুবনে রহুক ঘোষণা ॥[১] ৩৬২৬
কি কব আমার[২] কথা [৩]আমি নারী[৩] পতিব্রতা
[৪]তুমি দেব জানহ সকল[৪] ।
[৫]যেই লখিন্দর পতি[৫] সেই সে আমার গতি[৬]
[৭]অন্য লোক বাপের সমান[৭] ॥* ৩৬২৭
শুনিয়া বেউলার বাণী লজ্জিত হইলা শূলপাণি
প্রতি উত্তর নাহি দেয় লাজে ।
বিজয়ে গোপ্তে বলে সার মোর গতি নাহি আর
দয়া কর দেবী পদ্মাবতী ॥ † ৩৬২৮

(এই অংশ খণ্ডিত)……ছুইতে হয় বড় ঘৃণা ।
ভয়ে মোর কাঁপে জীব দেবতার দেবতা শিব
তোমারে বলিতে বাসি ডর ।
যে জন সংসার করে সেকি পর নারী হরে
তুমি শিব সহজে ভাঙ্গর ॥
কাৰ্ত্তিক গণেশ নামে দুই পুত্র ডাইনে বামে
তুমি শিব দেবের আদি মুল ।
পাকিলেক জটাভার হেনকালে পরদার
কিসেরে মজাইলা দেব কুলে । গ ।
১—১ ছাড় গিয়া পাপমতি জিয়াও বেহুলার পতি
খ্যাতি রহুক তিন লোকে । গ ।
২ আপন, খ । ৩—৩ মুই সতী, গ । ৪—৪ তিলেক শরীরে নাহি পাপ, গ ।
৫—৫ লখিন্দর হয় তব নাতি, গ । ৬ পতি, গ । ৭ অন্য জনে দেখি যেন বাপ, গ ।
* ৩৬২৭ সংখ্যক পদের পরে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত চরণটি অতিরিক্ত :—
যত দেব চারি পাশে কানাকানি সবে হাসে
তবু লাজ নাহি তোমার মুখে ।
† ৩৬২৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
বেহুলার বচন শুনি লজ্জা পাইলা শূলপাণি
দ্বিতীয় বচন নাহি মুখে ।
বেহুলা পদ্মা প্রবোধ করে তবে জিবে লখিন্দরে
বিজয় গুপ্ত রচিল সংক্ষেপে ॥

পয়ার

এই মতে মহাদেব কহে বেউলার পাশ।
পদ্মার সাক্ষাতে বেউলা কহিল নিজ্জাস ॥* ৩৬২৯

---

* ৩৬২৯ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

লাচারি

পদ্মা তোমার কপটের নাহি ওর ।
ছোটর ঝিয়রি নও আপনে দাঁড়াইয়া কও
তুমি স্বামী নাহি খাও মোর ।
শিশু বুদ্ধি কিবা বুঝি শিশু হতে তোমা পূজি
তাহার ফল দিলা হাতে হাতে ।
সম্বাদে আনিলা কালি বাসরে করিলা চুরি
তুমি মোর খাইলা নিজ পতি ।
বেউলার নিষ্ঠুর ভাষে সকল দেবতা হাসে
জিহ্বাতে কামড় দিলা লাজে ।
বেউলা তোর ছার মতি তে কারণে মরে পতি
মোর দোষ দেও কোন কাজে ।
পদ্মার বোলে বেউলা কান্দে চোরে চৌকিদার বান্ধে
বিনা দোষে বলহ অধিক ।
স্বামী খাইয়া না জান অষ্টনাগ সমুখে আন
এখনে জানাইব ঠাকে ঠিকে ।
আন আন ডাক ছাড়ে পদ্মার মুখে ধুলা উড়ে
সম্ভ্রমে মুখে নাহি বাণী ।
দেবগণে বলে হয় বেউলা স্বরূপ কয়ে
অধোমুখী হাসে শূলপাণি ।
কার্ত্তিকে বলেন দিদি লঘুরে উত্তর না দী
বিরোধে জিনিলে নাহি যশ ।
পদ্মা বলে মহাসেন তুমি কেন বল হেন
সাচানি লখাইরে খাইচি আমি ।
কাল পাইয়া যেবা মরে বিধাতা রাখিতে নারে
কেমতে জিয়াব উহার স্বামী ।

[১]শিবের বচনে বেউলার কৌতুক বাড়ে[১]।
কালিনাগের[২] লেজ সভা মৈধে এড়ে ॥ ৩৬৩০
বেউলা বলে দেবগণ [৩]তোমরা হইয় সাক্ষী[৩]।
এই কালি নাগিনী দংশিল মোর পতি ॥ ৩৬৩১

বল বেউলা ঘরে জাউক নৃত্য এড়িয়া গীত গাউক
তবুত না জিবে উহার স্বামী।
পদ্মার নিষ্টুর বোলে মহাদেব কোপে জ্বলে
বিজয় গুপ্তের সরস বচন ॥

পয়ার

সরস মনে কোপিলা মহাকালী।
কোপ মনে চণ্ডিকা শিবেরে পাড়ে গালি ॥
শ্মশানে শ্মশানে বেড়াও উনমত্ত বেশে।
কোন কাজে আইল বেউলা তোমার উদ্দেশে ॥
সর্ব্বলোকে বলে তুমি জগতের ঈশ্বর।
সংসারের ভালমন্দ তোমার গোচর ॥
আপন স্বামী খাইলা পদ্মা অন্তের দায় কি-।
বড় ভাগ্যে পাইলা তুমি পদ্মা হেন ঝি ॥
বেউলার স্বামী না জিয়াইলে তোমার সত্য নাই।
সত্যভ্রষ্ট হইলা তুমি মুনিস্থের ঠাই ॥
বেউলা না যাইবে ঘর না পাইলে বর।
যুক্তি আইসে বেউলারে লইয়া তুমি কর ঘর ॥
সংসারের ভোগ ভঞ্জুক তোমার সংহতি।
তবে যে উহার সত্যে পাইবা অব্যাহতি ॥
হেন মতে শিবের তরে ভৎসিয়া নিজ্জাস
সিংহের পৃষ্ঠে চড়িয়া দেবী উঠিলা আকাশ ॥
রহ রহ বলিয়া শিব ডাকে পরিত্রাই।
কোপে অন্তরিক্ষে গেলা জগতগৌরী আই ॥

১—১ চণ্ডিকার চরিত্রে বেউলার বল বাড়ে, খ। ২ নাগিনীর, খ। ৩—৩ কর অবগতি, খ।

আমার স্বামী খাইয়া না মানে আমারে।
কালিনাগ আনাইয়া দেখাও সভারে ॥* ৩৬৩২
পদ্মা বলে [১]তোর পতি মৈল কর্ম্মপাকে[১]।
কালি [২]নাগিনী দেখ যম দ্বারে থাকে[২] ॥ ৩৬৩৩
লঘুরে বড়াই দিলে হয়ে[৩] পরিপাটী।
[৪]অন্যে চুরি করিলে অন্যের কান কাটি[৪] ॥ ৩৬৩৪
কোকিলের ছাও যেন কাকে নিয়া পোষে।
কালিনাগে খাইল স্বামী মোরে কেন দোষে ॥† ৩৬৩৫
[৫]শোন শোন[৫] দেবগণ বেউলার সাহস।
[৬]কালি খাইল ওহার পতি মোর কোন দোষ[৬] ॥** ৩৬৩৬
বেউলা বলে দেবগণ তোমরা বোঝ[৭] কি।
সেই কালিনাগিনী ওহার বৈন ঝি ॥ ৩৬৩৭
পুত্র [৮]তুল্য দেখে পদ্মা সম্বাদে আইসে[৮] ধাইয়া।
আজি উদাসীন হইল মোর স্বামী খাইয়া ॥ ৩৬৩৮
বলিতে বলিতে বেউলার বাড়িলেক তেজ।
সভা মধ্যে এড়িলেক অষ্ট নাগের লেজ ॥ ৩৬৩৯
অষ্ট নাগের লেজ দেখি বিস্ময়ে সর্ব্বজনা।
মহাদেবে বলে পদ্মা অষ্ট নাগ আনা ॥ ৩৬৪০

---

* ৩৬৩২ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বেউলার বচন যদি হইল অবসান।
অহঙ্কারে বলে পদ্মা সভার বিদ্যমান ॥

১—১ বেউলা তোরে কর্ম্মপাকে খায়, খ। ২—২ খাইল তোর স্বামী মোর কিবা দায়, খ। ৩ বড়, খ। ৪—৪ একের অপরাধে আরের মাথা কাটি, খ।

† ৩৬৩৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই।

৫—৫ বোঝ বোঝ, খ। ৬—৬ না জানিয়া মোরে সভে দেও অপযশ, খ।

** ৩৬৩৬ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

পদ্মার বোলে দেবগণ করিলা কানাকানি।
পদ্মার গণ নহে কালি সভে ইহা জানি ॥

৭ বুঝিলা, খ। ৮—৮ হতে স্নেহ বড় সম্বাদে আসিল, খ।

আন আন বলি উচ্চস্বরে ডাকে ।
প্রাণ উড়িল পদ্মার রাও নাহি মুখে ॥ ৩৬৪১
মহাদেবে বলে পদ্মা বুঝিলাম সকল ।
বাক্য বিচারিয়া কিছু নাহি পুণ্যফল ॥* ৩৬৪২
কর্ম্ম[১]দোষে মরুক কিবা তোর সাপে খাওক ।
[২]লখিন্দর জিয়াইয়া দেও বেউলা দেশে[২] যাওক ॥** ৩৬৪৩
[৩]পদ্মার হাতে ধরি শিব করিলা বিনয়ে[৩] ।
[৪]সকল দেবগণ[৪] বলে জয়ে জয়ে ॥ ৩৬৪৪
দেবগণের সাধনে পদ্মার মন রোচে ।
মহাদেবের সাধনে পদ্মার দুঃখ ঘোচে ॥ ৩৬৪৫
পদ্মা বলে বাপু তুমি দেবের দেবতা ।
মৈল মরা জিয়াইতে ছোট নহে কথা ॥ ৩৬৪৬
দুই এক দিনের মড়া নহে ছয়ে মাসে [র] মড়া ।
ছোট কথা নহে বাপু ছয় মাসের মড়া ॥† ৩৬৪৭

---

* ৩৬১৯-৩৬৪২ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

অষ্টনাগ বন্দী করিলাম পাতিয়া মায়াজাল ।
রাত্রি শেষ কালি মোর স্বামী করিল বল ॥
মহাদেব বলেন পদ্মা শুন সাবধানে ।
অষ্টনাগ আন পদ্মা আমার বিদ্যমানে ।
সমুদ্র তরিয়া বেউলা আসিছে এতদূর ।
পুথরি সেঁচিয়া বেউলা অবশ্য চাহিবে ঘর ॥

১ দৈব, খ, ঙ । ২—২ ঝাটে জিয়াও লথাই বেউলা ঘরে, খ, ঙ ।

** ৩৬৪৩ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

বাপ হইয়া মুই করম সাধন ।
লথাই জিয়াইয়া তুষ্ট কর দেবগণ ॥

৩—৩ পদ্মা কোলে করি শিব বলিলা বিনয়, খ, গ, ঙ । ৪—৪ চতুঃদিগে দেবগণ, খ, গ, ঙ ।

† ৩৬৪৫-৩৬৪৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বাপের অনুরোধ এড়াইতে নারি ।
লথাই জিয়াইতে বলে দেবী বিষহরি ॥

বাপ হইয়া [১]কহ কথা লজ্জিতে বাসি[১] ডর।
[২]যেই মতে পারি জিয়াইব লখিন্দর ॥ ৩৬৪৮
তোমার বচনে আমি হইলাম জর্জ্জর[২]।
বেউলারে আনিতে বল লখাইর পাঁজর ॥ ৩৬৪৯
নিকটে থাকিয়া বেউলা পদ্মার[৩] কথা শোনে।
[৪]চাপাতল হইতে লখাইর পাঁজর আনে[৪] ॥ ৩৬৫০
হরপী [৫]খসাইয়া দিল[৫] লখাইর পাঁজর।
গণিয়া বাছিয়া[৬] দিল পদ্মার গোচর ॥ ৩৬৫১
[৭]অস্থি পাইয়া পদ্মা বলে[৭] মোর হইল কি।
[৮]এমতে ভাড়িতে নারি[৮] সাহে বানিয়ার ঝি ॥ ৩৬৫২
সাত পাঁচ ভাবি পদ্মা স্থির করে মতি।
নাগগণ লইয়া বসিলা পদ্মাবতী ॥ ৩৬৫৩
চারি দিকে দেব [গণ] বসিছে কৌতুকে।
লখাইর অস্থি লইয়া বেউলা বসিল সমুখে ॥* ৩৬৫৪
[৯]ডাইন দিকে বেউলা বসিলা বাম দিকে নেতা[৯]।
ধ্যান করিয়া বসিলা তক্ষ[কে]র মাতা ॥ ৩৬৫৫
বেউলার [১০]দুঃখ দেখি পদ্মার প্রাণ ফাটে[১০]।
[১১]দুঃখের কথা কহে পদ্মা বেউলার নিকটে[১১] ॥ ** ৩৬৫৬

১—১ স্তব কর প্রাণে লাগে, খ। ২—২ ৩৬৪৮ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণ এবং ৩৬৪৯ সংখ্যক পদের প্রথম চরণ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

৩ সর্ব্ব, খ, গ, ঙ। ৪—৪ ধোপাখির ঘর হইতে লখাইর অস্থি, খ। ৫—৫ খুলিয়া লইল, খ। ৬ লিখিয়া, খ। ৭—৭ কোপ মনে বলে পদ্মা, খ। ৮—৮ এহ পাকে ভাঙিতে নারিলুম, খ।

* ৩৬৫৩-৩৬৫৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ), (গ) ও (ঙ) পুঁথিতে নাই।

৯—৯ বামে বসে বেহুলা বালা ডাইনে বসে নেতা, গ। ১০—১০ মুখ দেখি পদ্মার মনে লাগে ব্যথা, গ। ১১—১১ নেতা লক্ষ করি কহেন আপন দুঃখের কথা, গ।

** ৩৬৫৬ সংখ্যক পদের পরে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

পদ্মা বলে নেতা তুমি প্রাণের দোসর।
মোর যত দুঃখ সকল তোমার গোচর।

[১]পদ্মা কহে দুঃখের কথা বেউলার দহে চিত[১] ।
[২]এই কালে বল গাইন লাচারির গীত[২] ॥ ৩৬৫৭

বারমাসি

শুন শুন আগ বেউলা গ ॥ ধুয়া ॥

বেউলা গ সাহের কুমারী ।
লঘুর [৩]বচন আমি ধরাইতে[৩] না পারি ॥ ৩৬৫৮
[৪]এইত বৈশাখ মাসে সরস[৪] রাত্র দিবা ।
[৫]নিজ ঘরে সোনকা আমারে[৫] করে পূজা ॥ ৩৬৫৯
শুনিয়া কুপিত চান্দো বুদ্ধি গেল দূর ।
হেতালের বাড়ি দিয়া ঘট করে চুর ॥ * ৩৬৬০
[৬]শোন বেউলা কহিতে[৬] অখ্যাতি ।
সোনকা পূজিল ঘট চান্দে মারে লাথি ॥ ৩৬৬১
এইত জ্যৈষ্ঠ মাসে কোকিলে গাহে সারি ।
কোপ মনে কাটিলাম চান্দোর গোয়াবাড়ি ॥ ৩৬৬২
ওঝা ধন্বন্তরি বেটা বড় আচাভুয়া ।
হুঙ্কারে [৭]জিয়াইয়া দিল[৭] যত কাটাগুয়া ॥ ৩৬৬৩
[৮]ওঝা বেটা বড় ভাগ্যবান[৮] ।
কাটাগুয়া [৯]জিয়াইল দেখিলাম[৯] বিদ্যমান ॥ ৩৬৬৪

যত দুঃখ দিল চান্দ কহন না যায় ।
বিজয় গুপ্ত স্তুতি করে মনসার পায় ॥

১—১ পদ্মাবতী কহে কথা বেহুলা করে ভয়, গ । ২—২ লাচারি বলিতে ভাই এইত সময়, খ, গ, ঙ । ৩—৩ ভর্ৎসন আর কত সইতে পারি, খ । ৪—৪ প্রথমে বৈশাখ মাসে সোসর, খ, গ । ৫—৫ লুকাইয়া সোনেকা মোরে আওয়াসে, খ ।

* ৩৬৬০ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ), (গ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

পাতিয়া বিচিত্র ঘট লোকে গীত গায় ।
কোন অপরাধে ঘট ঠেলিল বাম পায় ॥

৬—৬ কহিতে দুঃখের কথা বড়ই, খ, গ, ঙ । ৭—৭ জিয়াইল, খ, গ, ঙ । ৮—৮ সেই বেটা মহাজ্ঞান জানে, গ । ৯—৯ গাছ জিয়াইল সবার, গ ।

এইত আষাঢ় মাসে [১]জগত হরষিত[১] ।
[২]চৌদিগে মনসা পূজে গাইনে গাহে গীত[২] ॥ ৩৬৬৫
পাতিয়া বিচিত্র ঘট সমুখে গীত গায়ে ।
কোন অপরাধে ঘট ঠেলে বাম পায়ে ॥ ৩৬৬৬
চান্দো সদাগর বেটা চম্পকিয়া রাজা ।
চম্পক নগরে বেটা মানা করে পূজা ॥* ৩৬৬৭
এইত শ্রাবণ মাসে [৩]মনসা পঞ্চমী[৩] ।
[৪]লুকাইয়া সনকা পূজে তথা গেলাম আমি[৪] ॥ ৩৬৬৮
শুনিয়া কুপীল চান্দো মনে নাহি শঙ্কা ।
হেতালের বাড়ি দিয়া কাকাইল করে বেকা ॥ ৩৬৬৯
তাথে আমি ব্যথা পাইলাম বড় ।
ঝালুয়া মলুরে গিয়া কাকাইল কইলাম দড় ॥† ৩৬৭০
[৫]ভাদ্র মাসেতে বেউলা বিষ ফুটী ফুটী[৫] ।
মহাজ্ঞান হরিলাম কপটে হইয়া নটী ॥ ৩৬৭১

১—১ মনসা পঞ্চমী, খ, গ । ২—২ আওয়াসে সোনেকা পূজে তথা গেলাম আমি, খ, গ ।

* ৩৬৬৬-৩৬৬৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

শুনিয়া কুপিত চান্দ মনে পাইল শঙ্কা ।
হেতালের বাড়ি দিয়া কাকাইল করিল বেঁকা ।
হেতালের বাড়িতে মুই ব্যথা পাইলাম বড় ।
জালুয়ার মণ্ডপে গিয়া কাকাইল করিলাম দড় ।

৩—৩ জগত হরিষ, খ, গ । ৪—৪ পাতিয়া বিচিত্র ঘট লোকে গায়ে গীত, খ, গ ।

† ৩৬৬৯-৩৬৭০ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

চম্পক নগরে বেটা খণ্ডকিয়া রাজা ।
চম্পক নগরে মোর মানা করিল পুজা ।
লুকাইয়া যেবা পুজে শুনিয়া প্রাণ ফাটে ।
লাগ পাইলে তাহারে তখনি নিয়া কাটে ।

৫—৫ এইত ভাদ্রমাসে বরিষা ঘন ফুটী, খ, গ ।

শুন বেউলা কহিতে অপমান।
লঘুরে স্মরতি মাগি হরিলাম মহাজ্ঞান ॥* ৩৬৭২
[১]আশ্বিন মাসেতে সবে পূজে[১] দশভুজা।
লুকাইয়া সোনকা আমার[২] করে পূজা ॥ ৩৬৭৩
শুনিয়া [৩]চান্দোবেটা ধনা ধনা ডাকে[৩]।
[৪]পুরী মধ্যে পাইলে লাগ প্রাণ নহে রাখে[৪] ॥ † ৩৬৭৪
[৫]কার্ত্তিক মাসেতে শুকায়ে কাদা পানি[৫]।
স্বক্ষুর নগরে গেলাম হইয়া গোয়ালিনী ॥ ৩৬৭৫
[৬]সাক্ষাতে দেখিলাম[৬] বেটা বিষ দধি খায়ে।
কমলায় মাসি[৭] হইয়া চিন্তিলাম উপায়ে ॥ ‡ ৩৬৭৬
[৮]অগ্রাণ মাসে পৃথিবী নবীন[৮] শস্য ধরে।
[৯]ঘোল পান্তা[৯] খাইয়া চান্দোর ছয় পুত্র মরে ॥ ৩৬৭৭
ছয় পুত্র [১০]খাইয়া বেটার চক্ষে নাহি পানি[১০]।
আথালি পাথালি [১১]নিয়া ভাসায়ে গাঙ্গের পানি[১১] ॥ ৩৬৭৮

---

* ৩৬৭২ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ), (গ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
নটী হইয়া মুই বসিলাম বাম পাশে।
মহাজ্ঞান হরিলাম মনের হরিষে ॥

১—১ এইত আশ্বিন মাসে জননী দশভুজা, খ, ঙ। ২ আওয়াসে, খ। ৩—৩ কুপিল চান্দরে থাকিয়া অন্তঃপুর খ, গ। ৪—৪ হেতালের বাড়ি দিয়া ঘট করিল চুর, খ, গ।

† ৩৬৭৪ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—
বাপের লাগিয়া প্রাণে এত দুঃখ সয়।
আর জন হইলে প্রাণ ততক্ষণে লয় ॥

৫—৫ এইত কার্ত্তিক মাসে শুথায় খালি জুলি, খ, গ, ঙ। ৬—৬ দেখিয়া ডরাইলুম, খ। ৭ সখী, খ।

‡ ৩৬৭৬ সংখ্যক পদের পরে (খ) ও (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—
ওঝারে কাটিয়া নিয়া গাড়িল উত্তরে।
উত্তরিয়া বায়ে নাগে মাথা তুলিতে নারে ॥

৮—৮ এইত অগ্রাণ মাসে পৃথিবী, খ, গ। ৯—৯ বিষ ভাত, খ, গ। ১০—১০ মরে বেটার বুকে বড় গাড়ী, খ, গ। ১১—১১ বেটা ভাসাইল গাঙ্গরি, খ, গ।

[১]পৌষ মাসে বেউলা সোনাই না লয়ে ঘর[১] ।*
জালুয়ার মণ্ডপে তারে[২] দিলাম পুত্র বর ॥ ৩৬৭৯
মালুয়ার মণ্ডপে আমারে সোনাই পূজা করে ।
পুত্র বর দিয়া তারে পাঠাইলাম ঘরে ॥** ৩৬৮০
[৩]বোঝ বেউলা বরের[৩] শকতি ।
সেই বরে জন্মিল তোমার নিজ পতি ॥ ৩৬৮১
মাঘ মাসেতে বেউলা উত্তর আলি বাও ।
পাটনে যাইতে চান্দো সাজায়ে চৌদ্দ নাও ॥ ৩৬৮২
সমুদ্র তরাইলাম আমি ধরিয়া কাণ্ডার ।
কপটে হরিয়া দিলাম রাজার ভাণ্ডার ॥ ৩৬৮৩
তথাচ অবোধ চান্দো কিছু নহে বোঝে ।
আমা না পূজিয়া চান্দো সর্ব্ব দেব পূজে ॥† ৩৬৮৪
ফাল্গুন মাসেতে [৪]বেউলা উত্তর আলি বাও[৪] ।
[৫]দেশেতে যাইতে চান্দো ডিঙ্গা করে ভাও[৫] ॥ ৩৬৮৫

১—১ এইত পৌষ মাসে উত্তরিয়া বাও, খ, গ ।

* ৩৬৭৯ সংখ্যক পদের প্রথম চরণের পরে (খ), (গ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত চরণটি অতিরিক্ত :—

মায়া রূপে গেলুম মুই সোনেকার গোচর ।

২ গিয়া, খ, গ ।

** ৩৬৮০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ), (গ) ও (ঙ) পুঁথিতে নাই ।

৩—৩ দেখ ওগো বেউলা বধু, খ ।

† ৩৬৮২-৩৬৮৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) ও (ঙ), পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

এইত মাঘ মাসে লো দক্ষিণ পাটন ।
ডিঙ্গায় চড়িয়া সাধু করিল গমন ॥
আপনে বসিয়া মুইলে ধরিলুম ভাণ্ডার ।
কপটে ভাণ্ডিয়া দিলুম রাজার ভাণ্ডার ॥
এত ধন দিলুম বেটা তবু নহে বুঝে ।
আমা বহি আর যত দেবগণ পূজে ॥

৪—৪ চান্দ নিজ দেশে চলে, খ, গ । ৫—৫তেত্রিশ কোটী দেবগণ পূজে ধূপে ফুলে, খ ।

নানা পুষ্প দিয়া চান্দো দেব পূজা করে।
লোভে পূজা খাইতে গেলাম চান্দোর গোচরে ॥* ৩৬৮৬
দুই হস্ত পাতিয়া[১] মাগিলাম ফুল পানি।
হেলায়ে না দিল দান[২] আর ডাকে কানি ॥ ৩৬৮৭
শুন বেউলা কহিতে অপমান।
পুষ্প জল মাগিতে চাহে স্বরতি দান ॥** ৩৬৮৮
[৩]চৈত্র মাসেতে বেউলা হারিয়া কোণের বাও[৩]।
[৪]কালিদয়ে ডুবাইল[৪] চান্দোর চৌদ্দ নাও ॥ ৩৬৮৯
[৫]সাতরিয়া নও দিন[৫] জল মধ্যে ভাসে।
কূল[৬] পাইয়া গালি পাড়ে যত মনে আইসে ॥ ৩৬৯০
বেউলা আমি বাপুর ভয়ে করম।
হেন সাধ করে তারে পরাণে নিয়া মারম ॥ ৩৬৯১
বৈশাখ মাসেতে বেউলা লখিন্দরের বিয়া।
লোহার বাসর হইতে আনিলাম হরিয়া ॥ ৩৬৯২
আমার দুঃখের কথা কহিলাম তোমার ঠাই।
অখন জিয়াইয়া দিব সুন্দর লখাই ॥† ৩৬৯৩

---

* ৩৬৮৬ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) ও (গ) পুঁথিতে নাই।

১ পাতিয়া মুই, খ। ২ ফুল, খ।

** ৩৬৮৮ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

এত গালি দিল মোরে কত প্রাণে সয়।
আর জন হইলে তখনে প্রাণ লয়।

৩—৩ এইত চৈত্র মাসে আনিয়া ঝড় বাও, খ। ৪—৪ অগ্নিকোণে ডুবাইলাম, খ, গ, ঙ। ৫—৫ সপ্ত রাত্রিদিন বেটা, খ, গ, ঙ। ৬ তড়, খ।

† ৩৬৯১-৩৬৯৩ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বার মাসের তের পদ লওত বুঝিয়া।
এইত বৈশাখ মাসে তোমার হইল বিয়া।
বিজয় গুপ্তে বলে গো মনসা ঠাকুরাণী।
জিয়াও বেউলার স্বামী পাবা ফুল পানি।

পয়ার

[১]বসিলা মনসা দেবী লখিন্দর জিয়াইতে[১] ।
[২]চতুর্দিকে দেবগণ বসিলা হরিষে[২] ॥ ৩৬৯৪
বাছিয়া [৩]লখাইর অস্থি করে খান খান[৩] ।
[৪]সংযোগে সংযোগে লাগে পুরুষের ঠান[৪] ॥ ৩৬৯৫
নেতার সনে [৫]পদ্মাবতী করে[৫] কানাকানি ।
[৬]ঝারি ভরি লইল[৬] অমৃত কুণ্ডের পানি ॥ ৩৬৯৬
[৭]অষ্ট ফুলের ডাল পদ্মা বুলায়ে ঠাই[৭] ঠাই ।
ধ্যান করিয়া বৈসে বিষহরি আই ॥* ৩৬৯৭
[৮]কেহ চায়ে দূরে থাকি কেহ চায়ে[৮] আড়ে ।
[৯]মন্ত্র পড়িয়া পদ্মা লখাইর[৯] বিষ ঝাড়ে ॥ ৩৬৯৮
অষ্ট ফুল ডাল দিয়া রক্ত দিল আগে ।
লখিন্দরের হাত পাও রক্তে রক্তে লাগে ॥** ৩৬৯৯

১—১ লখাইরে জিয়াইতে বসিল বিষহরি
২—২ পয়ারের ছন্দে গাইন বোলহ লাচারি
} খ ও গ পুঁথিতে এই পদটি ধুয়া ।

৩—৩ বাছিয়া অস্থি লইল একভিত, খ, গ । ৪—৪ সন্ধকে সন্ধকে জোড়াইল পুরুষের রীত, খ । ৫—৫ মনসা করিয়া, খ, ঙ । ৬—৬ খও বিহনি আনে, খ, গ, ঙ । ৭—৭ শুড় পুষ্পের ডাল থুইল এক, খ ।

* ৩৬৯৭ সংখ্যক পদের পরে (খ), (গ) ও (ঙ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

লখিন্দর জিয়াইতে পদ্মা আগুসারে ।
চারিদিগে দেবগণ দিল পাটয়ারে ॥

৮—৮ উঙ্গি দিয়া কেহ কেহ চাহে আড়ে, খ । ৯—৯ ধ্যান করিয়া পদ্মা লখিন্দর, খ ।

** ৩৬৯৯ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

গুরু উপদেশ পদ্মা মন্ত্র পাইল তপে ।
লখাইর গায়ে হাত দিয়া মূল মন্ত্র জপে ॥
বামে বৈসে ধোপাঝি ডাহিনে বিষহরি ।
গুরুর পাও স্মরিয়া স্মরিল ধন্বন্তরি ॥
দুই হস্তে আগুসারি পদ্মা জপে ধ্যান ।
বুকে হাত দিয়া পদ্মা জপে মহাজ্ঞান ॥

দেবগণ বলে পদ্মা [১]ভাল কর্ম্ম করে[১]।
[২]সুললিত চর্ম্ম হইল লথাইর শরীরে[২] ॥ ৩৭০০
পদ্মা অহঙ্কার করে ধোপাঝির গুণে।
শব্দ করি মন্ত্র পড়ে দেবগণে শোনে ॥ ৩৭০১
ঈশ্বর স্মরিয়া পদ্মা বলে সত্য।
লখিন্দরের শরীরেতে উপজিল রক্ত ॥ ৩৭০২
হাত পাও কন্দ হইল আর নখ চুল।
নাসিকা নির্ম্মাণ হইল যেন তিল ফুল ॥ ৩৭০৩
বুকে হস্ত দিয়া পদ্মা বলে শিব শিব।
লথাইর শরীরে আসি উপজিল জীব ॥ * ৩৭০৪

ধোপাঝির মহাজ্ঞান চারিযুগে জাগে।
খসিছিল লথাইর অস্থি সঙ্কে সঙ্কে লাগে।
তিন অক্ষর মন্ত্র পদ্মা জপে ধীর ধীর।
অমৃত কুণ্ডের জল দিয়া সিকিল শরীর ॥

১—১ করিলা ভাল কর্ম্ম, খ। ২—২ অস্থির উপরে হইল সুললিত চর্ম্ম, খ।

* ৩৭০৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

কার শক্তি বুঝিতে পারে দৈবের বিপাক।
হাত পাও মুখ হইল চক্ষু কর্ণ নাক।
অতি সুললিত হইল হস্তের অঙ্গুলি।
বুকে মুখে নয়ানে হইল রোমাবলি ॥
মন্ত্র বলে পদ্মাবতীর উপায় বিশেষ।
চামর জিনিয়া হইল মস্তকের কেশ ॥
চন্দ্র জিনিয়া মুখ অধিক নির্ম্মল।
খঞ্জন জিনিয়া হইল অধিক শোভন ॥
অতি সুশোভন হইল শরীরে টান।
পুরুষের লক্ষণ যত হইল বিদ্যমান ॥
আড় আঁখি চাহে বেউলা হরষিত মন।
শরীর হইল যেন গন্ধর্ব্ব লক্ষণ ॥

বিজয়ে গোপ্তে বলে [১]গাইন করি[১] পরিহার।
মন্ত্র [২]শব্দে বল[২] কিছু সরস পয়ার ॥ ৩৭০৫

মন্ত্র

[৩]বিষ নাইরে নাইরে লখাইর শরীরে বিষ নাই[৩] ॥ ধুয়া ॥

[৪]পদ্মাবতী বলে[৪] বিষ তোর নাম নাই।
অমৃত মথনে তোরে সৃজিল গোসাঁই ॥ ৩৭০৬
ডাইনে ধবল নদী বামে [৫]গঙ্গা আই[৫]।
[৬]হেটে পরি ক্ষে যাওক উপরে বিষ নাই[৬] ॥* ৩৭০৭
ক্ষীরনদী সাগরে [৭]জালিয়া দিল ক্ষেও[৭]।
[৮]বিষ খাইয়া চলিল ঈশ্বর মহাদেব[৮] ॥ ৩৭০৮
গাঙ্গে থাকিয়া তোরে ধন্বন্তরি ঢাকে।
দেখিতে না দেখি তুই যাও কোন পাকে ॥ ** ৩৭০৯
[৯]ডাক শুনিয়া মহাবিষ[৯] চলে গায়ে গায়ে।
ধোপাঝির আজ্ঞায়ে বিষ ঘাও মুখে আয়ে ॥ ৩৭১০
আরবার পদ্মাবতী জোড়িলেক ধ্যান।
নিজ মন্ত্র সাধে দেবী করিয়া ধ্যান ॥† ৩৭১১

১—১ সভা মাগি, খ। ২—২ ছন্দে বলি, খ, গ, ঙ। ৩—৩ বিষরে ওরে আয় আয়, খ। ৪—৪ পদ্মা বলে আরে, খ, গ। ৫—৫ কালি গঙ্গে, খ, গ। ৬—৬ ক্ষে জা ক্ষে জা বিষ লখিন্দরের অঙ্গে, খ, গ।

* ৩৭০৭ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

পদ্মা অহঙ্কার করে ধোপাঝির গুণে।
উচ্চস্বরে মন্ত্র পড়ে দেবগণ শুনে ॥

৭—৭ পড়িয়া গেল ভাটা, খ। ৮—৮ বাপে ঝি সঙ্গ যায় আকাশে উঠে জটা, খ।

** ৩৭০৯ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

কূলে থাকি হাড়ী ঝি হাসিয়া গড়ি যায়।
মনসার আজ্ঞায় বিষ যাঁ মুখে আয় ॥

৯—৯ দেখিতে দেখিতে, খ।

† ৩৭১১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

কমল শরীর বিষ চলে ঘন পাকে।
গাঙ্গের কূলে থাকিয়া তোরে বিষহরি ডাকে ॥

ক্ষীরনদী সাগরে [১]পাড়িল সার ভাটা[১]।
[২]পদ্মাবতী বন্দি বায়ে থলই ধরে নেতা[২] ॥ ৩৭১২
ওকূলে থাকিয়া ডোমনি হাসিয়া গড়ি জায়ে।
মনসার আজ্ঞায়ে বিষ ঘা মুখে আয়ে ॥ ৩৭১৩
আরবার পদ্মাবতী করিল ধ্যায়ান।
শুন শুন অহে বিষ তুমি পুণ্যবান ॥* ৩৭১৪
[৩]শিবের দ্বারে ডালিম গাচ তিন ঠাই বেঁকা[৩]।
হাতেতে[৪] পড়িয়া ডাকে দারুনিয়া কাকা ॥ ৩৭১৫
কাকা বলে কাকীল[৫] হের দেখ রঙ্গ।
শিবেরা বাপে ঝিয়ে তারা[৬] যায়ে সঙ্গ ॥ ৩৭১৬
[৭]একথা শুনিয়া কাকী[৭] মনে হইল হরিষ।
ভস্ম জা[৮] ভস্ম জা কালকূট বিষ ॥ ৩৭১৭
আর বার পদ্মাবতী করিল ধ্যায়ান।
শোন শোন অহে বিষ তুমি পুণ্যবান ॥ ৩৭১৮
পদ্মা বলে আরে বিষ তোর নাম নাই।
আর যদি নিদ্রা যাও ধর্ম্মের দোহাই ॥ ৩৭১৯
মনসার বরে তুমি আঘাট আফুট।
মূল মন্ত্র ভর করি লাফ দিয়া উঠ ॥ ৩৭২০

১—১ জালিয়ায় দিল ক্ষেও, খ। ২—২ বিষ খাইয়া চলিয়াছিল ঈশ্বর মহাদেও, খ।

* ৩৭১৩-৩৭১৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

ধোপাঝির গুণে দেখ ধন্বন্তরি শিষ্য।
স্মরণে সমুখে আয় কালকূট বিষ ॥
কালা বর্ণ বিষ তুই কমল শরীর।
তোরে হাঁ হাঁ কার করে গরুড় মহাবীর ॥
ধোপাঝি কাপড় কাচে গাঙ্গের ভাটা বাঁকে।
ঘাঁ মুখে আয় বিষ বিষহরি ডাকে ॥

৩—৩ আগদ্বারে ডালিম গাছটা পাছদ্বারে আগা, খ। ৪ তাথে, খ। ৫ কাগিনী লো, খ, ঙ। ৬ ঐ, খ। ৭—৭ এ বোল শুনিয়া কাগার, খ। ৮ কে জা, খ, গ, ঙ।

শিব গেল পদ্মবনে দেবী রইল শুইয়া।
তিন দিনের ঘাও খানি হইয়া গেল কুইয়া ॥* ৩৭২১
রক্ত পড়ে পুঁজ পড়ে আর[১] পড়ে পানি।
[২]ওলাও ওলাও কালিন্দীর বিষ আগে ঘের কাহিনী[২] ॥** ৩৭২২
অমৃত [৩]কুণ্ডলীর জল[৩] গায়ে দিল ছড়া।
[৪]নিদ্রা হতে লখিন্দর[৪] গাও দিল মোড়া ॥† ৩৭২৩

---

* ৩৭১৮-৩৭২১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

মন চলিতে পবন চলে চলে ভায় ভায়। লখিন্দর চলিয়াছে কাল সাপের ঘায় ॥

১ ধারে খ, ঙ। ২—২ ওলা কালকূট বিষ আজের কাহিনী, খ।

** ৩৭২২ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

গাঙ্গের কূলে সিমইল গাছ তাথে তিন পাতা।
তথায় পদ্মা মৎস্য ধরে খারৈ ধরে নেতা ॥
কূলে থাকি হাড়ীঝি হাসিয়া গড়ি যায়।
ধোপাঝির আজ্ঞায় বিষ ঘা মুখে আয় ॥
গুরুর প্রতাপে পদ্মা নানা বিদ্যা জানে।
মূলমন্ত্র কহিল পদ্মা লখিন্দরের কানে ॥
কানে মন্ত্র কহে পদ্মা হৃদয় জপে শিব।
লখিন্দরের শরীরেতে সঞ্চারিল জীব ॥

বিষ নাইরে নাই লখাইর শরীরে বিষ নাই।ধুয়া।

সকল শরীরে লখাইর উপজিল বায়ু।
পদ্মার প্রসাদে লখাই হইল চির আয়ু ॥
ডাক দিয়া মনসা কানে মন্ত্র কয়।
হাত পাও লড়ে লখাইর ঘন শ্বাস বয় ॥
লখাইরে দেখি দেবগণ স্মরয়ে গোবিন্দ।
জিয়ন্ত শরীরে জেন শুইয়া যায় নিন্দ ॥
খণ্ড বিওনির জল দিল ধীর ধীর।
অমৃত কুণ্ডের জল দিয়া সিক্তিল শরীর ॥

৩—৩ কুণ্ডের জল দিয়া, খ, ঙ। ৪—৪ ভূমি হইতে লখাই, খ, ঙ।

† ৩৭২৩ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

উলটী পালটী লখাই শুইয়া নিদ্রা যায়।
অঙ্গে বিষ নাই তবু চৈতন্য না পায় ॥

[১]উঠিয়া বসিল লখাই চক্ষে দেখে[১] ধান্দা।
হস্তে জল লইয়া পদ্মা চক্ষের ভাঙ্গে ছান্দা[২] ॥ ৩৭২৪
সভা মধ্যে লখিন্দর দাঁড়াইল লেঙ্গট।
তাহা দেখি লখিন্দর মাথা করে হেট ॥ ৩৭২৫
বস্ত্র আদি অন্ত নাহি দেবের ভবন।
সভা মধ্যে পরাইল বিচিত্র বসন ॥ ৩৭২৬
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া দিল আগর চন্দন।
জয়ে জয়ে শব্দ হইল দেবের ভবন ॥ ৩২২৭
মরিছিল লখিন্দর জিল আরবার।
ডাকিনী যোগিনী দিল জয়ে জোকার ॥* ৩৭২৮

মূলমন্ত্র পড়ে পদ্মা করিয়া যতন।
নিদ্রা হতে লখিন্দর পাইল চেতন ॥
মারিয়া জিল লখাই দেবগণ সাক্ষী।
অন্তরে আছয় বুদ্ধি মেলিতে নারে আঁখি ॥

১—১ ভাল মন্দ না বুঝে সব বাসে, খ। ২ ধান্দা, খ।

* ৩৭২৫-৩৭২৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

পদ্মা বলে আরে লখাই কত নিদ্রা যাও।
শিয়রে মনসা তোমার চক্ষু মেলি চাও ॥
শুভক্ষণ হইল তোর দুঃখ গেল দূর।
চক্ষু মেলি দেখ লখাই মহাদেবের পুর ॥
কালিকার বরে তুই আকাট আফুট।
মোর মন্ত্র ভর করি ঝাটে করিয়া উঠ ॥
তোমার শরীর মধ্যে কাল বিষ নাই।
আর নিদ্রা যাও যদি বাপুর দোহাই ॥
উঠ উঠ বলি ডাকে বিষহরি আই।
ভূমিতে উঠিয়া বৈসে সুন্দর লখাই ॥
নিদ্রিত পুরুষে যেন পাইল চেতন।
দুই হাত দিয়া লখাই কচালে নয়ন ॥
আঁখি মেলিয়া লখাই চারিভিতে চায়।
দেখিয়া লজ্জিত লখাই বস্ত্র নাহি গায় ॥

জিল জিল লখিন্দর [১]পরম সুন্দর খণ্ডিল নাগের [১]বাদ।
[২]দেবসভার কল্যাণে জিল লখিন্দর গাইনে[২] করে আশীর্ব্বাদ ॥

৩৭২৯

[৩]কৌতুকে বসিলা লখাই দেবের সভায়ে[৩]।
[৪]দণ্ডবত করিলা বেউলা লখিন্দরের পায়ে[৪] ॥ ২৭৩০ ৩৭৩০
ধন্য ধন্য দেবগণে করয়ে প্রশংসা।
শরতে মদন রতি এই দেখ উষা ॥* ৩৭৩১
চতুরদিগে চাহে লখাই[৫]চঞ্চল নয়নে[৫]।
[৬]শুভক্ষণে লখাই বেউলা হইল দরশনে[৬] ॥ ৩৭৩২
লখাই[৭] বলে বেউলা বুঝিতে নারি কার্য্য।
কোন [৮]দিগে আসিয়াছি কোথা আপন[৮] রাজ্য ॥ ৩৭৩৩

বৈদ্য বিজয় গুপ্তের সরস বচন।
লখাইরে পরিতে দেও উত্তম বসন ॥
যম ঘর হইতে লখাই আইল আরবার।
নারীগণে মেলি দিল জয় জয় জোকার ॥
স্বামী দেখিয়া বেহুলা মন কুতূহল।
অর্দ্ধখানি বস্ত্র দিল চিরিয়া অঞ্চল ॥
লখাইর মাথায় দিল দেব চরণের ধূলি।
লখাইর মুখ দেখি সভে হৈল কুতূহলী ॥

১—১ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর খণ্ডিল পদ্মার, খ, গ। ২—২ সভার কল্যাণে দংশ জিয়াইলামরে পদ্মা, খ। ৩—৩ বস্ত্র পরে লখিন্দর চিত্ত চমকিত, খ। ৪—৪ স্বামী প্রণমিল বেউলা পড়িয়া ভূমিত, খ।

* ৩৭৩১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

স্বামী পাইয়া বেউলা হইল কুতূহল।
সপটে প্রণাম করে দেবতা সকল ॥
লখিন্দর দেখিয়া কৌতুক দেবগণ।
ধন্য ধন্য বেউলারে বাখানে দেবগণ ॥
এইমতে দেবগণ করে কানাকানি।
সত্যে অব্যাহতি পাইয়া হাসেন শূলপাণি ॥

৫—৫ স্থির নহে মন, খ, গ, ঙ। ৬—৬ বেউলারে চিনে মাত্র না চিনে অন্যজন, খ, গ। ৭ লক্ষিন্দর, খ, গ, ঙ। ৮—৮ দেশে আসিয়াছ নহে নিজ, খ

বিজয়ে গোপ্তে বলে গাইন বল রাম রাম।
লাচারি পড়িল কর পয়ার বিশ্রাম ॥* ৩৭৩৪

লাচারি

বেউলাগ, মানি আমার আছে গ কুশলে ॥ ধুয়া ॥

শুইয়াছিলাম লোহার ঘরে কেমতে আইলাম দেবপুরে
কহ বেউলা এহার কারণ।
তোমার আছে ছয় ভাই আমার মাএর লক্ষ্য নাই
বুঝি এই দুঃখে মায়ে মরিয়াছে ॥ ৩৭৩৫
বাপ মোর চন্দ্রধর চম্পক নগরে ঘর
আমার মা সোনকা সুন্দরী।
সদয় তারে হইল বিধি আমা পাইল গুণনিধি
আমা দুঃখে মায় আছে কিনা আছে ॥ ৩৭৩৬
তিলেক না দেখি আমা চিত্তে তার নাহি ক্ষেমা
কোন বিধি তারে দিল এত তাপ।
সাত পুত্র মরণে কত বা সহিব প্রাণে
মরিছে মায়ে আমার মরণে ॥ ৩৭৩৭
আমারে ভাসাইয়া জলে কেমতে রহিছে ঘরে
মায়ে আমার বড় অভাগিনী।
অনেক দুঃখের পরে আমারে ধরে উদরে
না ডাকিলাম আর মা বলিয়া ॥ ৩৭৩৮
আমা বিহা হবে করি লোহার বাসর গড়ি
কৈল বাপে যত পরিপাটী।
হেন বাপ গুণনিধি বঞ্চিত করিল বিধি
কোন বিধি মোরে দিল এত তাপ ॥ ৩৭৩৯
শোকে দুঃখে বাপ মায়ে ঘটে প্রাণ নাহি রয়ে
চল যাইয়া দেখি বাপ মাও।

* ৩৭৩৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই।

যদি আমার মা মরে মা বলিয়া ডাকিব কারে
শীঘ্র চল দেশে চলি যাই ॥ ৩৭৪০

*   *   * ।

আমাকে না দেখিয়া পাগলের বেশ হইয়া
ঝাপ দিছে মায়ে যমুনার জলে ॥ ৩৭৪১
শোন বেউলা কাহিনী মায়ে বড় অভাগিনী
আমা তোমা ভা[সা]ইছে জলে ।
চল চল শীঘ্র যাই মা বাপের মুখ চাই
তবে মাত্র জুড়াবে পরাণি ॥ ৩৭৪২

পয়ার

করুণা শুনিয়া বেউলা বলে রাম রাম ।
পশ্চাতে যাইব দেশে সকল জিয়াম ॥ ৩৭৪৩
শুনিয়া চমকিত লখাই বলে হরি হরি ।
বড় ভাগ্য পাইলাম আমি বেউলা হেন নারী ॥* ৩৭৪৪

---

* ৩৭৩৫-৩৭৪৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

তুমি আমি ছিলাম লোহার বাসরে ।
এথায় কেমতে আসিলা কার পুরে ॥
লখাইর বচনে বেউলার মনে পাইলা ব্যথা ।
জোড় পাণি করি কহে যত ইতিকথা ॥
বেউলা বলে কব কি তোমার আগে ।
বাসরের মধ্যে তোমা দংশিল নাগে ॥
তোমা লইয়া একেশ্বরী কলার মাজুষে ।
সমুদ্র তরিয়া আইলাম গোসাঞীর উদ্দেশে ॥
হের দেখ মহেশ্বর ত্রিদশ ঈশ্বর ।
ব্রহ্মা হরি বসিয়াছে দেব পুরন্দর ॥
হের দেখ বসিছেন ভূতলে পদ্মাবতী ।
তোমারে জিয়াইয়াছেন আপন শকতি ॥

বেউলার [১]বচনে লথাইর উপজিল[১] রঙ্গ।
আপনার কান্ধে লইলা বেউলার মৃদঙ্গ ॥ ৩৭৪৫
হাতে বাদ্য বাজায়ে মুখে গায়ে গীত।
ঘন পাকে নাচে [২]বেউলা অতি[২] সুললিত ॥* ৩৭৪৬
পদ্মা বলে বেউলা [৩]গ কিসের নাচ গাও[৩]।
[৪]ভাঙ্গিয়া না কহো কেন আর কিবা চাও[৪] ॥ ৩৭৪৭
পদ্মার বচনে বেউলা আনন্দ হৃদয়ে।
কর জোড়ে করি বেউলা মনসাতে কয়ে ॥ ৩৭৪৮
ঘরে বসি রহিয়াছে আর ছয়ে জাল।
এই পথ নিরক্ষিয়া রহিছে চিরকাল ॥ ৩৭৪৯
সব নষ্ট হইছে মোর শ্বশুরের বাদে।
স্বামী লইয়া ঘরে যাই তোমার প্রসাদে ॥ ৩৭৫০
ছয়ে জালে কান্দিয়া দেখিব মোর সুখ।
সে সব দেখিয়া মোর বিদরিব বুক ॥ ৩৭৫১
ছয়ে জাল রাখিয়া ঘরে আসিলা একেশ্বর।
ছয়ে ভাসুর জিয়াইয়া দেও চলি যাই ঘর ॥** ৩৭৫২

১—১ বচন শুনিয়া লথাইর, খ। ২—২ লথাই বেউলা, খ।

* ৩৭৪৬ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

লখিন্দর বেউলা গায় কোকিলের সান।
নৃত্য গীতে মোহিত হইল দেবতার প্রাণ।
সাত পাঁচ মহাদেব বলিল বচন।
মৈল স্বামী জিল বেউলা নাচ কি কারণ ॥
বেউলা বলে গোসাঞী তোমার নাহি দায়।
স্বামী বলে নাচি আমি মনসার পায় ॥

৩—৩ বুঝিতে নারি মতি, খ। ৪—৪ কি কারণে নাচ তুমি কহ শীঘ্রগতি, খ।

** ৩৭৪৮-৩৭৫২ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বেউলা বলে কি বলিব কহিতে ডরাই।
দয়া থাকে জিয়াইয়া দেও প্রভুর ছয় ভাই ॥

[১]এ কথা শুনিয়া পদ্মা খলখলি হাসে[১]।
[২]আঁখির নিমিষে গেল গঙ্গা দেবীর পাশে[২] ॥ ৩৭৫৩
গঙ্গা বলে পদ্মা মাগ কেন আইলা হেথা।
একে একে কহে পদ্মা বেউলার যত কথা ॥ ৩৭৫৪
দিব্য বেশে বসিয়াছে কুমার ছয় জন।
পদ্মারে দেখিয়া হইল চমকিত মন ॥ ৩৭৫৫
গঙ্গা বলে শোনরে কুমার ছয় জন।
আপনার নিজ দেশে করহ গমন ॥ ৩৭৫৬
পদ্মা সঙ্গে ছয় ভাই করিলা গমন।
আঁখির নিমিষে গেলা মহাদেবের ভবন ॥ ৩৭৫৭
হাসিয়া বেউলারে বলে বিষহরি আই।
এই দেখ বেউলা তোমার স্বামীর ছয় ভাই ॥* ৩৭৫৮
[৩]লখাইর সঙ্গে ছয় ভাইর হইল পরিচয়।
মনসার চরণে বৈদ্য বিজয়ে গোপ্তে গায় ॥[৩] ৩৭৫৯

১—১ বেউলার বচনে পদ্মা না করিল আন, খ। ২—২ সত্বর গমনে গেলা গঙ্গা দেবীর স্থান, খ।

* ৩৭৫৪-৩৭৫৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

পদ্মা বলে মাগো আসনে নাহি কাজ।
বেউলা হতে আমার খণ্ডিবেক লাজ ॥
চান্দোর ছয় কুমার থুইয়াছি তোমার স্থানে।
এ কারণে আসিয়াছি তোমার বিদ্যমানে ॥
পদ্মার বচনে গঙ্গার হইল মোহ।
খাটের তল হইতে আনে চান্দোর ছয় পো ॥
চান্দর পুত্র সহ পদ্মা চলিল তখন।
বেউলারে বলেন নেও ভাসুর ছয়জন ॥
ছয় ভাসুর দেখি বেউলা হইল লজ্জিত।
মাথায় বস্ত্র দিয়া বেউলা হইল একভিত ॥

৩—৩ বিজয় গুপ্ত রচে পুঁথি মনসার পাচালী।
সাতে গীত গায় নাচে বেহুলা বালী ॥ গ।

সাত ভাই গীত তবে গাহে আরবার।
তোমার চরণ বিনে গতি নাহি আর ॥ ৩৭৬০
ধন্য ধন্য সোনকার সফল জীবন।
পুণ্যফলে জিল চান্দের পুত্র ছয়জন ॥* ৩৭৬১
[১]হাসিয়া বলিল পদ্মা আর নাচ কেন[১]।
স্বামী জিয়াইলাম আর[২] ভাসুর ছয় জন ॥ ৩৭৬২
প্রণাম করিয়া বেউলা কহে আরবার।
[৩]দেখিয়া দেবতাগণে কৌতুক অপার[৩] ॥ ৩৭৬৩
[৪]একেশ্বর আসিয়াছি যাইমু অষ্টজনে[৪]।
[৫]সমুদ্র তরিয়া মুই যাইব কেমনে[৫] ॥ ৩৭৬৪
কৃপা কর মা মোরে হইয়া সদয়।
আমি পার হইতে চাহি শ্বশুরের নায় ॥** ৩৭৬৫
বেউলার [৬]বচনে হাসে জগতগৌরী মাও[৬]।
[৭]অখনে তুলিয়া দিব চান্দোর চোদ্দ নাও[৭] ॥ ৩৭৬৬
পদ্মার চরণে বেউলা করে পরিহার।
স্বামী ভাসুর লইয়া গেল সমুদ্র কিনার ॥ ৩৭৬৭

---

* ৩৭৬০-৩৭৬১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

সাতভাই সুন্দর কিছু উনা নাই।
একে একে সাতজন গঠিছে গোসাঞী॥
হেনমতে দেবগণ করন্তি প্রশংসা।
বেহুলার নৃত্যে মোহিত হইল কুমারী মনসা॥

১—১ আর বার বেউলা তুমি নাচ কি কারণ, গ। ২ তোমার, গ। ৩—৩ দয়া ভাবে বচন শুনিয়া মনসার, গ। ৪—৪ আসিতে একা আসিলাম কলার নায়, খ, গ, ঙ। ৫—৫ জাইবার কালে মোর কি হবে উপায়, খ, গ, ঙ।

** ৩৭৬৫ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

কহিতে ভয় পাই মুখে না আইসে রাও।
দেশের তরে যাইতে মোরে দেও চৌদ্দ নাও॥

৬—৬ কথা শুনি হাসেন পদ্মাবতী, খ, ঙ। ৭—৭ গঙ্গা দেবীর স্থানে পদ্মা গেলা শীঘ্রগতি, খ।

কোটী কোটী দেবগণ আনন্দিত মতি।
কৌতুক দেখিতে চলে পদ্মার সঙ্গতি ॥ ৩৭৩৮
রথে উঠি পদ্মাবতী চলে তাড়াতাড়ি।
প্রণাম করিয়া বলে হস্ত কর চুরি ॥ ৩৭৬৯
ধনজন ডুবিয়াছে ডিঙ্গা চৌদ্দখান।
নাগ পাঠাইয়া পদ্মা আনে হনুমান ॥ ৩৭৭০
ঐরাবত সাক্ষাতে নাগ পাঠায়ে পাতাপাতি।
সম্বাদ পাইয়া আইল ঐরাবত হাতি ॥* ৩৭৭১
[১]পদ্মা বলে হনুমান শীঘ্রগতি যাও[১]।
[২]এই ক্ষণে তুল গিয়া চান্দের[২] চৌদ্দ নাও ॥†৩৭৭২

---

* ৩৭৬৭-৩৭৭১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

গঙ্গা বলেন পদ্মাবতী কহ বিবরণ।
আরবার আসিছ তুমি কিসের কারণ ॥
বেউলার উপরোধ এড়াইতে নারি মাও।
জল হতে তুলি দেও চান্দর চৌদ্দ নাও ॥
মনসার বচনে হাসেন-গঙ্গা মায়।
হের দেখ চৌদ্দ ডিঙ্গা আছে এক ভায় ॥
কাষ্ঠ নহে ভাঙ্গে ডিঙ্গা নহে খসে ডালি।
চিরদিন জলে ডিঙ্গা ভরিয়াছে বালি ॥
ঐরাবত আসে আর পবনের বেটা।
তবে সে উঠিবে চান্দর ডিঙ্গা চৌদ্দ গোটা ॥
খলখলি হাসে দেবী জাহ্নবীর আগে।
এহার ঘর আনাইতে কোন কার্য্য লাগে ॥
ইন্দ্রের ঠাই মনসা পাঠাইয়া দিল পাতি।
সম্বাদে পাঠাইয়া দিল ঐরাবত হাতি ॥
তক্ষক পাঠাইয়া দিল আনিতে হনুমান।
সংবাদ পাইয়া আইল পদ্মার বিদ্যমান ॥

১—১ হনুমান দেখিয়া পদ্মা সম্ভ্রমে তোলে গাও, খ। ২—২ বিনয় করিয়া বলে তোল, খ।

† ৩৭৭২ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

পদ্মার বোলে হনুমান নোওাইল মাথা।
তুলি দিব চৌদ্দ নাও একি বড় কথা ॥

হনুমানে [১]ডিঙ্গা তোলে গাঙ্গের লড়ে মুর[১]।
[২]দীর্ঘ শুণ্ডে ঐরাবত মাটি[২] করে দূর ॥ ৩৭৭৩
সমুদ্র মধ্যেতে নাও পর্ব্বত সমান ভাসে।
নাগ রথে পদ্মাবতী খলখলি হাসে ॥* ৩৭৭৪

১—১ তোলে ডিঙ্গা জড়াইয়া লেঙ্গুর, খ, ঙ। ২—২ দিঘল দন্ত ঐরাবতের বালি, খ।

* ৩৭৭৪-৩৭৭৯ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

যেরূপে ডুবিল ডিঙ্গা সমুদ্রের জলে।
সেইরূপে চৌদ্দ ডিঙ্গা হনুমান তোলে ॥
উর্ব্ব কাণ্ডারী উঠে বীর দর্প করি।
নায়ে নায়ে কাণ্ডারী উঠে শীঘ্র করি ॥
চৌদ্দ শত গাবর নৌকায় বড় দেখি ভাল।
সত্তরী শত কামানি পাইক নয় শত মাল ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গার লোক বসিতে নাই ঠাই।
সুলোচন বিশ্বাস উঠে পণ্ডিত রোঙ্গাই ॥
পদ্মাবতী বলে বেউলা আর কিবা চাও।
ডিঙ্গার লোক আনিয়া দিলাম সাজাইয়া লও ॥
বেউলা বুলে দেবী মুই কি বলিব আর।
তোমা হইতে হইল মোর সকল উদ্ধার ॥
মনসুখে যে চাহিলাম সেই দিলা বর।
এক কথা আছে মনে কহিতে বাসি ডর ॥
দুই লোকের গতি মোর তোমার চরণ।
মনে দয়া থাকে যদি দেও ডিঙ্গার ধন ॥
এড়াইতে না পারে বেউলার উৎকট।
আরবার গেল পদ্মা গঙ্গার নিকট ॥
পদ্মাবতী বলে মাতা কি হবে উপায়।
চৌদ্দ ডিঙ্গার ধন পাইলে বেউলা ঘরে যায় ॥
গঙ্গা বলে পদ্মা তুমি যাও দেব মেলে।
চৌদ্দ ডিঙ্গার ধন তুলি আমি কূলে ॥
গঙ্গার বচনে পদ্মা গেলা দেব মেলে।
ডিঙ্গার যতেক ধন তুলিয়া ফেলে কূলে ॥
পদ্মাবতী বলে বেউলা কাজে দেও মন।
আপনে বুঝিয়া নেও ডিঙ্গার যত ধন ॥

যত কিছু হরিছিল দেবী বিষহরি।
সকল বুঝিয়া লইল সাহের কুমারী॥ ৩৭৭৫
ভূমে পড়ি প্রণাম করে মনসার পায়ে।
পদ্মার চরণ বন্দি উঠিলেক নায়ে॥ ৩৭৭৬

পদ্মার বচনে বেউলার জুড়ায় পরাণ।
ডাক দিয়া আনিলেক ডিঙ্গার কারোয়ান॥
বেউলার বচনে কারোয়ান সব ধায়।
গাবর পাইকে ধন নিয়া তোলে চৌদ্দ নায়॥
চৌদ্দ ডিঙ্গার ধন আর লোক যত।
জোড় হাতে দাঁড়াইল লখাইর সাক্ষাত।
লখাই বেউলা দেখি সব আনন্দিত হিয়া।
সেইখানে লখাইরে করাইল বাসি বিয়া॥
বেউলা বলে মাতা কি কর সাচামিছা।
মোর তরে দেও মাগো ধন্বন্তরি ওঝা॥
হাসিলা পদ্মাবতী বেউলার কথা শুনিয়া।
ধন্বন্তরি জিয়াইল লাথি মারিয়া॥
পদ্মা বলেন বেউলা শুনহ বচন।
অপযশ খণ্ডে যেন তোমার কারণ॥
বেউলা বলে পদ্মাবতী তুমি মোর মাতা।
এবে সে জানিলাম তোমা মোর লাগি ব্যথা॥
সত্য করি বলিলাম তোমার দুই পায়।
তোমার ঘট লইয়া যাইব এই নায়॥
এই ঘটে বসি মোর দেশে আইস মায়।
আপনে শ্বশুরে পূজিবে তোমার পায়॥
পদ্মা বলেন বুঝি লও চৌদ্দ ডিঙ্গার ধন।
বিলম্ব না কর ঝাটে করহ গমন॥
পদ্মার চরণের ধূলি সবে লইয়া।
একে একে দেবগণ সকল বন্দিয়া॥
শিব দুর্গা দুইজন সানন্দে বন্দিয়া।
নেতার চরণ বন্দে হরষিত হইয়া॥
নৌকায় চড়িয়া সবে হইলা আনন্দিত।
নেতের চামরের বাও পড়ে চারিভিত॥

পদ্মা বলে বেউলা তুমি আর কিবা চাও।
ধন জন পতি সঙ্গে দেশে চলি যাও॥ ৩৭৭৭
বেউলা বলে পদ্মা মাগ স্থির কর হিয়া।
শ্বশুরে পূজিব তোমা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া॥ ৩৭৭৮

ডাহিনে সুবর্ণ বাটা বামে সুবর্ণ ঝারি।
পাত্র মিত্র সকল বসিছে সারি সারি॥
দেশের তরে যায় লখাই কৌতুক হইল বড়ি।
সম্বেদ পড়িল ভাই বলিব লাচারি॥

লাচারি

সিন্দুরি রাগ

প্রতিনায় পরে সাড়া ডাক ঢোল বাজে কাড়া
বাজে অনিরুদ্ধ কপিলাক্ষ।
প্রতিনায় নৃত্য গীত সর্ব্বলোকে হরষিত
ডিঙ্গার উপর বিচিত্র আওয়ায॥
ছয় নায়ে ছয় কোঙর মধুকরে লখিন্দর
রোঙ্গাই পণ্ডিত বাম পাশে।
উপরে বিচিত্র আওয়ায চন্দ্রের যেন প্রকাশ
নক্ষত্র যেন উদয় আকাশে॥
ধনে সাধু নহে উনা প্রতি নায় সফরিয়া বানা
শ্বেত নেত বিচিত্র বসন।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে চৌদ্দ নাও পুরা সাজে
অন্তরীক্ষে দেখে দেবগণ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা চলিয়া যায় দুই কূলে লোক চায়
অন্তরীক্ষে দেখে সুরপতি।
প্রশংসিল দেবগণে সানন্দে বিজয় ভণে
যাহারে সদয় পদ্মাবতী॥

পয়ার

ধনে জনে চৌদ্দ ডিঙ্গা পুরা সাজন।
মহা শবদ করিয়া বাজায় বাজন॥
চৌদ্দ নায় যত লোক নাহি লেখা জোখা।
সকল নায়ে যত ধন নাহি তার সখ্যা॥

বেউলার তরে মনসা তখনে দিলা বর।
মনসুখে বাহিয়া যাও চম্পক নগর ॥ ৩৭৭৯

পবন গতি চলে ডিঙ্গা দেখি বায়ুগতি।
আনন্দে যায় সবে হরষিত মতি।
প্রতি নায় নৃত্য গীত সদাগরি বানা।
চৌমুনী এড়াইল বীরসিংহের থানা॥
ত্বরিত গমনে যায় আনন্দিত মতি।
অনেক থানা এড়াইল হরষিত অতি॥
খালুয়া মালুয়া ধেটা চরণ নায় থাকে।
তাহার স্থানে লখিন্দর জিজ্ঞাসে কৌতুকে॥
দুই কূলে রাজ্য দেখি কাহার অধিকার।
কেমত আচার লোকের কেমত ব্যবহার॥
লখাইর চরণে ধেটা জোড় করে হাত।
নমস্কার করিয়া কহে লখাইর সাক্ষাত॥
সত্যবান রাজার লোক নাহি বলাবল।
পুত্র সম পালে রাজা প্রজা সকল॥
তাহার উত্তর রাজ্য নাম তিরাশী।
সংমা নিকা করে বিহা করে পিসী॥
এইরূপে পরাপর সংসার কুলটা।
বৈদ্য ব্রাহ্মণ সকল লোক চর্ম্ম কাটা॥
জ্যেষ্ঠ ভাইর ঘরে থাকে কনিষ্ঠের দলা।
ভগিনী লইয়া ঘরে করে ভাইরে বলে শালা॥
বেহাই বেহাই মেলি ছাওাল করে ভাগ।
দুই সতিন হইলে যায় রাজার সাক্ষাত॥
সকল জাতির স্ত্রী বেড়ায় দিগম্বর বেশে।
বিচিত্র বসন তারা বান্ধে দুই পাশে॥
সর্ব্ব জাতি এক ধর্ম্ম নাহিক বিচার!
মোর অগোচর নাহি রাজ্যের ব্যবহার॥
বাঁকে বাঁকে যায় ডিঙ্গা পবন গতি চলে।
যাইতে যাইতে গেল পম্পা নদীর জলে॥
ষোল ধার জল বহে সমুদ্র থরমান।
তরঙ্গের নিকটে নারীর কণ্ঠাগত প্রাণ॥

[১]দেবের বরে চলে ডিঙ্গা ত্বরিত গমনে[১] ।
টেটনার ঘাটে গিয়া [২]মিলে ছয় দিনে[২] ॥ ৩৭৮০
বেউলা বলে [৩]প্রভু মোর শোন নিবেদন[৩] ।
যাবার কালে সত্য করি বলিছি বচন ॥ ৩৭৮১
বেউলার বচনে লখাইর নড়ে হিয়া ।
ধন দিয়া টেটনারে করায়ে পঞ্চ বিয়া ॥* ৩৭৮২

বাঁকে বাঁকে ডিঙ্গা পবনগতি যায় ।
শাল বনের রাজ্যে গিয়া ততক্ষণে পায় ॥
অতিবড় শাল গাছ জুড়িছে পাতে পাতে ।
মনুষ্যের গতি নাহি সাত দিবসের পথে ॥
বেউলা বলে প্রভু শুন মোর কথা ।
এইখানে বাঘরূপে আসিছিল নেতা ॥
বাঘের দিক চাহিয়া বড় পাইলাম ডর ।
ঝাপ দিয়া নিতে চাহে তোমার পাঁজর ॥
বাঘেরে স্তব করিলুম জোড় করি কর ।
নিজরূপ ধরিয়া তবে নেতা গেল ঘর ॥
এতেক শুনিয়া লখাই বেউলার হাতে ধরি ।
বড় ভাগ্যে পাইলাম তুমি হেন নারী ॥

১—১ এ বাঁক হইতে বেহুলা আর বাঁকে যায়, গ, ঘ । ২—২ দরশন পায়, গ, ঘ ।
৩—৩ গিয়াছি প্রতিজ্ঞা করিয়া, ঘ ।
* ৩৭৮২ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (ঘ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

টেটনা মরিতে ছিল কলসী বান্ধিয়া ।
যাবার কালে গেলাম তারে আশ্বাস করিয়া ॥
ধন রত্ন দিয়া করাইব পঞ্চ বিয়া ।
এখনে টেটনা ছুই বাই দেও বিয়া ।
বেউলার বাক্য শুনি লখাই হরষিত হইয়া ।
ধন রত্ন দিয়া করাইল পঞ্চ বিয়া ॥
ধনরত্ন দিয়া বেউলা মন হইল খোস ।
তুষ্ট হইয়া ঘরে চলে টেটনা পুরুষ ।
এ বাঁক হইতে বেউলা আর বাঁকে যায় ।
ধনা মনার ঘাট তবে দেখিবারে পায় ॥

তথা হইতে নৌকা লইয়া করিলা গমন।
অপূর্ব্ব কাহিনী কহে গোদার কথন ॥ ৩৭৮৩
জলে ঝাঁপ দিয়াছিল আমারে দেখিয়া।
চিরকাল রহিছে গোদা বরসি ফুটিয়া ॥ ৩৭৮৪
বেউলার কথা শুনিয়া লখাই গোদারে উঠায়।
নাক চুল কাটিয়া তারে দিলেন বিদায় ॥* ৩৭৮৫
তথা হইতে চলে লখাই হরিষ অন্তর।
উজানি নগর দিয়া চলিল সত্বর ॥** ৩৭৮৬
বেউলা বলে প্রাণনাথ কহি তোমার ঠাই।
বাপ মা দেখি আসি যদি আজ্ঞা পাই ॥ ৩৭৮৭
লখাই বলে যাও প্রিয়া উজানি নগর।
বিলম্ব না করিবা তথা আসিবা সত্বর ॥† ৩৭৮৮

বেউলা বলে শোন প্রভু মোর নিবেদন।
এ ঘাট ধনাই আইল করিতে লঙ্ঘন ॥
পদ্মার প্রসাদে দুষ্ট জলেতে ডুবিয়া।
নৌকা ডুবি ঝাট মরে জলেতে ডুবিয়া ॥
বেউলার বাক্য তখন শুনি লখিন্দর।
ধনামনা দিল তবে সোলের উপর ॥

* ৩৭৮৩-৩৭৮৫ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
এ বাঁক হইতে বেউলা আর বাঁকে যায়।
গোদার থানায় গিয়া দরশন পায় ॥
বেউলা বলে প্রাণনাথ এই বেটা ঠেটা।
যাবার কালে রাখিতে চাহিল গোদা বেটা ॥
এত শুনিয়া লখাই পাইকরে বলে।
গোদারে কাটিয়া তখনে দিল শালে ॥

** ৩৭৮৬ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
এ বাঁক হইতে বেউলা আর বাঁকে যায়।
হরি সাধুর ঘাটে গিয়া দরশন পায় ॥

† ৩৭৮৮-৩৮০৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—
এতেক কহিল যদি সাহের কুমারী।
হরষিতে গেল তবে সাহে বানিয়ার বাড়ী ॥

লখাই [হ]তে হইয়া বিদায় হরিষ বিশেষ।
উজানি নগরে গিয়া করিল প্রবেশ ॥ ৩৭৮৯
ছয় বধূ লইয়া সুমিত্রা শোকাকুলি।
দিবা রাত্রি কান্দে রাণী বেউলা বেউলা বুলি ॥ ৩৭৯০
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষুর জল পড়ে।
হেন কালে গেল বেউলা মাএর গোচরে ॥ ৩৭৯১
বেউলার রূ[প] বেশ দেখিয়া আচম্বিত।
বেউলা বেউলা বলি রাণী পড়িল ভুমিত ॥ ৩৭৯২
সুমিত্রা বলে মা কি নাম তোমার।
তোমারে দেখি আমার বেউলার আকার ॥ ৩৭৯৩
মরা স্বামী লইয়া বেউলা গেল দেবপুরে।
বেউলার শোকে আমার পরাণ বিদরে ॥ ৩৭৯৪
করুণা শুনিয়া বেউলা বলে রাম রাম।
আপন পরিচয় দিয়া করিল প্রণাম ॥ ৩৭৯৫
কহিল সকল কথা সর্ব্ব অত্যান্তর।
যেন মতে জিয়াইল বীর লখিন্দর ॥ ৩৭৯৬
শুনিয়া সকল লোকে হয়ে চমৎকার।
পুরনারী সবে দিল জয়ে জোকার ॥ ৩৭৯৭
ধন্য ধন্য বেউলারে সর্ব্বলোকে বলে।
সাহে সদাগর নাচে বেউলা লইয়া কোলে ॥ ৩৭৯৮

বেহুলারে দেখি রাণী আনন্দ অপার।
বাপ মায়ের চরণে বেহুলা করে নমস্কার।
একে একে বন্দে ছয় ভাইর চরণ।
তার পাছে বন্দে বেহুলা বধূ ছয় জন ॥
কুল পুরোহিতে বেহুলা করে নমস্কার।
শ্বশুর শাশুড়ী বন্দে চান্দর কুমার ॥
বিজয় গুপ্ত রচে পুথী মনসার বর।
উজানি সংবাদ হইল এইখানে সোসর।

বেউলা বলে মাতা পিতা নিবেদন করি।
বিদায় দেও দেখি গিয়া শ্বশুর শাশুড়ী ॥ ৩৭৯৯
সুমিত্রা বলে বেউলা কি কথা কহিলি।
নিভিল মনের অগ্নি জ্বালিয়া যে দিলি ॥ ৩৮০০
কান্দিয়া বিকল বেউলা চিত্ত নহে স্থির।
মাতা পিতার পদধূলি লইলেক শির ॥ ৩৮০১
আর যত গুরুজন করি নমস্কার।
স্বামীর সাক্ষাতে বেউলা গেল পুনর্ব্বার ॥ ৩৮০২
সুমিত্রা ক্রন্দন করে বুকে হানি ঘাও।
বান্ধব সকলে বলে বেউলা কোথা যাও ॥ ৩৮০৩
বিজয় গোপ্তে বলে গাইন হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া বল লাচারির গীত ॥ ৩৮০৪

লাচারি

বেউলাগ রহিয়া বোলান দেও মোরে গ ॥ ধুয়া ॥
দেখিয়া তোমার মুখ বিদরিয়া যায়ে বুক
কোথা গেলা মোর প্রাণ লইয়া।
শোকে ব্যাকুল হইয়া সকলের মুখ চাইয়া
বেউলা বলি কান্দে উচ্চরায়ে ॥* ৩৮০৫
মরা স্বামী লইয়া কোলে ভাসিলা গাঙ্গের জলে
দেবপুরী করিলা সাহস।
সাধিলা যে পদ্মাবতী জিয়াইলা তোমার পতি
তিন লোকে রহিলেক যশ ॥ ৩৮০৬
ঘুচাইয়া গায়ের বেশ খসাইয়া মাথার কেশ
কান্দে রাণী ভূমিতে লোটাইয়া।
বেউলারে না দেখিয়া দুই হাতে হানে হিয়া
গাঙ্গের কূলেতে গেল ধাইয়া ॥ ৩৮০৭

৩৮০৫-৩৮০৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) পুঁথিতে নাই।

বেউলা বলে শুন মাও শান্ত হইয়া ঘরে যাও
ইহ লোকে নাহি দরশন।
বিজয়ে গোপ্তে বলে সার মোর গতি নাহি আর
দয়া কর জয় বিষহরি ॥ ৩৮০৮

পয়ার

এথা হতে গেল ডিঙ্গা মনসার বরে।
শোকে ব্যাকুল লোক গেল নিজ ঘরে ॥* ৩৮০৯
সারিয়ালে সারি গায়ে গাবরে গায়ে গীত।
চম্পক নগরে গিয়া হইল উপস্থিত ॥ ৩৮১০
চম্পক নগর দেখি কৌতুক হইল বড়।
ডোমকন্যা বেশ ধরিল সত্বর ॥** ৩৮১১
[১]আভরণ হইল কন্যা ডোম নারী বেশ[১]।
চম্পক পুরীতে[২] বেউলা করিলা প্রবেশ ॥ ৩৮১২
[৩]লোকমুখে বার্ত্তা পাইয়া[৩] সোনকা সে রাণী।
দাসী[৪] পাঠাইয়া তবে আনে ডোমনী ॥ ৩৮১৩

* ৩৮০৯ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) পুঁথিতে নাই।

** ৩৮১০-৩৮১১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

উজানি হইতে যায় হরষিত অন্তর।
অবিলম্বে পাইল গিয়া চম্পক নগর ॥
হীরার ঘাটেতে ডিঙ্গা আইল সাত ভাই।
চম্পক নগর অগ্র দেখিবারে পাই ॥
নায় যাইতে একদিন তড়ে এক প্রহর।
হস্ত যোড়ে কহে বেহুলা লখাইর গোচর ॥
বেহুলা বলে প্রাণনাথ করি নিবেদন।
আজ্ঞা কর দেখি আসি শ্বশুর চরণ ॥
বাঁশ কাটিয়া বেহুলা বিচলী বুনিল।
ডোমনীর বেশ ধরি বেহুলা চলিল ॥

১—১ আকৃতি প্রকৃতি যেন ডোমনীর বেশ, গ। ২ নগরে, গ।
৩—৩ ডোমনীর কথা শুনিয়া, গ। ৪ দ্বারী, গ।

[১]দেখিয়া নিরক্ষে সোনাই বদন নয়ান[১]।
বেউলার [২]লক্ষণ সব কিছু নহে আন[২] ॥ ৩৮১৪
লখিন্দর মনে হইল[৩] কান্দে দীর্ঘ রায়ে।
লাচারির [৪]ভাষে কও[৪] এইত সময়ে ॥ ৩৮১৫

লাচারি

বেউলা গ কোন ঘাটে ভাসাইলা লখিন্দর ॥ ধূয়া ॥

* * *।

ভাসাইলা লখিন্দর ফিরিয়া না আসিলা[৫] ঘর
[৬]লখাই আমার রহিল কোন খানে[৬] ॥ ৩৮১৬
বেউলার[৭] হাটন খানি [৮]বেউলার চরনা[৮]
[৯]বেউলার লক্ষণ চুল বান্দানা[৯]।
[১০]বেউলার পাটের শাড়ি আসিলা কোথা এড়ি
কহ তুমি হও কোন জনা[১০] ॥ ৩৮১৭
ফালাইয়া লখিন্দর বালা কেন ডোমের ঘরে গেলা
তোরে দেখি ডোমের লক্ষণ।
বানিয়া কুলের রাঁড়ি শঙ্খ সিন্দুর নহে পরি
কহ মোরে হও কোন জন ॥ * ৩৮১৮

১—১ ডোমনীর মুখ পানে করে নিরীক্ষণ, গ। ২—২ আকৃতি রাণী দেখে ততক্ষণ, গ। ৩ করি, গ। ৪—৪ বলিতে ভাই, গ। ৫ আইল, গ। ৬—৬ তোমা দেখি পাশরিতাম সকল, গ। ৭ বধূর, গ। ৮—৮ বধূর গঠন, গ। ৯—৯ বধূর লক্ষা দীঘল মাথার কেশ, গ।

১০—১০ লখাই লইয়া ভাসিয়া গেলা কোথা লখাই রাখিয়া আইলা
এ বলিয়া শিরে হানে ঘা, গ।

* ৩৮১৮ সংখ্যক পদের পরে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

কোথা আমার লখিন্দর প্রাণের দোসর
ছাড়িয়া গেলা করি বজ্রাঘাত।
তুমিত বড়ার ঝি তোমারে বলিব কি
নিভিল আগুন কেন দিলা জ্বালাইয়া।

আনিয়া মানের[১] পাত [২]বাড়ি দিল পান্তাভাত[২]
[৩]বাহের হতে শুনে সদাগর[৩]।
[৪]হেতাল কান্ধেত করি চলিল আন্দর বাড়ি
ডোমনী পলাইয়া গেল ডরে[৪] ॥ ৩৮১৯

পয়ার

ক্রন্দনের [৫]রোল তবে[৫] শুনি অন্তঃপুরী।
[৬]ত্বরিতে চলিল তবে[৬] চান্দো অধিকারী ॥ ৩৮২০
[৭]ক্রোধ করি[৭] বলে চান্দো কোথায়ে ডোমনী।
কলার [৮]বাগুরির মত কাঁপে[৮] বেউলার প্রাণি ॥ ৩৮২১
পাচ থরকি [৯]দিয়া ডোমনী[৯] পলায়ে ডরে।
আঁখির নিমিষে গেল লখাইর গোচরে ॥ ৩৮২২
লখিন্দর বলে বেউলা কহ তথ্য সার।
সত্য নিগ বাপ মা দেখিছ আমার ॥* ৩৮২৩

---

১ মান কচু, গ। ২—২ বাহিরে আনি দিল ভাত, গ। ৩—৩ কান্দে সোনা বধূর মুখ চাইয়া, গ।

৪—৪ ৩৮১৯ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণ অতিরিক্ত, (গ) পুঁথিতে নাই।

৫—৫ হুড়াহুড়ি, গ। ৬—৬ মহা ক্রোধে ধাইয়া আসে, গ। ৭—৭ হেতাল লইয়া, গ। ৮—৮ মাজুব যেন, গ। ৯—৯ বেহুলা, গ।

* ৩৮২৩-৩৮২৬ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বেহুলারে দেখিয়া লখাইর দুঃখ লাগে বড়ি।
করুণ মিশালে বল মঙ্গল লাচারি॥

লাচারি

আগো বেহুলা মায়নি আমার আছেন কুশলে ॥ ধুয়া ॥
চম্পক নগরে গেলা কিরূপ দেখিয়া আইলা
দড়নি দেখিছ বাপ মায়।
আমার কারণ মায়ে শোকাকুলী অতিশয়
কহ মায়ে কিরূপে বঞ্চিল ॥
ছয় ভাই পুর্ব্বে মল তাহে যত শোক পাইল
আমা পাইয়া করিল বারণ।

বেউলা বলে শোন নাথ কহিব কাহিনী।
অস্থিচর্ম্মসার সোনাই কেবল আছে প্রাণি ॥ ৩৮২৪
শোকে দুঃখে শাশুড়ী করে আহাকার।
পূর্ব্ব রূপ নাহি কিছু বিকৃত আকার ॥ ৩৮২৫

তাহে বিবাদ হইল কাল সাপে মোরে খাইল
শোক সাগরে ডুবিল সোনেকা ॥
আমারে বিদায় দিয়া পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া
হেন মা মোর আছেন কেমন।
আমরা যে সাত ভাই মা বলে আর লক্ষ্য নাই
মা বুঝি মোর কান্দিয়া বেড়ায় ॥
আমারে ভাসাইয়া জলে পাষাণ লইয়াছেন কোলে
মা বুঝি মোর লখাই বলে কান্দে।
মায় সে জানে সন্তানের দয়া রক্তমাংসে এক কায়া
মা বুঝি মোর হইয়াছেন পাগল ॥
ওহে প্রভু ঘরে ঘরে কান্দিয়া কান্দিয়া ফেরে
তোমার জননী ॥ ধুয়া ॥

বেহুলা বলে প্রাণনাথ করি নিবেদন।
দেখিয়া আসিলাম শ্বশুর শাশুড়ীর চরণ ॥
ক্ষণেক উঠে ক্ষণেক বসে ক্ষণেক গড়ি যায়।
লখাই লখাই বলি মায় কান্দিয়া বেড়ায় ॥
রাণীর এক নয়নে তিন ধারা।
ফেরে যেন পাগলিনী পারা ॥
বুকে ঘা হানি বলে কোথা লখিন্দর।
লখাই লখাই বলি সদা করে হাহাকার ॥
তোমার যত আভরণ সম্মুখে রাখিয়া।
নিরবধি কান্দে রাণী লখাই বলিয়া ॥
অন্নপানী ত্যাগি রাণী লখাই বলি কান্দে।
অঙ্গ মলিন হইল রাণীর কেশ নাহি বান্ধে ॥
আর যত লোক আছে চম্পক নগরে।
আনন্দে আছেন সব প্রতি ঘরে ঘরে ॥

শ্বশুরের দেখিলাম লম্বা লম্বা দাড়ি।
তবু তিনি নাহি ছাড়েন কান্ধের হেতাল বাড়ি॥ ৩৮২৬
তথা সোনাই শোকাকুলি হইয়া।
নিসান চাহিতে গেলা ছয় বধূ লইয়া॥ * ৩৮২৭

আমারে ছাড়িয়া কোথা গেলারে লখাই।
সকল ঘরে সুখ আছে আমার ঘরে নাই॥
মায়ের দুঃখের কথা শুনি করে হাহাকার।
কান্দিয়া আকুল লখাই ভাঙ্গে পাটয়ার॥
কতক্ষণে মায়ের চরণ দেখিব নয়নে।
এ বলিয়া বহে ধারা লখাইর দুনয়নে॥
বিজয় গুপ্ত করে স্তুতি দয়া কর পদ্মাবতী
চম্পকের দুঃখ অবসান॥

পয়ার

শোকাকুলী সোনেকা কি কহিব আর।
দেখিলাম শশুরের অস্থি চর্ম্ম সার॥
বৈষ্ণব সদাগর চরিত্র না পাসরি।
তবু তিনি না ছাড়েন হেতালের বাড়ি॥
লখিন্দর বলে ডিঙ্গা বাইয়া যাও ঝাটে।
শীঘ্র করি চাপাইল চম্পকের ঘাটে॥
লখাইর বাক্যেতে সবে হরষিত মন।
জয় জয় করে সবে মধুর বচন॥
জয় জয় করি সবে সারি ডাকে।
আনন্দে লাগাইল ডিঙ্গা সহর সম্মুখে॥
ঘাট দেখি লখিন্দর আনন্দ অপার।
পুরীর ভিতর তখন দিল সমাচার॥

* * ৩৮২৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

হেথায় সোনেকা দেখে চারি নিদর্শন।
ক্রমে ক্রমে তথিত করে জনে জন॥

[১]দেখিলেক সিদ্ধ ধান্য[১] মেলিছে অঙ্কুরে।
[২]হরিদ্রায়ে মেলিছে পাত মুগেত অঙ্কুর[২] ॥ ৩৮২৮
ছয় বধূ বলে মাগ দুঃখ কর সাত।
বাসরেতে গিয়া দেখে ফুটিয়াছে ভাত ॥* ৩৮২৯
লখাই[র] কুশল রাণী ভাবে মনে মন।
হেন কালে আসিল তথা মুকাই ব্রাহ্মণ ॥ ৩৮৩০

১—১ সিদ্ধ ধান্তেতে দেখে, গ। ২—২ বিনাজালে সুস্ফুট হইয়াছে ভাত হাঁড়ী, গ।

* ৩৮২৯-৩৮৩৩ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

সিদ্ধ হরিদ্রায় দেখে মেলিয়াছে পাত।
দেখিয়া সোনেকার মন বড় আশয়াত॥
ডালা কুলা মাথায় করি দাণ্ডাইল সম্মুখ।
অনিমেষে চাহে সোনা বেহুলার মুখ॥
বেহুলার মুখ হেরি আঁখির জল পড়ে।
সাহের কুমারী বেহুলা কভু নাহি নড়ে॥
হেথা নিদ্রালয়ে চান্দ করিছে শয়ন।
হেন কালে সদাগর দেখিল স্বপন॥
স্বপন দেখিল জিয়ন্ত সাত বেটা।
হীরার ঘাটে লাগাইয়াছে ডিঙ্গা চৌদ্দ গোটা॥
মধুকর নায়ে চড়ে কৌতুক বিস্তর।
মনসার ঘট বাড়ী মাথার উপর॥
সোনেকা বলেন শুন সুন্দরী বেহুলা।
আমার প্রাণ লখিন্দর কোথা থুইয়া আইলা॥
ডোমনী বলেন মাতা মোরে দেহ ভাত।
কহিব সকল কথা তোমার সাক্ষাৎ॥
আরে ও হর কাশীনাথ মোরে দয়া কর হে। ধুয়া॥
হেথায় সদাগর পুরোহিত আনিল।
স্বপনের কথা তখন কহিতে লাগিল॥
দেখেছ স্বপন সাধু না হবে অন্যথা।
ভক্তি করি পূজা কর আপন দেবতা॥
পুরোহিত স্থানে সাধু কহেন স্বপন।
হেনকালে ধনা আসি দিল দরশন॥

মুকাই দেখিয়া চান্দোর লাগে চমৎকার।
চরণে পড়িয়া সাধু করে নমস্কার॥ ৩৮৩১
ডিঙ্গা সমেত তুমি ডুবিলা সাগর।
কেমতে আসিলা তুমি কহ তথ্যসার॥ ৩৮৩২
মুকাই পণ্ডিতে বলে শোন সদাগর।
ধন জন চৌদ্দ ডিঙ্গা আই[ল] তোমার ঘর॥ ৩৮৩৩
সাত পুত্র [১]আসিয়াছে কহিল[১] বিশেষ।
[২]ধনে জনে ডিঙ্গা সনে আসিল নিজ দেশ[২]॥ ৩৮৩৪
চান্দো বলে কানি তোর মনে [৩]ভয়ে আছে[৩]।
[৪]মোর ভয়ে ধনে জনে ডিঙ্গা পাঠাইয়াছে[৪]॥ ৩৮৩৫
[৫]চৌদ্দ ডিঙ্গা দিল মোর সাত কোয়র[৫]।
[৬]মুকাই বলে সদাগর না বল বিস্তর[৬]॥ ৩৮৩৬
পদ্মাবতী পূজা কর [৭]সাধুর কুমার[৭]।
[৮]না পূজিলে ধনে জনে নিব আরবার[৮]॥ ৩৮৩৭

ধনা বলে শুন সাধু কর অবধান।
হীরার ঘাটে আসিয়াছে ডিঙ্গা চৌদ্দখান॥
উভা করি দুই চক্ষু এক দৃষ্টে চায়।
আস আস বলি চান্দ ধনারে কোলে লয়॥
রোঙ্গাই পণ্ডিত আছিল চান্দ বিদ্যমান।
জয় জয় সদাগর কর অবধান॥
সাহের কুমারী বেহুলা গিয়া দেবপুরী।
লখিন্দর জিয়াইয়া দিল বিষহরি॥
ছয় পুত্র জিয়াইল ওঝা ধন্বন্তরি।
চৌদ্দ ডিঙ্গা দিয়াছেন পদ্মা দয়া করি॥

১—১ ঘাটে আইল শুনহ, গ। ২—২ সকল আনিল বেহুলা করিয়া যে বেশ, গ।
৩—৩ আছে ডর, গ। ৪—৪ ধনজন ডিঙ্গা দিল সাত কোয়র, গ।
৫—৫ ৩৮৩৬ সংখ্যক পদের প্রথম চরণটি অতিরিক্ত, (গ) পুঁথিতে নাই।
৬—৬ রোঙ্গাই বলেন শুন সাধুর কুমার, গ। ৭—৭ বিলম্ব নাহি আর, গ।
৮—৮ পদ্মা পূজা না কর যদি কর অহঙ্কার।
ধনে জনে সকল পদ্মা নিবে আরবার। গ।

চান্দো বলে পুরোহিত সে কারণে সই[১] ।
[২]আর জন হইলে প্রাণ তথন লই[২] ॥ ৩৮৩৮
যেই হস্তে পূজি আমি [৩]শিবের চরণ[৩] ।
সেই হস্তে [৪]পদ্মার পূজা করিব কেমন[৪] ॥ ৩৮৩৯
মুকাইরে দেখিয়া সবের আনন্দ হইল ।
গাঙ্গের কূলেতে সোনাই তথনে চলিল ॥* ৩৮৪০

লাচারি

[৫]জয়ে ধ্বনি চম্পক নগরে ॥ ধুয়া[৫] ॥

[৬]হাত বেড়াইয়া সোনাই[৬] পাইল গগন ।
পুত্র পুত্র বলি সোনাই [৭]ডাকে ঘন ঘন[৭] ॥† ৩৮৪১
বেউলা বলে [৮]ঠাকুরাণী না হও ফাফর[৮] ।
[৯]মনসার ঘট দেখ নৌকার উপর[৯] ॥ ৩৮৪২
শ্বশুরে পোজয়ে যদি দেবী বিষহরি ।
ধনে জনে পুত্র লইয়া যাবা নিজ পুরী ॥ ৩৮৪৩
শ্বশুরে পূজয়ে যদি বিষহরি আই ।
ধনজন লইয়া চল ঘরে চলি যাই ॥ ৩৮৪৪

---

১ সম, গ । ২—২ অন্য কেহ কহিলে তার প্রাণ লম, গ । ৩—৩ শঙ্কর ভবানী, গ । ৪—৪ পদ্মারে না দিব ফুল পানী, গ ।

* ৩৮৪০ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

সাধুরে বুঝায় সোনা আরো পুরোহিত ।
মৌন ব্রত সদাগর ভাবয়ে উচিত ॥

৫—৫ লখিন্দর আর ছয় জন, গ । ৬—৬ হাতে সোনাই যেন, গ । ৭—৭ যায় তরাতরি, গ ।

† ৩৮৪১ সংখ্যক পদের পরে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত চরণটি অতিরিক্ত :—

সংবাদ পড়িল গাইন বলরে লাচারি ।

৮—৮ মাতা আমি নিবেদন করি, গ । ৯—৯ ৩৮৪২ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণটি অতিরিক্ত, (গ) পুঁথিতে নাই ।

শ্বশুরে না পূজে যদি দেবী বিষহরি ।
ধনজন লইয়া আমি যাব দেবপুরী ॥* ৩৮৪৫
এই সব কথা মাগ শোন এক চিত্তে ।
দেবতার মেলে মাগ করিয়াছি সত্যে ॥ ৩৮৪৬
বেউলা কহিল যদি এতেক উত্তর ।
পুত্র পুত্র বলি রাণী কান্দিয়া ফাফর ॥ ৩৮৪৭
পুত্র পুত্র বলি রাণী কান্দে উচ্চ রায়ে ।
বাহু পসারিলাম বাপু মোর কোলে আয়ে ॥ ৩৮৪৮
তোমার লাগি রহিয়াছি পন্থ নিরক্ষিয়া ।
কোলে আইস বাছা মোরে মা মা বলিয়া ॥ ৩৮৪৯
পথ নিরক্ষিতে আমার ঘোর হইছে আঁখি ।
কোলে আইস বাপু তোর চন্দ্রমুখ দেখি ॥ ৩৮৫০
যদবধি গেছ বাপু আমারে ছাড়িয়া ।
তদবধি না ডাকে কেহ মা মা বলিয়া ॥ ৩৮৫১
অহে পুত্র লখিন্দর শুন মোর বোল ।
মা মা বলিয়া তুমি আইস মোর কোল ॥ ৩৮৫২
লখিন্দরের মুখ সোনাই চাহে নিরক্ষিয়া ।
পড়িতে চাহে সোনাই জলে ঝাপ দিয়া ॥ ৩৮৫৩
বেউলা বলে ঠাকুরাণী চিত্ত স্থির কর ।
পূজা করিলে লখিন্দর হইব তোমার ॥ ৩৮৫৪
বিজয়ে গোপ্তে বলে চান্দো শোন দিয়া মন ।
সদায়ে পোজ তুমি পদ্মার চরণ গ ॥† ৩৮৫৫

---

* ৩৮৪৩-৩৮৪৫ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

শ্বশুরে পূজেন যদি দেবী বিষহরি ।
নায়ের যত ধনজন উঠিবে এখন ।
নহে পুনঃ দেবপুরী করিব গমন ॥

† ৩৮৪৬-৩৮৫৫ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (গ) পুঁথিতে নাই ।

ফের লাচারি

হরষিত হইল সোনাই[১] [২]দেখিল লখাইর ছয় ভাই[২]
আনন্দ [৩]সাগরে ভাসে রাণী[৩] ।
বধূর দক্ষিণ পাশে লখিন্দর বসিয়াছে
ডাইন পাশে [৪]রোঙ্গাই পণ্ডিত[৪] ॥ ২৮৫৬
চান্দো[৫] বলে বেউলা শোন কি কহিব তোর গুণ
[৬]শুভক্ষণে নৌকা লাগাও ঘাটে[৬] ।
[৭]না দেখিলে প্রাণ ফাটে তীরে উঠুক ঝাটে
জলে থাকিলে কোন ফল[৭] ॥ ৩৮৫৭
সপ্ত পুত্র দেখি কাছে আনন্দে সোনকা নাচে
মনদুঃখ ঘুচিল সকল ।
মুখ করি নিরীক্ষণ চুম্ব দিল বদন
কোলে তুলি লইল তখনে ॥ ৩৮৫৮
যত পুরনারী আছে বেউলা লইয়া তারা নাচে
চম্পক নগরের দুঃখ গেল ।
নাচে সবে বাহু তুলি অন্য করে কোলাকুলি
পাসরিল সব দুঃখ শোক ॥ ৩৮৫৯
নগরেত জয়ে জয়ে সকল আনন্দময়ে
জয়ে ধ্বনি দিলেন যুবতি ।
নানাবিধি রঙ্গ করে পুত্র লইয়া চলে ঘরে
বিজয়ে গোপ্তের সরস লাচারি ॥* ৩৮৬০

---

১ সোনা, গ। ২—২ দেখি পুত্র সাত জনা, গ। ৩—৩ সাগরের কূল নাই, গ। ৪—৪ পণ্ডিত রোঙ্গাই, গ। ৫ সোনা, গ। ৬—৬ তোমার তুলনা দিব কি, গ। ৭—৭ ৩৮৫৭ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় চরণটি অতিরিক্ত, (গ) পুঁথিতে নাই।

* ৩৮৫৮-৩৮৬০ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (গ) পুঁথিতে নাই।

পয়ার

রাত্রি প্রভাত কালে সাধুর নন্দন।
সভা করি বসিয়াছে যত বন্ধুগণ ॥* ৩৮৬১
মুকাই পণ্ডিতে বলে শোন সদাগর।
পদ্মা হতে হইল তোমার সকল উদ্ধার ॥** ৩৮৬২
পদ্মার পূজা কর তুমি সাধুর নন্দন।
সাত পুত্র পাইলা তুমি চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন ॥ ৩৮৬৩
কর জোড়ে বেউলা করে নিবেদন।
সর্ব্বথা পূজহ বাপু পদ্মার চরণ ॥ ৩৮৬৪
পদ্মা পূজা না কর যদি অহঙ্কারে।
ধনজন প্রভু লইয়া যাইব আরবারে ॥ ৩৮৬৫

---

* ৩৮৬১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

হেনকালে আইল তথা সোমাই পণ্ডিত।
পুরোহিত দেখিয়া চান্দ হইল আনন্দিত ॥
দ্বিজ আইল দ্বিজ আইল বলে সর্ব্বজন।
পুরোহিত সাপুটী চান্দ দিল আলিঙ্গন ॥

* * ৩৮৬২-৩৮৭০ সংখ্যাক পদের পরিবর্ত্তে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

সোমাই বলে শুন বাক্য সাধুর কুমার।
বেহুলা বধূ করিল তোমার বাদের উদ্ধার।
শুভক্ষণে করাইলা বিয়া বালা লখিন্দর।
বধূর প্রসাদে দেখিলা চম্পক নগর।
রোঙ্গাই ধনার মুখে রাণী শুনিয়া কারণ।
আইয়গণ সকল রাণী ডাকিল তখন।
লখাই লখাই আইল আনন্দ অপার।
পুরনারী লইয়া দিল জয় জোকার ॥
বরণ কুলা মাথায় লইয়া সোনেকা সুন্দরী।
নৌকা ঘাটে গেল রাণী অতি শীঘ্র করি।
হেতাল বাড়ি কান্ধে করি চান্দ সদাগর।
সোনেকার পাছে পাছে চলিল সত্বর ॥

এতেক শুনিয়া সাধু স্থির করে মতি।
পাত্র মিত্র সকলেরে দিল অনুমতি ॥ ৩৮৬৬
পাত্র মিত্র বন্ধুগণে ভর্ৎসিল বিস্তর।
পদ্মা পূজা কর তুমি পুন সদাগর ॥ ৩৮৬৭
পদ্মা সনে বাদ করি যত দুঃখ পাও।
সাত পুত্র মরিছিল ডুবিল চৌদ্দ নাও ॥ ৩৮৬৮

নৌকা ঘাটে সোনা রাণী একদৃষ্টে চায়।
মা বোল বল লখিন্দর তোর মায়ের প্রাণ যায়।
নৌকার উপর দাঁড়াইল লখাইরা সাত ভাই।
দেখিয়া সোনেকা রাণীর আনন্দে[র] সীমা নাই।
কারে আগে কোলে লবে বলে বারে বার।
সকলের কনিষ্ঠ আমার বীর লখিন্দর।
রাণী বলে রহ রহ তোমরা ছয় ভাই।
আগে আমি কোলে করি সুন্দর লখাই।
লখাই লখাই বলি রাণী ডাকে বারে বার।
কোলে আসি লখিন্দর কোল জুড়াও আমার।
বেহুলা বধূর গুণের কথা না যায় কহন।
যার হেতু দেখিলাম পুত্র সাতজন।
বধূ আগে কোলে আইস তোরে কোলে করি।
আমার মনের যত দুঃখ সকল পাসরি।
বেউলা বলে মাতা আমি নিবেদন করি।
শ্বশুরে পূজেন যদি দেবী বিষহরি।
নায়ের যত ধনজন উঠিবে এখন।
নহে পুনঃ দেবপুরী করিব গমন।
এতেক শুনিয়া চান্দ অধোমুখী হইল।
সোমাই পণ্ডিত স্থানে কহিতে লাগিল।
ধনে জনে কার্য্য নাই যাউক আর বার।
পদ্মা না পূজিব আমি কহিলাম সার।
পদ্মা না পূজিব আমি পুষ্পজল দিয়া।
ধনে জনে কার্য্য নাই যাউক ফিরিয়া।

পদ্মার সনে বাদ হইয়া তার অরি।
সাত পুত্র বাঁচিল তোমা[র] সেবা কোন বৈরি ॥ ৩৮৬৯
এত ভর্ৎসনা শুনি কহে সভা বিদ্যমান।
বাম হস্তে পূজা আমি করিব তাহান ॥ ৩৮৭০
এতেক শুনিয়া পদ্মা[১] বিরস বদন।
চান্দোরে ডাকিয়া চণ্ডী বলিলা বচন[২] ॥ ৩৮৭১
[৩]তোমার ঠাই কহি শুন[৩] চান্দ সদাগর।
এক মূর্ত্তি [৪]আমি সেই নাহি অন্য[৪] পর ॥ ৩৮৭২
[৫]যেই ব্রহ্মা সেই[৫] বিষ্ণু সেই মহেশ্বর।
কুবের বরুণ আদি[৬] চন্দ্র দিবাকর ॥ ৩৮৭৩
পদ্মা আমি দেখ তুমি হই এক মূর্ত্তি
এ বলিয়া সাক্ষাত হইল ভগবতী ॥ ৩৮৭৪
এক দৃষ্টে দুইজন চাহে সদাগর।
ভিন্ন ভেদ নাহি কিছু এক সমসর ॥ ৩৮৭৫
এতেক দেখিয়া চান্দোর লাগে চমৎকার।
ভূমে পড়ি অষ্ট অঙ্গে করে নমস্কার ॥ * ৩৮৭৬

শুনিয়া সকলে কহে চান্দ নিদারুণ।
উচ্চস্বরে কান্দে সোনা ভাবিয়া করুণ।
হেনকালে আকাশেতে হল দৈববাণী।
পদ্মাবতী পূজা কর শুন সাধু মণি।
পদ্মার সহিতে বাদ করি বারে বার।
সেই পদ্মা করিবেন বাদের উদ্ধার।

১ চান্দর, গ। ২ তখন, গ। ৩—৩ পদ্মাবতী পূজা কর, গ। ৪—৪ দেখ সব না ভাবিও, গ। ৫—৫ যেই জান দেখ, গ। ৬ দেখ, গ।

* ৩৮৭৪-৩৮৭৬ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (গ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

যেই জান ভগবতী সেই বিষহরি।
পদ্মার প্রসাদে আমি ভবসিন্ধু তরি।
দক্ষিণ হস্তে পূজি আমি ত্রিদশ কোটী দেবা।
বাম হস্তে দিব পুষ্প মার্গে দিব সেবা।

এতদিন ¹মা কেনে না কহিলাহে কথা¹ ।
মুই নহে জানি পদ্মা সাক্ষাতে² দেবতা ॥ ৩৮৭৭
তোমার চর[ে]ণ মাগ মাগি পরিহার ।
এই ক্ষণে পূজা আমি করিব পদ্মার ॥ ৩৮৭৮
জগতজননী পদ্মা আদ্যের দেবতা ।
মুই নহে জানি পদ্মা জগতের মাতা ॥ * ৩৮৭৯
চান্দে বোলে ³কহ শুনি কুল পুরোহিত³ ।
⁴কি দিয়া পূজিব পদ্মা কহ সুনিশ্চিত⁴ ॥ ৩৮৮০
⁵চান্দোর বচনে দ্বিজে জোড় করি কর⁵ ।
পূজার বিধান কহি শোন সদাগর ॥ ৩৮৮১

পদ্মা দুর্গা সম দেখি নয়ন গোচর ।
তবে সে পূজিব পদ্মা বলিল সত্বর ॥
এক রথে পদ্মা দুর্গা অন্তরীক্ষে স্থিতি ।
দুইজন দেখে চান্দ একই মুরতি ॥

১—১ মোরে কেন না কহিলা হেন কথা, খ । ২ এমত খ ।

* ৩৮৭৮-৩৮৭৯ সংখ্যক পদের পরিবর্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

যে মুখে বলিছি মুই লঘু জাতি কানি ।
অপরাধ ক্ষেম মোরে জয়ে ব্রহ্মাণী ॥
তোমার চরণে মুই মাগি পরিহার ।
অখন করিব পূজা ব্যাজ নাহি আর ॥
হেন মতে নানা স্তুতি করিল বিস্তর ।
অন্তর্দ্ধান হইলা চান্দর গোচর ॥
আনন্দিত হইয়া তবে চান্দ সদাগর ।
আগে পাছে লোক বেষ্টিত আসিল নিজ ঘর ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধু স্থির করে হিয়া ।
সোমাই ব্রাহ্মণেরে আনিল ডাক দিয়া ॥
পাত্র মিত্র পুরোহিত কুলের ব্রাহ্মণ ।
চম্পক নগরের লোক যত বন্ধুগণ ॥

৩—৩ পুরোহিত কুলের দেবতা, খ । ৪—৪ কিরূপে পূজিব পদ্মা কহ তার কথা, খ, গ । ৫—৫ তবে পুরোহিত কহে কর জোড় করে, খ ।

[1]ছাগল মহিষ যত দিবা বলিদান[1]।
গন্ধ পুষ্প [2]দিবা নানা বিবিধ বিধান[2] ॥ ৩৮৮২
[3]সুবর্ণে রচিয়া ঘট করিবা[3] স্থাপন।
[4]জাগরণ নৃত্য গীত বিবিধ বাজন[4] ॥ ৩৮৮৩
ষোড়শ উপচার দিবা বস্ত্র অলঙ্কার।
এই মতে পূজা করহ পদ্মার ॥* ৩৮৮৪
[5]দ্বিজের বচন শুনি চান্দো হরষিত[5]।
জয়ে জয়ে [6]ধ্বনি শব্দ হইল[6] চারিভিত ॥ ৩৮৮৫
চতুর্দিকে লোক পাঠাইলা সদাগর।
যত ইতি দ্রব্য সব আনে নিরন্তর ॥ ৩৮৮৬
সোনার প্রতিমা সাধু করিলা গঠন।
সমুখে সুবর্ণ ঘট করিল স্থাপন ॥ ৩৮৮৭
তত্ত্ব দিয়া আনে সাধু দুই পুরোহিত।
বস্ত্র অলঙ্কারে দুই করিলা জড়িত ॥** ৩৮৮৮
[7]স্বস্তি বচন করি পূজা আরম্ভিল[7]।
[8]ধূপ দীপ নৈবেদ্য যত নানা বিধি দিল[8] ॥ ৩৮৮৯
[9]মনোনীত পূজা করে ভক্তিযুক্ত হইয়া[9]।
অন্তরীক্ষে থাকি পদ্মা [10]বলে ডাক দিয়া[10] ॥ ৩৮৯০

১—১ নানা বিধি বলিদান অনেক প্রকার, খ। ২—২ ধূপ দীপ নৈবেদ্য উপহার, খ। ৩—৩ সুবর্ণের ঘট তাহে করহ, খ। ৪—৪ নানা বিধি গীতবাদ্য বাজে কুতুহল, খ।

* ৩৮৮৪ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

পঞ্চবর্ণের গুড়ি দিয়া বিচিত্র রচনা।
গন্ধ চন্দন দিয়া দিবা আলপনা ॥

৫—৫ পদ্মাবতী পূজে চান্দ হইয়া আনন্দিত, খ। ৬—৬ হুলাহুলি দিল, খ।

** ৩৮৮৭-৩৮৮৮ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই।

৭—৭ ব্রাহ্মণে পড়িয়া স্বস্তি বচন, খ। ৮—৮ পীড়ির উপরে ঘট করিল স্থাপন, খ। ৯—৯ ৩৮৯০ সংখ্যক পদের প্রথম চরণটি অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই। ১০—১০ বলিল ডাকিয়া, খ।

হেতাল বাড়ি দিয়া দেও পাজাল জ্বালিয়া ॥ ৩৮৯১
হেতাল পোড়া গেলে শুন চান্দো সদাগর।
তবে তোমার পূজা খাইতে যাইব সত্বর ॥ ৩৮৯২
এতেক শুনিয়া সোনাই হরিষ বিশাল।
হেতাল কাটিয়া দিল ধূপের পাজাল ॥ * ৩৮৯৩
অষ্ট নাগ লইয়া নাচে বিষহরি আই।
চান্দোর পূজা খাইতে গেল দেবী পদ্মা মাই ॥ ৩৮৯৪
মনের কৌতুকে পূজে চান্দো সদাগর।
নাগ লইয়া পদ্মাবতী রথে করে ভর ॥* * ৩৮৯৫

---

* ৩৮৯১-৩৮৯৩ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

হেতাল বাড়ি দেখিয়া মোর কাঁপে হিয়া।
হেতাল বাড়ি দেও যদি পাজালে কাটিয়া।
তবে তোমার পূজা খাব ঘটে বসিয়া।
এতেক শুনিয়া চান্দ ভাবে মনে মন।
হেতাল বাড়ি কাটিতে আজ্ঞা করিল তখন।
হেতাল বাড়ি কাটিয়া ধনা করে খান খান।
পাজাল জালিয়া আনে পদ্মার বিদ্যমান।

* * ৩৮৯৪-৩৮৯৫ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

পাজাল দেখিয়া পদ্মা আনন্দিত অপার।
মন সুখে গেলা দেবী পূজা খাইবার।
পূজার সামগ্রী কত করিয়া সন্বিধান।
জোড় হস্ত করিয়া চান্দ করিল প্রণাম।
চান্দ বলে শুন পদ্মা আমার উত্তর।
মধুকর ডিঙ্গা আন মণ্ডপ ভিতর।
তবে আমি পূজিব তোমা কামনা করিয়া।
মধুকর সমেত যাও মণ্ডপে চলিয়া।
এ সব শুনিয়া পদ্মার আনন্দ অপার।
চান্দোর সাক্ষাত আনে ডিঙ্গা মধুকর।
চান্দো বলেন শুন দেবী বিষহরি।
তোমার মহিমা কিছু বুঝিতে না পারি।

থই দধি রচনা [১]সাধু থুইল[১] ঠাই ঠাই।
ছাগ মহিষ দিল লেখা জোখা নাই ॥ ৩৮৯৬
[২]নৰ্ত্তকীয়ে নৃত্য করে গাইনে গীত গায়ে।
ঘটে অধিষ্ঠান হইল জগতগৌরী মায়ে[২] ॥ ৩৮৯৭
চান্দে বলে শোন মাতা জগতজননী।
যে মুখে [৩]দিয়াছি গালি[৩] লঘু জাতি কানি ॥ ৩৮৯৮
সেই মুখে [৪]ভস্ম খাম[৪] শোনগ জননী।
যে মুখে [৫]দিয়াছি গালি দেও চুন কালি[৫] ॥ ৩৮৯৯
[৬]আমারে করহ কৃপা বিষহরি মায়ে[৬]।
[৭]গোঁফ দাড়ি কাটিয়া দিব তোয়া পায়ে[৭] ॥* ৩৯০০
[৮]এত শুনি পদ্মাবতী হরিষ অন্তর[৮]।
[৯]দেবী বলে চান্দো তুমি লও দেই বর[৯] ॥ ৩৯০১
চান্দো বলে [১০]কিবা বর মাগিব তোমার ঠাই[১০]।
[১১]ধনজন যত দিছ তাহার অন্ত নাই[১১] ॥ ৩৯০২
[১২]এক বর মাগি মাগ তোমার চরণে।
ষোল জন যাই যেন স্বর্গ ভুবনে ॥[১২] ৩৯০৩
সাত পুত্র সাত বধূ আমরা[১৩] দুই জন।
[১৪]অবিলম্বে যাই যেন স্বর্গ ভুবন[১৪] ॥ ৩৯০৪

১—১ দিল, খ। ২—২ হরিষ হইলা বড় জয় ব্রাহ্মণী, খ। ৩—৩ বলিছি আমি, খ। ৪—৪ কালি দিল, খ। ৫—৫ বলিছি মুই ধামুনা ভাতারি, খ। ৬—৬ সে মুখে অভক্ষা খাই শুন বিষহরি, খ। ৭—৭ দাড়ী চুল কাটিয়া দিল মনসার পায়, খ।

* ৩৯০০ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত চরণটি অতিরিক্ত :—

অপরাধ ক্ষেমি পূজা লও মনসায়।

৮—৮ এতেক শুনিয়া পদ্মা মন কুতূহলি, খ। ৯—৯ বর মাগো চান্দ তোমারে এহা বলি, খ। ১০—১০ কি বর মাগিব তব পায়, খ। ১১—১১ পুত্র সব দিছ বিষহরি মায়, খ। ১২—১২ জগতজননী তুমি সংসারে পূজিত।

এই বর দেও মোরে মনের বাঞ্ছিত। খ।

১৩ মোরা, খ। ১৪—১৪ অবিরোধে হয় যেন স্বর্গেতে গমন, খ।

এবমস্তু [1]বলিয়া পদ্মা তারে দিলা বর[1] ।
[2]অবিলম্বে চলি যাও শোন সদাগর[2] ॥* ৩৯০৫
সেই পদ্মাবতী [3]দেও নায়কেরে বর[3] ।
[4]তোমার বরে হওক সব অক্ষয় অমর ৩৯০৬

পূজা করি সদাগর হইলেক তুষ্ট ।
বর দিলা পদ্মাবতী হইয়া পরিনিষ্ট ॥ ৩৯০৭
যে মত বাদ ছিল মনসার সঙ্গে ।
তেমত হইলা তুষ্ট মনোরথ রঙ্গে ॥ ৩৯০৮
বর দিয়া পদ্মাবতী গেলা অন্তঃপুরে ।
পুত্র ধন ডিঙ্গা সাধু বরি নিল ঘরে ॥ ৩৯০৯
যেমত দুঃখ পাইল মনসার বাদে ।
তেমত হইল সুখ পদ্মার প্রসাদে ॥ ৩৯১০
পদ্মার সঙ্গে বাদ করিয়া পাইল দুর্গতি ।
তেমত করিলা কৃপা দেবী পদ্মাবতী ॥ ৩৯১১
মনোরথ সিদ্ধি হইল তপস্যা বেউলার ।
বিষম সঙ্কটে পদ্মা করিলা উদ্ধার ॥ ৩৯১২
ধন পাইল জন পাইল আর পাইল নাও ।
দিবা নিশি করে স্তুতি মনসার পাও ॥ ৩৯১৩
এই মতে পূজা যদি করিলা সদাগর ।
ধনে পুত্রে সুখে রইলা আপনার ঘর ॥** ৩৯১৪
[5]রজনী প্রভাত হইল অরুণ উদয়ে[5] ।
[6]শয্যা তেজি বাহির হইল[6] সাধুর তনয়ে ॥ ৩৯১৫

১—১ বলি বর দিলেন তখন, খ । ২—২ এতেক শুনিয়া দেবী হরিষ অন্তর, খ ।
* ৩৯০৫ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

রথে চড়ি স্বর্গে গেল দেবী বিষহরি ।
ঘরে ঘরে পূজা করে চম্পক নগরী ॥

৩—৩ সবারে দেও বর, খ । ৪—৪ এইরূপে পূজা নিত্য করে সদাগর, খ ।
* * ৩৯০৭-৩৯১৪ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই ।
৫—৫ মহানন্দে সাধু হরিষ অতিশয়, খ । ৬—৬ বাহির টুঙ্গিতে বৈসে, খ ।

রাজ্যের ঠাকুর [১]হয়ে সাধুর নন্দন[১]।
সম্বাদিয়া আনাইল যত জ্ঞাতিগণ ॥ ৩৯১৬
লক্ষ্মীপতি আদি করি যত বণিকগণ।
সত্বরে মিলল আসি সাধুর সদন ॥* ৩৯১৭
[২]জ্ঞাতি সব দেখিয়া চান্দ কুতূহল হল[২]।
জোড়[৩]হস্ত করি সাধু বলিল বিস্তর[৩] ॥ ৩৯১৮
বেউলা বধূ করিল[৪] মোর সকল উদ্ধার।
[৫]ধন জন[৫] চৌদ্দ ডিঙ্গা সাত কুমার ॥ ৩৯১৯
মনুষ্য হইয়া[৬] বেউলা দেখিল দেবগণ।
[৭]সকল হইল সিদ্ধি বেউলার কারণ[৭] ॥ ৩৯২০
এতেক বলিয়া সাধু রন্ধনে করে ত্বরা।
আস্তে বেস্তে সোনকা রন্ধন করে সারা ॥ ৩৯২১
স্নান পূজা করি সাধু হরষিত মন।
বন্ধুবর্গ লইয়া আজি করিব ভোজন ॥ ৩৯২২
তবে চান্দ সদাগর বলিল বচন।
সকলের স্থানে চান্দ করে নিবেদন ॥ ** ৩৯২৩
[৮]ভোজন করিব সবে শুনি এই কথা[৮]।
বোলচাল নাহি কার[৯] হেট করে মাথা ॥ ৩৯২৪
ধনঞ্জয় নামে সাধু সবের[১০] প্রধান।
জো[র]হস্তে কহে [১১]কথা চান্দ[১১] বিদ্যমান ॥ † ৩৯২৫

১—১ চান্দ বণিক প্রধান, খ।

* ৩৯১৭ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই। ২—২ যাহার যেই সম্ভাষ করে জনে জন, খ। ৩—৩ হস্তে সবাকারে বলিল বচন, খ। ৪ হতে, খ। ৫—৫ ধনে জনে, খ। ৬ শরীরে, খ। ৭—৭ বধূ রন্ধন করুক সবে করহ ভোজন, খ।

** ৩৯২১-৩৯২৩ সংখ্যক পদ অতিরিক্ত, (খ) পুঁথিতে নাই।

৮—৮ চান্দর মুখে শুনিয়া সবে এই সব কথা, খ। ৯ সবে, খ। ১০ জ্ঞাতির, খ। ১১—১১ সে চান্দর, খ।

† ৩৯২৫ সংখ্যক পদের পরে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ অতিরিক্ত :—

তিন কালে স্ত্রীলোক নহে স্বতন্তর।
শিশুকালে রক্ষিতা বাপ থাকে সেই ঘর।

আপনে সকল জান শোন[১] সদাগর।
[২]মড়া লইয়া ছয় মাস ভাসিল সাগর[২] ॥ ৩৯২৬
নানা [৩]কন্টক পথে আছে সাগরের পানি[৩]।
[৪]শুদ্ধ ভাবে আছে বেউলা নহে হেন জানি[৪] ॥ ৩৯২৭
বিনে পরীক্ষায় অন্ন না করিব ভোজন।
পরীক্ষা লইয়া শেষে যেবা লয়ে মন ॥ * ৩৯২৮
প্রথমে[৫] পরীক্ষা দিব ঘৃত কাঞ্চন।
[৬]আর পরীক্ষা জৌত ঘর করিয়া নির্ম্মাণ[৬] ॥ ৩৯২৯
আর পরীক্ষা রাম দিলেন সীতারে।
এই তিন পরীক্ষায়ে শুদ্ধ হইতে পারে ॥† ৩৯৩০
এহা শুনি কহে তবে বেউলা সুন্দরী।
সকল জাতির স্থানে হস্ত জোড় করি ॥ ৩৯৩১
পদ্মার বাদ খণ্ডাইতে আসিলাম মর্ত্ত্য ভুবন।
বাদ খণ্ডিলে স্বর্গে করিব গমন ॥ ৩৯৩২

যুবা কালে রাখে স্বামী প্রাণের ঈশ্বর।
বৃদ্ধ কালেত থাকে পুত্রের অভ্যন্তর ॥

১ মহা, খ। ২—২ একেশ্বরী গেল বেউলা নাহিক দোসর, খ। ৩—৩ দুষ্ট আছে সমুদ্রের জল, খ। ৪—৪ দুষ্টে লাগ পাইয়া নি নাকরিছে বল, খ।

* ৩৯২৮ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

পুনরপি বলে চান্দ কর অবধান।
বধূরে পরীক্ষা দিব সভা বিদ্যমান ॥
বেহুলা হতে হইল মোর সকল উদ্ধার।
হেন বধূ বর্জ্জিলে হয় কুৎসিত আচার ॥
তিন পরীক্ষা দিতে না লয় মোর মন।

৫ এক, খ। ৬—৬ আর পরীক্ষায় ঘরে থাকে একেশ্বর।
চৌদিকে অগ্নি দিয়া পোড়ে সেই ঘর ॥

† ৩৯৩০ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

ঘরের পরীক্ষা অগ্নি ধর্ম্ম অধিষ্ঠান।
সে পরীক্ষা সীতারে দিলেন শ্রীরাম ॥
এই তিন পরীক্ষায় যদি পায় প্রতিকার।
বেউলার সতীত্ব হইবে পৃথিবী প্রচার ॥

পদ্মার বাদ খণ্ডিল বাদ হইল দূর।
এইক্ষণ যাব আমি মহাদেবের পুর ॥* ৩৯৩৩
চম্পক নগরে [১]আর না করিব ভোজন[১]।
সোনকা [২]কহে বধূ হেন কহ কি কারণ[২] ॥ ৩৯৩৪
[৩]জ্বালিয়া দিলা মোর নিভিল আগুনি[৩]।
তোমার [৪]কারণে আমি তেজিব পরানি[৪] ॥ ৩৯৩৫
এতেক কহিতে রথ নামে আচম্বিত।
লখাইর হাতে ধরি বেউলা চলিল ত্বরিত ॥ ৩৯৩৬
লখাই বেউলা শিবপুরে করিল গমন।
চান্দ সোনকা স্মরে পদ্মার চরণ ॥† ৩৯৩৭

---

* ৩৯৩১-৩৯৩৩ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

হেনকালে আসিল বেউলা সভার বিদ্যমান।
বেউলা বলে তোমরা সব কর অবধান ॥
অনিরুদ্ধ উষা এই আমরা দুই জন।
মহাদেবের শাপে জন্ম হইল ভুবন ॥
শ্বশুরের বাদ পদ্মার বাদ করিলাম তুলুনতার।
শিবের আজ্ঞায় জন্ম হইল দুহাকার ॥
পদ্মার কর্ম্মে আসি বাদ করিলুম দূর।
দুহে চলিয়া যাই মহাদেবের পুর ॥

১—১ আমরা না রহিব আর। ২—২ বলে বধূ তুই বড় দারুণ, খ। ৩—৩ জ্বালিবারে চাহো তুমি নিভান আগুন, খ। ৪—৪ গুণে হইল মোর সকলি উদ্ধার, খ।

† ৩৯৩৬-৩৯৩৭ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

তোমার কারণে হইলাম শোক সাগরের পার ॥
তবে কেন কহ এমত দারুণ কথা।
শুনিয়া আমার বড় মনে লাগে ব্যথা ॥
বেউলা বলে শাশুড়ী তুমি পরম দেবতা।
বার বৎসর পূর্ণ হইল রহিতে নারি হেথা ॥
স্বর্গ হইতে রথ আসিবে আমা দুহার।
মেলানি দেও ঠাকুরাণী ব্যাজ নাহি আর ॥
এতেক শুনিয়া সবে হইল বিস্মিত।
কহিতে কহিতে রথ আসিল আচম্বিত ॥

ইন্দ্রপুর হইতে দেবী রথ আনাইল[১] ।
[২]হরষিত হইয়া চান্দ রথেতে চড়িল[২] ॥ ৩৯৩৮
ছয় পুত্র ছয় বধূ আপনারা দুই জন ।
ইন্দ্ররথে চড়ি গেলা স্বর্গ ভুবন ॥ ৩৯৩৯
বিজয়ে গোপ্তে বলে দেবী শিবের তনয়া ।
অন্তকালে মাতা মোরে দিবা পদ ছ[া]য়া ॥ ৩৯৪০
গাইন কুমার সভার করিবা কল্যাণ ।
জন্মে জন্মে সেবি যেন তোমার চরণ খান ॥* ৩৯৪১

ইতি পদ্মাপুরাণ পুস্তক সমাপ্ত ॥

গুরু ব্রাহ্মণ যত বন্দিল চরণ ।
রথ আরোহণ তবে করে দুই জন ॥
অন্তর্দ্ধান হইল সবার বিদ্যমান ।
হরি হরি বলিয়া বিস্মিত সর্ব্বজন ॥
অনিরুদ্ধ উষা দেখি শিব আনন্দিত ।
প্রণাম করিয়া দুহে করে নৃত্য গীত ॥
পুত্রবধূ শোকে চান্দ দুঃখ ভাবে মন ।
জোড় হাতে মনসার করয়ে স্তবন ॥
তোমার প্রসাদে আমি ভুঞ্জিলাম সুখ ।
পুত্রবধূ শোকে মোর বিদরিছে বুক ॥
আপনি দিয়াছ বর না যায় খণ্ডন ।
সংসারে আমার আর নাহি প্রয়োজন ॥
নানা বিধি স্তব করে চম্পকে রহিয়া ।
কাল পাইয়া স্বর্গে গেল চান্দ বানিয়া ॥

১ পাঠাইল, খ ।   ২—২ সবান্ধবে চান্দ বানিয়া স্বর্গবাসে গেলা, খ ।
* ৩৯৩৯-৩৯৪১ সংখ্যক পদের পরিবর্ত্তে (খ) পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ :—

বেউলা লখিন্দর দেখি আনন্দিত মন ।
বিজয় গুপ্তে স্তুতি করে মনসার চরণ ॥
বৈদ্য বিজয় বলে নায়কের জয় ।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয় যেই পূজে দেবীর পায় ।
লখাই জিয়ান পালা হইল পূরণ ।
সর্ব্বত্রেক দেও বর দেব নারায়ণ ॥
কলিতে প্রত্যক্ষ বড় দেবী মনসা ।
ভক্তি করি পূজিলেক সিদ্ধি হয় আশা ॥

শব্দসূচী

খ

গ

ঘ

চ

ছ

ভ

ম

স

22-8-72